

বসুমতী-শাস্ত্র-কার

# প্ৰাথমিক-বৃত্ত

ঐশ্বর্যহৰি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস-বিরচিত

প্ৰথম-চতুৰ্থ স্কন্ধ

মূল-অনুবাদ-বিহীতি সহ

---

পণ্ডিত শ্ৰীযুক্ত শ্ৰীজীব ন্যায়তীৰ্থ এম, এ

ও

শ্ৰীযুক্ত সত্যেন্দ্ৰনাথ বসু এম, এ, বি, এল্ অনূদিত

---

হলডাইন্স সাহিত্য ও শাস্ত্র গ্ৰন্থপ্ৰচাৰক—বহুশাস্ত্ৰগ্ৰন্থ অনুবাদক  
উপেন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায় প্ৰতিষ্ঠিত  
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিৰ হাইতে  
শ্ৰীমতীশচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় প্ৰকাশিত

প্ৰথম সংস্কৰণ

কলিকাতা, ১৬৬ : বহুবাজার ষ্টীট, “বসুমতী-বৈজ্ঞানিক-ৰোটোৰী-ঘৰে” শ্ৰীশশিভূষণ দত্ত মুদ্ৰিত

সম্পূৰ্ণ গ্ৰন্থৰ মূল্য ১০/- টাকা

[ মূল্য ৪/- টাকা







## ভূমিকা

শ্রীমদ্ভাগবত মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত এবং অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে নিবদ্ধ, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্ভাগে উল্লিখিত আছে। বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত প্রভৃতি বহু পুরাণে অষ্টাদশ মহাপুরাণ গণনা প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের নাম কীর্তিত হইয়াছে। পদ্মপুরাণে ইহাও কথিত হইয়াছে যে,—

ভগ পদ্মপুরাণঞ্চ প্রথমং স প্রণীতবান্ ।

ভতোহতানি পুরাণানি কৃৎস্না তু ঘোড়শক্রমাৎ ।

অষ্টাদশং ভাগবতং সাবমাক্রব্য সর্গতঃ ।

কৃতবান্ ভগবান্ ব্যাসঃ শুককথাধ্যাপনং হৃতম্ ॥

ভগবান্ বেদব্যাস প্রথমে পদ্মপুরাণ রচনা করিয়া তৎপরে বোলখানি পুরাণ রচনা করেন, সেই সকল পুরাণ হইতে সার গ্রহণ করিয়া সর্বশেষে অষ্টাদশ পুরাণ—ভাগবত প্রণয়ন করেন এবং তাহা পুত্র শুকদেবকে পাঠ করাষ্টাইলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং বেদব্যাস বলিয়াছেন যে—‘মহাভারতাদি গ্রন্থ রচনা করিয়াও তাঁহার চিন্তাপ্রসাদ লাভ হয় নাই, সেই জন্য তিনি কোন সময়ে সরস্বতী-নদী-তীরে স্নিগ্ধমাগ হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, দেবর্ষি নারদ সেই সময়ে আগমন করিয়া এই ভাগবত গ্রন্থ রচনার জন্য তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করেন, তাহারই ফলে শ্রীমদ্ভাগবতের উৎপত্তি (১ম স্কন্ধ, ৪র্থ অধ্যায়)। শ্রীহরির নাম ও যশঃ-কীর্তন এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য। নানাদি কীর্তনের ফলে যদি ভগবদ্বিষয়া রতি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই রতি দ্বারা এক অবিচ্ছিন্ন মনোগতি সৃষ্টি হইবে, অবিচ্ছিন্ন গন্ধাধারা যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ সেই মনোগতিও সর্বাংশাবস্থিত ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া থাকে।

অত্যাশ্রয় গ্রন্থে যোগ-যজ্ঞাদি নানা কর্ম-মার্গের পথ প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে নিরুক্তিমার্গের উপদেশ আছে। সে নিরুক্তিমার্গ শুদ্ধজ্ঞান দ্বারা লভ্য নহে, কিন্তু সরস ভক্তিদ্বারা সহযোগে লাভ করা যায়। এই

জগৎ পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে—ভাগবতকে সাত্বিক পুরাণের অন্ততম বলিয়া উক্ত হইয়াছে—

বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্ ।

গারুড়ঞ্চ তথা পাণ্ডব বারাহং শুভদর্শনম্ ।

সাত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ ॥

শ্রীভগবান্ বিষ্ণু সাক্ষাৎ সত্যমূর্তি, তাঁহার বিষ্ণু অবলম্বন করিয়া যে সকল পুরাণ রচিত হইয়াছে—সে সমস্তই সাত্বিক সন্দেহ নাই—তন্মধ্যে ভাগবত অনন্তাধারণ মাধুর্য্যে সমৃদ্ধ।

ভাগবতে বিবিধ ভক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। (১)

সাধনভক্তি, অপর (২) সাধ্যভক্তি। যে ভক্তি উপায়রূপে গ্রহণ করা হয়, অর্থাৎ পুরুষার্থের সাধন হয়, তখন তাহাকে সাধন-ভক্তি বলা যায়। আবার ভক্তি দ্বারা যে ভক্তিকে লাভ করা যায়—তখন সেই দ্বিতীয়া ভক্তি সাধ্যভক্তি-রূপেই অভিহিত হয়। যথা,—

স্বরসঃ স্মারয়ন্ত্য মিতোৎসাহোষহরং হরিম্ ।

ভক্ত্যা সজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রুতং পুলকাং তমম্ ॥

—ভা ১১।৩।৩১

এই যে ভক্তিসংজ্ঞাত ভক্তি—ইহার প্রথম ‘ভক্তি’ সাধন-রূপে এবং দ্বিতীয় ‘ভক্তি’ সাধ্যরূপে গ্রহণ করা হয়। এই সাধ্যভক্তিকেই পঞ্চম পুরুষার্থ বলা হয়। সাধারণতঃ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থ, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চম পুরুষার্থের সন্ধান দিয়াছেন—তাহাই ঐ সাধ্যভক্তি বা প্রেমভক্তি বা ভক্তিযোগ। জগতের জীব-সমূহ জন্মমৃত্যুপ্রবাহ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেই কৃতার্থ হইয়া থাকে, ইহা সমগ্র দর্শনশাস্ত্রের চরম তত্ত্ব। ইহার উপরেও যে ভক্তির স্থান, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

সালোক্য-সাক্ষি-সামীপ্য-সাক্ষৈক্যমপ্যুতম্ ।

দীপ্যমানং ন গৃহীতি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥

(৩ স্ক ২২ অঃ ১৩) —

ভগবানের সহিত সমলোকে বাস, সমানৈশ্বর্য্য, নদীপে অবস্থান, সমানরূপত্ব, এবং ভগবানের সহিত একত্ব আশ্রয়



সাহস্য প্রদত্ত হইলেও প্রকৃত ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না, মুক্তিকালেও তাঁহা চাছেন—ভগবানের সেবা। এই অপূর্ণ ভক্তিতত্ত্ব ভাগবতে সবিত্তারে আলোচিত হইয়াছে। সেই সাধ্যভক্তি লাভ হইলে মুক্তিও দাসীবাৎ করতলগত হইয়া থাকিবে, ইহাও ভাগবতে তাবস্ত্রে ঘোষিত হইয়াছে।

এই অল্প সমগ্র সংস্কৃত বাঙাল্য সাম্রাজ্যে ভাগবতের স্থান অতি উচ্চ, সন্দেহ নাই; কিন্তু এট ভক্তিব অধিকারী অতি অল্প ব্যক্তিই। অনেক সময়ে ভক্তি ও ভাগবত ধর্মের নামে মিথ্যাচারের স্রোতঃ গ্রহণ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ভক্তিমার্গের একটা আকর্ষণ আছে,—সে আকর্ষণ যদি সভ্যই চিত্তকে অধিকার করে, তাহা হইলে ভক্তিমার্গ বড় সরল ও সুগম। নতুবা ভক্তিমার্গ বড় কঠিন—৩র্গম। এইজন্য শাস্ত্রে অধিকারি নির্ণয়ের কথা বাব বাব উক্ত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে গীতা ও ভাগবত আলোচনা প্রসঙ্গে বিচার করা যাইবে।

### শ্রীমদ্ভাগবতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে—১৯টি অধ্যায় আছে, তাহাতে ভাগবতের পুরাতাস, প্রায়োপবেশন-রত পরাক্রমসন্ধানে শুকদেবের গমন।

দ্বিতীয় স্কন্ধে—১০টি অধ্যায়, তাহাতে সংক্ষেপে সাধাবণ সৃষ্টিবর্ণন।

তৃতীয় স্কন্ধে—৩৩টি অধ্যায়, তাহাতে বিশেষভাবে সৃষ্টিবর্ণন।

চতুর্থ স্কন্ধে—৩১টি অধ্যায়, তাহাতে কল্পের প্রলয়লীলাদি ও ক্রমচরিত্র বর্ণন।

পঞ্চম স্কন্ধে—২৬টি অধ্যায়, তাহাতে প্রিয়বতবংশ বর্ণন পৃথিবীর সীমাদি নিরূপণ, জ্যোতিষচক্র ও অভ্যাসাদির বর্ণন।

ষষ্ঠ স্কন্ধে—১৯টি অধ্যায়—ইহাতে অজ্ঞানিল কথা, বিশ্বরূপ, ব্রহ্মাসুর ও দেবগণের উপাখ্যান।

সপ্তম স্কন্ধে—১৫টি অধ্যায়। প্রহ্লাদচরিত্র ও ধর্ম নির্ণয় ইহাতে আছে।

অষ্টম স্কন্ধে—২৪টি অধ্যায়—মহাদির বিবরণ।

নবম স্কন্ধে—২৪টি অধ্যায়—সূর্য ও চন্দ্রবংশের বর্ণন।

দশম স্কন্ধে—২০টি অধ্যায়—ইহাতে ত্রিকালীলা বর্ণন।

একাদশ স্কন্ধে—৩১টি অধ্যায়, নারদ ও বসুদেবসংবাদ এবং বাসুদেব ও উদ্ধবসংবাদে ভাগবতধর্ম কথিত

হইয়াছে এবং ইহাতে মোক্ষোপদেশ ও ত্রিকালীলার উপসংহার আছে।

দ্বাদশ স্কন্ধে—১৩টি অধ্যায়—মাগধরাজবংশ বর্ণন, কলিধর্ম, যুগবর্ণন, পরীক্ষিতের মুক্তিকাল, ঋষিগণ সমীপে স্মৃতির সমস্ত পুরাণের পবিচয় প্রদান।

### শ্রীমদ্ভাগবত ও পুরাণ

সাধাবণতঃ পুরাণের লক্ষণ এই যে—

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মনুজবাণি চ।

বংশানুচরিতকৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম॥

সৃষ্টি, প্রলয়, বংশ (দেব, দৈত্য, রাজা বা ঋষিদিগের বংশ-বর্ণনা) মনুজব (স্বামনুজব মনু প্রভৃতির কথা ও তদীয় অধিকারকালের পরিমাণ নির্দেশ) এবং বংশানুচরিত —(রাজা, ঋষি বা অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনচরিত্র বর্ণনা) এই পাঁচটি বিষয় লইয়াই পুরাণ।

ভাগবতের ‘সংক্ষিপ্ত পবিচয়’ আমরা এই কয়টি লক্ষণই প্রাপ্ত হইয়াছি। মহাপুরাণের লক্ষণে দেখা যায়—

সৃষ্টিশ্চাপি বিন্ধুষ্টিশ্চ স্থিতিস্তেবাঞ্চ পালনম্।

কল্যাণং বাসনা বার্তা মনুনাঞ্চ ক্রমেণ চ।

বর্ণনং প্রলয়ানাঞ্চ মোক্ষস্ত চ নিরূপণম্

উৎকীর্ণনং হরেব দেবানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।

দশাধিকং লক্ষণঞ্চ মহতঃ পরিকীর্ণনম্॥

এই দশাধিক লক্ষণও ভাগবতে বর্তমান। ভাগবত, বিষ্ণু-পুৰাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও পদ্মপুরাণ মতে অষ্টাদশ মহাপুরাণের সংখ্যা নথ্য,—

(১) ব্রাহ্ম (২) পদ্ম (৩) বৈষ্ণব (৪) শৈব (৫) ভাগবত (৬) নারদীয় (৭) মার্কণ্ডেয় (৮) আদ্যেব (৯) ভবিষ্য (১০) ব্রহ্মবৈবর্ত (১১) লৈজ (১২) বারাহ (১৩) কাল (১৪) বামন (১৫) কোর্ম (১৬) মাৎস্ত (১৭) গারুড় (১৮) ব্রহ্মাণ্ড।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে লিঙ্গপুরাণস্থলে নৃসিংহপুরাণ—অন্ততম মহাপুরাণ। কিন্তু ভাগবত সম্বন্ধে কোন পুরাণেই মতান্তর নাই। তবে ভাগবতকে কেহ কেহ দ্বিবিধ বলিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবত ও দেবীভাগবত। দেবীভাগবতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, কল্পভেদে একখানি মহাপুরাণ ও



অপরখানি উপপুরাণ, অতএব উভয় গ্রন্থই প্রমাণ। বায়ু-  
পুরাণ ও শিবপুরাণ সঙ্ক্ষেপে এইরূপ মীমাংসা। ‘ম’ষং  
‘ভ’ষ্যৈষং ‘ত্র’ত্রং ‘ব’চতুষ্টয়ম্। ‘অ’না’না’ ‘লিং’ ‘গ’  
‘ক্’ স্বাধ্যমষ্টাদশপুরাণকম্। দেবীভাগবতটীকায দ্ব্যত এই  
বচনে শৈব পুরাণ উল্লিখিত নাই, ‘ব’চতুষ্টয়ম্ বিষ্ণুপুরাণ,  
বায়ুপুরাণ, বরাহপুরাণ ও বামন পুরাণ—এই চারিখানি  
বকারাদি পুরাণই ‘ব’চতুষ্টয়।

নার্মানদেশে প্রসঙ্গে সর্বত্রই ভাগবত পঞ্চম স্থান অধিকার  
করিয়া থাকিলেও ভাগবত যে সর্বপুরাণের সার আকর্ষণ  
করিয়া রচিত, স্মরণ্য ইহার যে অনন্তসাধারণ বৈশিষ্ট্য  
আছে, তাহা পদ্মপুরাণের উক্তি হইতে বুঝা গিয়াছে। এখন  
প্রশ্ন হইতে পারে, যদি পদ্মপুরাণ প্রথমে রচিত হইয়া থাকে  
এবং অন্যান্য পুরাণ তৎপরবর্তী হয়, তাহা হইলে পদ্মপুরাণে  
শ্রীমদভাগবতের স্বরূপ পরিচয় দেওয়া সম্ভবপূর্বক হয় কিরূপে ?  
ইহার উত্তর এই যে, ভগবান্ বেদব্যাস যে ক্রমে পুবাণরচনা  
করিয়াছেন, তাহা পুবাণরক্তা স্মৃতিব মুখ হইতে নির্গত  
হইয়াছে। স্মৃতি যখন পুবাণ বলিতেছেন, তখন ভগবান্  
বেদব্যাসের সমস্ত পুরাণই বচনা করা হইয়া গিয়াছে।  
স্মরণ্য কোন অসামঞ্জস্য নাই।

### পুরাণের স্রুতপ

আদ্যকাল এক সম্প্রদায়ের ধারণা যে, পুরাণ—ঠাকুরমার  
গল্প, ইহাতে কিছুমাত্র সত্য নাহি, শুধু গৌর চিত্তরঞ্জনের জগ  
ইহা রচিত হইয়াছে।

বাস্তবিক পুরাণেই পুরাণ শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদত্ত হইয়াছে  
এইভাবে—

যস্মাৎ পুরাহ্যানীতীদং পুরাণং তেন তৎ স্মৃতম্

যেহেতু, পুরাকালে ইহা বাঁচিয়াছিল—অর্থাৎ এইরূপ  
ঘটনা সভ্যসভ্যই বর্তমান ছিল, এজন্ত ইহার নাম পুরাণ।  
(বায়ুপুরাণ ১২০২)

পুরাণকে বেদেরও অগ্রবর্তী বলিয়া বলা হইয়াছে। যথা  
—(বায়ুপুরাণ ১৬১)

প্রথমং সর্বশাস্ত্রাণাং পুরাণং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।

অনন্তরঞ্চ যজুস্তো বৈদান্ত্য বিনিঃসৃত্যঃ ॥

উপনিষদেও পুরাণকে পঞ্চমবেদ বলিয়া কথিত হইয়াছে—  
“স হোবাচ ঋগ্বেদং ভগবোহধ্যোমি  
যজুর্বেদং সামবেদমাথর্ষং চতুর্থমিত্তিহাস-  
পুবাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্” ইত্যাদি (ছান্দোগ্য, সপ্তম  
প্রপাঠক প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড)

মহাভারতে লিখিত হইয়াছে যে—

পুরাণপূর্ণচন্দ্রোঃ শ্রুতিদ্যোগ্যোঃ প্রকাশিতাঃ।

নুবুদ্ধিকৈরবাণাঞ্চ কৃতমেতৎ প্রকাশনম্।

—আদি ১১৮৬

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপস্থংহুয়েৎ।

বিভেত্যঙ্গশ্রুতাবেদো মাময়ং প্রচরিত্যতি ॥

—আদি ১১২৬৭

পুবাণ পূর্ণচন্দ্র, আদি ৭৭ত হইল জ্যোতিষ, পরাণের দ্বারা  
ঐতির প্রকাশ। মনুষ্যের জ্ঞান—কুম্ভধরূপ—তাহারও  
প্রশুটন পুরাণচন্দ্রের দ্বারা হইয়া থাকে। ইতিহাস এবং  
পুরাণের দ্বারা বেদকে বিবৃত করিলে। কেন না, যাহারা  
ইতিহাস-পুরাণে অন্ধ,—তাহারা অঙ্গশ্রুত, তাহাদের নিকট  
হইতে প্রকৃত হইয়া বলা যায় বেদ ভীত হ’ন।

এইরূপে দেখা যায়—শ্রুতি ও পুরাণের মধ্যে একটা মধুর  
সম্বন্ধ স্থাপিত আছে। স্মরণ্য পুরাণকে ত্রিভুজ মিত্যা  
গল্পমান যাহারা বলিয়া থাকেন—তাহাদের প্রমাণ নিজেদের  
কল্পনা মাত্র।

### পুরাণের নিন্দা

বেদের মাত্র সাংহিত্যভাগকে ধর্মের প্রমাণ বলিয়া এক  
নবীন সম্প্রদায় ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই  
সম্প্রদায়ের মতে পুরাণ ছুটি ব্যক্তির কপোলকল্পিত গল্প মাত্র।  
ফলে, ইহাতে মূর্তিপূজা, বর্ণাশ্রমব্যবস্থা প্রভৃতি অর্কচীন মত-  
গুলি স্থান পাইয়াছে। তদুপরি অলীলতাদোষ ও নানাবিধ  
সন্ধীর্ণতা প্রবেশ করিয়াছে; ইহাদের সর্বাপেক্ষা অধিক  
বিষেয় শ্রীমদভাগবতের উপর। কেন না, যে ভাগবতের প্রধান  
প্রতিপাদ্য হইল—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, যাহাতে মূর্তিমান্ ভগবান্ স্বয়ং  
সর্বসাক্ষিরূপে বর্ণিত, যেখানে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নেতা—  
পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ—মাহুবিগ্রহবৎ বিগ্রহধারণ করিয়া  
লীলাময়রূপে প্রকটিত, সেই ভাগবতের ছেয়তা প্রতিপাদন  
না করিলে যে তাহাদের সম্প্রদায় ভাসিয়া যায়।



বাস্তবিক কথা এই যে,—বেদ ও পুরাণে কোনরূপ বিরোধ থাকিতে পারে না। শ্রুতি ও পুরাণের প্রমাণ দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদের সংহিতাভাগেও এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, যাহাতে বলা যায় যে, পুরাণ অপ্ৰমাণ।

এ বিষয়ে বিরুদ্ধপক্ষ বলিয়া থাকেন যে, পুরাণেব অনেক উপাখ্যান বা অশ্রু বিধান আছে—যাহা সংহিতাভাগে দেখা যায় না, সুতরাং পুরাণ বেদবিরোধী। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, প্রথমতঃ বেদ মন্ত্রায়ক এবং অতি সুপ্রাচীন, বেদেব সর্বাংশ বর্তমান সময়ে আমরা দেখিতে পাই না। বহু শাখা বিলুপ্ত, বহু বেদমন্ত্র আজ আর আমাদের জ্ঞানগোচর হইতেছে না, কাজেই অনেক উপাখ্যান বা বিধিবিধানের মূলপ্রাতি এক্ষণে না পাইলেই যে তাহা বেদবিরোধী হইবে, তাহার কোন হেতু নাই। তবে, প্রত্যক্ষ শ্রুতি হইতে যদি পুরাণেব অপ্রামাণ্যজ্ঞাপক কোন মন্ত্র পাওয়া যাইত, তাহা হইলে তাহা গ্রহণ করা যাইতে পারিত। কিন্তু, এমন কোন মন্ত্র সত্য সত্যই নাই—যাহা দ্বারা পুরাণ অপ্ৰমাণ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ, পুরাণ হইলে বেদেব ব্যাখ্যা স্বরূপ। যে ব্যাখ্যা এখন প্রচলিত, তাহা যাজ্ঞিক সম্প্রদায় সম্মত। তাহা সমাপ্তে পুরাণেব সহিত না মিলিলেও বেদেব প্রাচীন ব্যাখ্যা পুরাণ। বর্তমান হিন্দুসমাজ সেই ব্যাখ্যার উপরই প্রতিষ্ঠিত। বাস্তবপক্ষে মন্ত্রায়ক সংক্ষিপ্তাক্ষর বেদবাক্যেব সমাপ্ত ব্যাখ্যা বিভ্রাট হইতে পাবে, এত জটিল পুরাণকর্তা পুরাণেব মধ্য দিয়া বেদ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। যিনি বেদবিভাগকল্পে বেদবাস—তিনিই পুরাণকর্তা। যদি বেদবাস পুরাণেব মধ্যে বেদবিরোধী ভাব আনয়ন করিতেন, তাহা হইলে তৎকালে (যখন বেদ-মন্ত্র প্রত্যেক গ্রাম্যের অধ্যয় ছিল) বেদবাস সমাজে উপেক্ষিত হইতেন।

### বেদে মূর্তিপূজা

পূর্বকালে এদেশে মূর্তিপূজা ছিল না, কেন না, বেদে না কি মূর্তিপূজা নাই, ইহা হইল কতিপয় প্রাচ্য ও পাস্চাত্য বনীযীর মত। কিন্তু শাস্ত্রবোধ্য বিষয় এই যে, যত দূর পর্যন্ত ঐতিহাসিক দৃষ্টি চলে, তাহাতে প্রাচীনভারতের স্বরূপ যতই গবেষণা করা যায়, দেখা যায় যে, মূর্তিপূজা বরাবরই ভারত-বর্ষে প্রচলিত কেন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এবং ভারতবর্ষ হইতে

সভ্যতার বিস্তার যেখানে যেখানে সম্ভবপর হইয়াছে, সেখানে সেখানেই মূর্তিপূজা সেই সভ্যতার অঙ্গরূপে প্রচলিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে মূর্তিপূজা ছিল, মিশরে ছিল এবং অন্যান্য আরও প্রাচীনদেশে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল। সেদিনও মিশরদেশে একটি প্রাচীন দুর্গামূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতেব ত' কথাই নাই। মহেন্দ্রোদোরোর ভ্রমাবশেষ হইতে শিবলিঙ্গ মূর্তি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বেদকে সুপ্রাচীন বলিয়া অনেকেই বলিয়া থাকেন এবং প্রাচীন ভারতে যদি মূর্তিপূজাব অস্তিত্ব দেখা যায়, তাহা হইলে ইহাই কি মনে স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত উদয় হয় না যে, বেদে মূর্তিপূজা না থাকিলে প্রাচীন ভারতেও মূর্তিপূজাব অস্তিত্ব দেখা যাইত না। বেদে আমবা যে কয়টি মন্ত্র দেখিতে পাই, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভগবানের নানা রূপধারণ বেদসম্মত।

১। ঋগ্বেদ—১ম। ১২। ১৬৪ স্তঃ ১৭৬ মন্ত্র।

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাতঃ

\* \* \*

একং সদনিপ্রা বরুণা বদন্তি

\* \* \*

এক সং পরবক্ষকে পশুতগণ ইন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ প্রভৃতি বহু রূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন।

২। ঋগ্বেদ ১ম। ৪। ৫৭ স্তঃ ১৮ মন্ত্র

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব

\* \* \*

ইন্দ্রো মাষাতিঃ পুরুষং জীযতে।

রূপে রূপে তাঁহারই রূপ, পরমেশ্বর মাষাশক্তিবলে বহু রূপ গ্রহণ করেন।

### প্রতিমা পূজা

৩। ঋগ্বেদ ম ৫। অঃ ৩। ৪২ স্তঃ

প্রতিমে ভোমমদিতির্জগ্ৰভ্যাং

স্বহং ন মাতা হৃত্যং স্তবশম্

\* \* \*

৪। ঋগ্বেদ ম ৮। ৭। ১৮ স্তঃ ৩ মন্ত্র

কাসীং প্রমা কিং প্রতিমা কিং নিদানম্

আজ্যং কিসাসীং পরিধিঃ ক আসীং।



উপার-উক্ত দুইটি মন্ড্রেই 'প্রতিমা' শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। যাজ্ঞিক সম্প্রদায়ে যে ব্যাখ্যাই প্রচলিত থাকুক না কেন—পুরাণে 'প্রতিমা' শব্দ এই বেদ হইতেই গৃহীত হইয়াছে—এবং বর্তমান প্রচলিত অর্থে 'প্রতিমা' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে।

৫। যজুর্বেদ ১৮ অ°। ১৩ মন্ত্র।

অশ্বা চ মে, মৃত্তিকা চ মে, গিরিশচ মে, পর্বতাশচ মে, সিকতাশচ মে, বনস্পত্যশচ মে, হিবণ্যঞ্চ মে, অপশচ মে, শ্রামং চ মে, লোহঞ্চ মে, সীসঞ্চ মে, বপু চ মে, যজ্ঞেন কন্যতাম্ ॥

প্রস্তব, মৃত্তিকা, গিরি, পর্বত, বাতুকা, বৃক্ষ, স্তবর্ণ, জল, লৌহ, সীসা, বাঙ্গ ছাড়া আমাদের শব্দ আর বচন কণা হউক।

৬। যজুর্বেদ ৮ অ°। ১৬ মন্ত্র

সংবর্চসা শস্যসা সন্তনুভিবগম্মতি মনসা।

\* \* \* স° শিবেন

সুবর্ণাদি ছাড়া—বজ্রনজল ছাড়া একাগ্রচিত্তে রচিত শোভন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সহিত ভগবানেব মূর্তি \* \* \*

৭। যজুর্বেদ অ° ১°। ৪১ মন্ত্র

সহস্রশ্রু প্রতিমাং বিশ্বকপম

\* \* \*

পরমেশ্বরের বহুবিধ প্রতিমা

৮। অথর্ববেদ কাণ্ড অনুবাক ৩ মন্ত্র ৪ -

একশানমাতিষ্ঠান্মা ভবতু তে তমুঃ ॥

\* \* \*

এই প্রস্তরে তুমি এস, এই পাষাণ তোমার শরীর হউক।

বেদসংহিতার এই মন্ত্রগুলি পাঠ করিয়া তৎপরে পুরাণের বচন মিলাইতেছি—ভাগবত ১১ স্কন্ধ ২৭ অঃ ১২ শ্লোক—

শৈলী দারুমবী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।

মনোমবী মণিমবী প্রতিমাষ্টাবিধা স্তুতা ॥

প্রতিমা অষ্টবিধ—শৈলা, দারু, সুবর্ণাদি ধাতু, লেপা মৃত্তিকা চন্দ্রনাদি, চিত্র, সিকতা, মানস ও মণিমবী প্রতিমা ৥ থাকে।

সপ্তশতী (মার্কণ্ডেয়পুরাণে) ৯৩ অধ্যায় ৬ শ্লোক—

তৌ তস্মিন্ পুণিনে দেব্যাঃ কৃষ্ণা মূর্তিঃ মহীমবীম্ ॥

নদীতীরে তাঁহারা দুই জন দেবীর মূর্ত্তবী মূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করিয়াছিলেন।

## অবতার-বাদ

বেদে অবতার বাদ নাই, ইহাও অনেক বলেন। কিন্তু কয়েকটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

ইদং বিশ্বব্রহ্মৈকমে ব্রহ্ম নিদমে পদম

ঋগ্বেদ ম ১১২ স্ত ১১ম

মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠা°। ঋগ্বেদ ম ১১৫৮ স্ত ২ম  
একো দধাব ভুবনানি বিশ্বা

ঈ ঈ ৪ মন্ত্র

বামন, নৃসিংহ ও বরাহ অবতারের ২ জন। ঈ সকল মন্ড্রে পাওয়া যায় ॥

ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুষপ ঈশতে যজ্ঞাঃ স্তম্ভ হরমঃ শতা দশ ॥

ঋগ্বেদ ম ৬৪ অঃ। ৪৭ স্ত ১৮

ইন্দ্র মায়াশক্তিবলে বহু রূপ ধারণ করেন, এবং ইহার জীবৎ-ধর বহু শত যস খা মূর্ত্তি—বিশেষতঃ দশ মূর্ত্তি (দশ অবতারে) সৃষ্টিযুক্ত।

ভাগবত বলিলেন, —অবতারা হসংখ্যেয়াঃ হুরেঃ সত্ত্বনিধে দ্বিজাঃ (১ম স্কন্ধ ৩ অব্যায়) দৃষ্টান্ত স্বরূপে এই কথটি প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। অতুসদ্ধান করিলে পুরাণ ও বেদের সম্বন্ধ যে আতি ঘনিষ্ঠ, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়।

## ক্রীমদ্-ভাগবতের নিন্দা

পুরাণকে বাতাবা প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের মধ্যেও এক সম্প্রদায় ভাগবতকে মানিতে চাহেন না। অন্ততঃ বর্তমান রূপে যে ভাগবত প্রচলিত, তাহা অষ্টাদশ পুরাণান্তর্গত ভাগবত নহে।

এমন কথাও শুনা গিয়াছে যে, মুম্ববোধ ব্যাকরণরচয়িতা বোপদেব না কি এই ভাগবতের রচয়িতা।

কিন্তু এ সকল কথা বিত্বতভাবে বিচার করিবার স্থান ইহা নহে। তথাপি এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচন করা বাইতেছে।

বোপদেব ভাগবতের রচয়িতা হইলে ভাগবত বোপদেবের জীবৎকালে প্রসিদ্ধিলাভ করে নাই ইহা বলিতে হয়।



অথচ দেখা যাইতেছে যে, বোপদেবকৃত ভাগবতের একখানি টীকা আছে এবং তিনি যে মুক্তসংকীৰ্ত্তনপ্রিয় এক জন বিজ্ঞতত্ত্ব, তাহা মুক্তবোধ ব্যাকরণ পাঠে জানা যায়। মুক্তসংকীৰ্ত্তন যে একটি পরম ধর্ম—ইহা ভাগবতেরই প্রধান প্রতিপাদ, বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণু নামকীৰ্ত্তনের কথা আছে বটে, কিন্তু “সংকীৰ্ত্তনপ্রাপ্তৈর্যজ্ঞানি হি স্নেহধনসঃ” এই যে সংকীৰ্ত্তন—ইহা বোপদেবের পূর্বেই সর্বাভ্যুত বিষয় না হইলে—তিনি মুক্তবোধ ব্যাকরণপাঠের অন্ততম প্রয়োজনরূপে মুক্তসংকীৰ্ত্তনকে উল্লেখ করিতেন না।

বোপদেবকৃত ভাগবতের টীকার নাম মুক্তফল, ভাগবত প্রকরণের আব একখানি ‘হরিলীলা’ নামক গ্রন্থও বোপদেবরচিত। বোপদেব ও হেমাদ্রি সমসাময়িক। হেমাদ্রি বোপদেবরচিত মুক্তফল নামী টীকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই ব্যাখ্যার নাম ‘কৈবল্যাদীপিকা।’ হেমাদ্রি—চতুর্ভুজ-চিন্তামণির সঙ্কলয়িতা। তিনি বহু পুরাণ ও স্মৃতিগ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া ‘চতুর্ভুজচিন্তামণি’ নামক এক সুরূহৎ গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। আধুনিক স্মৃতিনিবন্ধকার সকলেই হেমাদ্রির অনুবর্তন করিয়াছেন এবং হেমাদ্রি যে এক জন অতিশয় প্রামাণিক, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বাকার করিতেছেন—সুতরাং সেই হেমাদ্রি যখন ভাগবতটীকা মুক্তফলের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—তখন সহজেই অনুমান করা যায় যে, বোপদেবের ঐহিককালেও ‘ভাগবত’ ভাগবত বলিয়াই প্রচলিত এবং ওদিকেই শিষ্টসমাজে পরিগৃহীত ছিলেন। বোপদেব ও হেমাদ্রির সময় আধুনিক ঐতিহাসিক-গণ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দী বলিয়াছেন। অতঃপর জীধর স্বামী—তাহার অপূর্ব টীকা রচনা করিয়া অল্পজ্ঞ গণের মধ্যেও ভাগবতরস বিতরণের সুবিধা করিয়া দিয়া ছিলেন। জীচৈতন্ত দেবের সময় হইতেই ভাগবতের সমধিক প্রচার ও ভাগবততত্ত্বের অগ্রগতি ব্যাপকভাবে আবিস্ত হয়। জীধর স্বামীর পূর্বে বিষ্ণুপুরী গোস্বামী আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, তিনি জীজীভক্তিরদ্বাবলী নামক একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করেন, তাহাতে জীমদ্ভাগবতের শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার সময় জীচৈতন্ত দেবের ২৫০ বৎসর পূর্বে বলিয়া অনুমান হয়। জীমদ্ভাগবত যে বোপদেবরচিত নহে, তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ চিংস্বখাচার্য্যবিরচিত ভাগবতটীকা। চিংস্বখাচার্য্য যে বোপদেবের

পূর্ববর্তী, এ বিষয়ে মতভেদ নাই। প্রাচীন শ্লোকে আছে—“বোপদেবকৃতং তু তৎপূর্বকৈশ্চিৎ সুখাদিভিঃ। কথং টীকাঃ কৃতা বৈ স্যঃ...”

ভাগবতের কৃষ্ণলীলাবর্ণনা প্রসঙ্গে গোপীদিগের সহিত রাসমণ্ডলে বিহার প্রভৃতিকে কেহ কেহ অলীলতাদোষদৃষ্ট এবং আধুনিক প্রক্ষেপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ভাগবতের রাসলীলা সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়াছে এবং অনেকেই এক্ষণে বুঝিয়াছেন যে, ইহা কামজীড়া নহে। ইহা জীকৃষ্ণের যৌগৈশ্বর্য্য প্রদর্শন,—প্রতি গোপীযুগলের মধ্যেই এক ঈক্লব বহু রূপে বিরাজিত হইয়াছিলেন, তাহা ভাগবতে স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে।

কেহ কেহ ষোড়শসহস্র গোপীদিগকে বেষ্ঠা বলিয়াছেন এবং তাহাদিগের পতি অর্থাৎ রক্ষাকর্ত্তা জীকৃষ্ণ, এইভাবে কৃষ্ণলীলাব সামঞ্জস্য বিধান করিতে গিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইলে ভাগবতের রাসলীলাবর্ণনাকে প্রক্ষিপ্ত বলিতে হয়। বাস্তবিক, অতি উচ্চস্তরের মনোবৃত্তি গঠিত না হইলে সাধারণভাবে রাসলীলা বুঝিবার সামর্থ্যই হয় না।

আত্মা বিচু, সর্বব্যাপক, ইহা সত্ত্ব আন্তিক দর্শনে স্বীকৃত। সেট সর্বব্যাপক আত্মা যদি সর্বভূতকে স্বশরীর বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে—তাহা অসম্ভব নহে; কেবল মাত্র আত্মার স্বরূপজ্ঞান হইলেই ইহা সম্ভবপর হয়। নিজ দেহটুকুর সহিতই যে আত্মার সম্বন্ধ, এই সর্বাঙ্গজ্ঞান লুপ্ত হইলে—বিশ্বের যত জড়পদার্থ—যত চেতনপদার্থ সমস্তের সহিত একটা মিলনসম্বন্ধ আছে—এই ধারণা যোগশক্তি বলে সম্ভবপর হইয়া উঠে। যৌগৈশ্বর্য্য জীকৃষ্ণের স্পর্শমাগ্রে গোপীদিগের সেই বিরাট ভাবের স্মরণ—সেই ব্রহ্মাহুতির আনন্দ হইয়াছিল—ইহাই রাসলীলার তাৎপর্য্য। সুতরাং অলীলতার সহিত রাসলীলার কতটুকু সম্বন্ধ, তাহা স্মৃতি-গণের চিন্তনীয়।

ভাগবতের ভাষা সম্বন্ধেও অনেকের অভিমত এই যে, ইহা আধুনিক—কেন না, প্রাচীন ভাষার মত সারল্য ইহাতে নাই। এ সম্বন্ধে একটা কথা বিশেষভাবে চিন্তনীয়। বেদব্যাংস অন্ত্যন্ত পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার তৃপ্তি হয় নাই, এই জন্তই তিনি ভাগবত রচনা করেন; কেবলমাত্র যে তিনি গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য গাইয়াই অতৃপ্তি পাইয়াছিলেন, তাহা কিরূপে জানা গেল?



বরং ভাব, ভাষা ও উদ্দেশ্য সমস্ত বিষয়ই নূতন ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা বলিলে সঙ্গত হয়। যে গভীর ভক্তিতত্ত্ব তিনি এই গ্রন্থে বুঝাইয়াছেন—তাহা গভীর ভাষা দ্বারা প্রকাশিত না হইলে অসুচিত হয়। বেদব্যাসের রচনাশক্তি কি সাধারণ শক্তির মত একরূপ রীতিরই অনুসরণ করিবে? তাহা কখনই নহে, এজন্য মহাভারতের ‘বাসকুট’—তাহার অসাধারণ শক্তির পরিচায়ক—ভাগবতের রচনাও তাহার আর একটি অসাধারণ শক্তির পরিচায়ক। সুতরাং ভাষা-বিচারে ভাগবতের আধুনিকত্ব প্রমাণিত হয় না। এমন আধুনিক গ্রন্থও দেখা যায় না, যাহা ভাগবতের তুল্য হইতে পারে; কাজেই ভাগবত তাহার নিজস্থানটী অধিকার করিয়া আছেন।

অনেকে বলেন,—প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ভাগবত হইতে উদ্ধৃত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, সুতরাং ইহা আধুনিক। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, অনেক প্রাচীন গ্রন্থও বহুদিন উপেক্ষিত থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ‘জাবালোপনিষৎ’ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া সন্ন্যাস আশ্রম যে পৃথক্ ইহা দেখাইয়াছেন, অথচ মীমাংসকগণ সে শ্রুতি দেখিতে পান নাই বলিয়া সন্ন্যাস আশ্রমকে গৃহস্থশ্রমের উত্তরঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—পৃথক্ আশ্রম স্বীকার করেন নাই। সেইরূপ ভাগবত বহুদিন উপেক্ষিত ছিলেন, ভক্তিবাদের প্রসার ও প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভাগবতের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কোন আন্তরিকই মনে করিবেন না যে, শঙ্করাচার্য্যের পূর্বে জাবালশ্রুতি ছিল না—তিনি একটা শ্রুতি রচনা করিয়া দিয়াছেন। রচনা করিলেই বা লোকে মানিবে কেন? এই ভাবে ভাগবত সত্যই লোকলোচনের অন্তরালে থাকিয়া ভক্তিবাদের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

### ভাগবত ও গীতা

ভাগবত যে পূর্ণ প্রামাণিক, তাহা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি-মাঝেই বুঝিতে পারিবেন। গীতার যাহা সংক্ষিপ্ত ভক্তিবাদ, তাহাই বিস্তৃত হইয়া ভাগবতরূপে দেখা দিয়াছেন। গীতা—কর্ম—জ্ঞান ও ভক্তিবাদ এই ত্রিবিধ পথই দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহার মধ্যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়েরই স্থান আছে। আর ভাগবতে শুধু ভক্তিবোধ—পরম নিবৃত্তিধর্ম

বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। গীতা দুরাগত বাস্কিনীর মত পথভ্রষ্ট বহু পথিকেরই পথ নির্দেশ করিয়া দেন, আর ভাগবত বীণানিকশের মত একাগ্র মনোনিবেশসহকারে শ্রুত হইলে অপূর্ণ আনন্দ প্রদান করেন।

গীতায় একটি কথা বড় করিয়া বলা হইয়াছে—কর্মও উপেক্ষণীয় নহে, জ্ঞানও দৃবণীয় নহে, ভক্তিও পরিত্যাজ্য নহে—কিন্তু নিজের অধিকার অনুসারে নিজের পথ অবলম্বন করিতে হইবে। তাই অর্জুন সুক্লিষ্টত্বের পথে আসিলেও ভগবান্ জীকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রবৃত্তির পথে ফিরাইয়া দিয়াছেন। রাজা ক্ষত্রিয়—তাঁহার প্রকৃতির বিচার করিয়া ভগবান্ তাঁহাকে স্বধর্ম্মে স্থাপন করিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে কর্মের অধিকারী যদি, কর্মপথ বর্জন করিতে চাহে এবং ভক্তিবাদীর কপট আচরণে নিজেকে ভক্তির অধিকারী মনে করে, তাহা হইলেই তাহার পতন অনিবার্য্য। এইজন্য তখন গীতাবাক্য ‘কর্ম ক্যায়ো হ্যকর্মণঃ’ নিষ্কর্মা হইয়া থাকা অপেক্ষা কর্ম শ্রেয়ঃ ইহা স্মরণ করিতে হইবে। ভক্তিবাদ লক্ষ্য করিয়া যিনি অগ্রসর হইবেন, তাঁহাকেও প্রথমে বৈদী ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। বর্ণাশ্রমচারাত্মমোদিত কর্মপথেই ভগবদ্ভক্তি হইবে। এই ভাবে অভ্যাস করিতে করিতে চিন্তাশুদ্ধি হইলে তখন রাগানুগা ভক্তির উদয় হইবে।

ভাগবত-ধর্ম্ম এইজন্য অতীব কঠিন।

জ্ঞান ও ভক্তি—উভয় তুল্য মূল্য। চিন্তা শুদ্ধ—তাহাতে জ্ঞান ও বৈবাগ্যের উদয় হয়, আবার আর্জচিন্তে সেই জ্ঞানই ভক্তিরূপে প্রকাশ পায়। ইহাই আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতীর সিদ্ধান্ত। কাজেই জ্ঞান ও ভক্তির কোন বিরোধ নাই।

ঐশ্বর্যভাগবত সত্যই ভক্তিমন্দাকিনীপ্রবাহ, ইহাতে অবগাহন করিয়া সকলেই ধ্বংস হইতে পারেন, যদি নিজ অধিকারানুরূপ প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া স্রষ্ট পথের পথিক হইতে পারেন। কর্মের ফললাভের জন্য যদি একান্ত লোলুপতা না থাকে, ঐশ্বর্যবচ্ছরণে কর্মফল অর্পণ করিতে পারিলে কর্মপথেও ভক্তি আসিতে পারে, সুতরাং কাহারও নিরাশ হইবার কারণ নাই।

অশেষগুণসম্পন্ন ঐশ্বর্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐশ্বর্যভাগবতের সরল কথাভাবাদ প্রকাশ করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহাধিত হইয়াছিলেন এবং আমার উপর



ଭାର୍ଗବ କରୁଥିଲେ, ସେ ତିନି ବৎସର ପୂର୍ବର କଥା । ବହୁବିଧ  
ଅମାର କର୍ମେ ଆମି ନିୟତ ଜଡ଼ିତ ଥାକାର ଏହି ସାଧେର ଅନୁ-  
ବାଦକାର୍ଯ୍ୟ ବାଧା ପାଇଁ ଯାହା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଅନୁ-  
ବାଦ କରୁଥିଲି ଏକ ବৎସରେ, ତତ୍ପରେ ଅପର ସ୍ବୟଂଗ୍ୟ  
ଅନୁବାଦକର ଅନୁବାଦ ସହ ସମଗ୍ର ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ପ୍ରକାଶିତ  
ହେଲା । ଇହାତେ ଆମାର ଆଜ୍ଞା ପରମ ଆନନ୍ଦ । ସଂସ୍କୃତ  
ଅନୁବାଦେର ପର ହେତେ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିଶାସ୍ତ୍ର ବିଚକ୍ଷଣ  
ସ୍ବଲେଖକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟଜ୍ଞନାଥ ବସୁ ଏମ, ଏ, ବି, ଏମ

ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ହେତେ ଛାନ୍ଦନ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମାର ଅଗ୍ରଜପ୍ରୀତିମ  
ପ୍ରକ୍ରେୟ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀମାକାନ୍ତ ତର୍କପଞ୍ଚାନନ ଗହାଣ୍ୟ ଅନୁବାଦ  
କରୁଥିଲେ । ଉକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ଅନୁବାଦ ପାଠେ ତୃପ୍ତ ହେଉନ,  
ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେର ସମସ୍ତ ରସଧାରା ବାହାର ଗୃହେ ଗୃହେ ଶାନ୍ତି  
ପ୍ରଦାନ କରୁନ । ଏହି କର୍ମ ସାଧାର ଦ୍ବାରା ସମ୍ଭବପର ହେଉଛି,  
ସେହି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତୀଶବାବୁର ଉତ୍ସାହ ଓ ଅନୁରାଗ ଆମାର ଚିର-  
ସ୍ମରଣୀୟ ହେଉ ଥାକିବେ । ଭଗବାନ ତାହାକେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ  
କରୁନ । ଇତି—

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଜୀବ ଗ୍ରାସତୀର୍ଥ ( ଭଟ୍ଟପଲ୍ଲୀ )



## শ্রীমদ্ভাগবত

মুকুং করোতি বাচাং পদ্মং লজ্জয়তে গিরিम् ।

যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

যতীশ্রীধর স্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার প্রারম্ভেই “ও নমো ভগবতে পরমহংসাদিতচরণকমলচিন্মকরন্দায় ভক্তজনমানসনিবাসায় শ্রীকৃষ্ণায়” বলিয়া সৰ্বশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম করিয়া তাঁহার মহিমা সম্বন্ধে বলিতেছেন—যাঁহার কৃপায় মুক ব্যক্তিও বাগ্নিজনে পবিত্র হয়, পদ্ম ব্যক্তি পৰ্ব্বত লজ্জন করিতে পারে, সেই পরমানন্দ মাধবকে বন্দনা করিতেছি ।

### শ্রীমদ্ভাগবত নামের অর্থ

সৰ্বশক্তির অধিকারী অন্তর্যামী ইত্যাদি শক্তিশালী বিশ্বের সৰ্বকারণের কারণ পরমপুরুষই “ভগবান্” শব্দের বাচ্য । সেই পরমেশ্বর ভগবানের মহিমাশুণলীলা ইত্যাদি বাহ্যতে বর্ণিত হইয়াছে, সেই গ্রন্থই ‘ভাগবত’ নামে আখ্যাত । এই গ্রন্থের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত প্রতি অধ্যায়ের লক্ষ্যার্থ ও বাচ্যার্থ শ্রীভগবান্ । তাঁহাকে প্রতিপাদন করিবার জন্ত তৎসংশ্লিষ্ট জগদাদির ও তদীয় ভক্ত ভাগবতগণের চরিত্রাদিও এই গ্রন্থে অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে ।

### গ্রন্থের উৎপত্তি

এই গ্রন্থের উৎপত্তির কথা এই গ্রন্থেই বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুর্য়ুগের ষাণ্ময় যুগ শেষ হইবার পর কলির প্রারম্ভে মনুষ্যের শক্তি যুগ্মধর্ম বশতঃ হ্রাস পাইতেছে দেখিয়া শ্রীভগবান্ স্বীয় অংশে শ্রীকৃষ্ণঐশ্যায়ন বেদব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অনন্ত বেদরাশিকে প্রধানতঃ চারিভাগে—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব নামে বিভক্ত করিয়া স্বীয় শিষ্যগণকে শিক্ষা দিয়া বেদমার্গ বাহ্যতে লোপ না পায়, তাহার ব্যবস্থা করেন । বেদের জ্ঞানকাণ্ডরূপ উপাসনাত্মক সিক্তান্ত-সম্বন্ধিত উত্তর ভাগের সার সংগ্রহ করিয়া তিনি ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্র রচনা করেন । অতঃপর অজ্ঞানী জীবের জন্ত তিনি বেদের ব্যাখ্যারূপ শ্রীমহাভারত নামক ইতিহাস ও

সপ্তদশ মহাপুরাণ রচনা করেন । এই সকল রচনা করিয়াও আত্মারাম ব্যাসদেব যেন পরিপূর্ণ তৃপ্তি পাইতেছিলেন না । তাঁহার মনে হইতেছিল—কি মহৎ কর্তব্য যেন অবশিষ্ট থাকিয়া গেল—অথচ তাহা কি, তাহাও চিন্তা করিয়া নির্ণয় করিতে পারিতেছিলেন না । এমন সময়ে শ্রীভগবানের প্রিয় পার্শ্বদ সৰ্বভক্তশিরোমণি মহাত্মা নারদ বেদব্যাসের আশ্রমে পদার্পণ করিয়া ব্যাসদেবের মুখ দেখিয়াই এই কারণবিশীন বিষাদের বিষয় জানিতে পারিলেন । তথাপি লৌকিক জিজ্ঞাসাব উত্তরে ভগবান্ ব্যাসদেব তাঁহার চিন্তের অবস্থা খুলিয়া বলিলেন । দেবর্ষি নারদ তখন তাঁহাকে ভগবলীলাশ্রুণপ্রধান পরমহংসগণের প্রিয় ভাগবত রচনা করিবার উপদেশ দান করিলেন । এই প্রসঙ্গে তিনি নিজ পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত কীর্তন করিয়া ভগবদ্ভক্তিই যে জীবের আত্মধর্ম, ইহা বুঝাইয়া দিলেন । দেবর্ষি নারদেব উপদেশেই ভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রের ভাব্যস্বরূপ এই ভাগবত পুরাণ রচনা করিয়া সর্বপ্রথমে তাঁহার প্রিয়পুত্র পরমহংসচূড়ামণি শ্রীশুকদেবকে অধ্যয়ন করান । শুকদেব ভক্তচূড়ামণি প্রায়োবেশন-রত মহাবাহু পরীক্ষিতের সভায় এই ভাগবত কীর্তন করেন । তাহাব পরেই—পারমহংসসংহিতারূপ এই ভাগবত লোকে প্রচারিত হইল ।

### পুরাণ ও ভাগবত

শ্রীভাগবত অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত । শ্রীমদ্ভাগবত কি, তাহা বুঝিতে গেলে সর্বাগ্রে পুরাণ ও ইতিহাস কি, তাহা বুঝিতে হয় । পূর্বকালে পুরাণসংহিতা নামে এক প্রকার সংহিতা বেদের সংহিতা-ভাগের পরেই প্রকাশিত হয় । উপনিষদাদিতে আমরা এই পুরাণ-সংহিতার উল্লেখ দেখিতে পাই । ছান্দোগ্য উপনিষদে পুরাণের উল্লেখ আছে । বত দূর মনে হয়, তাহাতে প্রাচীন ইতিহাসের দ্বারা বেদকে বুঝাইবার জন্ত—ইহার কর্মকাণ্ডের ও জ্ঞানকাণ্ডের তত্ত্ব বুঝাইয়া দিবার জন্ত এই পুরাণসংহিতাগুলি রচিত হয় । পরবর্তী কালে ভগবান্ কৃষ্ণঐশ্যায়ন বেদব্যাস এই পুরাণ-সংহিতাগুলি প্রতিসংস্কৃত করিয়া অষ্টাদশ মহাপুরাণরূপে



তাহার শিষ্যাদির মধ্যে প্রচার করেন। আবার ভগবান ব্যাসদেবও স্বীয় পিতা পরাশর ও নারদাদির নিকট যে সকল পুরাণ-সংহিতার আখ্যানাদি শ্রবণ করেন, তাহাও তিনি এই পুরাণের অন্তর্গত করিয়া দেন। বিষ্ণু-পুরাণ পরাশরের কথিত বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। ফলতঃ শ্রীব্যাসদেব তাহার পুত্র শুকদেব ও শিষ্যাদির দ্বারা পুরাণ রচনা করাইয়া উগ্রশ্রবা ও লোমহর্ষণপ্রমুখ সূতবংশকে তাহা যজ্ঞাদিব সময় শ্রুতিগণ ও সমাগত শ্রোতৃবর্গকে শুনাইবাব জ্ঞাত আজ্ঞা প্রদান করেন। এই প্রকাবেই কলিকালে বৈদিক কষ্টসাধ্য ঋতিল যজ্ঞাদির স্থলে পৌরাণিক কীর্তন ও অর্চনাদিবহুল উপাসনা-মার্গ ভারতবর্ষে বেদব্যাসের অধিনায়কতায় শ্রবণমুখের দ্বারা প্রচারিত হইল। প্রবৃত্তিবহুল ভোগাদির সঙ্কোচসাধন করিয়া বিধিমার্গে মানবকে স্ব স্ব অধিকার অনুসারে শ্রীভগবৎপাসনায় প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা পুরাণাদিতে বিশেষরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ফলতঃ বৈদিক ধর্মের সার সংগ্রহ করিয়াই পুরাণ ও ইতিহাসাদি রচিত হইয়াছে। তবে পুরাণ ও ইতিহাসকে আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ও ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ যত আধুনিক বলিয়া মনে করেন, তাহা নহে। পুরাণাদির ভাষা বৈদিক ভাষা হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র; কারণ, লৌকিক সংস্কৃতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই পুরাণ লিপিবদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তথাপি পুরাণাদিতে আর্থ প্রয়োগের এত বাহুল্য যে, ভাষা দেখিয়া পুরাণরচনার সময় নির্দেশ করিতে গেলে, পুরাণগুলিতে পাণিনি ব্যাকরণ বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে বিরচিত বলিয়া স্থির করিতে হয়। পাণিনি রচনার সময়ে বৈদিক ভাষা হইতে লৌকিক সংস্কৃত ভাষা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষতঃ সাধারণ লৌকিক রীতিতে দেখা যায় যে, পূর্বে সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়া ভাষার রীতিনীতি স্থির হইলে পরে ব্যাকরণ রচিত হইয়া থাকে, এই নিয়মানুসারে বিচার করিতে গেলে পাণিনির পূর্বে অসম্ভব লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। আমাদের মনে হয়, অতীত বহু লৌকিক-সাহিত্য লোপ পাইলেও—লৌকিক সাহিত্যের মূল পুরাণ ও ইতিহাস—পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত হইলেও কোনও কালে একবারে লোপ পায় নাই। প্রাচীন পুরাণসংহিতাগুলিকে শ্রীকৃষ্ণ-বৈষ্ণব বেদব্যাস ভাঙ্গিয়া গড়িয়া একাংশ নিজে ও অন্যান্য অংশ স্বীয় শিষ্যগণের দ্বারা লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় অষ্টাদশ

মহাপুরাণে পরিণত করিয়াছিলেন। মহর্ষি বাম্বীকি আদিকাব্যরূপে রামায়ণ ইতিহাস রচনা করেন। উহার অনেক পরে ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করেন। বেদসংহিতা-বিভাগের পর ব্রহ্মসূত্র এবং মহাভারত একই সময় রচিত হয় বলিয়া মহাভারতের মধ্যে কতিপয় স্থানে এবং শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতায় ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং ব্রহ্মসূত্রের বহু স্থানে স্মৃতির প্রমাণের দ্বারা (গীতা ও পুরাণের প্রমাণের দ্বারা) ব্রহ্মসূত্রের সমর্থন করা হইয়াছে। এই ভাবে যে পুরাণে ইতিহাস প্রমুখ বিপুল সংস্কৃত সাহিত্য গড়িয়া উঠিল, শ্রীমদ্ভগবত তাহারই মধ্যমণি। এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ-বৈষ্ণব বেদব্যাস শ্রুতিপথেরই উৎকর্ষসাধন করিয়া রসস্বরূপ ব্রহ্মের রসভাবই প্রধানতঃ প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। পুরাণাদির মধ্যে অনেক স্থলে গোঁতম বুদ্ধের নাম থাকিলেও প্রচারিত মতবাদের বিস্তৃত বিবরণ কোনও পুরাণেই পাওয়া যায় না। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, পুরাণ প্রতিসংস্কারের সময় গোঁতমবুদ্ধের নাম প্রদত্ত হইলেও মূল পুরাণে তাহা ছিল না। অতএব পুরাণগুলির সার বুদ্ধদেবের প্রভাবের বহু পূর্বেই রচিত। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রচলিত পুরাণগুলির তুলনা করিলে অনেক পরবর্তী প্রসিদ্ধ ব্যাপারই ধরা পড়িবার সম্ভাবনা, কিন্তু ভ্রূংখের বিষয়, সে দিকে এখনও যথেষ্ট চেষ্টা হয় নাই।

যাহা হউক, শ্রীভাগবতপুরাণ যে একখানি প্রধান মহাপুরাণ, এ সম্বন্ধে মতবৈধের সম্ভাবনা শ্রীভাগবতের টাকা-কার শ্রীধরস্বামী বহু পূর্বেই নিরাকরণ করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ দেবীভাগবত বা অশ্ব কোনও ভাগবত নামক আধুনিক পুরাণকে অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত মূল ভাগবত পুরাণরূপে স্থাপন করিতে চাহেন। কিন্তু শ্রীধর-স্বামী শ্রীভাগবত পুরাণ সম্বন্ধে মন্ত্যপুরাণের এক শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, যথা—

“যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্মবিস্তরঃ।

ব্রহ্মাস্তুরবধোপেত্য ভক্তাগবতমিষ্যতে।”

“যে পুরাণে গায়ত্রী অবলম্বন করিয়া ধর্মবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে, এবং যাহাতে ব্রহ্মাস্তুর বধের কথা আছে, তাহাকেই ভাগবত বলে।”

এইরূপে গুরুপু্রাণে, স্বল্পপু্রাণে ও পদ্মপু্রাণে ভাগবতের যে লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে এই গ্রন্থ



যাতিত অন্ত কোনও পুরাণকে অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত জগবত আখ্যায় অভিহিত করা বাইতে পারে না; ইহা পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে।

### পাশ্চাত্য মতে ভাগবত-রচনার কাল

মৎস্যপুরাণ পার্গিটার সাহেবের মতে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর রচিত।\* উহাতে ভাগবত-পুরাণের উল্লেখ থাকিলে জগবত-পুরাণকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে রচিত বলিতে হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ভাগবত রচিত হইয়াছিল বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে (৬২০ অব্দে) বাণভট্ট তাঁহার হর্ষচরিত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। হর্ষচরিত-কারের সময় যে অনেকগুলি পুরাণ বর্তমান ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় ৩০০ অব্দের পূর্বে যে পুবাণ-গুলি কোনও আকারে বর্তমান ছিল, “মিলিন্দপন্থ” নামক বৌদ্ধগ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কোটিল্যের অর্থ শাস্ত্রের কাল খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ সময়ে কোনও না কোনও আকারে পুরাণগুলি বর্তমান ছিল, অর্থশাস্ত্রে ‘পবাণেতিহাসের’ উল্লেখের দ্বারা তাহা জানা যায়। গজনিব সুলতান মামুদের সহিত আলবারুণি নামক জনৈক মুসলমান-জ্যোতিষী ভারতে আগমন করেন। ইনি সংস্কৃত শিখিয়া হিন্দু-ঐশ্বর্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। ইনি ১০৩০ খৃষ্টাব্দে “তাকিক-ই-হিন্দ” নামক গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। ইহার গ্রন্থে ইনি অষ্টাদশ পুরাণের নাম দিয়াছেন। উহার মধ্যে ভাগবত পুরাণের উল্লেখ পাওয়া যায়। অতএব ঐ সময়ে ভাগবত ও অন্ত ১৭ খানি পুরাণ যে বর্তমান আকারে প্রচলিত ছিল, তদ্বিবরে সন্দেহ নাই। ফলতঃ অষ্টাদশ পুরাণ যখন ঐ সময়ে সম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল, তখন তাহার বহু পূর্বেই যে পুরাণগুলি বর্তমান আকারে রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। পুরাণ ব্যাসদেবের রচিত হউক বা তাঁহার আদেশে তাঁহার শিষ্যবর্গের দ্বারাই লিপিবদ্ধ হউক, প্রাচীন পুরাণসংহিতাকে অবলম্বন করিয়াই ব্যাসদেব অষ্টাদশ পুরাণের সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। এই

অন্ত ব্যাসদেবই অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া ভারতের সর্বত্রই প্রসিদ্ধি হইয়াছিল। সুতরাং ভাগবতও যে ব্যাসদেবের দ্বারা সংগৃহীত হইয়া তাঁহার পুত্র শুকদেব ও অন্তান্ত শিষ্যের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল, তদ্বিবরে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ থাকিতে পারে না।

### ভাগবতের সমাদান

অতি প্রাচীনকাল হইতেই শ্রীভাগবতপুরাণ ভারতের সর্বত্র সমাদৃত হইয়াছিল। অন্তান্ত পুরাণের বহু স্থলেই শ্রীভাগবত পুরাণকে গায়ত্রী অবলম্বনে রচিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। নারদপুরাণ নামক উপপুরাণে ভাগবতের একটি অল্পক্রমণিকা প্রদত্ত হইয়াছে। উহাতে ভাগবতকে দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক স্কন্ধের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়গুলির উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীধরস্বামী ভাগবতের টীকার পূর্বেও ভাগবত অবলম্বনে অনেক প্রবন্ধ ও টীকা রচিত হইয়াছিল। প্রায় চারি শত বৎসর পূর্বে গোড়ীর বৈষ্ণবচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী ভাগবতের টীকা রচনা করিতে যাইয়া এই গ্রন্থের শ্রীহুমংভাষ্য, বাসনা-ভাষ্য, সঙ্কোচাভি, বিষ্ণুকামধেনু, তত্ত্বদীপিকা, পরমহংসপ্রিয়া, শুকহৃদয় প্রমুখ কতকগুলি প্রাচীন ভাষ্যের ও টীকার নাম কবিতাছেন। বলা বাহুল্য, ঐ সকল টীকা এখন আর পাওয়া যায় না। তথাপি ভাগবত যে প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে বিশেষরূপে সমাদৃত হইয়া আসিতেছিল, তাহার আরও বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার “তত্ত্বসন্দর্ভ” গ্রন্থে শ্রীমদাচার্য্য শঙ্করও যে ভাগবত মানিতেন এবং তাঁহার সময়েও যে শ্রীভাগবতপুরাণ বর্তমান আকারে প্রচলিত ছিল, তাহার একটি প্রমাণ দেখাইয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করের রচিত গোপালাষ্টক নামক একটি স্তব্ধের স্তব আছে। এই স্তবে তিনি ব্রহ্মহরণ প্রমুখ শ্রীকৃষ্ণের অনেক লীলার উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রহ্মহরণ-লীলার কথা শ্রীভাগবতপুরাণ ব্যতীত বিষ্ণুপুরাণাদিতে পাওয়া যায় না। অতএব শ্রীমদাচার্য্য শঙ্করের সময়ও শ্রীভাগবতপুরাণ বর্তমান আকারে প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।\*

\* Mr. Pargiter's "The Dynasties of the Kali Age"

\* আধুনিক কোনও কোনও পণ্ডিত আচার্য্য শঙ্করই সে স্তব্ধের প্রচারিত স্তবগুলির রচয়িতা, ইহা স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা উহা অন্ত কোনও শঙ্করচার্য্যের রচিত বলিয়া



এতদ্ব্যতীত “প্রবোধ-সুধাকর” নামে একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। উহা শঙ্করাচার্যের রচিত। উহাতে শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনার যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে শঙ্করাচার্যের সময়ে ভাগবতের অস্তিত্বের কথা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতে নানাবিধ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বর্তমান ছিলেন। তন্মধ্যে “শঙ্কর-বিজয়ের” গ্রন্থকার—

“ভক্তা ভাগবতাশ্চৈব বৈষ্ণবা পঞ্চরাত্রিণঃ।

বৈখানসাঃ কন্দহীনী যড়বিধা বৈষ্ণবা মতাঃ।”

এই শ্লোকে ভক্ত, -ভাগবত, বৈষ্ণব, পাঞ্চরাত্র, বৈখানস ও কন্দহীন এই ষড়বিধ বৈষ্ণবের উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সাক্ত সম্প্রদায়ের প্রাচীনতার কথা সর্ববাদি-সম্মত। আদি বিষ্ণুস্বামী প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ও বিশিষ্টাষ্টৈভবাদী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রাচীনতাও বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়। পরবর্তী কালে এই বৈষ্ণবেরা প্রবান চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হন ; যথা—বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়, শ্রীসম্প্রদায়, মাদ্ধব সম্প্রদায় ও নিম্বার্ক সম্প্রদায়। এই চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের নিকটেই ভাগবত বিশেষভাবে সমাদৃত। এই চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণই স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মতানুসারে শ্রীভাগবতের টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের স্থলাভিষিক্ত বল্লভ-সম্প্রদায় উপনিষদকে বেদান্তের শ্রুতিপ্রস্থান, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে বেদান্তের স্মৃতি প্রস্থান, ব্রহ্মসূত্রকে বেদান্তের ত্যাজ্যপ্রস্থান এবং শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদান্তের ব্যাসসমাধিলক চতুর্থ প্রস্থান বলিয়া মর্যাদাদান করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাসরচিত ভাষ্য বলিয়া ইহাকে সাক্ষাৎ বেদান্তের পর্যায়ভূক্ত করিয়াছেন। গুরুড়পুরাণেও ভাগবতকে ব্রহ্ম-সূত্রের অর্থ বলা হইয়াছে। সুতরাং এই আর্থমতকেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

অজ্ঞান করেন। কিন্তু চারি শত বৎসর পূর্বে প্রাহুর্ভূত শ্রীজীব ঐ ভবগুলি শঙ্করাচার্যের বিরচিত বলিয়া স্বীকার করার ঐ সময়ের প্রচলিত বিশ্বাস কি ছিল, তাহা জানা যাইতেছে। সুতরাং এইরূপ ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে আধুনিক অজ্ঞানকে বলবান্ বলিয়া কোনও ক্রমে স্বীকার করা যায় না।

## ভাগবতের বৈশিষ্ট্য

অজ্ঞাত পুরাণের মধ্যে ভাগবতের বাক্যগুলির বৈশিষ্ট্য হেতু ইহাকে “পুরাণার্ক” নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ভাগবতের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য ভগবদ্ভূপাসনার রসস্বরূপতা। শ্রীভাগবতের প্রারম্ভে তৃতীয় শ্লোকেই ভাগবতের এই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা—

নিগম-কল্পতরোগলিতং ফলং

শুকমুখানমুত্ৰবসংযুতম্।

পিবত ভাগবতং রসমাণয়ং

মুছরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥

অনুবাদ—এই শ্রীমদ্ভাগবত সর্বাভীষ্টপ্রদ বেদরূপ কল্পতরুর ফল। এই ফল শুক-মুখ হইতে অন্তরঙ্গসংযুক্ত হইয়া অখণ্ডরূপে অবনি তলে পড়িয়া গিয়াছে। অতএব রসবিশেষ-ভাবনাচতুর রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই রসময় ফল প্রলাস পর্বাস্ত বারংবার পান করুন।

ঐতিহ্যেরোমণি উপনিষদে “রসো বৈ স রসং হেবায়ং লক্ষানন্দী ভক্তি” (অর্থাৎ সেই ব্রহ্মই রস-স্বরূপ, রসস্বরূপ তাহাকে লাভ করিলেও জ্ঞান আনন্দময় হইয়া থাকে) বলিয়া আনন্দময় ও রসময় যে পরম তত্ত্বের উদ্দেশ্য প্রদান করা হইয়াছে, শ্রীভাগবতে সেই আনন্দস্বরূপ ভগবানের কথাই বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে।

এই রসস্বরূপ পরব্রহ্ম সর্বাভতারের অবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীভাগবতে, অজ্ঞাত অবতারের কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের কথা আরম্ভ করিবার সময় বলিয়াছেন,—

“এতে চাংশকলা পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্।”

“এই সকল অবতারের মধ্যে কেহ বা ভগবানের অংশ কেহ বা তাঁহার কলা—কিন্তু একমাত্র কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্।”

শ্রীজীব গোস্বামী এই শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রীকৃষ্ণের পার-তম্য স্থাপন করিবার জন্য বলিতেছেন,—

“অত্র অনুবাদমুচ্চৈব ন বিধেয়মূদীরেদিতি দর্শনাৎ শ্রীকৃষ্ণত্বৈব ভগবৎস্বাক্ষরণে ধর্মঃ সাধ্যতে ন তু ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণমিত্যাত্ম্যম্।”

অনুবাদ অর্থাৎ জ্ঞাত বস্তুর পরিচয় পূর্বে না দিয়া অজ্ঞাত বস্তুর উল্লেখ করা বিধিসঙ্গত নহে। দৃষ্টান্ত যথা,— যদি বলা যায়, “এই বিপ্র পরম পণ্ডিত”—এই স্থানে



যে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলা হইয়াছে, তাঁহার বিপ্রজ্ঞ জ্ঞাত থাকায় তাহা অস্বাভাবিক ; পূর্বে অজ্ঞাত তাঁহার পাণ্ডিত্য বিবয়ক সংবাদ পরে জ্ঞাত করায় উহাকে বিধেয় বাচক বলা হইল। “কৃষ্ণ ভগবান্ স্বয়ং”—“কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্” এই কথা বলায় তাঁহার কৃষ্ণ সর্বজনবিদিত, অতএব কৃষ্ণ অস্বাভাবিক এবং স্বয়ংভগবৎ তাঁহারই কৃষ্ণত্বের অধীন—পূর্বে অজ্ঞাত এবং পরে বিদিত বস্তু। এই জন্ত শ্রীজীব বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণেরই ভগবৎস্বরূপকে যে ধর্ম তাহা সাধন করা যায়—অর্থাৎ ভগবৎ শ্রীকৃষ্ণেরই একটি ধর্ম বা গুণ, পরন্তু ভগবানের শ্রীকৃষ্ণ একটি অধীন গুণ বা ধর্ম নহে।”

বস্তুতঃ শ্রীজীবের এই ব্যাখ্যা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ যে পরাৎপর তত্ত্ব বা সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব তাহা স্থাপিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা শ্রীভাগবতের মন্বকথা অভিব্যক্ত করিয়া গোড়ীয় বৈষ্ণবগণই ভাগবতের প্রকৃত অর্থ জগতে সুপ্রচারিত করিলেন। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ভাগবতেই অতি উজ্জলরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের লীলার যে চমৎকারিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে—তাহা সত্যই অপূর্ব। সমস্ত শ্রীতি-সিদ্ধান্তের সহিত রসিকশেখরের লীলার যে নিগূঢ় সম্বন্ধ বর্তমান, তাহাও শ্রীভাগবতে অতি সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভাগবতে—ব্রহ্মতত্ত্ব পরমাত্মতত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্ব বলিয়া যে তিনটি তত্ত্বের কথা ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহা একই তত্ত্বের সামান্য, বিশেষ ও পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ মাত্র—তাহাতে লীলাতত্ত্বের মূলীভূত রসতত্ত্বের বৃষ্টিবার কোশল প্রদর্শিত হইয়াছে, পরন্তু তাহাতে তত্ত্বের ভেদ প্রদর্শিত হয় নাই।

ভাগবতে প্রদর্শিত শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বেদান্তসিদ্ধান্তের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই জন্তই একাধারে ভাগবত বেদান্তসিদ্ধান্তের খনি এবং উপাসনাকাণ্ডে সেই বেদান্তবেত্ত তত্ত্বকে কিরূপে রসস্বরূপে আশ্বাদ করা যায়—তাহা প্রদর্শনের প্রশস্ত রাজবস্তু। এইরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক সিদ্ধান্তের সহিত সর্বজনপ্রাণারাম মধুর হইতেও মধুরতম লীলা-বিকাশের চমৎকারিত্ব—এক শ্রীভাগবতেই বিদ্যমান। কিন্তু ভাগবতের এই স্বরূপ বহুদেশে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবই সর্বতোভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ শ্রীভাগবতমুখি। ভাগবতের রসের যে উৎসের দ্বারা তিনি উন্মুক্ত করিয়া

দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অল্পগত এবং তাঁহারই অভিন্নরূপের মর্মজ্ঞ পরিকর “শ্রীরূপসনাতন, ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব. গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ” এই ছয় গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিগণ সেই অনার্য্য উৎসের অমৃতধারা জাতিকে বিলাইয়া গিয়াছেন। শ্রীভাগবতের মূল সিদ্ধান্ত ও লীলা-রহস্য কি, তাহা শ্রীসনাতন গোস্বামী তাঁহার দশম স্কন্ধের টীকা ভোবণীতে এবং শ্রীহৃদ্যাগবতায়ত নামক গ্রন্থে ব্যাখ্যাইলেন; শ্রীরূপ ভাগবতের সিদ্ধান্তাংশ শ্রীলঘুভাগবতায়তে ও রসমাধুর্য্য ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু ও উজ্জল-লীলমণিতে এবং লীলামাধুর্য্য—শ্রীবিদ্যমাধব ললিতমাধবাঙ্গি গ্রন্থে প্রকাশ করিলেন, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী নিজের অল্পম সাধন জীবনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া স্তবাবলী ও মূর্ত্যচরিতাদি গ্রন্থে গোপীভক্তনের পরম উপদেশ্যতা প্রদর্শন করিয়া গেলেন, শ্রীগোপালভট্ট ষট্‌সন্দর্ভাদি গ্রন্থের বীজ রক্ষা করিয়া এবং পরমরসিক ভক্ত বিশ্বমঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণকর্ণায়ুতের টীকায় তাঁহার অমৃতববেস্ত সিদ্ধান্তসারের ও মাধুর্য্যালীলারসের চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করিলেন এবং শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী স্বয়ং শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরে শ্রীভাগবত গান ও ব্যাখ্যা করিতে করিতে অশ্রু-নীরে ভাসিয়া শ্রীভাগবত আশ্বাদনের অবস্থা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ইহার পর কুশাগ্রধী অপরিমিত প্রতিভাশালী শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীভাগবত অবলম্বন করিয়া (১) তৎসন্দর্ভ (২) শ্রীভগবৎসন্দর্ভ (৩) শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ (৪) পরমাত্মসন্দর্ভ (৫) ভক্তিসন্দর্ভ ও (৬) শ্রীতিসন্দর্ভ নামে ছয়খানি সন্দর্ভ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণভজনমূলক যাবতীয় সিদ্ধান্তের সংগ্রহ বিদ্যমান। বিচারনৈপুণ্য, তত্ত্বজ্ঞতা ও রসজ্ঞতা এই গ্রন্থখানির পদে পদে বিদ্যমান। শ্রীজীব সমগ্র ভাগবতের ~~ব্রহ্মসন্দর্ভ~~ নামক টীকায়ও শ্রীভাগবতের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার পর সমগ্র ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য সমালোচনা করিয়া পরমত নিরাকরণ পূর্বক ভাগবত-সিদ্ধান্তের বিজয়ভেরী সূদৃশ “সর্বসামানী” গ্রন্থ বাঙ্গালার প্রতিভার সমুজ্জল নিদর্শন। অপূর্ব প্রতিভাবান্ মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বিখ্যাত চক্রবর্তী ভাগবতের রসের নিখরিতিকে তাঁহার রসময়ী টীকায় সর্বত্র প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন। শ্রীভাগবতের রসস্বরূপতাকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালার বৈষ্ণবপদাবলীর যে অবতিনিঃস্রবিনী প্রবাহিত হইয়াছে—অপ্তের কোথাও তাহার তুলনা নাই। বাঙ্গালার



এই সকল সম্পদের পরিচয় দিতে হইলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিতে হয়। কিন্তু এই সকল সম্পদের মূল শ্রীভাগবত। ভাগবতের কৃষ্ণলীলা অবলম্বন করিয়াই বাঙ্গালার সুজলা সুফলা শতশ্রামলা ভূমিতে মূর্ত্তভাগবত বিগ্রহ প্রেমরস-কল্লভরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আবির্ভাব। এই জন্মই বাঙ্গালী কবি সত্যই বলিয়াছেন—

“বাঙ্গালীর হিয়া অমির মখিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।”

বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যদেব বাঙ্গালীর ভাগবতজীবনের—বাঙ্গালীর অন্তর্নিহিত রসবস্তুর প্রতিমারূপে শ্রীনবদীপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর সরস হৃদয়ের ভক্তির মন্ডাকিনী ধারায় পরিপুষ্ট হইয়া বাঙ্গালার একদিকে শক্তিবাদ, অপরদিকে বৈষ্ণবদর্শন সঞ্জীবিত হইয়াছিল। দার্শনিক পণ্ডিতমাত্রই জানেন যে, শক্তিবাদই বৈষ্ণবদর্শনের মূলতত্ত্ব। সুতরাং বাহিরে উপাসনাকাণ্ডে শাক্ত ও বৈষ্ণবে যতই ভেদ হউক না কেন—এই উভয় সম্প্রদায়ের মূল শক্তিবাদমূলক ভক্তিতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, এই জন্মই আমরা সাহস করিয়া বলিতে পাবি যে, শক্তিসম্বন্ধিত বস্তুবাদ বাহার অন্তর্ভুক্ত, সেই শ্রীভাগবতই বাঙ্গালীর আধ্যাত্মজীবনের মূলভিত্তি। এই জন্মই বাঙ্গালায় “কাল হাভা গীত নাই।” ফলতঃ বাঙ্গালার চণ্ডীদাসের, রামপ্রসাদের ও কমলাকান্তের, গোবিন্দদাসের, জ্ঞানদাসের—সকলের গীতের মূল প্রবাহ ভক্তি হইতেই প্রবাহিত। ভক্তি ও শ্রীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে বাঙ্গালীর আধ্যাত্মজীবনকে বৈচিত্র্যময় করিয়া তুলিয়াছে। এই জন্মই বাঙ্গালায় শ্রীমদ্ভাগবতের মতগুলি টাকা-টিপ্পনী-ভাষ্য নিবন্ধ রচিত হইয়াছে—ভাবতের অল্প সমস্ত প্রদেশের সমষ্টি লইলেও তাহা রচিত হয় নাই। এমন কি, বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ অষ্টৈতবাণী অতুল প্রতিভাশালী মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন সরস্বতী শ্রীভাগবত অবলম্বনে “ভক্তিরসায়ন” রচনা করিয়াছেন এবং ভাগবতের টাকা রচনা করিয়া ভক্তিবাণীর বিজয়বার্ত্তা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। গীতার ব্যাখ্যা করিতে করিতে তিনি আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন—

বংশীবিভূষিতকরানুবনীরদাভাং

পীতাম্বরাদরূণবিষফলাধরোষ্ঠাং।

পূর্ণেশ্বরসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাং

রূক্ষাং পরং কিমপি তদ্ব্যমহং ন জানে ॥

অনুবাদ—

বাঁহার বর্ণ নবনীরদের স্নায়, বাঁহার শ্রীকরে বংশী শোভা পাইতেছে, যিনি পীতবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, বাঁহার অধর পঙ্কবিষ ফলের স্নায় রক্তবর্ণ, বাঁহার মুখ পূর্ণিমার চন্দের স্নায় সুন্দর, বাঁহার নেত্রযুগল পদ্মপত্রের স্নায় সুন্দর, সেই শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠতত্ত্ব আর কিছু আছে বলিয়া আমি অবগত নহি।

পুনশ্চ—

পরাকৃতমনঃস্থং নরাকৃতি পরব্রহ্ম।

সৌন্দর্য্যসারসর্কস্বং নন্দাত্মজমহং ভজে ॥”

যিনি মানসিক সমস্ত সন্দেহ বা দ্বৈতভাব দূরীভূত করেন, যিনি সৌন্দর্য্যের সারসর্কস্ব, সেই নরাকৃতি নন্দনন্দন পরব্রহ্মকে আমি ভজনা করি।

বঙ্গদেশের শ্রীভাগবতের টাকার মধ্যে শ্রীনাথ পণ্ডিতের শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা, শ্রীল সনাতন গোস্বামীর বৃহত্তোষণী, শ্রীজীবের লঘুতোষণী, শ্রীজীবের বৃহৎ ক্রমসন্দর্ভ ও লঘুক্রম-সন্দর্ভ, শ্রীল মধুসূদন সরস্বতীর টাকা, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্র-বর্ত্তীর সারার্থদর্শিনী, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের বৈষ্ণব-নন্দিনী, মহামহোপাধ্যায় গোপাল ভট্টাচার্য্যের ভাগবতব্যাখ্যা-লেশটীপ্পনী ও রাধারমণ দাস গোস্বামীর ভাবার্থলীপিকা-দীপন,—এই কয়েকটি টাকা সমধিক বিখ্যাত। এতদ্ব্যতীত বঙ্গদেশে শ্রীভাগবতাবলম্বনে—শ্রীবিষ্ণুপুরীর ভক্তিরসায়নী, শ্রীজয়দেবের সুবিখ্যাত গীতগোবিন্দ, শ্রীল সনাতন গোস্বামীর শ্রীবৃহদ্রাগবতামৃত, শ্রীল রূপ গোস্বামীর লঘুভাগবতামৃত, শ্রীললিতমাধব, শ্রীবিদ্যমাধব, শ্রীউদ্ধব সন্দেশ, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মুক্তাচবিত, শ্রীল মধুসূদন সরস্বতীর ভক্তি-রসায়ন, শ্রীল কবিকর্ণপুরের আনন্দবৃন্দাবনচম্পু, শ্রীল জীব গোস্বামীর শ্রীগোপালচম্পু, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর গোবিন্দলীলামৃত, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃত ও চমৎকারচক্রিকা প্রমুখ বহুগ্রন্থ ও নিবন্ধ রচিত হইয়া-ছিল। বঙ্গভাষার ভাগবতের সর্কপ্রথম অনুবাদক শ্রীল

• মধুসূদন সরস্বতী সমগ্র ভাগবতের টাকা রচনা করেন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। শ্রীল রাধারমণ দাস গোস্বামী লীপিকাদীপনে মধু-সূদন সরস্বতীর ব্রহ্মমোহন লীলাদির টাকার উল্লেখ করিয়াছেন। মধুসূদন সরস্বতীর রাসপঞ্চাধ্যায়ের টাকা ভরতপুর রাজার পুস্তকা-লয়ে আছে বলিয়া অবগত হইয়াছি।



গুণরাজ খাঁ বা মালাধর বসু, অভ্যুপের বাহালা কবিতায় পক্ষে শ্রীল রঘুনাথ পুরী ও শ্রীল মাধবাচার্য্য ভাগবতের ঐক্কলীলার অনুবাদ করেন।

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের এই কয়েকটি টীকা ব্যতীত প্রাচীন বহু টীকার কথা শুনিতে পাইলেও ঐ সকল টীকা ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। শ্রীকীর্ত্তি গোস্বামী প্রাচীন টীকা ও ভাষ্যের মধ্যে ঐহুম্মত্ভাষ্য, বাসনাভাষ্য, সঙ্ঘোদ্ধোক্তি, বিষ্ণুকাম-ধেনু, তত্ত্বদীপিকা, পরমহংসপ্রিয়া, শুকসঙ্গর এই ৭টি ভাষ্য ও টীকার নাম করিয়াছেন। শ্রীধর স্বামীব ভাবার্থদীপিকাও সর্বজনদ্রুত টীকা। গৌড়ীয় সম্প্রদায় ব্যতীত বল্লভ সম্প্রদায়ের বা বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের সুবোধিনী, বামামুজ সম্প্রদায়ের শ্রীমুদর্শন হরিকৃত ‘শুকপক্ষীয়ন’, শ্রীমদ্বীররাঘবা চার্য্যকৃত ভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকা, শ্রীনিবাস হরিকৃত ‘তত্ত্বদীপিকা,’ শ্রীবোগিরামামুজাচার্য্য কৃত ‘সরলা’, মাধব সম্প্রদায়ের শ্রীবিজয়ধ্বজকৃত পদরত্নাবলী, ও ঐনিহার্ক সম্প্রদায়ের শ্রীশুক-দেব কৃত ‘সিদ্ধান্তপ্রদীপ’ নামক টীকা সুপ্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন শ্রীমৎ কিশোরপ্রসাদ বিষ্ণুকৃত ‘বিষ্ণুধ্বজদীপিকা’ শ্রীরামনারায়ণকৃত ‘ভাব ভাববিভাবিকা’, শ্রীধনপতি হরিকৃত ভাগবতগুণার্থদীপিকা, শ্রীবামামুজ সম্প্রদায়েব শ্রীবৈষ্ণব-শরণকৃত ‘সিদ্ধান্তার্থদীপিকা’ শ্রীকবি চূড়ামণি চক্রবর্ত্তীকৃত ‘অমরবোধিনী’ টীকা বিদ্যমান।

নিবন্ধ গ্রন্থের মধ্যে শ্রীমদ্বাচার্য্যের ‘ভাগবততাত্পর্য্য-নির্ণয়’ ‘বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয়’ ‘কৃষ্ণায়ত্মমহার্ণব’ শ্রীবল্লভাচার্য্যের ‘ভাগবতলীলারহস্ত’ ‘একান্তরহস্ত’ ও ‘সিদ্ধান্তরহস্ত’ ‘শ্রীনিহার্কচার্য্যের ‘সবিশেষ নির্ক্শিষেব ঐক্কলস্তব’ বেদান্ত দেশিক বেক্টনাথের ‘বাদবাহুদয়’, বোপদেবের হরিলীলা, মুক্তাকল, হরিতত্ত্বমুখোদয় প্রমুখ বহু নিবন্ধ কাব্য ও নাটকাদি গ্রন্থ শ্রীভাগবত-অবলম্বনে বিরচিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থাদি ব্যতীত ভাগবত অবলম্বনে ভাসের ‘বালচরিত’ নাটক, ও অম্বরূপ বহু নাটকের ও কাব্যের ভাগবতের ঐক্কলীলাই উপলব্ধ। বর্ত্তমানে এই সকল গ্রন্থের অনেকগুলি কালক্রমে নানা কারণে লোপ পাইয়াছে এরূপ সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে

মহাভারতের প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীনীলকণ্ঠ বৈদিকমন্ত্র সংগ্রহ করিয়া শ্রীমন্ত্রভাগবত নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে তিনি ভাগবতোক্ত ঐক্কলীলার সমর্থক

বহু বৈদিক মন্ত্র ঋগ্বেদ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি নিজেই ঐ মন্ত্রগুলির টীকা করিয়া মন্ত্রগুলি যে ঐক্কলীলার দ্ব্যতক তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে সর্বসমেত ১৬০টি ঋক্ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। উহার মধ্যে গোকুলকাণ্ডে ৩০টি মন্ত্র, এই মন্ত্রগুলির অনেক মন্ত্রেই ঐক্কলীলার নামের উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় বৃন্দাবনকাণ্ডে ৪০টি মন্ত্র, তৃতীয় অত্রককাণ্ডে ৩০টি মন্ত্র এবং চতুর্থ মথুরাকাণ্ডে ১০টি মন্ত্র আছে। এই মন্ত্রগুলি সমস্তই সংহিতা ভাগের—তথাপি মন্ত্রগুলিকে একত্র করিয়া ঐক্কলীলার বৈদিকত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অনেকের মতে মন্ত্রগুলির ঐক্কলীলাপরত্ব সাধন করিবার জগৎ কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। দ্বাপর যুগে অবতীর্ণ ঐক্কলীলার এইরূপ বৈদিকত্ব প্রখ্যাপনের চেষ্টা আধুনিক ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণের দ্বারা যে কোনও ক্রমে সমর্থিত হইতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। তথাপি ঐহারা বেদে “কৃষ্ণ” শব্দের উল্লেখ নাই বলিয়া থাকেন, বোধ হয় তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্তই এই চেষ্টা করিতে হইয়াছে। কিন্তু বেদে ঐক্কলীলার বৃন্দাবনলীলার উল্লেখ না থাকিলেই যে তাহা শ্রীভগবানের লীলা হইতে পারে না, ইহা কোনও ক্রমে স্বীকার করা যায় না। শ্রীভগবানকে যদিও শাস্ত্রদ্বারে জানিতে হয়, তথাপি শাস্ত্রই তাঁহার অনুগমন করিয়া থাকে। মানবীয় অসীম বুদ্ধির দ্বারা শাস্ত্রের সম্যক্ জ্ঞান ও অর্থবোধ কখনই সম্ভবপর নহে। এইজন্য বেদে ঐক্কলীলার উল্লেখ থাকুক বা না থাকুক, তাহা যে শ্রুতিসিদ্ধ, তাহা ভক্তগণ সকলেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আমরা পূর্বেই পুরাণাদির শ্রুতির আনুগত্য প্রমাণ করিয়াছি। এই অর্থে শাস্ত্রার্থবিদগণ সকলেই পুরাণ ও ইতিহাসকে “পঞ্চম বেদ” বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

### ভাগবতের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি

ভারতবর্ষের সর্বত্রই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া যায়। প্রদেশ বিভাগ অনুসারে কচিৎ হই একটি শ্লোকের কোনও কোনও অংশ পাঠান্তর দেখা গেলেও মোটের উপর সকল প্রদেশের হস্তলিখিত পুঁথির সহিত মিল আছে। বোম্বাইয়ের নির্ণয়সাগর যন্ত্র হইতে প্রকাশিত এবং বঙ্গদেশের বহরমপুর হইতে ও কলিকাতা হইতে মুদ্রিত



সংস্করণগুলির সঙ্গে তুলনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।  
বঙ্গদেশে ঐচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্বকাল  
হইতে ঐমহাগবতের হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া যায়।  
পরলোকগত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বোপদেবের পূর্ববর্তী  
কালের ভাগবতের একখানি হস্তলিখিত পুঁথি পাইয়াছিলেন।  
ঐ পুঁথিখানি এখনও ৮কাশীধামে স্মৃধাকর শিবদৌ মহাশয়ের  
সংগৃহীত পুঁথির মধ্যে বর্তমান। গোরক্ষপুর হইতে প্রকাশিত  
কল্যাণ নামক পণ্ডের ঐক্কাক সংখ্যায় ঐ পুঁথির একটি  
পত্রের আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। অবশ্য ভারত  
বর্ষের মত দেশে প্রাচীন পুঁথির দীর্ঘকাল রক্ষা পাওয়ার পক্ষে  
প্রচুর বাধা বর্তমান। তথাপি উপরুক্ত অনুসন্ধান হইলে রাজা  
রাজেন্দ্রলাল মিত্রের আবিষ্কৃত পুঁথি হইতেও বহু প্রাচীনতর  
পুঁথির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। ঐচৈতন্য-  
দেবের পরবর্তী কালের ভাগবতের বহু হস্তলিখিত পুঁথি  
দেশের সর্বত্র বিদ্যমান। এই সকল প্রাচীন পুঁথির এখনও  
বহু প্রাচীন শ্রেণীমন্দিরে ‘পারায়ণ’ উপলক্ষে পাঠ হইয়া থাকে।

### অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ

ঐচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই বঙ্গালা পণ্ডে কুলীন-  
গ্রামের মালাধর বসু বা গুণরাজ গা “ঐক্কাকবিজয়” নামে  
ঐভাগবতের ঐক্কাকলীলার অনুবাদ করিয়াছিলেন। তৎপূর্বে  
ঐ প্রকার স্নসংবদ্ধভাবে বঙ্গভাষায় ভাগবতের আর অন্য  
অনুবাদ পাওয়া যায় না। হিন্দী, গুজরাট, তামিল, মহারাষ্ট্র  
ভাষায়ও ঐমহাগবতের ঐক্কাকলীলার অনেক অনুবাদ পাওয়া  
যায়। যুরোপে ভাগবতের দেবনাগরী অক্ষরে মূলের সহিত  
ফরাসী ভাষায় অনুবাদ সমেত একটি সংস্করণ প্রকাশিত  
হইয়াছিল। ঐচৈতন্যদেবের সমসাময়িক শ্রীজগন্নাথ দাস  
বাবাজী উড়িয়া ভাষায় ভাগবতের যে অনুবাদ প্রচার করিয়া-  
ছিলেন, তাহা উড়িয়ার সর্বত্র সমাদৃত। ফলতঃ ভারতবর্ষের  
প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই আংশিকভাবেই হউক বা পূর্ণভাবে  
হউক ভাগবতের অনুবাদ হইয়াছে।

### ভাগবতের আখ্যানবস্তু

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, একমাত্র পরিপূর্ণ সর্বশক্তি-  
মানু তত্ত্ববস্ত ভগবানকে প্রতিপাদন করিবার জন্যই ভাগবতের  
উদ্ভব। নিখিল জীবের প্রাতি করুণাপরবশ হইয়া ভারতীয়

ঋষিসত্ত্বের মুকুটমণি শ্রীমান্ নারদের উপদেশে শ্রীভগবানের  
আবেশাবতার মহর্ষি ব্যাসদেব সর্বজীবের কল্যাণের জন্য  
এই অমৃতময় ভাগবতপুরাণ রচনা করেন। ইহাতে অসীম  
ঐশ্বর্যময়, অনন্তশক্তিময়, মহামাধুর্য্যপারাবার শ্রীভগবানের  
অমৃতময় চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে এবং এই চরিত্র-কথাকে সমুচ্ছল  
করিয়া তুলিবার জন্য ভক্তচরিত্র বা ভক্তির মহিমা, পরতত্ত্ব  
শ্রীভগবানের অপরমুখে উপাসনার কথা অথবা তাঁহার অনন্ত  
ঐশ্বর্য ও শক্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। যদিও এই ভাগবতে  
সর্গ (তত্ত্বসৃষ্টি), বিসর্গ (চরাচর সৃষ্টি), স্থান (ভগবানের  
সর্বোতিশায়ী উৎকর্ষ), পোষণ (ভক্তানুগ্রহ), উত্তি  
(কর্ষবাসনা), মনস্তর (সাধুদিগের ধর্ম), ইশাহুকা, নিরোধ  
(প্রলয়), মুক্তি (স্বরূপে অবস্থিতি) ও আশ্রয় (পরব্রহ্ম)  
—এই দশটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি দশম পদার্থ-  
রূপ যে আশ্রয়তত্ত্ব (পরব্রহ্ম) সাক্ষাৎভাবে বা তাৎপর্য্যের  
দ্বারা বর্ণনা করাই এই মহাপুরাণের প্রধান উদ্দেশ্য। শরীরের  
যে কোন স্থান স্পর্শ করিলেই যেমন শরীরকে স্পর্শ করা হয়,  
সেইরূপ এই শ্রীভাগবতের যে কোনও স্থান অধ্যয়ন করিলেই  
সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষভাবে শ্রীভগবানের জ্ঞান জন্মিয়া  
থাকে অথবা সেই শ্রীভগবানেরই উদ্দেশ্যলাভ হইয়া থাকে।  
যাহাদের নিখিলকামনা পূর্ণ হইয়াছে, সেই আত্মারামগণই  
সর্বপরমেশ্বর ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যমহাসাগর শ্রীভগবানের কথায়  
সর্বদা নিমজ্জিত থাকেন, এই জন্যই এই ভাগবতের অন্য  
একটি নাম পারমহংস-সাহিত্য। যে শুকদেব অন্য হইতেই  
আত্মারামচূড়ামণি, ব্যাসদেব তাঁহাকেই এই মহাপুরাণ  
অধ্যয়ন করাইয়া তাঁহার দ্বারা জগতে ইহা প্রচার করিয়া-  
ছেন। এই মহাপুরাণ এমন সুকোশলে রচিত যে, ইহা  
অধ্যয়ন করিলেই শ্রীভগবানকে হৃদয়মধ্যে লাভ করিয়া  
জীবমাত্রেরই ধন হইতে পারেন। সমস্ত শাস্ত্রের যাহা কুল  
উদ্দেশ্য—বেদ-বেদান্তাদির বাহ্য একমাত্র লক্ষ্য, এই ভাগবত  
মহাপুরাণের তাহাই আখ্যানবস্তু। অতএব এই পুরাণকে  
সর্বশাস্ত্রের শিরোমণি নামে অনায়াসে অভিহিত করা  
যাইতে পারে। এই মহাপুরাণ ষাটশ কণ্ডে বিভক্ত,  
ইহার প্রথম কণ্ডে ১৮টি অধ্যায়ে প্রথমতঃ ঐ মহাপুরাণের  
মহিমা, সূতের সহিত গৌনকাহি ঋষিগণের সমাগম, ভগবান্  
ব্যাসদেবের পবিত্র চরিত্র, পাণ্ডবদিগের আখ্যান ও পরী-  
ক্ষকের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় কণ্ডের দশটি



অধ্যায়ে পরীক্ষিতের ও শুকের সংবাদ, বোগস্বভিষয় নিরূপণ, ব্রহ্মনারদ-সংবাদ, অবতারচরিতামৃতকথা, পুরাণলক্ষণ, সৃষ্টির কারণ সকলের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় স্কন্ধের ৩৩ অধ্যায়ে বিষ্ণুর চরিত্র, বিষ্ণুর সহিত মৈত্রেয়ের মিলন, ব্রহ্মার সৃষ্টিযোগ ও দেবহুতিকপিল সংবাদে সাম্ব্যযোগ বর্ণিত হইয়াছে। এই স্কন্ধের কথিত সাম্ব্যযোগ সেখর ভক্তিবোগমূলক প্রাচীন সাম্ব্যশাস্ত্র।

চতুর্থস্কন্ধে ৩১টি অধ্যায়ে সর্বপ্রথমে সতীর উপাখ্যান, পরে ঋবের চরিত্র, পুথুর পবিত্র উপাখ্যান এবং প্রাচীনবর্হির কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই স্কন্ধে ভক্তিতত্ত্বের মহিমা বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

পঞ্চমস্কন্ধে ২৬টি অধ্যায়ে প্রিয়ব্রতচরিত্র, তাঁহার বংশ-কথা, ব্রহ্মাভাস্তগত লোকসকলের বর্ণন, নরকস্থান কখন, এবং জড় ভরতের অপূর্ণ চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

ষষ্ঠস্কন্ধের ১৯টি অধ্যায়ে অজামিলের উপাখ্যানে ভগবদ্ভাস্যমাহাত্ম্য, দক্ষসৃষ্টিনিরূপণ, বৃদ্ধাসুরের চরিত্র, চিত্রকেতুর উপাখ্যান এবং বায়ুগণের জন্মকথা বিবৃত হইয়াছে।

সপ্তমস্কন্ধের ১৫টি অধ্যায়ে মুখ্যতঃ পরম ভক্ত প্রহ্লাদে চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বর্ণাপ্রমথ ও সকাম কর্ম সম্বন্ধেও আলোচনা করা হইয়াছে।

অষ্টমস্কন্ধে ২৪টি অধ্যায়ে গজেন্দ্রমোক্ষোপাখ্যান, মন্বন্তর-নিরূপণ, সমুদ্রমন্ধান, বলিরাজার ও বামনাবতারের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।

নবমস্কন্ধের ২৪টি অধ্যায়ে সূর্য্যবংশ সমাখ্যান, মন্বন্তর নিরূপণ প্রধানতঃ বর্ণিত হইয়াছে।

দশমস্কন্ধের ৯০টি অধ্যায়ে ঐকৃষ্ণাবতার, কৃষ্ণের বাল-চরিত্র, কোমার-চরিত্র, ব্রজ-বিহার, কৈশোর-চরিত্র, মথুরা-বাস, বোবন-চরিত্র, দ্বারকাবাস এবং তুভারহরণাদি ঐকৃষ্ণ-লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

একাদশস্কন্ধে ৩১টি অধ্যায়ে নারদের সহিত বসুদেবের কথোপকথন, দত্তাত্রেয়ের সহিত যজ্ঞর কথা, কৃষ্ণের উদ্ধবের প্রীতি ভাগবতধর্ম কখন, এবং ভগবান্ ঐকৃষ্ণের স্বধামে গমনাদির কথা—বিস্তারিত হইয়াছে।

দ্বাদশস্কন্ধে ১০টি অধ্যায়ে—কলির ভবিষ্যদ্ব্যবসায়, রাবী পরীক্ষিতের মুক্তি, বেদশাখাপ্রণয়ন, মার্কণ্ডেয়ের তপতা,

সূর্য্যের বিকৃতি কখন, তৎপরে ভগবানের বিকৃতি-পূরণ, সংখ্যাকথনাদি বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে ভাগবত প্রবণের ফলও বর্ণিত হইয়াছে।

## ভাগবতের ঐকৃষ্ণ

আধুনিক কালে ঐকৃষ্ণচরিত্র লইয়া নানা তর্ক-বিতর্ক বাসামুবাদ উপস্থিত হইয়াছে। যাহারা ভগবচ্চরিত্রে আদর্শ নৈতিকতার দাবী করেন, তাহারা ভাগবতের ঐকৃষ্ণের বৃন্দা-বনলীলার সে নৈতিকতা রক্ষিত হয় নাই বলিয়া আদর্শ-মানব ঐকৃষ্ণের চরিত্রে দোষ দর্শন করিয়া থাকেন। যাহারা ঐকৃষ্ণের অমুরাণী, তাহারা ভাগবতের ও বিষ্ণু-পুরাণের—ঐকৃষ্ণলীলাকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া ঐকৃষ্ণকে তাহাদের মনের মত করিয়া গড়িয়া লইতে চাহেন! ভাগবতের ঐকৃষ্ণলীলাকে ঠিক ব্যবহারিক লৌকিক দৃষ্টিতে দেখিলে পুরাণের মর্যাদাহানি ঘটিয়া থাকে। গোড়ায় বৈষ্ণবেরাই ভাগবতের রসসিদ্ধান্ত বিশেষভাবে বিচার করিয়াছেন। তাহাদের অভিমত এই যে, ঐকৃষ্ণাবনলীলা ভাগবতের অলৌকিক লীলা। অষ্টমবর্ষীয় ঐকৃষ্ণের পক্ষে অসংখ্য গোপবালার সহিত রাসলীলা লৌকিকভাবে কিছুতেই সম্ভবপর হইতে পারে না। বিশেষতঃ যে গোপ-বালাগণের সহিত লীলা হইয়াছিল, তাহাদের অনেকেই লৌকিক দৃষ্টিতে অস্ত্রের বিবাহিতা স্ত্রী বা পরকীয়া। কিন্তু রাসকীড়ার প্রারম্ভেই ভাগবতকার একটি বড় কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন—কথাটি এই “ভগবান্ বোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া এই লীলার ইচ্ছা করিলেন।” এই বোগমায়াকে না মানিলে বা বোগমায়ার তত্ত্ব ও গোপীতত্ত্ব বুঝিতে না পারিলে লৌকিক দৃষ্টিতে ভগবানের লীলা বিচার করিতে যাওয়া ধুঁটতা মাত্র। বিশেষতঃ ভাগবতের অষ্টম বৎসরের বালকের পক্ষে যদি অশাস্ত্রবধ, বকাসুর বধ, শম্বুচূড় বধ, দাবানল পান, পুতনা বধ, গোবর্ধন ধারণ সম্ভবপর হইয়া থাকে, তবে তাহার অলৌকিক শক্তিতে বোড়শ সহস্র গোপীর সহিত রাসকীড়াও অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ রাসলীলার স্বয়ং ঐকৃষ্ণ তাহার অন্তরঙ্গ শক্তিগণের সহিত মাহুতভাবে অবলম্বন করিয়া কীড়া করিয়াছেন। তবে গোপীগণের মধ্যে অনেকের যে আপাততঃ প্রতীয়মান পরকীয়াত্ব, তাহা রসবুদ্ধির জড় বোগমায়ারই



কল্পিত। এই জন্তু ত্রিণ চৈতন্যচরিতামৃতের গ্রন্থকার  
কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।

ব্রজ বিনা তাহার অন্তর নাহি বাস ॥

### শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীরাধা

শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীবিষ্ণুপুরাণ সর্বশ্রেণীর বৈষ্ণবগণের  
নিকটেই প্রামাণিক পুরাণ। কিন্তু এই পুরাণদ্বয়ে বিশেষতঃ  
শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধিকার নাম দেখিতে পাওয়া যায় না—  
ইহাতে অনেকেই বিস্মিত হইয়া থাকেন। ৬-মতঃ শ্রীনিম্বার্ক  
সম্প্রদায়ে ও শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে শ্রীরাধিকার সহিত  
শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং তন্মধ্যে  
শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়েই ত্রিযুগাবনধামে গোপীজন-  
শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকার উপাসনার সর্বোৎকর্ষত্ব প্রতিপাদিত  
হইয়া থাকে। যাহারা শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণিত গোপীদিগের  
সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাব্যাপারের মাধুর্য্য অনুভব করিতে  
সমর্থ—যাহারা ইহাকে সর্বশক্তিমান শ্রীভগবানের অলৌকিক  
মাধুর্য্যময় লীলা বলিয়া শ্রদ্ধাসহকারে বরণ করিয়া লইতে  
পারেন, তাঁহারাষ্ট শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের শ্রীকৃষ্ণলীলার  
অধ্যয়নের ও আলোচনার অধিকারী।

এখন দেখা যাউক, শাস্ত্রে ও পুরাণে এই শ্রীরাধিকার  
নাম বা কথা কত দিন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীজীব  
গোস্বামী একাধিকবার ঋগ্বেদের পরিশিষ্ট হইতে একটি মন্ত্র  
উদ্ধার করিয়াছেন, যথা—

রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা।

বিভ্রাজন্তে জনৈষা।

ইহার অর্থ এই—

“নিজজনসমূহে রাধা দ্বারা মাধব ক্রীড়াশীল বা  
হ্রুতিমান এবং শ্রীরাধিকাও মাধবদেবের দ্বারা সর্বতো-  
ভাবে হ্রুতিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছেন।”

বর্তমানে ঋগ্বেদের যে মুদ্রিত গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহাতে  
“ঋক্ পরিশিষ্ট” বলিয়া কোনও অংশ পরিদৃষ্ট হয় না এবং  
এই মন্ত্রটিও পাওয়া যায় না। কিন্তু অতি বৃহৎ ঋগ্বেদের  
এবং সহস্রশাখাবিশিষ্ট সামবেদের এবং অস্ত্র হই বেদেরও  
যে অনেক অংশ লোপ পাইয়া গিয়াছে, ইহা অস্বদেয়  
বৈদিক পণ্ডিতগণের প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া

গিয়াছেন। প্রাচীন স্মৃতি মহাসংহিতাদি গ্রন্থের অনেক  
স্থলেই স্মৃতিবাক্যের দ্বারা ঋতিবাক্যের অস্তিত্বের  
অনুমানের যে বিধান পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাতেও  
কালক্রমে বহু ঋতি যে লোপ পাইয়াছে, তাহার  
প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। অতএব চারি শত  
বৎসর পূর্বে শ্রীজীব গোস্বামী ঋগ্বেদে শ্রীরাধিকামাধবের  
নামসম্বন্ধিত এই ঋক্টি দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং এখন  
কালক্রমে তাহা লোপ পাইয়াছে, এক্ষণ অনুমান করা  
অসম্ভব নহে।

ঋগ্বেদ-সংহিতার ৩২।১৪ মন্ত্রে “সুরাধাঃ” নামে একটি  
শব্দ আছে; মন্ত্রভাগবতের সংগ্রহকর্তা মহাভারতের  
সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠ উহার অর্থ করিতেছেন—  
“সুরাধাঃ শোভন। মুখ্য। রাধা তাঃ সুরাধাঃ।” অর্থাৎ  
“গোপীগণের মধ্যে রাধা যাহাদিগের শোভনা বা মুখ্য  
হইতেছেন, তাদৃশী গোপীগণ।” নীলকণ্ঠের এই ব্যাখ্যা  
মানিয়া লইলে ঋগ্বেদেও শ্রীরাধার নাম দেখিতে পাওয়া  
যায়, ইহা স্বীকার করিতে হয়।

শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদে “সাক্ষার্ককানামে যে  
দেবীকে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীরূপ গোস্বামী ও  
শ্রীল রঘুনাথ দাস তাঁহাকেই শ্রীরাধিকা জ্ঞানে স্তব  
করিয়াছেন। গোপালতাপনী, সুসিংহতাপনী প্রমুখ  
উপনিষদাবলীতে প্রধান ও উপাসনা কাণ্ড বা আগম কাণ্ড  
পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্তু শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানকাণ্ডের  
প্রাধান্যস্থাপনে এই সকল উপনিষদের ভাষ্যনির্ণয়ের  
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই। এই হেতুবাদ ও  
অন্তান্ত কারণে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই সকল  
উপনিষদকে প্রাচীন বলিয়া মনে করেন না।

পাকুরাঙ্গাগমকে অনেকেই খৃষ্টপূর্ব শতাব্দীর বলিয়া  
মনে করিয়া থাকেন। পাকুরাঙ্গাগমে সুস্পষ্ট ভাবেই  
শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা-পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া  
যায়। আমরা এই প্রবন্ধেরই অন্তর্য পুরাণের কালনির্ণয়  
বিষয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকগণের অভিমত প্রকাশ  
করিয়াছি ও তদ্বিষয়ে আমাদের অভিমতও জানাইয়াছি।  
আদিপুরাণ, বরাহপুরাণ, পদ্মপুরাণ, দ্বন্দ্বপুরাণাদি পুরাণ-  
সাহিত্যের নানা স্থানেই শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার  
কথা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীগোপীগণের



প্রেমোৎকর্ষের বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই উদ্ধবকে নিজের প্রিয়তম সাধকশ্রেষ্ঠ, বৃহস্পতির প্রিয়শিষ্য এবং যত্নগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। সেই উদ্ধবই ব্রজগোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমের আতিশয়া দেখিয়া বলিতেছেন—

“আসামহো চরণরেণুজ্বামহং ত্বাং  
বৃন্দাবনে কিমপি গুহ্মলতোষধীনাং।  
যা চতুর্ভুজ স্বজনমার্য্যাপথঞ্চ হিত্বা  
ভেক্ষুর্কুন্দপদবীং শ্রতিভিবিমৃগ্যাম্ ॥

—ভাঃ ১০।৪৭৬১

অনুবাদ—

যে ব্রজসুন্দরীগণ, চতুর্ভুজ স্বজন এবং আর্য্যাপথ (পাতি-ব্রতাদি) পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রতিবিমৃগ্য কুন্দপদবী ভজন করিয়াছেন, অহো! আমি যেন বৃন্দাবনে তাঁহাদিগের চরণরেণুসেবী গুহ্মলতা ও ঔষধিসমূহের মধ্যে কোনও কিছু হইয়া জন্মলাভ করি।

তত্ত্বতঃ শ্রীশ্রীব্রজদেবীগণ পরমস্বকীয়া—শ্রীভগবানের অনন্ত-শক্তিগণের মধ্যে মুখ্যতম।। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনলীলার চমৎকারিত্ব সম্পাদন করিবার জন্য শ্রীযোগমায়া তাঁহাদিগের প্রতি পরকীর্ত্তনের ভাব আরোপ করিয়া—তাঁহার অসাম-শক্তিবলে তাহাই সত্য বলিয়া প্রতীতি জন্মাইয়া দিতেছেন। লীলার মাধুর্য্যবিস্তারের জন্য শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার নিত্যচিদানন্দ-ময়ী শক্তিগণ যোগমায়ার এই লীলাবিনোদময়কৌশলের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া ভক্তগণের আনন্দবিধান করিয়া থাকেন।

অতএব পরমপুরুষ ভগবানের সহিত তাঁহার শক্তিগণের সে লোকান্তরিত অপূর্ব্ব লীলাবিনোদ তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতে গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাসকীড়া। অতএব মুখ্য গোপীগণকে যদি শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে তাহাদের মধ্যে এক জনকে প্রধানা স্বীকার করিতে আপত্তি কি? সেই প্রধানা গোপীকে শ্রীরাধিকা নামে (বা গোপালভাপনীর উদ্ভিষ্টা গান্ধার্বিকা নামে) অভিহিত করিলে আপত্তির কোন সম্ভব কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। অতএব শ্রীরাধিকা নামে সর্ব-গোপীর প্রধানা গোপীকে স্বীকার করিলে তাহাতে শ্রীভাগবতের রাসলীলার ঔজ্জ্বল্য সমধিকরূপেই বৃদ্ধি পায়

—পরন্তু তাহাতে শ্রীভাগবতের রসবৈশিষ্ট্যেব ও লীলা মাধুর্য্যের বিন্দুমাত্র হানি হয় না।

কিন্তু শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরবর্তী টীকাকারগণ শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধের নিম্ন অধ্যায়ের অষ্টা-বিংশ শ্লোকে—

“অনরারাদিতো নুনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।  
যস্মৈ বিহার গোবিন্দঃ শ্রীতো যামনয়দ্ রহঃ ॥”

এই শ্লোকে শ্রীরাধিকার নাম আবিষ্কার করিয়াছেন।

শ্রীপাদ সনাতন বলিতেছেন—“রাধগতি আরাধন্যতীতি শ্রীরাধেতি নাম কারণং চ দর্শিতম্” অর্থাৎ -রাধনা বা আরাধনা করিতেছেন এই স্বার্থে “রাধা” এই নামের কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীজীবও লঘুতোষণীতে ঐ কথাটি বলিয়াছেন। রসিকচূড়ামণি প্রতিভার বরপুত্র বাঙ্গালী-গৌরব শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ বলিতেছেন—

“রাধগতি রাধেতি নাম ব্যাক্তীবভূবেতি। মূনিঃ প্রবন্ধেন তদীয় নামাপ্যধাৎ পরং কিন্তু তদান্তচম্পাৎ স্বয়ং নিরেতি স্ম। রূপান্ত তস্তাঃ সৌভাগ্যভেদ্য—ইব বাদনার্থম্!”

অর্থাৎ ‘রাধিত’ এই শব্দে আরাধনা করিতেছেন, এই স্বার্থে—“রাধা” এই নাম ব্যক্ত হইল। মূনি শুকদেব প্রবন্ধ-সহকারে তাহার নাম গোপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই নাম শ্রীরাধার রূপায় তাহার সৌভাগ্যভেদীর জ্ঞান বাদনার্থ এই নাম তাঁহার মুখচন্দ্র হইতে নির্গত হইয়া পড়িল।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ শুকদেবের ভাগবতে শ্রীরাধা নাম গোপনের যে কথা ব্যক্ত করিলেন, শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীবৃহদ্ভাগবতায়ুতে তাহার একটি কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—

“গোপীনাং বিতাতকুটস্থটতর-প্রেমানলার্জিষ্কট-

দন্ধানাং কিল নামকীর্ত্তনকৃতাতাঙ্গাং বিশেষাৎ স্মৃতেঃ।

তত্তীক্জলনোচ্ছিখাশ্রকণিকান্পর্শেন সত্তো মহা-

বৈকল্যং সভজন্ কদাপি ন মূখে নামানি কৰ্ত্তুং প্রভুঃ ॥”

—১ম খণ্ড, ৭ম অধ্যায়।

অর্থাৎ

“অতিবিস্তৃত, অত্যন্ত স্মৃটতর প্রেমাবিজ্ঞালার বাহার। দৃষ্ট, সেই গোপীগণের নামকীর্ত্তন করিলে তাঁহাদের বিশেষ



ভাবে স্বরণের ফলে সেই অগ্নিশিখায় কণিকাম্পর্শে তৎক্ষণাৎ মহাবিস্ফল হইয়া পড়িবেন, এই ভয়ে ঐশ্বর্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতের কোনও স্থানে গোপীগণের নামকীৰ্ত্তন করিতে সমর্থ হন নাই।”

ঐল সনাতন গোস্বামীর এই কথা ভক্তিগতপ্রাণ রসিকের গ্রহণীয় হইতে পারে, কিন্তু উহা কি ঐতিহাসিক-গণের গ্রহণীয় হইবে? ঐল সনাতন, শ্রীজীব ও ঐল বিখ্যাত প্রমুখ শ্রীভাগবতের মহাপণ্ডিত ও পরমভক্ত টীাকারগণ শ্রীভাগবতের অষ্টাশ্রয় স্থলেও শুকদেব শ্রীরাধিকার নাম গোপন করিয়াছেন, ইহা দেখাইয়াছেন। শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধের সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে উক্ত যে দিব্যোন্মাদগ্রস্তা গোপীকে দর্শন করিয়াছিলেন, এই সকল টীাকারগণই তাঁহাকে শ্রীরাধা বলিয়া মনে করিয়াছেন। ফলতঃ শ্রীভাগবতে কোথাও কোনও গোপীর নাম যে ইচ্ছা করিয়াই উল্লেখ করা হয় নাই, ইহা শ্রীভাগবতের অতি প্রাচীন ভাষ্যেও দেখা যায়। পূর্বের কথিত দশমের সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকের লঘুতোষণী টীকায়

শ্রীজীব অধুনালুপ্ত—“বাসনাতাশ্রয়” হইতে ‘অগ্নিপূরণের’ শ্লোক উদ্ধার করিয়া শ্রীভাগবতের পূর্বোক্ত শ্লোকে যে শ্রীরাধিকার কথাই বলা হইতেছে, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। শ্রীজীবের এই কথায় অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। পরন্তু প্রাচীন টীাকারও যদি পুরাণাদি হইতে শ্রীরাধিকার নাম উদ্ধার করিয়া শ্রীরাধিকাকে যদি সর্বগোপীর শ্রেষ্ঠা বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে?

বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভাগবতে যখন গোপীগণের নাম বর্তমান, তখন শ্রীরাধিকার নাম উল্লেখ কোনও দোষ হয় নাই। পরবর্তী কালে গোড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্যগণ শ্রীরাধাকে স্বয়ং ভগবান্ ঐকৃষ্ণের সর্বশক্তির শ্রেষ্ঠা আনন্দময়ী বাহ্যাদিনী শক্তিরূপে স্থাপন করিয়া শ্রীরাধা-কৃষ্ণ-তন্ময়ের পরিপূর্ণতা সম্পাদন পূর্বক শ্রীভাগবতের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন এবং শ্রুতির মূল অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু।



# সূচীপত্র

## প্রথম স্কন্ধ

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়—		দশম অধ্যায়—	
মহলাচরণ	...	১	৫৮
ঋষিপ্রশ্ন	...	৬	...
দ্বিতীয় অধ্যায়—		একাদশ অধ্যায়—	
ভগবদ্ভগবর্ণনা	...	ত্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপুরী-প্রবেশ	৬৩
তৃতীয় অধ্যায়—		দ্বাদশ অধ্যায়—	
ভগবানের অবতার কথন	...	পরীক্ষিতের জন্মকথা	৬৮
চতুর্থ অধ্যায়—		ত্রয়োদশ অধ্যায়—	
নারদের আগমন	...	ধৃতরাষ্ট্রের সংসার ত্যাগ	৭২
পঞ্চম অধ্যায়—		চতুর্দশ অধ্যায়—	
ব্যাস নারদসংবাদ	...	অর্জনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন	৭৯
ষষ্ঠ অধ্যায়—		পঞ্চদশ অধ্যায়—	
নারদের পূর্বজন্ম কীর্তন	...	যুধিষ্ঠিরাদির স্বর্গারোহণ	৮৪
সপ্তম অধ্যায়—		ষোড়শ অধ্যায়—	
অশ্বখামার শিরোমণি কীর্তন	...	পৃথিবী ও ধর্মের কথোপকথন	৯২
অষ্টম অধ্যায়—		সপ্তদশ অধ্যায়—	
কুন্তীরূত ত্রীকৃষ্ণের স্তব	...	পরীক্ষিতের কলি-নিগ্রহ	৯৭
নবম অধ্যায়—		অষ্টাদশ অধ্যায়—	
যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভ	...	পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ	১০২
		উনবিংশ অধ্যায়—	
		পরীক্ষিতের নিকট শুকদেবের আগমন	১০৯

## দ্বিতীয় স্কন্ধ

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়—		চতুর্থ অধ্যায়—	
বিরাট পুরুষের অঙ্গবর্ণনা	...	শুকদেবের মহলাচরণ	১৩০
দ্বিতীয় অধ্যায়—		পঞ্চম অধ্যায়—	
যোগি-পুরুষের ক্রমোৎকর্ষের বিবরণ	...	হৃষ্টি বর্ণনা	১৩৪
তৃতীয় অধ্যায়—		ষষ্ঠ অধ্যায়—	
অতীতগানের উপায় কথন	...	বিরাট পুরুষের বিকৃতি-বর্ণনা	১৩৯



বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
<b>সপ্তম অধ্যায়—</b>		<b>নবম অধ্যায়—</b>	
ভগবানের লীলাবতাব-বর্ণনা	... ১৪৪	শুকদেব কর্তৃক ভাগবতকথনারম্ভ	... ১৫৮
<b>অষ্টম অধ্যায়—</b>		<b>দশম অধ্যায়—</b>	
ভাগবত বিষয়ে রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্ন	... ১৫৪	ভাগবত-ব্যাখ্যাশ্রমসঙ্গে শুকদেবের রাজ প্রণোত্তর দান	... ১৬৫

## তৃতীয় স্কন্ধ

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
<b>প্রথম অধ্যায়—</b>		<b>ত্রয়োদশ অধ্যায়—</b>	
উদ্ধব-বিভরসংবাদ	১৭২	বরাহরূপী ভগবান কর্তৃক জলমগ্ন!	
<b>দ্বিতীয় অধ্যায়—</b>		ধরার উদ্ধার	... ২৪৬
বিভর সমীপে উদ্ধব কর্তৃক ভগবানের বাল্যচরিত্র বর্ণনা	১৮	<b>চতুর্দশ অধ্যায়—</b>	
<b>তৃতীয় অধ্যায়—</b>		দিতির গর্ভোৎপত্তি	... ২৫৪
শ্রীকৃষ্ণের মণুবায় আমনপূজক কংসবধ ও পিতামাতার উদ্ধার	১৮৬	<b>পঞ্চদশ অধ্যায়—</b>	
<b>চতুর্থ অধ্যায়—</b>		বৈকুণ্ঠস্থ বিষ্ণু-ভূতাত্ম্যের প্রতি বিপ্রশাপ	... ২৬১
মৈত্রেয়ের নিকট বিভরের গমন		<b>ষোড়শ অধ্যায়—</b>	
<b>পঞ্চম অধ্যায়—</b>		মুনিশাপে বিষ্ণু ভূতাত্ম্যের বৈকুণ্ঠ হইতে পতন	... ২৭১
মৈত্রেয় কর্তৃক ভগবানের লীলা-বর্ণন	১৯৫	<b>সপ্তদশ অধ্যায়—</b>	
<b>ষষ্ঠ অধ্যায়—</b>		হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষের জন্ম এবং হিরণ্যাক্ষের দিগ্ভ্রম	... ২৭৭
বিরাটমূর্তির সৃষ্টি	২০৩	<b>অষ্টাদশ অধ্যায়—</b>	
<b>সপ্তম অধ্যায়—</b>		বরাহদেবের সহিত হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধ	... ২৮১
বিভরের প্রশ্ন	২০৭	<b>উনবিংশ অধ্যায়—</b>	
<b>অষ্টম অধ্যায়—</b>		আদিবরাহ কর্তৃক হিরণ্যাক্ষ বধ	... ২৮৬
ব্রহ্মার বিষ্ণুদর্শন	২১৩	<b>বিংশ অধ্যায়—</b>	
<b>নবম অধ্যায়—</b>		সৃষ্টি-প্রকরণ	... ২৯১
ব্রহ্মা কর্তৃক ভগবৎস্তুতি	২২০	<b>একবিংশ অধ্যায়—</b>	
<b>দশম অধ্যায়—</b>		কর্দম ঋষির দেবহুতির সহিত বিবাহ-যটনা	... ২৯৮
দশবিধ সৃষ্টির বিবরণ	২২৮	<b>দ্বাবিংশ অধ্যায়—</b>	
<b>একাদশ অধ্যায়—</b>		মহু কর্তৃক কর্দ্ম-হন্তে কত্তা-সম্মান	... ৩০৫
মহত্ত্বাদি কাল-পরিমাণ	২৩৩	<b>ত্রয়োবিংশ অধ্যায়—</b>	
<b>দ্বাদশ অধ্যায়—</b>		বিমানে কর্দ্ম ও দেবহুতির বিহার	... ৩১০
ব্রহ্ম-সৃষ্টি বর্ণনা	২৩৯		



বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
<b>চতুর্বিংশ অধ্যায়—</b>		<b>একোনত্রিংশ অধ্যায়—</b>	
দেবহুতির গর্ভে কপিলদেবের জন্ম	... ৩১৮	কালপ্রভাব ও সংসার-বোঝ বর্ণনা	... ৩৪৭
<b>পঞ্চবিংশ অধ্যায়—</b>		<b>ত্রিংশ অধ্যায়—</b>	
মাতৃ-সন্নিধানে ভগবান্ কপিলের উৎকৃষ্ট ভক্তিলক্ষণ বর্ণনা	... ৩২৪	অধ্যাত্মিকগণের তামসীগতি বর্ণনা	... ৩৫৩
<b>ষড়বিংশ অধ্যায়—</b>		<b>একত্রিংশ অধ্যায়—</b>	
সাংখ্যযোগ কথন	... ৩২৯	মহুমায়োনি-প্রাপ্তিরূপ তামসী ভিত্তি বর্ণনা	... ৩৫৭
<b>সপ্তবিংশ অধ্যায়—</b>		<b>দ্বাত্রিংশ অধ্যায়—</b>	
পুরুষ ও প্রকৃতির বিবেক দ্বারা মোক্ষ-রীতি বর্ণনা	... ৩৩৭	উর্দ্ধগতি ও পুনরাবৃত্তি কথন	... ৩৬৩
<b>অষ্টবিংশ অধ্যায়—</b>		<b>ত্রয়স্বিংশ অধ্যায়—</b>	
অষ্টাঙ্গ যোগে নিকৃপাধি স্বরূপজ্ঞান কথন	... ৩৪১	দেবহুতিব জ্ঞানলাভ	... ৩৬৮

## চতুর্থ স্কন্ধ

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
<b>প্রথম অধ্যায়—</b>		<b>নবম অধ্যায়—</b>	
মহুকথাগণের বংশ	... ৩৭৩	ঐবের বরপ্রাপ্তি ও রাজ্যলাভ	... ৪২৬
<b>দ্বিতীয় অধ্যায়—</b>		<b>দশম অধ্যায়—</b>	
শিব ও দক্ষের বিদেহারম্ভ	... ৩৮১	ঐবের যক্ষগণের সহিত যুদ্ধ	... ৪৫৫
<b>তৃতীয় অধ্যায়—</b>		<b>একাদশ অধ্যায়—</b>	
সতীর দক্ষাগরে গমন-প্রার্থনা	... ৩৮৫	মহুর ভ্রমোপদেশ ও ঐবের রণনিয়ন্ত্রিত্তি	... ৪৩৯
<b>চতুর্থ অধ্যায়—</b>		<b>দ্বাদশ অধ্যায়—</b>	
সতীর দেহত্যাগ	... ৩৮৯	ঐবের বিকুখাম-প্রাপ্তি	... ৪৪৪
<b>পঞ্চম অধ্যায়—</b>		<b>ত্রয়োদশ অধ্যায়—</b>	
দক্ষবধ	... ৩৯৫	বেণ পিতা ঐবের হৃতান্ত কথন	... ৪৫১
<b>ষষ্ঠ অধ্যায়—</b>		<b>চতুর্দশ অধ্যায়—</b>	
শিবের নিকট দক্ষ প্রভৃতির জীবন প্রার্থনা	... ৩৯৯	বেণের রাজ্যাভিবেক ও প্রাণবধ	... ৪৫৭
<b>সপ্তম অধ্যায়—</b>		<b>পঞ্চদশ অধ্যায়—</b>	
বিকু কর্তৃক দক্ষ-বজ্র সম্পাদন	... ৪০৬	পুখুর উৎপত্তি ও রাজ্যাভিবেক	... ৪৬২
<b>অষ্টম অধ্যায়—</b>		<b>ষোড়শ অধ্যায়—</b>	
ঐবচরিত্র	... ৪১৬	পুখুর তব	... ৪৬৫



বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
<b>সপ্তদশ অধ্যায়—</b>		<b>পঞ্চবিংশ অধ্যায়—</b>	
পৃথিবীব্যবহার্য পৃথুর উত্তম ও ধরনী কর্তৃক		পুরুজন উপাখ্যান	... ৫১৭
পৃথুর স্বভাব	... ৪৬৯	<b>ষড়বিংশ অধ্যায়—</b>	
<b>অষ্টাদশ অধ্যায়—</b>		পুরুজনের যুগযুগান্তে স্বপ্ন ও জাগরণাবস্থা	
যেহুদ্রাণা অবনীর দোহন	... ৪৭৪	কখন দ্বারা সংসার-বর্ণনা	... ৫২৪
<b>একোদশবিংশ অধ্যায়—</b>		<b>সপ্তবিংশ অধ্যায়—</b>	
ত্রিভুজ পৃথুকে ইন্দ্রবধে নিবারণ	... ৪৭৭	পুরুজনের আত্মবিস্তৃতি	... ৫২৮
<b>বিংশ অধ্যায়—</b>		<b>অষ্টবিংশ অধ্যায়—</b>	
পৃথুকে ভগবান্ বিষ্ণুর উপদেশদান	... ৪৮২	পুরুজনের জীৱ প্রাপ্তি এবং পরে	
<b>একবিংশ অধ্যায়—</b>		মুক্তিলাভ	... ৫৩২
পৃথুরাজের প্রজাগণকে উপদেশ	... ৪৮৮	<b>একোদশবিংশ অধ্যায়—</b>	
<b>দ্বাবিংশ অধ্যায়—</b>		পুরুজন উপাখ্যানের ব্যাখ্যা	... ৫৩৯
পৃথুরাজের প্রতি সনৎকুমারের উপদেশ	... ৪৯৫	<b>ত্রিংশ অধ্যায়—</b>	
<b>ত্রয়োবিংশ অধ্যায়—</b>		প্রচেতাগণকে শ্রীহরির ববদান	... ৫৫০
পৃথুর বৈকুণ্ঠ গমন	... ৫০৩	<b>একত্রিংশ অধ্যায়—</b>	
<b>চতুর্বিংশ অধ্যায়—</b>		প্রচেতাগণের বনগমন ও মুক্তিলাভ	... ৫৫৬
রুদ্রগীত বর্ণনা	... ৫০৮		



# শ্রীমদ্ভাগবত

## মঙ্গলাচরণ

নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীভগবানের মধুরলীলা চিরপূত, চিরনুতন,—  
চিরসরস। কিন্তু বিনয়-বাসনা-কলুষিত জীবের হৃদয়ে  
—ভগবানের লীলামাধুর্য —ভগবানের চরিতমহিমা—  
সহসা পরিস্ফুটিত হয় না। নানাবিধ ফলফুল,—  
মালাচন্দন,—নর-নারীর হাব-ভাব-বিলাস,—সঙ্গীতের  
সুরলহরী মানবের ইন্দ্রিয়নিচয়কে সর্বদাই অশ্রুদিকে  
আকর্ষণ করে। সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিতে করিতে  
মানব যখন নিতান্ত শোক-দুঃখের অন্ধকারময় আবর্তে  
পতিত হয়—তখনই ঋণকালের জন্ত শ্রীভগবানের  
'লীলা'-সমুজ্জ্বল চরিত-মহিমা তাহার স্মরণপথে উদ্ভিত  
হয়। কিন্তু জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত বাসনা মানবকে  
কর্ম-চক্রের আবর্তনে এমনই ঘুরাইতে থাকে যে,  
ঋণকালের জন্ত অনুভূত ভগবানের মহিমা বিদ্যুদা-  
লোকের মত স্ফুটিত হইলেও তাহার হৃদয়ে কোন  
স্থিরসম্পন্ন স্থিতি করিতে পারে না। ফলে সংসারের  
দুঃখজ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অধিকার তাহার  
হয় না।

পরমকারুণিক মহর্ষি বেদব্যাস জীবের এই  
অসীম দুর্দশা উপলব্ধি করিয়া তাহার প্রতীকার-  
কামনায় ভগবানের লীলারসপূর্ণ অপূর্ব মাধুর্য্যখনি

এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যাহাতে  
জীব এই লীলারস আশ্বাদন করিয়া—অশুপম মাধুর্য্য  
আত্মহারা হইয়া—সংসারের বাহু-সুখ—ইন্দ্রিয়-সুখের  
তুচ্ছতা উপলব্ধি করিতে পারে—তাহারই জন্ত শ্রীমদ্-  
ভাগবতের প্রকাশ ও প্রচার। মহামুনি বেদব্যাস  
অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারেন  
নাই, কিন্তু দেবর্ষি নারদের উপদেশে ভগবানের  
লীলারসপূর্ণ এই ভাগবত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তিনি  
পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থ তাঁহার রচিত সমস্ত  
পুরাণের সার-নির্কষ বলিয়া সর্বত্র সম্মানিত। এই  
গ্রন্থে ভগবৎকথা, ভগবদ্মহিমা, শ্রীভগবানের লীলা-  
মাধুরী বহুলভাবে বর্ণিত বলিয়া ইহার নাম  
শ্রীমদ্ভাগবত।

শ্রীভগবানের স্বরূপ কি, তাঁহার লক্ষণ কি, ইহা  
বুঝাইবার জন্ত এবং গ্রন্থারম্ভে ভগবানের পূর্ণস্বরূপ  
ধ্যান করিয়া মঙ্গলাচরণ সম্পন্ন করিবার জন্ত প্রথম  
শ্লোকের অবতারণা। যদিও সমগ্র গ্রন্থই ভগবৎচরিত-  
মাহাত্ম্যো পূর্ণ—সমগ্র গ্রন্থই মঙ্গলময়, সুতরাং অশ্রু  
গ্রন্থের মত ইহাতে মঙ্গলাচরণের প্রয়োজন ছিল না ;  
তথাপি গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ করা শিষ্টাচার-সম্মত।  
শিষ্টাচারের অনুবর্তন দ্বারা লোকশিক্ষা-প্রদান মহর্ষি



বেদব্যাসের একটি উদ্দেশ্য এবং এই একটি শ্লোকের মধ্যে সমগ্র ভাগবতের তাৎপর্য নিহিত করিয়া সংক্ষেপে ভগবদ্ভক্ত জ্ঞাপন করাও দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

যাহা বাক্যের অতীত ও মনের অগোচর, সেই শ্রীভগবানের স্বরূপ বুঝা যায় কিরূপে? যিনি সৎ, চিত্ত ও আনন্দরূপে বিরাজমান, যিনি অনাদি, অনন্ত — যিনি নিঃশূন্য-নির্বিকার — নিরাকার; কিরূপে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশিত হইতে পারে? যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এই একই প্রশ্ন মানবের চিত্তকে সন্দেহ-দোলায়িত করিয়া থাকে, তাই মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার বেদান্তসূত্রে ব্রহ্মের দুইটি লক্ষণের সূচনা করিয়াছেন। একটি স্বরূপ-লক্ষণ — অপরটি তটস্থ-লক্ষণ। স্বরূপ-লক্ষণ — বাক্য ও মনের অতীত সন্দেহ নাই। কিন্তু তটস্থ-লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে পারে। তটস্থ-লক্ষণ কি? যে আরোপিত ধর্ম দ্বারা বস্তুজ্ঞাপন করা হয়, তাহাই তটস্থ-লক্ষণ। তটস্থ শব্দ হইতেই এই লক্ষণের স্বরূপ বুঝা যায়। দুই জনে নদীপারে যাউবে, — এক জন নদী জানে, এক জন জানে না। দুই জনই বিশাল মাঠের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। নদী এখনও অর্ধজ্যোতি দূরে, নদী দেখা যায় না, কেবল নদীতটস্থিত একটি বৃহৎ বৃক্ষ নয়নগোচর হইলে জ্ঞাতা বলিয়া উঠিল — ‘ঐ নদী’ — বৃক্ষের নীচেই নদী। ঐ যে বৃক্ষ, উহা নদীর তটস্থ, নদীর ধর্ম নহে, তথাপি ঐ বৃক্ষকেই নদীর অসাধারণ ধর্মরূপে গ্রহণ অর্থাৎ আরোপ করিয়া নদী জ্ঞাপন করা হইতেছে। আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় — দৈবক্রমে দুই বন্ধু নিবিড় তরু-সত্য-শুষ্ক-সংবৃত বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে সন্ধ্যা উপস্থিত দেখিয়া বিব্রত হইল, বাহিরে আলোক থাকিলেও বনমধ্যে অন্ধকার। পূর্ণিমা-রজনী, আশা

— চন্দ্রোদয় হইলে কিঞ্চিৎ আলোক পাওয়া যাইবে। এই ভাবে ক্রিয়ালক্ষণ অতীত হইলে, বৃক্ষশাখাযুগলের ফাঁক দিয়া একজন চন্দ্র দেখিলেন ও অপরকে দেখাইলেন, — ‘ঐ বৃক্ষশাখার মধ্যে চন্দ্র দেখ।’ প্রকৃতপক্ষে কিন্তু চন্দ্র শাখার মধ্যে ছিলেন না; অতএব শাখামধ্যবর্ত্তিই চন্দ্রে আরোপিত ধর্ম, তৎকালে উহা চন্দ্রজ্ঞাপক হওয়ায় তটস্থ-লক্ষণ। তেমনি যতক্ষণ সৃষ্টিধারা আছে — ততক্ষণ অনন্ত বিগ্নব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা, পালনকর্তা ও সংহারকর্তারূপ ধর্ম তাঁহাতে আরোপ করিয়া সেই আরোপিত ধর্ম দ্বারা তাঁহাকে আমরা জানিতে পারি। তটস্থ-লক্ষণ দ্বারা তাঁহার পূর্ণস্বরূপ প্রতিভাত না হইলেও তাঁহার আংশিক ধারণা সম্ভবপর হয়। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় — সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সন্নিধান ব্যতীত হইতে পারে না, বেদান্তশাস্ত্রে এই ত্রিগুণকে মায়া ও সাংখ্যশাস্ত্রে এই ত্রিগুণের সমষ্টিকে প্রকৃতি বলা হইয়াছে, — এই মায়া বা প্রকৃতিকে লক্ষ্যশক্তি বলিয়াও শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, কিন্তু ব্রহ্ম স্বয়ং ত্রিগুণের অতীত। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কালে নিজ ইচ্ছামাত্রে মায়া-শক্তি বিকাশ করিয়া তিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের আশ্রয়রূপে প্রকাশিত হয়েন; তখন তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। মায়া বা ত্রিগুণের দ্বারা ব্রহ্ম কখনই অভিভূত হন না বলিয়া তিনি গুণাতীত, কিন্তু তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডের রচনা পালন বা সংহারলীলা করেন — তখন ত্রিগুণের বিকাশ করিয়া — সগুণভাবে — — মানবের বুদ্ধিগম্য হন। ভগবান বা ঈশ্বররূপে মানবের দ্বারা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। ভাগবত-গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে — তাঁহার তটস্থ-লক্ষণ ও স্বরূপ-লক্ষণ — উভয়ই বিবৃত হইয়াছে।



# প্রথমস্কন্ধ

## প্রথম অধ্যায়

জন্মাগস্য যতোহনুয়াদিতরতশ্চার্থেষ্চভিজ্ঞঃ স্বরাট্  
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহুন্তি যৎসূরয়ঃ ।  
তেজোবারিমুদাং গথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোহমুখা ( ত্রিসর্গো মুখা )  
ধান্না শ্বেন সদা নিরন্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ১ ॥

এই দৃশ্যমান জগৎ—যাঁহার ইচ্ছা-মাত্রে  
বচিত হইয়াছে ও পালিত হইতেছে এবং কালে  
যাঁহাতেই বিনীত হইবে,—অগিল স্রষ্ট বস্তু যাঁহার  
সত্তায় ‘সং’রূপে বর্তমান—এবং যাঁহার সত্তা-  
সম্বন্ধের অভাবে অবস্তুমাত্রই ( আকাশ-কুসুম, শশ-  
শৃঙ্গ, বক্ষাপুল্ল প্রভৃতি ) “অসং”রূপে প্রতীয়মান হয়,  
যিনি সর্বজ্ঞ—সকল পদার্থের সামান্য ও বিশেষ জ্ঞান  
যাঁহার নিত্য বিরাজমান—যিনি স্বরাট্—( যিনি স্রষ্টা  
প্রকাশিত, বা স্রষ্টাঃসিক্ত জ্ঞানস্বরূপ ) যে বেদ  
বিষয়ে সুধীগণেরও বুদ্ধি কুণ্ঠিত হয় ( অথবা যাঁহার  
স্বরূপলক্ষণ অবধারণ করিতে সুধীগণও মোহাচ্ছন্ন  
হইয়া পড়েন ), আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সেই  
বেদের প্রকাশ যিনি ইচ্ছামাত্রে করিয়া দিয়াছিলেন,

তেজোময় মরীচিকাতে জলভ্রম, জলে কাচভ্রম, এবং  
কাচে জলভ্রম—এই যে জ্ঞানের বিপর্যয়, অর্থাৎ এক  
বস্তুতে অপর বস্তুর আরোপ, এই ভ্রমজ্ঞানও যাঁহার  
অধিষ্ঠান সত্তাকে আশ্রয় করিয়া সত্য বলিয়া বোধ  
হয়—এই প্রকার সৰ্ব্ব রজঃ ও তমোগুণের মিলনে  
রচিত ত্রিবিধ স্রষ্টি ( দেবতা, ইন্দ্রিয় এবং ভূত, ) অথবা  
( তেজঃ জল ও অগ্নি ) যাঁহার সত্তায় সত্য বলিয়া  
প্রতীয়মান ( অথবা যাঁহার সত্তা সম্বন্ধ না থাকায়  
ত্রিগুণ স্রষ্টি—মরীচিকাতে জলভ্রমের মত, জলে  
কাচভ্রমের মত মিথ্যা ) এবং যিনি নিজ মহিমাপ্রভাবে  
আপনার সহিত আপনার মায়া সম্বন্ধও বিদূরিত  
করিয়া থাকেন—সেই পরম সত্যকে আমরা ধ্যান  
করিতেছি । ১ ।

বিস্তৃতিঃ—ব্রহ্ম পরম সত্য, তিনি সৎ, চিত্ত ও  
আনন্দময় । ব্রহ্ম—সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ  
ইত্যাদি বহু শ্রুতি আছে । এই একটি শ্লোকে মহামুনি  
বেদবাস সমগ্র শ্রুতির অর্থ সংক্ষিপ্ত করিয়া প্রকাশ করিয়া-  
ছেন । যাঁহাকে ধ্যেয়রূপে নির্দেশ করা হইতেছে, তাঁহার  
দুইটি রূপ ;—একটি মায়াজীত ও অপরটি মায়িক ;  
—একটি অখণ্ড অনন্ত, অচিন্ত্য, সত্য ও জ্ঞানময়,  
অপরটি—লীলাময়, রসময়, সর্বগুণাধার, বিশ্বের  
নির্মাণকর্তা, সমস্ত জীবজগতের পিতা,—সকলের  
রক্ষক, কৃপাময়, বহু, স্বামী, একমাত্র পরম্য । অধিকারি-  
ভেদে—অর্থাৎ জ্ঞান, কর্ম, সাধনাভেদে কেহ সেই সত্যস্বরূপ  
ব্রহ্মকে জানিয়া জ্ঞানমার্গে তাঁহাকে লাভ করিতে

সমর্থ হয় ; কেহ বা লীলাময়, রসময়, পিতা, বহু, স্বামী  
অথবা প্রিয়রূপে তাঁহাকেই ভজনা করিয়া তত্ত্বিপথে  
তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকেন । উক্ত প্রকার অধিকারীর  
পক্ষেই এই মজলাচরণ শ্লোকের উপযোগিতা আছে ।  
প্রথমে—যাঁহাকে জগতের নির্মাতা, পালয়িতা ও সংহর্তা  
বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, শেষে—তাঁহাকেই ‘পরম  
সত্য’রূপে নির্দেশ করার ব্রহ্মের সত্তা ও নিগুণ উভয়বিধ  
স্বরূপেরই সন্ধান দেওয়া হইয়াছে ।

গায়ত্রী মন্ত্রের মহিমা সর্বশাস্ত্রে উদেবাবিত, গায়ত্রীর রূপ  
এই শ্লোকটিতে দেখা যায়—তাই “সত্যং পরং ধীমহি” বলিয়া  
ইহার সমাপ্তি হইয়াছে । শ্রুতি বলিয়াছেন,—আনন্দ হইতেই  
এই জীবজগৎ উৎপন্ন, সুতরাং “যাঁহা হইতে এই জগতের



উৎপত্তি প্রভৃতি" এই শ্লোকের দ্বারা তিনি যে আনন্দময়, তাহা বলা হইয়াছে। "যাহার সত্তার নিখিল স্বেবন্ত 'সৎ' বলিয়া প্রতীয়মান হয়"—এই অংশ দ্বারা তিনি যে একমাত্র সৎ, অনন্ত, বিশ্বব্যাপক—তাহাই জ্ঞাপন করা হইয়াছে। কেন না, রজ্জ্বে যখন সর্পভ্রম হয়, তখন প্রকৃত সর্প না থাকিলেও সর্পবিষয়ক সত্যজ্ঞান বর্তমান থাকে বলিয়াই ভয়ের সঞ্চারাদি হইয়া থাকে। ঐচ্ছিক এই দৃশ্যমান জগৎ যদিও জলধরপটলের মত ক্ষণস্থায়ী—সত্য পরিবর্তন-শীল ও নশ্বর—তথাপি ইহাকে আমরা 'সৎ' বলিয়া, 'সত্য' বলিয়া বিশ্বাস করি। ঐ বিশ্বাসের বশেই সংসারে অভীষ্ট বস্তু লাভের জন্য এত পরিশ্রম, এত ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকি এবং অভীষ্ট দ্রব্য লাভ হইলে কিছুকালের জন্য নিজেকে রত্নার্থ মনে করি। এই যে মিথ্যাজ্ঞানের মধ্যেও এবং নশ্বর বস্তুতেও 'সৎ' বলিয়া, ইহা 'আছে' বলিয়া প্রত্যয় হয়, তাহার কারণ—সেই একমাত্র বিশ্বব্যাপক 'সৎ' বা ব্রহ্মের অধিষ্ঠান সর্বত্র আছে বলিয়া। সর্পবিষয়ক মিথ্যা-জ্ঞানের উদয়েও যে ক্ষণিকের স্পন্দন ও পলায়নের ইচ্ছা প্রভৃতি ঘটে, তাহাও কারণ—সর্বের সত্যতা বিষয়ে আমাদের সংস্কার জাগরুক থাকে। যেমন রজ্জ্বে সর্বের তৎকালিক আবির্ভাব হয়, এবং অধিষ্ঠানের সত্যতাজ্ঞান নিবন্ধন মিথ্যাজ্ঞানের সময়েও ক্ষণিকস্পন্দনাদি বাস্তব ক্রিয়া সংঘটিত হয়—সেইরূপ এই দৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা ও নশ্বর হইলেও বিশ্বব্যাপক ব্রহ্মসত্তার অধিষ্ঠান বশতঃ 'সত্য' বলিয়া আমাদের জ্ঞান হয় এবং সত্য বলিয়া বোধ হওয়াতেই আমাদের কল্প-প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। বক্ষ্যাপুত্র, আকাশ-কুসুম, অক্ষিভ্রম প্রভৃতি শব্দ শ্রবণ করিলেও কোন বস্তুজ্ঞান আমাদের হয় না কেন? ইহা 'সৎ', ইহা 'আছে' বলিয়া বুঝি না কেন? বা ইহা পাইবার জন্য আগ্রহ করি না কেন? তাহাও কারণ, ইহাতে ব্রহ্মের সত্যসম্বন্ধ নাই। এই জন্য ইহা 'সৎ' বা অস্তিত্বপূর্ণ বলিয়া জ্ঞান হয়। ফলে,—ব্রহ্মসত্তা বা ভগবৎসত্তা-সম্বন্ধ বশতঃই বস্তুর বস্ত্ব-ইহাই বেদান্ত-সিদ্ধান্ত। সুতরাং বুঝা যায়,—মিথ্যা বিনশ্বর জগতের বস্তুমাঝেই যাহার সত্যসম্বন্ধ, তিনি যে ঐতি-কথিত অনন্ত ও সত্যস্বরূপ, ইহাতে সন্দেহ নাই। "সকল পদার্থের সামান্য-বিশেষ জ্ঞান যাহার নিত্য বিরাজমান এবং যিনি স্বরাট" এই অংশ দ্বারা তিনি যে জ্ঞানময়, বিজ্ঞানময়, ইহা কথিত হইয়াছে। তিনি পরম সত্যস্বরূপ বলিবার তাৎপর্য এই যে, স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূতসমূহের ব্যবহারিক সত্যতা আছে, কিন্তু পারমাণবিক সত্যতা নাই। প্রলয়ের পূর্বে পর্যন্ত পৃথিবী জল বায়ু প্রভৃতি পঞ্চভূত এইরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে—পারমাণবিক সত্যতা একমাত্র তাঁহাতেই আছে। এই শ্লোকে তিনি 'পরম সত্য' বলিয়া কথিত, ঐতিও তাঁহাকেই সত্যস্বরূপ বলিয়াছেন।

যায়ার সহিত সম্বন্ধ বশতই তিনি জগতের উৎপত্তি,

স্থিতি ও লয় করিয়া থাকেন। যায়ার সহিত সম্বন্ধ হইলেও তিনি যায়ার বশীভূত হন না—যায়া তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। তিনি ইচ্ছামাঝেই নিজ স্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন। কুর্খ যেমন তাহার সমস্ত অঙ্গ নিজ শরীরমধ্যে প্রবেশ করাইতে পারে, এবং ইচ্ছামাঝে তাহার প্রকাশ করিতে পারে, সেইরূপ শ্রীভগবান্ লীলাবশে যায়া বা উপাধি আশ্রয়ে অখিল জগৎ প্রকাশ করিয়া থাকেন, আবার প্রলয়-কালে ইচ্ছামাঝে সমস্ত সংহার করিয়া যায়া বা উপাধিস্বরূপে বিলীন করিয়া শুদ্ধস্বরূপে অবস্থান করেন।

এই সংসারে কত প্রকার যে ভ্রমজ্ঞান আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তেজে জলভ্রম হয়—জলে কাচভ্রম হয়, কাচে জলভ্রম হয়—বালুকার মধ্যে পতিত প্রচণ্ড সূর্য্য-রশ্মি জলরাশির মত দেখায, গ্রীষ্মের সময়ে মৃগগণ জলের আশায় সেই বালুকার মধ্যে ধাবিত হয়, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। মানবও সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা গঠিত এই সংসারের স্বরূপ শাস্ত্র-বাক্য দ্বারা অবগত হইয়াও যায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না, তৎকর্ত্ত মৃগগণের মত ছুটিয়া ছুটিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে—মানব এই যে সংসারকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহারও মূলে সেই পরম সত্যের অধিষ্ঠান, তাঁহার সহিত এই বিশ্বস্তির সম্বন্ধ আছে বলিয়াই ইহা সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। যাহার অধিষ্ঠানবলে মিথ্যা বা ভ্রমজ্ঞানের মধ্যেও কণিক সত্যতার ঐচ্ছল্য আসে, এবং মানব সেই ঐচ্ছল্যে মুগ্ধ হইয়া যায়, পরম সত্য সেই পরমেশ্বরের সন্ধান পাইলে মানবজীবন সার্থক হইবে, তাই মহর্ষি বেদব্যাস এই পরম সত্যের ধ্যানরূপ মন্ত্রলাচবণের দ্বারা সুপ্রমত্তবকে ভগবদভিমুখে উদ্বোধিত করিয়াছেন। এই শ্লোকে জগতের ব্যবহারিক সত্যতা থাকিলেও, প্রকৃতপক্ষে ইহার স্বরূপ মিথ্যা এবং শ্রীভগবান্ যে পরম সত্য, এই দুইটি বিরোধিতাবও দর্শিত হইয়াছে।

শ্রীজীব গোস্বামী 'ক্রমসন্দর্ভ' নামক শ্রীমদ্ভাগবত-টীকার সমস্ত শ্লোকটির ভাব—"যিনি সমস্ত জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব প্রদান করিতেছেন, যাহাকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত জগৎ বর্তমান, যাহাকে কোন প্রকারে যায়া-মোহ স্পর্শ করিতে পারে না, যিনি নিত্য সিদ্ধ সর্বজ্ঞানময় (সর্বজ্ঞ) বিশ্বের একমাত্র কর্তা, জীবের মোক্ষদাতা, যিনি সত্য, অনন্ত, আনন্দময় ও জ্ঞানস্বরূপ—তিনি আমাদের ধ্যেয়"—এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—যথা—"তদেবং সর্বসত্তাপ্রদং সর্বাধিতানং, সর্বমোহানশূন্যং স্বরূপসিদ্ধসর্বজ্ঞানাদিসমবেতং সর্বকর্ত্তৃ মোক্ষদাতৃ চ সত্যানন্তানন্দজ্ঞানস্বরূপং পরং ধ্যেয়মিতি বাক্যার্থঃ" ১।

**পূর্ব্বাভাসঃ**—অতঃপরে বহুবিধ শাস্ত্র দ্বারা ধর্মের স্বরূপ, জ্ঞানমার্গ ও উপাসনাপদ্ধতি অনার্য্যে জানা যাইতে পারে, নূতন করিয়া 'ভাগবত' শাস্ত্র প্রণয়ন করিবার প্রয়োজন কি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে মহর্ষি বেদব্যাস ভাগবতের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন করিতেছেন।



ধর্মঃ প্রোজ্জ্বলিতকৈতবোহত্র পরমো নিমৎসরাণাং সত্যং  
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্ ।  
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামনিকৃতে<sup>১</sup> কিং বা পট্টরীশ্বরঃ  
সন্তো জগদ্ববুদ্ধ্যতেহত্র কৃতিভিঃ শুশ্রুষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ২ ॥

ফলাভিসন্ধি পূর্বক যে ধর্ম আচরণ করা যায়, তাহা বা নাম কপট ধর্ম—এই গ্রন্থে কপট ধর্ম সম্পূর্ণভাবে পবিহাব কবিয়া সর্বভূতে দয়ানীল মাৎস্যশৃঙ্গ সজ্জনগণের অন্তর্গত কেবল ভগবানের আবাসনাকপ পবম ধর্ম নিকপিত হইয়াছে। ইহা হইতে তাপত্রয়েব (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও

আধিভৌতিক দুঃখের) উন্মূলনকারী পবম মঙ্গলপ্রদ পবমার্থতত্ত্ব অনায়াসে জদয়ঙ্গম কবা যাটবে। মহামুনি নাবাষণ \* কর্তৃক বিবচিত এই পরম বমণীয় ভাগবত শাস্ত্র থাকিতে অন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন কি ? কেন না, এই শাস্ত্র শ্রবণেচ্ছ পুণ্যবান্ বাক্তিগণ শ্রবণ-সময়েই ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ কবিত্তে সমর্থ হ'ন। ২।

বিস্তৃতি :—ভগবান্ জ্ঞানমূর্তি, তাহা প্রথমেই বলা হইয়াছে। যে চিত্তে আবরণ থাকে না—মালিন্য থাকে না, সেখানেই জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে, জ্ঞানময় ভগবান্ও সে চিত্তে সন্ধানই আবদ্ধ থাকেন, কেন না—স্বচ্ছ চিত্ত দর্পণে বিশ্বব্যাপী ভগবানের স্বরূপ প্রতিবিম্বিত না হইয়া পারে না। এ জন্ত সাধনার প্রথম সোপান—চিত্তশুদ্ধি তমোগুণ চিত্তের মলিনতা আনয়ন কবে, চিত্তকে আবৃত করিয়া রাখে, সত্ত্বগুণের উদয়ে চিত্ত নিম্মল হয়।

চিত্ত নির্ম্মল হইলেই চিত্তের শুদ্ধি হইয়া থাকে। সত্ত্ব-গুণের ও তমোগুণের প্রভেদ বুঝা যায় কিরূপে ? অনেক সময়ে তমোগুণকেও সত্ত্বগুণ বলিয়া দম হয়। শলস, নিকশা, ভীক ও কখন কখন সাত্বিক বলিয়া খ্যাত হন। অগবের পক্ষে কঠিন হইলেও নিজ চিত্তের ভাব দ্বারা নিজে আয়রা নির্ণয় করিতে পারি, কোন্টো সত্ত্বগুণ, কোন্টো তমোগুণ। ধর্মাচরণ করিতেও যদি লক্ষ্য থাকে—কেমন করিয়া আমি ভোগ্যবস্তু পাইব, অধিক ধনলাভে সমর্থ হইব,—তাহা হইলে বুদ্ধিতে হইবে, জদয়ে তমোগুণ বর্জমান। ইহকালে পুত্র, বিত্ত ও যশোলাভের জন্ত বাহারা অভ্যস্ত ব্যাকুল, তাহার ধর্ম-কর্মের মধ্যেও সেই প্রার্থনা ভাগ করিতে পারে না। এমন কি, পরকালেও বাহাতে স্বর্গভোগ হয়, তজ্জন্ত ও কামনা থাকে—এই যে কামনা, নিজ স্বপ্নমুখী, ইহাই চিত্তকে মলিন করে। এই কামনাই তমোগুণের লক্ষণ। কামনা—রজোগুণকারী

আপাততঃ বোধ হইলেও তাহার মূল আছে কাম্য বস্তুর প্রতি মোহ, মোহ হইল তমোগুণ, মোহ প্রবল না থাকিলে ঐকপ বিষয়কামনা হয় না, আর কামনা ত্যাগই হইল সত্ত্বগুণের লক্ষণ।

ভাগবত গ্রন্থে এমনই একটি বসধারার সন্ধান দেওয়া আছে, যাহার আশ্বাদে মানব হৃদ কামনা দূবে পরিহাব কবিয়া ভগবানে অনুরাগসম্পন্ন হয়, কোন লাভ-ক্ষতির চিন্তা না করিয়া শুভু তাঁহার আরাধনাজনিত অপূর্ব আনন্দে মগ্ন হইয়া যায়; ফলে অবিলম্বে এবং অনায়াসে সত্ত্বগুণের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তখন চিত্ত নির্ম্মল হয় এবং ভগবৎস্বরূপ নিষতই তাহাতে প্রকাশিত হইতে থাকে। বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে আরাধনাকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। মুক্তি অপেক্ষা নিত্যভক্তি বা নিত্যদাস্ত্র শ্রেষ্ঠ—কেন না, জীব তখনও সেই ভগবানের উপাসনা দ্বারা তাঁহার গীলামাধুরী উপভোগ করিবে—ইহা অপেক্ষা পরমবরণীয় পুরুষার্থ আর কি হইতে পারে ?

যে সকল শাস্ত্র ফলবিশেষপ্রাপ্তির জন্ত ধর্মের উপদেশ করিয়া থাকেন, সে সকল শাস্ত্রানুসারে ধর্মসাধন করিলে—বহু বিলম্বে চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে; কারণ, ভোগকামনা তাহাতে নিবৃত্তি হয় না; তবে, ক্রমে ক্রমে ভোগকামনা সংযত হইতে থাকে, এই মাত্র।

অনেক সময়ে মুখে আমরা বৈরাগ্য দেখাইলেও অন্তরের কামনা বিনষ্ট করিতে পারি না। বহু সাধনা ও পুণ্যফলে

\* 'শ্রীমদ্ভাগবতে মহামনিকৃতে' এই স্থলে শ্রীধর স্বামী 'মহামুনি' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'ঈনারায়ণঃ'—ইনি প্রথমে সংক্ষেপে ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন, এই ভাব তাঁহার লেখা হইতে পাওয়া যায়। মহাভারতে নারায়ণ-নারদ-স'বামে নারায়ণ মুনির উপদেশের উল্লেখ আছে। তিনি নারদকে ভগবদ্ভক্তির উপদেশ করেন, এবং নারদের উপদেশে ব্যাসদেব ভাগবত রচনা করেন, সুতরাং মূলতঃ নারায়ণের রচিত ভাগবত গ্রন্থ ছিল—ইহা সত্ত্ববর্ণন হইতে পারে। 'ঈনারায়ণ' 'বাদনারায়ণ' পদের স্থলে অসক্রেমে লিখিত হইয়া আসিতেছে, ইহা কেহ কেহ আপত্তা করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা হইলে 'পুণ্য সংক্ষেপতঃ কৃতে' স্বাক্ষর এ কথাটি তেমন সঙ্গত হয় না।



নিগমকল্পতরোগলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্ ।

পিবত ভাগবতঃ রসমালয়ঃ মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥ ৩ ॥

ওঁ নৈমিশ্যেহ্নিমিষক্ষেত্রে ঋষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ । সত্রং স্বর্গীয় লোকায সহস্রসমমাসত ॥ ৪ ॥

ত একদা তু মুনয়ঃ প্রাতর্হৃত্ততাগয়ঃ । সংকৃতং সূতমাসীনং পপ্রচ্ছুরিদমাদরাৎ ॥ ৫ ॥

বেদরূপী কল্পরূপের অমৃত-রসপূর্ণ ফল এই শ্রীমদ্ভাগবত শুকমুখ হইতে গলিত হইয়া ভূতলে অর্ধগুতভাবে পতিত হইয়াছে : হে পরমার্থ-রসচিন্তাপ্রাণরসিকমণ্ডলী ! আপনারা এই রসময় ভাগবত-ফল বাব বাব আশ্বাদ ককন । ৩ ।

মহাত্মা সূতের নিকট ঋষিগণের প্রশ্ন ।

পূনরকালে শৌনকাদি ঋষিগণ বিমূলোকপ্রাপ্তি

কোন মহাপুরুষ শ্রীমদ্ভাগবতের উপদিষ্ট এই পরম ধর্মের অধিকারী হইয়া থাকেন—যেমন—শুক, নারদ প্রভৃতি মুনিগণ । কিছু সাধারণ মানব আমবা—আমাদের কামনা সংঘত করিতে হইলে কামনার দাব ও কামনার বিষয় সকোচ প্রণমে কর্তব্য, এই জন্য “পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি” বলিয়া কেবলমাত্র সেই আত্মশক্তির নিকটে প্রার্থনা করিবার ব্যবস্থা দেখা যায় । দ্বাবে দ্বাবে না ঘুবিয়া যদি শুধু পরমেশ্বরের চরণপ্রাপ্তে আপনার সমস্ত কামনা নিবেদন করা যায়—তাহা কামনা-সংঘের একটি সোপান । এইরূপে কামনার বিষয় সংক্ষিপ্ত করিবার জন্য শাস্ত্রে ভক্ষ্য অভক্ষ্য প্রভৃতি বিচারে—তিথি-নিষম—মাস-নিষম—চাত্ত্বান্দ্র প্রভৃতি বিবিধ নিয়মপালনের বিধি নির্দিষ্ট আছে । দাবে দাবে শাস্ত্রীয় নিয়ম সকল পালন করিলে কামনার বিষয় ও দাব সঙ্কুচিত হইয়া আসে । তৎপরে ঈশ্বরে বত হইলে আব জাগতিক কোন স্তখে অভিলাষ থাকে না, বৈবাগ্য সদয় স্বপিকার কবে এবং শ্রীভগবান্ তখন সক্ষর হইয়া উঠেন । ঈশ্বরে বতি, বৈবাগ্য ও ভগবৎ-সম্বন্ধ হইয়া পক্ষে ভগবানের লীলামাধুরী আশ্বাদনত

কামনায বিমূলোকে নৈমিষারণ্যে \* সহস্র-বর্ষসাধ্য একটি যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । ৪ ।

একদা সেই মুনিগণ আহবনীয় অগ্নিতে প্রাতঃ-কালীন আভ্যুতীর্ণ করিয়া পর ( লোমহর্ষণ-পুত্র উগ্রশ্রবাঃ ) সূত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।

তৎপরে যোগ্য সংকায়ে সংকৃত হইয়া সূত সুখাসীন হইলে মুনিগণ তাঁহাকে সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন । ৫ ।

প্রকৃত উপায় । শ্রীমদ্ভাগবতে এই বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়াই অত্র শাস্ত্র দ্বারা ইহাব প্রয়োজন পূর্ণ হইবার নহে ।

ভাগবত যে কেবল অত্র সকল শাস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহা নহে, পবন সকল শাস্ত্রের ইহা সাব—সকল শাস্ত্রের ইহা সিদ্ধান্ত-ফল । ২

বিস্তৃতি—কল্পতরু যেমন বহুবিধ অতীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকেন—সেইরূপ বেদও বহুপ্রকারের অভিমত সিদ্ধি প্রদান করেন । শ্রীমদ্ভাগবত সেই কল্পরূপের একটি অসাধারণ ফল । এই ফল অমৃতরসে পূর্ণ বলিয়াই ইহা সাধারণ ফলমধ্যে গণ্য নহেন । বত কিছু অমৃতান বা মতবাদ আমরা দেখিতে পাই—এ সমস্তের মূল উৎস হইল বেদ । কিন্তু অত্র মতবাদ ঐহিক অভ্যাস বা স্বর্গলাভের উপায়, সাক্ষাৎ মুক্তি প্রদান করিতে পারে না—কাজেই সে সকল ফল আশ্বাদন করিলেও সাক্ষাৎ অমৃতরস পাইবার সম্ভাবনা নাই । এই ভাগবত গ্রন্থ হইতে সাক্ষাৎ অমৃত বা মুক্তির রস প্রাপ্ত হওয়া যায় । শুক-পঙ্গব মুখ হইতে কোন ফল ভূমিতে পতিত হইলে, তাহা

\* নৈমিষারণ্য এবং নৈমিষারণ্য দুই প্রকার শব্দই আছে । এই দুই শব্দের দুই প্রকার অর্থ আছে । ( ১ ) কোন সময়ে, ব্রহ্মা নিকট উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তপস্ত্য উপযুক্ত স্থান কোথায় ? ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন—আমি এই স্থানের মত উজ্জল মনোমর চক্রে প্রেরণ করিতেছি—যেখানে এই চক্রের নৈমিষী হইয়া বাইবে ( ভাষিয়া পড়িবে ), সেই স্থান তপস্ত্যর পক্ষে শুভপ্রদ জানিবে । এইরূপে ব্রাহ্মণগণ যে বনে এই বিধাতার চক্রনেমিকে শীর্ণ হইতে দেখিয়াছিলেন—সেই বনই নৈমিষারণ্য নামে কথিত । ( ২ ) কোন সময়ে একটি বনে দানব-সৈন্য অভিযুগল করিত । গৌরমুখ ঋষি শ্রীভগবান্কে তাহা জ্ঞাপন করিলে তিনি নিষেধমধ্যে দানবসৈন্য বিনষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়াও ইহার নাম নৈমিষারণ্য । অমিষি-ক্ষেত্রের সাধারণ অর্থ দেবতাক্ষেত্র—এখানে বিষ্ণুবিরূপ প্রকাশ আরও বলিয়া—‘অমিষি’ শব্দে পরম দেবতা বিষ্ণুকেই বুঝাইতেছে ।



শ্রীঋষয় উচুঃ ।

ভয়া খলু পুরাণানি সেতিহাসানি চানঘ । আখ্যাতান্যপ্যধীতানি ধর্মশাস্ত্রাণি মাণ্যত ॥ ৬ ॥  
 যানি বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো ভগবান্ বাদরাযণঃ । অশ্বে চ মনয়ঃ সূত পরাবরবিদো বিদুঃ ॥ ৭ ॥  
 বেথ স্বং সৌম্য তৎ সর্বং তদ্বতস্তদনুগ্রহাৎ । ক্রযুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যত ॥ ৮ ॥  
 তত্র তত্রোঞ্জসামুদ্রান্ ভবতা যদ্বিনিশ্চিতম্ । পুংসামেকাস্ততঃ শ্রেয়স্তমঃ শংসিতুমর্হসি ॥ ৯ ॥  
 প্রায়োণান্নায়ুষঃ সত্য কলাবগ্নিন্ যুগে জনাঃ । মন্দাঃ স্তম্ভমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যপদ্রুতাঃ ॥ ১০ ॥

ভূরীণি ভূরি কর্মাণি জ্যোতব্যানি বিভাগশঃ ।

অতঃ সাধোহত্র যৎ সারং সমুদ্ধৃত্য মনীষয়া ॥

ক্রহি ভদ্রায ভূতানাং যেনাত্মা স্প্রসীদতি ॥ ১১ ॥

ঋষিগণ বলিলেন,—হে অনঘ (নির্মলচরিত) !  
 তুমি যে শুধু ইতিহাসেব সজিত সমগ্র পূরণ এবং  
 সমুদায় ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহা নহে যে  
 সকল শাস্ত্রের ব্যাখ্যাও তুমি করিয়াছ । ৬ ।

বেদজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ ভগবান বেদব্যাস এবং সৎগ  
 ব্রহ্ম ও নিগুণ পবিত্রজীব তদ্ব্যবস্থা অপরাপর মনিগণ  
 বাহা কিছু অবগত আছেন হে সৌম্য ! তাঁহাদের  
 অনুগ্রহে সে সকলই তুমি যথাযথভাবে জানিয়াছ ।  
 কারণ, প্রিয় শিষ্যের নিকট গুহ্য বিষয়ও গুরুদিগের  
 অব্যক্তব্য থাকে না । ৭-৮ ।

অতএব আশ্রয়ন ! সেই সেই তত্ত্বোপদেশের মধ্যে  
 মানবের একান্ত কলাগণকর বলিয়া যাহা নিদ্ধাবণ  
 করিয়াছ, তাহাই আমাদিগের নিকট প্রকাশ কর । ৯ ।

ফাটিয়া হইতে পারে এবং বস নির্গত হইয়া ফলের স্বাদুতা  
 হ্রাস হওয়ার সম্ভব—কিন্তু এই ভাগবত-ফল শুক-মুনির মুখ  
 হইতে ভূতলে আগত হইলেও ইহাব অমৃত-রস পূর্ণভাবে  
 বর্তমান । এই রস পান করিবাব অধিকারী তাঁহারাই  
 —যাহারা অধ্যাত্মরসে রসিক, নিরন্তর পরমার্থরস-ভাবনায়  
 দিনাতিপাত করেন । অল্প ফলের কতকটা অংশ—খোসা  
 আঁচী—পরিভোগ্য করিতে হয়, কিন্তু এই ভাগবত-ফলের  
 সমস্ত অংশই উপাদেয়, এই অল্প ইহা রসময় । এই তিনটি  
 স্নোকেব দ্বারা মজলাচরণসহ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় ও

হে সত্য মহোদয়, এই কলিযুগে মানবগণ প্রায়  
 সকলেই অগ্নায়ুঃ, অলস, অল্পবুদ্ধি ও চূর্ভাগ্য  
 (পুণ্যহীন), তাহাতে আবার তাহারা বোগাদি দ্বাবা  
 উপদ্রুত । ১০ ।

এ দিকে ভূরি ভূরি শাস্ত্র, তাহাতে কর্ম্মানুষ্ঠানের  
 বিধান বহুবিধ । আংশিকভাবে ক্রমশঃ তাহা শ্রবণ  
 করিতে হয় (যেহেতু একেবারে সমগ্র শাস্ত্র শ্রবণ  
 করা অসম্ভব, তথাপি নানা মত শুনিতে শুনিতে  
 সিদ্ধান্ত স্থির করা যায় না), অতএব হে সজ্জন ! তুমি  
 নিজ বুদ্ধিপ্রভাবে সমগ্র শাস্ত্র হইতে সার উদ্ধৃত করিয়া  
 জীবজগতের কলাগণসাধনের জন্য সংক্ষেপে তাহা  
 প্রকাশ কব, যাহাতে সংক্ষিপ্তরূপে সকলেই আত্মপ্রসাদ  
 লাভ করিতে পাবে । ১১ ।

প্রয়োজনানি বলা হইল এবং ইহা যে স্বথসেবা, তাহাও  
 জানাইলা শ্রোতৃবর্গের চিত্তাকর্ষণ কবা হইল । ১

এইবাব প্রেরিত শাস্ত্রীয় কথা আরম্ভ করা হইতেছে ।

**পুর্বকথাভাস**—যাহার নিকট যে বিষয় জানিতে হইবে,  
 তাহার সে বিষয়ে কতদূর যোগ্যতা আছে, তাহা বলা  
 না হইলে, জিজ্ঞাস্ত বিষয় ও জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রোতৃ-  
 বর্গের প্রশ্ন ও অভিনিবেশ হয় না, এই ক্ষণ নুতের  
 পরিচয় আবশ্যক । তাহাই এই তিনটি স্নোকে প্রদত্ত  
 হইতেছে । ৩।৭।৮



সূতজানাসি ভদ্রং তে ভগবান্ সাহিত্যং পতিঃ । দেবক্যাং বহুদেবস্য জাতো যস্য চিকীর্ষয়া ॥১২॥  
 তন্নঃ শুশ্রূমাণানামহিস্তান্ধানুবর্ণিভূম্ । যস্যাবতারো ভূতানাং ক্ষেমায চ ভবায় চ ॥১৩॥  
 আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্মাম বিবশো গৃণন্ । ততঃ সত্ত্বো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্ ॥১৪॥  
 যৎপাদসংশ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ । সত্ত্বঃ পুনস্ত্যপম্পৃক্টাঃ স্বধূত্বাপোহনুসেবয়া ॥১৫॥  
 কো বা ভগবতস্তস্য পুণ্যশ্লোকৈড্যকর্মণঃ । শুদ্ধিকামো ন শৃণুয়াদযশঃ কলিমলাপহম্ ॥১৬॥  
 তস্য কর্ম্মাণ্যুদারানি পরিগীতানি সুরিভিঃ । ক্রহি নঃ শ্রদ্ধধানানাং লীলয়া দধতঃ কলাঃ ॥১৭॥  
 অথাখ্যাহি হরের্ধীমন্নবতারকথাঃ শুভাঃ । লীলা বিদধতা স্বৈরমোক্ষরস্তাত্মমায়য়া ॥ ১৮ ॥  
 বয়স্ত্ব ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে । যচ্ছৃণুতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥ ১৯ ॥  
 কৃতবান্ কিল কর্ম্মাণি সহ রামেণ কেশবঃ । অতিমর্ত্যানি ভগবান্ গুঢ়ঃ কপটমানুষঃ ॥ ২০ ॥  
 কলিমাগতমাজ্জায় ক্ষেত্রেহস্মিন্ বৈষ্ণবে বয়ম্ । অসীনা দীর্ঘসত্ত্রেণ কথায়াম্ সক্ষণা হরেঃ ॥২১॥

হে সূত, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি অবশ্যই জান, যিনি জীবগণের রক্ষা ও অভ্যুদয়ের নিমিত্ত অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন—সেই ( ভক্ত-পালক ) যতপতি ভগবান্ কোন্ বিশেষ কাগ্যসাধনের জন্ত বহুদেব-পত্নী দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । আমরা উহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত একান্ত অভিলাষী ; বল সূত--সেই কথাই আমুপূর্ব্বিক আমাদিগকে বল । ১২-১৩ ।

ঘোর সংসারচক্রে পতিত বিবশ ব্যক্তিও গাঁহার নামমাত্র উদ্ধার করিয়া সত্ত্বঃ মুক্তিলাভ করে -স্বয়ং ভয় গাঁহা হইতে ভীত, মূনিগণ গাঁহার চরণকমল আশ্রণ করিয়া শান্তিলাভে এমনই বিমুগ্ধ হইয়াছেন যে, তাঁহারা সংস্পর্শমাত্রে অপরকে সত্ত্বঃ পবিত্র করিয়া থাকেন—(১) অমর-তটিনীর সলিল গাঁহার চরণ-গুগল হইতে ক্ষরিত হইয়া সেবননিরত জীবের পবিত্রতা-বিধান করিয়া থাকেন,—শুদ্ধিকামী কোন্ ব্যক্তি সেই ভগবানের কলিকলুষনাশন শশঃকীৰ্ত্তন না শ্রবণ করিবেন ? পুণ্যশ্লোক—মহাভাগবৎ শ্রীভগবানের লীলা গান করিয়া থাকেন ! ১৪-১৫-১৬ ।

সেই ভগবান্ লীলাচ্ছলে বন্ধাদি দেহ ধারণ

করিয়া যে সকল উদার মহনীয় কর্ম্ম করিয়াছিলেন, নারদাদি মুনিগণ যাহা অহরহঃ গান করিয়া থাকেন, তাহা শুনিবার জন্ত আমরা শ্রদ্ধাশ্রিত—আমাদিগকে তাহা তুমি বল । মায়া-শক্তি-বিকাশে যে যে অবতার গ্রহণ করিয়া ভগবান্ হরি স্বেচ্ছায় লীলা প্রকট করিয়াছিলেন, সেই সকল অবতার-কথাও কীৰ্ত্তন কর । ১৭-১৮ ।

রসজ্ঞ পুরুষগণ যাহা শ্রবণ করিয়া পদে পদে মধুররসের আস্বাদ পাইয়া থাকেন, সেই ভগবচ্চরিত-কথা শুনিয়া আমাদের কখনই তৃপ্তি হয় না, আশা মিটে না । আহা ! তাঁহার বশোগাথা শুনিলে যে অজ্ঞান বিদূরিত হয় । ১৯ ।

তাই বল, বল হে সূত ! ভগবান্ কেশবের সেই সকল অলৌকিক কর্ম্ম—যাহা তিনি বল-রামের সহিত প্রচ্ছন্ন মানব-বেশে সম্পাদন করিয়া-ছিলেন । ২০ ।

সংক্ষেপে কলিকাল সমাগত জানিয়া আমরা এই বিবৃক্ষেত্রে বহুবর্ষসাধ্য এক যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কলে আমাদের হরিকথা শ্রবণের সুন্দর অবসর ও সুযোগ উপস্থিত । ২১ ।



ত্বং নঃ সন্দর্শিতো ধাত্রা দুস্তরং নিস্তিতীৰ্যতাম্ । কলিং সত্ত্বহরং পুংসাং কর্ণধার ইবার্ণবম্ ॥২২॥

ক্রুহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্মবর্ষ্মণি । স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্মঃ কং শরণং গতঃ ॥২৩॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং প্রথমস্কন্ধে

নৈমিশীয়োপাখ্যানেন ঋষিপ্রস্নো নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

কলি পুরুষের সত্ত্বগুণ অপহরণ করে, কলি মহা-  
সাগরের মত দুস্তর। আমরা এই সাগর উত্তীর্ণ হইতে  
অভিলাষী হওয়ায় বিধাতা তোমাকে কর্ণধার  
দেখাইয়া দিলেন। ২২।

সূত! আরও একটি প্রশ্নের উত্তর দাও—  
ধর্মের একমাত্র রক্ষক ব্রহ্মণ্যদেব যোগেশ্বর  
শ্রীকৃষ্ণ নিজধামে গমন করায় ধর্ম এক্ষণে কাহার  
শরণাপন্ন? ২৩।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।



## দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতি সংপ্রসঙ্গসংক্ষেপে বিপ্রাণাং রৌমহর্ষগিঃ ।

প্রতিপূজ্য বচন্তেষাং প্রবক্তৃমুপচক্রে ॥ ১ ॥

শ্রীসূত উবাচ ।

যং প্রব্রজন্তমুপেতমপেতকৃত্যং দ্বৈপায়নো বিরহকাতর আভুহাব ।

পুজ্জতি তন্ময়তয়া তরবোহভিনেদুস্তং সর্বভূতহৃদয়ং মুনিমানতোহস্মি ॥ ২ ॥

যঃ স্বানুভাবমখিলশ্রুতিসারমেকমধ্যাত্মদীপমতিতীর্ষতাং তমোহঙ্কম্ ।

সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং তং ব্যাসনৃনুমুপযামি গুরুং মুনোনাম্ ॥ ৩ ॥

কর্তব্য প্রশ্নের উত্তর প্রদান ও ভগবদ্গুণ-বর্ণন ।

লোমহর্ষণ-তনয় উগ্রশ্রবাঃ সূত বিপ্রগণের এই সকল সমীচীন প্রশ্ন শ্রবণে অতিশয় হৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের বাক্যে শ্রদ্ধা ও সমাদর প্রদর্শন পূর্বক উত্তরদানে প্রবৃত্ত হইলেন । ১ ।

(মহারাজ পরীক্ষিতের বিদ্বৎপরিষদের দ্বারা বাহা পরীক্ষিত—স্বর্গের ন্যায় নির্মল—সেই ভাবগত-শাস্ত্র আমাকে বলিতে হইল । উহার বক্তা মদীয় গুরু শ্রীশুকদেব গোস্বামী, তাঁহার চরণ স্মরণ করা প্রথমেই কর্তব্য এই জ্ঞাত) সূত বলিলেন, —বাঁহার পক্ষে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের অপেক্ষা ছিল না, যিনি (ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র) সম্যাস অবলম্বন পূর্বক একাকী যখন

অরণ্যগমন করিতেছিলেন এবং স্বয়ং বেদবাস যাঁহার বিরহে কাতর হইয়া ‘পুত্র’ ‘পুত্র’ বলিয়া উচ্চরবে পশ্চাতে পশ্চাতে আহ্বান করিতেছিলেন, তখন যিনি (সর্বভূতের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে সমর্থ বলিয়া) বৃক্ষ-রূপে পিতার বাক্যে উত্তর দান করিয়াছিলেন,—সেই সর্বভূতাত্মা মহামুনি শুকদেবকে প্রণাম করিতেছি । ২ ।

জীব অজ্ঞানতা বশতঃ সংসারচক্রে নিয়ত পরিভ্রমণ করে, এই গাঢ় অজ্ঞানাক্রকার হইতে যে সকল সংসারী উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা করেন—সেই সকল ব্যক্তির প্রতি করুণা বশতঃ যিনি সমস্ত বেদের সারভূত অধ্যাত্মদীপ-স্বরূপ অসাধারণ প্রভাবশালী এই অজিতীয় পুরাণ-রহস্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই মুনিগুরু ব্যাসতনয় শুকদেবের শরণাপন্ন হইতেছি । ৩ ।

বিশ্বস্তিঃ—শোনকাদি মুনিগণ সূতের নিকট ছয়টি প্রশ্ন করিয়াছিলেন—(১) নবম স্লোকে পুরুষের একান্ত শ্রেয়ঃ কি? (২) দ্বাদশ স্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কোন কার্যের জন্ত দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহার অবতার গ্রহণের প্রয়োজন কি? (৩) সপ্তদশ স্লোকে ও উনবিংশ স্লোকে শ্রীকৃষ্ণ কি কি অলৌকিক কর্ম করিয়াছিলেন? (৪) অষ্টাদশ স্লোকে ভগবানের অবতার কি কি? ও (৫) তাঁহাদের লীলা কিরূপ? এবং (৬) শেষ স্লোকে—ঈর্ষ একগুণে কাহার শরণাপন্ন? এই সকল প্রশ্নের মধ্যে চারিটি প্রশ্নের উত্তর দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রদত্ত

হইয়াছে । এখন সূত চিন্তা করিতেছেন যে, সর্বশাস্ত্রের সারভূত কোন একটি সিদ্ধান্ত-কথা আমার বলিতে হইবে, বাহাতে সকলের আত্মপ্রসাদ লাভ হয় । কেহ সাংখ্যশাস্ত্রের আলোচনার, কেহ মীমাংসাদি শাস্ত্রের অমূল্যলেন, কেহ বৈদান্ত্যশাস্ত্র-পাঠে আত্মপ্রসাদলাভ করিলেও যখন দেখা যাইতেছে, অখিল-শাস্ত্রতত্ত্ববেত্তা এবং বৈদান্ত্যশাস্ত্রের রচয়িতা স্বয়ং বেদবাস ঐ সকল পথে তৃপ্তি না পাইয়া এই ভাগবত-শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া চিন্তপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, তখন এই মহামূল্য ভাগবত-কথাই আমাকে বলিতে হইবে । ১ ।



নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈকৈব নরোত্তমম্ । দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ ৪ ॥  
 মুনয়ঃ সাধু পৃকৌহং ভবন্তি নৈকমঙ্গলম্ । যৎ কৃতঃ কৃষ্ণসংপ্রদো যেনাত্মা স্প্রসাদতি ॥ ৫ ॥  
 স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ক্ষে । অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা স্প্রসাদতি ॥ ৬ ॥  
 বাহুদেবে ভগবতি ভক্তিয়োগঃ প্রযোজিতঃ । জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥ ৭ ॥  
 ধর্ম্যঃ স্ননুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিশ্বক্সেনকথাং যঃ । নোৎপাদয়েদযদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥ ৮ ॥  
 ধর্মস্য ছাপবর্গ্যস্য নার্থোহর্থায়োপকল্পতে । নার্থস্য ধর্ম্মেকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ ॥ ৯ ॥  
 কামস্য নেশ্রিয়প্ৰীতিনাভো জীবতে যাবত । জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ ॥ ১০ ॥  
 বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্ । ত্রয়োতি পরমাত্মোতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ১১ ॥  
 তচ্ছুদ্ধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া । পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥ ১২ ॥

নারায়ণ, নরোত্তম, নর, ( অথবা নর-নারায়ণ ঋষি এবং নরোত্তম—পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ) দেবী, সরস্বতী, এবং ব্যাসদেবকে প্রণাম করিয়া জয় ( এই সকল গন্ত ) উচ্চারণ করিবে । ৪ ।

মুনিগণ! আপনারা আমাকে লোকমঙ্গলকর উত্তম প্রণ করিয়াছেন—যেহেতু ইহা সেই কৃষ্ণবিষয়ক প্রণ, এইরূপ আলোচনার দ্বারা সম্যক আত্মপ্রসাদ লাভ হইয়া থাকে । ৫ ।

যে ধর্ম্ম হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সর্বপ্রকার বাধা-শূন্য অহৈতুকী ভক্তির উদয় হয়—তাহাই জীবের পরম ধর্ম্ম । এইরূপ ভক্তি দ্বারাই আত্মপ্রসাদ অনুভব করা যায় । ৬ ।

ভগবান্ বাহুদেবে ভক্তি হইলেই হেতুবাদ-শূন্য জ্ঞান ও বৈরাগ্য সত্তর উৎপন্ন হইয়া থাকে । ৭ ।

সম্যকরূপে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও যদি ভগবৎ-

কথায় রতি উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে সে অনুষ্ঠান কেবলমাত্র পশুঃম । ৮ ।

যে ধর্ম্মের উদ্দেশ্য মুক্তিলাভ, সামান্য অর্থ কখনই সেই ধর্ম্মের ফল হইতে পারে না এবং যে অর্থ ধর্ম্মের অব্যভিচারী—( ধর্ম্মের সহিত নিয়ত মিলিত ), কাম কখনই তাহার ফল হইতে পারে না । ৯ ।

কামের বা বিষয়ভোগের ফল ইশ্রিয়প্ৰীতিমাত্র নহে, কিন্তু জীবনযাত্রানির্বাহের নিমিত্তই লোক বিষয়-ভোগে প্রবৃত্ত হয় । জীবনের প্রয়োজন—তত্ত্বজিজ্ঞাসা, পুনরায় কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা বিষয়ভোগ তাহার প্রয়োজন নহে । ১০ ।

তত্ত্বজ্ঞ পুরুষগণ বলিয়া থাকেন যে,—অর্থেই জ্ঞানই তত্ত্ব । এবং উহাই ত্রয়োতি, পরমাত্মা বা ভগবান্ নামে অভিহিত । ১১ ।

শ্রদ্ধাশীল মুনিগণ বেদশাস্ত্র হইতে উৎপন্ন জ্ঞান ও বৈরাগ্যমিশ্রিত ভক্তির দ্বারা আত্মাতেই আত্মদর্শন করিয়া থাকেন । ১২ ।

বিশ্বাস্তি :—বদরিকা-আশ্রমে ভগবানের অবতার-রূপে নর এবং নারায়ণ ঋষি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তৎপরে ব্যাসদেবের প্রোক্ষণ । এই ভক্ত প্রথমে নর-নারায়ণ ঋষি-দ্বয়কে, তৎপরে দেবীকে অর্থাৎ আভাশক্তিকে, পরে সবস্ত শাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতীকে এবং 'চ'কার দ্বারা ব্যাসদেবকে প্রণ করিয়া প্রণাম করিবার রীতি আছে । এই স্থলের পাঠে—“দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং”—ব্যাসদেবের নাম

স্পষ্ট বলা আছে । কেহ কেহ ‘নরোত্তম’ পদটিকে নরের বিশেষণ করিয়া ‘নরশ্রেষ্ঠ নরনামক ঋষি’ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন । কেহ বা বলিয়াছেন—“নরনারায়ণ নামক ঋষি ও নরোত্তম কি না পুরুষোত্তম—শ্রীকৃষ্ণকে” এইরূপ ব্যাখ্যা করেন । সংসার জরজ্যানেন—বাহা দ্বারা সংসার জর করা যায়—তাহাকেই ‘জর’ গ্রহ বলা হয় । মহাত্মারত, নারায়ণ এবং ভাগবত প্রভৃতি অষ্টাদশপুরাণাদি জয়গ্রহ । ৪ ।



অতঃ পুংভির্বিজ্ঞৈশ্চৈষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ। স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥ ১৩ ॥  
 তস্মাদেकेन মনসা ভগবান্ সাহতাংপতিঃ। শ্রোতব্যঃ কীৰ্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা ॥ ১৪ ॥  
 যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কৰ্ম্মগ্রাহিণিবন্ধনম্। চিন্তন্তি কোবিদাস্তস্য কোন কুর্যাৎ কথারতিম্ ॥ ১৫ ॥  
 শুশ্রূষোঃ শ্রদ্ধাধানস্য বাসুদেবকথাকচিঃ। সান্ন্যহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ ॥ ১৬ ॥  
 শৃণুতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ। হৃদন্তঃস্থো হৃদভ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্ ॥ ১৭ ॥  
 নষ্টপ্রায়েষ্ণভদ্রেণ নিত্যং ভাগবতসেবয়া। ভগবতুত্তমঃশ্লোকে ভক্তিৰ্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥ ১৮ ॥  
 তদা রজন্তুমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ মে। চেত এতৈরনাবিক্ৰং স্থিতং সত্বে প্রসীদতি ॥ ১৯ ॥  
 এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ। ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্থ জায়তে ॥ ২০ ॥  
 ভিত্তিতে হৃদয়গ্রন্থিশ্চিহ্নন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি দৃষ্ট এবাশ্বনীশ্বরে ॥ ২১ ॥

দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এই হেতু বর্ণ ও আশ্রম-বিভাগানুসারে যে সকল ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে, তাহাদের পূর্ণ ফল হইল—বিশুদ্ধ-প্রীতি। ১৩।

এই জন্ম ভক্তগণপালক সেই ভগবান্ শ্রীহরিকে সর্বদা একাগ্রমনে ধ্যান ও পূজা এবং তাহার নামগুণ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করা কর্তব্য ॥ ১৪ ॥

পণ্ডিতগণ তাহার ধ্যানকেই অসিরূপে গ্রহণ করিয়া কর্মের গ্রন্থি-বন্ধন ছেদন করিতে পারেন, সেই ভগবানের লীলা-কথায় তাহার আনন্দ না হইবে? ১৫।

নিপ্রগণ! মহতের সেবা ও পবিত্রতীর্থবাসেব দ্বারা শ্রদ্ধাবান এবং শুশ্রূষ ব্যক্তির বাসুদেব-কথায় কচি জন্মিয়া থাকে। ১৬।

গীতাব নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে মানব পবিত্র হয়, সজ্জনগণেব সৃষ্টি সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরিত-কথা তাহার শ্রবণ করেন, তাহাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে থাকিয়া তিনি কামাদিবাসনারূপ অমঙ্গল দূর করেন। ১৭।

বিস্তৃতি।—সার্বসেবা ও তীর্থবাস করিলে পাপ দূরীভূত হয়। পাপক্ষয়ে চিত্তশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি হইলে শ্রদ্ধা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রদ্ধা (আন্তরিক্য)—শাস্ত্রব্যাচ্য বিশ্বাস, শ্রদ্ধার ফল—শাস্ত্র শ্রবণের ইচ্ছা। শাস্ত্রশ্রবণের ইচ্ছা হইতেই শাস্ত্রশ্রবণ সম্ভবপর হয়। ভাগবত-শাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয়—ভগবৎ-কথা ও ভগবচ্চরিত-মাহাত্ম্য। এই শাস্ত্র গুণিতে গুণিতে ভগবৎ-কথায় রুচি জন্মিয়া থাকে। ১৬-১৮।

হৃদয়ে সম্বন্ধের সৃষ্টি হইলে রজঃ ও তমোগুণ হইতে উৎপন্ন ভোগবাসনা দূরীভূত হয়। এই বাসনাই হৃদয়ের

নিত্য ভাগবত গ্রন্থপাঠ অথবা ভগবদ্ভক্তের সেবা দ্বারা অমঙ্গলসমূহ বিনষ্ট হইলে পুণ্যশ্লোক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নৈষ্ঠিকী (নিশ্চলা) ভক্তির উদয় হয়। ১৮।

তখন রজোগুণ ও তমোগুণ হইতে উৎপন্ন কাম-লোভাদি ভাবসমূহ চিত্ত অধিকার করিতে পারে না—চিত্ত সম্বন্ধে স্থিত হইয়া প্রসন্নতা লাভ করে। ১৯।

এই প্রকারে মানবের চিত্ত প্রসন্ন হইলে যখন ভোগবাসনা বিদূরিত হয়, তখন ভগবানের প্রতি ভক্তি-যোগবশতঃ তাহার হৃদয়ে ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান পরিস্ফুরিত হয়। ভগবত্তত্ত্বই ভগবৎস্বরূপ বা পরমাত্মস্বরূপ—তাহার সাক্ষাৎকারই ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান। ২০।

পরমাত্মা বা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন হইলেই হৃদয় গ্রন্থি বিদীর্ণ হয়—অর্থাৎ জীবের অহংজ্ঞান বিনষ্ট হয়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয় এবং যে সমস্ত কর্মের ফলভোগ আরম্ভ হয় নাই—সেই সমস্ত সঞ্চিত কর্ম (পাপ-পুণ্য) ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ২১।

আবরণস্বরূপ। আবরণ বিদূরিত হইলে শুদ্ধ হৃদয়সনে শ্রীভগবানের স্বভঃপ্রকাশ হইয়া থাকে, চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যে সকল বস্তু দর্শন করি, তাহাতে সেই সকল বস্তু বস্তু প্রতিভাত হয় না। উপরে উপরে চক্ষুঃসংযোগ হয় ও সাধারণ জ্ঞান জন্মে। কিন্তু হৃদয়ে তমোগুণের আবরণ বিদূরিত হইলে যে দর্শন ঘটে, তাহার নাম সাক্ষাৎকার। আত্মসাক্ষাৎকার—বাহ্য-ইন্দ্রিয় চক্ষুর কোন উপযোগিতা নাই। ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান অর্থে ভগবানের স্বরূপ-সাক্ষাৎকার। ভগবানের স্বরূপই পরমাত্মত্ব। ১৯-২১।



অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া যুদা ।

বাসুদেবে ভগবতি কুর্কৃত্যাত্মপ্রসাদনীম্ ॥ ২২ ॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতে গুণাস্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্ত ধত্তে ।

স্থিত্যদয়ে হরিবিরিঞ্চিহবেতি সংস্কাঃ শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনো নৃণাং স্যঃ ॥ ২৩ ॥

পাথিবাদারুণো ধুমন্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়াময়ঃ । তমসস্ত রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্রক্ষাদর্শনম্ ॥ ২৪ ॥

ভেজিরে মুনয়োহথাগ্রে ভগবন্তমধোক্ৰজম্ । সত্ত্বং বিশুদ্ধং ক্ষেমাৎ কল্পস্তে যেহসু তানিহ ॥ ২৫ ॥

মুমুক্ণবো ঘোররূপান্ হিত্ব ভূতপতীনথ । নারায়ণকলাঃ শাস্তা ভজন্তি হনগৃযবঃ ॥ ২৬ ॥

রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ । পিতৃভূতপ্রজ্ঞেশাদীন শ্রিয়ৈশ্বর্য্যপ্রজ্ঞেঙ্গবঃ ॥ ২৭ ॥

এই জগৎ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ পরম আনন্দসহকারে ভগবান বাসুদেবে নিত্য ভক্তি জ্ঞাপন করিয়া থাকেন । এই ভক্তিই চিত্তশুদ্ধির হেতু । ২২ ।

ঐক্যতির তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ । এই সকল গুণসহযোগে একই পরমপুরুষ এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের নিমিত্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর-রূপে বিভিন্ন নাম গ্রহণ করেন । তন্মধ্যে সত্ত্বমুক্তি বাসুদেব হইতেই মনুষ্যের শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে । ২৩ ।

যেমন পাথিব বস্তু—কাষ্ঠ অপেক্ষা ধূম শ্রেষ্ঠ, এবং ধূম অপেক্ষা বেদোক্ত অগ্নির উৎকর্ষ, সেইরূপ তমঃ অপেক্ষা রজঃ ও রজঃ অপেক্ষা সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ : যেহেতু, সত্ত্বগুণই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কারণ । ২৪ ।

**বিস্তৃতি ।**—কাষ্ঠ জড়পদার্থ—যেখানে পড়িয়া থাকে, সেখানে অপরকে আবরণ করিয়া বাধে—কোন কিছু প্রকাশ করিবার শক্তি তাহাই—ই—নিজেকেও প্রকাশ করিতে অস্ত্র আলোকের প্রজ্জ্বলন হয় । একেবারে জড় কাষ্ঠ অপেক্ষা ধূম ভাল ; কেন না, ধূম কোন কিছু প্রকাশিত করিতে না পারিলেও জড়রূপে এক স্থানে পড়িয়া থাকে না তাহা হইবার উৎকর্ষগতি আছে, দূর আকাশমার্গে উড়িয়া যায় ; আবার ধূম অপেক্ষা অগ্নি ভাল, যেহেতু অগ্নি জড়ও নহে অথচ অস্ত্রকেও প্রকাশিত করে । কাষ্ঠ তমোগুণের দৃষ্টান্ত, ধূম রজোগুণের এবং অগ্নি সত্ত্বগুণের দৃষ্টান্ত । এক পরম ব্রহ্ম গুণত্রয়কে উপাধি করিয়া তিনটি মূর্তি ধারণ করিয়াছেন ।

পুরাকালে মনিগণ এই জগৎ বিশুদ্ধ ভগবান বাসুদেবের পূজা ও ধ্যানপরায়ণ ছিলেন । এখনও যাহারা তাহাদের অনুবর্তনকারী, তাহারাও সংসারে কল্যাণের হেতু হইয়া থাকেন । ২৫ ।

মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ ভূতপতি প্রভৃতি ঘোররূপ দেবতা ( পিতৃগণ ও লোকপালদিগকে ) পরিত্যাগ করিয়া শান্তরূপ নারায়ণের অবতারকেই ভজনা করিয়া থাকেন ; কিন্তু অস্ত্র দেবতার প্রতি তাহাদের কোনরূপ ঘেণ থাকে না । ২৬ ।

যাহাদের নিজ স্বভাব রজঃ বা তমঃপ্রধান, তাহারা পিতৃগণ, ভূতগণ ও দিক্‌পালগণের সহিত তুল্যপ্রভৃতি বলিয়া—শ্রী, ঐশ্বর্য্য ও পুত্রকামনায় তাহাদেরই উপাসনা করিয়া থাকে । ২৭ ।

এই উপাধি স্বাভাবিক তারতম্যের ফলেই সত্ত্বমূর্তি ভগবান বাসুদেব সর্বশ্রেষ্ঠ ।

যেমন কাটপতঙ্গ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত বিভিন্নস্তরের জীব দেখা যায়, সেইরূপ বক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর প্রভৃতি ভূতযোনি হইতে শুদ্ধসত্ত্ব শ্রীবাসুদেব পর্য্যন্ত নানান্তরের উপদেবতা ও দেবতা আছেন । স্তরভেদের হেতু গুণত্রয়ের তারতম্য । সাধারণতঃ গন্ধর্ব্ব, বক্ষ, রক্ষঃ, কিন্নর ইহারা মনুষ্য অপেক্ষা কয়েকটি অতিরিক্ত শক্তির অধিকারী, এজন্য মনুষ্য অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চস্তরের জীব, তাহা হইলেও রজঃ ও তমোগুণের প্রভাব হইতে ইহারা মুক্ত নহেন । পিতৃগণ ও দিক্‌পতিগণ ভূতযোনি প্রভৃতি অপেক্ষা উচ্চ এবং ভূতপরি ত্রিমূর্তি । ২৩-২৭ ।



বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ । বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ ।  
 বাসুদেবপরাং জ্ঞানং বাসুদেবপরস্তপঃ । বাসুদেবপরো ধর্মো বাসুদেবপরা গতিঃ ॥ ২৮ ॥  
 স এবৈদং সর্গজ্ঞাত্রে ভগবানাত্মমায়রা । সদসক্রপয়া চারসৌ গুণময্যাগুণো বিভূঃ ॥ ২৯ ॥  
 তয়া বিলসিতেষু গুণেষু গুণবানিব । অন্তঃপ্রবিষ্ট আভাতি বিজ্ঞানেন বিজৃম্বিতঃ ॥ ৩০ ॥  
 যথা হুবাহি(স্থি)তো বহ্নির্দীর্ঘশ্বেকঃ স্বধোনিষু । নানৈব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথা পুমান্ ॥ ৩১ ॥  
 অসৌ গুণমগ্নৈর্ভাবৈর্ভূতমৃক্ষেন্দ্রিয়াত্মতিঃ । স্নিগ্ধিতেষু নির্দিষ্টো ভুঙ্ক্তে ভূতেষু তদগুণান্ ॥ ৩২ ॥  
 ভাবয়ত্যেষ সত্বেন লোকান্ বৈ লোকভাবনঃ । লীলাবতারানুরতো দেবতীর্থাঙ্গনরাদিষু ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে নৈমিশীরোপাখ্যানে

শ্রীভগবদ্ব্যভাববর্ণনং নাম দ্বিতীয়েহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

সকল বেদের তাৎপর্য—বাসুদেব ; যজ্ঞের চরম গতি—বাসুদেব ; যোগের পরম প্রতিপাদ্য—বাসুদেব ; সমস্ত কর্মের অন্তিম লভ্য—বাসুদেব । জ্ঞানের সিদ্ধি বাসুদেবে, তপস্যার লক্ষ্য বাসুদেব, ধর্মের ফল—বাসুদেব । সকল শাস্ত্রে—সকল অনুষ্ঠানের তাৎপর্য বিষয় একমাত্র বাসুদেব—বাসুদেব ভিন্ন অণু গতি নাই । ২৮ ।

স্বয়ং নিগুণ হইলেও সেই সর্ববাপী ভগবান—প্রথমতঃ নিজ মায়াশক্তি দ্বারা এই দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন । তাঁহার মায়া—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী এবং কার্য ও কারণস্বরূপা । ২৯ ।

তৎপরে মায়া দ্বারা গুণস্বরূপে আকাশাদি পঞ্চভূত (অথবা জীবসমূহ) প্রকাশিত হইলে তিনি “এই সকল গুণ আমার” এই অভিমানে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সগুণবৎ প্রতীয়মান হন ।

বিস্তৃতি ।—নিগুণ বস্তু প্রকৃতপক্ষে কার্য-কারণ-ভাবে অতীত । এই স্ননস্ত বিশ্ব-সংসার তবে কেমন করিয়া সৃষ্টি হইল ? উত্তর—ব্রহ্ম নিজ মায়াশক্তিবলে সৃষ্টি করিয়াছেন—সেই মায়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী, সেই মায়াই কার্যরূপে কারণরূপে কথিত । এই মায়া-শক্তি শ্রীভগবানের একান্ত অধীন বলিয়া ইচ্ছামাত্রে তিনি

বাস্তবিকপক্ষে তিনি বিশুদ্ধবিজ্ঞানময়—তাঁহার স্বরূপ অতিশয় উজ্জ্বল ; গুণ দ্বারা তিনি কখনই লিপ্ত হন না । ৩০ ।

একই অগ্নি যেমন স্বীয় অভিব্যঞ্জক বিভিন্ন কাঠে স্থাপিত হইলে বিভিন্নরূপে দৃষ্ট হন—সেই অদ্বিতীয় বিগাহা পরমপুরুষ বহুবিধ প্রাণিবর্গের অভ্যন্তরে থাকিয়া বহুরূপে প্রতীয়মান হন । ৩১ ।

সেই পরমপুরুষ গুণময় ভাব দ্বারা নিজনির্মিত চতুর্বিধ প্রাণীর ( জরায়ুজ, অণুজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ ) মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া লীলাবশে অনুরূপ বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন । গুণময়ভাব অর্থে—পঞ্চতন্মাত্র ( পঞ্চভূতের সূক্ষ্মরূপ দশটি ইন্দ্রিয় ও মনঃ ) ॥ ৩২ ॥

ভূতভাবন এই ভগবান লীলাবশে দেবতা, পশু-পক্ষী ও মানবরূপে অবতার গ্রহণ করিয়া সত্ত্বগুণ দ্বারা সমস্ত লোক পালন করিয়া থাকেন । ৩৩ ।

ইহাকে আপনাতে বিলীন করিয়া লইতে পারেন । পরন্তু তিনি কোন সময়েই গুণের দ্বারা বাধ্য হন না, এই জন্ত তিনি নিগুণ—গুণাতীত ।

ভগবানের সাধারণ অবতারগ্রহণের প্রয়োজন কি—ইহার উত্তর এই শ্লোকে দেওয়া হইল । শ্রীকৃষ্ণাবতারের কথা কুতীকৃতভাবে বলা হইবে । ২৯-৩৩ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।



## তৃতীয় অধ্যায়

সূত উবাচ ।

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহাদিভিঃ । সমুতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥ ১ ॥  
যস্যাস্তসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতম্বতঃ । নাভিহৃদাশ্চজাদাসীদব্রহ্মা বিশ্বসৃজাম্পতিঃ ॥ ২ ॥  
যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ কল্লিতো লোকবিস্তরঃ । তদৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমুজ্জিতম্ ॥ ৩ ॥

পশুভ্যদোরূপমদব্রহ্মকৃষা সহস্রপাদোরুজ্জাননাষ্টতম ।

সহস্রমূৰ্দ্ধশ্রবণাঙ্কিনাসিকং সহস্রমৌল্যাম্বরকুণ্ডলোল্লসৎ ॥ ৪ ॥

এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্ । যস্যাত্মাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতীৰ্থাঙ্ নরাদয়ঃ ॥ ৫ ॥  
স এব প্রথমং দেবঃ কোমারং সর্গমাশ্রিতঃ । চচার দ্ব্যচরং ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্য্যমথশ্রিতম্ ॥ ৬ ॥  
দ্বিতীয়ন্ত ভবায়াস্য রসাতলগতাং মহোম্ । উদ্ধরিষ্যন্নুপাদত্ত যজ্ঞেশঃ শৌকরং বপুঃ ॥ ৭ ॥  
তৃতীয়ম্বিসর্গং বৈ দেবর্ষিহ্মনুপেত্য সঃ । তস্মৈ সাহস্রতমাচক্ট নৈকর্মাণ্যং কর্ম্মণাং যতঃ ॥ ৮ ॥

উত্তরে—ভগবানের অবতার-কথন ।

সূত বলিলেন,—লোকসৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় ভগবান্, প্রথমতঃ মহত্ত্ব—প্রভৃতি (মহৎ অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র) দ্বারা নিম্পন্ন, ষোড়শ কলা (পঞ্চ কর্ম্মে-ন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত ও অস্ত্রঃকরণ, এই ষোড়শ ভাগ) সমাহিত বিরাট পুরুষরূপ ধারণ করিয়াছিলেন । ১ ।

• তিনি যোগনিদ্রা বিস্তার করিয়া সমুদ্র-সলিলে শয়ন করিলে তাঁহার নাভিহৃদজাত পদ্ম হইতে প্রজাপতিগণের অধিপতি স্বয়ং ব্রহ্মা উদ্ভূত হইয়াছিলেন । ২ ।

যাঁহার অবয়বসংস্থান দ্বারা পরিদৃশ্যমান এই বিশ্ব কল্লিত হইয়াছে, তাহাই সেই ত্রীভগবানের রূপ এবং ঐরূপ রজঃ প্রভৃতি গুণসমূহের দ্বারা পূর্বরূপে অনাগ্রাত এবং একান্ত সত্ত্বরূপ । ৩ ।

যোগিগণ বিস্তৃত জ্ঞান-চক্ষুর সাহায্যে অগণিত হস্ত-পদ-উরু ও আনন-সমম্বিত—অগণিত শিরো-নাসিকা-চক্ষুঃ-কর্ণবিশিষ্ট অগণিত কিরীট-কুণ্ডল-বসন-সমুজ্জল অষ্টভূত ঐ রূপ দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

ঐ বিরাট মূর্ত্তিই—আদি নারায়ণ-রূপ । ইনি নানাবিধ অবতারের অক্ষয় বীজস্বরূপ । ঐ বিরাট হইতেই নানা অবতার আবির্ভূত হইয়া থাকেন এবং জীলার অবসানে উহাতেই প্রবেশ করিয়া থাকেন । ইঁহার অংশেরও অংশ হইতে দেব, মনুষ্য-পশু-পক্ষীর সৃষ্টি হইয়াছে (ইঁহার অংশ ব্রহ্মা, ব্রহ্মার অংশে মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণ—যাঁহাদের দ্বারা দেবাদির উৎপত্তি হইয়াছে) । ৫ ।

সেই বিরাট দেবই প্রথমতঃ কোমার নামক সর্গ (সৃষ্টিবিধান) আশ্রয় করিয়া (সনৎকুমারাদি অবতারে) ব্রাহ্মণদেহ ধারণ-পূর্বক কঠোর অথশ্রিত ব্রহ্মচর্য্যব্রত আচরণ করিয়াছিলেন । ৬ ।

ঐ যজ্ঞেশ্বর দ্বিতীয়বারে বিশ্বসৃষ্টির উদ্দেশ্যে রসাতলনিমগ্না ধরণীকে উর্দ্ধে উত্তোলন করিবার জন্ম বরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন । ৭ ।

তৃতীয় অবতারে—ঋষি-সর্গে, তিনি নারদরূপ ধারণ এবং কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের উপায়স্বরূপ পঞ্চরাত্র প্রভৃতি বৈষ্ণব-তন্ত্রের উপদেশ প্রদান করেন । ৮ ।



তুহ্যে ধর্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবধী । ভূহাত্মোপশমোপেতমকরোদুশ্চরং তপঃ ॥ ৯ ॥  
 পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতম্ । প্রোবাচাস্থরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্গমম্ ॥ ১০ ॥  
 ষষ্ঠমস্ত্রেয়পত্যং বৃতঃ প্রাপ্তোহনসূয়যা । আত্মোক্তি কীমলকায় প্রহ্লাদাদিত্য উচিবান্ ॥ ১১ ॥  
 ততঃ সপ্তম আকুত্যাং রুচ্যেচ্ছোভ্যজায়ত । স যামাত্যৈঃ স্থরগণৈরপাং স্বায়ম্ভুবাস্তরম্ ॥ ১২ ॥  
 অষ্টমে মেরুদেব্যাস্ত্র নাভেজ্যাত উরুক্রমঃ । দর্শয়ন্ বভ্র' ধীরাণাং সর্বপ্রশমনমস্কৃতম্ ॥ ১৩ ॥  
 ঋষিভির্বাচিতো ভেজে নবমং পাথিবং বপুঃ । ছুন্ধেমামোষধীর্বিপ্রান্তেনাং স উশতমঃ ॥ ১৪ ॥  
 রূপং স জগৃহে মাংস্যং চাক্ষুসোদধিসংগ্ধবে । নাব্যারোপ্য মহীময়্যামপাং বৈবস্বতং মনুষ্য ॥ ১৫ ॥  
 সুরাসুরাণামুদধিং মথুতাং মন্দরাচলম্ । দধে কন্ঠরূপেণ পৃষ্ঠ একাদশে বিভূঃ ॥ ১৬ ॥  
 ধাত্বস্তরং দ্বাদশমং ত্রয়োদশমমেব চ । অপায়য়ৎ সুরানন্ত্যামোহিত্য মোহয়ন্ স্থিয়া ॥ ১৭ ॥  
 চতুর্দশং নারসিংহং বিব্রদৈতেন্দ্রমুজ্জিতম্ । দদার করজৈরুরাবেবকাং কটকৃদযথা ॥ ১৮ ॥  
 পঞ্চদশং বামনকং কৃৎনগাদধ্বরং বলৈঃ । পদত্রয়ং যাচমানঃ প্রত্যা দিৎস্তস্ত্রিপিষ্টপম্ ॥ ১৯ ॥

চতুর্থ অবতारे—ধর্মের পত্নী (মুর্তি) হইতে জন্মলাভ করিয়া নরনারায়ণ ঋষিরূপে আবির্ভূত হইয়া আত্মদমন-পূর্বক দুষ্কর তপঃসাধন করিয়াছিলেন । ৯ ।

পঞ্চম বারে—সিদ্ধগণের ঐশ্বর্য মহামুনি কপিল-রূপে অবতীর্ণ হইয়া আসুরি-নামক ব্রাহ্মণকে, কালবশে ধ্বংসোন্মুখ সাংখ্যশাস্ত্র—গাহাতে নিখিল তত্ত্বের নির্ণয় আছে—তাঁহার উপদেশ কবেন । ১০ ।

ষষ্ঠ অবতারে তিন সাত্ত্ব প্রার্থনানুসারে দম্বাজেয়-নামে অশ্বসূয়া ও সাত্ত্ব পুংলরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অলর্ক ও প্রহ্লাদ প্রভৃতিকে অধ্যাত্মবিচার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । ১১ ।

তৎপরে সেই ভগবান্ সপ্তম বারে রুচির ঔরসে ও আকৃতির গর্ভে যজ্ঞরূপে অবতীর্ণ হন । তিনি যাম-নামক দেবগণ ও অমৃত্যু দেবগণের সহিত স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরকে এই অবতারে পালন করেন । ১২ ।

সেই অমিতপরাক্রম ভগবান্—নাভির ঔরসে মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভ নামে অষ্টম অবতার গ্রহণ করিয়া সুধীগণকে সর্বপ্রশম-মাণ্ড সন্ন্যাস-পথ প্রদর্শন করেন । ১৩ ।

হে বিপ্রগণ ! ঋষিদিগের প্রার্থনায় তিনি নবম অবতারে অতি কমনীয় রাজদেহ গ্রহণ করিয়া (পৃথু

নামে খ্যাত হইয়া) ধরণী হইতে নানাবিধ ওষধি দোহন করিয়াছিলেন । ১৪ ।

দশম অবতারে চাক্ষুস মন্বন্তরে জলপ্লাবন হইলে, তিনি মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া বৈবস্বত মনুষ্যে মহীরূপ নৌকাতে আরোহণ করাইয়া রক্ষা করিয়াছিলেন । ১৫ ॥

ইনি একাদশ অবতারে দেবাসুর কল্লুক সগুহ-মহনকালে কুর্মরূপ গ্রহণ করিয়া নিজপৃষ্ঠদেশে মন্দর পর্বত ধারণ করিয়াছিলেন । ১৬ ।

দ্বাদশ অবতারে ধ্বন্তরিরূপ ধারণ করিয়া সমুদ্র-মধ্য হইতে সুধাভাগু-হস্তে উত্থিত হন, এবং ত্রয়োদশে মোহিনী রমণীরূপে অসুরগণকে মোহিত করিয়া দেবগণকে সুধাপান করাইয়াছিলেন । ১৭ ।

ভগবান্ চতুর্দশ অবতারে নৃসিংহ-মুর্তি ধারণ করিয়া কট (মাতুর বা কোমল রজ্জ্ব) নিখাতা এরক-নামক গ্রন্থিহীন তৃণকে যেমন অক্লেশে বিদীর্ণ করে, সেইরূপ তিনি নিজ উরুদেশে বলদপুং দৈত্যরাজ হিরণ্য-কশিপুকে অনায়াসে বিদারণ করিয়াছিলেন । ১৮ ।

তাঁহার পঞ্চদশ অবতার বামনমুর্তি । এই অবতারে তিনি স্বর্গরাজ্যকে পুনরায় ইশ্বরের অধিকারে আনয়ন করিবার জন্য ত্রিপদ-মাত্র ভূমির প্রার্থনা জানাইতে বলির যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন । ১৯



অবতারে ষোড়শমে পশুন্ ব্রহ্মক্ষহো নৃপান্ । ত্রিঃ সপ্তকৃষ্ণঃ কুপিতো নিঃকরামকরোন্মহীম্ ॥২০॥  
 ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ । চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্ট্বা পুংসোহল্পমেধসঃ ॥২১॥  
 নরদেবত্বমাপন্নঃ সুরকার্যচিকীর্ষয়া । সমুদ্রনিগ্রহাদীন চক্রে বীৰ্য্যাণ্যতঃ পরম্ ॥ ২২ ॥  
 একোনবিংশে বিংশতিমে বৃক্ষিষু প্রাপ্য জন্মনী । রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরন্তরম্ ॥ ২৩ ॥  
 ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সংমোহায় সুরদ্বিষাম্ । বুদ্ধো নান্ধাঙ্গনহৃতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥ ২৪ ॥  
 অথাসৌ যুগসঙ্ঘায়াং দম্ব্যপ্রায়েষু রাজসু । জনিতা বিমুগ্ধশসো নান্ধা কল্কির্জগৎপতিঃ ॥ ২৫ ॥  
 অবতারো হুসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনির্ধেজিভাঃ । যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুতঃ সহস্রশঃ ॥ ২৬ ॥  
 ঋষয়ো মনবো দেবা মনুপুত্রা মহৌজসঃ । কলাঃ সর্বে হরেরেব সপ্রজাপত্যঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৭ ॥  
 এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্ । ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং যুড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ২৮ ॥  
 জন্মগৃহং ভগবতো য এতৎ প্রযতো নরঃ । সাং প্রাতর্গণ্ ভক্ত্যা দুঃখগ্রামাদ্বিমুচ্যতে ॥ ২৯ ॥

ষোড়শ অবতারে কল্কিগণকে ব্রাহ্মণদ্রোহী দর্শনে কুপিত হইয়া পরশুরামরূপ ধারণ-পূর্বক পৃথিবীকে একুশবার নিঃকল্মষ করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

সপ্তদশে পরাশরের ঔরসে সত্যবতী-গর্ভে ব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া—তিনি মানবগণের মেধাশক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া বেদবৃক্ষের শাখা বিভাগ করেন ॥ ২১ ॥

অষ্টাদশ বারে—দেবকর্ম্ম করিবার জন্ত নরদেবতা-রূপে ( শ্রীরামচন্দ্র ) অবতীর্ণ হইয়া সমুদ্রবন্দন প্রভৃতি অপূর্ব বীর্যবজ্রক কার্য্য করিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

উনবিংশ এবং বিংশ অবতারে—ভগবান্, বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ নামে যদুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভূতার হরণ করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

তৎপরে কলিযুগ আরম্ভ হইলে—দৈত্যগণের মোহনার্থ তিনি মগধদেশে অঙ্গন-তনয় ( অথবা জিন-তনয় ) বুদ্ধ নামে একবিংশ অবতার গ্রহণ করিবে ॥ ২৪ ॥

তার পর কলিযুগের অন্তকালে রাজগণ দম্ব্যভুল্য

অত্যাচারী হইলে, সেই জগদীশ্বর বিমুগ্ধশার ঔরসে কল্কি নামে অবতীর্ণ হইবেন ॥ ২৫ ॥

দ্বিজগণ! সেই সত্ত্বগুণনিধি শ্রীহরির বহু অবতার, তাহার সংখ্যা করা যায় না। যেমন কোন অক্ষয় সরোবর হইতে সহস্র সহস্র জলপ্রবাহ নির্গত হয়, সেইরূপ সত্ত্বগুণাকর এক ভগবান্ হইতে বিবিধ অবতার আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

প্রজাপতি, ঋষি, মনু ও দেবগণ এবং মহামুণ্ডব মানবগণ—সকলেই সেটী শ্রীহরির অংশ—তাঁহারই বিভূতি ॥ ২৬ ২৭ ॥

( সাধারণতঃ ) এই সকল অবতার সেই পরম-পুরুষের অংশ বা তাঁহার কলা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ । ইঁহারাই যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া অনুর-গণের দ্বারা উৎপীড়িত ব্যাকুল লোকসমূহকে শান্তি প্রদানে সুখী করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

যে মানব সংঘত হইয়া ভগবানের এই জন্মরহস্য প্রাক্তকালে ও সঙ্ঘাতভক্তিভাবে কীর্তন করেন, তিনি দুঃখময় এই সংসার হইতে বিমুক্ত হন ॥ ২৯ ॥

বিশুদ্ধি—যুক্তি হইবে কাহার?—জীবের?—জীব যদি শরীরী হয়—একটা শরীর নহে, দুই দুইটি শরীর-সম্বন্ধ যদি জীবাত্মার লবিত থাকে, তাহা হইলে—যুক্তির লভাবনা কোথায়? একটি মূল ও অপরটি শৃঙ্গ বা লিঙ্গশরীর ত

আছেই। তবে এই শরীর-সম্বন্ধ কি বাস্তব? তাহার উত্তরে পরবর্তী শ্লোকে বলিতেছেন যে,—না—আত্মার লবিত শরীর-সম্বন্ধ বাস্তব নহে, তবে ভগবানের দ্বারা গুণ-প্রভাবে—আত্মাতে প্রকৃতির বিকার হইতে উৎপন্ন মূলরূপের



এতদ্রূপং ভগবতো হরূপস্ত চিদাক্ষনঃ ।

মায়াশূন্যৈর্বিরচিতং মহাদাতিত্বিরাক্ষনি ॥ ৩০ ॥

যথা নভসি মেঘৌঘো রেণুর্বা পাথিবোহনিলে ।

এবং দ্রষ্টরি দৃশ্যত্বমারোপিতমবুদ্ধিভিঃ ॥ ৩১ ॥

অতঃ পরং যদব্যক্তমব্যাক্তগুণবৃংহিতম্ । অদৃষ্টাশ্চ তবস্ত্বদ্ব্যং স জীবো যৎপুনর্ভবঃ ॥ ৩২ ॥

যত্রেমে সদসদ্রূপে প্রাতিষিদ্ধে স্বসংবিদা । অবিদ্যায়াক্ষনি কৃতে ইতি তদব্রজা দর্শনম্ ॥ ৩৩ ॥

যন্তেষোপরতা দৈবী মায়া বৈশারদী মতিঃ । সম্পন্ন এবৈতি বিদ্বন্মহিষি স্যে মহীয়তে ॥ ৩৪ ॥

এবং জন্মানি কর্ম্মাণি হৃকর্ত্তুরজনস্ত চ । বর্ণয়ন্তি স্য কবয়ো বেদগুহ্যানি হংপতেঃ ॥ ৩৫ ॥

জীবাঙ্কার রূপ নাষ্ট, জীবাঙ্কার স্বরূপ জ্ঞানময় । ( স্থূলাদেহ ও সূক্ষ্মদেহ ) আত্মাতে কল্পিত হইয়া ভগবানের মায়াশূণ্যবশে মহত্ত্ব প্রভৃতি দ্বাবা আত্মাতে স্থূলত্বের সৃষ্টি হয় । আকাশে যেমন মেঘসমূহের রূপ কল্পিত হয় বায়ুতে যেমন পার্থিব ধূতির ধূসরতা আরোপিত হয়, সেইরূপ দ্রষ্টা—আত্মাতে দৃশ্যদেহ আরোপ—অকপে রূপের আরোপ—অজ্ঞ জনে করিয়া থাকে ॥ ৩০-৩১ ॥

ইহা বাতীত অপ্রশস্তি আত্মাতে লিঙ্গদেহের আরোপও করিয়া থাকে—যদিও সেই লিঙ্গদেহ—অপরিণত গুণসমূহ দ্বারা বচিত ( প্রকৃতির স্থূল পরিণাম অর্থাৎ করচরণাদি তদ্বিরহিত ) ও অব্যক্ত; তাহা অদৃষ্ট ও অশ্রুত বস্তু বলিয়া—তাহার সত্তা অসীকার করিবাব উপায় নাষ্ট, যেহেতু জীবাঙ্কা লিঙ্গদেহরূপ সূক্ষ্ম উপাধির সহায়তায়ই পুনর্জন্ম গ্রহণ করে ॥ ৩২ ॥

অবিজ্ঞা দ্বারা সং ও অসং এই দুইরূপ

ধাকে । আত্মজ্ঞান বা বিজ্ঞার উদয়ে সেই অবিজ্ঞানিত দেহকল্পনা বিনষ্ট হইলে জীবের জ্ঞানময় বস্তুস্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে ॥ ৩৩ ॥

সংসারচক্রে ক্রীড়াপরায়ণা ঐশী মায়াই অবিজ্ঞা ; এই অবিজ্ঞা স্বীয় আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি পরিহার করিলেই বিজ্ঞারূপে পরিণত হইয়া থাকেন । তাহা হইলেই জীব ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া পরমানন্দ-স্বরূপ নিজ মহিমায় বিবাজ করেন, ইহা স্তম্ভীগণের নির্ণয় ॥ ৩৪ ॥

পরমেথর জন্মকর্ম্মরহিত । কিন্তু মনীষিগণ সেই অজ—( জন্মরহিত ), বিভূ—( কর্ম্মরহিত ), অন্তর্গামী ভগবানেরও নিজ মায়া-রচিত বিবিধ জন্মকর্ম্ম-কথা—যাহা বেদের অতি রহস্য বিষয়,—তাহা বর্ণনা করিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

সংযোগ হইয়া থাকে এই মায়াশূণ্যই অবিজ্ঞা নামে প্রসিদ্ধ । শ্রীভগবানের অবতার-নাম-কীর্ত্তন ও জন্ম-রহস্য আলোচনা করিলে যে বিজ্ঞা বা জ্ঞানের উদয় হইবে, তাহা দ্বারা অবিজ্ঞা বিদূরিত হইবে এবং অবিজ্ঞানশে আত্মার সহিত স্থূলদেহ-সংযোগের কারণ বিধ্বস্ত হইবে । ২৯

বিস্তৃতি ৩—জীবাঙ্কার পুনর্জন্ম হয় ; জীবাঙ্কা একটি স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া অপর একটি দেহ ধারণ করেন । দেহপরিত্যাগকালের ক্রিয়ার নাম উৎক্রমণ—মাত্মা ত' বিভূ বিশ্বব্যাপক—তাঁহার ত' ক্রিয়া নাই, তবে উৎক্রমণ সম্ভবপর হয় কিরূপে ? মৃত দেহ ত' নিজের অবস্থার পড়িয়া

রহিল, দেহপরিত্যাগের অহরূপ ক্রিয়া বা চেষ্টা কে করে ? এবং তৎপরে নূতন দেহ-সংযোগের জন্ত আবশ্যক ক্রিয়া-সম্পাদন কেমন করিয়া সম্ভবপর হয় ? ইহার উত্তর,—মাত্মা স্থূলদেহ পরিত্যাগকালেও লিঙ্গদেহযুক্ত হইয়া থাকেন । এই বে উৎক্রমণ বা পুনর্জন্মগ্রহণের উপযোগী কর্ম্ম, এ সমস্তই সেই লিঙ্গদেহ দ্বারা নির্বাহিত হয় । এই জন্ত লিঙ্গদেহস্বরূপ না থাকিলে জীবাঙ্কার জীবনই সিদ্ধ হইতে পারে না । লিঙ্গদেহ—পঞ্চ তন্মাত্র বা সূক্ষ্মভূত, মনোজিয়, মন ও বুদ্ধি, ইহা সাংখ্য-সম্মত লিঙ্গশরীর । এই সকলই পুনর্জন্ম-গ্রহণের বীজস্বরূপ । ৩০-৩৫



স বা ইদং বিশ্বমমোক্ষলীলঃ সৃজ্যত্যবত্যাতি ন সজ্জতেহস্মিন্ ।  
 ভূতেষু চাস্তহিত আত্মতত্ত্বঃ ষাড্‌গুণিকং জিজ্ঞাসতি ষড়্‌গুণেশঃ ॥ ৩৬ ॥  
 ন চাস্ত কশ্চিন্নিপুণেন ধাতুরবৈতি জন্তুঃ কুমনোষ উতীঃ ।  
 নামানি রূপানি মনোবচোভিঃ সংতত্বতো নটচর্যামিবাস্ত্বঃ ॥ ৩৭ ॥  
 স বেদ ধাতুঃ পদবীঃ পরস্ত দুরন্তবীৰ্য্যস্ত রথান্নপাণেঃ ।  
 যো মায়য়া সন্ততয়ানুবৃত্ত্য ভজ্যেত তৎপাদসরোজগন্ধম্ ॥ ৩৮ ॥  
 অথেষ ধন্য ভগবন্ত ইথং যদ্বাহুদেবেহখিললোকনাথে ।  
 কুর্বন্তি সৰ্ব্বাত্মকমাত্মভাবং ন যত্র ভূয়ঃ পরিবর্ত উগ্রঃ ॥ ৩৯ ॥

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্ ।

উত্তমঃশ্লোকচরিতং চকার ভগবানুষিঃ ।

নিঃশ্রেয়সায় লোকস্ত ধন্যং সন্ত্যয়নং মহৎ ॥ ৪০ ॥

তদিদং গ্রাহয়ামাস স্ততমাত্মবিদাংবরম্ । সৰ্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্রুতম্ ॥ ৪১ ॥

স তু সংশ্রাবয়ামাস মহারাজং পরাক্ষিতম্ । প্রায়োপবিক্তং গঙ্গায়াঃ পরীতং পরমর্ষিভিঃ ॥ ৪২ ॥

(জীব হইতে তাহার বিশেষ এই যে, ) ভগবানের লীলা অমোঘ, তিনি লালমাত্রে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রত্যয় করিয়া থাকেন । তিনি সত্ত্ব, —সকল ভূতের মধ্যে অন্তর্গতিকপে অবস্থিত হইয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণভোগ, বিষয়সকল গন্ধবৎ আশ্রয়মাত্র করিয়া থাকেন । তিনি ষড়্‌গুণনিয়ন্তা —বিশ্বের কোন বিষয়ে তিনি লিপ্ত নহেন ॥ ৩৬ ॥

নট যেমন বাক্য ও মনোবৃত্তি দ্বারা নামরূপের প্রকাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ ভগবান্ তাহার বাক্য ও মনোবৃত্তি দ্বারা নামরূপাত্মক এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টি ও বিস্তার করিয়াছেন । অজ্ঞ—অরসিক যেমন নটের অজ্ঞভঙ্গীর অভিনয় বুঝিতে পারে না, তদ্রূপ কুবুদ্ধিসম্পন্ন জীব শ্রীভগবানের লীলা, তর্কাদি-কৌশল-প্রয়োগ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৩৭ ॥

তবে যিনি অকপটে, নিরন্তর 'অনুবৃত্তি- (শ্রদ্ধা-ভক্তি) সহকারে সেই ভগবৎপদারবিন্দের সৌরভ সেবন করেন—তিনিই অচিন্তনীয়-মহিম সেই

চক্রপাণির তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হন, অর্থাৎ ভক্তই ভগবত্তত্ত্ব জানিতে পারেন ॥ ৩৮ ॥

ত্রে সর্বস্ত মহর্ষিগণ—আপনারাই এ জগতে ধন্য ! যেহেতু, ঐ সকল প্রণ ধারা আপনারা সেই নিখিল-বিগর্হিত বাহুদেবে ঐকান্তিক ভক্তিভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, এই প্রকার ভাবোদয় হইলে আর কঠোর জয়-মরণের আবের্ভে পতিত হইতে হয় না ॥ ৩৯ ॥

ভগবান্ বেদব্যাস পুণ্যগোক ভগবানের চরিত-মাহাত্ম্য-সম্বিত মহাসন্ত্যয়নরূপ বেদতুল্য এই ভাগবত-নামক পুরাণ লোকমঙ্গলের জন্ত প্রণয়ন করিয়াছেন এবং তিনি সমগ্র বেদ ও ইতিহাসের সার সঙ্কলনপূর্বক এই পুরাণ গ্রন্থিত করিয়া আত্মজগণের শ্রেষ্ঠ নিজ পুত্র শুকদেবকে প্রথম অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন । মহর্ষিগণপরিবৃত্ত হইয়া গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনে উপবিক্ত মহারাজ পরীক্ষিতকে শুকদেব এই পুরাণ শ্রবণ করাইয়া ছিলেন ॥ ৪০-৪২ ॥



কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ ।  
 কলৌ নষ্টদশামেষঃ পুরাণাকৌতুধুনোদিতঃ ॥ ৪৩ ॥  
 তত্র কীর্তয়তো বিপ্রা বিপ্রর্ষেভূ'রিতেজসঃ ।  
 অহঙ্কাধ্যগমং তত্র নিবিক্তস্তদনুগ্রহাৎ ।  
 সোহহং বঃ আবয়িষ্যামি যথাধীতং যথামতি ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে  
 নৈমিষীণ্যোপাখ্যানে জন্মশুভং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

<p>কলির আরম্ভ হইবামাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ - ধর্ম ও । এই শ্রীভাগবত কীর্তন করিতেছিলেন, তখন আমি          জ্ঞানাদির সহিত নিজ ধামে প্রয়াণ করিলে—সংসার          তিমিরাকৃত হইয়াছে, -জীবগণের জ্ঞানদৃষ্টি লুপ্তপ্রায়,          সেই জন্ম এই ভাগবত-সুখ্য উদিত হইয়াছেন ॥ ৪৩ ॥</p>	<p>তাঁহার অনুগ্রহে সেখানে প্রবিষ্ট হইয়া অবহিত-          হৃদয়ে সমস্ত শ্রবণ করিয়াছিলাম । আমি যেমন          অধ্যয়ন করিয়াছি—সেইভাবে যথামতি এই ভাগবত          গ্রন্থ আপনাদিগকে শ্রবণ করাইব ॥ ৪৪ ॥</p>
--	---

বিপ্রগণ ! পরীক্ষা-পরিষদে যখন শ্রীশুকদেব

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।



## চতুর্থ অধ্যায়

ইতি ক্রবাণং সংস্কৃত্য মুনীনাং দীর্ঘসত্রিণাম্ ।

বৃদ্ধঃ কুলপতিঃ সূতং বহুচঃ শৌনকোহত্রবীৎ ॥ ১ ॥

শ্রীশৌনক উবাচ ।

সূত সূত মহাভাগ বদ নো বদতাংবর । কথাং ভাগবতীং পুণ্যাং যদাহ ভগবাঙ্কু কঃ ॥ ২ ॥  
কস্মিন্ যুগে প্রবৃত্তেয়ং স্থানে বা কেন হেতুনা । কূতঃ সঞ্চোদিতঃ কৃষ্ণঃ কূতবান্ সংহিতাং মুনিঃ ॥ ৩ ॥  
তস্য পুত্রো মহাযোগী সমদৃণ্ডনির্বিকল্পকঃ । একাস্তমতিরুন্মিত্রো গুটো মৃঢ় ইবেয়তে ॥ ৪ ॥  
দৃষ্টানুযাস্তুমুখিমাত্মজমপ্যনয়ং দেব্যো হ্রিয়া পরিদধূর্ন স্ততস্ত চিত্রম্ ।  
তদ্বীক্ষ্য প্ৰচ্ছতি মুনো জগদ্রস্তবাস্তি ত্রীপুংভিদা ন তু স্ততস্ত বিবিক্তদৃষ্টেঃ ॥ ৫ ॥  
কথমালকিতঃ পৌরৈঃ সংপ্রাপ্তঃ কুরুজাঙ্গলান্ । উন্মত্তমুকজড়বহিচরন্ গজসাম্বয়ে ॥ ৬ ॥  
কথং বা পাণ্ডবেয়স্ত রাজর্ষেয়নিনা সহ । সংবাদঃ সমভূতাত যত্রৈষা সাহতী শ্রুতিঃ ॥ ৭ ॥

ভাগবতের উৎপত্তি-বর্ণনায় নারদসমাগম

সূত এই কথা বলিলে দীর্ঘদিন-সাধা যজ্ঞ-  
কার্যে ব্রতী মুনিগণের মধ্যে যিনি বয়োবৃদ্ধ, সেই  
ঋষেদী কুলপতি শৌনক—সূতের বহু প্রশংসা করিয়া  
বলিতে লাগিলেন । ১ ।

—বাগ্ধবর সূত মহোদয় ! ভগবান শুকদেব  
যাহা বলিয়াছেন, সেই পবিত্র ভাগবত-কথা আমা-  
দিগকে বল । ২ ।

কোন যুগে, কোন স্থানে এবং কি কারণে  
এই ভাগবত-সংহিতা প্রবর্তিত হইয়াছিল ? কাহার  
প্রেরণাতেই বা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই সংহিতা  
প্রণয়ন করেন ? । ৩ ।

ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব—সমদর্শী, পরমযোগী  
ও ভেদজ্ঞানবিরহিত । তাঁহার বুদ্ধি একমাত্র  
পরমেশ্বরেই লগ্ন থাকে, তিনি সর্বদাই জাগ্রৎ  
(মায়ানিত্রায় অভিভূত হন না,) স্বরূপ প্রকাশ না  
করিয়া গুঢ়ভাবে অবস্থান করেন, এই জন্ত অপরে  
তাঁহাকে মৃঢ় সন্দেহ বোধ করে । ৪ ।

নয়ান্বার শুকদেব যে সময়ে বনগমন করিতে-

ছিলেন, তখন অঙ্গরোগগ পথিপার্শ্বস্থ সরোবরে জল-  
কেলিরত ছিলেন ; তাঁহাকে দেখিয়া অঙ্গরোগগ  
কিছুমাত্র লজ্জানুভব করিলেন না । কিন্তু পুত্রের  
অনুসরণ করিতে করিতে যখন পিতা ব্যাসদেব বস্ত্রা-  
বৃত্তদেহে সেখানে উপস্থিত হইলেন, তখন অঙ্গরো-  
গগ লজ্জায় বস্ত্র পরিধান করিতে লাগিলেন । এইরূপ  
বিচিত্র আচরণ দেখিয়া মুনি ব্যাসদেব তাঁহাদিগকে  
ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অঙ্গরোগগ বলিলেন—  
আপনার ত্রীপুংগণের ভেদজ্ঞান আছে, কিন্তু আপনার  
পুত্র পবিত্র-দৃষ্টি, তাঁহার সে ভেদজ্ঞান নাই । ৫ ।

হে সূত, এক্ষণে জিজ্ঞাস্ত এই যে, উন্মত্ত, মুক  
ও জড়ের স্থায় বিচরণ করিতে করিতে সেই শুকদেব  
কিরূপে প্রথমে কুরুজাঙ্গল প্রদেশে গমন করিলেন ?  
তৎপরে কিরূপেই বা তিনি হস্তিনাপুরে যাইয়া সেই  
ভাবে বিচরণ করিতে থাকিলে পৌরগণ তাঁহাকে  
চিনিতে পারিলেন ? ৬ ।

বৎস ! পাণ্ডবংশীয় রাজর্ষি পরীক্ষিতের সহিতই  
বা সেই মুনির কিরূপে আলাপ-পরিচয় ও কথোপ-  
কথন হইল, যাহার ফলে এই ভাগবত-সংহিতা  
প্রচারিত হইয়াছে ? । ৭ ।



স গোদোহনমাত্রং হি গৃহেষু গৃহমেধিনাম্ । অবৈক্ষতে মহাভাগস্তীর্থীকুর্বৎস্তদাশ্রমম্ ॥ ৮ ॥  
 অভিমম্ব্যাস্ততং সূত প্রাহুর্ভাগবতোত্তমম্ । তস্মৈ জন্ম মহাশ্চর্য্যং কৰ্ম্মাণি চ গৃণীহি নঃ ॥ ৯ ॥  
 স সম্রাট্ কশ্য বা হেতোঃ পাণ্ডনাং মানবর্জনঃ । প্রায়োপবিক্টো গঙ্গায়ামনাদৃত্যাধিরাট্শ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

নমন্তি যৎপাদনিকৈতমাত্মনঃ শিবায় হানীয় ধনানি শত্রবঃ ।

কথং স বীরঃ শ্রিয়মঙ্গ দ্রুতাজ্ঞাং যুবৈষতোৎস্কৃতমহো মহাস্থতিঃ ॥ ১১ ॥

শিবায় লোকস্য ভবায় ভূতয়ে য উত্তমঃশ্লোকপরায়ণা জনাঃ ।

জীবন্তি নাত্মার্থমসৌ পরাশ্রয়ং যমোচ নির্বিঘ্ন কুতঃ কলেবরম্ ॥ ১২ ॥

তৎ সর্ব্বং নঃ সমাচক্ষু পৃক্টো যদিহ কিঞ্চন । মন্ত্রে ত্বাং বিষয়ে বাচাং স্নাতমশ্রুত্ব ছান্দসাৎ ॥ ১৩ ॥

শ্রীসূত উবাচ ।

দ্বাপরে সমগ্ৰপ্রাপ্তে তৃতীয়যুগপর্য্যয়ে । জাতঃ পরাশরাদেয়াগী বাসব্যাং কলয়া হরেঃ ॥ ১৪ ॥

কিন্তু মহাভাগ শুকদেব গৃহস্থগণের গৃহে—সেই স্থানকে পবিত্র কবিবাব জন্ম একটি গাভী দোহন করিতে যেটুকু সময় লাগে, সেটুকু সময় মাত্র অবস্থান কবেন; সুতরাং দীর্ঘকাল-সাপেক্ষ এই ভাগবত-ব্যাখ্যা তাঁহার দ্বারা কিরূপে সাধিত হইল ৭৮।

সূত! অভিমম্ব্য-তনয় পরীক্ষিৎ ভাগবত-শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। তাঁহাবও অত্যাশ্চর্য্য জন্মবৃত্তান্ত এবং কৰ্ম্মসমূহ আমাদিগের নিকট বর্ণন কর। ৯।

পাণ্ডবংশেব গৌবব-বর্জন সেই সম্রাট্ পরীক্ষিৎ কি হেতুই বা নিজ রাজ্য-সম্পৎ উপেক্ষা করিয়া গঙ্গা-তীরে প্রায়োপবেশন কবিয়াছিলেন? ১০।

বিপক্ষ বাজগণ আপনাদের মঙ্গলের জন্ম গাহাব পাদপীঠে বহু ধনবত্ৰ উপহার প্রদান করিয়া প্রণাম করিত, হে সূত! সেই বীর নরপতি পরীক্ষিৎ যৌবন

কালেই কি জন্ম নিজ প্রাণের সহিত এই দ্রুতাজ্ঞা-রাক্ষসী পরিত্যাগ করিতে দ্রুত হইয়াছিলেন? ১১।

ভগবৎ-পরায়ণ জনগণ নিজের জন্ম নহে, কেবল অপর লোকের সুখ-সুখী ও ঐশ্বর্য্যের জন্ম জীবন ধারণ কবেন; সুতবাং সেই রাজা পবাক্ষিৎ, সংসারে বিরক্ত হইয়াও কি জন্ম অপরের আশ্রয়স্থলস্বরূপ নিজ কলেবর পবিত্যাগ কবিয়াছিলেন? ১২।

যে বিষয়ে আমরা প্রশ্ন করিলাম,—সেই সকল বিষয়েই তুমি উত্তর প্রদান কর। এক বেদ-বিষয়ে তোমার অধিকার নাই, তন্নিম্ন সকল শাস্ত্রেই তোমাকে পারদর্শী বলিয়া মনে করি। ১৩।

তখন সূত বলিতে লাগিলেন,—দ্বাপর-যুগে তৃতীয়-যুগপরিবর্তে পরাশরের ঔরসে বসুকন্ঠা সত্যবতীর গর্ভে হরির অংশে ব্যাসদেব জন্মগ্রহণ করেন। ১৪।

বিশ্ৰুতি:—দ্বাপর-যুগে ব্যাসদেবের আবির্ভাব। তৃতীয় অধ্যায়ের ২১-২২ শ্লোকে শ্রীরাধ অবতার, বেদবাস অবতারের পরে লিখিত হইয়াছে, এখানে ‘দ্বাপরে সমগ্ৰ-প্রাপ্তে তৃতীয়ে যুগপর্য্যয়ে’—অর্থাৎ দ্বাপরে তৃতীয় যুগ-পরিবর্তে ব্যাসদেবের জন্ম—এইরূপ বলিলেন। ইহার সামঞ্জস্য করিতে হইলে বলিতে হয় যে, শ্রীরামচন্দ্র ও বেদ-বাস উভয়েই জেতা ও দ্বাপরসন্ধিতে অবতীর্ণ হন। বেদবাস কিঞ্চিৎ পূর্বে বলিয়াই তাঁহার নাম অগ্রে প্রদত্ত হইয়াছে—ভাগবত-মতে উত্তর অবতারই প্রায় সমকালিক; এইজন্য শ্রীরামচন্দ্র অবতারে আর পৃথক্ সংখ্যানির্দেশ করিয়া ব্যবধান জ্ঞাপন করেন নাই। তৃতীয়যুগপরিবর্ত বা

তৃতীয় যুগসন্ধি বলিতে জেতা-দ্বাপরসন্ধি কিরূপে বুঝা যায়? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর এই যে,—কলি ও সত্য প্রথম সন্ধি, সত্য ও ত্রেতা—দ্বিতীয় সন্ধি, ত্রেতা ও দ্বাপর তৃতীয় সন্ধি, এইভাবে গণনা করিতে হইবে। এই সময়ে ব্যাসদেব জন্মগ্রহণ করেন। ব্যাসদেবের মাতা—সত্যবতী—উপরিচর বসু-নামক ক্ষত্রিয়রাজের বার্বাসকন্যা। যৎকালে উদরে এই সত্যবতীর উৎপত্তি বলিয়া ইহার নাম ‘সংস্ত-গন্ধা’—ছিল। যৎকালে উদর হইতে বহির্গত হইলে ধীরে দ্বারা পালিতা হইয়াছিলেন বলিয়া ‘ধীবর-কন্ঠা’ তাঁহাকে বলা হইত। বস্তুতঃ সত্যবতী ছিলেন ক্ষত্রিয়-কন্ঠা। ১-১

মহাভারত আদিপর্ব্ব—৬০ অধ্যায়।



স কদাচিৎ সরস্বত্যা উপস্পৃশ্য জলং শুচিঃ । বিবিক্ত এক আসীন উদিতে রবিমণ্ডলে ॥ ১৫ ॥  
 পদ্মাবরজঃ স ঋষিঃ কালেনাব্যক্তরংহসা । যুগধর্মব্যতিকরং প্রাপ্তং ভূবি যুগে যুগে ॥ ১৬ ॥  
 ভৌতিকানাঞ্চ ভাবানাং শক্তিব্রহ্মসঞ্চ তৎকৃতম্ । অত্রাদধানান্ নিঃসন্তান্ দুর্মোধান্ ব্রহ্মসিতাযুষঃ ॥ ১৭ ॥  
 দুর্ভগাংশ্চ জনান্ বীক্ষ্য মুনির্দিবে্যন চক্ষুষা । সর্ববর্ণাশ্রমাণাং যদ্ দধ্যৌ হিতমমোঘদৃক্ ॥ ১৮ ॥  
 চাতুর্হোত্রং কশ্ম শৃঙ্খং প্রজানাং বীক্ষ্য বৈদিকম্ । ব্যাদধাদযজ্ঞসমুতৈত্বে বেদমেকং চতুর্বিধম্ ॥ ১৯ ॥  
 ঋগ্‌যজুঃসামাথর্কবাখ্যা বেদাশ্চত্বার উদ্ধৃতাঃ । ইতিহাসপুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে ॥ ২০ ॥  
 তত্রথৈদধরঃ পৈলঃ সামগো জৈমিনিঃ কবিঃ । বৈশম্পায়ন এবৈকো নিষ্কাতো যজুষাং মুনিঃ ॥ ২১ ॥  
 অথর্কবাসিরসামাসীৎ স্রমস্তদারুণো মুনিঃ । ইতিহাসপুরাণানাং পিতা মে রোমহর্ষণঃ ॥ ২২ ॥

ত এত ঋষয়ো বেদং স্বং স্বং ব্যাশ্রম্ননেকথা ।

শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈস্তচ্ছিষ্যৈর্বেদান্তে শাখিনোহভবন্ ॥ ২৩ ॥

ত এব বেদা তুর্ম্মৈধৈর্ধার্য্যান্তে পুরুষৈর্ষথা ।

এবঞ্চকার ভগবান্ ব্যাসঃ কৃপণবৎসলঃ ॥ ২৪ ॥

কোন সময়ে বাসদেব প্রত্যক্ষভাবে সূর্য্যোদয়েব  
 পর সরস্বতী নদীতে জলে স্নানাদি সমাপ্ত করিয়া  
 শুচি হইয়া, পবিত্র বদিকারামে একাকী অবস্থান  
 করিতেছিলেন, সেই সময়ে সেই ভূতত্ববিদ্যবেত্তা  
 বর্ষজ্ঞ ঋষি দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দেখিতে পাইলেন যে,  
 ফালের অদৃশ্যবেগবলে এই পৃথিবীতে যুগের পরিবর্তন  
 হইতেছে এবং যুগে যুগে যুগধর্ম সকল পবম্পর  
 মিশ্রিত হইতেছে; তাহার ফলে মনুষ্যগণের দেহ  
 ও ইন্দ্রিয়াদির শক্তি হ্রাস পাইতেছে—তাহাদের শ্রদ্ধা,  
 ধীরতা, বুদ্ধি ও আয়ুঃ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে  
 এবং ভাগ্যহানিও ঘটিতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি চিন্তা  
 করিতে লাগিলেন—কিরপে সকল বর্ণ ও সকল  
 আশ্রমের মঙ্গল হইতে পারে? ১৫-১৮।

এইরূপ চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন—যে  
 বৈদিক কর্ম লোকের চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করে, তাহা  
 চারটি ঋষিক দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, অতএব সমগ্র  
 বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করিলে (চারটি ঋষিকের  
 কার্য্য যুগম হওয়ার) বজ্রকার্য্যের বিস্তার হইবে;

তদনুসারে তিনি বেদবিভাগ করিয়া ঋক্, যজুঃ, সাম  
 ও অথর্ক নামক চারি বেদের উদ্ধার করিলেন।  
 ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম বেদমধ্যে গণিত হইল।  
 সেই চারি বেদমধ্যে—পৈল মুনি ঋগ্বেদ, বৃধবর  
 জৈমিনি সামবেদ, একমাত্র ঋষি বৈশম্পায়ন  
 যজুর্বেদ এবং অভিচারকর্ম্মে বড় কঠোর মুনি  
 স্রমন্ত অথর্কবেদে পারদর্শী হইলেন। মদীয় পিতা  
 লোমহর্ষণ ইতিহাস ও পুরাণে পারদর্শিতা লাভ  
 করেন। ১৯-২২।

এই সকল ঋষি আবার নিজ নিজ অধীত এক  
 একটি বেদকে বহু ভাগে বিভক্ত করিয়া শিষ্য-প্রশিষ্য-  
 ক্রমে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন; তাঁহারা আবার নিজ  
 নিজ অধীত বেদাংশ বিভক্ত করিয়া শিষ্যগণকে শিক্ষা  
 দিয়াছিলেন। এইরূপে বেদের নানা শাখার উৎপত্তি  
 হইয়াছিল। ২৩।

অল্পমেধা ব্যক্তিও বাহাডে বেদ অধ্যাস করিতে  
 পারে, তাহারই জন্য দীনবৎসল বেদব্যাস এইরূপ  
 বেদবিভাগ করিয়াছিলেন। ২৪।



শ্রীশূদ্রোদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা ।

কর্মশ্রেয়সি মুচ্যানাং শ্রেয় এবং ভবোদহ ।

ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্ ॥ ২৫ ॥

এবং প্রবৃত্ত্যু সদা ভূতানাং শ্রেয়সি বিজ্ঞাঃ । সর্বাত্মকেনাপি যদা নাভুয্যদ্ধৃদয়ং ততঃ ॥ ২৬ ॥  
নাতিপ্রসীদদ্ধৃদয়ঃ সরস্বত্যাস্তটে শুচৌ । বিতর্কয়ন্ বিবিজ্ঞস্ব ইদঞ্চোবাচ ধর্ম্যবিৎ ॥ ২৭ ॥  
ধৃতব্রতেন হি ময়া ছন্দাংসি গুরবোহয়ঃ । মানিতা নিব্যালীকেন গৃহীতকামুশাসনম্ ।  
ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্মায়ার্থঃ প্রদর্শিতঃ । দৃশ্যতে যত্র ধর্ম্মাদি শ্রীশূদ্রাদিভিরপ্যুত ॥ ২৮ ॥  
তথাপি বত মে দৈহো হ্যাত্মা চৈবাত্মনা বিভূঃ । অসম্পন্ন ইবাভাতি ব্রহ্মবর্চস্শাস্তমঃ ॥ ২৯ ॥  
কিস্বা ভাগবতা ধর্ম্মা ন প্রায়েণ নিরূপিতাঃ । প্রিয়াঃ পরমহংসানাং তএব হ্যচ্যুতপ্রিয়াঃ ॥ ৩০ ॥  
তশ্চৈবং খিলমাত্মানং মন্যমানস্খ খিद्यতঃ । কৃষ্ণস্চ নারদোহভ্যাগাদাত্মমং প্রাপ্তদাহতম্ ॥ ৩১ ॥  
তমভিজ্ঞায় সহসা প্রভ্যুখ্যাগতং মুনিঃ । পূজয়ামাস বিধিবন্নারদং স্তরপূজিতম্ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে নারদাগমনং

নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

শ্রী ও শূদ্রজাতি এবং নিন্দিত দ্বিজগণের বেদ-  
শ্রবণে অধিকার নাই, যজ্ঞাদি শ্রেয়স্কর কর্মেও  
তাহারা অনধিকারী; এই জন্য তাহাদের  
বাহাতে মঙ্গল হয়, তজ্জন্ম কৃপা পূর্বক  
মহামুনি বেদব্যাস মহাভারত প্রণয়ন করিয়া-  
ছিলেন । ২৫ ।

হে দ্বিজগণ ! এই প্রকারে সর্বাত্মকরণে সর্ব-  
জাতীয় মানবের হিতসাধন করিয়াও যখন মহাবির  
হৃদয় সন্তোষলাভ করিতে পারিল না, তখন সেই  
ধর্ম্মজ্ঞ মুনি অপ্রসন্ন-চিত্তে সরস্বতীর পবিত্র তটে  
নির্জঙ্ঘনে বসিয়া মনে মনে বিতর্ক করিতে করিতে  
বলিতে লাগিলেন,—আমি ব্রতগ্রহণ পূর্বক বেদ, গুরু,  
ও অগ্নির পূজা করিয়াছি এবং অকপটে তাঁহাদিগের  
আজ্ঞা পালন করিয়া আসিয়াছি । মহাভারত-  
রচনাচ্ছলে আমি সমস্ত বেদার্থ প্রকাশ করিয়াছি—

বাহা হইতে শূদ্র ও শ্রীজাতি প্রভৃতির ধর্ম্মাধর্ম্ম  
জানিতে সমর্থ হয় । ২৬-২৮ ।

কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, আমার জীবাত্মা—বস্তুর  
পূর্ণ হইলেও অপূর্ণের মত এবং ব্রহ্মভেদঃসম্পন্ন হইলেও  
অতিশয় অসৎ বলিয়া মনে হইতেছে । ২৯ ।

অথবা যে ধর্ম্ম শ্রীভগবানের প্রিয় ও পরমহংস-  
প্রীতিপ্রদ, সেই ভাগবতধর্ম্মই ত' বিশেষরূপে মহা-  
ভারতে কীর্তন করা হয় নাই, তজ্জন্মই কি চিত্তের  
এই অবসাদ ? ৩০ ।

কৃষ্ণবৈপায়ন এই প্রকারে যখন নিজ ক্রটি চিন্তা  
করিয়া দুঃখ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার পূর্বোক্ত  
আশ্রমে নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ৩১ ।

সেই মুনি (ব্যাসদেব) দেবারাধ্য মহামুনি নারদকে  
সমাগত দেখিয়া, সসজ্জমে গাত্রোখান পূর্বক তাঁহার  
বিধিমত পূজা করিলেন । ৩২ ।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।



## পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীমূত উবাচ ।

অথ তং স্মৃতমাসীন উপাসীনং ব্রহ্মচূবাঃ । দেবর্ষিঃ প্রাহ বিপ্রর্ষিঃ বীণাপাণিঃ স্মর্যমিব ॥ ১ ॥

শ্রীনারদ উবাচ ।

পারাগণ্য মহাভাগ ভবতঃ কচ্চিদাত্মনা । পরিতুষ্যতি শারীর আত্মা মানস এব বা ॥ ২ ॥

জিজ্ঞাসিতং স্মসম্পন্নমপি তে মহদদ্বুতম্ । কৃতবান্ ভারতং যন্তুং সর্বার্থপরিবৃংহিতম্ ॥ ৩ ॥

জিজ্ঞাসিতমধাতঞ্চ ব্রহ্ম যন্তুং সনাতনম্ । তথাপি শোচন্তাত্মানমকৃতার্থ ইব প্রভো ॥ ৪ ॥

শ্রীব্যাস উবাচ ।

অস্ত্যেব মে সর্বমিদং ত্বয়োক্তং তথাপি নাত্মা পরিতুষ্যতে মে ।

তস্মূলমব্যক্তমগাধবোধং পৃচ্ছামহে ত্বাত্মভবাত্মভূতম্ ॥ ৫ ॥

স বৈ ভবান্ বেদ সমস্তগুহ্যমুপাসিতো যৎ পুরুষঃ পুরাণঃ ।

পরাবরেশো মনসৈব বিশ্বং সৃজত্যবত্যাতি গুণৈরসঙ্গঃ ॥ ৬ ॥

ত্বং পর্য্যটমর্ক ইব ত্রিলোকোমন্তশ্চরো বায়ুরিবাত্মসাক্ষো ।

পরাপরে ব্রহ্মাণি ধর্ম্মতো ব্রতৈঃ স্নাতস্ত মে ন্যূনমলং বিচক্ষু ॥ ৭ ॥

ব্যাসের নিকট নারদের পূর্ববৃত্তান্তকথন

সূত বলিতে লাগিলেন,—তৎপরে মহাযশাঃ দেবর্ষি নারদ বীণাহস্তে স্মৃতে উপবেশন করিয়া, সন্মুখে উপবিষ্ট বিপ্রর্ষি বেদব্যাসকে যেন ঈষৎ হাতের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন । ১ ।

নারদ বলিলেন,—হে মহাভাগ পরাশর-তনয় ! তোমার আত্মা, শরীর ও মনঃ বেশ সূক্ষ্ম ও প্রফুল্ল আছে ত' ? ২ ।

নিখিল তত্ত্ব-পূর্ণ অতি অপূর্ব মহাভারত গ্রন্থ যখন তুমি রচনা করিয়াছ, তখন মনে হয়, ধর্ম্মাদি বিষয়ে তোমার যাহা জ্ঞানিবার বা করিবার—সমস্তই তাহা জানিয়াছ ও করিয়াছ । ৩ ।

হে মহামুভব ! তুমি ( ব্রহ্মসূত্র-গ্রন্থে ) নিত্য ব্রহ্মের বিচার ও মীমাংসা করিয়াছ এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কার লাভ করিয়াছ—তথাপি তুমি অকৃতী ব্যক্তির মত শোক করিতেছ কেন ? ৪ ।

উত্তরে ব্যাসদেব বলিলেন,—দেবর্ষি ! আপনি

যাহা যাহা বলিলেন, সে সমস্তই আমার আছে সত্য, কিন্তু তথাপি আমার আত্মা তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছে না ; ইহার কারণও নিতান্ত দুর্বোধ্য ও দুর্ভেদ্য । আপনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মার মানস পুত্র এবং আপনার জ্ঞানও অগাধ, এ জন্য আপনাকেই এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছি । ৫ ।

সমস্ত গুহ্য বিষয় আপনার সুবিদিত, বিশেষতঃ যিনি নির্লিপ্ত থাকিয়া ত্রিগুণের দ্বারা সঙ্কলনমাত্রে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সংঘটিত করিতেছেন, আপনি সেই কার্য-কারণ-নিয়ন্তা পুরাণ পুরুষের উপাসক ; আপনি সূর্য্যের স্থায় ত্রিভুবন পর্য্যটন করিয়া সমস্তই দেখিতে পাইতেছেন—বায়ুর স্থায় অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া সকলেরই বুদ্ধিবৃত্তি জানিতে পারিতেছেন ; অতএব বিচার করিয়া বলুন—আমি যোগাভ্যাসের দ্বারা পরম ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলেও, এবং নিয়ম পূর্বক অধ্যয়ন দ্বারা বেদশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিলেও আমার এত ন্যূনতা—এত অতৃপ্তি কেন ? ৬-৭ ।



শ্রীনারদ উবাচ ।

ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোহমলম্ । যেনৈবাসৌ ন ভূষ্যেত মন্থে তদদর্শনং খিলম্ ॥ ৮ ॥

যথা ধর্মাদয়শ্চার্থা মুনিবর্য়ানুকীর্তিতাঃ । ন তথা বাসুদেবস্ত মহিমা হনুবর্ণিতাঃ ॥ ৯ ॥

ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরৈর্যশো জগৎপবিত্রং প্রগুণীত কহিচিৎ ।

তদ্ব্যাসং তীর্থমুশস্তি মানসা ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যশিক্ষয়াঃ ॥ ১০ ॥

তদ্ব্যধিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো যস্মিন্ প্রতিপ্লোকমবদ্ধবত্যপি ।

নামান্মনস্তস্য যশোক্ষিতানি যৎ শৃণুস্তি গায়স্তি গুণস্তি সাধবঃ ॥ ১১ ॥

নৈকস্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্ ।

কূতঃ পুনঃ শব্দভজ্রমীশ্বরে ন চার্চিতং কস্ম যদপ্যাকারণম্ ॥ ১২ ॥

অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্ শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ ।

উরুক্রমস্যখিলবন্ধমুক্তয়ে সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্ ॥ ১৩ ॥

নারদ বালিলেন, মুনিবর ! তুমি 'ত' ভগবানের বর্ণনা নিশ্চল যশঃ ( তাঁহার চরিত্রকথা ) বিশেষভাবে বর্ণনা কর নাই । সে দর্শন—সে শাস্ত্র—সে বিজ্ঞান মূল্যহীন বলিয়াই মনে করি, যাহার দ্বারা ভগবানের প্রীতিসাধন না হয় । মহাভারতাদি গ্রন্থে তুমি যেরূপ বিস্তারের সহিত ধর্ম বা ধর্মের সাধন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছ, বাসুদেবের মহিমা সেক্ষেপভাবে প্রকাশিত কর নাই । ৮ ।

নানা অর্থযুক্ত বিচিত্র পদসম্মিলন থাকিলেও যে বাক্যে জগৎপাবন শ্রীহরি-মহিমা বর্ণিত না থাকে, তাহাকে সুধীগণ কাকতীর্থ ( কাকতুল্য লোলুপ জনগণের চিত্তাক্রমক ) বলিয়া মনে করেন । হংসগণ যেমন মানসসরোবরেই বিহার করিয়া থাকে,—কাকতীর্থে—( কাকের প্রিয় ক্ষুদ্র গর্তে ) কখনই গহাদের প্রীতি হয় না, সেইরূপ সাত্ত্বিক পরমহংসগণ সর্বদাই লজ্জ-জ্ঞান-রাজ্য অবস্থান করিয়া থাকেন, তাঁহারা ঐরূপ বাক্যে কিছুমাত্র প্রীতিলাভ করেন না । ৯-১০ ।

অপরদিকে, যে নিবন্ধের ( বাক্যপ্রয়োগের )

প্রতি শ্লোকে শ্রীভগবানের যশঃ-সমুজ্জ্বল নামসমূহ কীর্তিত হয়, অপর শব্দাদি মিশ্রিত হইলে সেইরূপ নিবন্ধ জনগণের পাপনাশে সমর্থ । এই জন্ত সজ্জনগণ এই নামসমূহ বক্তাব নিকট হইতে শ্রবণ করেন ও শ্রোতৃ-সমীপে কীর্তন করেন এবং বক্তা ও শ্রোতা না থাকিলে স্বয়ং গান করিয়া থাকেন । ১১ ।

উপাধি—মায়া বা ভ্রম যাহা হইতে নিবৃত্ত হয়, যাহার দ্বারা ব্রহ্মের সাক্ষ্য লাভ করা যায়, এমন যে ব্রহ্মজ্ঞান—তাহাও হরিভক্তি-মিশ্রিত না হইলে সম্যক শোভা পায় না । আর,—সাধনকালে ও ফললাভ-সময়ে—সর্বদাই দুঃখপ্রদ কাম্য কর্মসমূহ অথবা অকাম্য কর্মনিচয় যদি ভগবানে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে তাহা যে একান্ত বিফল হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য । ১২ ।

অতএব হে মহাভাগ ব্যাসদেব !—তুমি সত্যদর্শী, সত্যনিষ্ঠ, তুমি শমদমাদিত্রতধারী ও শুভ্রবশাঃ । অতএব জীবগণের সংসার-বন্ধন-মোচনের নিমিত্ত সেই বিপুলবিক্রম শ্রীভগবানের চরিত্রলীলা যোগবলে স্মরণ করিয়া বর্ণনা কর । ১৩ ।



ততোহনুথা কিঞ্চন মন্দিবক্ষতঃ পৃথগ্দশস্তংকৃতরূপনামভিঃ ।

ন কহিচিৎ কপি চ ছুঃস্থিতা মৃতিলভৈত বাতাহতনৌরিবাম্পদম্ ॥ ১৪ ॥

জুগুপ্সিতঃ ধর্ম্যকৃতেশুশাসতঃ স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ ।

যদ্বাক্যতো ধর্ম ইতীতরঃ স্থিতো ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ ॥ ১৫ ॥

বিচক্ষণোহস্যাইতি বেদিভুং বিভোরনস্তপারস্য নিবৃত্তিতঃ স্তম্ভম্ ।

প্রবর্তমানস্য গুণৈরনাশ্বনস্ততো ভবান্ দর্শয় চেষ্টিতং বিভো ॥ ১৬ ॥

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্যং চরণামুজং হরের্ভজম্পকোহথ পতেন্ততো যদি ।

যত্র ক বাতদ্রমর্ভূদমুষ্য কিং কো বার্থ আপ্তো ভজতাঃ স্বধর্ম্যতঃ ॥ ১৭ ॥

ভগবানের অপূর্ব লীলা ভিন্ন অশু দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অশু যে কোন বিষয় বলিবার ইচ্ছা করিলে—বক্তার বুদ্ধি ঐ বর্ণনীয় বিষয় হইতে স্ফূর্তিত নানাবিধ নাম ও রূপের জালে পড়িয়া বিব্রত হইয়া—বাত্যা-বিঘূর্ণিত তরঙ্গীর মত কোথায়ও স্থিরতা লাভ করিতে পারে না । ১৪ ।

কাম্য কর্ম নিন্দনীয়, কিন্তু স্বভাবতঃ সাধারণ লোকের তাহাতেই অভিরুচি । তুমি মহাত্মারতাদি গ্রন্থে ধর্ম্যার্থ সেই কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়া বড়ই অশ্রায় করিয়াছ । কেন না, তোমার কথায় যাহারা উহাকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে, তাহারা এখন অশু তত্ত্বজ্ঞানীর কথা দূরে থাক, তুমি স্বয়ং নিবারণ করিলেও তাহা গ্রাহ্য করিবে না ॥ ১৫ ॥

বিচক্ষণ ব্যক্তিই সর্বকর্মফল ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিধর্ম্য দ্বারা অনন্ত মহিমপূর্ণ সেই বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মের নিব্বিকল্প স্তম্ভময় স্বরূপ অবগত হইতে পারেন বটে, কিন্তু তাহা অপরের পক্ষে অসম্ভব । অতএব হে মহাত্মন! ত্রিগুণের বশে প্রবর্তিমার্গে পরিচালিত দেহাভিমानी জীবগণকে তুমি শ্রীভগবানের চরিত-লীলা শ্রবণ করাও । ১৬ ।

স্বধর্ম্য ( নিত্যকর্তব্য কর্মসমূহ ) উপেক্ষা করিয়া মানব, শ্রীহরির পাদপদ্ম সেবা করিতে করিতে যদি অপক-অবস্থাতেই কোনরূপে ভ্রষ্ট হয় অথবা মৃত্যু-মুখে পতিত হয়, তাহা হইলে কোথায়ও তাহার স্বধর্ম্যত্যাগজনিত কোন অশুভ ঘটিয়াছে কি ? আর হরিভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তি স্বধর্ম্যনিষ্ঠ হইয়াও কখনও কোন শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইতে পারে কি ? ১৭ ।

বিশ্বাস্তি :—প্রবৃত্তিমার্গের পথিক কাম্য কর্মের অনুষ্ঠান করে, নিবৃত্তিমার্গের লক্ষ্য—কর্মফলত্যাগ । প্রবৃত্তিমার্গের অমুবর্তনকারী বহু, প্রবৃত্তিমার্গে বিশ্বাসী ব্যক্তি সহসা নিবৃত্তিমার্গের উপদেশে কর্ণপাত করে না । সুভরাং কর্মফলত্যাগের দিকে প্রথম হইতে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । মহাত্মারত নানাবিধ ফললাভের বর্ণনা—নানাবিধ কর্মের উল্লেখ আছে । তাহাতেই সাধারণ লোক প্রসূক্ত ; এখন নিবৃত্তিধর্ম্যের সরস উপদেশ দ্বারা

তাহাদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে হইবে । কিন্তু কথা হইতেছে,—যাহারা জ্ঞানমার্গের উপাসক, তাহারাও ত নিকাম কর্ম করিয়া—নির্বিকল্পক সমাধিবোধে আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন । তবে হরিগুণ-গানের আবশ্যিকতা কি ? ইহার উত্তর ;—ব্রহ্মোপলব্ধি সাধারণের পক্ষে অসাধ্য নহে, কিন্তু হরিগুণগান দ্বারা নিবৃত্তিমার্গে সাধারণ ব্যক্তিও বিচরণ করিতে পারিবে । ১৮ ।



তসৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্য্যধঃ ।  
 তল্লভ্যতে দুঃখবদন্ততঃ সুখং কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা ॥ ১৮ ॥  
 ন বৈ জনো জাতু কথঞ্চনাত্রেজশ্চকুন্দসেব্যগুবদঙ্গ সংসৃতিম্ ।  
 স্মরশ্চকুন্দাঙ্ঘ্র্যুপগূহনং পুনর্বিহাতুমিচ্ছেন্ন রসগ্রহো জনঃ ॥ ১৯ ॥  
 ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো যতো জগৎস্থাননিরোধসম্ভবাঃ ।  
 তন্ধি স্বয়ং বেদ ভবাংস্তথাপি তে প্রদেশমাত্রং ভবতঃ প্রদর্শিতম্ ॥ ২০ ॥  
 ত্বমাভ্যনাভ্যানমবেহমোঘদৃক্ পরস্য পুংসঃ পরমাভ্যনঃ কলাম্ ।  
 অজং প্রজাতং জগতঃ শিবায় তন্মহানুভাবাভ্যুদয়োহধিগণ্যতাম্ ॥ ২১ ॥  
 ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা শ্রুতস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ ।  
 অবিচ্যুতোহর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্ ॥ ২২ ॥  
 অহং পুরাতীতভবেহভবং যুনে দাস্যাশ্চ কস্যাশ্চন বেদবাদিনাম্ ।  
 নিরূপিতো বালক এব যোগিনাং শুশ্রূষণে প্রাবৃষি নির্বিবিক্ততাম্ ॥ ২৩ ॥

উক্কে লক্ষা হইতে নিম্নে স্বাবর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াও জীব যাহা লাভ করিতে পাবে না, বিবেকী ব্যক্তি সেই দুর্লভ বস্তু (ভগবদ্ভক্তিজনিত সুখ) লাভের নিমিত্তই যত্ন করিবেন। বিষয়সুখ ত' দুঃখের ন্যায়ই অনায়াসলভ্য। জীব পূর্ব্বজন্মে কৃত-কর্ম্মের ফলে এই সুখ-দুঃখ বেগবান্ কালের সহায়তায় বিনা চেষ্টায় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৮।

আহো! হরিভক্তিপরায়ণ কোন কারণে নিম্ন-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেও কর্ম্মাদীর মত কিছু আর তাহাকে সংসারে প্রবেশ করিতে হয় না। কারণ, যে ব্যক্তি একবার শ্রীহরির চরণালিঙ্গনজনিত রস গ্রহণ করিয়াছে, সে সেই সুখ স্মরণ করিতেই থাকে, তাহা কখনই ভুলিতে পারে না। ১৯।

এই বিশ্ব ভগবানেরই স্বরূপ, ভগবান্ কিন্তু বিশ্ব হইতে বিভিন্ন। যেহেতু তাঁহারই ইচ্ছায় জগতের প্রলয় হইতেছে। এ সমস্ত কথা তুমি স্বয়ংই বিদিত আছ, তথাপি আমি তোমাকেও দিগ্‌মাত্র প্রদর্শন করাইলাম। ২০।

হে সত্যদর্শী! তোমার নিজের স্বরূপ নিজেই বুঝিয়া দেখ,—তুমি পরমপুরুষ পরমাত্মার অংশরূপে অবতীর্ণ। তুমি জন্মরহিত হইলেও জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ। অতএব সেই মহা-মহিমশালী শ্রীহরির পরাক্রমলীলা তুমি বিশদভাবে বর্ণনা কর। ২১।

পুরুষের তপস্তাই বল, বেদাধ্যয়নই বল, যাগ-যজ্ঞ মন্ত্রপাঠই বল, আর জ্ঞান বা দানই বল, শ্রীভগবানের গুণবর্ণনাকেই এই সমস্ত কার্য্যের নিত্যসিদ্ধ অক্ষয় ফল বলিয়া সুধীগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ২২।

আমি পূর্ব্বকরে আমার অতীতজন্মে কতিপয় বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের শুশ্রূষাপরায়ণা কোন এক দাসীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিলাম। বর্দাকালে যখন যোগিগণ চাতুর্দশাত্ত ত্রত আরম্ভ করিয়া—একত্র অবস্থান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, আমি বালক হইলেও তখন তাঁহাদের শুশ্রূষার জন্ত নিযুক্ত হইয়া-ছিলাম। ২৩।



তে ময্যাপেতাখিলচাপলেহর্ভকে দাস্তেহৃৎকৌড়নকেহনুবর্তিনি ।  
 চক্রঃ কৃপাং যতপি তুল্যদর্শনাঃ শুশ্রূষমাণে মুনয়োহল্লভাষিণি ॥ ২৪ ॥  
 উচ্ছিন্নলোপাননুমোদিতো ঘ্রীজৈঃ সক্রৎ স্ম ভুঞ্জে তদপাস্তকিঙ্খিণঃ ।  
 এবং প্রবৃত্তস্য বিশুদ্ধচেতসস্তৃষ্ণ্য এবাত্মরুচিঃ প্রজায়তে ॥ ২৫ ॥  
 তত্রাহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তামনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ ।  
 তাঃ শ্রদ্ধয়া মেহনুপদং বিশৃণুতঃ প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমভবদ্রতিঃ ॥ ২৬ ॥  
 তস্মিন্শুদা লক্করুচের্মহামতে প্রিয়শ্রবস্যস্থলিতা মতির্মম ।  
 যযাহমেতৎ সদসৎ স্বমায়য়া পশ্যে ময়ি ব্রহ্মণি কল্লিতং পরে ॥ ২৭ ॥  
 ইথং শরৎপ্রারম্ভিকারতু হরের্বিশৃণুতো মেহনুসবং যশৌহমলম্ ।  
 সংকীর্ত্যমানং 'মুনিভির্শ্রীহ্নাভির্ভক্তিঃ প্রবৃত্তাত্মরজস্তমোপহা ॥ ২৮ ॥

তস্যৈবং মেহনুরক্তস্য প্রথিতস্ত হতৈনসঃ । শ্রদ্ধাধানস্য বালস্য দাস্তস্যানুরস্য চ ॥ ২৯ ॥

জ্ঞানং গুহ্যতমং যতৎ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতম্ । অম্ববোচনু গমিষ্যন্তঃ কৃপয়া দীনবৎসলাঃ ॥ ৩০ ॥

আমার বালক-সুলভ চপলতা ছিল না—কৌড়া-সামগ্রীর প্রতি আসক্তি ছিল না। বরং আমি সর্বদাই শান্ত—মিতভাগী—সেবাপরায়ণ ও আত্মানুকম্পী ছিলাম; এই জন্য সেই মুনিগণ পক্ষপাতগুণ্য সমদর্শী হইলেও আমি বালক বলিয়া আমার উপর বড়ই কৃপা করিতেন। ২৪।

আমি তাঁহাদের অনুমতিক্রমে এক দিন একটিবার তাঁহাদের ভিক্ষাপাত্র-সংলগ্ন উচ্ছিন্ন অন্ন ভোজন করিয়াছিলাম। তাহাতেই আমার সমস্ত পাপ দূরীভূত হইয়া যায়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আমার চিত্তশুদ্ধি হইল এবং তাঁহাদের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মে অভিরুচি হইতে লাগিল। ২৫।

প্রতিদিন সেই স্থানে মুনিগণ মনোহর কথা কীর্তন করিতেন। আমি তাঁহাদের অনুগ্রহে তাহা শুনিতে পাইতাম। শ্রদ্ধার সহিত প্রতি পদটি শ্রবণ করিতে করিতে ক্রমশঃ আমার ভগবানে রতি জন্মিল। ২৬।

হে মনুষ্য! ভগবানে রতিলাভের পর তাঁহাতে অবিচলিত বুদ্ধির উদয় হইল, তখন বুদ্ধিতে পারিলাম—যিনি প্রপঞ্চের অতীত, আমি সেই পরম ব্রহ্ম; স্থূল ও সুক্ষ্ম—এই দ্বিবিধ শরীরই অবিচ্ছাবশে আমাতে কল্লিত; ইহাদের কোন বাস্তব সত্তা নাই। ২৭।

এইরূপে বর্ষা ও শরৎ এই দুই ঋতুতে—প্রতি দিন ত্রিসঙ্খ্যায় মহাত্মা মুনিগণ শ্রীহরির বিমল যশোগাথা গান করিতেন। ঐ গান শ্রবণ করিতে করিতে আমার ভক্তি জন্মিল এবং তাহাতেই রজঃ ও তমোগুণ বিনষ্ট হইল। ২৮।

এই ভাবে আমাকে বাল্যকালেই নিষ্পাপ—শ্রদ্ধাবান—বিনয়ী—সংযত—অনুরক্ত ও অনুগত দেখিয়া সেই দীনবৎসল মুনিগণ তথা হইতে অস্ত্রত্র প্রস্থান করিবার পূর্বে কৃপা করিয়া আমাকে ভগবৎ-কথিত গুহ্যতম জ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন। ২৯-৩০।

বিস্তৃতি—ধর্ম্ম-সাধনের উপযোগী ধর্ম্মতত্ত্ব-বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা গুহ্য, দেখাদি হইতে বিভিন্ন আত্মার যে স্বরূপ-জ্ঞান, তাহা হইল গুহ্যতর জ্ঞান এবং ভগবত্ত্ব-জ্ঞানই

গুহ্যতম জ্ঞান। মুনিগণের নিকট হইতে বাল্যাবস্থাতেই সেই জ্ঞান, নারদ এই গুহ্যতম জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ২৯-৩০।



যেনৈবাহং ভগবতো বাসুদেবস্য বেদসঃ । মায়ানুভাবমবিদং যেন গচ্ছন্তি তৎপদম্ ॥ ৩১ ॥  
 এতৎ সংসৃচিতং ব্রহ্মস্তুপত্রয়চিকিৎসিতম্ । যদীধরে ভগবতি কৰ্ম্ম ব্রহ্মাণি ভাবিতম্ ॥ ৩২ ॥  
 আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন স্তত্রত । তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুন্যতি চিকিৎসিতম্ ॥ ৩৩ ॥  
 এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সৰ্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ । ত এবাস্ত্রবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে ॥ ৩৪ ॥  
 যদত্র ক্রিয়তে কৰ্ম্ম ভগবৎপরিভোষণম্ । জ্ঞানং যন্তদধীনং হি ভক্তিয়োগসমম্বিতম্ ॥ ৩৫ ॥  
 কুৰ্ব্বাণা যত্র কৰ্ম্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়াসকৃৎ । গুণস্তি গুণনামানি কৃষ্ণস্যানুস্মরন্তি চ ॥ ৩৬ ॥  
 ও নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমহি । প্রদ্যুন্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ॥ ৩৭ ॥  
 ইতি মূর্ত্যভিধানেন মন্ত্রমুত্তিমমুত্তিকম্ । যজতে যজ্ঞপুরুষং স সম্যগ্দর্শনঃ পুমান্ ॥ ৩৮ ॥

এই জ্ঞানবলেই আমি বিশ্ববিধাতা ভগবান বাসুদেবের মায়ামহিমা জানিতে পারি,—তাহা জ্ঞাত হইয়া মানব ভগবৎ-পদ লাভ করিতে পারে। ৩১।

ব্রহ্মন্! বিশ্বনিয়ন্তা পরব্রহ্ম ভগবানে যে কৰ্ম্ম সমর্পিত হয়, তাহাই সংসারে ত্রিবিধ তাপের মহৌষধ বলিয়া পণ্ডিতগণ অবধারণ করিয়াছেন। ৩২।

হে স্তত্রত! যে দ্রব্য হইতে লোকের যে রোগ জন্মে, সেই দ্রব্যসেবনে সে রোগ প্রশমিত হইতে পারে না, কিন্তু অগ্নি দ্রব্যযোগে তাহা ঔষধরূপে পরিণত হইলে রোগ নাশ করিতে পারে। ৩৩।

গুণ প্রকারে সমস্ত কৰ্ম্মযোগই ভববন্ধনের হেতু হইলেও যদি ভগবানে সমর্পিত হয়, তাহা হইলে, তাহাই আবার কৰ্ম্মনিবৃত্তি (মুক্তিবিধান) করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। ৩৪।

ভগবৎ-প্রীতির জন্য যে কৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়,—

**বিস্তৃতি**—নারদের এই ইতিবৃত্তে সাধনা ও সিদ্ধির স্তর কেমন সূক্ষ্মভাবে বর্ণিত হইয়াছে! প্রথমে—সাধু-সংস্রব সেবা, তৎপরে তাঁহাদের কৃপালাভ, তাহার ফলে ধর্ম্মে প্রজ্জ্বলিত উদয়, ভগবৎ-কৃপা প্রবণ—অনন্তর ভগবানে রতি, তৎপরে স্তূপ-সুখ শরীর হইতে আত্মা যে বিভিন্ন, এইরূপ জ্ঞানোদয়, অতঃপর ভগবতঃ-জ্ঞান—সর্বজ্ঞ প্রভৃতি গুণের আবির্ভাবও ঘটিয়া থাকে। ৩৪

তাহা নিকাম কৰ্ম্ম, তাহা হইতেই ভক্তিয়োগ-সমম্বিত জ্ঞানযোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। (স্মৃতরাং কৰ্ম্মই কৰ্ম্মের নিবৃত্তিকারক) সাধুগণ যখন কৰ্ম্ম করেন, তখন তাঁহারা শ্রীভগবানের আদেশ মনে করিয়া কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হন এবং তখন তাঁহারা বার বার শ্রীকৃষ্ণের গুণগান ও নামকীর্ত্তন এবং নিরন্তর তাঁহাকে স্মরণ করিতে থাকেন। (তাহাই হইল ভক্তিয়োগ, অতঃপর জ্ঞানযোগ প্রদর্শিত হইতেছে)। ৩৫-৩৬।

“হে প্রণবস্বরূপ! হে ভগবন, তোমাকে প্রণাম করি—তুমি বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও সঙ্করণ—এই চারি-স্বরূপে মিলিত, তোমায় ধ্যান করিয়া মানস প্রণাম করিতেছি।” এইরূপ মূর্ত্তিবাচক মন্ত্রপাঠ করিয়া যে ব্যক্তি সেই মন্ত্র-মূর্ত্তি ভিন্ন অগ্নি মূর্ত্তি-বিরহিত (অথবা প্রাকৃত মূর্ত্তিহীন) যজ্ঞপুরুষের উপাসনা করেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। ৩৮।

**পুনর্ভাব**—একপ্রণে প্রবৃত্তি হইতে পারে—অজ্ঞান হইতেই কৰ্ম্মে প্রবৃত্তি আসে, স্মৃতরাং জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞাননাশ হইলেই কৰ্ম্মনাশ স্বতঃই সাধিত হইবে, স্মৃতরাং জ্ঞান-যোগকেই কৰ্ম্মনাশক বলা উচিত। আর জ্ঞান ভক্তিয়োগ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, স্মৃতরাং মূলে ভক্তি—তৎপরে জ্ঞান, স্মৃতরাং কৰ্ম্ম দ্বারা কৰ্ম্মনিবৃত্তি কিরূপে হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন। ৩৫



ইমং স্বনিগমং ব্রহ্মমবেত্য মদনুষ্ঠিতম্ । অদাম্মে জ্ঞানমৈশ্বর্যং স্বস্মিন্ ভাবঞ্চ কেশবঃ ॥ ৩৯

ভ্রমপ্যদভ্রশ্রুত বিশ্রুতং বিভোঃ সমাপ্যতে যেন বিদাং বুভুৎসিতম্ ।

প্রথ্যাহি দুঃখৈর্মুহুরদিতাত্মনাং সংক্লেশনির্ব্বাণমুশস্তি নান্মথা ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীভগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে  
ব্যাসনারদসংবাদে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

হে ব্রহ্মন, আমি শ্রীভগবান্ কেশবের উপদেশ-  
মত এই সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছি জানিয়া তিনি  
আমাকে জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য এবং তাঁহার প্রতি প্রেম  
প্রদান করিয়াছিলেন । ৩৯ ।

হে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, তুমিও ভগবানের যশোগাথা

কীর্তন কর, যাহা শ্রবণে স্মৃধীগণেব জ্ঞান ও পিপাসার  
পরিতৃপ্তি হইয়া যাইবে এবং নিরন্তর দুঃখনিপীড়িত  
জীবগণেব ক্লেশ-সম্ভাপ নির্ব্বাণ হইবে । ভগবানেব  
গুণকীর্তন ব্যতীত জীবগণের নিস্তারের আর উপায়  
নাই—ইহাই তত্ত্বজ্ঞানীরা মনে কবেন । ৪০ ।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত



## ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীসূত উবাচ ।

এবং নিশম্য ভগবান্ দেবর্ষেৰ্জ্জন্ম কশ্ম চ । ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ তং ব্রহ্মান্ ব্যাসঃ সত্যবতীশ্রুতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীব্যাস উবাচ ।

ভিক্ষুভির্বিপ্রবসিতে বিজ্ঞানাদেক্ষ্ভিক্ষুব । বর্তমানো বয়শ্চাত্তে ততঃ কিমকরোদ্ভবান্ ॥ ২ ॥

স্বায়ম্ভুব কয়া বৃত্ত্যা বর্তিতং তে পরং বয়ঃ । কথং বেদমুদাত্মাকীঃ কালে প্রাপ্তে কলেবরম্ ॥ ৩ ॥

প্রাক্কল্লবিষয়ামেতাং শ্রুতিং তে মুনিসত্তন । ন হ্যেহং ব্যবধাৎ কাল এষ সর্বনিরাকৃতিঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীনারদ উবাচ ।

ভিক্ষুভির্বিপ্রবসিতে বিজ্ঞানাদেক্ষ্ভিক্ষুম । বর্তমানো বয়শ্চাত্তে তত এতদকারষম্ ॥ ৫ ॥

একাত্মজা মে জননী যোষিম্মূঢ়া চ কিঙ্করা । মধ্যায়াজেহনন্যগতো চক্রে স্নেহানুবন্ধনম্ ॥ ৬ ॥

সাম্যতন্ত্রা ন কল্লাসীদেবাগক্ষেমং মমেচ্ছতী । ঈশশ্চ হি বশে লোকো যোষা দারুণয়ো যথা ॥ ৭ ॥

অহঙ্ক তদ্ব্রহ্মকূলে উষিবাংস্তদপেক্ষয়া । দিগদেশকালাব্যুৎপন্নো বালকঃ পঞ্চহায়নঃ ॥ ৮ ॥

নারদের পূর্বজন্ম-সৌভাগ্য বর্ণন

সূত বলিলেন,—বন্ধন ! এই ভাবে সত্যবতীতনয়  
ব্যাসদেব দেবমি নারদের জন্ম ও কর্মকথা শ্রবণ  
করিয়া পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন । ১ ।

ব্যাসদেব কহিলেন,—আচ্ছা, আপনার জ্ঞানো-  
পদেক্ষী সন্ন্যাসিগণ দূরপ্রবাসে যাত্রা করিলে পব  
বাল্যাবস্থায় আপনি আর কি করিয়াছিলেন ? ২ ।

হে স্বয়ম্ভু-নন্দন, পরবর্তী জীবনই বা কোন্ বৃত্তি  
অবলম্বনে অতিবাহিত হইয়াছিল ? এবং কাল  
আগত হইলে এই শূদ্রা-গর্ভজাত কলেবরই বা কিরূপে  
ত্যাগ করিয়াছিলেন ? কালে সকলই বিলুপ্ত হয়,  
কিন্তু হে মহর্ষে ! আপনি পূর্বকল্পেরও বৃত্তান্ত স্মরণ  
করিতেছেন, আপনার এই স্মরণ-শক্তির উপর কাল  
কোন ব্যবধান সৃষ্টি করিতে পারে নাই কেন ? ৩-৪ ।

নারদ বলিতে লাগিলেন,—আমার জ্ঞানদাতা  
সন্ন্যাসিগণ দূরদেশে গমন করিলে পর বাল্যবয়সে আমি  
এই ভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলাম, শ্রবণ কর—

আমার মাতা একে নারাস্ত্রভাবতঃ জ্ঞানহীনা, তাহাব  
উপব অপরের দাসা ; আর আমিও ছিলাম—মাতার  
একমাত্র পুত্র, এবং আমারও ঐ মাতা ভিন্ন অন্য  
গতি ছিল না, এই সকল কারণে আমার প্রতি  
মাতার অত্যন্ত মমতা পড়িয়াছিল । ৫-৬ ।

তাহার কোন বিষয়েই স্বাধীনতা ছিল না, তথাপি  
তিনি আমার জন্ম লব্ধ বস্তুর রক্ষণ ও নব নব  
বস্তু লাভের ( যোগক্ষেম ) ইচ্ছা করিতেন ; কিন্তু  
ইচ্ছানুরূপ কোন কার্য্য করিবার তাঁহার সামর্থ্য  
ছিল না । কাষ্ঠময়ী নারীমূর্ত্তি ( পুত্তলিকা ) যেমন  
বাতুকরের অধীন—সেইরূপ মনুষ্যও ঈশ্বরের  
একান্ত বশবর্তী,—মনুষ্যের নিজের কোন ক্ষমতাই  
নাই । ৭ ।

এক দিকে মাতার স্নেহাভিশয়, অন্য দিকে আমি  
পঞ্চবর্ষবয়স্ক শিশুমাত্র ; দিক্, দেশ, কাল কিছুই  
জ্ঞান তখন ছিল না—মাতার সেই স্নেহপাশ হইতে  
কত দিনে মুক্ত হইব—এই অপেক্ষায় সেই ব্রাহ্মণ-  
গৃহেই বাস করিতে লাগিলাম । ৮ ।



একদা নির্গতাং গেহাদুহন্তীং নিশি গাং পথি । সর্পোহদশং পদাস্পৃষ্টঃ কৃপণাং কালচোদিতঃ ॥৯॥  
তদা তদহমীশস্ত ভক্তানাং শমভীপ্সতঃ । অনুগ্রহং মন্যমানঃ প্রাতিষ্ঠং দিশমুত্তরাম্ ॥ ১০ ॥  
ক্ষীতান্ জনপদাংস্তত্র পুরগ্রাম-ব্রজাকরান্ । খেটখর্ব্বটবাটীংশ্চ বনান্যুপবনানি চ ॥ ১১ ॥

চিত্রধাতুবিচিত্রাদ্রীনিভভগ্নভুজদ্রুমান্ ।

জলাশয়াস্থিবজলামলিনীঃ সুরসেবিতাঃ ।

চিত্রশ্বনৈঃ পত্ররথৈর্বিভ্রমদভ্রমরশ্রিয়ঃ ॥ ১২ ॥

নলবেণুশরস্তম্বকুশকীচকগম্বরম্ ।

এক এবাতিযাতোহহমদ্রাক্ষং বিপিনং মহৎ ।

ঘোরং প্রতিভয়াকারং ব্যালোলুকণিবাজিরম্ ॥ ১৩ ॥

পরিশ্রান্তেন্দ্রিয়াত্মাহং তৃপ্তপরীতো বুভুক্ষিতঃ । স্নাত্বা পীত্বা হ্রদে নগ্না উপস্পৃষ্টৌ গতশ্রমঃ ॥ ১৪ ॥  
তস্মিন্মিহ্নুজেশ্বরণ্যে পিপ্ললোপস্থ আশ্রিতঃ । আত্মনাত্মস্বমাত্মানং যথাক্রমচিস্তয়ম্ ॥ ১৫ ॥

এইভাবে কিছুকাল অর্থাৎ হইল।—একদা রাত্রির অন্ধকারে গো-দোহনেব ভগ্না জলনী গৃহ হইতে নির্গত হইলে—পথে এক সর্পের শায়ে তাঁহার পা লাগিয়া যায়, তাহাতেই কালপ্রেরিত সেই সর্প দুঃখিনীকে দংশন করিল এবং তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন । ৯

আমি তখন দুঃখিত না হইয়া মাতার হৃদ্যকে ভক্তের শুভাকাঙ্ক্ষী ভগবানের অনুগ্রহ মনে করিয়াছিলাম এবং (এই প্রকারে মাতার স্নেহ-পাশ হইতে মুক্ত হইয়া) উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলাম । ১০

যাইতে যাইতে—কত সমৃদ্ধিশালী জনপদ, কত নগর, গ্রাম, গোষ্ঠ—কত রত্নাদির আকর, কত কৃষক-পল্লী—কত গিরিপার্শ্ববর্তী গ্রাম—পুষ্পাদি বাটিকা—কত বন উপবন দেখিতে পাইলাম । আবার দেখিলাম,—বিচিত্র ধাতুরাগে রঞ্জিত পর্বতমালা,—করিবুধ যাহার তরুগুলিকে শাখাধীন করিয়া রাখিয়াছে ; কোথাও দেখিলাম—মধুর-স্বচ্ছ-সলিলে পূর্ণ বহু জলাশয় ; কোথাও বা পদ্মপুষ্প-পরিশোভিত

সরোবর—যেখানে দেবগণ জলক्रीড়ায় নিরত, তাঁরে বিহঙ্গগণের বিচিত্র কলরব এবং ভ্রমরগণ যাহার চতুর্দিকে উড়িয়া উড়িয়া শোভা বিস্তার করিতেছিল । এই সকল মনোরম স্থান অতিক্রম করিয়া শেষে আমি একাকী এক দুঃসহ ভয়ঙ্করাকৃতি সুবিশাল অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলাম । ছোট ছোট ও বড় বড় বাঁশের ঝাড়ে—নল, শর ও তৃণগুচ্ছে সে অরণ্য মনুষ্যের অগম্য ছিল এবং উহা কেবলমাত্র সিংহ, ব্যাঘ্র ও সর্পাদি হিংস্র প্রাণিগণ এবং পেচক ও শৃগালগণের ক্রীড়াস্থান হইয়াছিল । ১১-১৩

তখন পথশ্রমে আমার ইন্দ্রিয় ও দেহ অবসন্ন ; আমি ক্লৃধা-তৃণায় ও কাতর ছিলাম, এক নদীর হ্রদে (দহে) অবগাহন পূর্বক আচমন ও তাহার জল পান করিয়া শ্রান্তি দূর করিলাম । ১৪

তার পর সেই নির্জজন অরণ্যমধ্যে এক অশ্বখবৃক্ষের মূলে উপবেশন করিলাম । ঋষিগণের নিকট বৈষ্ণব শুনিয়াছিলাম—পরমাত্মা হৃদয়মধ্যে (দহরে) অবস্থান করেন, তদনুসারে—সেই অবসরে নিজ বুদ্ধি দ্বারা সেই আত্মাকেই চিন্তা করিতে লাগিলাম । ১৫



ধ্যায়তশ্চরণাঙ্কোজং ভাবনিভ্জিতচেতসা । উৎকণ্ঠাশ্চকলাক্ষ্য হৃদ্যসীম্নে শনৈর্হরিঃ ॥ ১৬ ॥  
 প্রেমাত্তিরনির্ভিন্নপুলকান্নোহতিনিবৃত্তঃ । আনন্দসংগ্ধবে লীনো নাপশ্যমুভয়ং মূনে ॥ ১৭ ॥  
 রূপং ভগবতো যত্তন্ময়নঃকাস্তং শুচাপহম্ । অপশ্যন্ সহসোত্তমেষু বৈক্লব্যাদুর্ম্মনা ইব ॥ ১৮ ॥  
 দিদৃক্ষুস্তদহং ভূয়ঃ প্রণিধায় মনো হৃদি । বীক্ষমাণোহপি নাপশ্যমবিতৃপ্ত ইবাতুরঃ ॥ ১৯ ॥  
 এবং যতন্তং বিজনে মামাহাগোচরো গিরাম্ । গস্তীরল্লক্ষ্যয়া বাচা শুচঃ প্রশময়ামিব ॥ ২০ ॥  
 হস্তাশ্বিন্ জন্মানি ভবান্ মা মাং দ্রষ্টুমিহাহতি । অবিপক্ককমায়ানাং দুর্দর্শোহহং কুযোগিনাম্ ॥ ২১ ॥  
 সন্ধদ্যদর্শিতং রূপমেতৎ কামায় তেহনঘ । মৎকামঃ শনৈকৈঃ সাধুঃ সর্বান্ মুকুতি হচ্ছয়ান্ ॥ ২২ ॥  
 সৎসেবয়া দীর্ঘ্যাপি জাতা ময়ি দৃঢ়া মতিঃ । হিত্বাবচ্যামিমাং লোকং গন্তা মচ্ছনতামসি ॥ ২৩ ॥  
 মতির্ময়ি নিবন্ধেয়ং ন বিপদোত কহিচিৎ । প্রজ্ঞাসর্গনিরোধেহপি স্মৃতিশ্চ মদনুগ্রহাৎ ॥ ২৪ ॥  
 এতাবহুস্তোপররাম তন্মহভূতং নভোলিঙ্গমলিঙ্গমীশ্বরম্ ।  
 অহঙ্ক তস্মৈ মহতাং মহায়সে শীর্ষ্যবনামং বিদধেহনু কল্পিতঃ ॥ ২৫ ॥

ভাববিহ্বল-চিত্তে শ্রীহরির চরণকমল ধ্যান করিতে করিতে প্রেমাবেগে আমার নয়নযুগল গণ্ডপূর্ণ হইয়া উঠিল,—অমান ভক্তপ্রিয় ভগবান্ শ্রীহরি ধীরে ধীরে আসিয়া আমার হৃদয়মধ্যে উদ্ভিত হইলেন । ঐশ্বর্য ! কি বলিব, তখন প্রেমভরে আমার অঙ্গ পুলকাক্ষিত হইয়া উঠিল,—আমি অনিন্দনীয় সুখানুভব করিতে লাগিলাম—পরমানন্দ-মহাপ্রবাহে মগ্ন হইয়া অধিতীয় আত্মা ব্যতীত অপর কিছুই দেখিতে পাইলাম না । ১৬-১৭

কিন্তু সেই মনোবাঞ্ছিত—শোক-তাপহারী ভগবানের অপরূপ রূপ সহসা অন্তহিত হইলেন, আমি তাহা দেখিতে না পাইয়া ব্যাকুল হইলাম—বিহ্বলের মত উঠিয়া পড়িলাম । ১৮

কিন্তু সেই মনোবাঞ্ছিত—শোক-তাপহারী ভগবানের অপরূপ রূপ সহসা অন্তহিত হইলেন, আমি তাহা দেখিতে না পাইয়া ব্যাকুল হইলাম—বিহ্বলের মত উঠিয়া পড়িলাম । ১৮

পুনর্বার সেই মধুর মুক্তি দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় আমি হৃদয়মধ্যে মনঃস্থর করিয়া দেখিবার যত্ন করিলাম—কিন্তু আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না, অতৃপ্তিতে হৃদয় ভরিয়া উঠিল—আমি আর্দ্রবৎ কাতর হইলাম । ১৯

এইরূপ যত্ন করিতে দেখিয়া বাক্যপথের অগোচর সেই ভগবান্ স্নিগ্ধ-গস্তীর বচনে যেন আমার মনোবেদনা প্রশমিত করিতে করিতেই আমাকে বলিতে লাগিলেন—বৎস, তুমি ইহলক্সে আর আমাকে দেখিতে

পাইবে না । কারণ,—যাহাদের কামাদি বিষয়ানুরাগ সম্পূর্ণ দৃষ্ট হয় নাই, এইরূপ অসিদ্ধ যোগিগণ আমার দর্শনলাভ করিতে পারে না । হে অনঘ ! তথাপি তোমাকে যে একবার দর্শন দিলাম, ইহা শুধু আমার প্রতি তোমার অনুরাগবৃদ্ধির জ্ঞা । যিনি আমাকে কামনা করেন, সেই সাধু ক্রমশঃ অগ্নি সকল কামনাই ত্যাগ করেন । ২০-২২

অধিক দিন না হইলেও তুমি যে সাধুসেবা করিয়াছ, তাহাতেই আমাতে তোমার বুদ্ধি দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ হইয়াছে । তুমি দীর্ঘকাল সাধুসেবা কর—তাহা হইলে এই নিন্দনীয় ( দাসীগর্ভজাত ) দেহ পরিত্যাগ করিয়া আমার পারিষদ-পদ প্রাপ্ত হইবে । ২৩

যখন আমাতে তোমার বুদ্ধি নিবদ্ধ হইয়াছে, তখন তাহা আর কখন স্থলিত হইবে না এবং তুমি আমাকে সর্বদা স্মরণে রাখ বলিয়া—সৃষ্টি বিনাশ হইলেও—আমার অনুগ্রহে তোমার স্মৃতিশক্তি প্রলয়-কালের পরেও অক্ষুর থাকিবে । ২৪

আকাশ-মুক্তি চন্দ্রচন্দ্র তগোচর—সেই সর্বনিমস্তা—বেদপ্রসিক্ত ভগবান্ এই বলিয়া বিরত হইলেন । আমিও অনুগৃহীত হইয়া সেই মহান অপেক্ষাও মহীয়ান ভগবানের উদ্দেশে অবনতমস্তকে প্রণাম করিলাম । ২৫



নামাশ্রয়ন্তস্ত হতত্ৰপঃ পঠন্ গুহ্যানি ভদ্রাণি কৃতানি চ স্মরন্ ।

গাং পর্যাটংস্তৃফটম্না গতস্পৃহঃ কালং প্রতীক্ষন্নমদো বিমৎসরঃ ॥ ২৬ ॥

এবং কৃষ্ণমতেত্র ক্লমাস্তস্তামলাশ্রয়ঃ । কালঃ প্রাতুর্ভূৎ কালে তড়িৎ সৌদামনী যথা ॥ ২৭ ॥  
 প্রযুক্ত্যামানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্ । আরক্ককর্ষনির্ব্বাণো নৃপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ ॥ ২৮ ॥  
 কল্লাস্ত ইদমাদায় শয়ানেহস্তস্যদম্বতঃ । শিশয়িষোরনুপ্রাণং বিবিশেহস্তরহং বিভোঃ ॥ ২৯ ॥  
 সহস্রযুগপর্য্যন্ত উত্থায়েদং সিস্কৃতঃ । মরীচিমিত্রা ঋষয়ঃ প্রাণেভ্যোহহং জজিরে ॥ ৩০ ॥  
 অন্তর্ব্বহিচ্চ লোকাংস্ত্রীন্ পর্য্যেমাৎকন্দিততঃ । অনুগ্রহান্মহাবিষোরবিঘাতগতিঃ কাচৎ ॥ ৩১ ॥  
 দেবদত্তামিমাং বীণাং স্বরব্রহ্মবিভূষিতাম্ । মুচ্ছয়িত্বা হরিকথাং গায়মানশ্চরাম্যহম্ ॥ ৩২ ॥  
 প্রণায়তঃ স্ববীৰ্য্যানি তীর্থপাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ । আহুত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি ॥ ৩৩ ॥  
 এতদ্ব্যাতুরচিতানাং মাত্রোৎসর্শেচ্ছয়া মুহঃ । ভবসিদ্ধুপ্লবো দৃষ্টো হরির্চর্য্যানুবর্ণনম্ ॥ ৩৪ ॥  
 যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহঃ । মুকুন্দসেবয়া যদ্বস্তথাঙ্কাত্মা ন শাম্যতি ॥ ৩৫ ॥

তার পর আমি লোকলজ্জা পরিহার করিয়া সেট  
 অনন্ত ভগবানের নাম কীর্তন ও তাঁহার মঙ্গলময় পরম-  
 রহস্য চরিত-কথা স্মরণ করিতে করিতে সন্তুষ্টচিত্তে  
 পৃথিবী পর্যাটন করিতে লাগিলাম এবং মদ-মাৎসর্য্য  
 বিসর্জন দিয়া নিকামভাবে অবস্থান করিয়া আমার  
 ভবিষ্যৎ শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম । ২৬

ব্রহ্মন্ ! এই ভাবে কৃষ্ণজ্ঞান—কৃষ্ণধ্যান করিতে  
 করিতে আমার তাঁহার প্রতি আসক্তি জন্মিল এবং  
 আমার চিত্ত নিশ্চল হইয়া উঠিল । কিছুকাল পরে যথা-  
 সময়ে বিদ্যাবিকাশের মত অপরিসীমভাবে আমার  
 যত্নকাল উপস্থিত হইল । ২৭

তখনই পূর্বপ্রতিশ্রুত ভগবৎ-পারিষদ-যোগ্য সম্বন্দ  
 দেহ অভিমুখে আমি আকৃষ্ট হইতে থাকিলে—আমার  
 প্রারক্ কর্ষের অবসান ও পাঞ্চভৌতিক দেহের পতন  
 হইল । ২৮

তৎপরে কল্লাবসানে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ সংহার  
 করিয়া যখন নারায়ণ সমুদ্র-শয্যায় শয়ন করিলেন,  
 তখন তাঁহার শরীরमध्ये ব্রহ্মাও শয়নের অভিলষী  
 হইলে আমি ব্রহ্মার নিধাসের সহিত তাঁহার অন্তঃ-  
 করণमध्ये প্রবেশ করিলাম । ২৯

এইভাবে সহস্র যুগ অতীত হইল । ব্রহ্মাও বিশ্ব-সৃষ্টির

ইচ্ছায় উদ্ভিত হইলে তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে  
 মরীচি প্রমুখ ঋষিগণ ও আমি উৎপন্ন হইলাম । ৩০

তার পর আমি অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়া মহা-  
 বিষ্ণুর অনুগ্রহে এই ত্রিলোকের অভ্যন্তরে ও বহি-  
 র্ভাগে পর্যাটন করিতেছি । আমার কোথায়ও গমনের  
 বাধা নাই । ৩১

এই স্বরব্রহ্ম-বিভূষিতা বীণা—দেবদত্ত । এই  
 বাণায়—বিবিধ সুরের মুচ্ছনা ও আলাপসংযোগে  
 হরিকথাগান করিতে করিতে বিচরণ করিতেছি । ৩২

শ্রীহরির মধুর বিক্রম-লীলা যখন গান করিতে  
 থাকি, তখন তিনি আহুতের দ্বায় সত্ত্বর তীর্থময় চরণ  
 বিজ্ঞাস করিয়া আমার হৃদয়াসনে আবির্ভূত হইয়া  
 দর্শন দান করেন । ৩৩

পুনঃ পুনঃ বিষয়ভোগ-লালসায় যাহাদের চিত্ত  
 বেদনাময় হইয়া উঠে,—তাহাদের পক্ষে শ্রীহরি-লীলা-  
 সঙ্গীর্ভনই ভবসমুদ্রপারে তরণিস্বরূপ, ইহা প্রত্যক্ষ  
 সত্য । ৩৪

সর্বদা কামলোভে বাহার হৃদয় আচ্ছন্ন, যমাদি  
 অনুষ্ঠান করিলেও যোগপথে তাহার প্রকৃত শাস্তি হয়  
 না, কিন্তু মুকুন্দ-সেবা দ্বারা তাহার আত্মা পরম শাস্তি  
 সাক্ষাদভাবে উপভোগ করে । ৩৫



সর্বং তদিদমাখ্যাতং যৎ পৃষ্ঠোহহং ত্বয়ানঘ। জন্মকর্ষ্মরহস্যং মে ভবতশ্চাত্তোষণম্ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীসূত উবাচ ।

এবং সঙ্ক্ৰাম্য ভগবান্নারদো বাসবীহুতম্ । অমল্য বীণাং রণয়ন্ যযৌ যাদৃচ্ছিকো মুনিঃ ॥ ৩৭ ॥

অহো দেবর্ষিধন্যোহয়ং যঃ কীর্ত্তিং শাস্ত্রধ্বননঃ । গায়ত্ৰ্যাশ্রমিদং তন্ত্ৰ্য্য রময়ত্যাভূরং জগৎ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তায়ং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে ব্যাস-

নারদসংবাদে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

হে অনঘ, আমার জন্ম-কর্ষ্ম-রহস্য-কথা এবং তোমার তুষ্টিলাভের উপায় যাহা আমাকে প্রণয় করিয়াছিলে, সে সমস্তই আমি তোমাকে বলিলাম । ৩৬

সূত বলিলেন,—ভগবান্ নারদ সত্যবর্তী-সূত ব্যাসদেবকে এইরূপ সন্তোষ করিয়া ও তাঁহার সম্মতি

পাইয়া বীণার স্বর দিতে দিতে যথেষ্ট গমন করিলেন । ৩৭

অহো, ধন্য এই দেবর্ষি নারদ ! যিনি বীণাযন্ত্রে শ্রীহরির গুণগান করিয়া স্বয়ং আনন্দে আত্মহারা হন এবং ত্রিতাপতপ্ত জগৎকেও শান্তিদান করেন । ৩৮

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ।



## সপ্তম অধ্যায়

শ্রীশৌনক উবাচ ।

নির্গতে নারদে সূত ভগবান্ বাদরায়ণঃ । ঋতবাংস্তদভিপ্রেতং ততঃ কিমকরোষিভুঃ ॥ ১ ॥

শ্রীসূত উবাচ ।

ব্রহ্মনত্যাং সরস্বত্যাশ্রমঃ পশ্চিমে তটে । শম্যাপ্রাস ইতি প্রোক্ত ঋষীণাং সত্রবর্দ্ধনঃ ॥ ২ ॥  
তস্মিন্ স্ব আশ্রমে ব্যাসো বদরীষণ্ডমণ্ডিতে । আসীনোহপ উপস্পৃশ্য প্রণিদধ্যো মনঃ স্বয়ম্ ॥ ৩ ॥  
ভক্তির্যোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেহমলে । অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াক্ তদপাশ্রয়াম্ ॥ ৪ ॥  
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্ । পরোহপি মনুতেহনর্থং তৎকৃতক্কাভিপগৃহতে ॥ ৫ ॥  
অনর্থোপশমং সাক্ষাৎভক্তির্যোগমধোক্জে । লোকস্বাজ্ঞানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্ত্বতসংহিতাম্ ॥ ৬ ॥  
যন্তাং বৈ জ্ঞানমাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে । ভক্তিরূপং পদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা ॥ ৭ ॥  
স সংহিতাং ভাগবতীং কুর্নানুকৃত্য চাত্মজম্ । শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তিনিরতং মুনিম্ ॥ ৮ ॥

অশ্বখামার শিরোমণিকর্ত্তন

শৌনক বলিলেন,—সূত । দেবর্ষি নারদ ত' চলিয়া গেলেন, তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া ভগবান্ বেদব্যাস তাহার পর কি করিলেন ? ১

সূত বলিলেন,—ব্রহ্মনদী-সরস্বতীর পশ্চিমতটে—বদরীবৃক্ষসমূহে শোভিত শম্যাপ্রাস নামক একটি আশ্রম ছিল, সেখানে ঋষিদিগের যাগানুষ্ঠান নিতাই বর্দ্ধিত হইত । একদিন বেদব্যাস নিজের সেই আশ্রমে উপবেশন করিয়া আচমনান্তে নারদের উপদেশ স্মরণপূর্ব্বক সমাধিস্থ হইলেন । ২-৩

তাঁহার হৃদয়টি ছিল নির্মল—ভক্তির্যোগবলে—আবার যখন সেই হৃদয় ধ্যানে নিশ্চল হইল—তখন প্রথমেই তিনি পরম পুরুষকে প্রত্যক্ষ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে (তাঁহার অধীন) মায়াকেও দেখিতে পাইলেন । ৪

ঐ মায়ার দ্বারা মোহিত হইয়াই জীব—ত্রিগুণাতীত হইলেও নিজেকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া মনে করে এবং ত্রিগুণের যাহা কর্ম—সেই কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান পোষণ করিয়া আপনার অনিষ্টসাধন করে । ৫

তিনি দেখিলেন—ভগবানের প্রতি ভক্তির্যোগ সমস্ত অনিষ্ট দূর করে । ইহা উপলব্ধি করিয়া তিনি অজ্ঞানাত্ম জনসাধারণের জন্ত এই ভাগবত-সংহিতা প্রণয়ন করেন । ৬

এই ভাগবত-সংহিতা শ্রবণ করিলে মানবের পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং সেই ভক্তিই—মানবের শোক, মোহ ও ভয় বিনাশ করে । ৭

মহর্ষি বেদব্যাস প্রথমে ভাগবত-সংহিতা রচনা করেন, তৎপরে তাহা সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া নিবৃত্তি-পথের পথিক নিজপুত্র শ্রীশুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন । ৮

বিস্তৃতি—এই তিনটি শ্লোকে ভাগবতের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য কথিত হইয়াছে । শ্রীভগবান্ নিজ বিভাশক্তি দ্বারা মায়াকৃতিকে দমন করিয়া রাখেন—তিনি নিত্যানন্দ-স্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া তাঁহার নাম ঈশ্বর । আর জীব মায়ার অধীন, নিজ স্বরূপ আবৃত—শুধু আবৃত নহে,

নিজ স্বরূপের বিপরীত ভাবে অবস্থান করে । তবে, জীবের উদ্ধারের উপায় শ্রীভগবানে ভক্তি । ঈশ্বরের বশে মায়াকে চলিতে হয়, জীব মায়ার দ্বারা চালিত ও পীড়িত হয়, ইহাই ঈশ্বর ও জীবের পার্থক্য । ভক্তির আবেশে ভগবানের করুণা-পাত্র হইলে অবিভা তখন জীবকে ভয়ে পরিত্যাগ করে । ৫-৭



শ্রীশৌনক উবাচ ।

স বৈ নিরুত্তিরিতঃ সর্বত্রোপেক্ষকো যুনিঃ । কশ্চ বা বৃহতীমেতান্মাত্মারামঃ সমভ্যসৎ ॥ ৯ ॥

শ্রীসূত উবাচ ।

আত্মারামাশ্চ যুনয়ো নিগ্রহা অপ্যরুক্রমে । কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিথস্থতগুণো হরিঃ ॥ ১০ ॥

হরেণ্ড গাক্ষিগুমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ । অধ্যগামহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ ॥ ১১ ॥

পরীক্ষিতোহথ রাজর্ষেজ্ঞস্বকর্ম্মবিলাপনম্ । সংস্থাঞ্চ পাণ্ডুপুত্রাণাং বক্ষ্যে কৃষ্ণকথোদয়ম্ ॥ ১২ ॥

যদা যুধে কৌরবসংগৃহ্যাণাং বীরেষুথো বীরগতিং গতেষু ।

রুকোদরাবিক্রগদাভিমর্ষভয়োৰুদণ্ডে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রৈঃ ॥ ১৩ ॥

ভর্তৃঃ প্রিয়ং দ্রৌণিরিতি স্য পশ্যন্ কৃষ্ণাশ্বতানাং স্বপতাং শিরাংসি ।

উপাহরদ্বিপ্রিয়মেব তস্মৈ জুগুপ্সিতং কশ্চ বিগর্হয়ন্তি ॥ ১৪ ॥

মাতা শ্বতানাং নিধনং শিশুনাং নিশম্য ঘোরং পরিতপ্যমানা ।

তদারুদৎ বাস্পকলাকুলাক্ষী তাং সাস্বয়ম্মাহ কিরীটমালী ॥ ১৫ ॥

তদা শুচস্তে প্রযুজ্যামি ভদ্রে যদ্ব্রহ্মবক্ষোঃ শির আততায়িনঃ ।

গাণ্ডীবমুক্তৈর্বিশিষ্টৈরুপাহরে ত্বাক্রম্য যৎ স্নাস্তসি দম্বপুত্রা ॥ ১৬ ॥

শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন—সেই যুনিবর শুক-  
দেব ত' ছিলেন বিষয়াভিলাষশূন্য—সর্ববিষয়ে  
উপেক্ষাশীল, --আত্মানন্দে বিভোর; কি কারণে তিনি  
এই এত বড় সংহিতাখানি অভ্যাস করিলেন ? ৯

সূত বলিলেন,--গাহারা বন্ধনমুক্ত—আত্মারাম,  
সেইরূপ যুনিগণও কোন কামনা না করিয়াই  
ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন—  
শ্রীহরির এমনই গুণ যে, সকাম নিকাম—সকল  
পুরুষই তাঁহাকে ভজনা করিতে ভালবাসে । ১০

ভগবান্ শুকদেব শ্রীহরির গুণে আকৃষ্ট হইয়াই  
সেই মহান্ গম্ব (ভাগবত) অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং  
বিষ্ণুভক্ত জনগণ তাঁহার নিত্য প্রিয় হইয়াছিলেন । ১১

যুনিগণ, এইবার কৃষ্ণ-কথার আরম্ভে প্রসঙ্গক্রমে  
আপনাদিগের নিকট রাজর্ষি পরীক্ষিতের জন্ম, কর্ম্ম ও  
মরণ-বৃত্তান্ত এবং পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থান বর্ণনা  
করিব । ১২

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে কৌরব ও পাণ্ডবগণের বীরগণ

স্বর্গগমন করিলে ভীমসেন গদাঘাতে দুর্গোধনের  
উরু ভঙ্গ করেন । সেই সময়ে অশ্বপামা দ্রৌপদীর  
নিদ্রিত শিশু পুত্রগণের শিরশ্ছেদ করিয়া আনিয়া  
দুর্গোধনকে উপহার প্রদান করিলেন । এ কর্ম্ম  
দুর্গোধনের অপ্রিয় হইলেও তিনি ভাবিয়াছিলেন,  
প্রভুর কি প্রিয়কার্য্যই না সাধন করিলাম ! 'কিন্তু  
মুণ্ডিত কার্ধ্যের নিন্দা সকলেই করিয়া থাকেন । ১৩-১৪

শিশুগণের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া যখন জননী  
দ্রৌপদী দুঃসহ শোকে কাতর হইয়া—বিগলিত অশ্রু-  
ধারায় আকুলনেত্রে রোদন করিতে লাগিলেন, তখন  
অর্জুন তাঁহাকে সাস্থনা দিয়া বলিলেন— । ১৫

দেবি ! আমি যখন গাণ্ডীব-মুক্ত বাণপ্রহারে  
সেই শিশুঘাতী আততায়ী ব্রাহ্মণাধমের মস্তক ছেদন  
করিয়া আনিয়া তোমাকে উপহার দিব—আর তুমি  
তোমার শিশুগণের দ্বাহাস্তে সেই ছিন্ন মস্তকের উপর  
উপবেশন করিয়া স্নান করিবে, তখন আমি তোমার  
শৌকাঙ্গ মার্জন করিব । ১৬



ইতি প্রিয়াং বজ্রং বিচিত্রজন্মৈঃ স সাস্থ্যয়িত্বাচ্যুতমিত্রসূতঃ ।

অস্বাদ্রবৎ দংশিত উগ্রধন্বা কপিধ্বজো গুরুপুত্রং রথেন ॥ ১৭ ॥

তমাপতন্তুং স বিলোক্য দূরাৎ কুমারহোদ্ধিগমনা রথেন ।

পরাদ্রবৎ প্রাণপরীপ্সুরুর্ব্যাং যাবদগমং রুদ্রভয়াদবধার্কঃ ॥ ১৮ ॥

যদাশরণমাত্মানমৈক্ষত শ্রাস্তবাজিনম্ । অস্ত্রং ব্রহ্মশিরো মেনে আত্মভ্রাণং দ্বিজাত্যজঃ ॥ ১৯ ॥

অথোপস্পৃশ্য সলিলং সন্দধে তৎ সমাহিতঃ । অজানন্নপি সংহারং প্রাণকৃচ্ছ্র উপস্থিতে ॥ ২০ ॥

ততঃ প্রাতুক্ষতং তেজঃ প্রচণ্ডং সর্বতোদিশম্ । প্রাণাপদমভিশ্রেক্য বিষ্ণুং জিষ্ণুরুবাচ হ ॥ ২১ ॥

শ্রীঅর্জুন উবাচ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো ভক্তানাং ভয়ঙ্কর । হ্রমেকো দহমানানামপবর্গোহসি সংসৃতঃ ॥ ২২ ॥

হ্রমাণঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ । মায়াং ব্যুদস্ত্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি ॥ ২৩ ॥

স এব জীবলোকস্ত মায়ামোহিতচেতসঃ । বিধৎসে স্নেন বীর্যেণ শ্রেয়ো ধর্মান্দিলক্ষণম্ ॥ ২৪ ॥

অর্জুন নিজ প্রিয়তমাকে এইরূপ বিচিত্র মধুর বচনে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া—কবচ ধারণ ও প্রচণ্ড ধনুর্গ্রহণ করিলেন এবং একাধারে মিত্র ও সারথি—শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক চালিত রথে আরোহণ করিয়া গুরুপুত্র অশ্বখামার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন । ১৭

শিশুঘাতী সেই অশ্বখামা দূর হইতে অর্জুনকে রথারোহণে আসিতে দেখিয়া রুদ্রভয়ে ভীত সূর্যের ছায় প্রাণরক্ষার জন্ত কাম্পিত-হৃদয়ে প্রাণপণ শক্তিতে পলায়ন করিতে লাগিলেন । ১৮

পলায়ন করিতে করিতে যখন অশ্ব ক্রান্ত হইয়া পড়িল, এবং নিজেকে একান্ত অশরণ দেখিলেন, তখন সেই অবিবেচক ভ্রাগণতনয় ব্রহ্মাস্ত্রকেই আত্মরক্ষার উপায় মনে করিলেন। অশ্বখামা ব্রহ্মাস্ত্রের প্রতিসংহার না জানিলেও প্রাণসঙ্কট উপস্থিত বুঝিয়া অগত্যা আচমন করিয়া সমাহিত-চিত্তে ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলেন । ১৯-২০

বিশ্লেষ—বিদ্যাম্বালী নামক কোন রাক্ষস তপস্তা করিয়া রুদ্রদেবের নিকট হইতে একটি সুবর্ণময় বিমান প্রাপ্ত হন। তৎপরে বিদ্যাম্বালী সেই তেজঃপূর্ণ বিমানে আরোহণ করিয়া সূর্যের পশ্চাতে পশ্চাতে ভ্রমণ করিতে থাকেন, কলে, বিমানভেজে রাজি বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন সূর্য্য-দেব নিজ প্রভাবে বিমানখানি দ্রবীভূত করিয়া ফেলিয়া দেন। ইহা শুনিয়া রুদ্রদেব ক্রুদ্ধ হইলে সূর্য্য ভয়ে পলায়ন

ব্রহ্মাস্ত্র প্রক্ষিপ্ত হইবামাত্র দশদিগ্‌ব্যাপী প্রচণ্ড তেজোমণ্ডল প্রকটিত হইয়া উঠিল। তখন অর্জুন প্রাণের বিপদ আশঙ্কা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আবেগভরে বলিলেন । ২১

হে কৃষ্ণ ! হে মহাবাহো ! হে ভক্তগণের ভয়-ভঞ্জন ! একমাত্র তুমিই সংসার-তাপ-দগ্ধ মানবগণের রক্ষাকর্তা । ২২

তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তুমিই আদি পুরুষ এবং এই বিশ্বের আদি কারণ ; তুমি প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন,—তুমি নিষিকার ; নিজ চিচ্ছক্তির দ্বারা তুমি মায়াকে বিদূরিত করিয়া কেবল গানন্দময় স্বরূপে অবস্থিত আছ । ২৩

সেই তুমিই আবার মায়ায় অভিভূত জীবগণের ধর্মাদি গাঙ্ঘিত ফল নিজ প্রভাবে প্রদান করিয়া থাক । ২৪

করিতে থাকেন। তখন রুদ্রের কোপদৃষ্টিতে সূর্য্য দগ্ধ হইয়া বারাগসীতে পতিত হন। বারাগসীতে লোলার্ক নামে বিখ্যাত তীর্থই এই সূর্য্য-পতনের স্থান। ইহা বামনপুরাণের আখ্যায়িকা। ‘বথার্কঃ’ এই স্থানে ‘বধা কঃ’ এইরূপ পাঠভেদ বধার আছে, সেখানে ‘ক’ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। রুদ্রভয়ে ব্রহ্মার সুগুরু ধারণ ও পলায়নবার্তা সুপ্রসিদ্ধ । ১৮।



তথায়ঞ্চাবতারস্তে ভুবো ভারজিহীৰ্ষয়া । স্থানাক্ষানন্তভাবানামনুধ্যানায় চাসকৃৎ ॥ ২৫ ॥

কিমিদং শিৎ কুতো বেতি দেবদেব ন বেদ্যাহম্ । সৰ্ব্বতোমুখমায়াতি তেজঃ পরমদারুণম্ ॥ ২৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

বেথেদং দ্রোণপুত্রস্ত ব্রাহ্মমন্ত্রং প্রদর্শিতম্ । নৈবাসৌ বেদ সংহারং প্রাণাবাধ উপস্থিতে ॥ ২৭ ॥

ন হস্ত্যান্ততমং কিঞ্চিদম্ প্রত্যবকর্শনম্ । জহন্ততেজ উন্নমন্তজোহস্তন্ততেজসা ॥ ২৮ ॥

শ্রীসূত উবাচ ।

শ্রুত্বা ভগবতা প্রোক্তং ফাল্গুনঃ পরবীরহা । স্পৃষ্টাপস্তং পরিক্রম্য ব্রাহ্মং ব্রাহ্মায় সন্দধে ॥ ২৯ ॥

সংহত্যাশোন্তমুভয়োস্তেজসী শরসম্ভতে । আরত্য রোদসী খঞ্চ ববৃধাতেহর্কবহিবৎ ॥ ৩০ ॥

দৃষ্টান্ততেজস্ত তয়োজ্ঞীল্লোকান্ প্রদহন্বহৎ । দহমানাঃ প্রজাঃ সৰ্ব্বাঃ সান্বর্তকমমংসত ॥ ৩১ ॥

প্রজোপদ্ৰবমালক্ষ্য লোকব্যতিকরণং তম্ । মতঞ্চ বাহুদেবস্ত সংজহারাজ্জুনো দ্রয়ম্ ॥ ৩২ ॥

তত আসাচ্চ তরসা দারুণং গোতমীহৃতম্ । ববন্ধামৰ্ষতাব্রাহ্মণঃ পশুং রসনয়া যথা ॥ ৩৩ ॥

শিবিরায় নিনীষন্তং রজ্জ্বা বধ্বা রিপুং বলাৎ । প্রাহাজ্জুনং প্রকুপিতো ভগবানম্বুজেক্ষণঃ ॥ ৩৪ ॥

মৈনং পার্থাহসি ত্রাতুং ব্রহ্মবক্ষুমিমং জাহ । যোহসাবনাগসঃ স্থপ্তানবধীম্শি বালকান্ ॥ ৩৫ ॥

ইচ্ছামাত্রেই যাহা তুমি সম্পন্ন করিতে পারিতে— সেই ভূভারহরণের নিমিত্তই যে কেবল তোমার এই কৃষ্ণাবতার গ্রহণ, তাহা নহে, ইহাতে তোমার কৃপাও প্রকাশিত হইয়াছে; কেন না, জ্ঞাত্তির্বাণ ও একান্ত ভক্তগণ সর্বদা তোমার রূপ ধ্যান করিয়া কৃতার্থ হইতেছে । ২৫

হে দেবদেব ! এক্ষণে বল বল, এ কি ? দশদিক্ ব্যাপ্ত করিয়া অতি দারুণ তেজোরশি কোথা হইতে আসিতেছে—আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না । ২৬

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—ইহা অশ্বখামার ব্রহ্মাস্ত্র, সে নিজে ইহার প্রতिसংহার জানে না, তথাপি তাহার প্রাণসকট উপস্থিত দেখিয়া সে এই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছে । ২৭

কিন্তু অগ্রে কোন অস্ত্রই ইহাকে নিরস্ত করিতে পারিবে না । তুমি অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ, একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া এই ব্রহ্মাস্ত্রের উৎকর্ষ তেজঃ প্রতিহত কর । ২৮

সূত কহিলেন, শরদমনকারী অর্জুন শ্রীভগবানের এই কথা শুনিয়া আচমন করিলেন এবং তাঁহাকে

প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রহ্মাস্ত্রের উদ্দেশে নিজ ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলেন । তখন উভয় অস্ত্র পরস্পর মিলিত হইয়া তেজো-রাশির শরজালে—স্বর্গ-মর্ত্য, আকাশ-অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল । বোধ হইল যেন,—প্রলয়কালের সূর্য ও অগ্নি পরস্পর সজ্জ্বল করিয়া বর্ধিত হইতেছে । ২৯-৩০

প্রজাকুল সমুদ্র হইয়া উঠিল । অর্জুন ও অশ্বখামার ভীষণ অস্ত্রতেজে ত্রিভুবন দধ্ব হইতেছে দেখিয়া তাহাদের মনে হইল, যেন প্রলয়গ্নি উপস্থিত হইয়াছে । ৩১

তখন অর্জুন প্রজাবর্গের এইরূপ সম্ভাপ দেখিয়া ও সৃষ্টিনাশ আশঙ্কা করিয়া বাহুদেবের অভিপ্রায় অনুসারে উভয় অস্ত্রই সংহার করিয়া লইলেন । তিনি তৎপরে রৌদ্রকলোচনে বেগে ধাবিত হইয়া সেই নির্ভুর কৃপী-নন্দন অশ্বখামাকে বলির পশুর হায়া বল-পূর্বক রজ্জ্ব দ্বারা বন্ধন করিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে নিজ শিবিরভিমুখে আনিতে উত্তত হইলে—পদ্মপলাশলোচন শ্রীভগবান্ কোপভরে বলিতে লাগিলেন—পার্থ, এই ব্রাহ্মণাধমকে হত্যা কর । যে নিপীষে নিরস্ত্র শিশুগণকে হত্যা করিতে পারে, তাহাকে কোনরূপেই মুক্তি দেওয়া উচিত নহে । ৩২-৩৫



মন্তং প্রমত্তমুম্মত্তং সুপুং বালং স্ত্রিয়ং জড়ম্ । প্রপন্নং বিরথং ভীতং ন রিপুং হস্তি ধর্মবিৎ ॥৩৬॥  
 স্বপ্রাণান্ যঃ পরপ্রাণৈঃ প্রপুষ্পাত্যাহুগঃ খলঃ । তদ্বধস্তস্মৈ হি শ্রেয়ো যদোবাধবাত্যধঃ পুমান্ ॥৩৭॥  
 প্রতিশ্রুতঞ্চ ভবতা পাঞ্চালৈশ্চ শৃণুতো মম । আহরিষ্যে শিরস্তস্মৈ যন্তে মানিনি পুত্রহা ॥ ৩৮ ॥  
 তদসৌ বধ্যতাং পাপ আততায়ীত্ববজ্জুহা । ভর্তৃশ্চ বিপ্রিয়ং বীর কৃতবান্ কুলপাংশনঃ ॥৩৯॥  
 এবং পরীক্ষতা ধর্মং পার্থঃ কৃষ্ণেন চোদিতঃ । নৈচ্ছদ্ধস্তং গুরুহৃতং যদুপ্যাত্মহনং মহান্ ॥৪০॥  
 অথোপেত্য স্বশিবিরং গোবিন্দপ্রিয়সারথিঃ । ত্বেবেদয়ন্তং প্রিয়ায়ৈ শোচন্ত্যাত্মজান্ হতান্ ॥৪১॥

তথাহতং পশুবৎ পাশবদ্ধমবাধুখং কস্মজুগৃহ্মিতেন ।

নিরীক্ষ্য কৃষ্ণাপকৃতং গুরোঃ হৃতং বামস্বভাবা কৃপয়া ননাম চ ॥ ৪২ ॥

উবাচ চাসহস্তুস্মৈ বন্ধনানয়নং সতী । মুচ্যতাং মুচ্যতামেষ ব্রাহ্মণো নিতরাং গুরুঃ ॥৪৩॥  
 সরহস্তো ধনুর্বেদঃ সবিসর্গোপসংযমঃ । অস্ত্রগ্রামশ্চ ভবতা শিক্ষিতো যদনুগ্রহাৎ ॥ ৪৪ ॥  
 স এব ভগবান্ দ্রোণঃ প্রজারূপেণ বর্ততে । তস্তাত্মনোহর্জং পত্ন্যাস্তে নাহুগাধীরসূঃ কৃপী ॥৪৫॥

মন্তপানে মন্ত, রোগাদিতে উন্মত্ত, অসাবধান, নিদ্রিত, শরণাগত, ভীত, অথবা ভয়গত শত্রুকে কিংবা বালক, স্ত্রীলোক ও জড় ব্যক্তি শত্রু হইলেও ইহাদিগকে কোন ধার্মিক কখনও বধ করেন না । ৩৬

যে নিরঞ্জন-নিষ্ঠুর ব্যক্তি পরের প্রাণ দ্বারা আপন প্রাণ পুষ্ট করিতে চাহে—তাহাকে বধ করিলেও তাহারই মজল করা হইবে ; কেন না, পাণ্ডীর প্রায়শ্চিত্ত বা দণ্ড না হইলে সেই পাণ্ডে সে নরকগামী হয় । ৩৭

তাহার উপর তুমি দ্রোপদীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে, হে অশ্বিনি ! তোমার পুত্রহস্তার ছিন্ন মস্তক আনিয়া তোমাকে উপহার দিব । এ কথা আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি । ৩৮

অতএব হে বীর ! আততায়ী পুত্রঘাতী এই পাণ্ডীকে তুমি হত্যা কর, এই কুলদ্বার যে শুধু আমাদের অনিষ্টসাধন করিয়াছে, তাহা নহে—এই শিশুহত্যার দ্বারা আপনার প্রভু দুর্ঘ্যোধনেরও অপ্রিয়চরণ করিয়াছে । ৩৯

এইরূপে ক্রীতগবান্ ধর্মপরীক্ষার উদ্দেশ্যে প্রেরণা দিলেও মহাত্মা অর্জুন সেই পুত্রহস্তা অশ্বখামাকে গুরুপুত্রবিবেচনায় বধ করিতে ইচ্ছা করিলেন না । ৪০

গাঁহার সখা ও সারথি স্বয়ং গোবিন্দ—সেই অর্জুন অশ্বখামাকে আপন শিবিরে আনয়ন করিয়া পুত্রশোকাতুরা দ্রোপদীর হস্তে সমর্পণ করিলেন । ৪১

কোমলস্বভাবা পাঞ্চালী সেইভাবে আনীত গুরু-পুত্রকে পশুর মত রজ্জুবদ্ধ,—কৃত কর্মের জন্য লজ্জায় অধোমুখ—দেখিয়া অপকারী হইলেও তাঁহার প্রতি দয়ার উদয় হইল, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন । ৪২

তাঁহাকে যে বন্ধন করিয়া আনা হইয়াছে, সাধনী দ্রোপদী তাহা সহ করিতে না পারিয়া বলিলেন,—ব্রাহ্মণকে মুক্ত করুন, মুক্ত করুন, ইনি যে আমাদের পরম গুরু । ৪৩

নাথ ! আপনি গাঁহার অনুগ্রহে রহস্ত-মন্ত্র সহিত সমগ্র ধনুর্বেদ এবং প্রয়োগ-সংহারের কৌশলসহ সম্পূর্ণ অস্ত্রবিজ্ঞা শিক্ষা করিয়াছেন, সেই ভগবান্ দ্রোণই পুত্ররূপে বর্তমান । আর তাঁহার সাক্ষাৎ অর্জুন ধর্মপত্নী কৃপী এখনও জীবিতা, তিনি বীর-প্রসবিনী বলিয়া স্বামীর সহযত্ন হই'ন নাই । ৪৪-৪৫



তদ্বর্ষজ্ঞ মহাভাগ ভবন্তিগৌরবং কুলম্ । বর্জিনং নারীতি প্রাপ্তুং পূজ্যং বন্দ্যমভীক্শশঃ ॥৪৬॥  
 মারোদীদন্ত জননী গৌতমী পতিদেবতা । যথাহং মৃতবৎসার্তা রোদিম্যশ্রুমুখী মুহঃ ॥৪৭॥  
 যৈঃ কোপিতং ব্রহ্মকুলং রাজ্ঞৈশ্চরকৃতভ্রুভিঃ । তৎকুলং প্রদহত্যাশু সানুবন্ধং শুচাৰ্পিতম্ ॥৪৮॥  
 শ্রীসূত উবাচ ।

ধর্ম্যং শ্রাদ্ধ্যং সক্রুরং নির্বালীকং সমং মহৎ । রাজা ধর্ম্মস্বতো রাজ্য্যাঃ প্রত্যনন্দহচো দ্বিজাঃ ॥৪৯॥  
 নকুলঃ সহদেবশ্চ যুযুধানো ধনঞ্জয়ঃ । ভগবান্ দেবকীপুত্রো যে চাশ্চে যশ্চ যোষিতঃ ॥৫০॥  
 তত্রাহামর্ষিতো ভীমশ্চ শ্রেয়ান্ বধঃ স্মৃতঃ । ন ভর্তৃর্নান্ননশ্চার্থে যোহহন্ স্পৃহাৎ ছিশূন্ বধা ॥৫১॥  
 নিশম্য ভীমগদিতং দ্রৌপদ্যশ্চ চতুর্ভুজঃ । আলোক্য বদনং সখ্যরিদমাহ ভস্মিব ॥৫২॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

ব্রহ্মবর্জুন হস্তব্যং আততায়ী বধার্হণঃ । ময়েবোভয়মাত্মাতং পরিপাহনুশাসনম্ ॥৫৩॥  
 কুরু প্রতিশ্রুতং সত্যং যন্তং সান্ত্বয়তা প্রিয়াম্ । প্রিয়ঞ্চ ভীমসেনস্য পাঞ্চাল্যা মহমেব চ ॥৫৪॥  
 শ্রীসূত উবাচ ।  
 অর্জুনঃ সহস্রাজ্যায় হরেহর্দমধাসিনা । মণিঃ জহর মুর্দ্ধন্যং দ্বিজস্য সহ মুর্দ্ধজম্ ॥৫৫॥

হে মহাভাগ, আপনি ধর্ম্মজ্ঞ, আপনাদের কৃত কার্যের ফলে সেই গুরুকুল যে দুঃখ ভোগ করিবেন, ইহা কোনরূপেই কর্তব্য নহে ; পরন্তু সেই গুরুবংশের সর্বদা পূজা ও বন্দনা করা উচিত । ৪৬

আমি যেমন পুত্রহারা আতুরা হইয়া অবিবত অশ্রুসিক্তবদনে বোদন করিতেছি, সেইরূপ ইহার জননী পতিব্রতা কৃপী যেন রোদন না করেন । ৪৭

আত্মদমনে অসমর্থ যে সকল ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকুলের ক্রোধ উৎপাদন করে, তাহারা সপরিবাবে শোক-গ্রস্ত হইয়া সহরই দগ্ধ হইয়া যায় । ৪৮

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ ! রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, সাতর্কি, অর্জুন, ভগবান্ দেবকীপুত্র এবং অশ্বাশ্ব পুরুষগণ ও মহিলারূপ যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সকলেই রাজ্যের সেই ধর্ম্মসম্পদ, শ্রাদ্ধা, অকপট, পক্ষপাতশূন্য—দয়াপূর্ণ উদার বাক্য অনুমোদন করিলেন । ৪৯-৫০

কিন্তু ভীমসেন ক্রোধভরে বলিলেন,—যে চুরাঙ্গা বিনা দোষে নিদ্রিত শিশুগণকে বধা হত্যা করিয়াছে—প্রভুরও ঘৃষ্ণি হয় নাই—আপনারও স্বার্থসিদ্ধি হয়

নাই—সে ব্যক্তির প্রাণদণ্ডই উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া মনে করি । ৫১

দ্রৌপদী ও ভীমের কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ উভয়কেই নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে চতুর্ভুজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং অর্জুনের মুখেব দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্তের সহিত বলিতে লাগিলেন । --

ব্রাহ্মণ অধম হইলেও অবধ্য, আবার আততায়ী অবশ্য বধ্য । শাস্ত্রের এই উভয় ব্যবস্থাই আমি নির্দেশ করিয়াছি, অতএব এই দ্বিবিধ অনুশাসনেরই মর্যাদা রক্ষা কর । ৫২-৫৩

হে অর্জুন, পত্নীকে সাত্বনা দিবার সময়ে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা সত্যে পরিণত কর এবং ভীমসেন, দ্রৌপদী ও আমার প্রিয়কর-কার্যের অনুষ্ঠান কর । ৫৪

সূত বলিলেন,—প্রাণরক্ষা ও বধ উভয়ই কখনও এক ব্যক্তিতে সম্ভবপর নহে—ইহা চিন্তা করিয়া অর্জুন শ্রীহরির অভিপ্রায় বুঝিলেন, এবং হরিতে খড়্গ দ্বারা কেশ-সহজাত অশ্বখামার মস্তকমণি ছেদন করিয়া লইলেন । ৫৫



বিমুচ্য রসনাবন্ধং বালহর্ত্যাহতপ্রভম্ । তেজসা মগিনা হীনং শিবিরান্মিরযাপয়ৎ ॥ ৫৬ ॥  
 বপনং দ্রবিণাদানং স্থানান্মির্যাপণং তথা । এষ হি ব্রহ্মবন্ধুনাং বধো নাত্যোহস্তি দৈহিকঃ ॥ ৫৭ ॥  
 পুঞ্জশোকাতুরাঃ সর্বে পাণ্ডবাঃ সহ কৃষ্ণয়া । 'স্থানাং মৃতানাং যৎকৃত্যং চক্রুনির্হরণাদিকম্ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈষ্ণবাসিক্যাং

প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে দ্রৌণদ্রুপো নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

একে শিশুহত্যা-পাপেই অত্মপামা নিপ্রভ হইয়া-  
 ছিলেন, তাহাতে আবার মগিহান হওয়াতে অধিকতর  
 নিস্তেজ হইলেন । অর্জুন তাহার রজ্জুবন্ধন মোচন  
 করিয়া শিবির হইতে নিকাশিত করিয়া দিলেন । ৫৬  
 গুণ্ডন, ধনসম্পদ-হরণ ও স্বস্থান হইতে নিবাসন

—অধম ব্রাহ্মণদিগের ইহাই বন্দন, শারীরিক দণ্ড  
 তাহাদের নাই । ৫৭

অতঃপর পুঞ্জশোকাতুর পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত  
 মৃতপুঞ্জদিগের দহন-বহনাদি ক্রিয়া সমাপ্তই সম্পাদন

করিলেন । ৫৮

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ।



## অষ্টম অধ্যায়

শ্রীসূত উবাচ ।

অথ তে সম্পরিতানাং স্থানামুদকমিচ্ছতাম্ । দাতুং সকৃৎ গঙ্গায়াং পুরস্কৃত্য যযুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১ ॥  
 তে নিনীষোদকং সর্বৈ বিলপ্য চ ভূশং পুনঃ । আপ্পুতা হরিপাদাজ্বরজঃপূতসরিজ্জলে ॥ ২ ॥  
 তত্রাসীনং কুরুপতিং ধৃতরাষ্ট্রং সহানুজম্ । গান্ধারীং পুত্রশোকাকর্ষিতাং পৃথাং কৃষ্ণাঞ্চ মাধবঃ ॥ ৩ ॥  
 সান্ধ্যামাস মুনিভির্হিতবন্ধুন্ শুচার্চিতান্ । ভূতেষু কালস্য গতিং দর্শয়ন্ন প্রতিক্রিয়াম্ ॥ ৪ ॥  
 সাধয়িত্বাজাতশত্রোঃ স্বরাজ্যং কিতবৈহতম্ । যাতয়িত্বাহসতো রাজ্ঞঃ কচম্পর্শকতায়ুযঃ ॥ ৫ ॥  
 যাজয়িত্বান্বমেধস্তং ত্রিভিরুভয়কল্পকৈঃ । তদযশঃ পাবনং দিগ্ধু শতমনোরিবা তনোৎ ॥ ৬ ॥  
 আমন্ত্র্য পাণ্ডুপুত্রাংশ্চ শৈনৈর্যোদ্ধবসংযুতঃ । দ্বৈপায়নাদিভির্বিপ্রৈঃ পূজিতেঃ প্রতিপূজিতঃ ॥ ৭ ॥  
 গন্তুং কৃতমতিত্রান্নান্ দ্বারকাং রথমাশ্রিতঃ । উপলেভেহভিধাবন্তীমুত্তরাং ভয়বিস্মলাম্ ॥ ৮ ॥  
 পাহি পাহি মহাযোগিন্ দেবদেব জগৎপতে । নান্যং তদভয়ং পশ্যে যত্র মৃত্যুঃ পরম্পরম্ ॥ ৯ ॥

কুন্তীকৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তব ও  
 রাজা যুধিষ্ঠিরের শোক ।

সূত বলিলেন,—অনন্তর পাণ্ডবগণ জলাভিনাষী প্রেতপ্রাপ্ত (মৃত) পুত্রগণের তপণ করিবার জন্ত শাস্ত্রবিধানানুসারে নারীগণকে অগ্নে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত জাহ্নবাভীরে গমন করিলেন । ১

জাহ্নবীজলে তাঁহারা সকলেই অবগতন করিয়া অভিশয় রোদন করিতে করিতে উদকাঞ্জলি দান করিয়া শ্রীহরিপাদপদ্ম-নিঃসৃত সেই পুত সলিলে পুনরায় স্নান করিলেন । ২

স্নানাদি সমাপন হইলে সেখানে রাজা যুধিষ্ঠির এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও পুত্রশোকাকর্ষিতা গান্ধারী, কুন্তী এবং দ্রৌপদী—সকলকেই মৃতস্বজনগণের জন্ত শোকাকুল হইতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন,—কালের প্রভাব কেহই অতিক্রম কবিত্তে পারে না—প্রাণিগণ সময় উপস্থিত হইলে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে, তাহাব কোন প্রতিবিধান নাই—অতএব শোক করিবেন না । এইভাবে কালের

অপ্রতিহত গতির বিষয় বুঝাইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিলেন । ৩-৫

দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ প্রভৃতি পাশে দুয়োধনাদি দুইট বাজগণের আয়ঃ ক্ষীণ হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বিনাশসাধন করাইয়া—ধূর্ততা দ্বারা অপহৃত যুধিষ্ঠিরের নিজরাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তাহাকে উত্তমকল্পের তিনটি অশ্বমেধ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান কবাইয়া ইন্দ্রের আয় দর্শনদিকে তাঁহার পবিত্র যশঃ বিস্তার করিয়াছিলেন । ৬

অতঃপব শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে সন্তোষণ করিয়া এবং বেদব্যাসাদি মুনিগণের যথাযোগ্য পূজা করিয়া সাগ্যকি ও উদ্ধবের সহিত দ্বারকায় গমন করিতে উদ্যত হইলে মূনিগণও তাঁহার প্রতিপূজা করিলেন । ৭

হে ব্রহ্মণ, তিনি দ্বারকাগমনে নিশ্চয় করিয়া যেমন রথে আরোহণ করিবেন, অমনি দেখিলেন, উত্তরা ভয় বিহ্বলা হইয়া বেগে তাঁহার অভিমুখে আগমন করিতেছেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন,—হে দেবদেব, হে মহাযোগিন্—হে জগন্নাথ ! আমাকে রক্ষা কর—রক্ষা কর । এ সংসারে তুমি ভিন্ন আর কাহাকেও নির্ভয় দেখিতে পাই না ; কারণ, মনুষ্যমাত্রই মৃত্যুর অধীন । ৮-৯



অভিজ্ঞবতি মামীশ শরন্তুগায়সো বিভো । কামং দহতু মাং নাথ মা মে গর্ভো নিপাত্যতাম্ ॥১০॥  
শ্রীসূত উবাচ ।

উপধার্য্য বচন্তুতা ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ । অপাণ্ডবমিদং কৰ্ত্তুং দ্রৌণেরশ্রমবৃথাত ॥ ১১ ॥  
তর্হ্যেবাথ মুনিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবাঃ পঞ্চ সায়কান্ । আত্মনোহভিমুখান্ দীপ্তানালক্যাত্মাণ্যুপাদহুঃ ॥১২॥  
ব্যসনং বীক্ষ্য তন্ত্বেষামনন্তবিষয়াজ্ঞানাম্ । স্মদর্শনেন স্বাস্ত্রেণ স্বানং রক্ষাং ব্যাধাৎস্থিভুঃ ॥ ১৩ ॥  
অন্তঃস্থঃ সর্বভূতানামাত্মা যোগেশ্বরো হরিঃ । স্বমায়য়ারণোদগর্ভং বৈরাট্যাঃ কুরুতন্তবে ॥ ১৪ ॥  
যদ্যপ্যস্ত্রং ব্রহ্মশিরস্তুমোঘং চাপ্রতিক্রিয়ম্ । বৈষ্ণবং তেজ আসাণ্ড সমশাম্যদ্ ভৃগুদ্বহ ॥ ১৫ ॥  
মা মংস্থা হ্যেতদাশ্চর্য্যং সর্ব্বাশ্চর্য্যময়েহচ্যুতে । য ইদং মায়য়া দেব্যা সৃজ্যতাংবতি হস্ত্যজঃ ॥ ১৬ ॥  
ব্রহ্মতেজোবিনির্ম্মুক্তৈরায়াজৈঃ সহ কৃষ্ণয়া । প্রয়াণাতিমুখং কৃষ্ণমিদমাহ পৃথা সতী ॥ ১৭ ॥  
শ্রীকৃষ্ণুবাচ ।

নমস্তে পুরুষং স্বাগমীশ্বরং প্রকৃতেঃ পরম্ । অলক্যং সর্ব্বভূতানামন্তর্কহিরবস্থিতম্ ॥ ১৮ ॥

হে প্রভো ! হে ভগবন্ ! ত্বলন্ত লৌহদণ্ডতুল্য একটি ভয়ঙ্কর বাণ আমার অভিমুখে আসিতেছে । তাহাতে আমি দগ্ধ হই, কিছুমাত্র খেদ নাই, কিন্তু যেন আমার গর্ভস্থ সন্তানের কোন অনিষ্ট না হয় । ১০

সূত বলিলেন,—ভক্তবৎসল ভগবান্ উত্তরার ঐ কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন—অশ্রুপান্না পৃথিবীকে পাণ্ডববহীন কবিবার জন্ত ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছে । ১১

হে মনিবর ! পাণ্ডবগণ সেই প্রদীপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রকে আপনাদিগের অভিমুখে আসিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ নিজ নিজ অস্ত্র গ্রহণ করিলেন । ১২

কিন্তু অস্ত্র অস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্র নিবারিত হইবার নহে ; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার একান্ত আশ্রিত পাণ্ডুপুত্রগণের আসন্ন মহাবিপদ উপস্থিত দেখিয়া তিনি নিজ স্মদর্শন অস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্র প্রতিহত করিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিলেন ; এবং অন্তর্ধ্যামী যোগেশ্বর শ্রীহরি বিরাট-রূহিতা উত্তরার গর্ভ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কুরুবংশের অকুরটিকে রক্ষা করিবার জন্ত নিজমায়া দ্বারা গর্ভটি আচ্ছাদিত করিলেন । ১৩-১৪

হে ভৃগুকুলগৌরব শৌনক ! যদিও ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ হইবার নহে, তথাপি তাহা বৈষ্ণব ভক্তের সহিত মিলিত হইয়া একেবারে শাস্ত হইয়া গেল । ১৫

ইহা আশ্চর্য্য মনে করিবেন না, যিনি জন্মরহিত হইয়াও নিজ মায়া দ্বারা এই বিশ্ব-সংসারের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়সাধন করিয়া থাকেন—তাঁহার পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য নাই—তিনি যে সর্ব্বাশ্চর্য্যময় । ১৬

তখন শ্রীকৃষ্ণ ঐ প্রকারে পাণ্ডবগণকে ব্রহ্মাস্ত্র-তেজ হইতে রক্ষা করিয়া দ্বারকায় প্রস্থান করিতে উত্তত হইলে কুন্তীদেবী পুত্রবধু ও পুত্রগণের সহিত একত্র মিলিত হইয়া তাঁহাকে এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন । ১৭

কুন্তী বলিলেন,—তুমি ও' বয়ঃকনিষ্ঠ নহ, তুমি স্বয়ং ঈশ্বর, জগতের আদিপুরুষ, তোমাকে আমার নমস্কার ; তুমি প্রকৃতির অতীত, কিন্তু প্রকৃতি তোমার বশবর্ত্তিনী । তুমি সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে পূর্ণরূপে অবস্থিত থাকিলেও, তোমাকে কেহ দেখিতে পায় না । ১৮



মায়াজবনিকাচ্ছন্নগজাধোক্ষজমব্যয়ম্ । ন লক্ষ্যসে মূঢ়দৃশা নটো নাট্যধরো যথা ॥ ১৯ ॥  
তথা পরমহংসানাং মুনীনাং মলানাম্ । ভক্তিব্যোগবিধানার্থং কথং পশ্যেমহি স্ত্রিয়ঃ ॥ ২০ ॥  
কৃষ্ণায় বাহুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ । নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ২১ ॥

নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে ।

নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাজুয়ে ॥ ২২ ॥

যথা হৃষীকেশ খলেন দেবকী কংসেন রুদ্ধাতিচিরং শুচাপিতা ।

বিমোচিতাহংক সহাত্মজা বিভো ত্বয়ৈব নাথেন মুক্তবিপদগণাং ॥ ২৩ ॥

বিদ্যাম্বাহায়েঃ পুরুষাদদর্শনাদসংসভায়া বনবাসকুচুতঃ ।

মুখে মূধেহ্নেকমহারথাস্ত্রতো দ্রোণ্যস্ত্রতশ্চাস্ম্য হরেহভিরক্ষিতাঃ ॥ ২৪ ॥

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদুত্তরো ।

ভবতো দর্শনং যৎ স্তাদপুনর্ভবদর্শনম্ ॥ ২৫ ॥

আমি অজ্ঞান নারী, ভক্তিব্যোগের কিছুই জানি না, মায়াবনিকা দ্বারা আবৃত ; তোমার অপরিচ্ছিন্ন রূপকে শুধু নমস্কার করি। তুমি ইন্দ্রিয়-ব্রহ্ম জ্ঞানের অগোচর। মুগ্ধদৃষ্টি দর্শক যেমন নাটকের নটকে চিনিতে পারে না, সেইরূপ জীবও দেহাভিमानে অন্ধ হইয়া তোমাকে দেখিতে পায় না। ১৯

তোমার মহিমা এমনই যে,—বিশুদ্ধচিত্ত বিবেকী পরমহংস মুনিগণও তোমার স্বরূপদর্শনে অক্ষম, আমরা সামান্য নারী হইয়া কেমন করিয়া তোমাকে দেখিতে পাইব—যাহাব ফলে ভক্তিব্যোগের উদয় হইবে ? ২০

ভক্তি নাই, জ্ঞান নাই,—তাই তোমাকে শুধু নমস্কার কবিয়া কৃতার্থ হইতেছি। হে কৃষ্ণ ! হে বাহুদেব, হে দেবকীনন্দন, হে নন্দগোপকুমার ! হে গোবিন্দ ! হে পদ্মনাভ ! হে কমলমালী ! হে পঙ্কজনয়ন ! তোমার কমল-চিকিত চরণযুগলে বার বার নমস্কার করি। ২১-২২

হে হৃষীকেশ, যেমন তুমি তোমার শোকগ্রস্তা দুঃখিনী জননী দেবকীকে ক্রুর কংসের দীর্ঘ কারাবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছিলে, হে নাথ ! সেইভাবে পুঞ্জ-

গণের সহিত আমাকেও বহুবিধ বিপদ হইতে তুমিই বার বার রক্ষা করিয়াছ কি ? তাহা নহে—তোমার জননী হইতেও আমাতে তোমার প্রীতি সমধিক প্রকাশ পাইয়াছে। কেন না,—তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া কারাগৃহের যাতনা, এবং বহু সম্ভান-বিযোগের দুঃখ ভোগ করিয়া একবার মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন—আর আমি বার বার বিপদে পড়িয়াছি—তুমি বার বার বিপদ হইতে আমাকে মুক্ত করিয়াছ—আমার পুঞ্জগণকে রক্ষা করিয়াছ। ২৩

হে হরে ! আমার পুঞ্জগণ বিষপ্রয়োগ, জড়-গৃহদাহ ও হিড়িম্বাদি রাক্ষসের সম্মুখ হইতে যে রক্ষা পাইয়াছে, সে শুধু তোমারই করুণাবলে। পাশা-খেলার সেই অসংসভা, বনবাস-ক্লেশ ও প্রতিযুদ্ধে মহারথগণের অন্ত্র হইতে তুমিই তাহাদিগকে রক্ষা করিলে। ২৪

হে জগদীশ ! প্রার্থনা করি, যেন সেই সকল বিপদ আমাদের নিয়তই আসে—যাহার জন্য তোমার দর্শনলাভ করিতে পারি। তোমার দর্শন পাইলে আর এ সংসার দর্শন করিতে হয় না। ২৫



ভ্রমৈশ্বৰ্য্যশ্ৰেতশ্চিতিরেধমানমদঃ পুমান্ । নৈবাহিত্যভিধাতুং বৈ স্বামিকিঞ্চনগোচরম্ ॥ ২৬ ॥  
নমোহকিঞ্চনবিত্তায় নিরন্তরশ্রুতয়ে । আত্মারামায় শান্তায় কৈবল্যপতয়ে নমঃ ॥ ২৭ ॥  
মন্ত্রে স্বাং কালমীশানমনাদিনিধনং বিভূম্ । সমং চরন্তং সৰ্ব্বত্র ভূতানাং যশ্নিধঃ কলিঃ ॥ ২৮ ॥

ন বেদ কশ্চিদ্ভগবংশ্চিকীৰ্তিতং তবেহমানস্ত নৃণাং বিড়ম্বনম্ ।

ন যন্ত কশ্চিদয়িতোহস্তি কহিচিদ্বেষ্যন্ত যস্মিন্ বিষমা মতিনৃণাম্ ॥ ২৯ ॥

জন্ম কৰ্ম চ বিশ্বাত্মজজ্ঞাতকর্তুরাঙ্গনঃ । তিৰ্য্যঙ্নৃষিষু যাদঃস্ব তদত্যস্তবিড়ম্বনম্ ॥ ৩০ ॥

গোপ্যাদদে হুয়ি কৃতাগসি দাম তাবদ্ যা তে দশাশ্রকলিলাঙ্গনসজ্জমাক্ষম্ ।

বস্ত্রং নিলীয় ভয়ভাবনয়া স্থিতস্ত সা মাং বিমোহয়তি ভীরপি যদ্বিভেতি ॥ ৩১ ॥

কেচিদ্ধারজং জাতং পুণ্যলোকস্ত কীৰ্ত্তয়ে । যদোঃ প্রিয়স্তাস্থবায়ে মলয়স্তেব চন্দনম্ ॥ ৩২ ॥

আভিজাত্য, ঐশ্বৰ্য্য, বিত্তা ও সৌভাগ্যসম্পন্ন পুরুষগণ মদমত্ত হইয়া তোমাকে ‘শ্রীকৃষ্ণ’ ‘গোবিন্দ’ বলিয়া ডাকিতেই পারে না। যাহার কিছু নাই—সে তোমার দর্শন পায়। নাথ! তুমি যে অকিঞ্চনের সর্বস্ব! তোমাকে নমস্কার। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম তোমাকে আকর্ষণ করিতে পারে না। তুমি আপনার আনন্দেই পরিপূর্ণ—তুমি শান্তিময়; তুমিই একমাত্র কৈবল্যদানে সমর্থ—তোমাকে নমস্কার করি। ২৬-২৭

আমি তোমাকে দেবকী-পুত্র সামান্য মানব বলিয়া মনে করি না, আমি মনে করি,—তুমি সর্বনিয়ন্তা, আলি ও অন্তরহিত কালস্বরূপ, তুমি সকলের প্রভু, সর্বত্র সমভাবে বিরাজিত; জীবগণ না বুঝিয়া তোমাকে উপলক্ষ্য করিয়া পরস্পর কলহ করে, বস্ত্রভঃ কলহের বীজ—কোন বৈষম্যই তোমাতে নাই। ২৮

তুমি কাহাকেও অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করিয়া বৈষম্যের পরিচয় দিয়াছ—এরূপ আশঙ্কাও অমূলক। হে ভগবন! তুমি যে কি অভিপ্রায়ে মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া নরলীলার অনুকরণ করিতেছ—তাহা কেহই জানিতে পারে না। তোমার কেহ প্রিয় নাই, কেহ অপ্রিয়ও নাই, অতএব তোমার অনুগ্রহ বা নিগ্রহ কিরূপে সম্ভবপর? মানুষ নিজবুদ্ধির বৈষম্যবশতঃ তোমার উপর বৈষম্যের আরোপ করে মাত্র। ২৯

হে বিশ্বাত্মন! তোমার জন্ম, কৰ্ম কিছুই নাই, তথাপি তুমি পশুযোনিতে বরাহাদিরূপে, মনুষ্য-যোনিতে রামাদিরূপে, ঋষিকুলে নরনারায়ণাদিরূপে এবং জলজন্তুমধ্যে মৎস্তাদিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কতই কৰ্ম করিতেছ! ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়! ৩০

দধিভাণ্ড ভগ্ন করিবার অপরাধে মা বশোদা যখন রজ্জু হস্তে লইয়াছিলেন,—তখন তোমার আহা! মুখখানি অবনত, অশ্রুমিশ্রিত-অঙ্গনে লিপ্ত, ব্যাকুল নয়ন, ভয়ে ভাবনায় তোমার তখন কি কাতরতা! সে বিচিত্র দশা স্মরণ করিলে আমি এখনও মোহিত হইয়া বাই—কেন না, স্বয়ং ভয়ও যাহাকে ভয় করেন, সেই তুমি মনুষ্যের কিরূপ আশ্চর্য্যজনক অনুকরণ করিয়াছ! ৩১

তোমার মায়ায় জগৎ যুদ্ধ, তোমার অবতার গ্রহণের উদ্দেশ্যে বৃষ্টিতে না পারিয়া নানা জনে নানা কথা বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন—মলয়-গিরির কীৰ্ত্তিবিস্তারের জন্ত যেমন চন্দন-তরুর উদ্ভব, তেমনই প্রিয়তম যুধিষ্ঠিরের (অথবা বৃদ্ধর) পবিত্র বশঃ-প্রচার করিবার জন্ত তুমি বহুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। ৩২



অপরে বহুদেবশ্চ দেবক্যাং যাচিতেহভ্যাগাং । অজস্রমশ্চ ক্ষেমাং বধায় চ সুরদ্বিষাম্ ॥ ৩৩ ॥  
ভারাবতরণায়াশ্চে ভূবে। নাব ইবোদধৌ । সৌদন্ত্য। সুরিভারেণ জাতোহ্যাত্ত্বভূবাধিতঃ ॥ ৩৪ ॥  
ভবেহস্মিন্ ক্লিষ্টগানানামবিভাকামকস্মাভঃ । শ্রবণস্বরণাহাণি করিষ্যমিতি কেচন ॥ ৩৫ ॥

শৃংখলি গায়ন্ত গৃণন্ত্যভীক্ಷণঃ স্মরাস্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ ।  
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং ভবপ্রবাহোপরমং পদান্বজম্ ॥ ৩৬ ॥  
অপ্যশ্চ নন্তং স্বকৃতেহিত প্রভো জিহাসসি স্মিৎ স্নহদোহনুজীবিনঃ ।  
যেষাং ন চান্তদ্রবতঃ পদান্বজাং পরায়ণং রাজস্ব যোজিতাংহসাম্ ॥ ৩৭ ॥

কে বয়ং নামরূপাভ্যাং যদুভিঃ সহ পাণ্ডবাঃ । ভবতো দর্শনং যর্হি হ্রবীকাণামিবেশিতুঃ ॥ ৩৮ ॥  
নেয়ং শোভিষ্যতে তত্র যথেনানীং গদাধর । ত্বৎপদৈরক্ৰিতা ভাতি স্বলক্ষণবিলক্ষিতৈঃ ॥ ৩৯ ॥  
ইমে জনপদাঃ স্বৃদ্ধাঃ সুপকৌষধিবীরুধঃ । বনাদ্রিনদ্র্যদম্বন্তো হেধন্তে তব বীক্ষিতাঃ ॥ ৪০ ॥

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—বহুদেব ও দেবকী পূর্বে সূতপাঃ ও পুত্ররূপে তোমাকে পুত্ররূপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—সেই জন্ত অগতের মঙ্গল-সাধন ও অনুরগণের বিনাশের নিমিত্ত তুমি কৃষ্ণরূপে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ । ৩৩

অপরে বলেন,—পৃথিবী যখন অতিভারে তরণির মত মগ্নপ্রায় হইয়াছিল, তখন লেক্সার প্রার্থনানুসারে তুমি ভূভার-হরণের জন্ত অবতীর্ণ হইয়াছ । ৩৪

আবার অন্য কেহ কেহ বলেন,—এই সংসারে জীব পরমানন্দস্বরূপ না জানিয়া অবিজ্ঞাবশে বিপদাভিলাষী হইয়া কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে, সেই ক্লেশ দূর করিবার জন্তই ভূমণ্ডলে সতত শ্রবণ ও স্মরণযোগ্য তোমার অগুরু চরিতলীলার অবতারণা । যাহারা তোমার চরিত কথ্য শ্রবণ, কীর্ত্তন, নিরন্তর উচ্চারণ ও স্মরণ করেন অথবা অপরের নিকট শ্রবণে আনন্দিত হন, তাহারা অবিলম্বে তোমার চরণ-কমল লাভ করিয়া জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন । ৩৫-৩৬

এই শরণাগত স্বজনগণের প্রার্থিত বিষয় সম্পন্ন করিয়াছ বলিয়া কি এক্ষণে আমাদিগকে তুমি

পরিভ্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? না, প্রভু! আমরা যে তোমার অনুজীবী, আত্মীয়, বিশেষতঃ এক্ষণে (কৃষ্ণক্ষেত্র-সমরে) সমস্ত রাজার নিনোদ্ধেয় উৎপাদন করা হইয়াছে,—এ সময়ে তোমার শ্রীপাদ-পদ্ম ভিন্ন আমাদের আর ত' গতি নাই । ৩৭

যাদবগণ এবং আমার পুত্রগণ শূরবীর পরাক্রম-শালী বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু তোমার অদর্শন হইলে তাহারা কে? তাহাদের খ্যাতি-সমৃদ্ধি কিছুই থাকিবে না, ইন্দ্রিয়ের অগ্নিষ্ঠাতা জীবাত্মার অভাবে ইন্দ্রিয়গণের নামরূপ যেমন অকিঞ্চৎকর, সেইরূপ তুমি আমাদিগকে না দেখিলে আমরা অতি হীন—অতি ছুচ্ছ বলিয়া পরিগণিত হইব । ৩৮

হে গদাধর! তোমার ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশাদি চরণ-চিহ্নে চিত্রিত এই রাজ্য এক্ষণে যে অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, তুমি প্রহান করিলে আর সে শোভা থাকিবে না । ৩৯

তোমার কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়াই এই জনপদ এমন সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে, ওষধি ও লভাসমূহ সুপক্ব ফল প্রসব করিতেছে, বন, গিরি, নদী ও সাগর, সকলেরই জীবুদ্ভি হইতেছে । ৪০



অথ বিশ্বেশ বিশ্বাত্মন বিশ্বমূর্ত্তে স্বকেষু মে । স্নেহপাশমিমং ছিদ্ধি দৃঢ়ং পাণ্ডুযু বক্ষিষু ॥ ৪১ ॥

ত্বয়ি মেহনস্তবিষয়া মতির্মধুপতেহসকৃৎ । রতিমুদ্বহতাদক্কা গঙ্গৈবৌষমুদঘাত ॥ ৪২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যভাবনীক্ৰণাজন্যবংশদহনানপবগবীৰ্য্য ।

গোবিন্দ গোবিন্দজ্ঞানার্তিহরাবতার যোগেশ্বরখিলগুরো ভগবন্নমস্তে ॥ ৪৩ ॥

শ্রীসূত উবাচ ।

পৃথয়েথং কলপদৈঃ পরিণুতাখিলোদয়ঃ । মন্দং জহাস বৈকুণ্ঠো মোহয়ন্নিব মায়য়া ॥ ৪৪ ॥

তাং বাঢ়গিত্যুপামম্ভ্য প্রবিষ্ট গজসাহস্রমু । স্ত্রিয়শ্চ স্বপুরুং যাস্তান্ প্রেম্না রাজ্ঞা নিবারিতঃ ॥ ৪৫ ॥

ব্যাসাতৈত্তরীশ্বরেহাষ্টৈঃ কৃষ্ণেনাদ্বুতকৰ্ম্মণা । প্রবোধিতোহপীতিহাসৈর্নাবুধ্যত শুচাপিতঃ ॥ ৪৬ ॥

আহ রাজা ধর্ম্মহুতশ্চিস্তয়ন্ সুহৃদাং বধমু । প্রাকৃতেনাত্মনা বিপ্রাঃ স্নেহমোহবশং গতঃ ॥ ৪৭ ॥

তুমি এখান হইতে গমন করিলে পাণ্ডবগণের দশা কি হইবে, আবার তোমার বিরহে যাদবগণ কিরূপ কাতর হইতেছে, এই উভয় দিক্ চিন্তা করিয়া আমি নিতান্ত ব্যাকুল হইতেছি । তোমাকে বাইতেও বলিতে পারি না—চিরকাল এখানে থাকিতেও বলিতে পারি না, কারণ, যাদবগণও আমার পরম গ্নেহভাজন । হে বিশ্বেশ্বর ! তুমি বিশ্বাত্মা—বিশ্বমূর্ত্তি ; আমায় এই উভয় সঙ্কট হইতে রক্ষা কর, যাদব ও পাণ্ডবগণের প্রতি আমার যে দৃঢ় স্নেহ-বন্ধন আছে, তাহা ছেদন করিয়া দাও । ৪১

তাহা হইলে, হে মধুপতে । গজা যেমন সমস্ত প্রতিষেকক অতিক্রম করিয়া নিজ প্রবাহকে সমুদ্রে প্রেরণ করেন, সেইরূপ আমার মতিও অন্ত কোন বিষয়ে আবদ্ধ না হইয়া তোমাতেই অবিচ্ছিন্ন অনুরাগ বহন করুক—এই আমার প্রার্থনা । ৪২

হে শ্রীকৃষ্ণ ! হে অর্জুনসখা ! হে যদুপতে ! হে গোবিন্দ ! হে যোগেশ্বর ! হে জগদগুরো ! তুমি ধরণীর দ্রোহকারী ক্ষত্রিয়বংশের ধ্বংসাধন করিবার জন্ত এক গো-দেব-বিজগণের দুঃখহরণের নিমিত্ত অবতার গ্রহণ করিয়া থাক, তোমার প্রভাব অসীম । তোমাকে পুনরায় নমস্কার করি । ৪৩

সূত বলিলেন,—কুন্তী এইভাবে মধুর বচনে

নিখিল মহিমা কীর্তন করিতে করিতে শ্রীভগবানের স্তব করিলেন পর,—তিনি বহু হাস্য করিলেন । তাঁহার হাস্যই মায়ী, এই হাস্যদর্শনে সকলেই যেন মোহিত হইল । ৪৪

কুন্তীদেবীর প্রার্থিত বিষয় সফল হউক, এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া তিনি তথা হইতে হস্তিনাপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় কুন্তী ও সুভদ্রা প্রভৃতি অপরাপর নারীদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া নিজ রাজধানী দ্বারকায় গমন করিতে উদ্ভূত হইলে, রাজা যুধিষ্ঠির অতিশয় প্রীতিভরে তাঁহাকে কিছু দিন এখানে অবস্থানের জন্ত অনুরোধ করিয়া তাঁহার যাত্রা স্থগিত করিলেন । ৪৫

রাজা যুধিষ্ঠির স্বজনগণের বিনাশে অতীব শোকাবুল হইয়াছিলেন । শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হইল—মৃত্যুশয্যায় শয়ান পরম জ্ঞানী পরম ভাগবত ভীষ্মদেবের মুখ হইতে তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করাইলেই যুধিষ্ঠিরের চিত্ত সান্ত্বনালাভ করিবে । ভগবানের ইচ্ছা সাধকগণেরও অজ্ঞেয় এবং ভগবানের ইচ্ছানুসারেই কার্য্য হইয়া থাকে । সেই জন্ত ব্যাসাদি মুনিগণ ইতিহাস উদ্ধার করিয়া নানাপ্রকারে রাজা যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিলেও কোন ফলোদয় হইল না, এমন কি, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের উপদেশেও রাজা যুধিষ্ঠিরের মন প্রবোধ মানিল না । ৪৬-৪৭



অহো মে পশ্যতাজ্ঞানং হৃদি রূঢ়ং তুরাশ্বনঃ । পারক্যাস্যৈব দেহস্য বহো মেহকৌহিণীর্হতাঃ ॥৪৮॥  
 বালদ্বিজস্বহ্মিত্রিপিতৃভাতৃগুরুদ্রহঃ । ন মে স্যাম্মিরয়ান্মোক্ষো হ্যপি বর্ষায়ুতায়ুতৈঃ ॥৪৯॥  
 নৈনো রাজ্ঞঃ প্রজাতর্ভূর্ধর্মযুদ্ধে বধো দ্বিনাম্ । ইতি মে ন তু বোধায় কল্পতে শাসনং বচঃ ॥৫০॥  
 ত্রীণাং মজ্জতবন্ধুনাং দ্রোহো ঘোসাবিহোস্থিতঃ । কণ্ঠাভির্গৃহমেধায়ৈর্নাহং কল্লো ব্যপোহিতুম্ ॥৫১॥  
 যথ। পশ্বেন পঞ্চাস্তঃ সুরয়া বা সুরাকৃতম্ । ভূতহত্যায় তথৈনৈকাং ন বৈজ্ঞমার্চ্ছমর্হতি ॥৫২॥

এত শ্রীভাগবতে সত্যপুর্বাণে পারমহংস্যাঃ সর্গস্তায়াং বৈয়াসিক্যাং

প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে কুন্তীপুত্রো নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

বিপ্রগণ! রাজা যুধিষ্ঠির স্বল্পবয়স্কের বধরতাস্ত বাইতে পারে, কিন্তু হৃগ্যোধন ত' পুত্রের ন্যায় প্রজা-  
 চিন্তা করিতে করিতে অব্যবহায়ে স্নেহ ও মোহে পালন করিতেন, আমি শুধু রাজ্যলোভেই এই  
 আশ্রয় হইয়া বলিতে লাগিলেন,—আমি কি মুঢ়—কি সকল হত্যা করিয়াছি—আমার কি নিস্তার  
 তুরাশ্ব! শৃগাল-কুকুরের ভক্ষ্য এই শরীরের জন্য আছে? ৫০  
 অষ্টাদশ অকৌহিণী সেনা সংহার করিলাম! ৪৮ আমি, পুত্র বা অন্য বন্ধুবর্গকে যুদ্ধে নিহত করিয়া

কি দণ্ডার কথা! কত শিশু, কত ব্রাহ্মণ—কত নারীগণের যে দ্রোহ করিয়াছি—তাহাতে প্রকারান্তরে  
 আশ্রয়-বন্ধু, পিতৃবা, ভ্রাতা, গুরু-ইহাদিগকে নারী-হিংসাই করিয়াছি; আমি কেন করি,  
 হত্যা করিয়াছি,—লক্ষ বৎসর নরকভোগ করিলেও গৃহস্থগ্রাম-বাহ্যত কোন কান্য দ্বারাই সে পাপ হইতে  
 আমার পরিত্রাণ নাই। ৪৯ ত্রাণ পাইতে পারিব না। ৫১

শাস্ত্রানুসারে বটে,—রণক্ষেত্রে শত্রুবধ পক্ষ দ্বারা যেমন পক্ষিল জল ক্ষালন করা যা  
 করিলে প্রজাপালক রাজার তাহাতে পাপ হয় না, না, অত্রমাত্র সুরাসম্পর্কে দূষিত কোন বস্তু যেমন  
 পরস্বপ্নই হইয়া থাকে—কিন্তু এত অনুশাসনেও প্রচুর পরিমাণ সুরা দ্বারা পবিত্র হইতে পারে না—  
 আমার মন প্রবোধ মানিতেছে না। কেন না, প্রজা- সেইকপ (হিংসাবহুল) শত শত যজ্ঞ দ্বারা প্রাণিহত্যা-  
 দিগের মঙ্গলার্থ প্রজাপীড়নকারী রাজার বধ করা জনিত পাপ শোধিত হইতে পারে না। ৫২

অন্যম অধ্যায় সমাপ্ত।



## নবম অধ্যায়

ত্রিসূত উবাচ ।

ইতি ভীতঃ প্রজ্ঞাদ্রোহাৎ সর্বধর্ম্যবিবৎসয়া । ততো বিনশনং প্রাগাদ্যত্র দেবত্রতোহপতৎ ॥ ১ ॥  
তদা তে ভ্রাতরঃ সর্বৈ সদৈশ্চৈঃ স্বর্ণভূষিতৈঃ । অম্বগচ্ছন্ রথৈর্বিপ্রা ব্যাসধৌম্যাদয়স্তথা ॥ ২ ॥  
ভগবানপি বিপ্রর্ষে রথেন সধনজ্জয়ঃ । স তৈর্ব্যরোচত নৃপঃ কুবের ইব গুহ্যকৈঃ ॥ ৩ ॥  
দৃষ্ট্বা নিপতিতং ভূমৌ দিবশ্চ্যুতমিবাগরম্ । প্রণেমুঃ পাণ্ডবা ভীষ্ম সানুগাঃ সহক্ৰিণা ॥ ৪ ॥  
তত্র ব্রহ্মর্ষয়ঃ সর্বৈ দেবর্ষয়শ্চ সত্তম । রাজর্ষয়শ্চ তত্রাসন্ দ্রুপদুঃ ভরতপুঙ্গবম্ ॥ ৫ ॥  
পর্বতো নারদো ধৌম্যো ভগবান্ বাদরায়েণঃ । বৃহদংশো ভরদ্বাজঃ শশিমেয়ো রেণুকাস্ততঃ ॥ ৬ ॥  
বশিষ্ঠ ইন্দ্রপ্রমদাস্ততো গৃৎসমদোহসিতঃ । কাক্ষীবান্ গোতমোহত্রিশ্চ কোশিকোহথ সুদর্শনঃ ॥ ৭ ॥  
অন্যে চ মুনয়ো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মরাতাদয়োহমলাঃ । শিষ্যৈরুপেতা ভাজ্জগ্যুঃ কণ্ড্যপাদ্ধিরসাদয়ঃ ॥ ৮ ॥  
তান্ সমেতাগ্ন্যভাগানুপলভ্য বদন্তমঃ । পূজয়ামাস ধন্যজ্ঞো দেশকালবিভাগবিৎ ॥ ৯ ॥  
কৃষ্ণশ্চ তৎপ্রভাবজ্ঞ আসীনঃ জগদাশ্বরম্ । সন্নিহ্নং পূজয়ামাস মায়য়োপান্তবিগ্রহম্ ॥ ১০ ॥

ভীষ্মের নাস্তিলাভ ।

সূত বলিলেন,— রাজা যুধিষ্ঠির এইভাবে নর-  
হত্যানিবন্ধন অধর্ম্মভয়ে ভীত হইয়া সর্ববিধ ধর্ম্মতত্ত্ব  
ভীষ্মদেবের নিকট অবগত হইবার জন্য, কুরুক্ষেত্রে  
যাত্রা করিলেন, তখন এই কুরুক্ষেত্রেই ভীষ্মদেব শর-  
শয্যা শায়িত ছিলেন । :

তখন তাঁহার ভ্রাতৃগণ এবং ব্যাস-ধৌম্যাদি ভ্রাতৃগণ-  
গণ উত্তম অগ্নিসংযুক্ত স্বর্ণভূষিত রথে আরোহণ করিয়া  
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন । ২

বিপ্রবর ! ভগবান্ ত্রীকৃষ্ণ ও সখা অর্জুনের সহিত  
এক রথে আরোহণ করিয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন ।  
রাজা যুধিষ্ঠির ইঁহাদের দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া বক্ষগণে  
পরিবৃত্ত কুবেরের স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন । ৩

ত্রীকৃষ্ণ ও অনুচরবর্গের সহিত পাণ্ডবগণ কুরু-  
ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া দেখিলেন,—ভীষ্মদেব স্বর্ণভূষিত  
অমরের স্থায় ভূতলে নিপতিত, তখন তাঁহারা সকলেই  
তাঁহাকে প্রণাম করিলেন । ৪

সেখানে সেই ভরত-বংশতিলক ভীষ্মকে দর্শন  
করিবার জন্য লক্ষ্মি, দেবর্ষি ও রাজর্ষিগণও সমাগত  
হইয়াছিলেন । ৫

অনন্তর পর্বত, নারদ, ধৌম্য, ভগবান্ বেদব্যাস,  
বৃহদংশ, ভরদ্বাজ, শশিগ্য পরশুরাম, বশিষ্ঠ, ইন্দ্রপ্রমদ,  
ত্রিত, গৃৎসমদ, অসিত, কাক্ষীবান্, গোতম, অত্রি,  
বিখামিত্র, সুদর্শন ও শুক প্রভৃতি অগাধ শুদ্ধচিত্ত  
মুনিগণ এবং কণ্ড্যপ, বৃহস্পতি প্রভৃতি সকলেই শিষ্য-  
বর্গের সহিত আগমন করিতে লাগিলেন । ৬-৭-৮

ধর্ম্মপ্রাণ ভীষ্মদেব দেশকাল-বিভাগানুসারে  
কর্তব্যবিষয়ে বিচক্ষণ ছিলেন, সেই সকল মহাত্মা  
মনিগণকে সমবেত দেখিয়া যথাবিধানে সকলেরই  
পূজার ব্যবস্থা করিলেন । ৯

তিনি কৃষ্ণের মহিমা উত্তমরূপেই জ্ঞাত ছিলেন,  
তাঁহার জন্মমধ্যে যিনি সত্তা বিরাজিত, অহো !  
সেই জগদীশ্বর নিজ মায়াবশে শরীর ধারণ করিয়া  
অন্ত সন্মুখে আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছেন !  
ভীষ্মদেব তাঁহারও অর্চনা করিলেন । ১০



পাণ্ডুপুত্রানুপাসীনান্ প্রশ্রয়প্রেমসঙ্গতান্ । অভ্যাচকৌমুদীরাগাশ্রয়স্বীভূতেন চক্ষুষা ॥ ১১ ॥  
 অহো কটমহোহস্তায়াং যদযুগং ধর্ম্মনন্দনাঃ । জীবিতুং নাইথ ক্লিকং বিপ্রধর্ম্মাচ্যুতাশ্রয়াঃ ॥ ১২ ॥  
 সংস্থিতেহতিরথে পাণ্ডো পৃথা বালপ্রজা বধুঃ । মুখ্যংকৃতে বহুন্ ক্লেশান্ প্রাপ্তা তোকবতী মুহুঃ ॥ ১৩ ॥  
 সর্ব্বং কালকৃতং মন্ত্রে ভবতাক্ষ যদপ্রিয়ম্ । স পালো যদ্বশে লোকো বায়োরিব ঘনাবলিঃ ॥ ১৪ ॥  
 যত্র ধর্ম্মস্থতো রাজা গদাপাণির্ব্বকোদরঃ । কৃষ্ণোহস্ত্রী গাণ্ডিবংচাপং সূহৃৎ কৃষ্ণস্ততো বিপৎ ॥ ১৫ ॥  
 ন হ্যশু কহিচ্ছিদ্ভাজন্ পুমান্ বেদ বিধিৎসিতম্ । যদ্বিজজ্ঞাসয়া যুক্তা মুহুস্তি কবয়োহপি হি ॥ ১৬ ॥  
 তস্মাদিদং দৈবতজ্ঞং ব্যবশ্য ভরতর্ষভ । তস্মানুবিহিতো নাথানাথাঃ পাহি প্রজাঃ প্রভো ॥ ১৭ ॥  
 এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাদাত্তো নারায়ণঃ পুমান্ । মোহয়ন্ মায়ায়া লোকং গূঢ়চরতি বৃষ্টিশু ॥ ১৮ ॥  
 অস্তানুভাবং ভগবান্ বেদ গুহ্যতমং শিবঃ । দেবধির্নারদঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ কর্ণিলো নৃপ ॥ ১৯ ॥

প্ৰীতি ও নয়তার সহিত পাণ্ডুপুত্রগণ সমীপে বসিয়া গিলেন, তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত হইবামাত্র ভীষ্মদেব অবিরল স্নেহাশ্রুধারায় নয়নধুগল সিক্ত করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার দৃষ্টিশক্তি রুদ্ধ হইয়া আসিল; তৎপরে তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—হে ধর্ম্মপরায়ণ বৎসগণ! ঈশ্র বড়ই অশ্রায় ও নিন্দার বিষয় যে, তোমরা জীবনধারণে অনিচ্ছা করিতেছ। তোমরা যে ব্রাহ্মণ, ধর্ম্ম ও নারায়ণের আশ্রিত! তোমাদের কেন ক্লেশভোগ হইবে? ১১-১২

মহারথ পাণ্ডু যখন দেহত্যাগ করেন, তখনতোমরা ছিলে অতি শিশু, এই কারণে আমার ভ্রাতৃবধু কুন্তী তোমাদের জন্ত অবিরত বহু ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। ১৩

তোমাদের এই যে ক্লেশভোগ,—ইহাতে তোমাদের ত' কোন দোষ নাই; সমস্তই কালের চক্র। মেঘমালা যেমন বায়ুবশে পরিচালিত হইয়া থাকে, সেইরূপ (ইন্দ্রাদি) লোকপালগণের সহিত অখিল লোকই কালের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। ১৪

কালের কি অঘটন-ঘটনশক্তি। যেখানে স্বয়ং ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির রাজা, ধর্ম্মধর অর্জুন, আর

গাণ্ডীব ধনুঃ, গদাধারী ভীম এবং সূহৃৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সেখানেও বিপদ? স্মৃতি, দৈহিক বল, শস্ত্রনৈপুণ্য, উত্তম শস্ত্র এবং দেবতা, এ সমস্ত সত্ত্বেও তোমাদিগকে পদে পদে বিপদে পতিত হইতে হইবে। ১৫

রাজন! এই শ্রীকৃষ্ণ যে কি উদ্দেশ্যে কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন,—তাহা কেহই বুঝিতে পারে না। এমন কি, পণ্ডিতগণও তাহার তত্ত্ব গম্য-সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া মূঢ় হইয়া যান। ১৬

অতএব হে ভরতকুলতিলক! এ সমস্তই দৈবাধীন—ঐশ্বরায়ত্ত, ইহা নিশ্চয় করিয়া সেই দৈবের অনুবর্ত্তী হও। হে রাজেশ্বর! এইভাবে অনাথ প্রজাবর্গকে পালন কর। ১৭

এই যে সমুদ্রে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছ,—ইহাকেই দৈব বলিয়া জানিও; কেন না, ইনিই সেই আদি পুরুষ সাক্ষাৎ নারায়ণ। আপনার মায়াবলে সমস্ত লোক মুগ্ধ করিয়া গুপ্তভাবে যাদবগণের মধ্যে বিচরণ করেন—নিজেকে বহুদানন্দ বলিয়াই ব্যক্ত করিয়া থাকেন। ১৮

যাঁহাকে মাছুলপুত্র বলিয়া প্ৰীতিভাজন, প্রিয়-কারী ও উপকারক বন্ধু বলিয়া মনে করিতেছ, যাঁহাকে তোমরা প্রশংসনীয়: কখনও মন্ত্রী, কখনও দূত, এবং কখনও সারথি করিয়াছ—তিনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। ১৯



যং মনুসে মাতুলেয়ং প্রিয়ং মিত্রং সুহৃৎতমম্ । অকরোঃ সচিবং দূতং সৌহৃদাদপ্যসারথিম্ ॥ ২০ ॥  
 সর্বদ্বন্দ্বনঃ সমদৃশো হৃদয়স্থানহঙ্কতেঃ । তৎকৃতং মতিবৈষম্যং নিরবদ্যন্ত্য ন কচিৎ ॥ ২১ ॥  
 তথাপ্যেকান্তভক্তেষু পশু ভূপানুকম্পিতম্ । যমোহসুসূত্যজতঃ সাক্ষাৎ কৃষ্ণো দর্শনমাগতঃ ॥ ২২ ॥  
 ভক্ত্যাবেশে মনো যস্মিন বাচা যন্মায় কৌর্তয়ন্ । ত্যজন্ কলেবরং যোগী মুচ্যতে কামকর্ষ্যভিঃ ॥ ২৩ ॥

স দেবদেবো ভগবান্ প্রতীকৃতাং কলেবরং যাবদিদং হিনোম্যহম্ ।

প্রসন্নহাসারুণলোচনোল্লসম্মুখান্বজো ধ্যানপথশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রীসূত উবাচ ।

যুধিষ্ঠিরস্তদাকর্ণ্য শয়ানং শরপঞ্জরে । অপৃচ্ছদ্বিবিধান্ ধর্ম্মান্ ঋষীণামনুশৃণুতাম্ ॥ ২৫ ॥  
 পুরুষস্বভাববিহিতান্ যথাবর্ণং যথাশ্রমম্ । বৈরাগ্যরাগোপাধিভ্যামাস্মাতোভয়লক্ষণান ॥ ২৬ ॥  
 দানধর্ম্মান্ রাজধর্ম্মান্ মোক্ষধর্ম্মান্ বিভাগশঃ । শ্রীধর্ম্মান্ ভগবৎকর্ম্মান্ সমাসব্যাসযোগতঃ ॥ ২৭ ॥  
 ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাংশ্চ সহোপায়ান্ যথা মূনে । নানাখ্যানেতিহাসেষু বর্ণয়ামাস তদ্বিবিৎ ॥ ২৮ ॥

ইঁহার মহিমা ভগবান্ মহেশ্বর, দেবর্ষি নারদ এবং সাক্ষাৎ ভগবান্ কপিলদেব—ইঁহারই অবগত আছেন, অপরে ইঁহার গুঢ় তত্ত্ব জানিতে পারেন নাই । ২০

তোমাদিগের সারথা করিয়াছিলেন বলিয়া তুমি তাঁহাকে অন্তরূপ ভাবিও না । এ কর্ম্ম আমার বোধ্য—এটি আমার অযোগ্য, এরূপ ভেদবুদ্ধিই যে তাঁহার নাই । তিনি যে রাগ—ঘেষ—অহঙ্কারের অতীত । যিনি অদ্বিতীয়—যিনি সর্বময়—সমদর্শী—তাঁহার আবার ভাল মন্দ বিচার কি ? ২১

রাজন্ ! ভগবান্ সমদর্শী হইলেও একান্ত ভক্তের প্রতি তাঁহার কত অনুগ্রহ দেখ । আমার মৃত্যুকাল আসন্ন জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আগমন পূর্বক দর্শন দিয়াছেন । ২২

বোগিগণ ভক্তিভরে ঘাঁহাতে চিত্ত সমর্পণ অথবা মুখে ঘাঁহার নাম কীর্তন করিতে করিতে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত বাসনা ও কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন, সেই দেবদেব ভগবান্—যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি এই কলেবর পরিত্যাগ করি—ততক্ষণ আমার সম্মুখে অবস্থান করুন, ইঁহাই আমার প্রার্থনা । অপরে ঘাঁহাকে কেবল ধ্যান করিয়া থাকেন,

আমি স্বচক্ষে যেন তাঁহার সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ও সুপ্রসন্ন অরুণ-লোচন-শোভিত হস্তময় বদনারবিন্দ দর্শন করিতে করিতে দেহত্যাগ করি । ২৩-২৪

সূত বলিলেন,—রাজা যুধিষ্ঠির শরশয্যায় শয়ান পিতামহ ভীষ্মের পূর্বোক্ত মধুর বাক্য শ্রবণান্তে শুশ্রূষ মুনিগণের সাক্ষাতে তাঁহাকে নানাবিধ ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্ন করিলেন । ২৫

মুনিবর ! তদ্বৎ ভীষ্মদেব রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নানুসারে—প্রথমতঃ মনুষ্যজাতির সাধারণ ধর্ম্ম, তৎপরে বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম বর্ণনা করিয়া বৈরাগ্যযুক্ত অধিকারীর পক্ষে নিবৃত্তিলক্ষণ ও সকাম অধিকারীর পক্ষে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম কীর্তন করিলেন । ২৬

তৎপরে—দানধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, মোক্ষধর্ম্ম, শ্রীধর্ম্ম এবং হরিতোষকর ঘাদনীত্রত প্রভৃতি ভাগবতধর্ম্ম—সংক্ষেপে ও বিস্তৃতভাবে পৃথক পৃথক কীর্তন করিয়া—ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষধর্ম্ম এবং সেই ধর্ম্মলাভের উপায়সমূহ—নানা উপাখ্যান ও ইতিহাসের সহিত অধিকারিভেদে যেরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল বিষয়ের সমস্ত উপদেশই সেইভাবে বর্ণনা করিলেন । ২৭-২৮



ধর্ম্যং প্রবদতন্তু স কালঃ প্রভূপস্থিতঃ । যো যোগিনশ্চন্দ্রমৃত্যোর্বাহিতস্তুত্তরায়ণঃ ॥ ২৯ ॥

তদোপসংহত্য গিরঃ সহস্রগীর্বিমুক্তসঙ্গং মন আদ্বিপূরুষে ।

কৃষ্ণে লসৎপীতপটে চতুর্ভুজে পুরঃস্থিতেহমৌলিতদৃখ্যধারয়ৎ ॥ ৩০ ॥

বিশুদ্ধয়া ধারণয়া হতাস্তভস্তদীক্ষয়ৈবাস্ত গত্যুধজ্ঞমঃ ।

নিবৃত্তসর্বৈন্দ্রিয়বৃত্তিবিভ্রমস্তৃষ্টাব জম্ব্যং বিন্ধজন্ জনার্দনম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীভীষ্ম উবাচ ।

ইতি মতিরূপকল্পিতা বিতৃষ্ণা ভগবতি সাত্ত্বতপুঙ্গবে বিভূষ্মি ।

স্বস্বপ্নমুপগতে কচিদ্ধিহর্ষং প্রকৃতিমুপেয়ুমি যদ্ববপ্রবাহঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রিভুবনকমনং তমালবর্ণং রবিকরগৌরবরাস্বরং দধানে ।

বপূরলবকুলারতাননাজং বিজয়সখে রতরস্তু মেহনবঢ়া ॥ ৩৩ ॥

যুধি তুরগরজোবিধূত্রবিষক্কচলুলতশ্রমবার্য্যলঙ্কিতাস্তে ।

মম নিশিতশরৈর্বিভিদ্মানস্বচি বিলসৎকবচেহস্ত কৃষ্ণ আত্মা ॥ ৩৪ ॥

পরমযোগী—ইচ্ছাশূন্য ভীষ্মদেব উত্তরায়ণে প্রাণ-  
ভাগ করিতে অভিলাষী ছিলেন, এইরূপে ধর্ম্যোপদেশ  
করিতে করিতে তাঁহার বাক্তিত্ব সময় উত্তরায়ণ আসিয়া  
উপস্থিত হইল । ২৯

তখন বলবিধ অর্থসমাপ্তিতে সেই উপদেশবাক্য  
সমাপ্ত করিয়া রসনা সংযত করিলেন এবং বহিবিষয়  
হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া পীতাস্বরধানী চতুর্ভুজ  
আদ্বিপূরুষ শ্রীকৃষ্ণের সমর্পণ করিলেন, এবং অনিমিষ  
নয়নে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন । ৩০

এই প্রকাব বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয়ে তাঁহার সমস্ত  
অশুভ বিধ্বস্ত হইয়া গেল । শ্রীকৃষ্ণের রূপাকটাক্ষ-  
পাতে অচিরেই তাঁহার অস্ত্রবেদনাজনিত ক্রান্তি বিদূরিত  
হইয়াছিল, এইবার তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিও  
বিক্ষেপশূন্য হইয়া একাগ্র হইল । তখন ভীষ্মদেব  
সেই পরিত্যাগ করিবার উক্ত শ্রীভগবানের স্তব আরম্ভ  
করিলেন । ৩১

ভীষ্ম বলিলেন,—এই অস্ত্রমকালে আমার ঘাড়া কিছু  
নিফাম মতি—সমস্তই শ্রীভগবানে অর্পণ করিলাম ।  
এই যদুকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ ভগবান্ । ইনি

স্বরূপানন্দে সন্ত মগ্ন হইয়া আছেন । ইহা অপেক্ষা  
বিরাট আর কেহ নাই । লীলাচ্ছলে ইনি কখন  
কখন প্রকৃতি আশ্রয় করেন, এবং প্রকৃতি হইতেই  
সৃষ্টিধারা চলিয়া থাকে, কিন্তু তিনি কখনও প্রকৃতির  
অধীন হন না । ৩২

ইহার তমালের গায়ে নীলবর্ণ কলেবর ত্রিভুবনমধ্যে  
পরম রমণীয়, তাহাতে নবোদিত রবিকর তুল্য  
পীতবসন কি অপূর্ণ সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছে ।  
অলকারূত মুখ-কমলেরই বা কি মনোরম  
শোভা ! আর কোন কামনা আমার নাই—  
শুধু অর্জুন-সখা এই শ্রীকৃষ্ণে আমার রতি  
হউক । ৩৩

রণস্থলে যখন তুরগ-খুরোখিত ধূলিজালে শ্রীকৃষ্ণের  
চঞ্চল কেশদাম ধূসরিত, শ্রমজনিত ধর্ম্যজলে কমলানন  
সিক্ত, এবং যখন আমার শাপিত শরসমূহ ইহার গাত্র  
বিক্র করিতে উজ্জত হইয়া দেহলগ্ন কবচের সহিত মিলিত  
হইল, তখন এই অর্জুন-সখা ভক্তবৎসল ভগবানের কি  
অনির্বচনীয় শোভাই না হইয়াছিল ! ইহাতেও  
আমার চিত্ত রত থাকুক । ৩৪



সপাদি সখিবচো নিশম্য মধ্যে নিজপরয়োর্বলয়ো রথং নিবেশ্য ।

স্থিতবতি পরসৈনিকায়ুরক্ষা হতবতি পার্ধসখে রতির্মমাস্ত ॥ ৩৫ ॥

ব্যবহিতপৃতনামুখং নিরাক্ষ্য স্বজনবধাভিমুখশ্চ দোষবুদ্ধ্যা ।

কুর্মাতিমহরদাত্তবিদ্যা যশ্চরণরতিঃ পরমশ্চ তশ্চ মেহস্ত ॥ ৩৬ ॥

অনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞামৃতমধিকর্তুমবপ্নুতো রথশ্চঃ ।

ধ্বতরথচরণোহভ্যাস্চলদগ্ধরিরিব হস্তমিভং গতৌত্তরীয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

শিতবিশিখহতো বিশীর্ণদংশঃ ক্ষতজপরিপ্লুত আততায়িনো মে ।

প্রমভমাভসসার মদ্বধার্থং স ভবতু মে ভগবান্ গতিমুকুন্দঃ ॥ ৩৮ ॥

বিজয়রপকুটুশ্চ আভতোত্রে ধ্বতহয়রশ্মিনি তচ্ছিয়েক্ষণীয়ে ।

ভগবতি রতিরস্তু মে মুমূর্ষোর্মমিহ নিরাক্ষ্য হতা গতাঃ স্বরূপম্ ॥ ৩৯ ॥

কি ভক্তবাৎসল্য ! যুদ্ধস্থলে অর্জুন যখন ইঁহাকে বলিলেন,—উভয়-পক্ষীয় সৈন্যमध्ये আমার রথস্থাপন কর, আমি একবার সৈন্যদিগকে অবলোকন করি—তখন ইনি সখার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে রথস্থাপন পূর্বক শত্রুপক্ষীয় বীরদিগকে স্বয়ং কালদৃষ্টি দ্বাৰা দর্শন করিয়া তাহাদের সকলেরই আত্ম হরণ করিয়াছিলেন—পার্বসখা এই শ্রীকৃষ্ণে আমার মন সংলগ্ন হউক । ৩৫

অর্জুন দূরে বিপক্ষসেনার অগ্রভাগে আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া—স্বজন বধ অতীব অনুচিত মনে করিয়া যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইলে—ইনিই আবার আত্ম-বিদ্যার দ্বারা অর্জুনের ‘আমিই হস্তা’ এইরূপ অভিমান-পূর্ণ কুবুদ্ধি হরণ করিয়াছিলেন—ইঁহারই চরণে আমার পরম রতি হউক । ৩৬

আমার প্রতিও ইঁহার অসীম দয়া ! কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ইনি পাণ্ডবগণের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে,—আমি তোমাদের শুধু সাহায্য করিব, স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিব না । কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা ছিল—ইঁহাকে অস্ত্রধারণ করাইব । ভক্ত-বৎসল ভগবান্ থাকিতে পারিলেন না—আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করাইবার জন্ত সলক্ষ্য রথ হইতে অবতরণ করিয়া, কেশরী যেমন হস্তিবধের জন্ত ধাবিত

হয়, তিনিও সেইরূপ আমার অভিগথে অগসর হইলেন । তাঁহার হস্তে ঘূর্ণিত সুদর্শন-চক্র,—উত্তরীয় বসন অঙ্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে লুপ্তিত, এবং তাঁহার পদভরে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল । আমিও তখন আততায়ী, শত শত শাগিত শরে তাঁহার সেই নীল কলেবর ক্ষত-বিক্ষত করিলাম, কবচ ভেদ করিয়া রুধিরধারায় সেই কমনীয় অঙ্গ আশ্রুত হইয়া উঠিল । অর্জুন ইঁহাকে বার বার নিবারণ করিতে লাগিলেন,—ভগবান্ মুকুন্দ নিবৃত্ত না হইয়া আমার বধের নিমিত্ত মদভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিলেন । লোকে মনে করিল, বুনি অর্জুনের পক্ষপাতেই তিনি এইরূপ করিতেছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, আমার প্রতিজ্ঞা পূরণের জগ্গই আমার প্রতি অসীম দয়া প্রকাশ করিয়াছেন,—সেই ভক্তের ভগবান্ আজও আমার গতি হউন । ৩৭-৩৮

ভক্ত অর্জুনের রথ-রক্ষাব জন্ত কি না করিয়াছেন । এক হস্তে অশ্বরজ্জু ও অণ্ড হস্তে বেত্র ধারণ করিয়া সারথ্য পৰ্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছিলেন—তাঁহাতে তাঁহার কি অপূর্ব শোভাই হইয়াছিল ! এই শোভা দর্শন করিতে করিতে যাহারা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, এক্ষণে তাহারা পরমপদ-প্রাপ্ত । আমার এই মুমূর্ষু সময়ে সেই অপক্লপ রূপেই চিন্তা নিমগ্ন হউক । ৩৯



ললিতগতিবিলাসবজ্জ্বলাসপ্রণয়নিরীকণকলিতোরুমানাঃ ।  
 কৃতমনুকৃতবত্যা উন্মাদাকাঃ প্রকৃতিমগমন্ কিল যশ্চ গোপবধ্বঃ ॥ ৪০ ॥  
 মুনিগণনৃপবর্যাসকুলেহস্তঃসদসি যুধিষ্ঠিররাজস্য এষাম্ ।  
 অর্হণয়ুপপেদ ঈক্ষণীয়ো মম দৃশি গোচর এষ আবিরাট্মা ॥ ৪১ ॥  
 তমিমমহমজং শরীরভাজাং হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকলিতানাম্ ।  
 প্রতিদৃশ্যমিব নৈকধার্কমেকং সমধিগতোহস্মি বিধূতভেদমোহঃ ॥ ৪২ ॥

শ্রীসূত উবাচ ।

কৃষ্ণ এবং ভগবতি মনোবাগ্দৃষ্টিবৃত্তিভিঃ । আত্মজ্ঞানমাবেশ্য সৌহৃদ্যঃখাস উপারমৎ ॥ ৪৩ ॥  
 সম্পদ্যমানমাজ্জায় ভীষ্মং ব্রহ্মাণি নিকলে । সর্বৈ বভূবুস্তে তৃষ্ণাং বয়াংসীব দিনাতায়ে ॥ ৪৪ ॥  
 তত্র ছন্দুঃযো নেহুর্দেবমানববাদিতাঃ । শশংস্রঃ সাধবো রাজ্ঞাং খাৎ পেতুঃ পুষ্পবৃক্ষয়ঃ ॥ ৪৫ ॥  
 তশ্চ নিহরণাদৌন সম্পরেতশ্চ ভার্গব । যুধিষ্ঠিরঃ কারয়িত্বা গৃহূর্তং দুঃখিতোহভবৎ ॥ ৪৬ ॥  
 তুষ্ঠবুর্নয়ো হৃষ্টাঃ কৃষ্ণং তদগৃহ্যনামভিঃ । ততস্তে কৃষ্ণহৃদয়াঃ স্বাত্মমান্ প্রযযুঃ পুনঃ ॥ ৪৭ ॥

যুদ্ধ করাই বাহাদের ধর্ম্য, সেই ক্ষত্রিয়গণ এই ধর্ম্য-  
 সাধনকালে যদি তাঁহাকে দর্শন করিতে করিতে মরণ-  
 বরণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের উত্তম গতি  
 লাভ করা কিছুই বিচিত্র নহে—কিন্তু ইঁহার এমনই  
 মহিমা যে, গোপবধুগণও তাঁহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া-  
 ছিল, গোপবধুগণের অত কোন সাধনা ছিল না, বরং  
 নন্দনন্দন নিজ স্নানিত গতি, বিলাসদম্যেয় হাত ও  
 প্রণয়পূর্ণ দৃষ্টি দ্বারা গোপাঙ্গনাদিগের মান বৃদ্ধি করিয়া  
 দিয়াছিলেন এবং তাহারাও মদগর্বে অন্ধ হইয়া—  
 তাঁহাকে ভগবদ্ভাবে পূজা করা দূরে থাকুক, তাঁহার  
 কৃত গোবর্জনধারণ প্রভৃতি কথের অনুকরণই করিতে  
 বাইত। ইহাতেও শ্রীকৃষ্ণের দয়ার লাঘব হয় নাই। ৪০

যুধিষ্ঠিরের বাজসূয়-যজ্ঞ-সভা যখন রাজস্ব-  
 বর্গ ও মুনিগণে পূর্ণ, তখন তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের  
 মনোহর রূপ ও মহিমায় মুগ্ধ হইয়া ইঁহার পূজা  
 করিয়াছিলেন। আমার সৌভাগ্য—জগতের আত্মা  
 সেই ভগবান্ আজ আমার নয়ন-সম্মুখে। ৪১

ইঁহার জন্ম নাই, প্রাণীদিগকে সৃষ্টি করিয়া ইনি  
 প্রত্যেকেরই হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিতেছেন, একই সূর্য্য  
 যেমন উপাধিভেদে অনেক রূপে প্রকাশ পান, ইনিও

সেইরূপ শরীর-ভেদে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া  
 থাকেন। আজ আমি ইঁহাকে এক অভিন্ন পরমাত্মা-  
 রূপে বোধ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। ৪২

সূত বলিলেন,—ভীষ্ম এইরূপে মনোবৃত্তি, বাক্য  
 ও দৃষ্টি দ্বারা পরমাত্মস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে আত্ম-  
 সংযোগ করিয়া উপরত হইলেন। কিন্তু তাঁহার  
 প্রাণবায়ু বহির্গত না হইয়া অন্তরেই লীন হইল। ৪৩

ভীষ্মদেব সেই নিরঞ্জন পরম লক্ষ্যে মিলিত হইলেন  
 দেখিয়া অভ্যাগত সকল ব্যক্তিই দিব্যবাসনে বিহঙ্গম-  
 গণের স্থায় নীরব হইয়া রহিলেন। ৪৪

তখন দেববৃন্দ ও মানবগণ ছন্দুভিধ্বনি করিতে  
 লাগিলেন। উদারহৃদয় রাজগণ মুক্তকণ্ঠে ভীষ্মের  
 প্রশংসা করিতে লাগিলেন—আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি  
 হইতে লাগিল। ৪৫

যুধিষ্ঠির পরলোক-গত ভীষ্মদেবের দাহাদি অস্তোষ্টি-  
 ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া—কণকাল শোক প্রকাশ  
 করিলেন; মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ মহিমা দর্শনে হৃষ্ট  
 হইয়া তাঁহার গুহ নামসমূহ কীর্তন করিতে লাগিলেন  
 এবং সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে করিতে নিজ  
 নিজ আশ্রমে চলিয়া গেলেন। ৪৬-৪৭



ততো যুধিষ্ঠিরো গহ্বা সহকৃষ্ণো গজাহ্বয়ম্ । পিতরং সান্ধ্যয়ামাস গান্ধারীঞ্চ তপস্বিনীম্ ॥ ৪৮ ॥  
 পিত্রা চানুমতো রাজা বাহুদেবানুমোদিতঃ ।, চকার রাজ্যং ধর্ম্মেণ পিতৃপৈতামহং বিভুঃ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে

যুধিষ্ঠিররাজ্যোপলভ্তো নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

<p>তৎপরে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণ সহ হস্তিনাপুরে প্রত্যা-          গমন করিয়া জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র এবং সম্ভ্রুত।          গান্ধারীকে সান্ধ্যনা প্রদান করিতে লাগিলেন । ৪৮</p>	<p>ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি এবং শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদন          মান্য করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরও ধর্ম্মানুসারে পিতৃ-          পিতামহের রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ৪৯</p>
--	---

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ।



## দশম অধ্যায়

শ্রীশৌনক উবাচ ।

হহা স্বরিকৃৎস্পৃধ আততায়িনো যুধিষ্ঠিরো ধর্মভূতাং বরিতঃ ।

সহানুজঃ প্রত্যবরুদ্ধভোজনঃ কথং প্রবৃত্তঃ কিমকারষীভূতঃ ॥ ১ ॥

সূত উবাচ ।

বংশং কুরোর্বংশ-দবাগ্নিনিহৃতং সংরোহয়িত্বা ভবভাবনো হরিঃ ।

নিবেশয়িত্বা নিজরাজ্যে ঈশ্বরো যুধিষ্ঠিরং প্রীতমনা বভূব হ ॥ ২ ॥

নিশ্চয়া ভীষ্মোক্তমথ্যচ্যুতোক্তং প্রবৃত্তবিজ্ঞানবিধূতবিভ্রমঃ ।

শশাস গামিন্দ্র ইবাজিতাশ্রয়ঃ পরিব্যুপান্তানুজানুবর্তিতঃ ॥ ৩ ॥

কামং ববর্ষ পর্জন্যঃ সর্বকামদৃষা মহী । সিধিচুঃ স্র ব্রজান্ গাবঃ পয়সোধস্বতীমূদা ॥ ৪ ॥

নদ্রঃ সনুদ্রাঃ গিরয়ঃ সवनস্পতিবীকুধঃ । ফলন্ত্যোষধয়ঃ সর্বাঃ কামমম্বুতু তস্মা বৈ ॥ ৫ ॥

নাধয়ো ব্যাধয়ঃ ক্লেশা দৈবভূতান্নহেতবঃ । অজাতশত্রাবভবন্ জন্তুনাং রাজ্ঞে কর্হি ॥ ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুর হইতে দ্বারকা-যাত্রা ।

শৌনক প্রণ করিলেন,—সূত, ধার্মিকশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির সেই আততায়ী বিদ্রোহকারী জ্ঞাতিগণকে বিনাশ করিবার পর স্বজনবিশোগতুঃখে বিশেষ কাতর হওয়াতে ভোগসুখ হইতে বিরত হইয়াছিলেন । কিরূপে তিনি পুনরায় ভ্রাতৃগণের সহিত রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রবৃত্ত হইয়াই বা কি করিয়াছিলেন ? ১

সূত কহিলেন,—দাবানল যেমন বংশবন দগ্ধ করে, তেমনই রোধানল যখন কুববংশকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল, তখন ভূতভাবন ভগবান্ শ্রীহরি পরীক্ষিতের প্রাণরক্ষা করিয়া কুবংশকে পুনরায় অকুরিত করিয়াছিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার নিজরাজ্যে স্থাপন করিয়া সান্ত্বয় প্রীত হইয়াছিলেন । এই ভগবৎপ্রীতি উদ্দেশ্য করিয়াই যুধিষ্ঠির রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । ২

ইহা ব্যতীত ভীষ্মের উপদেশ এবং ভগবানের

বাণী শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের হৃদয়ে যে পরম বিজ্ঞানের উদয় হইয়াছিল, তাহাতে তাহার “আমি কর্তা” এই-রূপ ভ্রম বিদূরিত হইল । এই বিশ্বসংসার ঈশ্বরান্বিত, কেহই স্বাধীন নহে, ইহা বুঝিয়া সমস্ত অভিমান ত্যাগ করিয়া এবং নিজ কর্তৃত্ব ভগবানের উপরে অর্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে অনুজগণের সহিত ইন্দ্রের গায় সসাগরা ধরিত্রী শাসন করিতে লাগিলেন । ৩

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হইলে—মেঘ প্রচুর বর্ষণ করিতে লাগিল—বনুমতী সর্ববিধ কাম্যবস্ত্র-প্রসবিনী হইলেন এবং গাভীগণ সহর্ষে দুগ্ধ-ধারায় গোষ্ঠভূমি সিক্ত করিতে লাগিল । ৪

নদী, সমুদ্র, তরুলতা-শোভিত শৈলশ্রেণী এবং সমস্ত ওষধি প্রতি ঋতুতেই রাজা যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছামত ফল প্রদান করিতে লাগিল । ৫

প্রজাদিগের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধি-দৈবিক পীড়া, কি দৈহিক কি মানসিক—এবং অশু-বিধ ক্লেশ সমস্তই বিদূরিত হইল । ৬



উষিত্বা হাস্তিনপুরে মাসান্ কতিপয়ান্ হরিঃ । সুহৃদাঞ্চ বিশোকায় স্বস্বশ্চ প্রিয়কাম্যয়া ॥ ৭ ॥  
 আমন্য চাভ্যমুজ্জাতঃ পরিশ্রজ্যভিবাগ্ তম্ । আরুরোহ রথং কৈশ্চিৎ পরিশ্রক্তোহভিবাদিতঃ ॥ ৮ ॥  
 সুভদ্রা দ্রৌপদী কুন্তী বিরাটনয়া তথা । গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রশ্চ যুয়ুৎসুর্গোতমো যমৌ ॥ ৯ ॥  
 বৃকোদরশ্চ ধৌম্যশ্চ স্ত্রিয়ো মৎস্যসুতাদয়ঃ । ন সেহিরে বিমুহন্তো বিরহং শাস্ত্রধন্বনঃ ॥ ১০ ॥  
 সৎসঙ্গান্মুক্তহঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বুধঃ । কীর্ত্যমানং যশো যস্য সন্ধদাকর্ষ্য রোচনম্ ॥ ১১ ॥  
 তস্মিন্মাস্তুধিয়ঃ পার্থাঃ সহেরন্ বিরহং কথম্ । দর্শনম্পর্শনালাপশয়নাসনভোজনৈঃ ॥ ১২ ॥  
 সর্বৈ তেহনিমিষৈরক্ষৈস্তমস্কৃতচেতসঃ । বীক্ষন্তঃ স্নেহসংবদ্ধা বিচেলুস্তত্র তত্র হ ॥ ১৩ ॥  
 গুরুক্ষমুদগলদ্বাপ্পমৌৎকর্ষ্যাদেবকীসুতে । নির্ঘাত্যাগারামোহভদ্রমিত স্মাদ্বান্ধবস্ত্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥  
 যুদঙ্গশঙ্খভেৰ্যশ্চ বীণাপণবগোমুখাঃ । ধুধূর্যানকঘণ্টাচ্চ নেতুদুঃসুভয়সুদা ॥ ১৫ ॥  
 প্রাসাদশিখরারুঢ়াঃ কুরুনার্যো দিদৃক্ষয়া । বরষঃ কুসুমৈঃ কৃষ্ণং প্রেমত্রীডাস্মিতেক্ষণাঃ ॥ ১৬ ॥  
 সিতাতপত্রং জগ্রাহ যুক্তাদামবিভূষিতম্ । রত্নদণ্ডং গুড়াকেশঃ প্রিয়ঃ প্রিয়তমস্ম হ ॥ ১৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ সুহৃদগণের শোকশাস্তি এবং ভগিনী সুভদ্রার প্রীতিবন্ধনের জন্য কয়েক মাস হস্তিনাপুরে বাস করিলেন । শেষে তিনি মুখিষ্ঠিরের অমুজ্জা গ্রহণ করিয়া আলিঙ্গন ও অভিবাদন করিতে করিতে দ্বারকা-গমনের জন্য রথে আরুঢ় হইলেন, তখন অপরাপর সকলে কেহ তাঁহাকে আলিঙ্গন—কেহ বা অভিবাদন করিতে লাগিলেন । ৭-৮

পুরোহিত ধৌম্য, ধৃতরাষ্ট্র, কৃপাচার্য্য, নকুল, সুহৃদেব, ভীম ও ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যগর্ভজাত পুল যুয়ুৎসু—এবং সুভদ্রা, দ্রৌপদী, কুন্তী, উত্তরা, গান্ধারী ও সত্যবতী প্রভৃতি রমণীগণ শাস্ত্রপাণি ভগবান্ শ্রীহরির বিরহবাখ্য সহ্য করিতে না পারিয়া গৃচ্ছিত হইলেন । ৯-১০

জ্ঞানী ব্যক্তি সাধুদিগের মুখে ভগবানের স্তমধুর চরিত-কীর্ত্তন একবারমাত্র শ্রবণ করিয়াই পুত্রাদি বিষয়সঙ্গ পরিহার পূর্বক তাঁহাদিগের সংসর্গ ত্যাগ করিতে চাহেন না, আর পাণ্ডবগণ শ্রবণকাল অবধি শ্রীভগবানের সহিত একত্র শয়ন, ভোজন, উপবেশন, সর্বদা দর্শন, আলিঙ্গন ও আলাপে অভ্যস্ত হইয়া তাঁহাতেই চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন—আজ তাঁহারা

কেমন করিয়া এই বিরহ-যাতনা সহ্য করিবেন ? শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় এখনই যাত্রা করিবেন,—ইহাতে সকলের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় নিমগ্ন, সকলেই স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া অনিমেঘমননে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে—শুধু তাঁহারই পূজার আয়োজনের জন্য তাঁহাদের মধ্যে ব্যস্ততা ও চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছিল । ১১-১৩

দেবকীনন্দন অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলে আকুল আবেগে বকুললনাগণের নয়নকমল অশ্রুভারা-ক্রান্ত হইয়া উঠিল, পাড়ে কোন অকল্যাণ ঘটে—এই জন্য তাহারা নয়নের জল নয়নেই রোধ করিয়া ফেলিল । ১৪

তখন শঙ্খ,ভেরী, মৃদঙ্গ, বীণা,পণব, গোমুখ, ধুধুরী, তানক, ঘণ্টা প্রভৃতি নিবিধ বাজ্য বাজিয়া উঠিল । ১৫

কৌরব-মহিলাগণ কৃষ্ণদর্শন আশায় প্রাসাদের উপবিভাগে আরোহণ করিয়া প্রেম ও লজ্জাজড়িত সন্মিত কটাক্ষে পুষ্পবর্ণন করিতে লাগিল । ১৬

প্রিয়সখা অর্জুন প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে রত্ন-দণ্ডসম্বিত যুক্তাজালমুশোভিত খেত ছত্র ধারণ করিলেন । ১৭



উদ্ধবঃ সাত্যকিশৈব ব্যজনে পরমাদ্বুতে । বিকীর্যমাণঃ কুশুম্ভৈ রেজে মধুপতিঃ পথি ॥ ১৮ ॥  
 অশ্রুয়াস্তাশিষঃ সত্যাস্তত্র তত্র দ্বিজেরিতাঃ । নানুরূপানুরূপাশ্চ নিগুণশ্চ গুণাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥  
 অন্তোন্মাসীৎ সংজ্ঞম্ উত্তমঃ শ্লোকচেতসাম্ । কৌরবেন্দ্রপুরজ্ঞীণাং সর্বশ্রেষ্ঠমিনোহরঃ ॥ ২০ ॥

স বৈ কিলায়ং পুরুষঃ পুরাতনো য এক আসীদবিশেষ আত্মনি ।  
 অগ্রে গুণেভ্যো জগদাত্মনীশ্বরে নিমীলিতাত্মমিণি স্পৃশ্যশক্তিস্থ ॥ ২১ ॥  
 স এব ভূয়ো নিজবীৰ্য্যচোদিতাং স্বজীবমায়াং প্রকৃতিং সিস্থষ্কতীম্ ।  
 অনামরূপাত্মনি রূপনামনী বিধিৎসমানোহনুসসার শাস্ত্রকৃৎ ॥ ২২ ॥  
 স বা অয়ং যৎ পদমত্র সূরয়ো জিতেন্দ্রিয়া নির্জিতমাতরিশ্বনঃ ।  
 পশ্যন্তি ভক্ত্যৎকলিতামলাত্মনা নহেষ সদ্ধং পরিমার্চ্ছমহতি ॥ ২৩ ॥  
 স বা অয়ং সখ্যনুগীতসৎকথো বেদেষ গুহ্যেন চ গুহ্যবাদিভিঃ ।  
 য এক ঈশো জগদাত্মলীলয়া স্বজত্যবত্যাভি ন তত্র সত্তজতে ॥ ২৪ ॥

উদ্ধব ও সাত্যকি অতি বিচিত্র দুইটি চামরের দ্বারা বাজান করিতে লাগিলেন, মধুপতি শ্রীকৃষ্ণ পথিমধ্যে, বসিত কুসুমরাশির দ্বারা অতিশয় শোভিত হইয়াছিলেন । ১৮ ।  
 চারিদিক হইতে বিপ্রগণ 'সুখী হও' বলিয়া সফল আশীর্ব্বাদ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন । নিগুণ পরমানন্দস্বরূপ ভগবানেব প্রতি 'সুখী হও' এইরূপ আশীর্ব্বাদ অনুচিত বলিয়া মনে হইলেও সংসার-রক্তমঞ্চে যখন তিনি গুণময় নটরূপে অবতীর্ণ, তখন তাঁহার প্রতি উহা উচিত বলিয়াও বোধ হইয়াছিল । ১৯ ।  
 কৃষ্ণগতপ্রাণ কৃষ্ণকামিনীগণ পরস্পর শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিলেন ; মনে হইল, যেন সমস্ত উপনিষদ মূর্ত্তিমত্তী হইয়া সেই মধুর আলাপকে অভিনন্দিত করিতেছিলেন । ২০ ।  
 শ্রীকৃষ্ণের যেমন অপরূপ সৌন্দর্য্য, তেমনই অসাধারণ তেজস্বিতা, ইহা দেখিয়া বিস্ময়-বিমূঢ়া সখী-দিগকে অপর মহিলা বলিতেছে—সখি, ইনি যে সাক্ষাৎ ঈশ্বর, সূতরাং বিষয়ের বিষয় কিছুই নাই । ত্রিগুণময়া প্রকৃতিব বিকোভ হইবার পূর্বে প্রলয়কালে যখন সমস্ত জীবের নিখিল শক্তি স্তম্ভ অবস্থায় ছিল অর্থাৎ জীবগণ ঈশ্বরে লীন হইয়া ছিল, তখন যিনি

অদ্বিতীয় এবং প্রপঞ্চশূন্য নিজস্বরূপে অবস্থিত ছিলেন, —ইনিই সেই পুরাণ পুরুষ । ২১ ।  
 তিনিই আবার নামরূপবিহীন জীবগণকে নাম-রূপ প্রদান করিবার ইচ্ছায় ( সংসারের ভোগসুখ আন্বাদন করাইবার ইচ্ছায় ), নিজ শক্তিবলে সৃষ্টিকার্য্যোন্মুখী প্রকৃতিকে প্রেরণা প্রদান করিয়া তাঁহারই সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন । এই প্রকৃতি, তাঁহারই অংশভূত জীবগণেরও মোহ আনয়ন করিয়া থাকেন । ২২ . .  
 যোগিগণ প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় করিয়া ভক্তির আকুলতায় নির্মূল হৃদয়পদ্মে বাঁহার স্বরূপ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন—ইনিই সেই পরমপুরুষ । ইঁহার দর্শন বড়ই দুর্লভ । ইঁহারই অনুগ্রহে প্রকৃত-পক্ষে বুদ্ধি নির্মূল হইয়া থাকে—যোগাদি দ্বারা তাহা হয় না । ২৩ ।  
 সখি ! বেদ, উপনিষদ এবং তন্ত্রাদি রহস্যশাস্ত্রে ইঁহারই লীলা-কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে । শাস্ত্ররহস্যের উপদেশকগণ বলিয়াছেন,—ইনি একমাত্র ঈশ্বর, লীলাবশে ভগবতের সৃষ্টি স্থিতি, ও লয়-সাধন করিতেছেন—তথাপি তিনি কিছুতেই লিপ্ত নহেন । ২৪



যদা হৃদধ্মেণ তমোধিয়ো নৃপা জীবন্তি তত্রৈষ হি সম্ভবতঃ কিল ।  
 ধত্তে ভগং সত্যমুতং দয়াং যশো ভবায় রূপাণি দধদধৃগে যুগে ॥ ২৫ ॥  
 অহো অলং শ্লাঘ্যতমং যদোঃ কুলং অহো অলং পুণ্যতমং মধোর্বনম্ ।  
 যদেষ পুংসামৃষভঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ স্বজন্মনা চংক্রমণেন চাক্ৰতি ॥ ২৬ ॥  
 অহো বত স্বর্ষশসস্তিরস্করী কুশস্থলী পুণ্যযশস্করী ভুবঃ ।  
 পশ্যন্তি নিত্যং যদনুগ্রাহেষিতং স্মিতাবলোকং স্বপতিং স্ম যৎ প্রজাঃ ॥ ২৭ ॥  
 নুনং ব্রতস্মানহুতাদিনেশ্বরঃ সমর্চিতো হুস্ত গৃহীতপাণিভিঃ ।  
 পিবন্তি যাঃ সখ্যধরামুতং মুহূর্তজস্রিয়ঃ সংমুমুহূর্তদশয়াঃ ॥ ২৮ ॥  
 যা বীৰ্য্যশুদ্ধেন হতাঃ স্বয়ম্বরে প্রমথ্য চৈত্তপ্রমুখান্ হি শুশ্রিণঃ ।  
 প্রভ্রুন্নসান্বাহিতাদয়োহপরা যাস্চাহতা ভৌমবধে সহস্রশঃ ॥ ২৯ ॥  
 এতাঃ পরং স্ত্রীভ্রমপাস্তপেশলং নিরস্তশৌচং বত সাধু কুর্বতে ।  
 বাসা গৃহাং পুঙ্করলোচনঃ পতিনং জাহ্নপৈত্যাহুতিভির্জদি স্পৃশন্ ॥ ৩০ ॥

যখন নৃপতিগণ তমোগুণের আবরণে জ্ঞানহারা  
 হইয়া অধর্মবশে শুধু আপনাদের প্রাণ-পোষণে প্রবৃত্ত  
 হয়, তখনই ইনি বিশ্বরক্ষার নিমিত্ত বিশুদ্ধসবগুণ  
 অবলম্বনে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া  
 ঐশ্বর্য্য-সত্যপ্রতিষ্ঠা-যথার্থবাদিণী-ভক্তবাৎসল্য  
 ও অদ্ভুতকর্ম প্রদর্শন করিয়া থাকেন । ২৫

. ধন্য সেই যদুকুল, যেখানে এই পুরুষোত্তম  
 ত্রীপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—আর ধন্য সেই মথুরা-  
 বৃন্দাবন—যে স্থান তাঁহার পবিত্র পাদসঞ্চারের  
 সৌভাগ্যলাভ করিয়াছে । ২৬

অহো ! ষারকার কথা আর কি বলিব ? পৃথিবী  
 উহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া পবিত্রা ও বশস্বিনী হইয়া-  
 ছেন, উহার নিকট স্বর্গের মহিমাও জ্ঞান—নিপ্রভ ;  
 কারণ, ষারকার প্রজাপুঞ্জ আত্মপতি শ্রীকৃষ্ণকে  
 নিত্য দর্শন করে আর শ্রীকৃষ্ণও স্নিতপূর্ণ সদয়  
 দৃষ্টিপাতে তাহাদিগকে সন্তত কৃতার্থ করিয়া  
 থাকেন । স্বর্গবাসিগণেরও এরূপ সৌভাগ্যের উদয়  
 হয় না । ২৭

সখি, ব্রজনারীগণ জন্মজন্মান্তরে কত ব্রতপালন,  
 কত পুণ্যতীর্থে অবগাহন, কত বা হোমের অনুষ্ঠান  
 করিয়া এই ভগবানের অর্চনা করিয়াছিলেন—  
 যাহার ফলে ইহারা শ্রীকৃষ্ণের পাণিগ্রহণে ধন্য  
 হইয়াছে এবং আকুলচিত্তে তাঁহার অধরাযুত পান  
 করিয়াছে । ২৮

স্বয়ংবরে শিশুপাল প্রভৃতি বিক্রমশালী বীরগণকে  
 পরাজিত করিয়া এবং তাহাদিগকে বীৰ্য্যরূপ শুদ্ধ  
 প্রদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রভ্রুন্নজননী রুক্মিণী, সান্ব-  
 মাতা জাম্ববতী, আম্বজননী নাগজিহী ও সত্যভামাকে  
 এবং নরকাসুরবধ করিয়া অপর সহস্র সহস্র  
 রমণী গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই সকল ললনাগণই  
 পরাধীন অপবিত্র নারীজন্মকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন,  
 যেহেতু সেই গম্বপলাশলোচন প্রাণপতি তাঁহাদিগের  
 গৃহ হইতে অগ্নিত্র কোষাও গমন করেন না,  
 অধিকন্তু পারিজাত-পুষ্পাদি প্রিয়বস্তু আহরণ  
 করিয়া আনিয়া তাঁহাদিগের চিত্ত বিনোদন  
 করেন । ২৯-৩০



সূত উবাচ ।

এবংবিধা বদন্তীনাং স গিরঃ পরমোমিতাম্ । নিরীক্ষণেনাভিনন্দন্ সস্মিতেন যযৌ হরিঃ ॥ ৩১ ॥  
অজ্ঞাতশত্রুঃ পুতনাঃ গোপীধায় মধুদ্বিমঃ । পরেভ্যঃ শঙ্খিতঃ স্নেহাৎ প্রায়ুক্ত চতুরঙ্গীম্ ॥ ৩২ ॥  
অথ দূরগতান্ শৌরিঃ কৌরবান্ বিরহাতুরান্ । সমিবর্ত্য দৃঢ় স্নিগ্ধান্ প্রায়্যাৎ স্বনগরীং প্রিযৈঃ ॥ ৩৩ ॥  
কুরুজাঙ্গলপাঞ্চালান্ শূরসেনান্ সযামুনান্ । ত্রেকাবর্তং কুরুক্ষেত্রং মৎস্তান্ সারস্বতানথ ॥ ৩৪ ॥  
মরুদ্বনমতিক্রম্য সৌবীরাভীরয়োঃ পরান্ । আনর্তান্ ভার্গবোপাগাচ্ছাস্তবাহো মনাধিভূঃ ॥ ৩৫ ॥  
তত্র তত্র হি তত্রৈত্যহরিঃ প্রত্যুগতাহণঃ । সায়ং ভেজে দিশং পশ্চাদ্গাবিষ্ঠো গাং গতস্তদা ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াম্ বৈষ্ণবসিক্যং প্রথমস্কন্ধে

পারীগতে শ্রীকৃষ্ণদ্বারকাগমনং নাম দশমোহব্যাঃ ॥ ১০ ॥

সূত বলিলেন,—পুরনারীগণের এইরূপ বিচিত্র  
আলাপ শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্তের সহিত  
পথে যাইতে যাইতে তাহাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ  
করিলেন, তাহাতেই যেন তাহাদের অভিনন্দন  
করা হইল । ৩১

স্নেহবশতঃ পথে বিপদেব আশঙ্কা করিয়া অজ্ঞাত-  
শত্রু যুধিষ্ঠির মনুসূদনের বক্ষার নিমিত্ত ( হস্তা, অশ্ব,  
রথ ও পদাতিগণ ) চতুরঙ্গীণা সেনা প্রেরণ  
করিলেন । ৩২

বিবহকাণ্ডের পাণ্ডবগণকে বহুব পদাতি আসিত  
দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ মিন্টবাক্যে তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া  
ফিরাইয়া দিলেন এবং উদ্ধব প্রভৃতি প্রিয়বর্গের সহিত  
স্বায় রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন । ৩৩

তিনি কুরুজাঙ্গল, পাঞ্চাল, শূরসেন, যামুন,  
ত্রেকাবর্ত, কুরুক্ষেত্র, মৎস্ত, সারস্বত, মরুদেশ ও  
স্বল্পজল প্রদেশগুলি ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করিতে  
লাগিলেন । যখন তিনি যে প্রদেশে উপস্থিত হইতেন,  
তখনই সেই প্রদেশের অধিবাসিগণ বহুবিধ উপহার  
লগিয়া তাঁহাব পূজা করিতে আসিত । তিনি এই দীর্ঘ-  
যাত্রায় সমস্ত দিনই রথারোহণে গমন করিতেন, অপরাহ্ন-  
সময়ে শূন্যদেব অন্তর্গামী হইলে তিনি কোন জলাশয়ে  
সন্ধ্যাবন্দনাব জগ্ন রথ হইতে অবতরণ করিতেন  
মাত্র । তথাপি তাঁহাব অশ্বগণ অধিক শ্রান্ত  
হইত না । অবশেষে প্রভু সৌবীর ও ভীষ্মের  
দেশের মধ্যবর্তী দ্বারকা প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত  
হইলেন । ৩৪-৩৬

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ।



## একাদশ অধ্যায়

।সূত উবাচ ।

আনর্তান্ স উপব্রজ্য স্বচ্ছান্ জনপদান্ স্বকান্ ।

দধৌ দরবরং তেষাং বিবাদং শময়ন্নিব ॥ ১ ॥

স উচ্চকাশে ধবলোদরো দরোহপ্যুক্রমস্তাধরণেশোণিমা ।

দধ্যায়গানঃ করকঙ্কসংপুটে যথাজ্ঞমণ্ডে কলহংস উৎস্বনঃ ॥ ২ ॥

তম্প্রপঞ্চত্য নিনদং জগন্তয়ভয়াবহম্ । প্রত্যাশয়ঃ প্রজাঃ সৰ্ব্বা ভর্তৃদর্শনলালসাঃ ॥ ৩ ॥

তত্রোপনীতবলয়ো রবেদীপমিবাদৃতাঃ । আত্মারামঃ পূর্ণকামঃ নিজলাভেন নিত্যদা ।

শ্রীভ্যৎকুল্লমুখাঃ প্রোচুর্হর্বগদগদয়া গিরা । পিতরং সৰ্ব্বস্বহৃদমবিতারমিবার্ভকাঃ ॥ ৪ ॥

নতাঃ স্ম তে নাথ সদাজিহ্মপঙ্কজং বিরিক্ষিবৈরিক্ষ্যহরেস্তবন্দিতম্ ।

পরায়ণং ক্ষেমগিহেচ্ছতাং পরং ন যত্র কালঃ প্রভবেৎ পরঃ প্রভুঃ ॥ ৫ ॥

ভবায় নস্ত্বং ভব বিশ্বভাবন ! ত্বমেব মাতাথ স্মৃৎ পতিঃ পিতা ।

ত্বং সদগুরুনঃ পরমঞ্চ দৈবতং যন্তানুরক্ত্য কৃতিনো বভূবিম ॥ ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-প্রবেশ ।

সূত বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ ক্রমে আনর্ত নামক নিজ সম্মুখিলা জনপদে উপনীত হইয়া পাঞ্চজন্ত শঙ্খধ্বনি করিলেন ; সেই ধ্বনিতে যেন সকলের বিবাদ দূরীভূত হইল । কর-কমলমধ্যে শোভিত সেই শুভ্র শঙ্খে শ্রীকৃষ্ণ যখন ফুৎকার প্রদান করিলেন, তখন তাঁহার অপররাগে রঞ্জিত হইয়া শঙ্খটি যেন রক্তকমল-বনে প্রবিষ্ট উচ্চকলরবকারী একটি রাজহংসের স্থায় শোভা পাইতেছিল । ১-২

যে নিনাদে জগতের ভয়দাতাও ভয় পাইয়া থাকে, প্রজাগণ সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রভুদর্শনে উৎসুক হইয়া উঠিল এবং অভ্যর্থনার জন্ত সানন্দে আগমন করিতে লাগিল । তাহারা তাঁহাকে নানাবিধ উপহার সাদরে প্রদান করিল । কিন্তু সূর্য্যদেবকে যেমন দীপদান, শ্রীকৃষ্ণকে এই উপহার-প্রদানও

সেইরূপ । কেন না—তিনি যে আত্মারাম, নিজ পরমানন্দস্বরূপলাভেই সৰ্বদা পূর্ণকাম—তাঁহার ত' কোন কিছুরই অপেক্ষা নাই । বালকগণ যেমন পিতার সহিত আলাপ করে, সেইরূপ প্রজাগণও সেই সকলের স্মৃৎ—জগতের রক্ষাকর্তা শ্রীকৃষ্ণকে উৎকুল্লমুখে আনন্দ-গদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিল—হে নাথ, তোমার শ্রীচরণারবিন্দে প্রণাম করি । ত্রাণা, সনকাদি মুনিগণ এবং দেবরাজ ইন্দ্রও তোমার পাদপদ্ম বন্দনা করেন । এই সংসারে যাঁহারা নিজ কল্যাণকামী, তাঁহাদের এক-মাত্র গতি ঐ চরণধ্বয় ; ত্রাণাদির উপর প্রভুত্ব করিলেও কাল ঐ চরণের নিকট কোন প্রকাব ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে না । ৩-৫

হে বিশ্বভাবন ! তুমিই আমাদের পিতা, মাতা, পতি, বন্ধু, তুমিই আমাদের সদ্গুরু—পরম দেবতা, তুমি আমাদের উদ্ধারকর । তোমার অনুবর্তন করিয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি । ৬



অহো সনাথা ভবতা স্ম যদ্বয়ং ত্রৈপিষ্টপানামপি দূরদর্শনম্ ।

প্রেমস্নিগ্ধস্নিগ্ধনিরীক্ষণাননং পশ্যেৎ রূপং তব সর্বসৌভগম্ ॥ ৭ ॥

যর্হানুজ্ঞাপসসার ভো ভবান্ কুরুন্ মধুন্ বাথ স্নহদিদৃক্ষয়া ।

তত্রাখকোটিপ্রতিমঃ ক্ষণো ভবেদ্রবিং বিনাক্ষোরিব নস্তবাচ্যত ॥ ৮ ॥

কথং বয়ং নাথ চিরোষিতে ত্বয়ি প্রসন্নদৃষ্ট্যাখিলতাপশোধনম্ ।

জীবেম তে স্নন্দরহাসশোভিতমপশ্যমানা বদনং মনোহরম্ ॥ ৯ ॥

ইতি চোদীরিতা বাচঃ প্রজানাং ভক্তবৎসলঃ । শৃণ্বানোহনুগ্রহং দৃষ্ট্যা বিতম্বন্ প্রাবিশৎ পুরীম্ ॥ ১০ ॥

মধুভোজদশার্হাকুরাক্ষকর্ষিভিঃ ।

আত্মতুল্যবলৈর্গুপ্তাং নাগৈর্ভোগবতীমিব ॥ ১১ ॥

সর্বভুসর্ববিভবপুণ্যরক্ষলতাশ্রমৈঃ ।

উগানোপবনারামৈর্ব্রতপদাকরশ্রিয়ম্ ॥ ১২ ॥

গোপুরদ্বারমার্গেষু কৃতকৌতুকতোরণাম্ ।

চিত্রধ্বজপতাকাগৈরন্তঃ প্রতিহতাতপাম্ ॥ ১৩ ॥

সম্মাভি তমহামার্গরথ্যাপণকচত্বরান্ ।

সিন্ধাং গন্ধজলৈরুপ্তাং ফলপুষ্পাক্ষতাক্ষুরৈঃ ॥ ১৪ ॥

দ্বারি দ্বারি গৃহাণাঞ্চ দধ্যাক্ষতফলেক্ষুভিঃ ।

অলঙ্কতাং পূর্ণকুন্তৈর্বাণিভিধূপদীপকৈঃ ॥ ১৫ ॥

গোমাকে পাওয়া আমরা সত্যই সনাথ হইয়াছি—  
কেন না, যে রূপ-দর্শন দেবগণেরও তুল্য—সেই  
সর্ববাস্তব-সুন্দর পরম রমণীয় রূপ—প্রেমস্নিগ্ধ-নয়নোজ্জ্বল  
সহস্র বদন আমরা সর্বদাই দেখিতেছি। হে কমল-  
নয়ন! তুমি যখন স্নহদগুণকে দেখিবার জগ্ধ আমরা  
দিগকে পরিত্যাগ করিয়া কুরুদেশে অথবা মথুরায়  
চলিয়া যাও—তখন রবির অন্তর্কানে চক্ষুঃ যেমন জগৎ  
অন্ধকারময় দেখে, তেমনি তোমার বিরহে আমাদের  
এক একটি ক্ষণ যেন কোটি বৎসর বলিয়া বোধ হয়।

তুমি দীর্ঘ-প্রবাসে থাকিলে তোমার সে সুন্দর  
হাস্যশোভিত মনোহর মুখখানি না দেখিয়া কিরূপে  
আমরা বাঁচিতে পারি? তোমাব প্রসন্ন দৃষ্টির সম্মুখে  
থাকিলে যে সমস্ত সন্তাপ দূর হইয়া যায়। ৭-৯

ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রজাদিগের এই  
সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া রূপাপূর্ণ দৃষ্টিপাতে  
তাহাদিগকে অনুগৃহীত ও অভিনন্দিত করিতে করিতে  
নিজপুরী দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন। ১০

ভোগবতী মেরুপ নাগগণ কর্তৃক রক্ষিত হয়, সেই-  
রূপ দ্বারকাও এত দিন কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে

তুল্যবলশালা মধুভোজ-দশার্হ-কুরাক্ষ-অই, অন্ধক ও  
বৃষিৎসংগাদিগের দ্বারা রক্ষিত হইতেছিল। ১১

দ্বারকানগরীর কি সৌন্দর্য! পবিত্র তরুরাজি  
একই সময়ে ছয় গাতুর পুষ্পসম্পদ ধারণ করিয়া  
বিরাজিত; সেখানে কত উদ্যান, উপবন, ক্রীড়াকানন  
ও সরোবর শোভাবিস্তার করিতেছিল। ১২

শ্রীকৃষ্ণের আগমনোৎসবে পুরদ্বারে এবং গৃহের  
দ্বারে দ্বারে তোরণসমূহ নির্মিত হইয়াছিল, তাহার  
উপরিভাগে গরুড়মূর্তি-চিহ্নিত নানাবিধ জয়পতাকা  
এমনই ভাবে উড্ডীয়মান হইতেছিল যে, ঘনসন্নিবিষ্ট  
পতাকাসমূহের বস্ত্রচ্ছায়ায় পুরীমধ্যে সূর্য্যাকিরণ  
প্রবেশ করিতে পারে নাই। ১৩

রাজপথ, গথ, বাজার ও গৃহের প্রাঙ্গণসমূহ  
সুচারুরূপে পরিকৃত হইয়াছিল। গন্ধজলে সমস্ত ভূমি  
সিক্ত করিয়া তাহার উপরে ফল, ফুল, অক্ষত ও  
দূর্ব্বা ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। গৃহের দ্বারে  
দ্বারে দধি, অক্ষত, ফল ও ইক্ষুদণ্ডসহ পূর্ণ কুন্ত  
এবং সম্মুখে ধূপ, দীপ ও পূজোপহার সজ্জিত  
ছিল। ১৪-১৫



নিশম্য প্রেষ্ঠমায়াস্তং বসুদেবো মহামনাঃ । অক্রুরশ্চোগ্রসেনশ্চ রামশ্চাত্ত্বর্বিব্রমঃ ॥ ১৬ ॥  
 প্রত্নান্শ্চাৰুদেবশ্চ সাশ্বো জাম্ববতীসুতঃ । প্রহর্যবেগেচ্ছশিতশয়নাসনভোজনাঃ ॥ ১৭ ॥  
 বারগেন্দ্রং পুরস্কৃত্য ত্রাক্ষগৈঃ সম্মমঙ্গলৈঃ । শঙ্খতুয্যনিদাদেন ত্রক্ষঘোষণে চাদৃতাঃ ।

প্রত্নান্শ্চাৰুদেবশ্চোগ্রসেনশ্চ রামশ্চাত্ত্বর্বিব্রমঃ ॥ ১৮ ॥

বারমুখ্যাশ্চ শতশো যানৈস্তদর্শনোৎসুকাঃ । লসৎকুণ্ডলনির্ভাতকপোলবদনশ্রিয়ঃ ॥ ১৯ ॥  
 নটনর্তকগন্ধর্বাঃ সূতমাগধবন্দিনঃ । গায়ন্তি চোত্তমঃশ্লোকচরিতান্দুতানি চ ॥ ২০ ॥  
 ভগবাংস্তত্র বক্ষুনাং পৌরাণামনুবর্তিনাম্ । যথাবিদ্যুপসঙ্গম্য সর্বেষাং মানমাদেধে ॥ ২১ ॥  
 প্রহ্লাভিবাদনাল্পেষকরস্পর্শস্মিতেক্ষণৈঃ । আশাশ্চ চান্দ্রপাকেভ্যো বরৈশ্চাভিমতৈর্বিভুঃ ॥ ২২ ॥  
 স্বয়ং গুরুভির্বিপ্রৈঃ সদারৈঃ শ্ববিরৈরপি । আশীর্ভিযুজ্যমানোহন্যৈর্বন্দিভিষ্চাবিশং পুরীম্ ॥ ২৩ ॥  
 রাজমার্গং গতে কৃষ্ণে দ্বারকায়াঃ কুলস্রিয়ঃ । হস্ত্যাণ্যারুহুর্হবিপ্রাস্তদীক্ষণমহোৎসবা ॥ ২৪ ॥  
 নিত্যং নিরীক্ষমাণানাং যদপি দ্বারকৌকসাম্ । নৈব তৃপ্যন্তি হি দৃশঃ শ্রিয়ো ধাম্মাজ্জমচ্যুতম্ ॥ ২৫ ॥  
 শ্রিয়ো নিবাসে যন্তোরঃ পানপাত্রং মুখং দৃশাম্ । বাহবো লোকপালানাং সারঙ্গাণাং পদান্মুজ্জম্ ॥ ২৬ ॥

প্রবর্তম শ্রীকৃষ্ণ প্রবাস হইতে আগমন করিতেছেন শুনিয়া মহামনাঃ বসুদেব, অক্রুর, উগ্রসেন, অদ্ভুতকর্ম্মা বলরাম, প্রত্নান, চারুদেব ও জাম্ববতীতনয় সাধ সকলেই আনন্দে আগ্রহারা হইয়া কেহ শয়ন, কেহ আসন, কেহ বা ভোজন পরিত্যাগ করিয়া বেগে উঠিয়া পড়িলেন । মঙ্গলাচরণের জন্য একটি প্রধান হস্তীকে সম্মুখে রাখিয়া এবং কুশপুষ্পপাণি ত্রাক্ষণদিগকেও অগ্রে লইয়া রথে আরোহণ করিলেন । চতুদ্দিকে শঙ্খ, ভেরী বাজিয়া উঠিল, উচ্চকণ্ঠে মঙ্গলপাঠ হইতে লাগিল । তাঁহার সানন্দে সমস্ত্রমে পরম প্রীতিপাত্র শ্রীকৃষ্ণের অভ্যর্থনার জন্য গমন করিলেন । শত শত বারবনিতা যানে আরোহণ করিয়া আকুল আগ্রহে অগ্রসর হইতে লাগিল । তাহাদের কর্ণকুণ্ডল গণ্ডদেশে যুহু যুহু ছলিতে থাকায় মুখমণ্ডলের শোভা বদ্ধিত হইতেছিল । নর্তকগণ অভিনয়ের দ্বারা, নর্তকগণ নৃত্য করিয়া, গায়কগণ গান করিতে করিতে, পৌরাণিকগণ আবৃত্তির স্বরে, মাগধগণ বংশকীর্তন সহকারে এবং বন্দিগণ শ্রীকৃষ্ণের যশোগাথার সহিত তাঁহার অদ্ভুত চরিত-মহিমা কীর্তন করিতে লাগিল । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে সমাগত পুরবাসী বন্ধু ও অনুজীবীগণের সহিত

যথাযোগ্যভাবে মিলিত হইয়া সকলকেই সম্মানিত করিলেন । কাহাকেও মস্তক অবনত করিয়া, কাহাকেও বাক্য দ্বারা প্রণাম দ্বাপন করিয়া, কাহাকেও আলিঙ্গন, কাহাকেও করস্পর্শ, কাহারও প্রতি সম্মিত দৃষ্টিপাত করিয়া — কাহাকেও অভয়দান, কাহাকেও বা অভিমত বর প্রদান করিয়া আচণ্ডাল গুরুজন পণ্ডিত সকলেরই মান রক্ষা করিলেন । আর নিজে তখন স্ব স্ব পত্নীগণের সহিত সমাগত প্রাচীন ত্রাক্ষণগণের ও গুরুজনদিগের আশীর্বাদ লাভ করিতে করিতে বন্দিগণ ও অন্যান্য জনসঙ্ঘের সহিত দ্বারকাপুরী প্রবেশ করিলেন । ১৬-২৩

শ্রীকৃষ্ণ রাজপথে আসিবামাত্র তাঁহাকে দর্শন করিয়া, পরমানন্দলাভের জন্য কুলনারীগণ অট্টালিকার হাদে আরোহণ করিল । ২৪

দ্বারকাবাসিগণ যদিও শোভা-নিকেতন শ্রীকৃষ্ণকে নিত্যই দর্শন করিত, তথাপি তাহাদিগের নয়ন পরিতৃপ্ত হয় নাই । যাঁহার বক্ষঃস্থল সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর আবাসস্থল, যাঁহার মুখচন্দ্র সমস্ত প্রাণীর নয়নচকোরের সৌন্দর্য্যামৃত পান করিবার পাত্রস্বরূপ, যাঁহার বাহ লোকপালগণের আশ্রয় এবং চরণযুগল ভক্তগণের অবলম্বন, তাঁহাকে দর্শন করিয়া কাহারও কি আশা মিটে ? ২৫-২৬



সিতাতপত্রব্যজনৈরুপস্কৃতঃ প্রসূনবর্ষৈরভিব্যবিতঃ পথি ।

পিশঙ্গবাসা বনমালয়া বভৌ ঘনো যথাকৌড়ুপচাপবৈছ্যতৈঃ ॥ ২৭ ॥

প্রবিষ্টস্ত গৃহং পিত্রোঃ পরিষক্তঃ স্বমাতৃভিঃ । ববন্দে শিরসা সপ্ত দেবকীপ্রমুখাস্তদা ॥ ২৮ ॥

তাঃ পুত্রমঙ্কমারোপ্য স্নেহস্নুতপয়োধরাঃ । হর্ষবিহ্বলিতান্নানঃ সিধিচূনেত্রজৈর্জলৈঃ ॥ ২৯ ॥

অথাবিশৎ স্বভবনং সর্বকামমস্তুভমম্ । প্রাসাদা যত্র পত্নীনাং সহস্রাণি চ ষোড়শ ॥ ৩০ ॥

পত্ন্যঃ পতিং প্রোষ্য গৃহান্তপাগতং বিলোক্য সঞ্জাতমনোমহোৎসবাঃ ।

উত্তপ্তুরাং সহস্রাসনাশয়াং সাকং ত্রৈতরীড়িতলোচনাননাঃ ॥ ৩১ ॥

তমাত্মজৈর্দৃষ্টিভিরন্তরাঙ্গনা দুরন্তভাবাঃ পরিরেভিরে পতিম্ ।

নিরুদ্ধমপ্যাশ্রবদস্মু নেত্রয়োর্বিলজ্জতীনাং ভৃগুবর্ষ্য বৈক্লবাং ॥ ৩২ ॥

যদ্যপ্যসৌ পার্শ্বগতো রহোগতস্তথাপি তস্মাজ্জিযুগং নবং নবম্ ।

পদে পদে কা বিরমেত তৎপদাচ্চলাপি যং ত্রীর্নজ্জহাতি কহিচিৎ ॥ ৩৩ ॥

শ্বেতচ্ছত্র ও শ্বেতচামর-যুগলে মণ্ডিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন রাজপথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন, তখন চারিদিকে হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, তাঁহার গলদেশে বনমালা এবং পরিধানে পীতবস্ত্র শোভা পাইতেছিল । বোধ হইল যেন, একটি মেঘখণ্ড—গাহার উপরিভাগে সূর্য্যমণ্ডল দুই পার্শ্বে দুই চন্দ্রবিন্দু, চতুর্দিকে তারকাসমূহ এবং মধ্যস্থলে দুইটি ইন্দ্রধনুঃ মিলিত ও অস্ত্রে চপলা নিশ্চল হইয়া আছে । ২৭

ক্রমে ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতার গৃহে প্রবেশ করিলেন, মাতৃগণ তাঁহাকে ক্রোড়ে লইলেন, তিনিও তখন দেবকী প্রভৃতি সাতজনকে এবং বিমাতৃগণকে প্রণাম করিলেন । পুত্রকে ক্রোড়ে লইবামাত্র স্নেহবশতঃ তাঁহাদের হৃদয় ক্ষবিত হইতে লাগিল, তাঁহারা হসবিহ্বল হইয়া আনন্দাশ্রু দ্বারা তাঁহাকে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন । ২৮-২৯

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সর্বকামপ্রদ অভিষয় মনোহর নিজ অস্ত্রপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন—সেখানে ষোড়শ সহস্র মহিষীগণ বাস করিতেন । ৩০

এত দিন মহিলাগণ হস্ত-ক্ৰোড়াদি বর্জন করিয়া প্রোষিতভর্তৃকার ত্রৈত পালন করিতেছিলেন,—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল

হইয়া নিজ নিজ আসন ও ত্রৈত এককালেই পরিত্যাগ করিয়া সতসা উঠিয়া পড়িলেন এবং লজ্জাবনতমুখে তাহার প্রতি কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । ৩১

পাতর আগমন-সংবাদেই তাঁহারা হৃদয়ের দ্বারা গাহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন—তিনি দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র তাঁহাদের ইন্দ্রিয়নিচয় যেন ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল, আরও নিকটে আগমন করিলে পুত্রের দ্বারা এবং শেষে নিজেরাও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন—তাঁহাদের এমনই গস্তার প্রেম-ভাব ! লজ্জাবশে যদিও বহুক্ষণ তাঁহারা নয়নবারি রোধ করিয়াছিলেন—কিন্তু আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না, তখন তাঁহাদের নয়ন হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরিতে লাগিল । ৩২

কত সময়ে তাঁহারা নির্জনে শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধানে অবস্থান করিতেন—কিন্তু তখনও তাঁহাদিগের নিকট শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল প্রতিক্ষণ নূতন বলিয়া বোধ হইত । কোন্ নারীই বা সেই চরণ-সৌন্দর্য্য-দর্শন হইতে বিরত হইতে পারে ? স্বয়ং লক্ষ্মী স্বভাবতঃ চঞ্চলা হইয়াও কখনও তাহা ত্যাগ করিতে পারেন নাই । ৩৩



এবং নৃপাণাং ক্রিতিভারজন্মনামকৌহিণীভিঃ পরিবৃত্ততেজসাম্ ।

বিধায় বৈরং স্বসনো যথানলং মিথো বধেনোপরতো নিরায়ুধঃ ॥ ৩৪ ॥

স এষ নরলোকেহস্মিন্মবতীর্ণঃ স্বমায়য়া । রেমে স্ত্রীরত্নকুটস্থো ভগবান্ প্রাকৃতো যথা ॥ ৩৫ ॥

উদামভাবপিপুনামলবজ্জহাসব্রীড়াবলোকনিহতোহমদনোহপি যাসাম্ ।

সংমুহ্য চাপমজহাং প্রমদোত্তমাস্তা যশ্চেচ্ছিয়ং বিগথিতুং কুহকৈর্ন শেকুঃ ॥ ৩৬ ॥

তময়ং মন্যতে লোকো হসন্তুর্মাপ সঙ্গিনম্ । আত্মোপম্যেন মনুজং ব্যাপৃণ্ণানং যতোহবুধঃ ॥ ৩৭ ॥

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোহপি তদুগ্ধৈঃ । ন যুজ্যতে সদাভ্যুত্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ ৩৮ ॥

তং যেনিরেহবলা মোঢ়াৎ ত্রৈণং চানুভ্রতং রহঃ । অপ্রমাণবিদো ভর্তৃরীশ্বর মতযো যথা ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মতাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমোঃ পারীক্ষিতে

শ্রীকৃষ্ণসংগমো নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

যে সকল নৃপতির জন্মগ্রহণের ফলে ধরণী ভার-  
গ্রস্ত হইয়াছিলেন এবং নিজ নিজ অকৌহিণী সেনা-  
দ্বারা যাহাদের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার লাভ করিয়াছিল,  
শ্রীহরি লীলাবশে মর্ত্যালোকে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের  
মধ্যে পরস্পর কলহ উৎপাদন করিয়া বিনা অস্ত্রে  
তাহাদিগকে দমন করিয়াছিলেন; বায়ু যেমন বেণু-  
সকলের মধ্যে পরস্পর ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদন  
করিয়া সমস্ত দগ্ধ করিয়া আপনিই প্রশমিত হয়,  
শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ তাহাদিগের বধসাধন করাইয়া  
ক্ষান্ত হইলেন এবং ভগবান্ তখন বহু উত্তম উত্তম  
রমণী দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া সামান্য মানুষের স্থায় লীলা-  
ভিনয় করিতে লাগিলেন। রমণীর হাবভাবজ্যোতক  
মধুর হাস্য ও সলজ্জ দৃষ্টির সম্মুখে মহাদেবও মুগ্ধ  
হইয়া পিপাক (ধমুঃ) পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু

সেই সকল উত্তম প্রেমদাগণ বিভ্রম-বিলাসের কুহকে  
শ্রীকৃষ্ণের মনোহরণ করিতে পারে নাই। ৩৪-৩৬

অজ্ঞান মানব তাঁহাকে নিজের সাদৃশ্য-বোধে মনে  
করে—‘তিনি বুঝি’ সংসারাসক্ত, কিন্তু বাস্তবিক তিনি  
সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। ইহাই ঈশ্বরের ঈশ্বরহ; বুদ্ধি যেমন  
আত্মার আশ্রয়ে থাকিলেও আত্মগত গুণ—সেই  
পরমানন্দ অনুভব করিতে পারে না, তেমনই ভগবান্  
প্রকৃতির সহিত মিলিত হইলেও প্রকৃতিগত গুণ—সুখ-  
দুঃখাদি দ্বারা লিপ্ত হ’ন না। ৩৭-৩৮

তাঁহার পত্নীগণ কেমন করিয়া তাঁহার এই প্রকার  
মহিমা বুঝিতে পারিবেন?—তাঁহারা যে অবলা; নিজ  
নিজ বুদ্ধির অনুরূপভাবে সেই জগদীশ্বর স্বামীকে ত্রৈণ  
ও তাঁহাদের একান্ত অনুগত বলিয়া মনে  
করিয়াছিলেন। ৩৯

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত



## দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীশৌনক উবাচ ।

অশ্বখাম্রোপস্থষ্টেন ব্রহ্মশীর্ষো রুতেজসা । উত্তরায়া হতো গর্ভ ঈশেনাজীবিতঃ পুনঃ ॥ ১ ॥  
তস্য জন্ম মহাবুদ্ধেঃ কৰ্ম্মাণি চ মহাজ্ঞনঃ । নিধনঞ্চ তথৈবাসীৎ স প্রেত্য গতবান্ যথা ॥ ২ ॥  
তদিদং শ্রোতুমিচ্ছামো গদিতুং যদি মন্যসে । ক্রহি নঃ শ্রদ্ধধানানাং যস্য জ্ঞানমদাচ্ছুকঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীসুত উবাচ ।

অপীপলঙ্কৰ্ম্মরাজঃ পিতৃবদ্রজয়ন্ প্রজাঃ । নিস্পৃহঃ সৰ্ব্বকামেভ্যঃ কৃষ্ণপাদানুসেবয়া ॥ ৪ ॥  
সম্পদঃ ক্রতবো গোকা মহিমী ভ্রাতরো মহা । জম্বুদ্বীপাধিপত্যঞ্চ যশশ্চ ত্রিদিবং গতম্ ॥ ৫ ॥  
কিং তে কামাঃ স্তরম্পাচ্চ মৃকুন্দমনসো দ্বিজ । অধিজহুঃ স্মুদং রাজ্ঞঃ স্মুধিতস্য যথৈতরে ॥ ৬ ॥  
মাতৃগর্ভগতো বীৰঃ স তদা ভৃগুনন্দন । দদর্শ পুরুষং কঞ্চিৎ দহমানোহস্মতেজসা ॥ ৭ ॥  
অঙ্গুষ্ঠমাত্রমমণং স্মরুং পরটমোলিনম্ । অপীব্যদর্শনং শ্যামং তড়িহাসসমচ্যুতম্ ॥ ৮ ॥  
শ্রীমদ্দীর্ঘচতুর্বাহুং তপ্তকাক্ষনকুণ্ডলম্ । ক্ষতজাক্ষং গদাপাণিমাগ্ননঃ সৰ্ব্বতো দিশম্ ।

পরিভ্রমন্তমুচ্ছ্রান্তং ভ্রামযন্তং গদাং মুহুঃ ॥ ৯ ॥

পরীক্ষিতের জন্মকথা ।

শৌনক বলিলেন—অশ্বখাম্রোপস্থষ্টেন ব্রহ্মশীর্ষে নিক্ষেপ করি। উত্তরায় গর্ভস্থ সন্তান প্রায় নষ্ট কবিয়াছিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উহা পুনর্জীবিত করেন । ১

সেই গর্ভ হস্তে মহাজ্ঞা মহামতি পরীক্ষিৎ কিকপে জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন? তাঁহার কৰ্ম্ম-কলাপই বা কিকপ? তাঁহার মৃত্যুই বা কি প্রকায়ে হইয়াছিল? মৃত্যুর পরই বা তিনি কিকপ গতিলাভ করেন? এই সকল বিষয় আমবা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কবি—যদি বলিতে মন হয়, তাহা হইলে, হে সুত, আমাদিগের নিকট তাহা বশ । যে পরীক্ষিৎকে শুকদেব জ্ঞানোপদেশ কবিয়াছিলেন—তাঁহার কথা শুনিতে আমাদের অতিশয় শ্রদ্ধাব উদয় হইতেছে । ২-৩

সুত কহিলেন,—রাজা যুধিষ্ঠির সর্বদা শ্রীকৃষ্ণ-পদারবিন্দ ধ্যান করিতে করিতে সমস্ত বিষয়ে নিস্পৃহ

হইয়াছিলেন—এবং নিজ পিতার তায় ধর্ম্মতঃ প্রজা-পালন করিতেছিলেন । তাঁহার ঐশ্বর্য্য, যজ্ঞানুষ্ঠান, তদনুকূপ সদগতি, স্ত্রী, ভ্রাতা, সঙ্গাগরাধার আধিপত্য এবং যশোরাশি দেবগণেরও প্রশংসার বিষয় হইয়াছিল । হে দ্বিজ ! রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীহরির চরণে চিত্ত সমর্পণ কবায় দেববাস্তিত সেই ঐশ্বর্য্যও তাঁহাকে আনন্দ-দান করিতে পারে নাই । কুধাভের নিকট যেমন মাল্য-চন্দনাদি ভাল লাগে না, সেইরূপ রাজা যুধিষ্ঠিরেরও বিষয়েব প্রতি কিছুমাত্র আকর্ষণ ছিল না । ৪-৬

হে ভৃগুনন্দন, মাতৃগর্ভস্থ শিশু পরীক্ষিৎ তখন অগ্নতেজে দগ্ধ হইতে হইতে দেখিলেন—তাঁহার সম্মুখে শ্যাম-সুন্দর অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত একটি পুরুষ বিরাজ করিতেছেন । তাঁহার পরিধানে পীত বসন—মস্তকে সুবর্ণ-কিরীট, কর্ণে তপ্তকাক্ষনময় কুণ্ডলমুগল, আজানুলম্বিত চতুর্বাহু ; তিনি ক্রোধে আরক্তচক্কু হইয়া হস্তে গদাধারণ পূর্ব্বক দুইটি উচ্চ-দণ্ডের সহিত গদা বিদ্যুর্ধিত কবিয়া চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন । ৭-৯



অস্ত্রতেজঃ স্বর্গদয়া নীহারমিব গোপতিঃ । বিধমস্তং সন্মিকর্ষে পার্যোক্ষত ক ইত্যসৌ ॥১০॥  
 বিধুয় তদগেয়াত্মা ভগবান্ ধর্ম্যগুণবিভূঃ । মিশতো দশমাস্ত্রস্ত তত্রৈবাস্তদ্বন্দধে হরিঃ ॥ ১১ ॥  
 ততঃ সর্বগুণোদর্কে সান্নুকুলগ্রহোদয়ে । জজ্ঞে বংশধরঃ পাণ্ডুভূয়ঃ পাণ্ডুরিবোজসা ॥১২॥  
 তস্মা প্রীতমনা রাজা বিপ্রৈর্ধোম্যাকুপাদিভিঃ । জাতকং কারয়ামাস বাচয়িত্ব চ মঙ্গলম্ ॥ ১৩ ॥

হিরণ্যং গাং মহীং গ্রামান্ হস্ত্যশ্বান্ পতির্বরান্ ।

প্রদাৎ স্বম্পদং বিপ্রৈভ্যঃ প্রজাতোর্থৈ স তীর্থবিৎ ॥ ১৪ ॥

তন্মুচুর্ত্রাক্ষণাস্তৃচা রাজানং প্রশ্রয়ানতম । এষ হস্মিন্ প্রজাতন্তৌ পুরুষাং পৌরবর্ষত ॥ ১৫ ॥  
 দৈবেনাপ্রতিঘাতেন শুক্রে সংস্থামুপেযুষি । রাতৌ বোহন্থগ্রহার্ণায় বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ১৬ ॥  
 তস্মান্মান্মা বিষ্ণুরাত ইতি লোকে ভবিষ্যতি । ন সন্দেহো মহাভাগ মহাভাগবতো মহান্ ॥১৭॥

শ্রীরাজোবাচ ।

অপ্যেয বংশ্যান্ রাজর্ষীন পুণ্যল্লোকান্ মহাত্মনঃ । অনুবর্তিতা স্বিস্বশসা সাধুবাদেন সন্তমাঃ ॥১৮॥

শ্রীত্রাক্ষণা উচুঃ ।

পার্শ্ব প্রজাবিতা সাক্ষাদিক্ষুঁকুরিব মানবঃ । ত্রাক্ষণ্যঃ সত্যসন্ধশ্চ রাগো দাশরথ্যর্থথা " ১৯ ॥

সূর্য যেমন হিম নিবারণ করেন, সেইরূপ তিনিও গদা দ্বারা অস্ত্রতেজ প্রশমিত করিলেন । সমীপস্থিত সেই পুরুষকে দেখিয়া যেমন সেই দশমাসের শিশু পরীক্ষিতের মনে হইল—ইনি কে ? অমনি সেই অচিন্ত্যস্বরূপ সর্বব্যাপী ধর্ম্যগোপ্তা ভগবান্ শ্রীহরি দেখিতে দেখিতে সেইখানেই অন্তর্হিত হইলেন । ৭-১১

অনন্তর শুভগ্রহগণের উদয়কালে উত্তরোত্তর উৎকর্ষশুচক সর্বগুণসম্পন্ন লগ্নে দ্বিতীয় পাণ্ডুর জ্যৈষ্ঠ তেজস্বী পাণ্ডুকুলনন্দন পরীক্ষিত জন্মগ্রহণ করিলেন । ১২

পৌত্রলাভে পরমানন্দিত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠির ধোম্য রূপ প্রভৃতি ত্রাক্ষণগণের দ্বারা স্বস্তি-বাচন করাইয়া জাতকর্ম্ম সংস্কার সম্পন্ন করাইলেন । ১৩

তৎপরে রাজা সেই পুত্রজন্মের পুণ্য মুহূর্ত্তে ত্রাক্ষণ-দিগকে স্তব্ধ, গো, ভূমি, গ্রাম, বহুমূল্য হস্তী, অশ্ব এবং উত্তম অন্ন দান করিলেন । ১৪

ত্রাক্ষণগণ সন্তুষ্ট হইয়া সেই বিনয়াবনত রাজাকে বলিতে লাগিলেন,—হে পৌরবর্ষশ্রেষ্ঠ, পুরুবংশধারায় এই পবিত্র সন্তান দুর্নিবার দৈববশে বিনষ্ট হইয়াই গিয়াছিল, আপনাদের প্রতি রূপা প্রকাশ করিয়া সর্ব-শক্তিমান্ বিষ্ণুই ইহাকে জীবনদান করিয়াছেন, এই জন্ম ইহার নাম বিষ্ণুরাত অর্থাৎ বিষ্ণুদত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে । এই বালক যে পরম ভাগবত এবং সর্বগুণে ভূষিত হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই । ১৫-১৭

তখন যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করিলেন,—হে সদ্ভ্রাক্ষণগণ ! বলুন, এই বালক সংকীর্ণ্তি-দ্বারা মদীয় বংশের পূর্ব পূর্ব পুণ্যল্লোক মহামহিমশালী রাজর্ষিগণের অনুবর্তন করিতে পারিবে কি ? ১৮

ত্রাক্ষণগণ বলিলেন,—মহারাজ, এই শিশু ভবিষ্যতে মনুপুত্র সাক্ষাৎ ইক্ষাকুর মত এবং দাশরথি রামচন্দ্রের মত ত্রাক্ষণগণের হিতকারী ও সত্যসন্ধ হইয়া প্রজাপালন করিবে । ১৯



এষ দাতা শরণ্যশ্চ যথা হোশীনরঃ শিবিঃ । যশো বিতনিতা স্বানাং দৌম্বস্তিরিব যজ্ঞনাম্ ॥২০॥  
 ধ্বিনামগ্রগীরেষ তুল্যশ্চাৰ্জুনয়োদয়োঃ । হুতাশ ইব দুৰ্দ্ধবঃ সমুদ্র ইব দুস্তরঃ ॥ ২১ ॥  
 যুগেন্দ্র ইব বিক্রান্তো নিষেব্যো হিমবানিব । তিতিক্ষুৰ্বহুধেবাসৌ সহিষ্ণুঃ পিতরাবিব ॥ ২২ ॥  
 পিতামহসমঃ সান্যে প্রসাদে গিরিশোপমঃ । আশ্রয়ঃ সৰ্বভূতানাং যথা দেবো রমাশ্রয়ঃ ॥২৩॥  
 সৰ্বসদৃশমাহাত্ম্য এষ কৃষ্ণমনুজতঃ । রস্তিদেব ইবৌদার্যো যযাতিরিব ধার্মিকঃ ॥২৪॥  
 ধৃত্য বলিসমঃ কৃষ্ণে প্রহ্লাদ ইব সদগ্রহঃ । আহৰ্ত্তেমোহম্মেধানাং বৃদ্ধানাং পথ্যুপাসকঃ ॥২৫॥  
 রাজর্ষীনাং জনয়িতা শাস্তা চোৎপথগামিনাম্ । নিগ্রহীতা কলেরেষ ভুবো ধর্ম্যশ্চ কারণাৎ ॥২৬॥  
 তক্ষকাদাশ্বনো মৃত্যুং দ্বিজপুত্রোপসজিতাৎ । প্রপৎস্রাত উপশ্রুত্য মন্ত্রসঙ্গঃ পদং হরেঃ ॥২৭॥  
 জিজ্ঞাসিতাশ্বযার্থো মুনের্যাসম্মতাদসৌ । হিত্বদং নৃপ গঙ্গায়াং যাস্ত্যত্কাকুতোভয়ম্ ॥২৮॥  
 ইতি রাজ্ঞ উপাদিশ্য বিপ্রা জাতককোবিদাঃ । লক্ষ্যপচিতয়ঃ সর্বৈ প্রতিজগ্মুঃ স্বকান্ গৃহান্ ॥২৯॥  
 স এস লোকে বিখ্যাতঃ পরীক্ষাদিতি যৎ প্রভুঃ । সর্বং দৃষ্টমনুধ্যায়ন্ পরীক্ষিত নরেশ্বিহ ॥৩০॥  
 স রাজপুত্রো ববুধে আশু শুক্ল ইবোড়ুপঃ । আপূর্যমাণঃ পিতৃভিঃ কাষ্ঠাভিরিব মোহম্বহম্ ॥৩১॥  
 বাল এব স ধম্মাত্মা কৃষ্ণভক্তো নিসর্গতঃ । শ্রীতিদঃ সর্বলোকস্ত মহাভাগবতঃ স্বধী ॥৩২॥

উশানর-তনয় শিবির তুল্য দাতা ও শরণাগত-  
 রক্ষক হইবে, তুল্যস্তনন্দন ভরতের শ্রায় জ্ঞাতি  
 বন্ধুবর্গ ও ব্রাহ্মণগণের যশোবিস্তার করিবে।  
 কার্ত্তবীৰ্য্য ও কুন্তানন্দন অর্জুনের মত ধনুর্দ্ধারি-  
 গণের শ্রেষ্ঠ, অগ্নিসদৃশ দুৰ্দ্ধব, সমুদ্র সমান  
 দুর্লভা, সিংহতুল্য বিক্রমশালী, হিমালয়তুল্য স্থলসেব্য,  
 পৃথিবীর মত ক্ষমাশীল, মাতাপিতার শ্রায় সহিষ্ণু,  
 ব্রহ্মার তুল্য সমদর্শী, শিবসদৃশ সদা প্রসন্ন এবং  
 নারায়ণতুল্য সর্বজীবের আশ্রয়স্বরূপ হইবে।  
 সৎগুণ-মহিমায় এই বালক কৃষ্ণের অনুকরণ করিবে,  
 ঔদাণ্যে রস্তিদেব সদৃশ ও যযাতির মত ধার্মিক হইবে।  
 ধৈর্য্যে বলির শ্রায় ও কৃষ্ণভক্তিতে প্রফ্লাদের তুল্য  
 হইবে। এই বালক বহু অগমধে-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবে  
 এবং বৃকসেবী হইবে। ইহা হইতে রাজর্ষিগণের জন্ম  
 ও উৎপথগামিগণের শাসন হইবে এবং এই পৌত্র  
 পৃথিবীতে ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত কলি-নিগ্রহ করিবে।  
 অবশেষে ব্রাহ্মণের অভিষাপ বশতঃ তক্ষক-দংশনে  
 নিজমৃত্যু হইবে, ইহা জ্ঞাত হইয়া সমস্ত বিষয়সঙ্গ  
 পরিহার করিয়া অস্তে শ্রীহরির পাদপদ্ম লাভ করিবে।

মহারাজ ! এই বিয়ুগাত অন্তিম-সময়ে বাসতনয়  
 শুকদেবের নিকট হইতে আত্মজ্ঞান-বিষয়ক  
 উপদেশ শ্রবণ করিতে করিতে গঙ্গার পবিত্র  
 সলিলে নগ্নর শরীর ত্যাগ করিয়া অভয়পদ প্রাপ্ত  
 হইবে। ২০-২৮

জন্মকল গণনায় বিচক্ষণ সেই ব্রাহ্মণগণ রাজাকে  
 এই সকল কথা জ্ঞাপন করিয়া যথোচিত সংকৃত হইয়া  
 নিজ নিজ ভবনে গমন করিলেন। ২৯

অভিমন্যু-তনয় গর্ভমধ্যে যে পুরুষকে দেখিয়া-  
 ছিলেন,—ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাহা স্মরণ করিয়া মনুষ্য  
 দেখিলেই মনে করিতেন—ইনিই কি সেই পুরুষ ?  
 এইভাবে তিনি মনুষ্য পরীক্ষা করিয়াছিলেন বাল্যাই  
 তাঁহার নাম হইয়াছিল পরীক্ষিৎ। তিনি পিতামহ  
 যুধিষ্ঠির প্রভৃতির আদরে লালিত হইয়া শুক্লপক্ষের  
 চন্দ্র যেমন কলায় কলায় বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ চতুঃষষ্টি-  
 কলা দ্বারা পূর্ণতালাভ করিয়াছিলেন। বাল্যবয়স  
 হইতেই তিনি ধর্ম্মপ্রাণ এবং স্বভাবতঃ কৃষ্ণভক্ত  
 ছিলেন ; তিনি ধীর, পরম ভাগবত ও সর্বজীবের  
 আনন্দদায়ক হইয়াছিলেন। ৩০-৩২



যক্ষ্যমাণেহশ্বমেধেন জ্ঞাতিদ্রোহজিহাসয়া । রাজালক্ধনো দধৌ নাত্ত্র করদণ্ডয়োঃ ॥৩৩॥  
 তদধিপ্রেতমালক্ষ্য ভাতরোহচ্যুতচোদিতাঃ । ধনং প্রহীণমাজহুরুদীচ্যাং দিশি ভূরিশঃ ॥৩৪॥  
 তেন সম্ভৃতসম্ভারো লক্ককামো যুধিষ্ঠিরঃ । বাজিমৈধিস্ত্রিভির্ভীতো যজ্ঞেশমযজ্ঞকরম্ ॥৩৫॥  
 আত্মতো ভগবান্ রাজা যাজয়িত্বা দ্বিজৈর্নৃপম্ । উবাস কতিচিন্মাসান্ সুহৃদাং প্রিয়কাংগয়া ॥৩৬॥  
 ততো রাজাভ্যনুজ্ঞাতঃ কৃষ্ণয়া সহ বন্ধুভিঃ । যযৌ দ্বারবতীং কৃষ্ণঃ সার্জ্জুনো যদুভিবর্তঃ ॥৩৭॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পরমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈবাসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে পরীক্ষিতম্

নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিদ্রোহ নিবন্ধন পাপ পরিহারের জন্য অশ্বমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে অভিলাষী হইলেন, কিন্তু তাঁহার চিন্তা হইল—অর্থ আসিবে কোথা হইতে? কর ও দণ্ড হইতে প্রাপ্ত অর্থ ত' পরিজনপোষণেই ব্যয়িত হয়। যজ্ঞের বিপুল ব্যয় নিববাহ হইবে কিরূপে? যুধিষ্ঠিরের এইরূপ দুশ্চিন্তা উপলব্ধি করিয়া অপর চারি ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণায় উত্তর প্রদেশে প্রস্থান করিলেন এবং তথা হইতে মরুভূমি রাজ্যে যজ্ঞাবসানে পরিতপ্ত বহু স্বর্ণপাত্র আহরণ করিয়া আনিলেন।

যুধিষ্ঠির সেই সমস্ত স্বর্ণপাত্রের দ্বারা যজ্ঞীয় উপকরণ সংগ্রহ করিলেন এবং পূর্ণমনোরথ হইয়া জ্ঞাতিবধজনিত পাপভয়ে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির অর্চনা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের আহ্বানে যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণগণের দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করাইলেন এবং সুপদ-গণের অনুরোধে কয়েক মাস হস্তিনায় অবস্থান করিয়া শেষে তিনি যুধিষ্ঠির, দ্রোণদী ও বন্ধুবর্গের অনুমতি লইয়া অর্জুনের সহিত যদুগণ-পরিবৃত্ত হইয়া দ্বারকার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। ৩৩-৩৭

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।



## ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীসূত উবাচ ।

বিদুরস্তার্থযাত্রায়াং মৈত্রেয়াদাত্মনো গতিম্ । জ্ঞাত্বাগাঙ্কাস্তিনপুরং তয়াবাপ্তবিবৎসিতঃ ॥ ১ ॥  
 যাবতঃ কৃতবান্ প্রশ্নান্ ক্ষত্বা কৌশারবাগ্রতঃ । জ্ঞাতৈকভক্তির্গোবিন্দে তেভ্যশ্চোপররাম হ ॥ ২ ॥  
 তং বন্ধুমাগতং দৃষ্ট্বা ধর্মপুত্রঃ সহানুজঃ । ধৃতরাষ্ট্রো যুযুৎসুঃ সূতঃ শারদ্বতঃ পৃথা ॥ ৩ ॥  
 গাঙ্কারো দ্রৌপদী ব্রহ্মনু হৃভদ্রা চোত্তরা কৃপী । অত্যাশ্চ যাময়ঃ পাণ্ডোজ্ঞাতীয়ঃ সমুতাঃ স্ত্রিয়ঃ ।  
 প্রত্যুজ্জগ্মুঃ প্রহর্ষণে প্রাণং তদ্ব ইবাগতম্ ॥ ৪ ॥

অভিসঙ্গম্য বিধিরং পরিশ্রদ্ধাভিবাদনৈঃ । মুনুচুঃ প্রেমবাস্পোঘং বিরহোৎকর্ষ্যকাতরাঃ ॥ ৫ ॥  
 রাজা তমহয়াক্ষত্রে কৃতাসনপরিগ্রহম্ । তং ভুক্তবন্তু বিশ্রান্তমানীনং সুখমাসনে ।  
 প্রশ্রযাবনতো রাজা গ্রাহ তেষাঞ্চ শৃণুতাম্ ॥ ৬ ॥

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ ।

অপি স্মরথ নো যুযুৎসুক্ষচ্ছায়াসমোধিতান্ । বিপদগণাধিনায়াদের্মোচীতা যৎ সমাহৃকাঃ ॥ ৭ ॥  
 কয়া বৃত্ত্য। বন্তিতং বশ্চরন্তিঃ ক্ষিতিমণ্ডলম্ । তার্থানি ক্ষেত্রগুণ্যানি সৌবতানোহ ভূতলে ॥ ৮ ॥

ধৃতরাষ্ট্রেণ মহাপ্রহ্লাদ

সূত কহিলেন,—বহুব তীর্থ-ভ্রমণকালে আত্মার একমাত্র গতি ব্রাহ্মের বশয় স্মরণের নিকট জ্ঞাত হইয়াছিলেন । আত্মগতি বিষয়ে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তাহা অবগত হইয়া তীর্থদর্শনান্তে এক্ষণে তিনি হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হইলেন । ১

মৈত্রেয়ের ( স্মরণের ) নিকট বিদুর বহু প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি চারিটি প্রশ্নের উত্তর শুনিয়াই তাঁহার গোবিন্দপদে একান্ত ভক্তির উদ্বেক হওয়াতে আর তিনি প্রশ্ন করেন নাই । বিদুর তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, যুযুৎসু, সঞ্জয়, কৃপ, কুন্তী, গাঙ্কারা, দ্রৌপদী, হৃভদ্রা, উত্তরা, কৃপী ও অন্যান্য জ্ঞাতি ও জ্ঞাতিপত্নীগণ এবং পাণ্ডুর বন্ধুবর্গ সকলেই যেন প্রাণহীন অবস্থায় কালযাপন করিতেছিলেন, এক্ষণে তীর্থ হইতে তাঁহার পুনরাগমনে, সকলেই নবচেতনা লাভ করিলেন এবং তাঁহার

তাহাকে অভ্যর্থনা কবিবাব জন্ম আগমন করিয়া যথাযোগ্য আলিঙ্গন, অভিবাদন ও নমস্কারান্তে বিরহ-দুঃখ স্মরণ করিয়া প্রেমোৎসাহে বিসজ্জন করিতে লাগিলেন । বিদুর বিশ্রামান্তে আহাৰাদি সম্পন্ন করিয়া উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিলে পর রাজা যুধিষ্ঠির, তাঁহার শ্রম বিদূরিত হইয়াছে বুঝিয়া, বিনয় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পক্ষী যেমন পক্ষপুটচ্ছায়ায় শাবকদিগকে রক্ষা করে, তেমনি আমাদের প্রতি পক্ষপাতিবশতঃ মাতা কুন্তীদেবীসহ আমরাগকে আপনি জতুগৃহ-দাহ, বিষপ্রয়োগ প্রভৃতি নানাবিধ বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, এখন আর আমাদের আপনার স্মরণ আছে কি ? ২-৭

আপনি প্রধান প্রধান তীর্থ দর্শন করিয়া প্রায় সমস্ত পৃথিবীই ভ্রমণ করিয়া আসিলেন, কিন্তু কিরূপে আপনার জীবিকা-নির্বাহ হইত ? আর কোন্ কোন্ তীর্থই বা দর্শন করিলেন ? ৮



ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো। তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্বাস্থ্যেন গদাভূতা ॥ ৯ ॥  
 অপি নঃ স্নানদস্তাত বান্ধবাঃ কৃষ্ণদৈবভাঃ। দৃষ্টাঃ শ্রুতা বা যদবঃ স্বপুৰ্য্যাং স্নানমাসতে ॥ ১০ ॥  
 ইতু্যক্তো ধর্মরাজেন সর্বং তৎ সমবর্ণয়ৎ। যথানুভূতং ক্রমশো ধিনা যদুকুলক্ষয়ম্ ॥ ১১ ॥  
 নম্রপ্রিয়ং দুর্বিষহং নৃণাং স্বয়মুপস্থিতম্। নাবেদয়ৎ সক্রুরণো দুঃখিতান্ দ্রষ্টুমক্ষমঃ ॥ ১২ ॥  
 কক্ষিৎ কালমথাবাৎসীৎ সংকুতো দেববৎ স্বকৈঃ।

ভ্রাতৃর্জ্যেষ্ঠস্ত শ্রেয়স্কৎ সর্বেষাং প্রীতিমাবহন ॥ ১৩ ॥

অবিভ্রদর্যমা দণ্ডং যথাধমঘকারিষু। যাবদধার শূদ্রত্বং শাপাদ্বর্ষণতং যমঃ ॥ ১৪ ॥  
 যুধিষ্ঠিরো লক্ষরাজ্যো দৃষ্ট। পৌত্রং কুলক্ষরম্। ভ্রাতৃভিলেকপালাভৈর্মুদে পরয়া শ্রিয়া ॥ ১৫ ॥

হে প্রভো! আপনাদের মত ভগবদভক্ত মহাত্মা-  
 রাই তীর্থের তুল্য পবিত্র। গাঁহাদের হৃদয়মধ্যে স্বয়ং  
 গদাধর বিরাজমান, তাঁহারা তীর্থের পবিত্রতার বুদ্ধির  
 জন্মই তীর্থে গমন করেন; তন্মিন্ন তীর্থ-পার্গ্যটন  
 করিবার তাঁহাদের কোন প্রয়োজন নাই। ৯

হে তাত! আমাদের পরম আত্মীয় বন্ধু এবং  
 কৃষ্ণের আশ্রিত যাদবগণ নিজ পুরীতে স্নেহে আছেন  
 ত? আপনি তাহাদের দেখিয়াছিলেন কি? কিংবা  
 তাহাদের সংবাদ শ্রবণ করিয়াছিলেন কি? ১০

ধর্মরাজের এই সকল কথার উত্তরে বিদুর তাঁহার  
 অনুভূত সমস্ত বিষয়ই ক্রমে ক্রমে বর্ণনা করিলেন—  
 কিন্তু পাণ্ডবদের দারুণ মর্মান্তিক দুঃখের কারণ  
 হইতে পারে—এই ভয়ে যদুকুল-ধ্বংসের অপ্রিয়  
 সংবাদটি উল্লেখ করিলেন না। ১১-১২

অনন্তর কিছুকাল তান (বিদুর) দেবতার ন্যায়  
 আদৃত হইয়া সকলের প্রীতিবর্দ্ধন-পূর্বক বন্ধুবর্গমধ্যে  
 বাস করিবার সময়, জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে নানাবিধ  
 তত্ত্ব উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহার হিতোপদেশে  
 অন্ধরাজ আনন্দ লাভ করিতেন। শূদ্রের তত্ত্বোপদেশে  
 অধিকার নাই সত্য, কিন্তু বিদুর ত' বাস্তবিক শূদ্র  
 ছিলেন না—মাণ্ডব্য ঋষির অভিশাপে ধর্মরাজ যম  
 স্বয়ং বিদুররূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,  
 তাঁহার এই শাপভোগ শতবর্ষ পর্য্যন্ত নিদ্বিষ্ট ছিল।  
 ঐ শত বর্ষ স্বয়ং সূর্য্য পাতকীদিগের প্রতি দণ্ড ধারণ-  
 পূর্বক যমরাজ্য পালন করিয়াছিলেন। ১৩-১৪

মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভের পর পৌত্রমুখ-  
 দর্শনে কুরুবংশ-রক্ষা বিষয়ে আশঙ্ক হইয়া ভ্রাতৃগণের  
 সহিত পরমানন্দে সংসারে আসক্ত হইলেন। ১৫

বিস্তৃতিঃ—কোন সময়ে মাণ্ডব্য যুনি তাঁহার  
 আশ্রয়ের সম্মুখে এক বৃক্ষতলে তপস্তানিরত ছিলেন, সেই  
 সময়ে কতিপয় দস্যু তাঁহার সন্নিকটে আশ্রয় গ্রহণ করে।  
 রাজপুরুষগণ দস্যুদিগের অহুসরণ করিতে করিতে  
 এই যুনির নিকট উপস্থিত হয় এবং দস্যুদিগের কথা  
 জিজ্ঞাসা করে। যুনি কোন প্রকার উত্তর প্রদান না  
 করায় রাজপুরুষগণ অহুসন্ধানে সেইখানেই দস্যু-  
 দিগকে দেখিতে পাইয়া যুনির সহিত সকলকে বন্ধন করিয়া  
 রাজার নিকট লইয়া যায়। রাজার বিচারে সকলের  
 শূলদণ্ডের আজ্ঞা হয় এবং সকলকেই শূলে চড়াইয়া  
 দেওয়া হয়। রাজা বধন জানিতে পারিলেন যে, দস্যুদিগের  
 সহিত মাণ্ডব্য যুনি আছেন, তখন মাণ্ডব্য যুনিকে শূল হইতে

নামাইতে আদেশ দেন এবং যুনির চরণে পতিত হইয়া  
 তাঁহার প্রসন্নতা সম্পাদন করেন।

যুনি রাজাকে ক্ষমা করিলেন বটে, কিন্তু ক্ষম হইয়া  
 সমস্ত জীবের দণ্ডবিধাতা যমরাজের নিকট গমন করিয়া  
 বলিলেন,—যমরাজ, আমার এ দণ্ডভোগ হইল কেন? যম  
 বলিলেন,—আপনি বাল্যকালে কড়ি ধরিয়া ধরিয়া কুশের  
 দ্বারা বিদ্ধ করিতেন, তাহারই জন্ত এই দণ্ডভোগ করিতে  
 হইল। মাণ্ডব্য উত্তর করিলেন—এই কি ভ্রাতৃবিচার? আমি  
 বাল্যকালে অজ্ঞান অবস্থায় বাহা করিয়াছি, তাহার  
 জন্ত আমার এই গুরুতর দণ্ড? আমি অভিসম্পাত করিতেছি  
 —তোমার এই অস্ত্রাশ্রয় শাসনের জন্ত তুমি পৃথিবীতে শূর  
 হইয়া জন্মগ্রহণ কর। (মহাভারত, আদিপর্ব ১০৭-১০৮)। ১৬



এবং গৃহেষু সন্তানান্ প্রমত্তানান্ তদৌহয়া । অত্যক্রামদবিজ্ঞাতঃ কালঃ পরমদুস্তরঃ ॥ ১৬ ॥  
 বিদুরস্তদভিপ্রেত্য ধৃতরাষ্ট্রমভাষত । রাজমিগম্যতাং শীঘ্রং পশ্চাদং ভয়মাগতম্ ॥ ১৭ ॥  
 প্রতিক্রিয়া ন যন্তেহ কুতশ্চিৎকর্হিচিৎপ্রভো । স এষ ভগবান্ কালঃ সর্বেষাং নঃ সমাগতঃ ॥ ১৮ ॥  
 যেন চৈবাভিপমোহয়ং প্রাণৈঃ প্রিয়তমৈরপি । জনঃ সন্তো বিযুজ্যেত কিমুতাত্মৈর্ধনাদিভিঃ ॥ ১৯ ॥  
 পিতৃভাতৃহৃৎপুত্রা হতান্তে বিগতঃ বয়ঃ । আত্মা চ জরয়া এন্তঃ পরগেহমুপাসসে ॥ ২০ ॥  
 অন্ধঃ পুরৈব বধিরো মন্দপ্রজ্ঞশ্চ সাম্প্রতম্ । বিশীর্ণদন্তো মন্দাগ্নিঃ সরাগঃ কক্ষমুদহন্ ॥ ২১ ॥  
 অহো মহীয়সী জন্তোজীবিতাশা যয়া ভবান্ । ভীমাপবর্জিতং পিণ্ডমাদন্তে গৃহপালবৎ ॥ ২২ ॥  
 অগ্নিনিহৃষ্টো দন্তস্ত গরো দারাশ্চ দূষিতাঃ । হতং ক্ষেত্রং ধনং যেষাং তৈর্দর্ভৈরশ্লভিঃ কিয়ৎ ॥ ২৩ ॥  
 তস্তাপি বত দেহোহয়ং কৃপণস্ত জিজীবিষোঃ । পরৈরত্যানিচ্ছতো জীর্ণো জরয়া বাসসী ইব ॥ ২৪ ॥  
 গতস্বার্থমিমং দেহং বিরক্তো মুক্তবন্ধনঃ । অবিজ্ঞাতগতির্জহাৎ স বৈ ধীর উদাহতঃ ॥ ২৫ ॥  
 যঃ স্বকাৎ পরতো বেহ জাতনির্বৈদ আত্মবান্ ।  
 হৃদি ক্লৃতা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ ॥ ২৬ ॥

তাহারা এইরূপে সাংসারিক কার্যে মগ্ন হইলে  
 দুনিবার কাল তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে যথাসময়ে  
 আসিয়া উপস্থিত হইল । ১৬

বিদুর তাহা বুঝিতে পারিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,  
 —রাজন্ ! ঈশ সংসার ত্যাগ করিয়া বাহির হউন,  
 সম্মুখে মহাভয় উপস্থিত । কোথায়ও কেহ কখনও  
 যাহার প্রতিকার বা প্রতিরোধ করিতে পারে না,  
 এবং যে কাল প্রাপ্ত হইলে ধন তো দূরের কথা, প্রাণ  
 অপেক্ষা প্রিয়তম স্ত্রী-পুত্রদিগকেও ত্যাগ করিতে  
 বাধ্য হইতে হয়, সেই কাল আমাদের সকলেরই  
 সম্মুখে সমুপস্থিত । ১৭-১৯

আপনার পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু ও পুত্র সমস্তই নষ্ট  
 হইয়া গিয়াছে ; বয়সও অনেক হইয়াছে ; নিজে এখন  
 জরাগ্রস্ত এবং পরগৃহে বাস করিতেছেন । ২০

আপনি পূর্ব হইতেই জন্মাক, সম্প্রতি ( জরাগ্রস্ত  
 হওয়ায়) বধির ও মন্দবুদ্ধি হইয়াছেন, দন্ত সকল ভগ্ন ও  
 অগ্নিমান্দ্য হইয়াছে, শ্লেষ্মায় সর্বদেহ ব্যাপ্ত হইয়াছে ;  
 তথাপি আপনার বিষয়াভিলাষ নষ্ট হয় নাই ? ২১

উঃ ! মানবের বাঁচিবার আশা কি প্রবল, যে  
 ভীম আপনার শত্রুপুত্রকে বিনাশ করিয়াছে, আজ

তাহারই পরিত্যক্ত পিণ্ড কুক্করের দ্বারা ভক্ষণ  
 করিতেছেন ! যাহাদিগকে অগ্নিতে দগ্ধ করিতে পরামর্শ  
 দিয়াছিলেন, যাহাদিগের উদ্দেশ্যে বিষ-প্রয়োগের চেষ্টা  
 করিয়াছিলেন, যাহাদের পত্নীকে ( প্রকাশ্য সভায় )  
 অপমানিতা করাইয়াছিলেন, যাহাদের ক্ষেত্র সম্পৎ  
 অপহরণ করিয়াছিলেন, হায় ! রাজন্, এখন তাহাদের  
 অগ্নেই প্রাণধারণ করিতেছেন ! ২২-২৩

তবু আপনার বাঁচিবার চুরাশা যাইতেছে না ?  
 যে দেহের জন্ত আপনার এত হীনতা স্বীকার, সেই  
 দেহ পরিহিত পুরাতন বস্ত্রের স্থায় জীর্ণ হইয়া আপ-  
 নার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জরায় নষ্ট হইয়া যাইবে । ২৪

যে ব্যক্তি এই দেহের স্বার্থ-রক্ষায় ( অর্থাৎ যশো-  
 ধর্ম্মাদি অর্জনে) অক্ষম হইলে অভিমান ও বিষয়ভোগ-  
 বাসনা তুচ্ছ করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে বনে গমন  
 করেন, তাঁহাকেই প্রকৃত ধীর বলা হয় । ২৫

আর যে মহাত্মা পূর্ব হইতেই নিজ বিজ্ঞা-বুদ্ধি  
 দ্বারা বা পরোপদেশের দ্বারা সংসারলালসা বিসর্জন  
 দিয়া হৃদয়ের ধন শ্রীহরিকে হৃদয়ে সর্বদা ধারণ  
 করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ  
 করেন, তাঁহাকে নরোত্তম বলা হয় । ২৬



অথোদীচীং দিশং যাতু স্বেরজ্জাতগতির্ভবান্ । ইতোহর্বাক্ প্রায়শঃ কালঃ পুংসাং গুণবিকর্ষণঃ ॥২৭॥

এবং রাজা বিদুরেণানুজেন প্রজ্ঞাচক্ষুবোধিতো হ্যাজমীঢ়ঃ ।

ছিত্বা স্বেষু স্নেহপাশান্ দ্রুড়িম্নো নিশ্চক্রাম ভ্রাতৃসন্দর্শিতাধ্বা ॥ ২৮ ॥

পতিং প্রয়াস্ত্য স্তবলস্ত পুত্রী পতিব্রতা চানুজগাগ সাধ্বী ।

হিমালয়ং স্তম্ভদণ্ডপ্রহরং মনস্বিনামিব সন্ সম্প্রহারঃ ॥ ২৯ ॥

অজ্ঞাতশত্রুঃ কৃতমৈত্রো হতায়ির্বিপ্রামহ্বা তিলগোভূমিরুন্মৈঃ ।

গৃহং প্রবিষ্টো গুরুবন্দনায় ন তাবপশ্যৎ পিতরৌ সৌবলীক ॥ ৩০ ॥

তত্র সঞ্জয়মাসীনং পপ্রচ্ছোদ্বিগমানসঃ ।

গাবল্গণে ক নস্তাতো বুদ্ধো হীনশ্চ নেত্রয়োঃ ॥ ৩১ ॥

অশ্বা বা হতপুত্রার্থা পিতৃব্যঃ ক গতঃ স্তহৎ ॥

অপি ময্যকৃতপ্রজ্ঞে হতবন্ধুঃ স ভার্যয়া । আশংসমানঃ শমলং গঙ্গায়াং দুঃখিতোহপতৎ ॥৩২॥

পিতর্যুপরতে পাণ্ডৌ সর্বান্নঃ স্তহদঃ শিশূন্ । অরক্ষতাং ব্যসনতঃ পিতৃব্যৌ ক গতাবিতঃ ॥৩৩॥

আপনি পূর্বে নরোত্তম হইতে পারেন নাই, এক্ষণে ধীর হইতে পারেন, কাহাকেও না বলিয়া এই ক্ষণেই উত্তরমুখে প্রস্থান করুন । কেন না, ইহার পরই কাল আপনার ধৈর্য ও ধর্মাদি গুণ বল-পূর্বক হরণ করিয়া অচিরেই আসিয়া উপস্থিত হইবে । ২৭

অনুজ বিদুরের উপদেশে এইরূপে জ্ঞানচক্ষুঃ প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষপথ দর্শন করিলে পর রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিদ্রোখিতের স্মার সচেতন হইলেন এবং নিজের দৃঢ় স্নেহপাশ সকল ছেদনানন্তর বিদুর কর্তৃক দৃষ্ট পত্নী অবলম্বন করিয়া তদুৎকৃষ্টে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন । ২৮

যুদ্ধে বীরদিগকে যেমন তীব্র প্রহার অনুগমন করে, সেইরূপ স্তবলনন্দিনী স্ত্রীলা গান্ধারী বভ্রিদিগের আনন্দ-নিকেতন হিমালয় পর্বত অভিমুখে স্বামীকে গমন করিতে দেখিয়া স্বামীর অনুসরণ করিলেন । ২৯

অস্তান্ত দিনের স্মার সেদিনও নিত্যকৃত্য ও হোমাদি সমাপনান্তে অজ্ঞাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির তিল,

গো, ভূমি ও স্বর্ণাদি দান সহকারে ত্রাণসমূহকে প্রণাম করিয়া গুরুবন্দন অভিপ্রায়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন । কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও গান্ধারী ইহাদের কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না । মাত্র সঞ্জয়কে একাকী দেখিয়া উবেগাকুল চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গবল্গণনন্দন সঞ্জয় ! অতি-বৃদ্ধ অন্ধ জ্যেষ্ঠতাত কোথায় গেলেন ? এবং পুত্রশোকাক্তা মাতা গান্ধারীই বা কোথায় ? আর আমাদের পরম স্তহৎ বিদুরই বা কোথায় গিয়াছেন ? ৩০-৩১

বোধ হয়, আমাদের অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ চিন্তা করিয়া, আমি তাঁহাদের পুত্রদিগকে বধ করিয়াছি, হয় ত বা কবে তাঁহাদিগেরও কিছু অনিষ্ট করিব, এইরূপ আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া তাঁহারা উভয়ে গঙ্গায় আত্ম-বিসর্জন করিয়াছেন । ৩২

আমাদের অতি শৈশবে পিতৃদেব পাণ্ডু স্বর্গগমন করিলে এই পিতৃব্যস্বর্য আমাদের সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া গালন করিয়াছিলেন, সেই পিতৃব্যগণ আজ কোথায় গেলেন ? ৩৩



শ্রীসূত উবাচ ।

কৃপয়া স্নেহবৈকল্যাৎ সূতে। বিরহকর্ষিতঃ । আত্মেশ্বরমচক্ষাণো ন প্রত্যাহাতিপীড়িতঃ ॥ ৩৪ ॥  
বিষ্মজ্যাশ্রুণি পাণিত্যাং বিষ্টিভ্যাংমানমাননা । অজ্ঞাতশত্রুং প্রত্যাচে প্রভোঃ পাদাবনুস্মরন ॥ ৩৫ ॥

শ্রীসঞ্জয় উবাচ ।

নাহং বেদ ব্যবসিতং পিত্রোর্ব্বকুলনন্দন । গান্ধার্যা বা মহাবাহো যুধিতোহস্মি মহাত্মভিঃ ॥ ৩৬ ॥  
অথাজগাম ভগবান্নারদঃ সহতুশ্রুরুঃ । প্রত্যাখ্যাত্তিবাগ্ৰাহ সানুজোহত্যর্চয়ন্নিব ॥ ৩৭ ॥

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ ।

নাহং বেদ গতিং পিত্রোর্ব্বগবান্ ক গতাভিতঃ । অম্বা বা হতপুত্রার্থা ক গতা চ তপস্বিনী ॥

কর্ণধার ইবাপারে ভগবান্ পারদর্শকঃ । ॥ ৩৮ ॥

অথাবভাষে ভগবান্নারদো যুন্সিত্তমঃ । ॥ ৩৯ ॥

নারদ উবাচ ।

মা কঞ্চন শুচো রাজন্ যদীশ্বরবশং জগৎ ।

লোকাঃ সপালা যন্তোমে বহন্তি বলিগীশিতুঃ ।

স সংযুক্তি ভূতানি স এব বিযুক্তি চ ॥ ৪০ ॥

যথা গাবো নসি প্রোতাস্তদ্রাং বদ্ধাশ্চ দামভিঃ । বাক্তদ্রাং নামভির্বদ্ধা বহন্তি বলিগীশিতুঃ ॥ ৪১ ॥

সূত কহিলেন, সঞ্জয়কে ধৃতরাষ্ট্র অতিশয় স্নেহ-  
চক্ষে দেখিতেন এবং অনুগ্রহ করিতেন । সেই আত্মেশ্বর  
ধৃতরাষ্ট্রকে না দেখিয়া তিনি পূর্ব্ব হইতেই কাতর হইয়া-  
ছিলেন, তজ্জন্ত প্রথমতঃ তিনি যুধিষ্ঠিরকে কিছু বলিতে  
সক্ষম হইলেন না । কিছুক্ষণ অশ্রুপাতের পর  
আত্ম-সংবরণ পূর্ব্বক হস্ত দ্বারা চক্ষু মার্জনান্তে  
প্রভু ধৃতরাষ্ট্রের চরণযুগল স্মরণ করিয়া বলিতে আরম্ভ  
করিলেন । ৩৪-৩৫

হে কুরুকুলনন্দন ! তোমার পিতৃব্যঘ্ন ও দেবী  
গান্ধারী আমায় বঞ্চনা করিয়া কোথায় যে গমন  
করিয়াছেন, আমি তাহা জানি না । উভয়ে এইভাবে  
শোক প্রকাশ ও কণোপকণন করিতেছেন, এমন  
সময়ে ভগবান্ নারদ তুশ্রুর সহিত সেখানে আগমন  
করিলেন । তিনি আসিবারাত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির অনুজ-  
গণের সহিত প্রত্যাখান ও অভিবাদন করিয়া তাঁহার  
বথাবিহিত পূজাপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন । ৩৬-৩৭

মহাভাগ ! আমার পিতৃব্যঘ্ন ও পুত্রশোকাকুল  
তপস্বিনী মাতা গান্ধারী এখান হইতে কোথায় গিয়া-  
ছেন, তাহা আমি জ্ঞাত নহি; তাঁহাদের অদর্শনে আমি  
শোকমগ্ন হইতেছি, আপনি আমার শোক-পারা-  
বারের কর্ণধার হইয়া, তাঁহারা কোথায় গমন করিয়া-  
ছেন বলিয়া দিন । অতঃপর ভগবান্ নারদ বলিতে  
আরম্ভ করিলেন, রাজন্ ! সমস্ত জগৎ ঈশ্বরাধীন,  
শোক করিও না,—শোক করিয়া কি হইবে ? যেহেতু  
ইন্দ্রাদি লোকপালগণ পর্য্যন্ত তাঁহারই ইচ্ছিতে পূজোপ-  
হার বহন করেন । যেমন একটি লম্বা রজ্জু দ্বারা  
গো সকল আবদ্ধ হইলেও আবার ভিন্ন ভিন্ন  
রজ্জু দ্বারা তাহাদের নাসিকা বন্ধন করা হয়,  
সেইরূপ একই বেদ-বাণী দ্বারা চতুর্বর্ণ ও  
চতুরাশ্রম পরিচালিত হইলেও ব্রাহ্মণ-ক্షত্রিয়াদি  
স্বভাবভাবে সেই ঈশ্বরের পূজোপহার বহন করিয়া  
থাকে । ৩৮-৪১



যথা ক্রীড়োপকরাণাং সংযোগবিগমাবিহ । ইচ্ছয়া ক্রীড়িতুঃ স্মাতাং তথৈবেশেচ্ছয়া নৃণাম্ ॥৪২॥  
 যশ্মন্তসে ধ্রুবং লোকমধ্রুবং বা নবোভয়ম্ । সর্বথা নহি শোচ্যাস্তে স্নেহাদন্যত্র মোহজাৎ ॥৪৩॥  
 তস্মাজ্জহুঃ বৈরব্যমজ্ঞানকৃতমাস্তনঃ । কথং ত্বনাথাঃ কৃপণা বর্ন্তেরংস্তে চ মাং বিনা ॥ ৪৪ ॥  
 কালকর্ম্মগুণাধীনো দেহোহয়ং পাক্ভৌতিকঃ । কথমন্যাস্ত গোপায়েৎ সর্পগ্রস্তো যথা পরম্ ॥৪৫॥  
 অহস্তানি সহস্তানামপদানি চতুষ্পদাম্ । ফল্লুনি তত্র মহতাং জীবো জীবন্ত জীবনম্ ॥ ৪৬ ॥  
 তদিদং ভগবান্নাজম্বলক আত্মাত্মনাং স্বদৃক্ । অন্তরোহনস্তরো ভাতি পশু তং মায়ায়োরুধা ॥৪৭॥  
 সোহয়মগ্ন মহারাজ ভগবান্ ভূতভাবনঃ । কালরূপোহবতীর্ণোহস্ত্রামভবায় সুরদ্বিষাম্ ॥ ৪৮ ॥  
 নিষ্পাদিতং দেবকৃত্যমবশেষং প্রতীক্ৰতে । তাবদযুয়ং প্রতীক্ৰধং ভবেদবাবদিহেশ্বরঃ ॥ ৪৯ ॥  
 ধৃতরাষ্ট্রঃ সহ ভ্রাতা গান্ধার্যা চ স্বভার্যয়া । দক্ষিণেন হিমবত ঋষীণামাশ্রমং গতঃ ॥ ৫০ ॥  
 স্রোতোভিঃ সপ্তভির্বা বৈশ্বধুনীসপ্তধা ব্যধাৎ । সপ্তানং শ্রীতয়ে নানা সপ্তস্রোতঃ প্রচক্ৰতে ॥৫১॥

যেমন কাঠের খেলনায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোগ ও বিযোগ করা ক্রীড়াপ্রিয় বালকের ইচ্ছাতেই হইয়া থাকে, সেইরূপ মানবগণের সংযোগ ও বিযোগ পর-মেধরের ইচ্ছাতেই হইয়া থাকে । ৪২

তন্নিম্ন এ জীব-জগৎকে যে ভাবেই চিন্তা কর, শোক করিবার ত' কিছু নাই । জীবরূপে চিন্তা করিলে তাহা ত' নিত্য, দেহরূপে চিন্তা করিলে তাহা অনিত্য, আবার শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপে চিন্তা করিলে ইহা নিত্য ও অনিত্যের অতীত । অথবা অনির্বচনীয়রূপে চিন্তা করিলেও শোকের কোন কারণ নাই । এক-মাত্র মোহজনিত স্নেহই শোকের নিদান । অতএব তুমি শোক পরিত্যাগ কর । তুমি ভাবিতেছ, তোমার আশ্রয় ব্যতীত তোমার গুরুগণ কি ভাবে জীবন-মাত্রা নির্বাহ করিবেন, কত কষ্টই না তাঁহাদের হইবে ? জড়তা দূর কর, এ সব চিন্তা করা তোমার উচিত নহে । ৪৩-৪৪

কাল, ধর্ম্ম এবং ত্রিগুণের অধীনে এই পাক্ভৌতিক দেহ, এই দেহের উপাদানভূত গুণ হইতে কর্ম্ম বা কাল বিযুক্ত হইলেই দেহের ধ্বংস অনিবার্য্য । অজগর কর্তৃক গ্রাস্ত মানব যেমন অপরকে রক্ষা করিতে পারে না, সেইরূপ অস্ত্রে কে এই দেহ রক্ষা করিবে ?—৪৫

ঈশ্বর কর্তৃক নির্দিষ্ট জীবিকার উপায় প্রত্যেক জীবই প্রাপ্ত হয় । পশু মনুষ্যের ভক্ষ্য, আবার পশুর ভক্ষ্য তৃণ-শুল্কাদি, এইরূপে সকল প্রাণীই নিজ হইতে

ক্ষুদ্রতর জীবকে ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে । তজ্জন্ত তোমার পিতৃবাদ্য ও পিতৃব্যাপ্তীর জীবিকার জন্ত চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই । ৪৬

রাজন ! আরও দেখ, ক্ষুদ্র পিপীলিকা হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত স্বাবর জন্ম সমস্ত ভুবনই সেই পরমেশ্বরের রূপ, ঈশ্বরই একমাত্র সর্বত্র বর্ত্তমান । অতএব এ সমস্তই পরমেশ্বর ভিন্ন অণু কিছুই নহে । ঈশ্বরই ভোক্তা, তিনিই আন্তরিক ও বাহ্যিক ভোগ্য বস্তু । তিনি বহু নহেন, এক । এই যে মনুষ্য, পশু প্রভৃতি বিজাতীয় ভেদ দেখা যায়, ইহা ভ্রম মাত্র । কেবল মায়াপরবশ হইয়া জীব নানারূপে তাঁহাকে দেখিয়া থাকে । ৪৭

হে মহারাজ ! সেই ভূতভাবন ভগবান্ অনুরকুল-বিনাশের জন্ত এক্ষণে দ্বারকাতে অবস্থান করিতেছেন । উপস্থিত অনুর-বধরূপ দেবকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, অবশিষ্ট আছে বহুকুলধ্বংস, তাহারই জন্ত তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন, বহুকুলধ্বংস সম্পন্ন হইলেই তিনি স্বধাম বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন । তোমরাও তাঁহার গমনকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর । ৪৮-৪৯

অনুজ বিহুর ও নিজ প্রিয়া গান্ধারীর সহিত রাজা ধৃতরাষ্ট্র হিমালয়ের দক্ষিণে ঋষিদিগের যে আশ্রম আছে, সেখানে গিয়াছেন । সেখানে সুরধুনী গঙ্গা সপ্ত ঋষির শ্রীতির নিমিত্ত সপ্তধাবায় প্রবাহিত হইয়া সপ্তস্রোতা নামে অভিহিত হইয়াছেন । ৫০-৫১



স্নাত্বানুসবনং তস্মিন্ হুত্বা চাগ্নিং যথাবিধি । অত্রুক্ষ উপশাস্ত্বাত্মা স আস্তে বিগতৈষণঃ ॥৫২॥  
জিতাসনো জিতশ্বাসঃ প্রত্যাহতবড়িঙ্গিয়ঃ । হরিভাবনয়া ধ্বস্তরজঃসহৃতমোমলঃ ॥ ৫৩ ॥  
বিজ্ঞানাত্মনি সংযোজ্য ক্ষেত্রজ্ঞে প্রবিলাপ্য তম্ । ব্রহ্মণ্যাত্মানমাধারে ঘটাস্বরমিবাস্বরে ॥ ৫৪ ॥  
ধ্বস্তমায়াগুণোদর্কে । নিরুদ্ধকরণাশয়ঃ । নিবর্তিতাখিলাহার আস্তে শ্বাণুরিবোধুনা ॥ ৫৫ ॥  
তস্তান্তরায়ো মৈবাত্তুঃ সংযস্তাখিলকর্ণশঃ । স বা অদ্যতনাদ্রাজন্ পরতঃ পঞ্চমেহহনি ।

কলেবরং হ্যশ্রুতি সং তচ্চ ভস্মীভবিষ্যতি ॥ ৫৬ ॥

দহমানেনহ্মিতির্দেহে পত্ন্যঃ পত্নী সহোটেজ্যে । বহিঃ স্থিতা পতিং সাধ্বী তমগ্নিমনুবেক্ষ্যতি ॥৫৭॥  
বিহুরস্ত তদাশ্চর্য্যং নিশাম্য কুরুনন্দন । হর্ষশোকযুতস্তস্মাদগস্তা তীর্থনিষেবকঃ ॥ ৫৮ ॥  
ইতু্যক্তাধারুহং স্বর্গং নারদঃ সহতুধুরুঃ । যুধিষ্ঠিরো বচস্তস্মৈ হৃদি কৃত্বা জহাচ্ছৃচঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে  
নারদবাক্যং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রে সেই সপ্তশ্রোতা-ভীয়ে নান  
এবং যথাবিধি অগ্নিতে হোমাপুষ্ঠান এবং জলমাত্র পান  
করিয়া অনাহারে শাস্তচিন্তে অষ্টোজ যোগের দ্বারা  
দিন অতিবাহিত করিতেছেন । ৫২

তিনি পুত্রদের জন্ম শোক করেন না, বিষয়াসক্তি  
হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে আকর্ষণ করিয়া আসন ও  
শ্বাসরোধ অভ্যাস করিতে করিতে প্রাণায়াম, আসন  
ও প্রত্যাহার নামক যোগাঙ্গে সিদ্ধ হইয়াছেন ।  
শ্রীহরিধ্যান দ্বারা তাঁহার রক্তঃ, সহ ও তমোগুণস্বরূপ  
মলা বিদূরিত হইয়াছে । স্তূতরাং তিনি ধ্যান ও  
ধারণা নামক যোগাঙ্গসম্পন্ন হইয়াছেন । আত্মা যে  
আমিহ-জ্ঞানসম্পন্ন জড়দেহ হইতে ভিন্ন, এ জ্ঞান  
তাঁহার হইয়াছে । কাজেই তিনি বুদ্ধিকে দৃশ্যরূপে  
চিন্তা না করিয়া ত্র্যক্ষরূপে আত্মার সহিত একরূপে  
চিন্তা করিতেছেন । যেমন ঘট উপাধিমাত্র, কেন না,  
ঘট ভগ্ন হইলে পর তাহাতে নিয়ত স্থিত আকাশ  
যেমন মহাকাশে বিলীন হয়, সেইরূপ এই ত্র্যক্ষাও  
পরমব্রহ্মে লীন হন । তোমার জ্যেষ্ঠতাত সমস্তই  
জানিয়াছেন, অতএব তাঁহার সিদ্ধিও হইয়াছে । ৫৩-৫৪

যোগ করিবার সময় যদি চিন্তব্রংশ হয়, তাহাকে  
ব্যুত্থান কহে । তোমার জ্যেষ্ঠতাত—মায়াগুণের চরম  
ফল হইল বাসনা, সেই বাসনা ত্যাগের দ্বারা চক্ষুঃ  
প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও মনঃসংযম করিয়াছেন, অতএব তাঁহার  
বিষয়-ভোগের আর বাসনা না থাকাতে তাঁহার ব্যুত্থান  
হইবারও আশঙ্কা নাই । এখন মাত্র তিনি সর্ব-  
বাসনার অতীত হইয়া শ্বাণুর স্থায় অবস্থান করিতে-  
ছেন । সর্বকর্মের বহির্ভূত তাঁহাকে আনিতে গিয়া  
তুমি আর তাঁহার বিদ্যস্বরূপ হইও না । হে রাজন,  
তিনি অল্প হইতে পঞ্চম দিনে দেহত্যাগ করিবেন এবং  
তাঁহার সেই নখর দেহও ভস্মীভূত হইবে । গার্হপত্য  
অগ্নির সহিত যোগাগ্নি দ্বারা তাঁহার দেহ দক্ষকালীন  
সাধ্বী গান্ধারীও তাঁহার অনুমুতা হইবেন । হে  
কুরুনন্দন ! বিহুরও ভ্রাতার সেই আশ্চর্য্য সদগতি  
দর্শন করিয়া, যুগপৎ হর্ষ-শোকযুক্ত হইয়া সেই স্থান  
হইতেই তীর্থসেবার জন্ত প্রস্থান করিবেন । ৫৫-৫৮

এই কথা বলিবার পর নারদ তুধুরু সহ স্বর্গা-  
রোহণ করিলেন । যুধিষ্ঠিরও তাঁহার বাক্য হৃদয়ঙ্গম  
করিয়া শোক-মোহ ত্যাগ করিলেন । ৫৯

ইতি ত্রয়োদশ অধ্যায় ।



## চতুর্দশ অধ্যায়

শ্রীসূত উবাচ ।

সংপ্রস্থিতে দ্বারকায়াং জিহ্বৌ বন্ধুদিদৃক্ষয়া । জাতুঞ্চ পুণ্যশ্লোকস্য কৃষ্ণস্য চ বিচেষ্টিতম্ ॥ ১ ॥  
ব্যতীতাঃ কাতচিন্মাসাস্তদা নায়ান্ততোহর্জুনঃ । দদর্শ ঘোররূপাণি নিমিত্তানি কুরুষহঃ ॥ ২ ॥  
কালস্য চ গতিং রৌদ্রাং বিপর্যস্তর্ভুধর্মণঃ । পাপীয়সাং নৃণাং বার্তাং ক্রোধলোভানৃত্যনাম্ ॥ ৩ ॥  
জিহ্বপ্রায়ং ব্যবহৃতং শাঠ্যমিঞ্জ্রঞ্চ সৌহৃদম্ । পিতৃমাতৃমুহুদভ্রাতৃদম্পতীনাঞ্চ কঙ্কনম্ ॥ ৪ ॥  
নিমিত্তান্যতরিক্তানি কালে হনুগতে নৃণাম্ । লোভাঘর্ষপ্রকৃতিং দৃষ্টৌবাচামুজং নৃপঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ ।

সংপ্রেষিতো দ্বারকায়াং জিহ্মুবন্ধুদিদৃক্ষয়া । জাতুঞ্চ পুণ্যশ্লোকস্য কৃষ্ণস্য চ বিচেষ্টিতম্ ॥ ৬ ॥  
গতাঃ সপ্তাধুনা মাসা ভীমসেন তবানুজঃ । নায়াত কস্য বা হেতোর্নাহং বেদেদমঞ্জসা ॥ ৭ ॥  
অপি দেবধিগাদিক্টঃ স কালোহয়মুপস্থিতঃ । যদাত্মনোহঙ্গমাক্রীড়ং ভগবানুৎসিসৃক্ষতি ॥ ৮ ॥  
যস্মিন্মঃ সম্পদো রাজ্যং দারাঃ প্রাণাঃ কুলং প্রজাঃ । আসন্ সপত্নবিজয়ো লোকাশ্চ যদনুগ্রহাৎ ॥ ৯ ॥  
পশ্যোংপাতাম্রব্যাঘ্র দিব্যান্ ভৌমান্ সর্দৈহিকান্ । দারুণান্ শংসতোহদূরাস্তয়ং নো বুদ্ধিমোহনম্ ॥ ১০ ॥

অর্জুনের হস্তিনা প্রত্যাবর্তন

সূত কহিলেন, অর্জুন পুণ্যশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জানিবার জন্য এবং বন্ধু সকলের দর্শন জন্য দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু কয়েক মাস অতীত হইল, তথাপি তিনি হস্তিনায় প্রত্যাগত হইলেন না । এ দিকে যুধিষ্ঠির নানাবিধ দুর্লক্ষণসমূহ দেখিতে লাগিলেন । ১-২

কালের গতি ভীষণরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল, যে ঋতুর যাহা ধর্ম্য, তাহা না হইয়া বিপরীত ভাব ধারণ করিল । ঋতুর অনুযায়ী ফলপুষ্প না হইয়া বিপরীতভাবে ফলিতে আরম্ভ করিল । মনুষ্য সকল ক্রোধ-লোভপরবশ হইয়া মিথ্যা ব্যবহারে জীবিকা অর্জন করিতে আরম্ভ করিল । তাহাদের বন্ধুত্বে শঠতা ও ব্যবহারে কপটতা প্রকাশ পাইতে লাগিল, পিতামাতার সহিত পুত্রের, ভ্রাতাভ্রাতৃপুত্রের সহিত বন্ধুর, এমন কি, স্বামি-স্ত্রীতে পরস্পর কলহ আরম্ভ হইল । ৩-৪

এই প্রকার ভীষণ অমঙ্গল এবং লোভাদিবশতঃ অধর্ম্যপ্রকৃতি মানবদিগকে দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির অনুজ ভীমসেনকে ডাকিয়া বলিলেন । ৫

আমি বন্ধু-বান্ধব ও শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জানিবার জন্য অর্জুনকে দ্বারকায় পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু আজ পর্যন্ত সপ্ত মাস হইল, তথাপি তিনি কি জন্য প্রত্যাগমন করিলেন না, বুঝিতে পারিতেছি না । ৬-৭

দেবর্ষি নারদের নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ মনুগ্রন্থলীলা-নাট্যের উপসংহার করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই কালই কি বর্তমানে সমুপস্থিত হইল ? ৮

শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইতেই আমাদের রাজ্য, স্ত্রী, প্রাণ, বংশমর্যাদা, সম্ভান ও শত্রুজয় হইয়াছে এক তাঁহারই অনুগ্রহে (যজ্ঞ দ্বারা প্রাপ্য) পরলোকে সন্মতিলাভ, আশা করি । ৯

হে নরশ্রেষ্ঠ ! দিব্য, ভৌম ও দৈহিক অমঙ্গল-সমূহ প্রত্যক্ষ কর । আমি আশঙ্কা করিতেছি, আমাদেরও বিপদ উপস্থিত হইবার বিলম্ব নাই । ১০



উর্ব্বক্ষি বাহবো মহ্যং ক্ষুরস্ত্যজ পুনঃ পুনঃ । বেপথুশ্চাপি হৃদয় আরাদ্যাস্তি বিপ্রিয়ম্ ॥ ১১ ॥  
 শিবৈষোত্তমাদিত্যমভিরৌত্যনলাননা । মামঙ্গ সারমেয়োহয়মভিরেভত্যভীরুবৎ ॥ ১২ ॥  
 শস্তাঃ কুর্বন্তি মাং সব্যং দক্ষিণং পশবোহপরে । বাহাংশ্চ পুরুষব্যাশ্র লক্ষ্যে রুদতো মম ॥ ১৩ ॥  
 মৃত্যুদূতঃ কপোতোয়মূলুকঃ কম্পয়াম্যঃ । প্রতুলুকশ্চ কুহ্মানৈবিশ্বং বৈ শূন্যমিচ্ছতঃ ॥ ১৪ ॥  
 ধূম্রা দিশঃ পরিধয়ঃ কম্পতে ভূঃ সহাদ্রিভিঃ । নির্ঘাতশ্চ মহাংস্তাত সাকঞ্চ স্তনয়িত্বুভিঃ ॥ ১৫ ॥  
 বায়ুর্বাতি খরম্পর্শো রজসা বিসৃজংস্তমঃ । অশ্বখর্বন্তি জলদা বীভৎসমিবি সর্বতঃ ॥ ১৬ ॥  
 সূর্য্যং হতপ্রভং পশ্য গ্রহমর্দং মিথো দিবি । সসঙ্কুলৈর্ভূতগণৈর্জ্বলিতে রোদসী ইব ॥ ১৭ ॥  
 নত্মো নদাশ্চ ক্ষুভিতাঃ সরাংসি চ মনাংসি চ । নজ্বলত্যগ্নিরাজ্যেন কালোহয়ং কিং বিধাস্ততি ॥ ১৮ ॥  
 ন পিবাতি স্তনং বৎসা ন দুহন্তি চ মাতরঃ । রুদন্ত্যশ্রুমুখা গাবো ন হৃদ্যন্ত্যম্বভা ভ্রজে ॥ ১৯ ॥  
 দৈবতানি রুদন্তীব স্থিত্যন্তি প্রচলন্তি চ । ইমে জনপদা গ্রামাঃ পুরোস্থানাকরাশ্রমাঃ ।

ভ্রষ্টপ্রিয়ো নিরানন্দাঃ কিমঘং দর্শয়ন্তি নঃ ॥ ২০ ॥

বক্ষঃ, চক্ষুঃ, হস্ত প্রভৃতি অঙ্গ বারম্বার স্পন্দিত হইতেছে, হৃদয়-কম্পনের দ্বারা অনুভব করিতেছি, আমাদের বিপদ নিকটবর্তী । ১১

আরও দেখ, তখন উদিত হইলেও উদ্ধামুখী শৃগাল-গণ তাহার অভিযুখে চীৎকার করত অনল উদিগরণ করিতেছে এবং নিঃশব্দচিত্তে কুকুরগণ যেন আমায় লক্ষ্য করিয়া ডাকিতেছে । ১২

গো প্রভৃতি পশু সকল আমায় বামে রাখিয়া গমন করিতেছে, গদভ প্রভৃতি জন্তুগণ আমায় প্রদক্ষিণ করিয়া ঘাইতেছে, আমায় লক্ষ্য করিয়া আমার ঘোটকগণ রোদন করিতেছে, ইহাও কয় দিন হইতেই দেখিতেছি । ১৩

এ কপোত যেন মৃত্যুদূতরূপে বসিয়া আছে, এ পেচক ও উহার প্রতিপক্ষ বায়ুসের চীৎকারে আমার হৃৎকম্প হইতেছে, মনে হইতেছে যেন এ বিশ্ব শূন্য করিবার জগুই উহার এইরূপ ভীষণ শব্দ করিতেছে । ১৪

দিগ্‌মণ্ডল ধূম্রবর্ণ পরিধির মত দেখা যাইতেছে—পৃথিবী পর্বতভগণের সহিত পুনঃ পুনঃ কম্পমান হইতেছে, মেঘ না থাকিলেও ভীষণ শব্দে মুহূর্মুহঃ বজ্রপতন হইতেছে । ১৫

দেখ, কি ভীষণ উষ্ণস্পর্শ বায়ু বহিতেছে, চতুর্দিকে ধূলিরাশি উত্থিত হইয়া সমস্ত দিক্ অন্ধকার করিয়া ফেলিতেছে । মেঘসমূহ রক্তবৃষ্টি করিতেছে । সূর্য্যের যেন আর তাদৃশ জ্যোতিঃ নাই, গ্রহগণ আকাশে যেন পরস্পর যুদ্ধ করিতেছে । দেখ, চতুর্দিকে যেন রুদ্রানু-চরগণ অস্ত্রাশ্র প্রাণীর সহিত মিলিত হইয়া ভূমণ্ডল ও আকাশ প্রদীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে । এই সব ভয়াবহ দৃশ্য প্রকট হইতেছে । ১৬-১৭

নদী, নদ ও সরোবর সকল আলোড়িত হইতেছে, জীবমাত্রেরই চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে । কি আশ্চর্য্য ! দেখ, বৃত্ত দ্বারাও অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে না । কাল আরও কি বিধান করিবেন, জানি না । ১৮

কি আশ্চর্য্য ! দেখ, বৎসগণ স্তম্ভপান করিতেছে না, মাতারাও তাহাদের স্তম্ভদানে বিরত । গাভীগণ অশ্রু-ত্যাগ করিতেছে, মহোক্ষ সকল নিরানন্দে গোষ্ঠে ভ্রমণ করিতেছে । ১৯

দেব-প্রতিমার অঙ্গ হইতে স্বেদ নির্গত হইতেছে, তাঁহারা রোদন করিতেছেন এবং যেন কম্পিত হইতেছেন । এই সমস্ত জনপদ, গ্রাম, নগর, উদ্যান, আকর, আশ্রমসমূহ শোভাহীন নিরানন্দ হইয়া পড়িয়াছে । জানি না, আমাদের কি সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত । ২০



মন্ত্ৰ এতৈৰ্মহোৎপাতৈৰ্নূনং ভগবতঃ পদৈঃ । অনন্তপুরুষশ্রীভির্হীনা ভূহৰ্ত্তসৌভগা ॥ ২১ ॥  
ইতি চিস্তয়তন্তুশ্চ দৃষ্টারিষ্টেন চেতস্য । রাজঃ প্রত্যাগমদ্ ব্রহ্মন্ যদুপূৰ্ণাঃ কপিধ্বজঃ ॥ ২২ ॥  
তং পাদয়োনিপতিতমযধাপূৰ্ব্বমাতুরম্ । অধোবদনমবিন্দুন্ স্বজন্তুং নয়নাজয়োঃ ॥ ২৩ ॥  
বিলোকে্যোদ্ধিমহদয়ো বিচ্ছায়মমুজং নৃপঃ । পৃচ্ছতি স্ম স্মহ্মাখ্যে সংস্মরম্মারদেৰিতম্ ॥ ২৪ ॥

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ ।

কচ্চিদানন্তপূৰ্ণাঃ নঃ স্বজনাঃ স্মখমাসতে । মধুভোজদশাহাঁহাঃ সাত্ত্বতান্ধকবৃষয়ঃ ॥ ২৫ ॥  
শূরো মাতামহঃ কচ্চিৎ স্বস্ত্যাস্তে বাধ মারিষঃ । মাতুলঃ সানুজঃ কচ্চিৎ কুশল্যানকদুন্দুভিঃ ॥ ২৬ ॥  
সপ্ত স্বসারস্তংপছ্যো মাতুলান্যঃ সহায়জাঃ । আসতে সন্মুখাঃ ক্ষেমাং দেবকীপ্রমুখাঃ স্বয়ম্ ॥ ২৭ ॥  
কচ্চিদ্রাজাহকো জীবত্যসংপুত্রোহস্য চানুজঃ । হৃদীকঃ সন্ততোহক্রুরো জয়ন্ত-গদ-সারণাঃ ॥ ২৮ ॥  
আসতে কুশলং কচ্চিদেয চ শত্রুজিদাদয়ঃ । কচ্চিদাস্তে স্মখং রামো ভগবান্ সাত্ত্বতাং প্রভুঃ ॥ ২৯ ॥  
প্রহ্মন্নঃ সৰ্ববৃক্ষীনাং স্মখমাস্তে মহারথঃ । গন্তীররয়োহনিরুদ্ধো বর্দ্ধতে ভগবান্মুত ॥ ৩০ ॥  
স্বষেগশ্চারুদেযশ্চ সান্বো জাম্ববতীস্বতঃ । অন্তে চ কাঞ্চি-প্রবরাঃ সপুত্রা ঋষভাদয়ঃ ॥ ৩১ ॥

আমি মনে করিতেছি, ভগবানের ধ্বজবজ্রাকুশ-  
চিহ্নিত চরণকমল এই পৃথিবীতে আর নাই ; পৃথিবীর  
সে সৌভাগ্য বোধ হয় বিনষ্ট হইয়াছে । ২১

যুধিষ্ঠির এই সব উৎপাত দর্শন করিয়া নানারূপ  
চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে যদুপুরী দ্বারকা হইতে  
কপিধ্বজ অর্জুন প্রত্যাগত হইলেন । ২২

অর্জুন রাজচরণে নমস্কার করিলে রাজা দেখিলেন,  
অর্জুন নভবদনে রোদন করিতেছেন, তাঁহার  
নৌলোৎপল সদৃশ চক্ষুঃ হইতে অনবরত বাষ্পবিন্দু  
পতিত হইতেছে । ২৩

তাঁহার দেহের লাবণ্য নষ্ট হইয়াছে ও বক্ষ  
স্পন্দিত হইতেছে । চির-আনন্দময় অর্জুনকে বিষণ্ণ  
দেখিয়া ও নারদের উক্তি শ্রবণ করিয়া রাজা অত্যন্ত  
ব্যাকুল হইলেন । ২৪

অর্জুন কিছুক্ষণ পরে স্থস্থ হইলে, স্ত্রুগণের নিকট  
তাঁহাকে বলাইয়া সশঙ্কচিত্তে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করি-  
লেন, ভ্রাতঃ ! আমাদের পরম মিত্র, মধু, ভোজ, দশাহাঁ,  
অই, সাত্ত্বত, অন্ধক ও বৃকি-বংশীয়দের কুশল ত ? ২৫

পূজনীয় মাতামহ শ্রীরামে আছেন ত ?  
মাতুল বহুদেব ও তাঁহার কনিষ্ঠের মঙ্গল  
ত ? ২৬

সপ্ত ভগিনী সহ দেবকী—আমাদের অষ্ট  
মাতুলানী—নিজ নিজ পুত্রগণের সহিত কুশলে  
আছেন ত ? ২৭

রাজা ( আছকের ) উগ্রসেনের পুত্র অতি অসৎ,  
অতএব তার কুশল-প্রশ্নে ফল কি ? দেবকী নামক কনি-  
ষ্ঠের সহিত উগ্রসেন জীবিত আছেন ত ? আর হৃদীক,  
হৃদীকের পুত্র কৃতবর্মা, গদ, সারণ, শত্রুজিৎ প্রভৃতি  
ভ্রাতৃগণসহ শ্রীকৃষ্ণ এবং ভক্তপ্রাণ ভগবান্ বলদেব  
মঙ্গলে আছেন ত ? তাঁহাদের ত কোন অনিষ্ট ঘটে  
নাই ? বৃকিবংশীয় মহারথ প্রহ্লাদের কুশল ত ? রণ-  
ক্ষেত্রে আশ্চর্য্য বেগধারী অনিরুদ্ধ সর্বকল্যাণভাজন  
হইয়া দিনযাপন করিতেছেন ত ? চারুদেয, স্বষণ,  
জাম্ববতী-পুত্র সাথ ও শ্রীকৃষ্ণের অগ্র্যাদ্য শ্রেষ্ঠ আত্মজ-  
গণের ত মঙ্গল ? স্ব স্ব পুত্রসহ ঋষভ প্রভৃতির  
কুশল ত ? ২৮-৩১



তথৈবানুচরাঃ শোরেঃ ঐশ্বদেবোদ্ধবাদয়ঃ । সুনন্দনন্দশীর্ষণা যে চান্তে সাত্ত্বতর্ষভাঃ ॥ ৩২ ॥  
 অপি স্বস্ত্যাসতে সর্বৈ রামকৃষ্ণভুজাগ্রয়াঃ । অপি স্মরন্তি কুশলমস্মাং বদ্ধসৌহৃদাঃ ॥ ৩৩ ॥  
 ভগবানপি গোবিন্দো ব্রহ্মণ্যো ভক্তবৎসলঃ । কচ্চিৎ পুরে সুধর্ম্মায়াং সুধর্মান্তে সুহৃদ্বৃত্তঃ ॥ ৩৪ ॥  
 মঙ্গলায় চ লোকানাং ক্ষেমায চ ভবায় চ । আন্তে যদুকুলান্তোদ্ধাধাছোহনন্তসখঃ পুমান্ ॥ ৩৫ ॥  
 যদ্বাহুদগুণ্ডপুয়াঃ স্বপূর্যাং যদবোহচ্ছিতাঃ । ক্রীড়ন্তি পরমানন্দং মহাপৌরুষিকা ইব ॥ ৩৬ ॥

যৎপাদশুশ্রমণমুখ্যকর্ম্মণা সত্যাদয়ো দ্ব্যক্টসহস্রযোষিতঃ ।

নিজিত্য সংখ্যে ত্রিদশাংস্তদাশিষো হরন্তি বজ্রায়ুধবল্লভোচিতাঃ ॥ ৩৭ ॥

যদ্বাহুদগুণ্ডাদয়ানুজীবিনো যদুপ্রবীরা হুকুতোভয়া মুহুঃ ।

অধিক্রমন্ত্যজি ভিরাহতাং বলাং সভাং সুধর্ম্মাং সুরসন্তমোচিতাম্ ॥ ৩৮ ॥

কচ্ছিতেনাময়ং তাত ভক্টতেজা বিভাসি মে । অলকমানোহবজ্রাতুঃ কিং বা তাত চিরোষিতঃ ॥ ৩৯ ॥  
 কচ্ছিন্নাভিহতোহভাবৈঃ শব্দাদিভিন্নমঙ্গলৈঃ । ন দত্তমুক্তমথিত্য আশয়া যৎ প্রতিশ্রুতম্ ॥ ৪০ ॥

শ্রীকৃষ্ণমুচ্য উক্তব, ঐশ্বদেব প্রভৃতি এবং শ্রীকৃষ্ণ ভুজবল-রক্ষিত, আমাদেরও পবন মিত্র সুনন্দ নন্দ প্রমুখ ভক্তগ্রেষ্ঠগণ কুশলে আছেন ত ভাই? তাঁহারা আমাদের স্মরণ কবেন ত? ৩২-৩৩

গো-ব্রাহ্মণহিতকারী ভক্তবৎসল ভগবান গোবিন্দ স্বয়ং আত্মীয়বন্ধু-পরিবেষ্টিত হইয়া নিজপুরে সুধর্ম্মা নামক প্রসিদ্ধ সভায় সুখে দিনযাপন করিতেছেন ত? ৩৪

লোকসমূহের মঙ্গলসাধন, পালন এবং উদ্ধারের জন্মই সেই অনাদি পুরুষ অনন্তের অবতার বলরামের সমভিব্যাহারে যদুকুলস্বরূপ সাগরে অবতীর্ণ হইয়াছেন । ৩৫

যদুবংশীয়েরা তাঁহারই ভুজবলে রক্ষিত পুরমধ্যে বাস করিয়া ত্রিলোকের বরণ্য হইয়াছেন, এক বৈকুণ্ঠপতির অনুচরের শ্রায় পরম সুখে লীলা করিতেছেন । ৩৬

তপস্তা প্রভৃতি কাহা হইতে গ্রেষ্ঠতম ভাবিয়া সত্যভামা প্রভৃতি ষোড়শ সহস্র তাঁহার পত্নীগণ

নিরন্তর ঐক্যের পদসেবা করিয়া থাকেন । শ্রীকৃষ্ণ যুগে দেবগণকে পরাস্ত করিয়া দেবভোগ্য পারিজাতাদি আনয়ন করেন বলিয়া তাঁহারা মন্ত্ৰে থাকিয়াও স্বর্গ-সুখ উপভোগ করিয়া থাকেন । যে শ্রীকৃষ্ণের বাহুবলপ্রভাবে যদুবংশীয় বীরগণ সর্বদা সুরগণ-সেবিত সুধর্ম্মা নাম্নী সভার মধ্যে নির্ভয়ে গমনাগমন করেন, সেই মুকুন্দ মুরারি গোবিন্দের কুশল ত? ৩৭-৩৮

ভ্রাতঃ! তোমার ত কোন অমঙ্গল হয় নাই, তোমাকে এমন হীনপ্রভ দেখিতেছি কেন? বহুদিন বন্ধুগৃহে বাস করিলে যাহা হয়, তোমার কি তাহাই হইয়াছে? সেখানে কি সেরূপ সন্মান যত্ন পাও নাই? তোমায় কি তাহারা অপমান করিয়াছে? অথবা কেহ কি স্নেহশূন্য কঠোর বাক্যে তৎসনা করিয়াছে? ৩৯

কোন প্রার্থী অর্থ বাচ্চাণ করাতে তুমি কি অসামর্থ্য বশতঃ দিতে পার নাই? কিংবা প্রথমে দিব বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহাকে আশা দিয়া শেষে দান কর নাই? ৪০



কচ্চিৎ ব্রাহ্মণং বালং গাং বৃদ্ধং রোগিণং স্ত্রিয়ম্ । শরণ্যোপসৃতং সৎ নাত্যাকীঃ শরণপ্রদঃ ॥৪১॥  
কচ্চিৎ নাগমোহগম্যাং গম্যাং বাসৎকৃতাং স্ত্রিয়ম্ । পরাজিতো বাথ ভবান্ নোত্তমৈর্নাসমৈঃ পথি ॥৪২॥  
অপিস্বিৎ পর্যভুঙ্কৃথাস্তং সন্তোজ্যান্ বৃদ্ধ-বালকান্ । জুগুপ্সিতং কস্য কিঞ্চিৎ কৃতবান্ন যদক্ষমম্ ॥৪৩॥  
কচ্চিৎ প্রেষ্ঠতমেনাথ হৃদয়েনাত্মবন্ধুনা । শূন্যোহস্মি রহিতো নিত্যং মন্যসে তেহন্থথা ন ক্লক্ ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈষ্ণবসিক্যাং

প্রথমস্কন্ধে বৃথিষ্টির-বিতর্কে নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

তুমি আশ্রিতপালক ; কোন ব্রাহ্মণ, বালক, বৃদ্ধ, রোগী কিংবা স্ত্রী অথবা অন্য কোন প্রাণী তোমার শরণাগত হওয়ার পর তুমি কি প্রত্যাখ্যান করিয়াছ ? ৪১

তুমি কি কোন অগমনীয়াতে গমন করিয়াছ ? অথবা তোমার কোন প্রার্থনীয় স্ত্রীর বসনভূষণ মলিন দেখিয়া ত্যাগ করিতে সাধ্য হইয়াছ ? পথিমধ্যে তোমার ভুল, অথবা তোমা অপেক্ষা হীন কোন মনুষ্যের নিকট কি পবাজিত হইয়াছ ? ৪২

আহার্য্য বস্তু যাহাকে দান করা উচিত, এমন কোন বৃদ্ধ বা বালককে না দিয়া তুমি নিজে ভোগ করিয়াছ কি ? কোন অন্তায় বা নিন্দনীয় কার্য্য ত কর নাই ? তুমি ত প্রাণাধিক সখা শ্রীকৃষ্ণ-বিরহিত হও নাই ? বল ! বল ! ভ্রাতঃ ! নিশ্চয়ই কোন ঘোর অনিষ্ট ঘটিয়াছে, নতুবা তোমার একগুণ মনঃকন্ঠের হেতু কি ? যাহা হউক, তোমার মনঃপীড়ার হেতু বিবৃত কর । ৪৩-৪৪

ইতি চতুর্দশ অধ্যায় ।



## পঞ্চদশোধ্যায়ঃ

শ্রীহৃত উবাচ ।

এবং কৃষ্ণসখঃ কৃষ্ণো ভ্রাতা রাজ্জাবিকল্পিতঃ । নানাশঙ্কাস্পদং রূপং কৃষ্ণবিল্লোমকর্ষিতঃ ॥ ১ ॥  
শোকেন শুশ্রূষদন-হৃৎসরোজো হতপ্রভঃ । বিভুং তমেবানুধ্যায়ম্মাশকোৎ প্রতিভাবিতুম্ ॥ ২ ॥  
কৃচ্ছ্রেণ সংস্তুভ্য শুচঃ পাণিনায়জ্য নেত্রয়োঃ । পরোক্ষেন সমুন্নতপ্রণয়োৎকর্ষ্যকাতরঃ ॥ ৩ ॥  
সখ্যং মৈত্রীং সৌহৃদঞ্চ সারথ্যাদিষু সংস্মরন্ । নৃপমগ্রজমিত্যাহ বাস্পগদগদয়া গিরা ॥ ৪ ॥  
শ্রীঅর্জুন উবাচ ।

বক্ষিতোহহং মহারাজ হরিণা বন্ধুরূপিণা । যেন মেহপল্লভং তেজো দেববিস্মাপনং মহৎ ॥ ৫ ॥  
যস্য ধ্বজবিয়োগেন লোকো হুপ্রিয়দর্শনঃ । উক্থেন রহিতো হ্যেষ যুতকঃ প্রোচ্যতে যথা ॥ ৬ ॥  
বৎসংশ্রয়াদ্ভ্রুপদগেহমুপাগতানাং রাজ্ঞাঃ সযশ্বরমুখে স্মরন্তুমদানাম্ ।  
তেজো হতং খলু ময়া নিহতশ্চ মৎস্যঃ সজ্জাকৃতেন ধনুষাধিগতা চ কৃষ্ণা ॥ ৭ ॥  
গৎসন্নিধাবহমু খাণ্ডবমগ্নয়েহদামিন্দ্রশ্ব সামরগণঃ তরসা বিজিত্য ।  
লব্ধা সভা ময়কৃতাদ্ভুতশিল্পমায়া দিগ্ভ্যোহহরম্পতযো বলিমধ্বরে তে ॥ ৮ ॥

যুধিষ্ঠিরাদির স্বর্গারোহণ

সূত কহিলেন,—কৃষ্ণগতপ্রাণ অর্জুন একেই কৃষ্ণ-  
বিরহে অতিশয় ক্লেশ ভুগিয়াছিলেন, তাহাতে আবার  
তাহার শঙ্কাস্পদ রূপ দর্শনে যুধিষ্ঠিরের সন্দেহে নানাবিধ  
অনিষ্ট-কণার উদয় হইয়াছে, বুঝিয়া অর্জুন আরও  
হতপ্রভ হইয়া পড়িলেন । শোকে তাহার বদনার-  
বিন্দু স্নান হইল, অন্ধকমল শুস্ক হইতে লাগিল --  
তিনি সেই নিভুকেই চিন্তা করিতে লাগিলেন -  
কোনরূপ উত্তর করিতে পারিলেন না । ১-২

শেষে অতিকষ্টে শোকাশ্র কতক পরিমাণে নয়ন-  
যুগলে স্তম্ভিত করিয়া উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারা হস্ত দ্বারা  
মাজ্জনা করিলেন । কৃষ্ণের অদর্শনে তাহার প্রণয়োৎ-  
কর্ষা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল—তিনি কাতর হইয়া  
তাহার হিতৈষিতা, উপকার ও বন্ধুত্ব স্মরণ করিতে  
করিতে অশ্রু-গদগদ-স্বরে বাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিতে  
লাগিলেন—মহারাজ, কি বলিব, সেই আমার বন্ধুরূপী  
শ্রীহরি আর নাই । তিনি আমাকে বক্ষিত করিয়া

চলিয়া গিয়াছেন । আমার যে তেজোদর্শনে  
দেবগণও বিস্মিত হইতেন—সেই তেজও তিনি হরণ  
করিয়াছেন । ৩-৫

পিতা মাতা প্রভৃতি প্রিয়জনের যেমন প্রাণ-  
বিয়োগ হইবামাত্র তাহাদিগকে প্রেত বলা হয়,  
সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদ ক্ষণকালের জন্য ঘটিলেও  
এই সংসার শোভাহীন—অপ্রিয়দর্শন হইয়া পড়ে । ৬

তাহারই শক্তিতে শক্তিমান হইয়া আমি সযশ্বর-  
সভায় ধনুর্গ্রহণমাত্রেরেই ভ্রুপদ-ভবনে সমাগত  
কামোন্নত রাজস্ববর্গের ভেজঃ হরণ করিয়াছিলাম,  
মৎস্য-চক্র ভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছিলাম  
—তাহারই সহায়তায় দেবগণসহ ইন্দ্রকে পরাজিত  
করিয়া ইন্দ্রের খাণ্ডবন অগ্নিকে প্রদান করিয়া-  
ছিলাম, আর সেই জলন্ত খাণ্ডবন হইতে অশুর-  
শিল্পী ময়কে রক্ষা করিয়া তাহার দ্বারা আপনার রাজ-  
সুযজ্ঞ-সভা অপূর্ব মায়াময়-শিল্প-সন্নিবেশে সম্বিজত  
করাইয়াছিলাম—আর সেই সভায় দিগ্‌দিগন্ত হইতে  
রাজগণ উপহার আনয়ন করিয়াছিল । ৭-৮



যন্তেজসা নৃপশিরোহজ্জি মহম্মথার্থমার্য্যানুজস্তব গজাযুতসঙ্ঘবোধ্যঃ ।  
 তেনাহিতাঃ প্রমথনাথমথায় ভূপা যন্মোচিতাস্তদনয়ন্ বলিমধবরে তে ॥ ৯ ॥  
 পত্ন্যাস্তবাধিমথক ৯প্তমহাভিষেকস্তাঘিষ্ঠচারুকবরং কিতবৈঃ সভায়ামু ।  
 স্পৃষ্ঠঃ বিকীর্য পদয়োঃ পতিতাক্রমুখ্যা যন্তঃ স্ত্রিয়োহকৃত হতেশবিমুক্তকেশাঃ ॥ ১০ ॥  
 যো নো জুগোপ বন এত্য ছুরন্তকৃচ্ছাদুর্বাসসোহরিরচিতাদযুতাগ্রভুগু যঃ ।  
 শাকামশিষ্ঠমুপযুজ্য যতস্ত্রিলোকীং তৃপ্তামগংস্ত সলিলে বিনিময়সংঘঃ ॥ ১১ ॥

তাঁহাবটে তেজঃপ্রভাবে অযুত হস্তিতুল্য বলশালী আপনাব ভ্রাতা ভীমসেন জরাসন্ধকে বধ করিয়াছিলেন। যে জরাসন্ধ সমস্ত নৃপতিগণের মস্তকে পদার্পণ করিয়া রাজশ্রেষ্ঠ হইয়াছিল—এবং সেই সময়ে মহাভৈরব নাগক এক মন্ত্র অনুষ্ঠান করিয়া পৃথিবীর প্রায় সমস্ত নরপতিকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল—রুকোদর সেই জরাসন্ধকে তাঁহারই প্রদর্শিত কৌশলেব দ্বাৰা নিহত করিয়া সমস্ত বাজগণকে মুক্ত করিয়াছিলেন এবং মুক্ত রাজগণ নানা উপহাস সহ আপনাব বাজসু্য যজ্ঞে যোগদান করিয়াছিল । ৯

মহারাজ । দুঃশাসন প্রভৃতি ধৃষ্ট কৌরবগণ আপনাব পত্নীর অতি পবিত্র রমণীয় কবরী—যাহা রাজ সূয় যজ্ঞাভিষেক-সলিলে পূত হইয়াছিল, তাহা সভামধ্যে আকমণ করিয়া মুক্ত করিয়া দিয়াছিল, তখন দ্রৌপদী

বিস্মৃতি—কোন সময়ে ছরাসা দুৰ্য্যোধনগৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। আতিথ্যে পরিতুষ্ট হইয়া মহর্ষি দুৰ্য্যোধনকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে দুৰ্য্যোধন ভাবিলেন,—কি আর বর গ্রহণ করিব ? ছরাসার অভিসম্পাতে পাণ্ডবগণ যাহাতে বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তাহাই করা ষাউক। এই ভাবিয়া দুৰ্য্যোধন বলিলেন,—‘প্রভো ! আমাদের বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ হইলেন যুধিষ্ঠির, তাঁহার গৃহে আপনি নশ হাজার শিষ্যসহ অতিথি হউন, ইহাই প্রার্থনা। তবে, আহা ! দ্রৌপদী যেন আপনার জন্ত অনাহারে কষ্ট না পান, তাঁহার ভোজন সমাপনান্তে আপনি সেখানে উপস্থিত হইবেন।’ সেইভাবে তৎপরে ছরাসা যুধিষ্ঠিরগৃহে সমাগত হইলেন। যুধিষ্ঠির পরম আনন্দের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া মধ্যাহ্নানাদি করিয়া আসিতে বলিলেন। শিষ্য ছরাসা জলাশয়ে গমন করিয়া আন করিতে লাগিলেন।

দুঃখে অপমানে গলদ্রব্যপাণ্য শ্রীকৃষ্ণের পদযুগল সিক্ত করিয়াছিলেন। তৎপরে ভীমসেন সেই শ্রীকৃষ্ণেরই প্রভাবে গহাদিগের কামিনীগণকে বিধবা করিয়া সকলেব বরকেশ গন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন । ১০

আমাদের বনবাসকালে, দুর্ভিক্ষ দুৰ্য্যোধন-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া অযুত শিষ্যসহ মহর্ষি দুর্বাসা আমাদের অতিথি হইয়াছিলেন, আমাদের সেই অবস্থায় আতিথ্য-সংকাষেব কোন শক্তি ছিল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ সহসা উপস্থিত হইয়া রন্ধনপাত্রাবশিষ্ট শাকাম কণামাত্র ভোজন করিয়া আমাদের দুর্বাসার অভিসম্পাত হইতে রক্ষা করেন। দুর্বাসা স্নান করিবার জন্ত সর্বোপায়ে গমন করিলে, যুধিষ্ঠিরকে যদুপতি চিন্তায়িত দেখিয়া শাকাম ভোজন করিবারাত্র ঋষিসহ শিষ্যবর্গ ত্রিলোক পবিত্রপু বোধ করিলেন এবং ভোজন করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের লোপ পাইল । ১১

দ্রৌপদী ব্যাকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিবারাত্র ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ ক্লান্তীকে ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ দ্রৌপদীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দ্রৌপদীকে বলিলেন যে, আমি ক্ষুধার্ত, আমাকে অগ্রে ভোজন कराও। দ্রৌপদী লজ্জায় অধোবদন, তাঁহার দুর্ভিক্ষ স্থালীর বিশেষত্ব এই যে, দ্রৌপদী যতক্ষণ ভোজন না করিবেন, ততক্ষণ সেই স্থালী হইতে বত ইচ্ছা এর পাওয়া যাইবে, দ্রৌপদীর ভোজন হইয়া গেলে, আর স্থালীর কোন শক্তি থাকিত না। কাজেই দ্রৌপদী ভাবিলেন—আমার কি অভাগ্য যে, আজ জৈলোক্যনাথ যজ্ঞের আমার নিকট এর প্রার্থনা করিলেন, আমি দিতে পারিলাম না। তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ নির্ভীক আগ্রহে সেই স্থালী আনয়ন করিতে বলিলেন, দ্রৌপদী তাহা আনয়ন করিলে—স্থালীর কঠদেশে এক



যন্তেজসাথ ভগবান্ যুধি শূলপাণিবিদ্যাপিতঃ সগিরিজোহস্ত্রমদাম্বিজং মে ।  
 অন্তোহপি চাহমমুনিব কলেবরেণ প্রাপ্তো মহেন্দ্রভবনে মহদাসনার্কম্ ॥ ১২ ॥  
 তত্রৈব মে বিহরতো ভুজদণ্ডযুগ্মং গাণ্ডীবলক্ষণমরাতিবধায় দেবাঃ ।  
 সেন্দ্রাঃ শ্রিতা যদনুভাবিতমাজমাট্ ! তেনাহমদ্র মুষিতঃ পুরুষেণ ভূম্বা ॥ ১৩ ॥  
 যদ্বাক্ষবঃ কুরুবলাক্ৰিমনস্তপারমেকো রথেন ততরেহহমত্যাঁস্যসত্ত্বম্ ।  
 প্রত্যাছতঃ পুরু ধনঞ্চ ময়া পরেমাং তেজস্পদং মণিময়ঞ্চ হুতং শিরোভ্যঃ ॥ ১৪ ॥  
 যো ভীষ্মকর্ণশূল্যচম্বদব্রাজন্তব্যরথমণ্ডলমণ্ডিতাশ্চ  
 অগেচরো মম বিভো রথযুথপানামাযুর্মানাংসি চ দৃশা সহ ওজ আর্চ্ছৎ ॥ ১৫ ॥  
 যদ্যোঃষু মা . প্রাণিহিতং গুরুভীষ্মকর্ণনপ্তু ত্রিগর্তশলসৈন্ধববাহ্লীকাটোঃ ।  
 অস্ত্রাণ্যমোঘমহিমানি নিরূপিতানি নোপস্পৃশ্তুর্নৃহরিদাসমিবাস্তুরাণি ॥ ১৬ ॥

‘‘গজ! গাঁহার তেজঃপ্রভাবে আমি ভগবান্ শূলপাণি শত্রুকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলে গিরিজা সহিত গিনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে পাশুপত অস্ত্র প্রদান করেন, তদ্বির অগাণ্ডীব লোকপালগণের নিকটও দিব্যাস্ত্র লাভ করি, সেই শ্রীকৃষ্ণের অনুগৃহে এত নরদেহে মহেন্দ্র-ভবনে গমন করিয়া তাঁহার সহিত একই সিংহাসনেব অরুভাগ প্রাপ্ত হইয়া-ছিলাম । ১২

সর্গবাসকালে যে সময় আমি গাণ্ডীব ধারণ করিয়া রণক্রাড়া করিতাম, সে সময়ে আমার ভুজদণ্ড গাঁহার শক্তিতে অসাম শক্তিমান ছিল এবং নিবাত-কবচাদি অবাতি নাশের জন্ত, দেবগণ আমার বাল্যবলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, হে রাজন্! এক্ষণে সেই শ্রীকৃষ্ণ নিজ মহিমাতে অবস্থান করিয়া আমায় বকনা করিয়াছেন । ১৩

আমি গাঁহার কৃপাবলে একাকী রথারোহণে ভীষ্ম-দ্রোণ-প্রমুখ ভীষণ হিংস্র-পরিপূর্ণ দুস্তর কুরু-সমুদ্র পার হইয়াছি এবং বিরাটরাজের উত্তর-গোগৃহে

গাঁহার ককণাবলে গাণ্ডী অপহরণকারী শত্রুগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া গোধন-সমূহ পুরুষেণ এবং সংযোজন অস্ত্রে মোহিত করিয়া, দৌণ্ডিমান তেজেব আলয়ভূত তাহাদের মুকুট, মণি, উষ্ণীষ-সমূহ ও বস্ত্র ধনরত্ন গ্রহণ করিয়াছিলাম; প্রভো! কুবক্ষেত্র-মহাসমবে সারথী গ্রহণ-পূর্বক রথ্যাগ্রে থাকিয়া তিনিই ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য এবং তৎসহ অগণিত সৈন্তের শৌর্য্য, বীর্য্য, উদ্ধামতা, এবং শস্ত্রনৈপুণ্য দৃষ্টিমাত্রে ভরণ করিয়াছিলেন । ১৪-১৫

দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ, ভূরিশ্রবাঃ, ত্রিগর্তদেশাধিপতি সুশর্মা, শল্য, সিদ্ধুদেশাধিপ জয়দ্রথ, শাস্ত্রমু-ভ্রাতা বাহ্লীক প্রভৃতি বীরগণ আমার প্রতি অমোঘ অস্ত্র সমূহ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু নৃসিংহরূপী শ্রীকৃষ্ণের করুণাশ্রিত প্রহ্লাদ যেমন হিরণ্যকশিপু-নিযুক্ত অশুর সকলের অস্ত্রকে ব্যর্থ করিয়াছিল, সেইরূপ আমিও তাঁহার ভুজবল আশ্রয় করিয়া সমস্ত অস্ত্র ব্যর্থ করিয়া-ছিলাম । ১৬

কুচি শাক ছিল, তাহাই লইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভোজন করিলেন । তাহাতে সঙ্গে সঙ্গেই দশ হাজার শিবাসহ দুর্কাসা—সমস্ত বিশ্ব বেন ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে অদ্রুত করিলেন ।

এদিকে ভীমসেন তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে গমন করিবামাত্র—তাঁহারা পক্কদ্রব্য নষ্ট হইবার ভয়ে পলায়ন করিলেন । ১১ (মহাভারত-কথা শ্রীধরদাসী দ্বত)



সৌত্যে বৃতঃ কুমতিনাঙ্গদ ঈশ্বরো মে যৎপাদপদ্মমভবায় ভজন্তি ভব্যাঃ ।  
 মাং শ্রাস্তবাহমরয়ো রথিনো ভুবিস্তং ন প্রাহরন্ যদনুভাবনিরন্তচিত্তাঃ ॥ ১৭ ॥  
 নস্মাণুদাররুচিরস্মিতশোভিতানি হে পার্থ হেহর্জুন সখে কুরুনন্দনেতি ।  
 সংজন্মিতানি নরদেব ! হৃদিস্পৃশানি স্মর্ত্বলু'ষ্ঠস্তি হৃদয়ং মম নাধবস্ম ॥ ১৮ ॥  
 শয্যাসনাটনবিকথনভোজনাদিষৈক্যাদবয়স্ম ঋতবানিতি বিপ্রলব্ধঃ ।  
 সখ্যাঃ সখেব পিতৃবৎ তনয়স্ম সর্বং সেহে মহান্ মহিতয়া কুমতেরসং মে । ১৯ ॥  
 সৌহং নৃপেন্দ্র রহিতঃ পুরুষোত্তমেন সখ্যা প্রিয়েণ স্নহদা হৃদয়েন শৃণুঃ ।  
 অধবন্যরুক্রমপরিগ্রহমঙ্গ রক্ষন্ গোপৈরসদ্বিরবলেব বিনির্জিজ্ঞতোহস্মি ॥ ২০ ॥  
 তত্বে ধনুস্ত ইমবঃ স রথো হয়াস্তে সৌহং রথা নৃপতয়ো যত আনর্গস্ত ।  
 সর্বং ক্ষণেন তদভূদসদীশরিক্তং ভস্মন-ভুতং কুহকরাঙ্কমিবোপ্তমুয্যাম ॥ ২১ ॥

আত্মার একমাত্র অধিপতি যে শ্রীকৃষ্ণের পাদ-  
 পদ্ম, মহৎ ব্যক্তিগণ মোক্ষলাভ আশায় নিরন্তর ধ্যান  
 করেন, তাই ! আমি কি করিযাছি ! নির্বোধের ছায়  
 সেই নারায়ণকে কি না বধের সাবধি করিয়া অশ-  
 চালনা করাইয়াছি ! আহা, আমার প্রতি কত রূপা !  
 জয়দ্রথ-বধের সময় অধিক পরিশ্রমে আমার  
 রথের অশ্বগণ ক্লান্ত এবং পিপাসার্ত হইলে রথ হইতে  
 নামিয়া বাণের দ্বারা আমি সপন ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া  
 তাহাদিগকে জল পান করাইতেছি, যুদ্ধক্ষেত্রে নিরস্ত  
 আমাকে যে শত্রুগণ তাহাদের অন্তমনস্কতা হেতু হত্যা  
 করে নাই, সে কেবল সেই লালাময়েরই অনুগ্রহ । ১৭

হে নরদেব ! গম্ভীর অশচ মনোহর হাস্য-  
 শোভিত মুখে, হে পার্থ, হে অর্জুন, হে সখা, হে  
 কুরুনন্দন এইরূপ যে সব অতি প্রিয় সম্বোধন করিতেন,  
 সে সব আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত রহিয়াছে ! তাঁহার  
 এই সমস্ত কথা স্মরণ করিয়া আজ আমার হৃদয়  
 আলোড়িত হইতেছে, আমি অস্থির হইয়া পড়িতেছি । ১৮

আমাদের বান্ধবতা এমনি মধুর ছিল, আমরা  
 যখনই একত্র শয়ন, উপবেশন, ভোজন, ভ্রমণ,  
 নিজ নিজ দোষগুণ খ্যাপন করিতাম, এই সব  
 ব্যাপারের সামান্য ব্যতিক্রমও যদি তাঁহার হইত,  
 অমনি আমি, তুমি কি সত্যবাদী ইত্যাদি রহস্য-

বাক্যের দ্বারা বিবক্ত করিতাম, কিন্তু তিনি, পিতা  
 পুত্রের যেসকল দোষ ক্ষমা করিতেন, সেইরূপ প্রকৃত  
 বন্ধুর তায়ই বন্ধুর সমস্ত দোষ নিজ মহিমা দ্বারা  
 মার্জনা করিতেন । ১৯

হে নৃপশেষ্ঠ ! সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ, প্রিয়সখা, পরমাত্মায়  
 আমায় চিরহরে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন । হায়, তাঁহার  
 মহা-প্রস্থানের সঙ্গে আমার হৃদয়ও দেহ হইতে বিচ্যুত  
 হইয়াছে, আজ আমি এত দুর্বল যে, তাঁহার ষোড়শ  
 সহস্র স্ত্রীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া দ্বারকা হইতে  
 হস্তিনা আসিবার সময়ে—পথে মাত্র কতিপয় হীন  
 গোপকর্তৃক আমায় সীলোকের ছায় লাঞ্চিত ও  
 পরাজিত হইতে হইয়াছে । ২০

অগ্নি নির্বাপন হইলে মন্তোচ্চারণ পূর্বক যথাবিধি  
 হোম করিলেও যেমন কোন কার্যে সিদ্ধি লাভ করা  
 যায় না, অতি শ্রীত হইয়াও যদি কোন কুহকী  
 ( বাজিকর ) দ্রব্য দেয়, তাহা দ্বারা যেসকল কোন ফল  
 লাভ করা যায় না, সমাক্রমে বৃষ্টি না হইলে উর্বর  
 ভূমিতেও বীজ-বপন যেমন নিষ্ফল হয়, সেইরূপ আমার  
 সেই গাণ্ডীব, সেই অক্ষয় তুণ-পূর্ণ-শর সেই পূর্বেরই  
 অশ-বাহিত রথ থাকিতেও, বাহার জন্য অগ্ৰাস্ত নৃপতি  
 আমার ভয়ে অবনত থাকিত, সেই রথী হইয়াও কৃক  
 বিহনে সমস্ত নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে । ২১



রাজংস্থায়ানুপ্ৰক্টানাং সূহৃদাং নঃ সূহৃৎপুরে । বিপ্রশাপবিমুঢ়ানাং নিম্নতাং মুষ্টিভিক্ষাং ॥ ২২ ॥  
 বারুণীং মদিরাং পীত্বা মদোন্মথিতচেতসাম্ । অজানতামিবান্মোহন্ত্য চতুঃপক্ষাবশেষিতাঃ ॥ ২৩ ॥  
 প্রায়ৈণৈতদ্ভগবত ঈশ্বরস্ত বিচেষ্টিতম্ । মিথো নিম্নস্তি ভূতানি ভাবয়ন্তি চ যন্মিথঃ ॥ ২৪ ॥  
 জলৌকসাং জলে যদ্বশ্যহাস্তোহদন্ত্যগীয়সঃ । দুর্বলান্ বলিনো রাজশ্মহাস্তো বলিনো মিথঃ ॥ ২৫ ॥  
 এবং বলিষ্ঠৈষদুভির্নহস্তিরিতরান্ বিভূঃ । যদূন যদুতিরন্মোহন্ত্য ভূভারান্ সঞ্জহার হ ॥ ২৬ ॥  
 কেশকালার্ঘ্যযুক্তানি হস্তাপোপশমানি চ । হরস্তি স্মরতশ্চিত্তং গোবিন্দাভিহিতানি মে ॥ ২৭ ॥  
 এবং চিন্তয়তো জিহ্বাঃ কৃষ্ণপাদসরোরুহম্ । সৌহার্দেনাতিগাঢ়েন শান্তাসীদ্বিমলা মতিঃ ॥ ২৮ ॥  
 বাহুদেবাজ্জ্যমুখ্যানপরিবৃংহিতরংহসা । ভক্ত্যা নিম্নথিতাশেষকষায়াধষণেহর্জুনঃ ॥ ২৯ ॥  
 গীতং ভগবতা জ্ঞানং যন্তং সংগ্রামমুর্দ্ধনি । কালকর্ম্মতমোরুদ্ধং পুনরধ্যগমাবিভূঃ ॥ ৩০ ॥  
 বিশোকো ব্রহ্মসম্পত্ত্যা সংচ্ছিন্নদ্বৈতসংশয়ঃ । লীনপ্রকৃতিনৈর্গুণ্যাদলিঙ্গত্বাদসম্ভবঃ ॥ ৩১ ॥

রাজন্ ! আপনি সূহৃৎপুর দ্বারকায় বন্ধুগণ ও যাদব সকল করূপ আছে, জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাদের সংবাদ কি দিব ? তাঁহারা মদবিহ্বল হইয়া ব্রহ্মশাপে পরস্পর এরকা-মুষ্টি প্রহার করিয়া, বারুণীর মহিমায় আত্মীয় বলিয়া যেন পরস্পর চিনিতে না পারিয়াই সকলে হত হইয়াছেন। মাত্র চার পাঁচ জন জীবিত আছেন। ২২-২৩

জীবগণ যে পরস্পর পরস্পরকে পালন করে এবং স্বার্থীক হইয়া পরস্পরকে বিনাশ করে, সেও শ্রীমদ্ভাগবত-কর্তৃক পরিচালিত হইয়াই করে। ২৪

রাজন্ ! জলমধ্যে বৃহৎ মৎস্তাদি যেমন নিজ হইতে ক্ষুদ্রতর জলমধ্যচারী প্রাণীদিগকে ভক্ষণ করে, সেইরূপ বলবান্ প্রাণী সকল নিজ হইতে বলহীনদের হত্যা করে। তাই শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণের মহাসমর ঘটাইয়া বলবান্ যাদবগণের দ্বারা অপেক্ষাকৃত হীনবল ও সমবল যাদবগণের বিনাশ ঘটাইয়া উহাই প্রমাণ করাইয়াছেন এবং পৃথিবীরও ভার নাশ করিয়াছেন। ২৫-২৬

শ্রীকৃষ্ণেব দেশকালানুকূল মনোরম সর্ধপূর্ণ হস্তাপনাসী বাণী সকল স্মরণপটে উদ্ভিত হইয়া আমার

চিন্তা চঞ্চল হইতেছে, আমি আর কথা বলিতে পারিতেছি না—শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছি। ২৭

অর্জুন অতি সৌহার্দ্য নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণ-পদযুগল প্রগাঢ় মনঃসংযোগের সহিত চিন্তা করিতে লাগিলেন, সেই ভগবৎচিন্তার জন্ম তাঁহার বুদ্ধি ক্রমশঃ শোক-তাপ-শূন্য হইয়া সংসারাভিলাষযুক্ত হইল। ২৮-২৯

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধসময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিয়াছিলেন, তৎসমূহ এত দিন কাল, কর্ম্ম এবং ভোগাসক্তি নিবন্ধন রুদ্ধ ছিল, এক্ষণে বিদুর চরণচিন্তা জন্ম ভক্তি-রসে কামাদি সমস্ত নষ্ট হওয়াতে, পুনরায় সেই তত্ত্ব অধিগত হইল। ৩০

এই প্রকারে অহং ব্রহ্ম অর্থাৎ আমিই সেই ব্রহ্ম, এই ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তি হওয়াতে তাঁহার অবিজ্ঞা দূর হইল, অবিজ্ঞার অপায় হইলেই সঙ্ঘাদি গুণেরও ক্ষয় হয়, অতএব নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করাতে অর্জুনের গুণকার্য্যকৃত যে সূক্ষ্ম শরীর-জ্ঞান, তাহারও লোপ হইল, সুতরাং তিনি যে স্থূলদেহী, এ জ্ঞানও তাঁহার রহিল না, অতএব তিনি বৈত প্রমবর্জিত হইলেন, কাজেই তাঁহার শোক-তাপ কিছুই রহিল না। ৩১



নিশম্য ভগবদ্ব্যঙ্গং সংস্থাং যত্নকুলস্য চ। স্বঃপথায় মতিঞ্চক্রে নিভৃতান্না যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩২ ॥

পৃথাপ্যুপশ্রুত্যা ধনঞ্জয়োদিতং নাশং যদুনাং ভগবদগতিঞ্চ তাম্।

একান্তভক্ত্যা ভগবত্যধোক্ষজে নিবেশিতাত্মোপররাম সংস্রতেঃ ॥ ৩৩ ॥

যয়াহরহুবো ভারং তাং তন্মুং বিজ্জহাবজঃ। কণ্টকং কণ্টকেনেব দ্বয়ঞ্চাপীশিতুঃ সমম্ ॥ ৩৪ ॥

যথা মৎস্তাদিরূপাণি ধন্তে জহাদযথা নটঃ। ভূভারঃ ক্ষপি (য়ি) তো যেন জহৌ তচ্চ কলেবরম্ ॥ ৩৫ ॥

যদা মুকুন্দো ভগবানিমাং মহীং জহৌ স্বতন্ত্রা শ্রবণীয়সংকথঃ।

তদাহহরেবাপ্রতিবুদ্ধচেতসামভদ্রহেতুঃ কলিরম্ববর্তত ॥ ৩৬ ॥

যুধিষ্ঠিরস্তংপরিসর্পণং বুধঃ পুরে চ রাষ্ট্রে চ গৃহে তথাত্মনি।

বিভাব্য লোভানৃতজ্জিহ্বাহিংসনাচক্ষ্মচক্রে গমনায় পর্য্যধাৎ ॥ ৩৭ ॥

সম্রাট্ পৌত্রং বিনিয়তমাত্মনঃ সুসমং গুণৈঃ। তোয়নীব্যঃ পতিং ভূমেরভ্যমিঞ্চদগজাহ্বয়ে ॥ ৩৮ ॥

মথুরায়াং তথা বজ্রং শূরসেনপতিং ততঃ। প্রাজাপত্য্যঃ নিরূপ্যোষ্ট্রিময়ীনপিবদীশ্বরঃ ॥ ৩৯ ॥

প্রশান্তচিত্ত রাজা যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চ অবলোকন করিয়া এবং যত্নবংশের নিধনবার্তা শ্রবণ করিয়া স্বর্গ-গমনে কৃতসংকল্প হইলেন। ৩২

কৃষ্ণদেবীও ধনঞ্জয়ের মখে যত্নকুলের নাশ এবং ভগবানের গতি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রস্থান শ্রবণ করিয়া একান্ত ভক্তির সহিত সেই অভীক্ষিত পুরুষে আত্মসমর্পণ করিয়া সংসার হইতে বিরতা হইলেন— নিজ দেহ ত্যাগ করিলেন। ৩৩

শ্রীকৃষ্ণ যাদব হইলেও অপরাপর যাদব হইতে যে তিনি স্বতন্ত্র, তাহা তাঁহার কার্য দ্বারাই স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যেমন হস্তপদাদিতে কণ্টক বিদ্ধ হইলে অন্য কণ্টক দ্বারাই সেই কণ্টককে উদ্ধার করা হয়, সেইরূপ ভগবান্ যাদব-শরীর গ্রহণ করিয়া প্রথমে পৃথিবীর ভার হরণ করিলেন, অতঃপর তিনি সেই কলেবরকেও পরিত্যাগ করিলেন। ৩৪

যে রূপ নট এক ভূমিকা গ্রহণ করিয়া তদ্রুচিত বেশ ধারণ করে, আবার তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য ভূমিকাতে অন্য বেশ গ্রহণ করে, সেইরূপ ভগবান্ ভূভার হরণ করিবার জন্য মৎস্তাদি রূপ গ্রহণ ও ত্যাগ করিতেছেন। ৩৫

যে দিন পুণাশ্লোক ভগবান্ মুকুন্দ কলেবর ত্যাগ করিয়া এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেন, সেই দিন হইতেই বিবেক-বুদ্ধিহীন মনুষ্যের অমঙ্গলের হেতু কলির পূর্ণ আধিপত্য জগতে প্রকাশ পাইল। ৩৬

বুধশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির নিজ রাজ্যে, নগরে ও গৃহে লোভ, মিথ্যা, শঠতা ও হিংসা প্রভৃতি অধর্মের সূচনা দেখিয়া, এমন কি, নিজ দেহে পর্য্যন্ত ঐ সব অধর্ম-চক্রের গতি উপলব্ধি করিয়া বুঝিলেন—কলির অধিকার আসিতেছে। সুতরাং মহাপ্রস্থানের উপযোগী বসন পরিধান করিলেন। ৩৭

অতঃপর সম্রাট্ তুল্য-গুণসম্পন্ন পৌত্রকে (পরীক্ষিতকে) সমাগরা পৃথিবীর অধিপতি করিবার জন্য অভিষিক্ত করিয়া হস্তিনার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ৩৮

মথুরাপুরীতে অনিরুদ্ধ পুত্র বজ্রকে অভিষিক্ত করিয়া শূরসেনাধিপতি করিলেন, অবশেষে প্রজাপতি-দেবতা-সম্বন্ধীয় বজ্রানুষ্ঠান পুরসেন, গার্হপত্যাদি অগ্নিক্রিয় আত্মাতে সমর্পণ করিতে সমর্থ হইলেন। ৩৯



বিসৃজ্য তত্র তৎসর্বং দুকূলবলয়াদিকম্ । নিশ্চিন্তো নিরহঙ্কারঃ সংচ্ছিন্নাশেষবন্ধনঃ ॥ ৪০ ॥  
 বাচং জুহাব মনসি তৎ প্রাণ ইতরে চ তম্ । যতাবপানং সোৎসর্গং তং পঞ্চত্বে হৃজোহবীৎ ॥ ৪১ ॥  
 ত্রিত্বে হৃদা চ পঞ্চত্বে তচ্চৈকত্বে হৃজোহন্থনিঃ । সর্বমাত্মন্যজুহবীদব্রহ্মণ্যাত্মানমব্যয়ে ॥ ৪২ ॥

চীরবাসা নিরাহারো বন্ধবাঙ্ মুক্তমুর্দ্ধজঃ ।  
 দর্শয়ন্মাত্মনো রূপং জড়োন্মত্তপিশাচবৎ ।  
 অপেক্ষমাণো নিরগাদশৃণু বধিরো যথা ॥ ৪৩ ॥

উদীচীং প্রবিবেশাশাং গতপূর্ব্বাং মহাত্মভিঃ । হৃদি ব্রহ্ম পরং ধ্যায়ন্মাবর্তেত যতো গতঃ ॥ ৪৪ ॥  
 সর্বৈ তমনুনির্জগ্মুর্ভ্রাতরঃ কৃতনিশ্চয়াঃ । কলিনা হর্ষশ্মিত্রেণ দৃষ্টা স্পৃষ্টাঃ প্রজা ভুবি ॥ ৪৫ ॥  
 তে সাধুকৃতসর্ব্বার্থা জ্ঞাতাত্মস্তিকমাত্মনঃ । মনসা ধারয়ামাস্তবৈকুণ্ঠচরণাম্বুজম্ ॥ ৪৬ ॥  
 তদ্ব্যানোদ্রিক্তয়া ভক্ত্যা বিশুদ্ধধিষণাঃ পরে । তস্মিন্নারায়ণপদে একান্তমতয়ো গতিম্ ॥ ৪৭ ॥  
 অবাপুর্দূরবাপাং তে অসন্তির্বিষয়াত্মভিঃ । বিধূতকল্মষাত্মানং বিরজেনাত্মনৈব হি ॥ ৪৮ ॥  
 বিদুরোহপি পরিত্যজ্য প্রভাসে দেহমাত্মনঃ । কৃষ্ণাবেশেন তচ্ছিত্তঃ পিতৃভিঃ স্ব-ক্ষয়ং যযৌ ॥ ৪৯ ॥

সেই স্থানেই তিনি বস্ত্র, বলয় প্রভৃতি রাজোচিত বেশভূষা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্নেহ, অহঙ্কার ও সর্ব্ব-প্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন । ৪০

তিনি ইন্দ্রিয়গণকে মনে, এবং মনকে প্রাণে, প্রাণকে আপানে, মলমূত্রাদিত্যাগরূপ কার্যের সহিত আপনাকে মৃত্যুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাতে, যত্নকে পঞ্চভূতের একান্তরূপ দেহে, দেহকে তমঃরজঃ ও সঙ্ঘ নামক গুণত্রয়ে, গুণত্রয়কে সকল আরোপের হেতুভূত অবিজ্ঞায় ; অবিজ্ঞাকে জীবাত্মায় এবং আত্মাকে সাক্ষিস্বরূপ কূটস্থ ব্রহ্মে লীন করিলেন । ৪১-৪২

তিনি চীরবাস পরিধান, আহার ত্যাগ ও মৌন-বলম্বন করিলেন, কেশপাশ অসংবদ্ধ করিয়া নিজের রূপকে জড়, উন্মত্ত বা পিশাচের ন্যায় দেখাইতে লাগিলেন, কাহাকেও অপেক্ষা না করিয়া এবং বধিরের মত কাহারও বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া একাকী গৃহ ত্যাগ করিলেন । ৪৩

তিনি হৃদয়ে ব্রহ্মকে চিন্তা করিতে করিতে পূর্ব্বের মহাত্মাগণ যে দিকে গমন করিয়াছেন, সেই উত্তরদিক্

আশ্রয় করিয়া গমন করিলেন,—যে দিক্ হইতে আর ফিরিতে হয় না । তাঁহার অনুজগণও প্রজাগণকে অধর্ম্ম-সুহৃৎ কলি-কর্তৃক আক্রান্ত দেখিয়া স্থিরচিড়ে তাঁহার অনুগমন করিলেন । ৪৪-৪৫

ভীমাди ভ্রাতৃগণ ধর্ম্মকার্য্য সমূহ উত্তমরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহাদের চিন্তাশুদ্ধি ঘটিয়াছিল, এক্ষণে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের চরণপদ্মকেই আত্মার আত্যন্তিক শরণরূপে নিশ্চয় করিয়া তাহাই অন্তরে ধারণ করিলেন । ৪৬

সেইরূপ ধ্যান-ধারণা করিতে করিতেই তাঁহাদের ভক্তি উদ্রিক্ত হইল, বুদ্ধি-বৃদ্ধি মালিন্যহীন হইল, নারায়ণের যে পাদপদ্ম কলুষ নাশ করে, যে পাদপদ্ম নিষ্পাপদিগের নিবাসস্থল, সেই পাদপদ্মে একান্ত মতি সমর্পণ করাতে তাঁহারা সঙ্গতি লাভ করিলেন । সংসারাসক্ত অসাধু ব্যক্তিগণ তাহা কখনই লাভ করিতে পারে না । ওদিকে ভীষণগর্ভটন করিতে করিতে বিদুরও প্রভাসে গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণগতচিত্ত হইয়া দেহত্যাগ পূর্ব্বক পিতৃপুরুষগণের সহিত মিলিত হইয়া নিজ স্থানে গমন করিলেন । ৪৭-৪৯



দ্রৌপদী চ তদাজ্জায় পতীনামনপেক্ষতাম্ । বাহুদেবে ভগবতি হেকাশ্রুতিরাপ তম্ ॥ ৫০ ॥

যচ্ছ্রুতয়েতদ্ভগবৎপ্রিয়াণাং , পাণ্ডোঃ স্ততানামিতি সংপ্রয়াণম্ ।

শৃণোত্যলং স্বস্ত্যয়নং পবিত্রং লব্ধ্বা হরৌ ভক্তিগুপৈতি সিদ্ধিম্ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পাবমহাংশাং সংহিতায়াং বৈষ্ণবসিক্যো

প্রথমস্কন্ধে ষুদীর্ঘ-প্রস্তো নাম পঞ্চদশোঃধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

দ্রৌপদী দেখিলেন,—পতিগণ তাঁহার অপেক্ষা | ভগবানের অতি প্রিয় পাণ্ডুবর্গের এই মহা-  
না করিয়া, এমন কি, ভ্রাতাদের পর্য্যন্ত অপেক্ষা | প্রস্থান-সংবাদ পরম স্বস্ত্যয়নস্বরূপ এবং অতি পবিত্র ।  
না করিয়া সকলেই এক এক করিয়া চলিয়া গেলেন, | তাহারা এই মহাপ্রস্থান-কথা শ্রদ্ধাশ্রিত শ্রদ্ধা চিত্তে  
তিনিও তখন ভগবদ্‌বাহুদেবের চরণে মতি নিবিষ্ট শ্রবণ করিবেন, তাহা বা হরিভক্তি বিষয়ে সিদ্ধিলাভ  
করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন । ৫০ | করিবেন । ৫১

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।



## ষোড়শোহধ্যায়ঃ

শ্রীসূত উবাচ ।

ততঃ পরীক্ষিদ্ধি জবর্যাশিক্ষয়া মহীং মহাভাগবতঃ শশাস হ ।

যথাহি সূত্যাভিজাতকোবিদাঃ সমাদিশন্ বিপ্র মহদগুণস্তথা ॥ ১ ॥

স উত্তরশ্চ তনয়ামুপযেমে ইরাবতীম্ । জনমেজয়াদীং চতুরন্তশ্চামুৎপাদয়ৎ সূতান্ ॥ ২ ॥

আজহারাস্থমেধাংস্ত্রীন্ গজায়াং ভূরিদক্ষিণান্ । শারদ্বতং গুরুং কৃত্বা দেবা যত্রাক্ষিগোচরাঃ ॥ ৩ ॥

নিজগ্রাহোজসা বীরঃ কলিং দিগ্বিজয়ে কচিং । নৃপলিঙ্গধরঃ শূদ্রং ব্রহ্মণঃ গোমিথুনং পদা ॥ ৪ ॥

শ্রীশৌনক উবাচ ।

কশ্চ হেতোর্নিজগ্রাহ কলিং দিগ্বিজয়ে নৃপঃ । নৃদেবচিহ্নধ্বক্ শূদ্রঃ কোহসৌ গাং যঃ পদা তহন্ ॥ ৫ ॥

তৎ কথ্যতাং মহাভাগ যদি বিষ্ণুকথাশ্রয়ম্ । অথবাশ্চ পদান্তোজমকরন্দলিহাং সতাম্ ।

কিমন্তৈরসদালাপৈরায়ুমো যদসদ্ব্যয়ঃ ॥ ৬ ॥

ক্ষুদ্রায়ুমাং নৃণামঙ্গ মর্ত্যানায়তমিচ্ছতাম্ । ইহোপহুতো ভগবান্ যত্ন্যঃ শাগিত্রকশ্মলি ॥ ৭ ॥

পৃথিবী ও ধর্মের কথোপকথন

সূত কহিলেন—অনন্তর পরম ভাগবত পরীক্ষিৎ সম্রাট্ হইয়া, ব্রাহ্মণগণের উপদেশ গ্রহণ কবিয়া রাজা শাসন করিতে লাগিলেন । পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে যেক্রপ ধার্মিকগণ জাতকর্ম্মকুশল পণ্ডিতদিগের উপদেশ গ্রহণ করেন, সেইক্রপ বিপ্রগণের অনুমতি অনুসারে তিনি রাজকার্য্য সমাধা করিতে লাগিলেন । ১

তিনি নরপতি উত্তরের কথা—ইরাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং সেই পত্নী হইতে তাঁহার জনমেজয় প্রভৃতি বারটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল । ২

রাজা পরীক্ষিৎ কৃপাচার্য্যকে গুরুরূপে বরণ করিয়া গজাভীরে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে তিনি প্রভূত দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই যজ্ঞে দেবগণ সাক্ষাদভাবে দর্শন দিয়াছিলেন । ৩

কশ্মিরবীর পরীক্ষিৎ একদা দিগ্বিজয়যাত্রা করিয়া দেখিলেন—শূদ্ররূপী কলি রাজচিহ্ন ধারণ করিয়া একটি

বৃষ ও গাভীকে পদাঘাত করিতেছে । তাহা দেখিয়া তিনি নিজ-পরাক্রমে কলির দণ্ডবিধান করিলেন । ৪

শৌনক বলিলেন,—হে সূত ! রাজা পরীক্ষিৎ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া কলিকে শুধু দণ্ডিত করিলেন, কিন্তু তাহাকে একেবারে বধ করিলেন না কেন ? যে ব্যক্তি রাজবেশ ধারণ করিয়া গো-শরীরে পদাঘাত করিতে পারে—সে ত’ অতি জঘন্য শূদ্র ।

মহাশয় ! যদি এই বিষয়ের আলোচনার সহিত শ্রীহরিকথার অথবা শ্রীহরির চরণারবিন্দমধুলেহী সজ্জনগণের প্রসঙ্গতঃ কোন সম্বন্ধ থাকে—তবেই এ বিষয়ের অবতারণা করুন, নতুবা আবশ্যকতা নাই । অশ্ব অসংখ্যার আলোচনায় শুধু আয়ুঃক্ষয় ব্যতীত আর কি কল আছে ? এখানে আমরা যে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছি, তাহাও হরিকথায়ূতপানের জন্ত ; মানব সাধারণতঃ অন্নায়ুঃ—অর্থাৎ তাহাদের মোক্ষলাভের অভিলাষ আছে ;—কিন্তু আমরা এই যজ্ঞের পশুহিংসাকার্য্য সম্পাদনের জন্ত যমকে আহ্বান করিয়াছি—৫-৭



ন কশ্চিচ্ছিয়তে তাবদযাবদাস্ত ইহাস্তকঃ ।

এতদর্থং হি ভগবানাত্মতঃ পরমর্ষিভিঃ ।

অহো নৃলোকে গীয়েত হরিলীলামৃতং বচঃ ॥ ৮ ॥

মন্দস্ত মন্দপ্রজ্ঞস্ত বয়ো মন্দায়ুষশ্চ বৈ । নিদ্রয়া হ্রিয়তে নস্তং দিবা চ ব্যর্থকর্ম্মভিঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীসূত উবাচ ।

যদা পরীক্ষিৎ কুরুজাঙ্গলে বসন্ কলিং প্রবিষ্টং নিজচক্রবর্তিতে ।

নিশম্য বার্তামনতিপ্রিয়াং ততঃ শরাসনং সংযুগশৌণ্ড আদদে ॥ ১০ ॥

স্বলঙ্কতং শ্যামভূরঙ্গযোজিতং রথং যুগেন্দ্রধ্বজমাস্থিতং পুরাৎ ।

রতো রথাস্থদ্বিপপত্তিযুক্তয়া সসেনয়া দিগ্বিজয়ায় নিগতঃ ॥ ১১ ॥

ভদ্রাশ্বং কেতুমালঞ্চ ভারতং চোত্তরান কুরুন্ । কিম্পু রুমাদীনি বর্ষাণি বিজিত্য জগৃহে বলিम् ॥ ১২ ॥

তত্র তত্রোপশৃণুনাং স্বপূর্ব্বেষাং মহাত্মনাম্ । প্রগীয়মাণঞ্চ যশঃ কৃষ্ণমাত্ম্যাসূচকম্ ॥ ১৩ ॥

আত্মানঞ্চ পরিত্রাতমশ্বখান্নোহস্ত্রতেজসঃ । স্নেহঞ্চ রক্ষিপার্থানাং তেষাং ভক্তিশ্চ কেশবে ॥ ১৪ ॥

তেভ্যঃ পরমসংস্কটঃ প্রীত্ব্যজ্জুস্তিতলোচনঃ । মহাধনানি বাসাংসি দদৌ হারান্নহামনাঃ ॥ ১৫ ॥

যত দিন পর্যাস্ত যম এখানে উপস্থিত থাকি-  
বেন, তত দিন মর্ত্যলোকে কাহারও মৃত্যু হইবে  
না—এই জ্ঞা মহর্ষিগণ ভগবান্ অন্তর্যমী এখানে  
আস্থান করিয়া রাখিয়াছেন—যত মানব আছে,  
সকলেই ইতিমধ্যে নিরুদ্বেগে হরিলীলামৃত পান  
করিতে পারিবে । ৮

অলস ও নির্বুদ্ধিদিগের পরমাযঃ রাত্রিভাগে  
নিদ্রায় ব্যয়িত হয় আর দিবাভাগে ব্রথাচার্য্যে ক্ষয়  
প্রাপ্ত হয় । ৯

সূত বলিলেন,—মহর্ষে ! বীরবর পরীক্ষিৎ  
যখন কুরুজাঙ্গলে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন  
শুনিলেন যে, কলি তাঁহার রাজ্যমধ্যে প্রবেশ  
করিয়াছে । তিনি এই সংবাদে যুগপৎ ক্রোধ ও যুদ্ধ-  
কৌতুকের বশবর্তী হইয়া অনতিশঙ্কভাবে ধনুর্গ্রহণ  
করিলেন । ১০

অচিরেই সিংহধ্বজযুক্ত রথে শ্যামবর্ণ অশ্ব যোজিত

হইল । তিনি সেই রথে আবোহণ করিয়া চতুরঙ্গ সেনা-  
পরিবৃত হইয়া দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইলেন । ১১

তিনি ক্রমে ক্রমে ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, উত্তরকুরু  
এবং কিম্পুকৃষ্ণবর্ষ প্রভৃতি রাজ্য জয় করিয়া সেই সেই  
দেশাধিপতিদিগের নিকট হইতে করগ্রহণ করিতে  
লাগিলেন । ১২

সেই সেই দেশে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি-  
গাথা গীত হইতেছিল শ্রবণ করিলেন—এবং সেই  
গাথার মধ্য হইতে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রকাশিত  
হইতেছিল । অশ্বখামার অন্ত-ভেজঃ হইতে নিজের  
পরিজ্ঞান—যাদব ও পাণ্ডবগণের প্রণয়, এবং তাহাদের  
শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি—এই সকল বিষয় শ্রবণ করিয়া  
পরীক্ষিৎ পরম আনন্দলাভ করিলেন । আনন্দে  
তাঁহার নয়নধূলি বিস্তারিত হইয়া উঠিল—সেই সকল  
দেশবাসী গায়কগণকে তিনি বহুমূল্য বসন, ভূষণ ও  
হার পুরস্কার প্রদান করিলেন । ১৩-১৫



সারথ্য-পারষদ-সেবন-সখ্য-দৌত্য-বীরাসনাসুগমন-সুত্বন-প্রণামান্ ।

স্বিচ্ছেষু পাণ্ডু জগৎপ্রণতিঞ্চ বিঘোৰ্ভঙ্কঃ করোতি নৃপতিশ্চরণারবিন্দে ॥ ১৬ ॥

তশ্চৈবঃ বর্তমানস্য পূৰ্বেষাং বৃত্তিমহম্ । নাতিদূরে কিলাশ্চর্য্যঃ যদাসীত্তমিবোধ মে ॥ ১৭ ॥

ধৰ্ম্মঃ পদৈকেন চরন্ বিচ্ছায়াগুপলভ্য গাম্ । পৃচ্ছতি স্মাশ্রমবদনাং বিবৎসামিব মাতরম্ ॥ ১৮ ॥

ধৰ্ম্ম উবাচ ।—কচ্চিন্দ্রেহনাময়মাত্মনস্তে বিচ্ছায়াসি স্নায়তেষ্মশ্মুথেন ।

আলক্ষ্যে ভবতীমন্তরাধিং দূরে বন্ধুং শোচসি কঞ্চনাম্ ॥ ১৯ ॥

পাদৈর্নানং শোচসি মৈকপাদমুতাত্মানং রুমলৈর্ভোক্ষ্যমাণম্ ।

আহো স্মরাদীন হতযজ্ঞভাগান্ প্রজা উত স্মিগ্ধবত্যবর্ষতি ॥ ২০ ॥

অরক্ষ্যমাণাঃ স্ত্রিয় উৰ্ব্বি বালান্ শোচস্তথো পুরুষাদৈরিবার্তান্ ।

বাচং দেবীং ব্রহ্মকূলে কুরুক্ষ্যত্রক্ষণ্যো রাজকূলে কুলাগ্রান্ ॥ ২১ ॥

কিং ক্ষত্রবন্ধুন্ কলিনোপস্ফটান্ রাষ্ট্রাণি বা তৈরবরোপিতানি ।

ইতস্ততো বাশন পান-বাস-স্নান-ব্যবায়োশ্চ খজীবলোকম্ ॥ ২২ ॥

যে বিষ্ণুর চরণকমলে ত্রিভুবন প্রণত—সেই বিষ্ণু পাণ্ডবদিগের জন্ত কি না করিয়াছিলেন? সারথ্য, সভাপতি, চিত্তানুবর্তন, সখ্য, দৌত্য, নিশাকালে প্রহরীর মত খড়্গহস্তে দ্বাররক্ষা—স্তুতি, প্রণতি প্রভৃতি সমস্তই করিয়াছিলেন। রাজা পরীক্ষিৎ যখন ইহা শুনিলেন, তখন তাঁহার শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দে একান্ত ভক্তির উদয় হইল। ১৬

এই প্রকারে তিনি পূর্ব-পুরুষগণের চরিত-কথা শ্রবণ করিতে থাকিলে এক দিন যে আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার ঘটিল, তাহা শ্রবণ করুন। বৃষকৃপী ধৰ্ম্ম একপদে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন—পৃথিবী গাভীর রূপ ধারণ করিয়াছেন ও বৎসহারা গাভীর মত নিশ্চিন্ত হইয়া অশ্রুপূর্ণ-মুখে রোদন করিতেছেন। ১৭-১৮

ধৰ্ম্ম বলিলেন,—ভদ্রে! নিজ কুশল ত? তোমার মলিন শ্রী ও প্রভাহীনতা দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন কোন মনঃপীড়ায় কাতর হইয়াছ। মা! কোন দূরস্থ বন্ধুর জন্ত কি শোক করিতেছ? আমার তিন পদ ভয়, আমাকে একপদে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া কি তোমার দুঃখ হইতেছে? অথবা উত্তরকালে তোমাকে

শত্রুরাজ্য ভোগ করিবে, এই ভাবিয়া কাতর হইয়াছ? অথবা এক্ষণে প্রায়শঃ কেহ আর ষাগবজ্ঞ করে না, যাহার ফলে দেবগণ যজ্ঞাংশ না পাওয়াতে কালে বর্ষণ করেন না—বর্ষণ না হওয়াতে প্রজাদিগের ক্রোধ চিন্তা করিয়া তুমি কি স্ত্রিয়মাণ হইয়াছ? ১৯-২০

হে মা ধরনি!—বল—বল, তুমি কি এই জন্তই দুঃখিত হইতেছ যে, স্বামী আর পত্নীদিগকে রক্ষা করে না, পিতা সন্তান-রক্ষায় পরায়ুখ, বরং রাক্ষসের ম্যায় তাহাদের প্রতি নির্দয় ব্যবহার করিতেছে? অথবা বাগ্‌দেবী কুরুক্ষ-নিরত ব্রাহ্মণকুলকে আশ্রয় করিয়াছেন আর উত্তম উত্তম ব্রাহ্মণ এক্ষণে রাজকূলের সেবক হইয়াছেন। এই সকল কারণেই কি তোমার দুঃখ বোধ হইতেছে? ২১

কলির প্রভাবে ক্ষত্রিয়গণ মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং পরে তাহারা রাজ্যপ্রাপ্ত হইবে—এই জন্ত কি কাতর হইয়াছ? অথবা জীবগণ যেখানে সেখানে যথেষ্ট পান, ভোজন, স্নান, অবসান ও নারী-গমন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে দেখিয়া কি স্নান হইয়াছ? ২২



যদ্বান্ব তে ভূরিভরাবতারকৃতাভতারশ্চ হরৈর্ধরিত্রি ।  
অন্তহিতশ্চ স্মরতী বিমুক্তা কৰ্ম্মাণি নির্বাণবিলম্বিতানি ॥ ২৩ ॥  
ইদং মম্যচক্ষু তবাধিমূলং বসুন্ধরে যেন বিকর্ষিতাসি ।  
কালেন বা তে বলিনাং বলীয়সা স্মরাজ্জিতং কিং হৃতমশ্ব সৌভগম্ ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরগুণ্যবাচ ।

ভবান্ হি বেদ তৎ সর্বং যন্মাং ধৰ্ম্মানুপৃচ্ছসি । চতুর্ভির্বর্ভসে যেন পাদৈর্লোকসুখাবহৈঃ ॥ ২৫ ॥  
সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আৰ্জবম্ । শমো দমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতম্ ॥ ২৬ ॥

জ্ঞানং বিরক্তিরৈশ্বর্য্যং শৌর্য্যং তেজো বলং শ্রুতিঃ ।  
স্বাতন্ত্র্যং কোশলং কান্তির্ধৈর্য্যং মার্দবমেব চ ॥ ২৭ ॥  
প্রাগলভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ ।  
গান্ধার্য্যং স্থৈর্য্যমাস্তিক্যং কীর্ত্তিস্থানোহনহঙ্কৃতিঃ ॥ ২৮ ॥

এতে চাত্তে চ ভগবন্ নিত্য যত্র মহাগুণাঃ । প্রার্থ্যা মহত্বমিচ্ছদ্ভিনং বিয়ন্তি স্ম কহিচিৎ ॥ ২৯ ॥  
তেনাহং গুণপাত্রেণ শ্রীনিবাসেন সাম্প্রতম্ । শোচামি রহিতং লোকং পাপ্যুনা কলিনৈক্ষিতম্ ॥ ৩০ ॥  
আজ্ঞানধানুশোচামি ভবন্তু ধামরোত্তম । দেবানৃষীন্ পিতৃন্ সাধূন্ সর্বান্ বর্ণাংশ্চাশ্রমান্ ॥ ৩১ ॥

হে মা ধবিত্রি, শ্রীহরি তোমার ভার হরণের জন্য অবতীর্ণ হইয়া যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা মোক্ষলাভ অপেক্ষাও অধিক সুখদায়ক, কিন্তু তিনি এক্ষণে তোমাকে ত্যাগ করিয়া অন্তহিত, তুমি কি তাঁহার সেই সমস্ত কার্য্য স্মরণ করিয়া শোকাবুল হইয়াছ ? বসুন্ধরে ! তোমার মনঃপীড়ার হেতু কি, তাহা আমায় বল—যাহার জন্য তুমি এত বিশীর্ণ হইয়াছ, দেবগণও তোমার যে সৌভাগ্য পাইবার জন্য স্পৃহা করিতেন, সে সৌভাগ্য কি বলবান কাল হরণ করিয়া লইল ? ২৩-২৪

পৃথিবী বলিতে লাগিলেন—হে ধর্ম্ম,—যে যে বিষয়ে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে—সে সকল বিষয় নিজেই জান । তথাপি আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিব । যাহার প্রভাবে তুমি পূর্ব্বে চারিপদে বর্ত্তমান থাকিয়া লোকের সুখ ও ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতে এবং যাহাতে সত্য, শৌচ, দয়া, দান, ক্ষমা, সন্তোষ, সরলতা,

শম ( মনঃসংযম ), দম ( বহিরিন্দ্রিয়সংযম ), তপস্যা, সমদর্শিতা, তিতিক্ষা, লাভে ঔদাসীন্ত, শাস্ত্রবিচার, আত্মজ্ঞান, বৈরাগ্য, আত্মসংযম, শৌর্য্য, বীর্ঘ্য, বল, মেধা, স্বাধীনতা, কার্য্যকুশলতা, সৌন্দর্য্য, ধৈর্য্য, হৃদয়ের কোমলতা, প্রতিভা, বিনয়, সংস্বভাব, ওজ-স্বিতা, ইন্দ্রিয়ের নিপ্রতা, ভোগশক্তি, গান্ধার্য্য, স্থৈর্য্য, শ্রদ্ধা, কীর্ত্তি, সম্মান, নিরহঙ্কারতা এবং ব্রহ্মণ্য ও শরণাগতরক্ষা প্রভৃতি মহাত্মাদিগের প্রার্থনীয় এই সকল গুণ নিত্য বর্ত্তমান ছিল, সেই সকল গুণ-নিলয় শ্রীনিবাস এই লোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে সর্বত্র কলির পাপদৃষ্টি পড়িয়াছে, তাই আমি শোক করিতেছি । ২৫-৩০

হে সুরোত্তম ! তোমার, আমার, দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ ও সাধুদিগের এবং সমস্ত বর্ণাশ্রমের ভাবী দশা চিন্তা করিয়াও আমার চিন্ত ব্যাকুল হইতেছে । ৩১



ব্রহ্মাদয়ো বহুতিথং যদপাঙ্গমোক্ষকামান্তপঃ সমচরন্ ভগবৎপ্রপন্নাঃ ।

স। শ্রীঃ স্ববাসমরবিন্দবনং বিহায় যৎপাদসৌভগমলং ভজতেহমুরক্তা ॥ ৩২ ॥

তস্মাহমজ্জকুলিশাক্ষশকেতুকেতৈঃ শ্রীমৎপদৈর্ভগবতঃ সমলঙ্কতাদ্বী ।

দ্রৌনত্যরোচ উপলভ্য ততো বিভূতিং লোকান্ স মাং ব্যস্জজ্জুৎস্নয়তীং তদন্তে ॥ ৩৩ ॥

যো বৈ মমাতিভরমাস্ত্রবংশরাজ্যাক্ষৌহিণীশতমপানুদদাত্ততন্ত্রঃ ।

ত্য়াং দুঃস্বয়ূনপদমাত্মানি পৌরুষেণ সম্পাদয়ন্ যদুযু রম্যমবিভ্রদঙ্গম্ ॥ ৩৪ ॥

ক। বা সহেত বিরহং পুরুষোত্তমস্ম প্রেমাবলোকরুচিরস্মিতবল্লভজলৈঃ ।

স্বৈর্য্যং সমানমহরম্মধুমানিনীনাং রোমোৎসবো মম যদজ্জি বিটঙ্কিতায়াঃ ॥ ৩৫ ॥

তয়োরেবং কথয়তোঃ পৃথিবী-ধর্ম্ময়োস্তদা । পরীক্ষিতাম রাজ্যিঃ প্রাপ্তঃ প্রাচীং সরস্বতীম ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈষ্ণবিক্যাং

প্রথমস্কন্ধে পৃথ্বী-ধর্ম্মসংবাদো নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

গাঁহার ক্ষণিক কৃপাকটাক্ষ লাভের জন্ত ব্রহ্মাদি দেবগণ একান্ত শরণাপন্ন হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়াছিলেন, সাফাৎ কমলা নিজ আবাস কমলবন স্বেচ্ছায় পরিহার করিয়া গাঁহার চরণকমল-সেবা-সৌভাগ্য বরণ করিয়া লইয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণবিরহ কোনরূপে সহ করিতে পারিতেছি না । তাঁহার ধ্বজ-বজ্রাক্ষুচিহ্নিত চরণচিহ্ন যখন আমার অঙ্গের আভরণ ছিল, তখন সেই সম্পদ লাভ করিয়া আমার গর্বেবর সীমা ছিল না, অঙ্গ-শোভায় ত্রিভুবন পরাস্ত করিয়াছিলাম, সেই গর্বেবর জন্তই বোধ হয় আজ আমি রিক্তা—পরিত্যক্তা । ৩২-৩৩

দানব-বংশীয় রাজগণের শত শত অক্ষৌহিণী সেনা যখন আমার পক্ষে ভারস্বরূপ হইয়াছিল, তখনই ভগবান্ সেই ভার হরণের নিমিত্ত যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া রমণীয় বিগ্রহ ধারণ করিয়াছিলেন । হে ধর্ম্ম ! তুমি এখনও ভগ্নপদ—দুরবস্থায়িত ছিলে বটে, কিন্তু

তিনি আত্মপৌরুষে তোমায় পূর্ণপদ—সুস্থ কারয়া রাখিয়াছিলেন । ৩৪

কোন নারীই বা সেই পরমপুরুষের বিরহ সহ করিতে পারে ? তাঁহার প্রেমপূর্ণ কটাক্ষ, মধুর হাস্য দর্শন ও সুধামাখা বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্যতামা প্রভৃতি দুর্জয় মানিনীদিগেরও মানভঙ্গ হইত, তাঁহাদিগের সে কঠিন ধৈর্য্য—বিলুপ্ত হইত ! তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাগত হইয়া পড়িতেন । ভগবানের সেই চরণচিহ্ন যখন আমার অঙ্গধূলিতে শোভা বিস্তার করিত, তখন নবদুর্ব্বাকুর-উদ্গমচ্ছলে আমার রোমাঞ্চ প্রকাশ পাইত । এক্ষণে আমার দুঃখের অবশি নাই । ৩৫

যে সময় পৃথিবী ও ধর্ম্ম এইরূপ কষোপকথন করিতেছেন, সেই সময়ে রাজা পরীক্ষিত তাঁহাদের নিকট দিয়া পূর্ব্ববাহিনী সরস্বতী নদীর তীরে গিয়া উপনীত হইলেন । ৩৬

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ।



## সপ্তদশোহধ্যায়ঃ

শ্রীসূত উবাচ ।

তত্র গোমিথুনং রাজা হৃদমানমনাথবৎ । দণ্ডহস্তঞ্চ বুধলং দদৃশে নৃপলাঞ্ছনম্ ॥ ১ ॥  
 বুধং যুগলধবলং মেহস্তমিব বিভ্র্যতম্ । বেপমানং পদৈকেন সীদন্তং শূদ্রতাড়িতম্ ॥ ২ ॥  
 গাঞ্চ ধর্মদুষ্ণাং দীনাং ভৃশং শূদ্রপদাহতাম্ । বিবৎসামশ্রবদনাং ক্রামাং যবসগিচ্ছতীম্ ॥ ৩ ॥  
 পপ্রচ্ছ রথমারুঢ়ঃ কার্ত্তিস্বরপরিচ্ছদম্ । মেঘগজ্জীরয়া বাচা সমারোপিত-কার্ম্মকঃ ॥ ৪ ॥  
 কস্ত্বং মচ্ছরণে লোকে বলাঙ্কঃশ্রবলান্ বলী । নরদেবোহসি বেশেন নটবৎ কৰ্ম্মণাহব্রিজঃ ॥ ৫ ॥  
 যস্ত্বং কৃষে গতে দূরং সহ গাণ্ডীবধন্বনা । শোচ্যোহস্থশোচ্যান্ রহসি প্রহরন্ বধমহঁসি ॥ ৬ ॥  
 হ্রং বা যুগলধবলঃ পাদৈর্নূনঃ পদা চরন্ । বুধরূপেণ কিং কশ্চিদ্বেবো নঃ পরিষেদয়ন্ ॥ ৭ ॥  
 ন জাতু কৌরবেন্দ্রাণাং দোর্দণ্ডপরিরস্তিতে । ভূতলেহনুপতন্ত্যস্মিন্ বিনাশে প্রাণিনাং শুচঃ ॥ ৮ ॥  
 মা সৌরভেয়াত্র শুচো ব্যোতু তে বুধলান্তয়ম্ । মা রৌদীরশ্ব ভদ্রং তে খলানাং ময়ি শাস্তরি ॥ ৯ ॥  
 যস্য রাষ্ট্রে প্রজাঃ সর্বাস্ত্রশ্রান্তে সাধ্ব্যসাপুভিঃ । তস্য মন্ত্রশ্চ নশ্যন্তি কীর্ত্তিরায়ুর্ভগো গতিঃ ॥ ১০ ॥

পরীক্ষিতের কর্ণিনিগ্রহ

সূত বলিতে লাগিলেন—সেই সরস্বতী-তীরে রাজা পরীক্ষিৎ দৌঁধিতে পাইলেন যে—এক রাজবেশ-ধারা শূদ্র দণ্ডগহণ-পূর্বক একটি বুধ ও গাভীকে গনাতের স্থায় প্রহার করিতেছে। বুধটি যুগালের মত শুভ্রবর্ণ, ভয়ে অবিরত মুত্রত্যাগ করিতেছিল এবং একপদে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল। বোধ হইতেছিল যেন, সেই শূদ্রের আঘাতে বুধটি প্রতিক্ষণেই ক্ষণ হইয়া পড়িতেছিল। ১২

গাভীটি ধর্মরূপ হবিঃ প্রদানে যেন সদাই অকু-  
 ঠ্ঠিত। কিন্তু শূদ্রের পদাঘাতে অতিশয় কাতর হইয়া  
 যতবৎসার স্থায় অশ্রুপাত করিতেছিল এবং একান্ত  
 দুর্বল হওয়ায় তৃণভক্ষণের চেষ্টা করিতেছিল। রাজা  
 পরীক্ষিৎ স্বর্ণময় রথে আরুঢ় থাকিয়া ধনুতে শর-  
 যোজনা করিয়া জলদ-গজীর-স্বরে জিজ্ঞাসা  
 করিলেন—কে তুমি? আমার রাজ্যমধ্যে নিজ শক্তির  
 অহঙ্কারে দুর্বলকে প্রহার করিতেছিস? নটের মত  
 তুমি রাজবেশে সাজিয়াছিস বটে, কিন্তু কৰ্ম্ম দেখিলে,  
 তোকে অধম শূদ্র বলিয়াই মনে হয়। আজ কৃষ্ণ

ও অর্জুন মহাপ্রস্থান করিয়াছেন—দেখিয়া নির্ভুজনে  
 এই নিরপরাধ প্রাণীদ্বিগকে নির্ভয়ে প্রহার  
 করিতেছিস। জানিস—এরূপ অপরাধে তোর প্রাণ-  
 দণ্ড হওয়া উচিত। ৩-৬

তৎপরে তিনি বুধকে বলিলেন—আপনিই বা  
 কে? আপনার তিনটি পদ কোথায় বিনষ্ট হইল?  
 আপনি কি শুভ্র বুধরূপী কোন দেবতা আমাদিগকে  
 দুঃখিত করিবার জন্য একপদে বিচরণ করিতেছেন? ৭

কৌরব নরপতিগণ দোর্দণ্ডপ্রতাপে এই ভূমণ্ডল  
 রক্ষা করিয়া আসিতেছেন—আপনি ভিন্ন আর  
 কাহাকেও আমি শোকে রোদন করিতে দেখি নাই।  
 হে সুরভিনন্দন! রোদন করিও না—এই শূদ্রাধম  
 হইতে তোমার ভয় দূরীভূত হউক। আবার তিনি  
 গাভীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—মা! তুমি  
 কাঁদিও না। আমি খলদিগের দণ্ডদাতা, আমি  
 থাকিতে তোমার কল্যাণই হইবে। ৮-৯

যাহার রাজ্যে প্রজাবর্গ দুর্জনের অত্যাচারে  
 সর্বদা ভীত হইয়া থাকে, সেই প্রমত্ত রাজার যশঃ,  
 পরমায়ুঃ, সৌভাগ্য ও পরলোক সমস্তই বিনষ্ট হইয়া  
 যায়। ১০



এষ রাজ্ঞঃ পরো ধর্মো হ্যার্তানামার্তিনিগ্রহঃ । অত এনং বধিষ্যামি ভূতদ্রুহমসন্তমম্ ॥ ১১ ॥  
 কোংরুশ্চন্তব পাদাংস্ত্রীন্ সৌরভেয় চতুষ্পদ । মাতৃবংশাদৃশো রাষ্ট্রে রাজ্ঞাং কৃষণানুবর্তিনাম্ ॥ ১২ ॥  
 আখ্যাহি বৃষ ভদ্রে বঃ সাধুনাংকৃতাগসাম্ । আত্মবৈরূপ্যকর্তারং পার্থানাং কীর্তিদূষণম্ ॥ ১৩ ॥  
 জনেহ্নাগশ্চ বঃ যুজ্ঞন্ সর্বতোহস্য চ মন্তয়ম্ । সাধুনাং ভদ্রেমেব স্যাদসাধুদমনে কৃতে ॥ ১৪ ॥  
 অনাগংস্বিহ ভূতেষু য আগন্ধমিরঙ্কুশঃ । আহর্তাস্মি ভুজং সাক্ষাদমর্ত্যস্যাপি সাজ্জদম্ ॥ ১৫ ॥  
 রাজ্ঞো হি পরমো ধর্মঃ স্বধর্ম্মানুপালনম্ । শাসতোহন্যান্ যথাশাস্ত্রমনাপদ্যুৎপথানিহ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধন্য উবাচ ।

এতদ্বঃ পাণ্ডবেয়ানাং যুক্তমার্তাভয়ং বচঃ । যেমাং গুণগণৈঃ কৃষণো দৌত্যাদৌ ভগবান্ বৃতঃ ॥ ১৭ ॥  
 ন বয়ং ক্লেশবীজানি যতঃ স্ত্র্যঃ পুরুষর্ষভ । পুরুষং তং বিজানীমো বাক্যভেদবিমোহিতাঃ ॥ ১৮ ॥  
 কোচিহ্নিকল্পবসনা আহুরাত্মানমাত্মনঃ । দৈবমগ্নেহপরে কৰ্ম্ম স্বভাবমপরে প্রভুম্ ॥ ১৯ ॥  
 অপ্রতর্ক্যাদনির্দেশাদিতি কেহপি নিশ্চয়ঃ । অত্রানুরূপং রাজর্ষে বিয়শ্চ স্বমনীষয়া ॥ ২০ ॥

বাজার ইহাই পরম ধর্ম্ম যে, আত্মের দুঃখ দূর করা । এই জন্ত আমি এই দুই দুঃখ দুঃখ প্রাণ-ঘাতকের প্রাণবধ করিব । ১১

হে সুরভিনন্দন, —তুমি ছিলে চতুষ্পদ, কে তোমার তিনটি পদ ছেদন করিয়াছে ? রক্ষণ পদানুবর্তী কৌরবগণের বাধে আর কেহ কখনও তোমার মত দুঃখ পায় নাই । ১২

হে বৃষ ! তোমার মঙ্গল হউক, বলিয়া দাও, কোন পাপিষ্ঠ তোমাদিগের মত সাধু ও নিরপরাধের এইরূপ বিকৃতরূপ বিধান করিয়া পাণ্ডবদিগের কীর্ত্তিকে কলঙ্কিত করিয়াছে ? ১৩

নিরপরাধকে যাহারা দুঃখ দেয়—সেইরূপ পাণ্ডবদিগকে দমন করিলে আমি হইতে তাহারা ভয় পাইবে, এবং সর্বত্র সাধুগণ নির্ভয় হইয়া থাকিতে পারিবেন ; সুতরাং সেই পাণ্ডবের নাম বলিয়া দিলে তোমারও কল্যাণ হইবে । ১৪

যে ব্যক্তি এই ভূমণ্ডলে নিরপরাধ জীবদিগকে হিংসা করে, সে সাক্ষাৎ অমর হইলেও আমি তাহার অঙ্গদশোভিত বাহুদণ্ড কর্ত্তন করিয়া আনয়ন করিব । ১৫

ধাম্বিকগণের প্রতিপালন এবং অকাঞ্চন টংপথ-বর্তী অধাম্বিকগণের যথাবিধি শাসন—রাজাব-পরমধর্ম্ম । ১৬

ধর্ম্ম বলিলেন,—যে পাণ্ডবগণের অর্সীম গুণে বশা-ভূত হইয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দৌত্যাদিকার্য্য করিয়াছিলেন—সেই পাণ্ডবগণের বংশধর আপনি—আর্ত্তদিগকে এই অভয়বাণী-প্রদান আপনার উপযুক্তই হইয়াছে । কিন্তু হে নরনাথ, কোন পুরুষ হইতে আমাদের এই ক্লেশ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা জানি না, বহুবিধ বাদি-প্রতিবাদীর বাক্যজালে মোহিত হইয়া আছি । যোগিগণ বলেন,—আত্মাই আত্মার বন্ধু—আত্মাই আত্মার শত্রু, আত্মাই আপনার সুখ-দুঃখ ঘটাইয়া থাকেন । দৈবজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন,—গ্রহগণ জীবের সুখ-দুঃখ প্রদান করেন । মীমাংসকগণ কৰ্ম্মকেই কারণ নির্দেশ করিয়া থাকেন । নাস্তিক-গণের মতে স্বভাবই সুখ-দুঃখের নিদান । ১৭-১৯

ঈশ্বরবিশ্বাসী কোন কোন ব্যক্তি বলিয়া থাকেন,—বাক্য ও মনের অগোচর সেই পরমেশ্বরই সমস্ত সুখ-দুঃখের মূল । রাজর্ষে ! আপনি নিজ বুদ্ধি দ্বারা কোন মতটিসত্য, তাহা বিচার করিয়া বলুন । ২০



এবং ধর্ম্যে প্রবদতি স সম্রাট্ দ্বিজসত্তম । সমাহিতেন মনসা বিবেদঃ পর্য্যচক্ট তম্ ॥ ২১ ॥  
 ধর্ম্যং ব্রবীষি ধর্ম্যজ্ঞে ধর্ম্মোহসি যস্যরূপধ্বক্ । যদধর্ম্মকৃতঃ স্থানং সূচকস্যাপি তদ্ববেৎ ॥ ২২ ॥  
 অথবা দেবমায়ায়া নুনং গতিরগোচরা । চেতসো বচসশ্চাপি ভূতানামিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ২৩ ॥  
 তপঃ শৌচং দয়া সত্যমিতি পাদাঃ কৃতে কৃতাঃ । অধর্মাংশৈশ্চর্য্যো ভগ্নাঃ স্ময়-সঙ্গ-মদৈস্তব ॥ ২৪ ॥  
 ইদানীং ধর্ম্ম পাদস্তে সত্যং নির্বর্তয়েদযতঃ । তং জিহ্মকৃত্যধর্ম্মোহয়মনৃতেনৈধিতঃ কলিঃ ॥ ২৫ ॥  
 ইং ভূমিভগবতা ত্যাসিতোরুভরা সতী । শ্রীমদ্ভিষ্মপদন্ত্যাসৈঃ সর্ব্বতঃ কৃতকৌতুকা ॥ ২৬ ॥  
 শৌচত্যাশ্রকলা সাক্ষী দুর্ভগেবোজ্জ্বলিতা সতী । অত্রক্ষণ্য নৃপব্যাভাঃ শূদ্রা ভোক্ত্যন্তি মামিতি ॥ ২৭ ॥  
 ইতি ধর্ম্মং মহাশৈব সাংস্কৃত্য মহারথঃ । নিশাতমাদদে খড়গং কলয়েহধর্ম্মহেতবে ॥ ২৮ ॥

দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! ধর্ম্মের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া সম্রাট্ পরীক্ষিত সমাহিত-চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন । তাঁহাব তখন সর্দবিধ মোহ দূর হইল—শুদ্ধজ্ঞানবলে তিনি ধর্ম্মকে চিনিতে পারিয়া বলিতে লাগিলেন—তুমি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, যস্যরূপ ধারণ করিয়াছ । তুমি এই যে ঘাতকের নাম বলিতেছ না, ইহাও সেই ধর্ম্মের নির্দেশ । কেন না, শাস্ত্রে আছে—যে ঘাতকের নাম করিয়া দেয়, সেও ঘাতকের গতি প্রাপ্ত হয় ! নিশ্চিতরূপে ঘাতকের নাম না করিয়া তুমি ধর্ম্মবাক্যই বলিয়াছ । অথবা দেবতাব মায়াবশে জগতের সমস্ত কার্য্য পরিচালিত হইতেছে ; কিন্তু সেই দেবতার মায়া বড় দুর্ভেদ্য, মনুষ্যের মনও বাক্যের অগোচর । কে যে বধ্য এবং কে যে ঘাতক—ইহা নির্ণয় করা বাস্তবিকই কঠিন—বলিয়া তুমি ঘাতকের নাম করিলে না । ২১-২৩

সত্যযুগে তপস্তা, শৌচ, দয়া ও সত্য—এই চারিটি পদ তোমার ছিল । বিন্ময়, বিষয়সঙ্গ ও গর্বে তাহার তিনটি ভগ্ন হইয়াছে । ২৪

[ বিস্তৃতি—সংস্কৃত স্মরণ শব্দের অর্থ গর্ভ, কিন্তু এখানে গর্ভবাচক মনশব্দের উল্লেখ থাকায় স্মরণ শব্দে বিন্ময় অর্থ করা হইয়াছে । বিন্ময় অর্থে কোতুহল, কোতুহলবশবর্তী হইয়া জনসাধারণ অধর্মাচরণ করিয়া থাকে । এই জন্ত শাস্ত্র বলিয়াছেন—“ন জাতু ত্যাং কুতুহলী” । বর্তমান সময়েও নানাবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মূলে আছে কোতুহল । এই কোতুহল চরিতার্থ করিতে হইয়া—কত যে জীবহিংসা, কত যে

একগে তোমার একমাত্র পদ—সত্য অবশিষ্ট আছে । সেই একপদেই তুমি নির্ভর করিবা কোনকপে অবস্থান করিতে পারিবে—মনে কবিয়াছ । কিন্তু অধর্ম্মকণী ঐ কলি—মিথ্যা দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া তোমাব সত্যনামক পদটিকেও ভগ্ন করিতে উত্তত হইয়াছে । ২৫

ইনি গাভীকপে সাক্ষাৎ ধরিত্রীদেবী, ইহাব গুরুভাব হরণ করিবার জন্ত স্ময় ভগবান নিজ শ্রীচরণ-বিম্বাসে ইহার সবাক্ষ কল্যাণময় করিয়া গিয়াছেন—গাজ তিনি ইহাকে পরিভ্যাগ করিয়া গিয়াছেন । তাই বুঝি দুর্ভাগিনী সাক্ষী এই ভাবিয়া অবিরত অশ্রুপাত করিতেছে যে, ‘অতঃপর ব্রহ্মণ্যদেবী রাজবেশে শূদ্রগণ আমাকে ভোগ করিবে ।’ ২৬-২৭

এই প্রকারে ধর্ম্ম ও ধরিত্রীকে সাংস্রনা প্রদান করিয়া রাজা পরীক্ষিত অধর্ম্ম-হেতু কলিকে বধ করিবার জন্ত তাঁহাধার খড়গ গ্রহণ করিলেন । ২৮

[ মানব-হত্যা সংঘটিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই ] এই বিন্ময়ের দ্বারা তপস্তা নষ্ট হইয়াছে, কেন না, বিন্ময়কর ফলের প্রতি আগ্রহ থাকিলেই তপস্তা বিনষ্ট হয় । বিবস্র-বাসনা দ্বারা শৌচ বিলুপ্ত হয় । বর্তমান সময়ে বিলাসিতার আতিশয়ো প্রায়শঃ লোক শৌচহীন হইয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ এবং গর্বে দ্বারা দয়ার বিলোপ ঘটে । দয়া চিন্তের কোমল বৃত্তি ; গর্ভ—চিন্তের কঠিনতার পরিচায়ক । উভব বৃত্তি একত্র থাকিতে পারে না । ২৪



তং জিঘাংসুমভিপ্রেত্য বিহায় নৃশালঙ্ঘনম্ । তৎপাদমূলং শিরসা সমগান্তয়াবিস্রলঃ ॥ ২৯ ॥  
পতিতং পাদয়োর্বীরঃ কৃপয়া দীনবৎসলঃ । শরণ্যো নাবধীচ্ছোক্য আহ চেদং হসম্ভিব ॥ ৩০ ॥  
শ্রীরাজোবাচ ।

ন তে গুড়াকেশযশোধরাণাং বদ্ধাঙ্গুলেবৈ ভয়মস্তি কিঞ্চিৎ ।  
ন বদ্বিতব্যং ভবতা কথঞ্চন ক্ষেত্রে মদীয়ে ত্বমধর্মবন্ধুঃ ॥ ৩১ ॥  
ত্বাং বর্তমানং নরদেবদেহেষ্বনুপ্রবৃত্তোহয়মধর্মপুংগ ।  
লোভোহনৃতং চৌর্য্যগনার্য্যমংহো জ্যেষ্ঠা চ মায়া কলহশ্চ দম্বতঃ ॥ ৩২ ॥  
ন বদ্বিতব্যং তদধর্মবন্ধো ধর্মেণ সত্যেন চ বদ্বিতব্যো ।  
ব্রহ্মাবর্তে যত্র যজন্তি যজ্ঞৈর্যজ্ঞেশ্বরং যজ্ঞবিতানবিজ্ঞাঃ ॥ ৩৩ ॥  
যস্মিন্ হরির্ভগবানিজ্যমান ইজ্যাত্মমূর্তির্বজতাং শং তনোতি ।  
কামানমোধান্ স্থিরজঙ্গমানামন্তর্বহির্বানুরিবৈম আত্মা ॥ ৩৪ ॥

শ্রীসূত উবাচ ।

পরীক্ষিতৈবমাদিষ্টঃ স কলির্জাতবেপথঃ । তদুদ্যতাসিমাহেদ দণ্ডপাণিমিবোদতম্ ॥ ৩৫ ॥  
যত্র ক বাথ বৎস্লাম সার্বভৌম তবাজ্ঞয়া । লক্ষ্যে তত্র তত্রাপি হানাতেষুশরাসনম্ ॥ ৩৬ ॥

কলি রাজাকে বপোদ্যত দেখিয়া প্রাণভয়ে বিহবল হইয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ রাজবেশ পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহার চরণদ্বয় মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিল। ২৯

দীনবৎসল সেই শাঘ্য বীর নরপতি তাহাকে পদতলে নিপাতিত দেখিয়া শরণাগতাবোধে বধ করিলেন না, বরং ঈষৎ হস্ত-সহকারে বলিলেন—  
তুমি যখন করযোড়ে প্রাণভিক্ষা করিতেছ, তখন তোমার কোন ভয় নাই, কেন না, আমরা সেই কৃষ্ণ-সখা অর্জুনের খ্যাতি রক্ষা করিয়া চলিয়া থাকি ।  
তবে আমার রাজ্যমধ্যে কোণায়ও তোমার থাকা হইবে না, যেহেতু তুমি অধর্মের বন্ধু । ৩০-৩১

তুমি রাজদেহে অবস্থান করিলে—রাষ্ট্রে লোভ, চৌর্য্য, মিথ্যা, অনাগত্য, স্বধর্মত্যাগ, অলক্ষ্মী, কপটতা, কলহ ও দম্ব প্রভৃতি অধর্ম প্রবর্তিত হইয়া থাকে । ৩২

হে অধর্মবন্ধু ! এই ব্রহ্মাবর্ত দেশে তুমি বাস করিতে পাইবে না । এখানে ধর্ম ও সত্যনিষ্ঠ হইয়া থাকিতে হয় । এ দেশে যজ্ঞবিত্তারে নিপুণ

যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞেশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞ করিতেছেন । এই পবিত্র ব্রহ্মাবর্ত দেশে যাগমূর্তি শ্রীহরি যজ্ঞে আরাধিত হইয়া, যাজ্ঞিকগণের কল্যাণসাধন ও মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন । বায়ু যেমন জীবশরীরের অন্তরে ও বাহিরে প্রবাহিত হয়, সেইরূপ পরমাত্মরূপী শ্রীহরি স্তাবর-জঙ্গম সকলেরই অন্তরে ও বহির্ভাগে সর্বদাই অবস্থিত । এই জগৎ যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবগণের নামে আহুতি দেওয়া হইলেও—তাহা সেই সর্বান্তর্য্যামী শ্রীহরিতেই অর্পিত হয় । ৩৩-৩৪

সূত বলিলেন,—কলি রাজা পরীক্ষিতকে সাক্ষাৎ যমের দ্বায় তরবারি হস্তে বধোদ্যত দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতেছিল—এতক্ষণে তাঁহার ঐ সকল কথা শুনিয়া ভরসা পাইয়া কহিল,—হে সম্রাট ! আপনি ত' সর্বত্রই ধনুর্ধার হস্তে বিচরণ করেন, আপনার আজ্ঞায় আমি এখানে বাস করিতে পারিব না, কিন্তু কোণায় যে বাস করিতে পারিব—তাহাও ত' বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না । ৩৫-৩৬



তয়ে ধর্মভূতা শ্রেষ্ঠ স্থানং নির্দেহমুহসি । যত্রৈব নিয়তো বৎসো আতিষ্ঠংস্তহন্যশাসনম্ ॥ ৩৭ ॥  
সূত উবাচ ।

অভ্যর্পিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ । দ্যুতং পানং স্ত্রিয়ং সূনা যত্রাধমশ্চতুর্বিধঃ ॥ ৩৮ ॥  
পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ । ততোহনৃতং মদং কাগং রজো বৈরপং পঞ্চমম্ ॥ ৩৯ ॥  
অমুনি পঞ্চ স্থানানি হৃদয়প্রভবঃ কলিঃ । উত্তরেয়েণ দত্তানি শ্রবসভ্রম্মদেবরূপং ॥ ৪০ ॥  
অথৈতানি ন মেবেত বভূবুঃ পুরুষঃ কচিং । বিশেষতো ধর্মশীলো রাজা লোকপতিঙকঃ ॥ ৪১ ॥  
বৃষস্য নষ্টাংস্ত্রীন্ পাদান্ তপঃ শৌচং দয়ামিতি । প্রতিসন্দধ আশ্বাস্য মহীপং সমবন্ধয়ৎ ॥ ৪২ ॥  
স এষ এতহৃদ্যাস্তে আসনং পাথিবোচিতম্ । পিতামহেনোপন্যস্তুং রাজ্ঞারণ্যং নিবন্ধনং ॥ ৪৩ ॥  
আন্তেহধুনা স রাজর্ষিঃ কোরবেদ্রশ্রিয়াল্লনন্ । গজাহবয়ে মহাভাগশ্চ চক্রবর্তী বহুচক্রবাঃ ॥ ৪৪ ॥  
ইথমুতানুভাবোহযমভিমন্যুস্ততো নৃপঃ । যস্য পালয়তঃ ক্ষৌণীং যুয়ং সত্রায় দীক্ষিতাঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পাবমহংগাং সংহিতায়াং বৈদ্যাসিকায়াং

প্রথমস্কন্ধে কলি-নিগ্রহো নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ০ ॥

আপনি দয়া করিয়া নির্দেশ করিয়া দিন— ধর্মশীল লোকাধিপতি ঐরুকপী রাজার পক্ষে এই  
কোথায় আমাব স্থান হইবে—যেখানে নিয়ত বাস করিয়া আমি আপনার আদেশ পালন করিব। ৩৭

সূত বলিলেন কলির প্রার্থনায় রাজা পরীক্ষিত তাহাকে এই কয়টি স্থান প্রদান করিলেন—যেখানে দ্যুতক্রীড়া, মণ্ডপান, প্রাণিহিংসা সংঘটিত হয় ও স্ত্রী-শরীরে এই চারিটি অধর্মস্থানে তোমার বসতি হইবে। কলি পুনরায় স্থান প্রার্থনা করিলে, রাজা তাহাকে সুবর্ণ দেখাইয়া দিলেন। অধর্মসমুত্ত কলির প্রার্থনায় পুনরায় যে স্থানে মিথ্যা, গর্ব, কাম, হিংসা ও বৈর বর্তমান, এই পঞ্চস্থান দান করিলেন। কলি উত্তরানন্দন পরীক্ষিতের প্রদত্ত এই কয়টি স্থানে তাঁহার আত্মাকারী হইয়া বাস করিতে লাগিল। ৩৯ ৪০

অতএব আত্মহিতার্থী কোন ব্যক্তি, বিশেষতঃ

সকল বস্তু সেবন করা একান্ত নিষিদ্ধ। ৪১

রাজা পরীক্ষিত তপঃ, শৌচ ও দয়া প্রবর্তিত করিয়া বৃষকপী ধর্মের তিনটি পদ পুনরায় গোজনা করিলেন, এবং পৃথিবীকেও আশীস্ত করিয়া তাহাকে সংবন্ধিত করিলেন। ৪২

পিতামহ যুধিষ্ঠির অরণ্যগমনকালে রাজোচিত যে সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন, মহাভাগ রাজ-চক্রবর্তী বিপুলযশাঃ রাজর্ষি পরীক্ষিত হস্তিনাপুরে তাহাতে উপবেশন করিয়া, কোরব-নরপতিগণের রাজ্যশ্রী দ্বারা সমুজ্জ্বল হইয়াছিলেন। অভিমন্যুতনয় পরীক্ষিত এই প্রকার মহিমাবিত হইয়া পৃথিবীপালন করিতেছিলেন, তজ্জগুই আপনারা এই দীর্ঘ যজ্ঞে দীক্ষিত হইতে পারিয়াছেন। ৪৩-৪৪

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।



## অষ্টাদশোধ্যায়ঃ

সূত উবাচ ।

যো বৈ দ্রোণ্যস্ত্রবিপ্লুষ্ঠো ন মাতুরুদরে যুতঃ । অনুগ্রহাদ্ভগবতঃ কৃষ্ণস্যাদ্ভুতকর্মণঃ ॥ ১ ॥  
 ব্রহ্মকোপোখিতাদযস্ত তক্ষকাং প্রাণবিপ্লবাং । ন সংমুমোহোরুভয়াদ্ভগবতর্পিতাশয়ঃ ॥ ২ ॥  
 উৎসৃজ্য সর্ববতঃ সঙ্গং বিজ্ঞাতাজিতসংস্থিতিঃ । বৈয়াসকের্জহৌ শিষ্যো গঙ্গায়াং স্বং কলেবরম্ ॥ ৩ ॥

নোভমঃশ্লোকবার্তানাম্ জুষতাং তৎ কথামৃতম্ ।

স্যাৎ সংভ্রমোহস্তকালেহপি স্মরতাং তৎপদান্বজম্ ॥ ৪ ॥

তাবৎ কলিনং প্রভবেৎ প্রবিষ্টোহপীহ সর্ববতঃ । যাবদীশো মহানুর্ক্যামাভিমন্যব একরাট্ ॥ ৫ ॥  
 যস্মিন্নহনি যহেব ভগবানুৎসর্জ গাম্ । তদৈবেহানুরতোহসাবধর্ম্যপ্রভবঃ কলিঃ ॥ ৬ ॥  
 নানুঘেষ্ঠি কলিং সন্ম্রাট্ সারঙ্গ ইব সারভুক্ । কুশলান্যাস্ত সিধ্যন্তি নেতরাণি কৃতানি যৎ ॥ ৭ ॥  
 কিম্মু বালেষু শরেণ কলিনা ধারভীরুণা । অপ্রমত্তঃ প্রমত্তেষু যো বকো নৃষু বর্ততে ॥ ৮ ॥

পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ

সূত বলিলেন,—পবাক্ষিৎ মাতৃগর্ভে অবস্থান-  
 কালে অশ্রুখামার বঙ্গাস্ত্র দ্বারা দধি হইয়াও অদ্ভুত-  
 কর্ম্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে যুত্মুখে পতিত  
 হন নাই । তিনি ব্রহ্মকোপানলে পড়িয়া সর্বান্তঃ-  
 করণে শ্রীভগবানে আশ্রয়সমর্পণ করাত্তে—সাক্ষাৎ  
 মৃত্যুস্বরূপ ভগপ্রদ তক্ষককে সম্মুখে দেখিয়াও কিছু-  
 মাত্র ইত্ববুদ্ধি হন নাই, কিন্তু তিনি শুকদেবের শিষ্য  
 হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পরম ওষু জানিতে পারিয়াছিলেন এবং  
 সর্ব একাধে বিষয়সঙ্গ পরিহার করিয়া গঙ্গাতটে নিজ  
 কলেবর ত্যাগ করিয়াছিলেন । ইহাতে বিস্ময়ের  
 বিষয় কিছুই নাই, কেন না, সাহারা পুণ্যশ্লোক-  
 শ্রীভগবানের চরিতপূর্ণ কথাশ্রুত পান করেন এবং  
 অবিরত তাহার শ্রীচরণকমল স্মরণ করেন, যুত্ম-  
 কালেও তাঁহাদের বুদ্ধির ভ্রম ঘটে না । ১-৪

একচ্ছত্রাধিপতি সন্ম্রাট্ অভিমন্যুতনয় যত দিন  
 পর্যন্ত পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন,—তত দিন কলি  
 তাঁহার রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই, প্রবেশ

যদি বা কোনরূপে করিতে পারে, তাহা হইলেও  
 প্রভাব প্রকাশ করিতে পারে নাই । যে দিন যে ক্ষণে  
 শ্রীভগবান্ এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া  
 গিয়াছেন, সে দিন সেই ক্ষণ হইতেই অধর্ম্মের নিদান  
 কলি এখানে প্রবেশলাভ করিতে সতত যত্নশীল হইয়া  
 আছে । ৫-৬

সন্ম্রাট্ কলিকে একেবারে সংহাব করেন নাই,  
 কারণ,—কলিযুগেরও একটু বিশেষ্য আছে—ভ্রমর  
 যেমন সার গ্রহণ করে, সেইরূপ সন্ম্রাট্ কলিযুগের  
 সেই বিশেষ্যের প্রতি আদর প্রদর্শন করিয়াছিলেন ।  
 কলিযুগে সঙ্কল্পমাত্রেরই পুণ্যকর্ম্মসমূহের ফল লাভ করা  
 যায় ; পাপকর্ম্মের সেরূপ হয় না, তাহার অনুষ্ঠান  
 পণ্যস্ত করিলে তবে ফলভোগ করিতে হয় । ৭

অধিকন্তু, কলি সর্বদাই ধীর ব্যক্তির নিকটে ভীত,  
 যত কিছু বিক্রম—প্রমত্ত ও অপরিণতমতি বালক-  
 দিগের নিকট । বৃক ( নেকড়ে বাঘ ) যেমন  
 অসাবধান ও শিশুদিগকে আক্রমণ করিতে সর্বদা  
 সাহসী, কলিও সেইরূপ । সুতরাং কলিকে  
 একেবারে বধ না করিলেও তত অনিষ্ট হইবে না । ৮



উপবর্ণিতমেতদ্বঃ পুণ্যং পারীক্ষিতং ময়া । বাহুদেবকথোপেতমাখ্যানং । এদপৃচ্ছত ॥ ৯ ॥  
 যা যাঃ কথা ভগবতঃ কথনীয়োরুকার্ষণ্যঃ । গুণকর্মাশ্রয়াঃ পুংভিঃ সংসেব্যাস্তা বৃহৃষভিঃ ॥ ১০ ॥  
 শ্রীধাময় উচুঃ ।

সূত জীব সমাঃ সৌম্য শাস্ত্রতীর্ষিশদং যশঃ । যন্তুং শংসসি কৃষ্ণশ্চ মর্ত্যানামমৃতং হি নঃ ॥ ১১ ॥  
 কৰ্ম্মণ্যগ্নিম্ননাখাসে ধুমধূত্নাত্মনাং ভবান্ । আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু ॥ ১২ ॥  
 তুলয়াম লবেনাপি ন স্বৰ্গং নাপুনর্ভবম্ । ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ১৩ ॥

কো নাম তূপ্যেদ্রসবিৎ কথায়াং মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য ।

নাস্তং গুণানামগুণস্য জগ্মুর্যোগেশ্বরো যে ভবপাদমুখ্যাঃ ॥ ১৪ ॥

তমো ভবান্ বৈ ভগবৎপ্রধানো মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য ।

হরেকুদারং চরিতং বিশুদ্ধং শুক্লমতাং নো বিতনোতু বিদ্বন্ ॥ ১৫ ॥

স বৈ মহাভাগবতঃ পরীক্ষিদেবনাপবর্গাখ্যমদভ্রবুদ্ধিঃ ।

জ্ঞানেন বৈয়াসকিশিদিতেন ভেজে খগেন্দ্রধ্বজপাদমূলম্ ॥ ১৬ ॥

মুনিগণ ! পরম পবিত্র পরীক্ষিত-উপাখ্যান  
 আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,  
 শ্রীভগবানের লীলামঙ্গল বর্ণনার সহিত তাহা আপনা-  
 দিগের নিকট বর্ণন করিলাম । ৯

অধিক কি বলিব—সেই বিপুল-মহিমা ভগবানের  
 গুণ ও কৰ্ম্মবিষয়ক যাহা বিদ্যু উপাখ্যান আছে,  
 তৎসমস্তই কল্যাণকামী ব্যক্তিগণের শ্রবণ করা  
 উচিত । ১০

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত, তুমি চিরজীবী হও ।  
 তুমি শ্রীকৃষ্ণের যে বিমল যশঃ কীর্তন করিতেছ—  
 তাহা মর্তবাসীর গঞ্জে অমৃতসমান—মানবের মৃত্যু-  
 ভয় বিদূরিত করে । ১১

আমরা যদিও যজ্ঞকর্মে প্রকৃত হইয়াছি, তথাপি  
 ইহাতে আমাদের খুব আশ্বাস নাই, কারণ, ইহার  
 ফল-সম্বন্ধে বহু বিদ্ব আছে । যজ্ঞধূমে আমরা বিবর্ণ  
 হইয়াছি—আমাদিগকে তুমি অবিরত গোবিন্দ-  
 চরণারবিন্দের মকরন্দ পান করাইতেছ । ১২

বিকৃতভক্ত মহাপুরুষগণের সহিত সঙ্গলাভ

করিলে আমরা স্বর্গ বা ঈশবর্গকেও তাহার  
 আংশিক তুলনার মধ্যে গণনা করি না ।  
 মনুষ্যের প্রদত্ত রাজ্যাদি লাভের আশীর্বাদ ত'  
 তুচ্ছ । ১৩

মহাভাগবতের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ শ্রীভগবানের  
 কথা শ্রবণ করিতে কোন রসজ্ঞ পুরুষেরই আশা মিটে  
 না । শিব এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি যোগেশ্বরগণও প্রাকৃত  
 গুণরহিত সেই পরমেশ্বরের গুণরাশির অন্ত পান  
 না । ১৪

হে বিদ্বন্ ! আমাদিগের মধ্যে তুমিই ভগবানের  
 প্রধান সেবক । শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের একান্ত আশ্রয়—  
 শ্রীহরির উদার ও বিশুদ্ধ চরিতকথা তুমি আমা-  
 দিগের নিকট বিস্তৃতভাবে বর্ণন কর, আমরা তাহা  
 শ্রবণ করিতে উৎসুক হইয়াছি । ১৫

মহাভাগবত মহামতি পরীক্ষিত শুকদেবের  
 উপদেশে যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষপ্রদ শ্রীবিষ্ণু-  
 পাদমূলে আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন—তাহাও  
 আমাদিগের নিকট বর্ণনা কর । ১৬



তমঃ পরং পুণ্যমসংসৃতার্থমাখ্যানমত্যদ্ব্যুতযোগনিষ্ঠম্ ।

আখ্যানস্তাচরিতোপপন্নং পারীক্ষিতং ভাগবতাভিরামম্ ॥ ১৭ ॥

শ্রীসূত উবাচ ।

অহো বয়ং জন্মভূতোহুহু হাম্ম বৃদ্ধানুরত্যাপি বিলোমজাতাঃ ।

দৌক্ষল্যমাধিঃ বিধুনোতি শীঘ্রং মহত্তমানামভিধানযোগঃ ॥ ১৮ ॥

কূতঃ পুনর্গূর্ণতো নাম তস্য মহত্তমৈকান্তপরায়াণস্য ।

যোহনন্তশক্তির্ভগবানন্তো মহদগুণত্বাদবমনন্তমাহঃ ॥ ১৯ ॥

এতাবতাং ননু সূচিতেন গুণৈরসাম্যানতিশায়নস্য ।

হিত্বৈতরান্ প্রার্থয়তো বিভূতির্বিস্যাজ্জিহ্নেণ জুষতেহনভীষ্মোঃ ॥ ২০ ॥

অথাপি বৎপাদনখাবসৃষ্টং জগদ্বিরিঞ্চোপহতাইগান্তঃ ।

সেশং পুনাত্যন্ততমো মুকুন্দাং কো নাম লোকে ভববৎপদার্থঃ ॥ ২১ ॥

যত্রানুরক্তাঃ সহসৈব ধীরা ব্যপোহু দেহাদিষু সঙ্গমুচম্ ।

ব্রজন্তি তৎ পারমহংস্যমন্ত্যং যন্নিম্নহিংসোপশমঃ স্বধর্ম্যঃ ॥ ২২ ॥

পরম পবিত্র স্মধুর ভাগবতগ্রন্থ পরীক্ষিতের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল ; এই গ্রন্থে বিচিত্র বিচিত্র যোগের কথা বর্ণিত আছে, ইহা শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত চরিতকথায় পূর্ণ, এই জন্ত ভক্তদিগের পরম প্রিয়,— ইহাও আমাদের নিকট বিবৃত কর । ১৭

সূত বলিলেন,—আজ আমার জন্ম সার্থক । বিলোম বর্ণসঙ্কর ভাষিত হইলেও আমাদের আজ কত ঠান্ডা ! আজ আর ছুকুলে জন্মনিবন্ধন কাহারও মনোদুঃখের কারণ নাই, কেন না, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের এমন সাদর-সন্তোষ পাইলে কাহারও দুঃখ থাকে কি ? ১৮

ভগবান্ শ্রীহরি শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণের একমাত্র আশ্রয়, তাঁহার শক্তি অনন্ত, তিনি স্বয়ং অনন্তস্বরূপ । মহৎ-বস্তুমাত্রই তাঁহার গুণসম্বন্ধ হইতে প্রকাশিত, এই জন্ত তাঁহাকে অনন্ত বলিয়া লোকে বর্ণনা করে । তাঁহার নামকর্তন করিলে আর নিম্নকুলে জন্ম-প্রাপ্ত-জনিত কোন দুঃখ থাকে না । ১৯

ইহা বলিলেই বোধ হয় তাঁহার গুণের অনন্ত মহিমা পর্যাপ্তভাবে প্রকাশ করা হইবে যে, শিব ও ব্রহ্মার অমুরোধ সত্ত্বেও লক্ষ্মী তাঁহাদিগের সেবায় সন্মত হন নাই, আর নারায়ণের বিনা প্রার্থনায় কমলা স্বেচ্ছায় তাঁহার চরণে সেবন করিতে-ছেন । ২০

আরও দেখুন, ব্রহ্মা যে পবিত্র বারি অর্ঘ্যরূপে শঙ্করকে প্রদান করেন, যাহা স্পর্শ করিয়া নিখিল জগৎ এবং স্বয়ং মহাদেবও পুত হইয়াছেন, তাহা যাহার চরণারবিন্দ হইতে নির্গত হইয়াছে, সেই শ্রীমুকুন্দ ভিন্ন আর কাহাকে ‘ভগবান্’ বা সর্বেশ্বর বলা যাইতে পারে ? ২১ ।

সজ্জনগণ তাঁহার প্রতিই বদ্ধমূল অমুরাগ বশতঃ দেহাদি অভিমানকে সহসা বর্জন করিয়া পরমহংস হইয়া থাকেন, আশ্রমের মধ্যে ইহাই পরাকর্ষী ; অহিংসা ও উপশম এই আশ্রমের স্বাভাবিক ধর্ম । ২২



অহং হি পৃক্টোহর্যমণো ভবন্তিরাচক্ষ আত্মাবগমোহত্র যাবান্ ।

নভঃ পতন্ত্যাত্মসমঃ পতত্রিণস্তথা সমঃ বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিতঃ ॥ ২৩ ॥

একদা ধনুরুত্তম্য বিচরন্ যুগয়াং বনে । যুগানুগতঃ শ্রান্তঃ ক্ষুধিতস্তৃষিতো ভৃশম্ ॥ ২৪ ॥  
জলাশয়মচক্ষাণঃ প্রবিবেশ তমাশ্রমম্ । দদর্শ মুনিমাসীনং শান্তং মৌলিতলোচনম্ ॥ ২৫ ॥  
প্রতিরুদ্ধেন্দ্রিয়প্রাণমনোবুদ্ধিমুপারতম্ । স্থানত্রয়াং পরং প্রাপ্তং ব্রহ্মভূতমবিক্রিয়ম্ ॥ ২৬ ॥  
বিপ্রকীর্ত্তজটাচ্ছন্নং রৌরবেণাজিনেন চ । বিশৃঙ্গ্যতালুরুদকং তথাস্তমযাচত ॥ ২৭ ॥  
অলকৃতৃণভূম্যাদিরসংপ্রাপ্তার্যাসুনৃতঃ । অবজ্ঞাতমিবাশ্বানঃ মন্থমানশ্চকোপ হ ॥ ২৮ ॥  
অভূতপূর্বঃ সহসা ক্ষুভ্ভূভ্যামর্দিতাত্মনঃ । ব্রাহ্মণং প্রত্যভূদব্রহ্মন্ মৎসরো মন্থ্যরেব চ ॥ ২৯ ॥  
স তু ব্রহ্মস্বেরংসে গতাস্তমুরগং ক্রুধা । বিনির্গচ্ছন্ ধনুকোট্যা নিধায় পুরমাগতঃ ॥ ৩০ ॥  
এষ কিং নিভৃতাশেষকরণে মীলিতেক্ষণঃ । যুধাসমাধিরাহো স্মিৎ কিং নু স্ম্যৎ ক্রজ্রবক্ষুভিঃ ॥ ৩১ ॥

হে ভাস্কর্যুর্জি ব্রাহ্মণ ! আপনি পরীক্ষিৎ উপাখ্যান জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি তদ্বিষয়ে যতদূর জানি, তাহা বলিতেছি । আকাশ অনন্ত, পক্ষিগণ যে পর্য্যন্ত সমর্থ হয়, আকাশে সেই পর্য্যন্তই যেমন উড়িয়া থাকে, সেইরূপ সুখীগণ যতদূর জানেন, বিষ্ণুলীলা ততদূরই বর্ণন করিতে পারেন । ২৩

একদা রাজা পরীক্ষিৎ বনमध्ये একাকী যুগয়ায় বহির্গত হইয়া, ধনুঃতে শরবোজনা করিয়া কতকগুলি মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে অতিশয় শ্রান্ত, ক্ষুধিত ও তৃষিত হইয়া পড়িলেন । ২৪

তৎপরে সন্নিহিত কোন জলাশয় দেখিতে না পাইয়া শব্দীক মুনির সুপ্রসিক্ত আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—মুনি চক্ষু নিমীলিত করিয়া শান্তভাবে বসিয়া আছেন । তখন তাঁহার ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি বাহ্য-বিষয় হইতে আকৃষ্ট এক জাগরণ, নিদ্রা ও সুষুপ্তি এই স্থানত্রয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া, ভূরীয়গদে লীন থাকায়—তিনি আপনাকে ব্রহ্মরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন, এক তাঁহার হস্তপদাদির সমুদয় ক্রিয়া বিলুপ্ত হইয়াছিল । তাঁহার দেহ—বিকীর্ণ জটাভার ও মৃগচর্মে আবৃত

ছিল । এদিকে তৃষ্ণায় রাজার তালু শুক হইতেছিল, তিনি সেই ঋষির নিকটেই জল প্রার্থনা করিলেন । ২৫-২৭

মহর্ষি শমীক ধ্যানস্থ ছিলেন, এই কারণে রাজার আগমনই জানিতে পারিলেন না, কিন্তু রাজা মনে করিলেন,—আমি আজ অভিক্ষিপে আশ্রমে আসিয়াছি—ইনি আমাকে তৃণাসন বা স্থান দিলেন না, অর্থাৎ দেওয়া দূরে থাক, একবার মধুরবাক্যে অভ্যর্থনাও করিলেন না । ইহা ভাবিয়া রাজা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন । ২৮

রাজা আবার ভাবিলেন,—ইনি কি বধার্থ ইন্দ্রিয়-সংযম পূর্বক নেত্র নিমীলিত করিয়া ধ্যান করিতেছেন অথবা মিথ্যা সমাধির ভান করিতেছেন ? অথবা অধম-কল্পিত আশ্রম হইতে ফিরিয়া গেলেই বা ক্ষতি কি ? এই ভাবিয়া আমায় অগ্রাহ করিতেছেন ? রাজা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর ছিলেন, তাঁহার আর সহ হইল না, সহসা ঘেষ ও ক্রোধে বিশৃঙ্গ্যভাবে ছলিয়া উঠিল । বাইবার সময়ে ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা এক মৃতসর্প তুলিয়া ঋষির গলদেশে রাখিয়া দিয়া স্বনগরে প্রস্থান করিলেন । ২৯-৩১



তস্য পুত্রোহতিতেজস্বী বিহরন্ বালকোহর্ভকৈঃ ।

রাজ্যং প্রাপিতং তাতং শ্রুত্বা তত্রেদমব্রবীৎ ॥ ৩২ ॥

অহো অধর্ম্যঃ পালানাং পীবাং বলিভুজামিব। স্বামিন্য়ং যদাসানাং দ্বারপাণাং শুনামিব ॥ ৩৩ ॥  
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রবক্ষুহি দ্বারপালো নিরূপিতঃ । স কথং তদগৃহে দ্বাঃশ্বঃ সভাণ্ডং ভোক্তুমর্হতি ॥ ৩৪ ॥  
কৃষ্ণে গতে ভগবতি শাস্ত্রযুৎপথগামিনাম্ । তদ্ভিন্নসেতুমদ্যাং শাস্ত্রি পশ্যত মে বলম্ ॥ ৩৫ ॥  
ইতুস্ত্বা রোষতাত্মাক্ষে বয়স্যানৃষিবালকঃ । কৌষিক্যাপ উপম্পৃশ্ব বায়জ্রং বিসসর্জ হ ॥ ৩৬ ॥  
ইতি লজ্জিতমর্যাদাং তক্ষকঃ সপ্তমেহহনি । দজ্জ্যতি স কুলাঙ্গারং চোদিতো মে ততক্রহম্ ॥ ৩৭ ॥  
ততোহভ্যেত্যাত্মং বালো গলে-সর্পকণ্ঠেবরম্ । পিতরং বীক্ষ্য দুঃখার্ভো মুক্তকণ্ঠং রুরোদ হ ॥ ৩৮ ॥  
স বা আঙ্গিরসো ব্রহ্মন্ শ্রুত্বা স্মৃতবিলাপনম্ । উন্মীলা শনকৈর্নেত্রে দৃষ্ট্বা চাংসে মৃতোরগম্ ॥ ৩৯ ॥  
বিসৃজ্য তঞ্চ পপ্রচ্ছ বৎস কস্ম্যাক্চি রোদসি । কেন বা তেহপ্যপকৃতমিত্যুক্তঃ স নৃবেদয়ৎ ॥ ৪০ ॥

নিশম্য শপ্তমতদর্হং নরেন্দ্রং স ব্রাহ্মণো নাত্মজমভ্যানন্দৎ ।

অহো বতাংহো মহদদৃ (জ্ঞ!) তে কৃতমল্লীয়সি দ্রোহ উরুর্দমো ধৃতঃ ॥ ৪১ ॥

শূদ্রী নামে শমীকের এক তেজস্বী বালকপুত্র তখন অপর একস্থানে অগাধ বালকদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। সেখানে তাঁহার এক সহচর সংবাদ দিল—“রাজা পরীক্ষিত্ত তোমার পিতার গলদেশে মৃতসর্প গর্পণ করিয়া তাঁহার ঘোর অপমান করিয়াছেন।” ইহা শুনিয়া শূদ্রী বলিলেন,—কি—প্রজাদিগের রক্ষকস্বরূপ রাজ্যবৎ এক অধর্ম্য-প্রবৃত্তি? ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়গণকে গৃহরক্ষকের কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন—অন্ন দ্বারা পরিপুষ্ট ভৃত্য যদি প্রভুর অপমান করে, তাহা হইলে কাক ও দ্বাররক্ষক কুকর হইতে তাহাদের প্রভেদ কি? ৩২-৩৩

সুতরাং তাহারা কিরূপে তাঁহাদিগের দ্বারে থাকিয়া তাঁহাদিগের ভাণ্ডেই ভোজন করিতে সাহসী হয়! উৎপথগামী ব্যক্তিদিগের শাস্তিদাতা ভগবান ত্রীকৃষ্ণ অন্তর্দান কবিরূপে বলিয়াই আজ রাজা মর্যাদা অতিক্রম করিতেছেন। বেশ, আমিই তাঁহাকে শাসন করিতেছি,—আমার ক্ষমতা দেখ। ৩৪-৩৫

সমবয়স্ক পাষি-বালকদিগকে এই কথা বলিতে বলিতেই তাঁহাব নয়নযুগল ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, শূদ্রী তখন কৌশিকী নদীর জলে আচমন করিয়া এই

অভিসম্পাত প্রদান করিলেন,—‘যে কুলাঙ্গার মর্যাদা-লঙ্ঘন করিয়া আমার পিতার অপমান করিয়াছে, আমার আজ্ঞায় মহাসর্প তক্ষক অস্ত্র হইতে সপ্তম দিনে তাহাকে দংশন করিবে’। ৩৬-৩৭

অনন্তর ঋষিকুমার আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া পিতার গলদেশে মৃতসর্প দেখিয়া দুঃখে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। ৩৮

অঙ্গিরার বংশজাত মহর্ষি শমীক পুত্রের উচ্চ রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া ধীরে ধীরে নয়নঘয় উন্মীলন করিলেন এবং প্রথমেই কণ্ঠদেশে মৃতসর্প দেখিয়া উহাকে ফেলিয়া দিয়া শূদ্রীকে বলিলেন,—বৎস! কি জন্তু তুমি রোদন করিতেছ? কেহ কি তোমার কোন অনিষ্ট করিয়াছে? তখন বালক সমস্ত কৃতান্ত নিবেদন করিলেন। ৩৯-৪০

নরপতি পরীক্ষিত্ত অভিসম্পাতের পাত্র না হইলেও তাঁহাকে অভিসম্পাত দেওয়া হইয়াছে শুনিয়া মহর্ষি শমীক পুত্রকে সমর্থন করিতে পারিলেন না, বরং তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—হায় হায়, বৎস! তুমি মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছ—অন্ন অপরাধে গুরুভর দণ্ড দিয়াছ। ৪১



ন বৈ নৃভিরনদেবং পরাখ্যং সম্মাতুমর্হস্যবিপকবুদ্ধে ।  
 যন্তেজসা দুর্বিবমহেণ গুপ্তা'বিন্দন্তি তদ্রান্যকুতোভয়াঃ প্রজাঃ ॥ ৪২ ॥  
 অলক্ষ্যমাণে নরদেবনাম্নি রথান্ধপাণাবয়মঙ্গ লোকঃ ।  
 তদা হি চৌরপ্রচুরো বিনজ্যত্যরক্ষ্যমাণোহবিবরুথবৎ ক্ষণাৎ ॥ ৪৩ ॥  
 তদত্ত নঃ পাপমুপৈত্যনন্ময়ং যন্নষ্টনাথস্ত বসোবিলুপ্তকাৎ ।  
 পরম্পরং স্তুন্তি শপন্তি বৃঙ্কতে পশূন্ স্ত্রিয়োহর্থান্ পুরুষদস্তবো জনাঃ ॥ ৪৪ ॥  
 তদার্য্যধর্ম্যঃ স্ত্রাবিলীয়তে নৃণাং বর্ণাশ্রমাচারযুতস্ত্রয়ীময়ঃ ।  
 ততোহর্থকামাভিনিবেশিতাস্থনাং শুনাং কপীনামিব বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪৫ ॥

ধর্ম্যপালো নরপতিঃ স তু সত্রাড্ ব্রহচ্ছবাঃ ।  
 সাক্ষান্মহাভাগবতো রাজর্ষির্হয়মেধঘাট্ ।  
 ক্ষুভৃট্ শ্রমযুতো দোনো নৈবাস্মচ্ছাপমর্হতি ॥ ৪৬ ॥  
 অপাপেষু স্বভৃত্যেষু বালেনাপকবুদ্ধিনা ।  
 পাপং কৃতং তদুগবান্ সর্ব্বাঙ্গা ক্ষম্তুমর্হতি ॥ ৪৭ ॥

ওরে অপরিণতমতি বালক ! তুমি জান না, রাজা যে নরদেব, সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ, তাঁহাকে তোমার সাধারণ মানুষের সহিত সমান বিবেচনা করা উচিত হয় নাই। রাজার অমিত প্রতাপে প্রজাগণ রক্ষিত হইয়া অকুতোভয়ে সুখসমৃদ্ধি ভোগ করিয়া থাকে। ৪২

রাজরূপী চক্রপাণি না থাকিলে পৃথিবীতে চৌর্য্য বৃদ্ধি পায়, ফলে প্রজাকুল অরক্ষিত অবস্থায় থাকিয়া জলধরসমূহের জায় অগ্নিকালেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ৪৩

অন্ত লোকপাল রাজার অভাবে চৌরগণ নির্ভয়ে ধন লুণ্ঠন করিবে—এ অনিষ্টের মূল আমরাই। ইহা হইতে যে পাপ জন্মাইবে—বাহার সহিত আমাদের কোন সংস্রব ছিল না, সেই পাপ আজ আমাদেরিগকেই স্পর্শ করিবে। এখন হইতে প্রজাগণ দস্ত্যবহল

হইয়া পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করিবে, একজন অষ্টকে গালি দিবে, পরস্পর পরস্পরের পশু, স্ত্রী ও অর্থ অপহরণ করিবে। ৪৪

আর্য্যধর্ম্য বিলুপ্ত হইবে, বেদোক্ত বর্ণধর্ম্য, আশ্রমধর্ম্য ও সদাচার—সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যাইবে। মনুষ্যাগণ কুকুর ও বানরের মত শুধু কামবলীভূত হইয়া বর্ণসঙ্কর বদ্ধিত করিবে। ৪৫

সত্রাট্ পরীক্ষিৎ ধর্ম্মসহকারে প্রজা-পালন করিতেছিলেন, তিনি পরম ভাগবত, মহাযশস্বী, তিনি অশ্বমেধ-যজ্ঞকারী। তিনি ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হইয়া যাহা করিয়া কেলিয়াছেন—ভজ্ঞস্ত তাঁহাকে শাপ দেওয়া উচিত হয় নাই। হে ভগবন্ ! আপনি সর্ব্বাস্তুর্য্যামী, আমার এই অপক-বুদ্ধি বালক সন্তান নিরপরাধ স্বজনের যে অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা ক্ষমা করুন। ৪৬-৪৭



তিরস্কৃত্য বিপ্রলব্ধাঃ শপ্তাঃ ক্ষিপ্তা হতা অপি । নাস্তু তৎ প্রতিকূর্বন্তি তদ্রক্তাঃ প্রভবোহপি হি ॥৪৮॥  
 ইতি পুত্রকৃত্যেণ সোহনুতপ্তো মহামুনিঃ । স্বয়ং বিপ্রকৃতো রাজ্ঞা নৈবাঘং তদচিস্তয়ৎ ॥৪৯॥  
 প্রায়শঃ সাধবো লোকে পরৈর্দ্বৈতৈশ্চ যোজিতাঃ । ন ব্যর্থস্তি ন হৃদ্যস্তি যত আত্মাহুগুণাশ্রয়ঃ ॥৫০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

প্রথমস্কন্ধে বিপ্রশাপোপলভ্তো নাম অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ০ ॥

<p>রাজা যদি অভিশাপ প্রদান করিতেন, তাহা হইলেও শূদ্রীর প্রায়শ্চিত্ত হইত, কিন্তু তাহার সম্ভাবনাই বা কি আছে ? গাঁহার ভগবানের ভক্ত, তাঁহার যদি নিন্দিত, বঞ্চিত, অভিশপ্ত, অবজ্ঞাত বা তাড়িত হন, তাহা হইলে শক্তি সত্ত্বেও তাঁহার কাহাবও প্রতাপকার করেন না, বিশেষতঃ রাজা পরীক্ষিত' পদম ভাগবত। শমীক মুনি—আমার</p>	<p>পুত্র বড়ই অশ্রয় করিয়াছে, এই ভাবিয়াই বাধিত হইলেন, রাজা যে তাঁহার অপমান করিয়াছে—এ কথা তাঁহার মনের কোণেও স্থান পাইল না। সাধুগণের প্রকৃতিই এইরূপ, পরকৃত ইষ্ট বা অনিষ্টের দ্বারা তাঁহার সুখ বা দুঃখ ভোগ করেন না। কেন না, আত্মা সুখ-দুঃখাদি গুণের অতীত। ৪৮-৫০</p>
---	---

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত



## উনবিংশোহধ্যায়ঃ

ত্রীসূত উবাচ

মহোপতিস্বথ তৎ কস্ম 'গহ্ব'ং বিচিস্তয়ম্নাত্মকৃতং স্তুত্মনাঃ ।  
 অহো ময়া নীচমনার্য্যবৎ কৃতং নিরাগসি ব্রহ্মণি গৃঢ়তেজসি ॥ ১ ॥  
 ধ্রুবং ততো মে কৃতদেবহেলনাদুরত্যয়ং ব্যসনং নাতিদীর্ঘাৎ ।  
 তদস্তু কামং হৃদনিষ্কৃতায় মে যথা ন কুর্য্যাং পুনরেবমহা ॥ ২ ॥  
 অগৌব রাজ্যং বলমুদ্বকোষং প্রকোপিতব্রহ্মকুলানলো মে ।  
 দহত্বভদ্রস্য পুনর্ন মেহভূৎ পাণীয়সী যোদ্বিজদেবগোভ্যঃ ॥ ৩ ॥  
 স চিস্তয়ম্নিখমখাশৃণোদযথা মনেঃ স্ততোক্তো নিঋতিস্তুককাখ্যঃ ।  
 স সাধু মেনে ন চিরেণ তক্ষকানলং প্রসক্তস্য বিরক্তিকারণম্ ॥ ৪ ॥  
 অথো বিহায়েমমমুঞ্চ লোকং বিমণিতৌ হেয়তয়া পুরস্তাৎ ।  
 কৃষ্ণাঙ্জুসেবামধিমন্ত্যমান উপাবিশৎ প্রায়গমর্ত্যনত্যাং ॥ ৫ ॥  
 যা বৈ লসচ্ছীতুলসীবিমিশ্র-কৃষ্ণাঙ্জুরেণুভাধিকান্বনেত্রী ।  
 পুন্যতি সেশানুভয়ত্র লোকান্ কস্তাং ন সেবেত মরিন্যমাণঃ ॥ ৬ ॥

পরীক্ষিৎ সমীপে শুকদেবের আগমন ।

সূত বলিলেন,—অনন্তর রাজা পরীক্ষিৎ আত্মকৃত সেই গর্হিত কার্য্যের জন্য অতিশয় অনুতপ্ত হইলেন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন—উঃ ! আমি কি ছুরাচারী, অনার্য্যের মত আমি নিরপরাধ ঋষির অপমান করিলাম ! এতই মূঢ় যে, তাঁহার প্রচলিত ব্রহ্মভেজঃ বুঝিতে পারিলাম না । আমি ঈশ্বরের প্রতি অবজ্ঞা করিয়াছি, নিশ্চয় অচিরে আমার মহাবিপদ ঘটবে । আমি প্রার্থনা করি,—বিপদ আসুক এবং সাক্ষাৎ আমাকেই আক্রমণ করুক—যেন পুত্রাদিকে স্পর্শ না করে । আমি স্বয়ং দণ্ডভোগ করিলে আর কখনও এরূপ কার্য্য করিব না । ১-২

অতঃই আমার রাজ্য, সৈন্য, স্তম্ভক ধনভাণ্ডার ব্রহ্মকোপানলে দগ্ধ হউক । তাহা হইলে দেবতা, গো ও ব্রাহ্মণের প্রতি এরূপ পাপপূর্ণ চূর্ব্বুদ্ধি আর কখনও ঘটবে না । পরীক্ষিৎ এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে শমীক মুনির প্রেরিত এক শিষ্যের

নিকট হইতে শ্রবণ করিলেন যে, মুনির পুত্র শূদ্রীর শাপে মৃত্যুকপী তক্ষক সাত দিনের মধ্যে তাঁহাকে সংহার করিবে । ইহা শুনিয়া তিনি বিচার করিয়া দেখিলেন যে, আমি এতদিন বিষয়ভোগে মত্ত আছি, এইবার আমার সংসারের উপর অবশ্য বিতৃষ্ণা জন্মিবে । এইজন্ত তিনি তক্ষকের বিবাহিকে বরণীয় বলিয়া মনে করিলেন । ৩-৪

অনন্তর তাঁহার নিকট কি ইহলোক কি পরলোক উভয়ই হেয় বলিয়া বিবেচিত হইল, স্তবরাং সে সমস্তই পরিণ্যাস করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-সেবাকেই সমস্ত পুরুষার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করিলেন এবং সুরধুনীভীরে প্রায়োগবেশন করিলেন । ৫

যে নদী তুলসী-মিশ্রিত শ্রীকৃষ্ণের চরণরেণু-সম্পর্কে সর্বোৎকৃষ্ট সলিলধারা বহন করিয়া লোক-পালগণের সহিত সমস্ত জগৎকে অন্তরে ও বহির্ভাগে পবিত্র করিতেছেন—আপনার মরণ আসন্ন জানিয়া কোন ব্যক্তি সেই নদীর সেবা না করিবে ? ৬



ইতি ব্যবচ্ছিত্ত্ব স পাণ্ডবেয়ঃ প্রায়োপবেশং প্রতি বিষ্ণুপত্নাম্ ।  
 দধ্যো) মুকুন্দাজিমনশ্চভাবো মুনিব্রতো মুক্তসমস্তসঙ্গঃ ॥ ৭ ॥  
 তত্রোপজগ্মুভূবনং পুনান্না মহানুভাবা মুনয়ঃ শশিষ্ঠাঃ ।  
 প্রায়োপবেশং তীর্থভিগম্যাপদেষ্টৈঃ স্বয়ং হি তীর্থানি পুনন্তি সন্তঃ ॥ ৮ ॥  
 অত্রির্বাশিষ্ঠচ্যবনঃ শরদ্বানরিক্তেনেমিভৃগুরঙ্গিরাশ্চ ।  
 পরাশরো গাধিস্থতোহথ রাম উতথ্য ইন্দ্রপ্রমদঃ স্রবাহুঃ ॥ ৯ ॥  
 মেধাতিথিদেবল আষ্ট্রিষেণো ভরদ্বাজো গৌতমঃ পিপ্পলাদঃ ।  
 মৈত্রেয় ঔর্ব্বকঃ কবষঃ কুন্ত্যোনিদ্বৈপায়নো ভগবান্নারদশ্চ ॥ ১০ ॥  
 অন্তো - চ দেবর্ষিমহর্ষিবর্ষ্যা রাজর্ষিবর্ষ্যা অরুণাদয়শ্চ ।  
 নানার্ঘ্যেযপ্রবরান্ সমেতানভ্যর্চ্য রাজা শিরসা ববন্দে ॥ ১১ ॥  
 স্তথোপবিষ্টেষ্থ তেষু ভূয়ঃ কৃতপ্রণামঃ স্বচিকীর্ষিতং যৎ ।  
 বিজ্ঞাপয়ামাস বিবিক্তচেতা উপস্থিতোহগেহভিগৃহীতপাণিঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীরাজোবাচ ।

অহো বয়ং ধন্যতমা নৃপাণাং মহতমানুগ্রহণীয়শীলাঃ ।  
 রাজ্ঞাং কুলং ব্রাহ্মণপাদশৌচাদারাদ্বিসৃষ্টং বত গহ্বকশ্ম ॥ ১৩ ॥

সেই পাণ্ডববংশধর গজ্ঞাতীরে প্রায়োপবেশন করিতেই বিদ্যাসক্তি পরিত্যাগ ও মুনিজনোচিত ব্রত ধারণ করিলেন এবং অনন্তমনে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম চিন্তা করিতে লাগিলেন । ৭

সেখানে তখন জগৎপাবন মহানুভব মুনিগণ শিষ্যগণের সহিত রাজদর্শনার্থ সমাগত হইলেন । তীর্থ-গমনচ্ছলে সাধুগণ প্রায়ই তীর্থসকলকে এইরূপে পবিত্র করিয়া থাকেন । ৮

অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান, অরিক্তেনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরাঃ, পরাশর, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, ইন্দ্রপ্রমদ, স্রবাহু, মেধাতিথি, দেবল, আষ্ট্রিষেণ, ভরদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, ঔর্ব্বক, কবষ, অগস্ত্য, দ্বৈপায়ন, ভগবান্ নারদ এবং অপরোপর দেবর্ষি মহর্ষিগণ ও অরুণ প্রভৃতি অসংখ্য রাজর্ষিবৃন্দ তথায় আগমন করিলেন । রাজা পরীক্ষিৎ সেই সমস্ত গৌত্র-

পতি মুনিগণকে ও রাজর্ষিদিগকে সমাগত দেখিয়া বর্ষাবিধি অর্চনা পুরঃসর অবনত-মস্তকে বন্দনা করিলেন । ৯-১১

অনন্তর তাঁহার সাক্ষাতে উপবিষ্ট হইলে, পুনরায় তিনি তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,— পূজনীয় মুনিগণ ! আমি প্রায়োপবেশন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আপনারা বলুন, ইহা উচিত কি অমুচিত ? তাঁহার সাক্ষাতেই যখন তাহা অনুমোদন করিলেন, তখন তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—অহো ! আজ আমার কি সৌভাগ্য ! আমার স্থায় দুরাচারী রাজকুলে আসিয়া ব্রাহ্মণগণ, হয় ত' পদপ্রক্ষালনও করিতেন না, কিন্তু তাঁহার অস্ব স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আমার কার্য্য অনুমোদন করিলেন । অতএব রাজ-বংশে আমার স্থায় ধন্য কে আছে ? ১২-১৩



তস্মৈব মেহঘস্ত পরাবরেশো ব্যাসক্তচিত্তস্ত গৃহেষ্ণভীক্ষম্ ।  
 নির্বেদমূলো দ্বিজশাপরূপো যত্র প্রসক্তো ভয়মাশু ধতে ॥ ১৪ ॥  
 তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমোশে ।  
 দ্বিজোপশৃষ্ঠঃ কুহকস্তক্ষকো বা দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ ॥ ১৫ ॥  
 পুনশ্চ ভূয়াদ্ভগবত্যানন্তে রতিঃ প্রসঙ্গশ্চ তদাশ্রয়েষু ।  
 মহৎস্ব যাং যামুপযামি সৃষ্টিং মৈত্র্যাস্ত সর্বত্র নমো দ্বিজৈভ্যঃ ॥ ১৬ ॥  
 ইতি স্ম রাজাধ্যবসায়যুক্তঃ প্রাচীনমূলেষু কুশেষু ধীরঃ ।  
 উদঘুখো দক্ষিণকূল আস্তে সমুদ্রপত্ন্যাঃ স্বস্ততন্তান্তভারঃ ॥ ১৭ ॥  
 এবঞ্চ তস্মিন্নরদেবদেবে প্রায়োপবিষ্টে দিব দেবসংঘাঃ ।  
 প্রশস্ত ভূমৌ ব্যকিরন্ প্রসূনৈর্মদা গৃহ্ণ'ন্দুভয়শ্চ নেত্রঃ ॥ ১৮ ॥  
 মহর্ষয়ো বৈ সগপাগতা যে প্রশস্ত সাধিতানুমোদমানাঃ ।  
 উচুঃ প্রজানুগ্রহশীলসারা যদুভমঃশ্লোকগুণাভিরূপম্ ॥ ১৯ ॥  
 ন বা ইদং রাজর্ষিবর্য্য চিত্রং ভবৎস্ব কৃষ্ণং সমন্বত্রেতেষু ।  
 যেহধ্যাসনং রাজকিরীটজুষ্ঠং সচো জহুর্ভগবৎপার্শ্বকামাঃ ॥ ২০ ॥

আমি পাণ্ডী, সাংসারিক কার্যে আমি একান্ত আসক্ত ছিলাম, মনে হয়, আমার প্রতি কৃপা করিয়াই দেবদেব নারায়ণ ব্রাহ্মণশাপ-রূপ অপূর্ব রূপ ধারণ করিয়াছেন। আমার ভোগ্য বিষয়ে অনুরাগ থাকিলেও এক্ষণে ব্রাহ্মণ-ভয়ে অবশ্যই বৈরাগ্য উৎপন্ন হইবে। হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা এবং এই দেবী গঙ্গাও এক্ষণে জানুন, আমার চিত্ত সমুদয় বিষয় ত্যাগ করিয়া এতদিনে কেবল হরিপাদপদ্মেই আসক্ত হইল। আপনারা হরিসঙ্কীর্ণন করিতে থাকুন, মুনিকুমারের আশ্রয়ে ভক্তক আসিয়া আমায় নির্বিন্দে দর্শন করুক, তাহাতে আমার কোন দুঃখ নাই। আমি সকল ব্রাহ্মণের চরণে প্রণাম করি,—আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সেই অনন্তপুরুষে আমার আসক্তি আরও বর্দ্ধিত হয়। ইহার পর যে যে জন্ম লাভ করিব, তাহাতেও যেন হরিচরণসেবী সজ্জনগণের সহিত আমার সমাগম হয়। ১৪-১৬

শান্তমতি রাজা পরীক্ষিৎ স্বীয় পুত্র জনমেজয়ের

হস্তে রাজ্যভাব অর্পণ করিয়া নিরুদ্দিগ হইয়াছিলেন এবং সোৎসাহে গঙ্গার দক্ষিণকূলে কুশাসিন বিস্তার করিয়া উত্তরমুখে উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে এইভাবে প্রায়োপবেশন করিতে দেখিয়া স্বর্গে দেবতা সকল সানন্দহৃদয়ে তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, ক্ষণে ক্ষণে দ্রুমুভির শব্দ হইতে লাগিল। যে সকল মহর্ষি সমাগত হইয়াছিলেন, প্রজাদিগের উপকার করাই তাঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম এবং ইচ্ছামাত্রে তাঁহারা তাহা করিতেও পারিতেন। এক্ষণে তাঁহারা পুণ্যশ্লোক হরির মনোহর গুণগান করিতে লাগিলেন এবং পরীক্ষিতের বহু প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—রাজর্ষে! আপনি যে একরূপ সংকার্যের অনুষ্ঠান করিবেন, ইহাতে বিষয় কি আছে? আপনি কৃষ্ণভক্ত পাণ্ডবদিগের কংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পাণ্ডবগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বচর হইবার অভিলাষে অনায়াসে চিরসেবিত রাজ্য ও রাজমুকুট পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ১৭-২০



সর্বৈ বয়ং তাবদিহাস্মহেহথ কলেবরং যাবদসৌ বিচাঃ ।  
 লোকং পরং বিরজস্কং বিশোকং যাস্ত্যতয়ং ভাগবতপ্রধানঃ ॥ ২১ ॥  
 আশ্রিত্যর্ষিগণবচঃ পরীক্ষিৎ সমং মধুচ্যুদগুরু চাব্যলীকম্ ।  
 আভাষিতেনানভিবন্দ্য যুক্তঃ শুশ্রূষমাণশ্চরিতানি বিষ্ণোঃ ॥ ২২ ॥  
 সমাগতাঃ সর্বত এব সর্বৈ বেদা যথা মূর্তিধরাস্ত্রিপূষ্ঠৈ ।  
 নেহাথ নামুত্র চ কশ্চনার্থ ঋতে পরানুগ্রহমাত্মশীলম্ ॥ ২৩ ॥  
 তপশ্চ বঃ পৃচ্ছ্যমিদং বিপৃচ্ছৈ বিশ্রভ্য বিপ্রা ইতিকৃত্যতায়াম্ ।  
 সর্বাশ্রুনা ত্রিয়মাণৈশ্চ কৃত্যং শুদ্ধঞ্চ তত্রায়শতাভিযুক্তাঃ ॥ ২৪ ॥  
 তত্রাভবন্তগবান্ ব্যাসপুত্রো যদৃচ্ছয়া গামটমানোহনপেক্ষঃ ।  
 অলক্ষ্য-লিপ্তো নিজলাভভূমৌ বৃতশ্চ বালৈরবধূতবেশঃ ॥ ২৫ ॥  
 তং দ্ব্যষ্টবর্ষং স্কুমারপাদকরোরুবাহুংসকপোলগাত্রম্ ।  
 চার্কীয়তাক্ষোল্লসতুলং কর্ণ-স্বভ্রাননং কক্ষু-স্বজাতকণ্ঠম্ ॥ ২৬ ॥

হে মুনিগণ! ষতদিন গায়ন্ত এই ভগবদ্বক্ত  
 রাজা নিজ কলেবর ত্যাগ করিয়া, মায়ার অতীত  
 শোকদুঃখহীন শ্রেষ্ঠ গতিলাভ না করেন, আসুন,  
 ততদিন আমরা এই স্থানে অবস্থান করি। ২১

পরীক্ষিৎ মুনিগণের এইরূপ উদার গম্ভীর অর্থযুক্ত  
 অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের চরণে প্রণত  
 হইলেন, এবং হার-কথাগত পান করিতে অভিলষী  
 হইয়া বলিলেন,—সত্যলোকবাসী মূর্তিমান্ বেদের  
 জ্ঞায় আপনারা সকলে আমাকে অনুগ্রহ করিবার  
 নিমিত্ত চতুর্দিক্ হইতে এখানে সমাগত হইয়াছেন ;  
 কেন না, পরের উপকারসাধন আপনাদিগের ঐহিক  
 ও পারত্রিক উভয়বিধ কৰ্ম্মেরই উদ্দেশ্য । স্বার্থের  
 জন্ত আপনারা কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হন না। ২২-২৩

হে বিপ্রমণ্ডলি! এক্ষণে আপনাদিগকে একটি কথা  
 জিজ্ঞাসা করি,—সর্ব অবস্থায়, বিশেষতঃ মৃত্যুদশায়  
 পতিত হইলে মনুষ্য কোন্ কোন্ কার্য্যকে পবিত্র  
 বোধ করিয়া কর্তব্যরূপে গ্রহণ করিবে? আপনারা  
 বিচার করিয়া আমাকে ইহার উত্তর প্রদান করুন। ২৪

নরপতির এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে বাইয়া  
 ঋষিদিগের মধ্যে কেহ বলিলেন—যাগ, কেহ বলিলেন,

—যজ্ঞ, কেহ তপস্তা, কেহ বা যোগ, আবার  
 কেহ বা দানকেই পরম পবিত্র কৰ্ম্ম বলিয়া উল্লেখ  
 করিলেন। এইরূপ মতভেদ হওয়াতে তাঁহাদিগের  
 মধ্যে বিচার বিতর্ক আরম্ভ হইল। এই  
 সময়ে ব্যাসনন্দন শুকদেব যদৃচ্ছাক্রমে পর্য্যটন  
 করিতে করিতে সহসা সেইস্থানে সমাগত হইলেন।  
 তাঁহার শরীরে কোন আশ্রমেরই লক্ষণ ছিল  
 না। তিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎ পাইয়াই পরিতুষ্ট ছিলেন,  
 সাধারণ মনুষ্যগণ যে ব্যক্তিকে সমাজ হইতে  
 বহিষ্কৃত করিয়া দেয়, তিনি সেই অবধূতের বেশ ধারণ  
 করিয়াছিলেন। তাঁহাকে উদ্ভাস্ত ভাবিয়া শিশুগণ  
 ঘিরিয়া ধরিয়া কত প্রকার কৌতুক করিতেছিল ;  
 বাহু আকার দেখিয়া তাঁহার অন্তর্নিহিত তেজঃ  
 অনুমান করা বাইত না। তাঁহার বয়ঃক্রম বোড়শ  
 বৎসর মাত্র। তাঁহার হস্ত, পদ, উরু, বাহু,  
 কক্ষ, গণ্ঠদেশ ও গাত্র অতি কোমল ; নরনরায়  
 বিশাল ও মনোহর, নালিকা উচ্চ, কর্ণময়  
 অধিক দীর্ঘ বা হ্রস্ব ছিল না। বদন—সুন্দর,  
 ক্রয়ুগল অতিশয় শোভন, শব্দের জ্ঞায় কণ্ঠ  
 সুগঠিত। ২৫-২৬



নিগূঢ়জক্রং পৃথুভুঙ্গবক্ষসমাবর্তনাভিঃ বলিবলগৃদরঞ্চ ।  
 দিগম্বরং বক্রবিকর্ণকেশং প্রলম্ববাহুং সমরোত্তমাভম্ ॥ ২৭ ॥  
 শ্যামং সদাপাব্যবয়োহঙ্গলক্ষ্ম্যা স্রোণাং মনোজ্ঞং রুচিরস্মিতেন ।  
 প্রতু্যথিতান্তে মুনয়ঃ স্মাসনেভ্যস্তল্লক্ষণজ্ঞা অপি গৃঢ়বর্চসম্ ॥ ২৮ ॥  
 স বিষ্ণুরাতোহতিথয়ে আগতায় তস্মৈ সপয্যাং শিরসা আঙ্গহার ।  
 ততো নিরুত্তা হুবুধাঃ স্ত্রিয়োহর্ভকা মহাসনে সোপবিবেশ পূজিতঃ ॥ ২৯ ॥  
 স সংব্রতস্তত্র মহান্মহোয়সাং ব্রহ্মগিরাজর্ষিদেবমিসংঘেঃ ।  
 ব্যরোচতালং ভগবান্ যথেন্দুগ্রহক'তারানিকরৈঃ পরাতঃ ॥ ৩০ ॥  
 প্রশান্তমাসামমকুষ্ঠমেধসং মুনিং নৃপো ভাগবতোহভ্যুপেত্য ।  
 প্রণম্য মৃদ্ধাবহিতঃ কৃতাজ্জলিনঃ গিরা সূনুতবান্ পৃচ্ছৎ ॥ ৩১ ॥

শ্রীপরীক্ষিতুবাচ ।

অহো অগ্ৰ বয়ং ব্রহ্মানু সংসেব্যাঃ ক্ষত্রবন্দবঃ । কৃপযাতিথিরূপেণ ভবন্তি স্তীর্থকাঃ কৃতাঃ ॥ ৩২ ॥  
 যেমাং সংস্মরণাং পুংসাং সগ্গঃ শুদ্ধান্তি বৈ গৃহাঃ । কিং প্নর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥ ৩৩ ॥

কঠেব নিম্নস্থ অস্থিহয় মাংসে আবৃত, বক্ষঃস্থল  
 বিস্তৃত ও উন্নত, নাভিদেশ আবর্তের আয় গভীর,  
 উদর নিম্নগামিনী রোমরেখায় সুসজ্জিত ; দিগম্বর-  
 বেশ, কুঞ্চিত কেশদাম মস্তকের চারিধারে ছড়াইয়া  
 পড়িয়াছে, বাহুদ্বয় আজামুলম্বিত, শরীর হইতে  
 সুরশ্রেষ্ঠ শ্রীহরির আয় আভা বাহির হইতেছে ।  
 দেহটি শ্যামবর্ণ, পূর্ণযৌবনের সৌন্দর্যযুক্ত এবং  
 মনোহর ঈষৎ হাস্ত দ্বারা যেন রমণীগণের মনঃ হরণ  
 করিয়া লইতেছেন । যদিও তাঁহার নিজ তেজঃ  
 বাহিরে প্রকাশ পায় নাই, তথাপি ঋষিরা তাঁহার  
 এই সকল অসাধারণ লক্ষণ দেখিয়া চিনিতে পারিলেন  
 এবং দেখিবামাত্রই আসন হইতে উঠিয়া তাঁহার  
 সম্বর্দনা করিলেন । ২৭-২৮

বিষ্ণুভক্ত রাজা পরীক্ষিৎ সেই অতিষিকে আগত  
 দেখিয়া নিজ মস্তক ভুলুপ্তিত করিয়া তাঁহার পূজা  
 করিলেন । তাহা দেখিয়া যে সকল অজ্ঞান  
 বালক ও রমণীগণ তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল,  
 তাহারা সকলেই পলায়ন করিল । তখন

শুকদেব পূজা গ্রহণ করিয়া উত্তম আসনে উপবিষ্ট  
 হইলেন । ২৯

তিনি তেজস্বিতায় সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন  
 বলিয়া চন্দ্রের আয় শোভা পাইতে লাগিলেন, আর  
 চতুর্দিকে বেঁটন করিয়া অবস্থিত—ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি  
 ও দেবর্ষিগণ—শুকাদি গ্রহ, অগ্নিনি প্রভৃতি নক্ষত্র ও  
 অশ্বাশ্ব তারকাপুঞ্জের আয় প্রতিভাত হইতে  
 লাগিলেন । ৩০

ভগবন্তের রাজা পরীক্ষিৎ তাঁহার নিকট গমন-  
 পূর্বক ভূমিতে মস্তক স্তুপিত করিয়া প্রণাম করিলেন  
 এবং বাব বার প্রণত হইয়া করমোড়ে মধুর-ভাবে  
 জিজ্ঞাসা করিলেন,—দেব, আমরা নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়-  
 বংশে জন্মলাভ করিয়াও আজ সাধুদিগের উপাস্ত  
 হইয়াছি, কারণ, আপনি অতিথি হইয়া আমাদের  
 পবিত্র করিলেন । ৩১-৩২

আপনাদিগকে স্মরণ করিলে গৃহীদিগের আশ্রম  
 পবিত্র হয়, অতএব দর্শন, স্পর্শ, পাদপ্রক্ষালন ও  
 আসন-গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে অধিক কি বলিব ? ৩৩



সান্নিধ্যাত্তে মহাযোগিন্ পাতকানি মহান্ত্যপি । সন্তো নশ্চিন্তি বৈ পুংসাং বিষ্ণোরিব স্মরেতরাঃ ॥ ৩৪ ॥  
 অপি মে ভগবান্ প্রীতঃ কৃষ্ণঃ পাণ্ডুস্ততঃপ্রিয়ঃ । পৈতৃষসেয়প্রীত্যর্থং তদেগাত্রেস্তাত্ত্ববান্ধবঃ ॥ ৩৫ ॥  
 অন্যথা তেহব্যক্তগতেদর্শনং নঃ কথং নৃণাম্ । নিতরাং ত্রিয়মাণানাং সংসিদ্ধস্ত বনৌয়সঃ ॥ ৩৬ ॥  
 অতঃ পৃচ্ছামি সংসিদ্ধিং যোগিনাং পরমং শুরুম্ । পুরুষশ্চেহ যৎ কার্য্যং ত্রিয়মাণস্ত সর্ব্বথা ॥ ৩৭ ॥  
 যচ্ছোভব্যমথো জপ্যং যৎ কর্তব্যং নৃভিঃ প্রভো । স্মর্তব্যং ভজনীয়ং বা ক্রহি যদ্বা বিপর্য্যয়ম্ ॥ ৩৮ ॥  
 নুনং ভগবতো ব্রহ্মন্ গৃহেষু গৃহমেধিনাম্ । ন লক্ষ্যতে হবস্থানমপি গোদোহনং কচিৎ ॥ ৩৯ ॥  
 শ্রীসূত উবাচ ।

এবমভ্যাসিতঃ পুৰুষঃ স রাজ্ঞা শ্লক্ষ্ময়া গিরা । প্রত্যভাষত ধর্ম্মজ্ঞো ভগবান্ বাদরায়ণিঃ ॥ ৪০ ॥

উ[ ৩ ] শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পাবনহংস্যাং সাংহিত্য্যাং বৈষ্ণবসিদ্ধ্যাং প্রথমস্কন্ধে

পার্বীক্ষিতে শুকাগমনং নাম পঞ্চোদ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

সমাপ্তশচায়ং প্রথমঃ স্কন্ধঃ ।

আপনি মহাযোগী, বিষ্ণুর দর্শনে অস্মরণ যেন বিনষ্ট হয়, সেইরূপ আপনাকে দেখিলেই মানবের মহাপাতকও বিদূরিত হয় । ৩৪

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগকে অতিশয় ভালবাসিতেন, তিনিই কি প্রশ্ন হইয়া সেই প্রিয় পিতৃ-স্বসার সম্মানগণের প্রীতির জগ্গ অচ্ছ আমার প্রতিও বন্ধুতা প্রকাশ করিলেন? নতুবা এই মরণ-সময়ে আমি কিরূপে আপনার দর্শন পাইতাম? আপনি সিদ্ধপুরুষ, আপনার গতি জানিতে পারা যায় না । আপনি সেই ভগবানের রূপাতেই আমার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন এবং আমার অভীষ্ট বিষয়ের জিজ্ঞাসা করিবার এই সুযোগ ও প্রবৃত্তি আপনি যাঁচিয়া প্রদান করিয়াছেন । ৩৫-৩৬

আপনি যোগিগণেরও পরমগুরু, অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করি,—যুমুগু এবং যুমুকু ব্যক্তি

কি কৰ্ম্ম করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে? কোন্ কৰ্ম্মই বা তাহাদিগের কৰ্ত্তব্য? প্রভো, মনুষ্যদিগের কি শ্রবণ, জপ, অনুষ্ঠান, স্মরণ এবং ভজন করা উচিত? কোন্ কৰ্ম্মই বা তাহাদিগের অকৰ্ত্তব্য? আপনি এ বিষয়ে আমাকে উপদেশ প্রদান করুন । ৩৭-৩৮

ব্রহ্মন্! আপনার দর্শন অতি দুর্লভ । শুনিয়াছি, একটি গাভী-দোহনের যেটুকু সময়, ততক্ষণও গৃহীদিগের আশ্রমে আপনি অবস্থান করেন না । সুতরাং কৃপা করিয়া এখনই আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন । ৩৯

সূত বলিলেন,—রাজা পার্বীক্ষিৎ মধুর-বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া এইরূপ প্রশ্ন করিলে, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ভগবান্ ব্যাসনন্দন শুকদেব উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন । ৪০

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

প্রথম স্কন্ধ সমাপ্ত ।



# শ্রীমদ্ভাগবত

## দ্বিতীয়ঃ স্কন্ধঃ

### প্রথম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ ।

বরায়ানেষ তে প্রশ্নঃ কৃতো লোকহিতং নৃপ । আশ্রুবিংসম্মতঃ পুংসাং শ্রোতব্যাদিষু যঃ পরঃ ॥ ১ ॥  
শ্রোতব্যাदीনি রাজেন্দ্র নৃণাং সান্তি সহস্রশঃ । অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্ ॥ ২ ॥  
নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যায্যেন চ বা বয় । দিবা চাথেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা ॥ ৩ ॥  
দেহাপত্য-কলত্রাদিষ্মায়সৈশেষসংস্রপি । তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥ ৪ ॥  
তস্মাদ্ভারত সৰ্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ । শ্রোতব্যঃ কান্তিতব্যশ্চ স্মৰ্তব্যশ্চেচ্চতাহভয়ম্ ॥ ৫ ॥  
এতাবান্ সাক্ষ্যসোগাভ্যা সধস্মপরিনিষ্ঠয়া । জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ ॥ ৬ ॥

দ্বিতীয় স্কন্ধ—প্রথম অধ্যায়

বিরাট পুরুষের অঙ্গ-বর্ণন

শুকদেব বলিলেন,—মহাবাজ ! আপনি যে প্রশ্ন করিয়াছেন,—ইহা অতীব উত্তম এবং মোক্ষহেতু বলিয়া লোকহিতকর । জগতে যাহা কিছু মানবের শ্রোতব্য আছে, তাহার মধ্যে ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মুক্ত পুরুষগণেরও আদৃত । দেখুন, আত্মতত্ত্ব বিষয়ে দৃষ্টিহীন গৃহীদিগের সহস্র সহস্র শ্রোতব্য বিষয় আছে, তাহাদের বৃথাই আয়ুঃক্লয় হইয়া থাকে; সমস্ত জীবনকালের মধ্যে নিশাভাগ নিদ্রায় কিংবা রতি-ক্রোড়ায় এবং দিবাভাগ অর্থচিন্তায় অথবা পরিবার-প্রতিপালনে অতিবাহিত হয় । ১-৩

বিস্তৃতি—এখানে ‘সৰ্ব্বাত্মা’ এই পদে তিনি সে সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা বলা হইয়াছে । ‘ভগবান্’ পদে ঐশ্বর্য অতুল সৌন্দর্য্য সূচিত হইয়াছে । ‘ঈশ্বর’ পদ দ্বারা

তাহারা নিজ নিজ পিতৃ-পিতামহাদির দৃষ্টান্ত হইতে দেখিতে পাইতেছে যে, দেহ, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি এবং নিজ সৈন্ত-সামন্ত সমস্তই নশ্বর—অনিত্য, তথাপি আসক্তি-মদে মত্ত হইয়া তাহাদিগেব নশ্বরতা দেখিয়াও দেখিতেছে না । ৪

এই জন্ম হে ভারত-বংশতিলক ! যিনি অভয় চাহেন—মুক্তিকামনা করেন, তাঁহার পক্ষে সৰ্ব্বাত্মা ভগবান্ ঈশ্বর হরিকে স্মরণ করা, তাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্তন করা একান্ত কর্তব্য । স্বধর্ম্মনিষ্ঠা-সহকারে আত্মা ও অনাত্মজ্ঞানের (সাংখ্যমতের) অথবা অষ্টাঙ্গ-যোগের (যোগমতের) অনুশীলনের ফলে যে হরিস্মরণ হয়, তাঁহাই মনুজজন্মের লাভ । আর অন্তকালে শ্রীনারায়ণ-চরণ-স্মরণই পরম ও চরম লাভ । ৫-৬

তাঁহার অন্তর্গত যে একান্ত আবশ্যক এবং ‘হরি’ শব্দে তিনি সর্ববন্ধন-হরণকারী, ইহা কথিত হইয়াছে । ৫



প্রায়েণ মুনয়ো রাজমিবৃত্তা বিধি-সেধতঃ । নৈগুণ্যস্থা রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরেঃ ॥ ৭ ॥  
 ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্ । অধীতবান্ দ্বাপরাদৌ পিতুর্দ্বৈপায়নাদহম্ ॥ ৮ ॥  
 পরিনিষ্ঠিতোহপি নৈগুণ্যে উত্তমঃ শ্লোকলীলয়া । গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥ ৯ ॥  
 তদহং তেহভিধাশ্চামি মহাপৌরুষিকো ভবান্ । যস্য শ্রদ্ধধতামাশু শ্রামুকুন্দে মতিঃ সত্যী ॥ ১০ ॥  
 এতম্বিবিধমানানামিচ্ছ তামকুতোভয়ম্ । যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরেনামানুকীর্তনম্ ॥ ১১ ॥  
 কিং প্রমত্তস্য বহুভিঃ পরোক্ষৈঃ গায়নৈরিহ । বরং মুহূর্তং বিদিতং ঘটতে শ্রেয়সে যতঃ ॥ ১২ ॥  
 খট্টাকো নাম রাজর্ষির্জাত্যেয়তামিহায়ুষঃ । মুহূর্তাৎ সর্বমুৎসৃজ্য গতবানভয়ং হরিম্ ॥ ১৩ ॥  
 তবাপ্যেতহি কৌবব্য সপ্তাহং জীবিতাবধিঃ । উপকল্পয় তৎ সর্বং তাবদয়ৎ সাম্পরায়িকম্ ॥ ১৪ ॥

যে মুনীগণ শাস্ত্রায় বিধিনিষেধের অতীত হইয়া নিগুণ ব্রহ্ম ভাবনা করেন, তাঁহারাও হরিগুণশ্রবণে ও কীর্তনে আনন্দলাভ করিয়া থাকেন । ৭

আমি যে পুরাণ বলিতেছি, -ইহার নাম ভাগবত, সমস্ত বেদের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে। দ্বাপরযুগের অন্তিমভাগে আমি ইহা পিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলাম । ৮

রাজর্ষে! যদিও আমি নিগুণ ব্রহ্মেই মগ্ন হইয়া আছি, তথাপি সেই পুরাণের আখ্যায়িকা পাঠ করিয়া অবধি ত্রিভুগবানের পণ্যচরিত-লীলায় আকৃষ্ট হইয়াছি ।

আপনি বিষ্ণু-ভক্ত, সেই জগৎ পবিত্র ভাগবত-পুরাণ আপনার নিকট কীর্তন করিব। তাহাতে শ্রদ্ধাসমাবেশ হইলে সকলেরই অহৈতুকী বিষ্ণু-ভক্তির উদয় হয় । ১০

অন্তঃপ্রদ শ্রীহরির নাম কীর্তন ও শ্রবণ করিলে

**বিস্তৃতি**—রাজা খট্টাক দেবপক্ষ গ্রহণ করিয়া, দৈত্যদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন। তৎপরে দেবগণ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিতে উদ্বৃত্ত হইলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আগে বলন, আমার আয়ুঃ আর কত দিন আছে?” দেবগণ বলিলেন,—“হার এক মুহূর্তকাল। ইহা শুনিয়াই রাজা খট্টাক দেবদত্ত বিমানে আরোহণ

কি বিরাগী,—কি কামো—কি যোগী সকলেরই এই প্রকার ফললাভ হইয়া থাকে । ১১

বিষয়-প্রমত্ত ব্যক্তির অলক্ষিতভাবে বহু অতীত হইলেও তাহা বুধাই অতীত হয়, কিন্তু মুহূর্তের জগৎ যদি কেহ লক্ষ্য করিতে পারে যে,—আমার সময় বুধা চলিয়া যাইতেছে, তাহা হইলে সেই মুহূর্ত-কালও শ্রেয়স্কর, কেন না,—তখনই সে আত্ম-মঙ্গলের জগৎ উত্তোগী হইতে পারে। মহারাজ! পুরাকালে খট্টাক নামে এক রাজর্ষি ছিলেন, তিনি নিজ আয়ুঃ আর মুহূর্তকালমাত্র অবশিষ্ট আছে জানিতে পারিয়া, ক্ষণকালের মধ্যে সর্বব্যাপী হইয়া ত্রিহরির অভয় চরণে শরণ লইয়াছিলেন । ১২-১৩

হে কোরবরাজ! আপনারও পরমায়ুর আর সাত দিনমাত্র অবশিষ্ট আছে, অন্তএব যাহার দ্বারা পারলৌকিক সদগতি লাভ করা যাইতে পারে, সেইরূপ কার্য আপনিও এই সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করুন । ১৪

করিয়া, মর্ত্যলোকে আগমন করিলেন এবং শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলেন। স্বর্গলোক রজঃপ্রধান-ভোগভূমি, ভারতভূমি কম্বুভূমি, এখান হইতেই মুক্তিলাভ সম্ভবপর হয়, সেই জগৎ খট্টাক নৃপতি অনায়াসে স্বর্গভোগ করিয়া মন্ত্যে আসিয়াছিলেন। (শ্রীধর আমার টীকা) । ১৫



অন্তকালেহপি(তু)পুরুষ আগতে গতসাধ্বসঃ । ছিন্দ্যাদসঙ্গশস্ত্রেণ স্পৃহাং দেহেহনু যে চ তম্ ॥১৫॥  
 গৃহাং প্রত্নজিতো ধীরঃ পুণ্যতীর্থজলাপ্লুতঃ । শুচৌ বিবিক্ত আসীনো বিধিবৎকালিতাসনে ॥১৬॥  
 অভ্যাসেন্মনসা শুদ্ধং ত্রিরদ্ব ত্রাক্ষরং পরম্ । মনো যচ্ছেজ্জিতশ্বাসো ব্রহ্মবীজমবিস্মারন্ ॥১৭॥  
 নিযচ্ছেদ্বিষয়েভ্যোহি ক্লামনসা বুদ্ধিসারথিঃ । মনঃ কস্মভিরাক্ষিপুং শুভার্থে ধারয়েদ্ধিয়া ॥ ১৮ ॥  
 তত্ৰৈকাবয়বং ধ্যায়ৈদব্যুচ্ছিন্নেন চেতসা । মনো নির্বিষয়ং যুক্ত্বা ততঃ কিঞ্চন ন স্মরেৎ ।

পদং তৎ পরমং বিষ্ণোর্যনো যত্র প্রসাদতি ॥ ১৯ ॥

রজস্তুমোভ্যাগাক্ষিপুং বিমুঢ়ং মন আত্মনঃ । যচ্ছেদ্ধারণয়া ধারো হস্তি যা তৎকৃতং মনশ্চ ॥২০॥  
 যতঃ সন্ধার্যমাণায়াং যোগিনো ভক্তিলক্ষণঃ । আশু সম্পদগতে যোগ আশ্রয়ঃ ভদ্রমৌকতঃ ॥২১॥

শ্রীরাজোবাচ ।

যথা সন্ধার্যতে ব্রহ্মন্ ধারণা যত্র সম্মতা । যাদৃশী বা হরেদাশু পুরুষস্ত মনোমলন্ ॥ ২২ ॥

শ্রীশুক উবাচ ।

জিতাসনো জিতশ্বাসো জিতমঙ্গো জিতেন্দ্রিয়ঃ । স্থূলে ভগবতো রূপে মনঃ সন্ধারয়েদ্ধিয়া ॥২৩॥

অন্তকাল উপস্থিত হইলে জীব যুক্ত্যভয় বিদূরিত করিয়া বৈরাগ্যরূপ শব্দ দ্বারা প্রথমে আত্মসুখরূপ বন্ধন, তৎপরে শ্রী-পুত্রাদির স্নেহপাশ ছেদন করিবে । ১৫

বিচক্ষণ ব্যক্তি নিজ গৃহ হইতে যাত্রা করিয়া আসিয়া পুণ্য-তীর্থজলে স্নান করিবেন, তৎপবে নিচ্ছন্ন স্থানে বিধিপূর্বক পবিত্র আসন রচনা করিয়া তাহাতে উপবেশন করিবেন । তাহার পর অকারাদি তিনটি বর্ণে মিলিত প্রণবমন্ত্র মনে মনে জপ করিতে থাকিবেন । প্রণবমন্ত্র স্মরণ করিতে করিতে প্রাণায়াম দ্বারা মনকে বশীভূত করিবেন । ১৬-১৭

পরে তিনি নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধিব সহায়তায় মনের দ্বারা বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়দিককে আকষণ করিবেন । আবার সেই বুদ্ধি সাহায্যে বাসনা দ্বারা মনকে আকৃষ্ট করিয়া ভগবানের রূপে সংলগ্ন করিবেন । ( ইহার নাম ধারণা ) । ১৮

তৎপরে ভগবানের সমগ্ৰ রূপ হইতে বিযুক্ত না করিয়া এক একটি অবয়ব ধ্যান করিবেন ( ইহার নাম ধ্যান ) অনন্তর মনকে সমস্ত বিষয় হইতে নিবৃত্ত

করিলে আর কিছুই চিন্তা করিবেন না । ( ইহার নাম সমাধি ) । যেখানে মন শান্তভাবে ধারণ করে, তাহার নাম শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ । ১৯

যদি পুনরায় মন রজোগুণ দ্বারা চঞ্চল এবং তমোগুণ দ্বারা মূঢ়ভাবে প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ধীর ব্যক্তি ধারণা দ্বারাই তাহাকে আবার দমন করিবে, কারণ, ধারণাই রজঃ ও তমঃ হইতে উদ্ধৃত মল নাশ করিতে সমর্থ । ২০

ধারণাসিদ্ধ হইলেই যোগিগণ ভক্তিবোগে সত্ত্ব সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন এবং সেই সুখময় বিষয় অনুভব করিয়া প্রীত হন । ২১

রাজা পরীক্ষিত কহিলেন,—হে সূত্রাক্ষণ, বলুন ! ধারণা কিরূপে করা যাইতে পারে ? কিসেই বা তাহা প্রতিষ্ঠিত থাকিবে ? কিরূপে অনুষ্ঠিত হইলেই মানবের মনোমল দূর করিতে সমর্থ হয় ? ২২

শুকদেব বলিলেন,—রাজন ! আসন ও প্রাণায়াম দ্বারা বিষয়াসক্তি ও ইন্দ্রিয় জয় করিয়া বুদ্ধিসহযোগে মনকে শ্রীভগবানের স্থূলরূপে ধারণ করিতে হয় । ২৩



বিশেষস্তস্য দেহোহয়ং স্থবিষ্ঠশ্চ স্থবায়সাম্ । যত্রেদং ব্যজ্যতে বিশ্বং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ সৎ ॥২৪॥  
অণ্ডকোষে শরীরেহস্মিন্ সপ্তাবরণসংযুতে । বৈরাজঃ পুরুষো যোহসৌ ভগবান্ ধারণাত্মকঃ ॥২৫॥

পাতালমেতস্য হি পাদমূলং পঠন্তি পার্শ্ব-প্রপদে রসাতলম্ ।  
মহাতলং বিশ্বম্ভ্রোহথ গুল্ফো তলাতলং বৈ পুরুষস্য জজ্ঞে ॥ ২৬ ॥  
ছে জানুনী সূতলং বিশ্বমূর্তেরুরুদ্বয়ং বিতলঞ্চাতলঞ্চ ।  
মহীতলং তজ্জঘনং মহাপতে নভস্তলং নাভিসরো গৃণন্তি ॥ ২৭ ॥  
উরঃস্থলং জ্যোতিরনীকমস্য গ্রীবা মহর্বদনং বৈ জনোহস্য ।  
তপো ররাটীং বিদুরাদিপুংসঃ সত্যস্ত নীৰ্ঘাণি সহস্রশীর্ষাঃ ॥ ২৮ ॥  
ইন্দ্রাদয়ো বাহব আহরুত্সাঃ কর্ণো দিশঃ শ্রোত্রমমৃগ্য শব্দঃ ।  
নাসত্যদশ্রৌ পরমস্য নাসে ত্রাণোহস্য গন্ধো মুখমগ্নিরিচ্ছঃ ॥ ২৯ ॥  
দ্যৌরক্ষিণী চক্ষুরভূৎ পতঙ্গঃ পক্ষ্মাণি বিষোরহনী উভে চ ।  
তদ্রূপবিজ্ঞস্তঃ পরমেষ্ঠিধিম্যমাপোহস্য তালু রস এব জিহ্বা ॥ ৩০ ॥  
ছন্দাংস্তনন্তস্য শিরো গৃণন্তি দংষ্ট্রা যমঃ স্নেহকলা দ্বিজানি ।  
হাসো জনোন্মাদকরা চ মায়া দুরন্তসর্গো বদপাঙ্গনোক্ষঃ ॥ ৩১ ॥  
ব্রীড়োত্তরৌষ্ঠোহধর এব লোভো ধম্মস্তনোহধম্মপথোহস্য পৃষ্ঠম্ ।  
কস্তস্য মেঢ়ং বরণো চ মিত্রো কক্ষিঃ সমুদ্রা গিরয়োহস্তিসজ্জাঃ ॥ ৩২ ॥

তাঁহার বিরাট্ দেহ স্থল চটতেও স্থলত্তর ; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিন প্রকার কামাঠ তাঁহার দেহে প্রকাশ পাইয়া থাকে । ২২

এই বিরাট্ দেহ সপ্ত আবরণে আবৃত,—ক্ষিতি, অপ. তেজ, মরুৎ, বোম, অত্কারতত্ত্ব ও মহত্তত্ত্ব এই সাতটি আবরণ । ইহার মধ্যে যে বিরাট্ পুরুষ বাস করিতেছেন,—তিনিই পার্ণার আশ্রয় । ২৫

বিশ্বস্রষ্টা বিরাট্ পুরুষের পাদমূল হইল পাতাল, চরণের অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগ রসাতল, গুল্ফদেশ মহাতল, অঙ্গাদয় তলাতল, দুই জানু সূতল, উরুদ্বয় বিতল ও অন্তল, জঘনদেশ মহাতল, নাভিসরোবর নভস্তল ( ভুবলোক ), বক্ষঃস্থল স্রলোক, গ্রীবা মহলোক ও বদনমণ্ডল জনলোক, ললাট তপোলোক এবং সহস্র-নীবার মস্তক হইল সত্যলোক ; ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার

বাহু, দিক্ সকল তাঁহার কর্ণ, শব্দ তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয়, অগ্নিনীচুনারদ্বয় তাঁহার দুইটি নাসা, গন্ধ তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয়, প্রস্থলিত অগ্নি তাঁহার মুখ ; অন্তরিক্ষ তাঁহার চক্ষুর্গোলক এবং সূর্য্য চক্ষুরিন্দ্রিয়, রাত্রি ও দিন তাঁহার চক্ষুর পক্ষ্মদ্বয়, ত্রক্ষপদ তাঁহার ক্রতঙ্গ, জল তাঁহার তালুদেশ ও রস তাঁহার রসনা । ২৬-৩০

সেই অনন্ত পুরুষের ত্রক্ষরক্ষ, হইল সমগ্র বেদ । যম তাঁহার দংষ্ট্রা এবং পুঞ্জাদির প্রতি যে স্নেহলেশ, তাহাই হইল দন্ত, জনমনোমোহিনী মায়া তাঁহার হাস্য, অপার সৃষ্টি তাঁহার কটাক্ষ । লজ্জা তাঁহার ওষ্ঠ, লোভ অধর, ধর্ম্ম স্তন, অধর্ম্মপথ তাঁহার পৃষ্ঠদেশ, প্রজাপতি তাঁহার মেঢ়, মিত্র ও বরুণ—কোষদ্বয়, সাগর-সমূহ কৃক্ষি এবং গিরিশ্রেণী তাঁহার অস্থিনিচয় । ৩১-৩২



নচোহস্য নাড্যোহথ তনুরূহাণি মহীরুহা বিশ্বতনোন্পৈন্দ্র ।  
 অনন্তবীৰ্য্যঃ শ্বসিতং গাতপ্লিশা গতিৰ্বয়ঃ কৰ্ম্ম গুণপ্রবাহঃ ॥ ৩৩ ॥  
 ঈশস্য কেশান্ বিদুরম্বাহান্ বাসস্ত সক্ষাং কুরুবৰ্ষা ভঙ্গঃ ।  
 অব্যক্তমাহুর্হৃদয়ং মনশ্চ স চন্দ্রমাঃ সৰ্ব্ববিকারকোষঃ ॥ ৩৪ ॥  
 বিজ্ঞানশক্তিং মহিমামনন্তি সৰ্ব্বাত্মনোহন্তঃকরণং গিরিত্রয়ং ।  
 অশ্বাশ্বতয্যুর্ধ্বগজা নখানি সৰ্ব্বৈ মৃগাঃ পশবঃ শ্রোণিদেহে ॥ ৩৫ ॥  
 বয়াংসি তদ্ব্যাকরণং বিচিত্রং মনুর্শ্মনীষা মনুজো নিবাসঃ ।  
 গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধর-চারণাপ্সরঃ স্বর-স্মৃতিরশ্বরানোকবীৰ্য্যঃ ॥ ৩৬ ॥  
 ত্রেকাননং ক্ষত্ৰভূজো মহাত্মা বিড়ূরুরজ্জিহ্বিতকৃষ্ণবর্ণঃ ।  
 নানাবিধাভিজ্যগণোপপন্নো দ্রব্যাত্মকঃ কশ্ম বিতানসোগঃ ॥ ৩৭ ॥  
 ইয়ানসাবীশ্বরবিগ্রহস্য বঃ সন্নিবেশঃ কথিতো ময়া তে ।  
 সক্ষার্য্যতেহস্মিন্ বপুষি শ্ববিষ্ঠে মনঃ স্ববুদ্ধ্যা ন বতোহস্তি কিঞ্চিৎ ॥ ৩৮ ॥  
 স সৰ্ব্বধীরভ্যন্তভূতসৰ্ব্ব আত্মা যথা স্বপ্নজনেক্ষিতৈক ।  
 তং সত্যমানন্দনিধিঃ ভজেত নান্যত্র সজ্জেন্দ্রিয়ত আত্মপাতে ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পাবমহন্ত্যাং সন্থিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

দ্বিতীয়স্কন্ধে মহাপুরুষসংস্থানবর্ণনং নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

নদাগণ সেই বিগুমুর্ধ্বিবা নাড়াসবুহ, বৃক্ষ সকল তাঁহার রোমরাজি, অনন্তশক্তি বায়ু তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস, কাল তাঁহার গতি এবং জীবের সংসার তাঁহার ক্রীড়া। হে কুরুকুলমণি! জলধবমালা সেই ভূমা-ঈশ্বরের কেশকলাপ, সক্ষা তাঁহার বস, প্রকৃতি তাঁহার হৃদয়, আর সেই প্রসিদ্ধ চন্দ্র হইলেন তাহার মনঃ—যে মনঃ সমস্ত বিকারের আশ্রয়স্থান। বিজ্ঞানশক্তিই সেই সর্বাশ্রয় মহন্তর, রুদ্র তাহার অন্তঃকরণ—অহঙ্কারতত্ত্ব, অশ্ব, অশ্বতর, উর্ধ্ব ও হস্তী তাহার নখ এবং মৃগ ও অজ্ঞাত পশু তাহার কটিদেশ। ৩৩-৩৫

বিহঙ্গমগণ তাঁহার বিচিত্র শিল্পনৈপুণ্য; স্বায়ত্ত্বব মনু তাঁহার বুদ্ধি; পুরুষ তাঁহার আশ্রয়; গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, অপ্সবা ও চারণগণ তাঁহার ষড়্জ প্রভৃতি স্বর এবং অমুরসৈন্য তাঁহার বীৰ্য্য। ৩৬

ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখ, ক্ষত্রিয় তাঁহার বাহু, বৈশ্য

তাঁহার উরুদেশ, শূদ্র তাহার পদ। বস্তু কল্প প্রভৃতি বিবিধনামধারা বহু দেবগণে তিনি পরিবৃত্ত এবং যত্নের দ্বারা সম্পাদিত যাগ-যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম তাঁহার অভ্যন্তরে। ৩৭  
 আপনাব নিকট ঈশ্বরীয় বিগ্রহের অবয়ব-সন্নিবেশ যাহা বর্ণনা করিলাম—এই স্থূলশরীরে বুদ্ধি স্থিতি করিয়া মনে তাহা ধারণ করুন—ইহা ব্যতীত সংসারে আর কিছুই নাই। ৩৮

জীব ষেরূপ স্বপ্নে বহুবিধ দেহ কল্পনা করিয়া সেই দেশের ইন্দ্রিয় দ্বারা সমস্ত জ্ঞান করে, সেইকণা সেই সর্বাশ্রয় বিরাট পুরুষ সকলের বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা সমস্ত বিষয় অনুভব করেন। সেই আনন্দনিধি সত্যস্বরূপ দিরাটপুরুষে চিত্ত স্থির করিয়া তাঁহারই উপাসনা করিবেন, ইহা ব্যতীত অশ্রুত কোন বিষয়ে আসক্ত হইতে নাই, আসক্ত হইলেই আবার সংসারে পতিত হইতে হইবে। ৩৯

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত



## দ্বিতীয় অধ্যায়

ত্রিশুক উবাচ ।

এবং পুরা ধারণায় যোনির্নষ্টাং স্মৃতিং প্রত্যবরুধ্য তুষ্টাৎ ।

তথা সসর্জেদমমোঘদৃষ্টির্ঘথাপ্যয়াৎ প্রাথ্যবসায়বুদ্ধিঃ ॥ ১ ॥

শাস্ত্রম্ হি ব্রহ্মণ এষ পশুঃ যন্নামভিধীয়তি ধীরপাঠৈঃ ।

পরিভ্রমংস্তত্র ন বিন্দতেহর্ধান্ মায়াময়ে বাসনয়া শয়ানঃ ॥ ২ ॥

অতঃ কবিনামস্ম যাবদর্থঃ স্যাদপ্রমত্তো ব্যবসায়বুদ্ধিঃ ।

সিদ্ধেহুত্থার্থে ন যতেত তত্র পরিভ্রমং তত্র সগীক্ষমাণঃ ॥ ৩ ॥

সত্যাং ক্রিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈর্বাহৌ স্বসিদ্ধে হ্যাপবর্জণৈঃ কিম্ ।

সত্যঞ্জলৌ কিং পুরুষাঃ সপাত্র্যা দিধঙ্কলাদৌ সতি কিং দুকূলৈঃ ॥ ৪ ॥

যোগি প্রবচনং ব্রহ্মণঃ উৎকর্ষ-প্রাপ্তি

শুকদেব বলিলেন,—নরনাথ ! পুরাকালে শ্রীমদ-

সময়ে ব্রহ্মা পূর্বতন স্মৃতিব বিষয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তৎপরে বিরাট পুরুষেব ধারণা দ্বারা ত্রৈলোক্যকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহারই রূপায় লুপ্ত স্মৃতিশক্তি লাভ করেন । তখন তিনি হিরবুদ্ধি ও অমোঘদৃষ্টি হইয়া, পূর্বের যেমন ছিল, তেমনিভাবে পুনরায় বিধ্বংস করিয়া-ছিলেন । ১

ভগবানের উপাসনা-কালে যাহার বৈবাগ্যের উদয় হইয়াছে, তিনিও এইরূপ ধারণার অধিকারী, এইজন্য বৈবাগ্যের প্রণাম ও কক্ষফলেব নিন্দা করা হইয়া থাকে । এই যে শব্দব্রহ্মস্বরূপ বেদ, তাহাতে যে পঞ্চ নির্দিষ্ট হইয়াছে,—সেই পঞ্চ প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি নিরর্থক স্বর্গাদি নাম প্রবেশ করায় সাধকের বুদ্ধি শুধু সেই সেই বিষয়ে চিন্তা করিয়া কামনা-যুক্ত হয় । কিন্তু জীব যেমন বাসনাবশে মায়াময় শয়ান শয়ান হইয়া শুধু সুখেব স্বপ্ন দেখে, প্রকৃত সুখ ভোগ

করিতে পায় না, সেইরূপ মনুষ্য মায়াময় নামমাত্র স্বর্গাদিলোকে গমন করিয়া প্রকৃত সুখ লাভ করিতে পারে না । ২

সম্পূর্ণভাবে কক্ষফল ত্যাগ করিতে হইলে ত' নিকর্ষা হইতে হয় । নিকর্ষা হইলে দেহধারণও অসম্ভব । এইজন্য পণ্ডিতব্যক্তি নামমাত্র ভোগ্যবিষয় যতটুকু ভোগ করিলে দেহধারণ করা যাইতে পারে, ততটুকু মাত্র কবিবেন, কিন্তু তিনি নিশ্চিত জানেন যে, ইহা সুখকর নহে এবং কদাচ তাহাতে আসক্ত হ'ন না । আর যদি অন্যপ্রকারে দেহধারণের প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে পরিশ্রমমাত্র বোধ করিয়া বিষয়ভোগে একটুও যত্ন করেন না । ৩

ভূমিতল থাকিতে শস্যের জন্য প্রয়াস কেন ? স্বতঃসিদ্ধ বাহু থাকিতে বালিশের প্রয়োজন কি ? অঞ্জলি থাকিতে বহুবিধ ভোজনপাত্রের আবশ্যকতা কি ? দিক্ এবং বহুল প্রভৃতি থাকিতে বস্ত্রের জন্য আয়াস কেন ? ৪



চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং

নৈবাজ্জিপাঃ পরভূতঃ সরিতোহপ্যশুশ্যন।

রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোহবতি নোপসম্মান

কস্মান্তজন্তি কবয়ো ধনদুর্নদাক্তান্ ॥ ৫ ॥

এবং স্বচিতে স্বতএব সিদ্ধ আত্মা প্রিয়োহর্থো ভগবাননন্তঃ ।

তং নির্বৃত্তঃ সম্মিতার্থো ভজেত সংসারহেতুপরমশ্চ যত্র ॥ ৬ ॥

কস্তাং ত্বনাদৃত্য পরানুচিন্তামৃতে পশুনসতীং নাম কুর্যাৎ ।

পশুন্ জনং পতিতং বৈতরণ্যাং স্বকর্মজান্ পরিতাপান্ জুযাণম্ ॥ ৭ ॥

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্ ।

চতুর্ভূজং কঙ্ক-রথাক্ষ-শঙ্খ-গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥ ৮ ॥

প্রসন্নবক্ত্রং নলিনায়তেক্ষণং কদম্বকিঙ্করুপিশঙ্গবাসসম্ ।

লসন্মহারত্নহিরণ্যাক্ষদং স্মরন্মহারত্নকিরীটকুণ্ডলম্ ॥ ৯ ॥

উন্মিহ্রহংপঙ্কজকর্ণিকালয়ে যোগেশ্বরাস্থাপিতপাদপল্লবম্ ।

শ্রীলক্ষণং কৌস্তভরত্নকঙ্করমল্লানলক্ষ্ম্যা বনমালয়াচিতম্ ॥ ১০ ॥

পথে কি বস্ত্রখণ্ড পড়িয়া থাকে না ? তরুগণ পরপোষণের জন্যই ফল ধারণ করিয়া থাকে, তাহাদের নিকট প্রার্থনা করিলে কি তাহারা ভিক্ষা প্রদান করিবে না ? নদীগুলি কি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে ? গিরিগুহাসমূহ কি রুদ্ধ হইয়াছে ? শ্রীহরি কি শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করেন না ? সুধীগণ তবে কেন ধনমদে অন্ধ অবিবেকীদিগের উপাসনা করেন ? ৫

সেই অনন্তস্বরূপ ভগবান্ জীবের অন্তঃকরণে স্বভঃই বিরাজমান, তিনি আত্মা, অতএব পরম প্রিয়। অপর অনাত্ম পদার্থের দ্বারা তিনি মিথ্যা নহেন। তাঁহার সেবাও পরম আনন্দপ্রদ। সেই আনন্দে বিভোর হইয়া সর্বদা ভগবানের তজনা করিলে সংসারের নিদান সেই অবিজ্ঞাও বিদূরিত হয়। ৬

পশুপ্রায় কর্মজড় জনগণ ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি শ্রীহরির ধ্যান-ধারণা উপেক্ষা করিয়া অসার বিষয়চিন্তায় রত হয় ? মানব যে সংসার-বৈতরণীতে

পতিত হইয়া কর্মজনিত অনন্ত দুঃখ ভোগ করিতেছে, ইহা ত' প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ৭

নিজ দেহের মধ্যবর্তী হৃদয়দেশে যে অবকাশ আছে, তাহাতে এক প্রাদেশ-পরিমিত পুরুষ বাস করিতেছেন, কেহ কেহ ধারণা দ্বারা তাঁহাকেই ভাবনা করেন ; তাঁহার চারিটি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম শোভিত। ৮

তাঁহার আনন প্রসন্ন, লোচন পদ্মপলাশবৎ দীঘ, তাঁহার বসন কদম্বকেশরের মত হরিত্রাবর্ণ, তাঁহার বাহু মহারত্নে খচিত সুবর্ণবলয়ে শোভমান। তাঁহার কিরীট ও কুণ্ডল উজ্জ্বল মণিপ্রভায় দীপ্ত। ৯

তাঁহার পদপল্লবদ্বয় বোগিগণ নিজ নিজ হৃদয়-পদ্মের মধ্যদেশে রাখিয়া সত্তত চিন্তা করেন। তাঁহার হৃদয়ে শ্রীচিহ্ন ও কৌস্তভাণি বিরাজিত, এবং গলদেশে স্থির শোভাময়ী বনমালা লব্ধমান। ১০



বিভূষিতং মেখলয়াঙ্গুরীয়কৈর্মহাখনৈনু পুরকঙ্কণাদিভিঃ ।

স্নিগ্ধামলাকুণ্ডিতনীলকুন্তলৈর্বিরোচমানাননহাসপেশলম্ ॥ ১১ ॥

অদীনলীলাহাসিতেক্ষণোল্লসদ্রভঙ্গসংসূচিতভূষ্যনুগ্রহম্ ।

ঈক্ষেত চিন্তাময়মেতমীশ্বরং যাবন্মনো ধারণয়াবতিষ্ঠতে ॥ ১২ ॥

একৈকশোহঙ্গানি ধিয়ানুভাবয়েৎ পাদাদি যাবদ্ধাসিতং গদাভূতঃ ।

জিতং জিতং স্থানমপোহু ধারয়েৎ পরং পরং শুধ্যতি ধীর্যথা যথা ॥ ১৩ ॥

যাবন্ম জায়েত পরাবরেহস্মিনু বিশেষ্বরে দ্রষ্টরি ভক্তির্যোগঃ ।

তাৰং স্ববীয়ঃ পুরুষস্য রূপং ক্রিয়াবসানে প্রযতঃ স্মরেত ॥ ১৪ ॥

স্থিরং স্তবং চাসনমাস্থিতো যতির্ষদা জিহাস্রিমমঙ্গ লোকম্ ।

দেশে চ কালে চ মনো ন সজ্জয়েৎ প্রাণান্ নিগচ্ছেন্নমনা জিতাত্মঃ ॥ ১৫ ॥

মনঃ স্ববুদ্ধ্যামলয়া নিয়ম্য ক্ষেত্রজ্ঞ এতাং নিলয়েৎ তমাত্মনি ।

আত্মানমাত্মানুবরুধ্য ধীরো লকোপশাস্তিবিরমেত কৃত্যতঃ ॥ ১৬ ॥

ন যত্র কালোহনিমিষাং পরঃ প্রভুঃ কুতো নু দেবা জগতাং য ঈশিরে ।

ন যত্র সত্ত্বং ন রজস্তমশ্চ ন বৈ বিকারো ন মহান্ প্রধানম্ ॥ ১৭ ॥

তাঁহার বিভিন্ন অঙ্গে মেখলা, অঙ্গুরীয়, নুপুর, কঙ্কণ প্রভৃতি বহুমূল্য বিবিধ অলঙ্কার বিরাজিত, চিকণ আকৃষ্ণিত কৃষ্ণবর্ণ কেশপাশে ও মনোহর হাসে তাঁহার বদন অতিশয় মনোরম। আহা! তাঁহার মধুর হাস্যরেণায় ঈষৎ কুণ্ডিত ভ্রুভঙ্গে কত করুণা ফুটিয়া উঠে। যতক্ষণ মন ধারণা দ্বারা স্থির হইয়া থাকিতে পারে, ততক্ষণ সেই শ্রীহরিকেই চিন্তা করিবে। ১১-১২

গদাধরের চরণ হইতে বদন পর্য্যন্ত সমুদায় অঙ্গ এক এক করিয়া ধারণা পূর্বক ধ্যান করিতে হইবে। তাঁহার পদযুগল, গুল্ফ প্রভৃতি যে সকল অঙ্গ চিন্তা করিবামা এই অনায়াসে প্রকাশ পায়, সেই সকল অঙ্গ এক এক করিয়া পার হইয়া ক্রমে ক্রমে উত্তম অঙ্গসমূহ চিন্তা করিবে। তাহাতে বুদ্ধি স্থির ও পবিত্র হইবে। ১৩

যত দিন পর্য্যন্ত ত্র্যাদি হইতেও শ্রেষ্ঠ এই বিশ্বের সাক্ষীপুরুষে ভক্তির উদ্রেক না হয়, তত দিন আবশ্যক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া পরে একমনে তাঁহার স্থূল রূপ ভাবনা করিবে। ১৪

বাজন! বোঁগা অবশেষে যখন ঐ ভাবে দেহভ্যাগ

করিতে অভিলাষ করিবেন, তখন মনোমধ্যে বিশুদ্ধ স্থান বা কালের ভাবনা না করিয়া কেবল স্থিরভাবে সুখকর আসনে উপবেশন করিবেন এবং মনোদ্বারা প্রাণজয় করিয়া প্রাণায়াম করিবেন। ১৫

নির্মূল বুদ্ধি দ্বারা মনকে সংযত করিয়া পরে বুদ্ধিকে বুদ্ধি প্রভৃতির দ্রষ্টাতে অর্পণ করিবেন এবং সেই দ্রষ্টাকে বিশুদ্ধ আত্মায় ও আত্মাকে ত্র্যক্ষে লীন করিয়া শাস্তি উপভোগ করিবেন, এবং সমস্ত কার্য্য হইতে বিরত হইয়া যাইবেন। ১৬

সেই আত্মার সহিত একীভূত সমাহিত অবস্থায় দেবতাদিগেরও প্রভু—কাল কোন প্রকার প্রভু হ দেখাইতে পারিবেন না, আর কালের অধীন দেবতাদিগের ত' কথাই নাই। তাঁহাদিগেরই যদি কোন ক্ষমতা না থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদিগের একান্ত অনুগত প্রাণিগণ কি করিতে পারে? সে অবস্থায় জগৎকারণ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, কিছুই থাকে না এবং প্রকৃতি, অহঙ্কারতত্ত্ব ও মহত্ত্ব প্রভৃতি জগতের উপাদান—আর তাঁহাকে সৃষ্টির মধ্যে ফেলিতে পারে না। ১৭



পরং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি তদগ্নেতি নেতীত্যতত্বংসিস্থকবঃ ।  
 বিম্ভজ্য দৌরাভ্যামনন্তসৌহৃদা হৃদোপগুহ্যহঁপদং পদে পদে ॥ ১৮ ॥  
 ইথং মুনিস্তূপরমেদ্যবস্থিতো বিজ্ঞানদৃষ্টীর্ষ্যস্তরদ্ধিতাশয়ঃ ।  
 স্বপাৰ্শ্বিনাপীড়্য গুদং ততোহনিলং স্থানেষু ষট্‌সূক্ষ্মময়েজ্জিতরুমঃ ॥ ১৯ ॥  
 নাভ্যাং স্থিতং হৃদ্যাধিরোপ্য তস্মাদুদানগত্যোরসি তং নয়েন্মুনিঃ ।  
 ততোহনুসঙ্কায় ধিয়া মনস্বী স্বতালুমূলং শনকৈর্নয়েত ॥ ২০ ॥  
 তস্মাদ্ভ্রুবোরস্তরমুম্নয়েত নিরুদ্ধসপ্তাশ্বয়নোহনপেক্ষঃ ।  
 স্থিহা মুহূর্তাক্ষমকুণ্ডদৃষ্টির্নিভিদিয়া মূর্ধনং বিম্ভজেৎ পরং গতঃ ॥ ২১ ॥  
 যদি প্রযাস্যন্ নৃপ পারমেষ্ঠ্যং বৈহায়াসানামৃত যদ্বিহারম্ ।  
 অষ্টাধিপত্যং গুণসম্বিধায়ে সঠৈব গচ্ছেন্মনসেন্দ্রিয়ৈশ্চ ॥ ২২ ॥  
 যোগেশ্বরাণাং গতিমাহরন্তু বহিঃস্থিলোক্যাঃ পবনান্তরাত্মনাম্ ।  
 ন কৰ্ম্মভিত্তাং গতিমাণুবন্তি বিজ্ঞা-তপো-যোগ-সমাধিতাজাম্ ॥ ২৩ ॥

যোগী আত্মভিন্ন সকল বস্তুকেই 'ইহা আত্মা নহে', 'ইহা আত্মা নহে', এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিত্যাগ করেন এবং দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি দূর করিয়া প্রতিক্রমে সূক্ষ্ম দ্বারা বন্দনীয় ত্রিবিষ্ণুপাদপদ্ম ভাবনা করেন। তাঁহার অল্প বিষয়ে কোনরূপ আকর্ষণ থাকে না। অতএব সেই বিষ্ণুপাদই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যোগী এইরূপে বিশ্বকে ব্রহ্মময় ভাবিতে পারিলেই বিজ্ঞানবলে তাঁহার বিষয়-বাসনা বিনষ্ট হইয়া যাইবে, সুতরাং তিনি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবেন। অনন্তর নিজ পাদমূল দ্বারা গুহ্যদেশ রোধ করিয়া ক্রেশ জয় করিবেন—প্রাণবায়ুকে নাভি প্রভৃতি ছয়টি উচ্চ স্থানে লইয়া যাইবেন। ১৮-১৯

প্রথমে তিনি নাভিদেশে স্থিত মণিপূরক-চক্র হইতে প্রাণবায়ুকে হৃদয়দেশে অবস্থিত অনাহত-চক্রে লইয়া যাইবেন, তৎপরে উদানবায়ুর গতি নিশ্চয় করিয়া তাহাকে তথা হইতে কণ্ঠের নিম্নস্থ বিশুদ্ধ চক্রে প্রেরণ করিবেন। তৎপরে জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রাণবায়ুকে ধীরে ধীরে তালুদেশে উত্তোলন করিতে থাকিবেন, শেষে কর্ণ, চক্ষুঃ ও নাসিকার দুইটি করিয়া ছিদ্র ও মুখবিবর

এই সাতটি নির্গমপথ রোধ করিয়া তাহাকে তালু হইতে ক্রয়ুগলের মধ্যস্থিত আত্মাচক্রে আনয়ন করিবেন। অতঃপর তিনি যদি একেবারে কামনাশূন্য হন, তাহা হইলে আধ মুহূর্তমাত্র সেই স্থানে রাখিয়া প্রাণকে পরমব্রহ্মে মিলিত করিবার জগ্গ ব্রহ্মরন্ধ্রে লইয়া যাইবেন। পরক্ষণেই প্রাণ ব্রহ্মরন্ধ্রে ভেদ করিয়া দেহ ও ইন্দ্রিয়গণকে পরিত্যাগ করিবে। ২০-২১

আর যদি ব্রহ্মপদ—ব্যোমচারিসিদ্ধগণের বিহার-স্থান—অগ্নিমাди এশ্বর্য্য অথবা সমস্ত গুণের সমবায় এই ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হ' লাভ করিবার কামনা থাকে, তাহা হইলে ইন্দ্রিয় এবং মনকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহাদিগের সহিতই দেহের বহির্দেশে আগমন করিবেন। ২২

উপাসনারত ভগবদধর্ম্মপরায়ণ অষ্টাঙ্গ-যোগনিষ্ঠ এবং সমাধি-তৎপর যোগীদিগের প্রাণ-বায়ু-মধ্যে সূক্ষ্ম শরীর আছে, এইজগ্গ তাঁহার ত্রিলোকের অন্তরে ও বাহিরে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হন। কর্ম্মবাদিগণ শুধু কর্ম্মবলে সেইরূপ গতি লাভ করিতে পারেন না। ২৩



বৈশ্বানরং য়াতি বিহায়সা গতঃ স্মৃশ্বয়্যা ব্রহ্মপথেন শোচিষা ।

বিধূতকঙ্কোহথ হরেকৃদন্তাৎ প্রয়াতি চক্রং নৃপ শৈশুমারম্ ॥ ২৪ ॥

তদ্বিশ্বনাভিং ত্বতিবর্ত্য বিষ্ণোরণীয়সা বিরজেনাশ্বনৈকঃ ।

নমস্কৃতং ব্রহ্মবিদামুপৈতি কল্লায়ুষো যদ্বিবুধা রমন্তে ॥ ২৫ ॥

অথো অনন্তশ্চ মুখানলেন দন্দহমানং স নিরীক্ষ্য বিশ্বম্ ।

নির্ঘাতি সিদ্ধেশ্বরজুষ্ঠধিষণ্যং যদ্বৈপরাক্ষ্যং তদ্ব পারমেষ্ঠ্যম্ ॥ ২৬ ॥

ন যত্র শোকো ন জরা ন মৃত্যুর্নান্ধির্ন চোদ্বৈগ ঋতে কুতশ্চিৎ ।

যচ্চিন্ততোহদঃ কৃপয়াহনিদংবিদাং ত্বরন্তদুঃখপ্রভবানুদর্শনাৎ ॥ ২৭ ॥

ততো বিশেষং প্রতিপদ্য নির্ভয়ন্তেনাশ্বনাপোহনলমুত্তিরহরন ।

জ্যোতির্ময়ো বায়ুপেত্য কালে বায়ুশ্বনা খং বৃহদাশ্বলিঙ্গম্ ॥ ২৮ ॥

যে সকল কৰ্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি যজ্ঞাদি করেন, তাহারা দেহত্যাগের পর আকাশমার্গ অবলম্বন করিয়া স্মৃশ্বা-নাড়ীর সহায়তায় ব্রহ্মলোকের পথে গমন করিতে করিতে প্রথমে অগ্ন্যভিমানিনা দেবতাব নিকট উপস্থিত হন । দেহের বাহিরেও স্মৃশ্বানাড়ী জ্যোতিঃ স্বরূপে বর্তমান । এখানে আসিলে তাহাদিগের মন বিধোত হয় । অনন্তর তাহারা সেই স্থান হইতে তাবৎ উল্কে হরিসম্বন্ধাব (তারাঙ্গী নারায়ণের আদ্যতানতান) শৈশুমারাকৃতি এবং জ্যোতিঃচক্রে আসিয়া থাকেন, এই চক্রে ত্রিত আদিত্য হইতে আবস্ত করিয়া এবং নক্ষত্র পদ্যন্ত সমস্ত পদ্য প্রাপ্ত হন । ২৭

৩২৭রে বিশ্বের নাভিস্বরূপ সেই বিষ্ণুচক্র অতিক্রম করিয়া নিম্নলিঙ্গশবাব গ্রহণ প্রদক একাকা সমলোকনমণ্ড মহলোকে গমন কবেন । এই মহলোকই ব্রহ্মবিদগণের স্থান, এখানেই কল্লায়ু-জীবী ভৃগু প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিহার করিতেছেন । ২৫

অনন্তর কল্লায়ুতালে বিগ্ন পশ্বন অনন্ত পুণ্ড্রের মুখাগি দ্বারা দক্ষ হইতে থাকে, তখন এই স্থানেও উয়া অনুভূত হইলে তাহারা আরও উল্কে—সিদ্ধেশ্বরদিগের

বিমান যেখানে থাকে—সেই দুই পরাক্ষিকল্পকাল-স্থায়ী ব্রহ্মপদে গমন করেন । ২৬

সে স্থানে শোক, জবা, মৃত্যু, ভয় বা অশ্রু তুঃখ—আর কিছুই নাই, কিন্তু সেই স্থান হইতে অনুভব করা যায় যে,—সংসারে জীবগণ ভগবানের ধ্যান না জানায় জন্ম-মবণরূপ নিদারুণ তুঃখভোগ করিতেছে, ইহাতে তাহাদিগের প্রতি দয়া বশতঃ চিত্ত ব্যথিত হয়—এইমাত্র যা তুঃখভোগ হইতে থাকে । ২৭

ভগবন্তুক্ত যোগিগণ ব্রহ্মপদ হইতে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বিষ্ণুপদে আরোহণ কবেন, কেমন করিয়া আরোহণ করবেন, এরূপ শঙ্কাই তাহাদের আসে না । কাবণ, তাহারা তখন লিঙ্গশরীর দ্বারা পৃথিবীরূপ প্রাপ্ত হন । এই পৃথিবী হইল ব্রহ্মাণ্ড-কটাহের প্রথম আবরণ—কোটি বোজন বিশাল—ইহা ভেদ করিয়া তৎপরে সেইকপেই দ্বিতীয় আবরণ জলরূপ, তৃতীয় আবরণ অগ্নিরূপ পারণ করিয়া অবশেষে সেই জ্যোতির্ময়রূপেই চতুর্থ আবরণ বায়ুরূপতা লাভ করেন । অনন্তর পরমাত্মমূর্ত্তি আকাশরূপে পরিণত হন । ২৮



প্রাণেন গন্ধং রসনেন বৈ রসং রূপঞ্চ (স্ত) দৃষ্ট্য। শ্বসনং হৃচৈব ।  
 শ্রোত্রেণ চোপেত্য নভোগুণং প্রাণেন চাকৃতিমুপৈতি যোগী ॥ ২৯ ॥  
 স ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়সম্বিকর্ষং মনোময়ং দেবময়ং বিকার্যম্ ।  
 সংসাদ্য গত্যা সহ তেন যাতি বিজ্ঞানতত্ত্বং গুণসম্মিরোধম্ ॥ ৩০ ॥  
 তেনাত্মনাত্মানমুপৈতি শান্তমানন্দমানন্দময়োহবসানে ।  
 এতাং গতিং ভাগবতীং গতৌ যঃ স বৈ পুনর্নেহ বিষজ্জতেহহং ॥ ৩১ ॥  
 এতে সৃতী তে নৃপ বেদগীতে ত্বয়াভিপৃষ্টে চ সনাতনে চ ।  
 যেষ্টে বৈ পুরা ব্রহ্মণ আহ পৃষ্ঠ আরাধিতো ভগবান্ বাসুদেবঃ ॥ ৩২ ॥  
 ন হ্যতোহন্যঃ শিবঃ পশ্বা বিশতঃ সংসৃতাবিহ ।  
 বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ ॥ ৩৩ ॥  
 ভগবান্ ব্রহ্ম কাৎস্ন্যেন ত্রিরস্মাক্য মনোষয়া ।  
 তদধ্যবসুৎ কুটস্থো রতিরাত্মনু যতো ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥  
 ভগবান্ সর্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ ।  
 দৃষ্টৌর্বুদ্ধাদিভির্দ্রষ্ট। লক্ষণৈরনুমাপকৈঃ ॥ ৩৫ ॥

তার পর ঐ যোগী সূক্ষ্মভূত এইভাবে অতিক্রম করেন—প্রাণেব দ্বারা গন্ধ, রসনা দ্বারা রস, চক্ষুঃ দ্বারা রূপ, শ্রুত্ব দ্বারা স্পর্শ, শ্রোত্র দ্বারা শব্দ এবং কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা সেই ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকপ প্রাপ্ত হইয়া আরও অগ্রসর হইতে থাকেন । ২৯

অবশেষে তিনি স্থূলভূত ও ইন্দ্রিয়গণের যেখানে লয় হয়, সেই মনোময় ও দেবময় অহঙ্কারতত্ত্বে প্রবেশ করেন, তাহার পর আবও অগ্রসর হইতে হইতে সেই অহঙ্কারতত্ত্বের সহিতই মহত্ত্বের প্রবেশ করিয়া পরে গুণগণের যেখানে লয় হয়, সেই প্রকৃতিতে অবস্থিত হন। এই প্রকৃতিই হইল অষ্টম আবরণ । ৩০

প্রকৃতি ঈশ্বরার্থীকৃত, এইজন্য এই প্রকৃতিতে প্রবেশ করিয়া সেই যোগী আনন্দস্বরূপে পরিণত হওয়াতে তাঁহার উপাধিজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং তিনি পরমানন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন। মহারাজ ! যে যোগী এইরূপ ভগবদ্গতি লাভ করেন,

তাহাকে আর এ সংসারে কখনও কিরিয়া আসিতে হয় না । ৩১

হে রাজন্ ! তুমি যে দুই সনাতন পথ—সত্ত্বোমুক্তি ও ক্রমোমুক্তির কথা জিজ্ঞাসা কবিলে, তাহা বেদে এইভাবেই কথিত আছে। পূর্বে আরাধনায় সম্বন্ধ হইয়া ভগবান্ বাসুদেব ব্রহ্মাকে এই দুই গভীর বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন । ৩২

সাংসারিক মানবগণের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর কল্যাণপ্রদ গতি নাই; কারণ, ইহা হইতে ভগবান্ শ্রীহরিতে ভক্তির উদ্বেক হয় । ৩৩

হরিভক্তির উদ্বেক কিসে হইতে পারে, তাহা ব্রহ্মা অনন্তমানে ভিনবার বেদ আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন । ৩৪

এই দৃশ্যমান জগতে বুদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, ভগবান্ দ্রষ্টৃস্বরূপ, তিনি অন্তর্ধ্যামিরূপে সর্বভূতে অবস্থিত রহিয়াছেন । ৩৫



তস্মাৎ সৰ্ব্বাঙ্গনা রাজন্ হরিঃ সৰ্ব্বত্র সৰ্ব্বদা।

শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মৰ্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্ ॥ ৩৬ ॥

পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সন্তুতম্।

পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহাস্তিকম্ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে মহাপুরুষ-  
সংস্থানুবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

অতএব হে নরনাথ ! যে মনুষ্য আপনার মঙ্গল  
অভিলাষ করে, তাহার পক্ষে সর্বসময়ে একমনে  
শ্রীহরির গুণ শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করা একান্ত  
কর্তব্য। ৩৬

যাঁহারা সজ্জনগণের আত্মায় নিয়ত প্রকাশমান  
শ্রীভগবানের কথামৃত কর্ণপুট দ্বারা পান করেন, অতি  
দূষিত হইলেও তাঁহাদের চিত্ত পবিত্র হইয়া উঠে  
এবং তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ লাভ করেন। ৩৭

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত



## তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ ।

এবমেতন্নিগদিতং পৃষ্ঠবান্ যন্তুবান্ মম । নৃণাং যন্মিয়মাণানাং মনুষ্যেষু মনীষিণাম্ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মবর্চসকামস্ত যজ্ঞেত ব্রহ্মণঃ পতিম্ । ইন্দ্রমিन्द्रিয়কামস্ত প্রজাকামঃ প্রজাপতীন্ ॥ ২ ॥

দেবো গায়ান্ত শ্রীকামস্তেজস্কামো বিভা বহুম্ । বহুকামো বসূন্ রুদ্রান্ বীৰ্য্যকামোহথ বীৰ্য্যবান্ ॥ ৩ ॥

অম্নাত্ কামস্তদিতিং স্বর্গকামোহদিতোঃ স্ততান্ ।

বিশ্বান্ দেবান্ রাজ্যকামঃ সাধ্যান্ সংসাধকো বিশ্বাম্ ॥ ৪ ॥

আয়ুকামোহশ্বিনো দেবো পৃষ্ঠিকাম ইলাং যজ্ঞেৎ । প্রতিষ্ঠাকামঃ পুরুষো রোদনী লোকমাতরো ॥ ৫ ॥

রূপাভিকামো গন্ধর্ব্বান্ স্ত্রীকামোহপ্সর উর্ব্বশীম্ । আধিপত্যকামঃ সর্ব্বেষাং যজ্ঞেত পরমেষ্ঠিনম্ ॥ ৬ ॥

যজ্ঞং যজ্ঞেদ্ যশস্কামঃ কোষকামঃ প্রচেতসম্ । বিদ্যাকামস্ত গিরিশং দাম্পত্যার্থ উমাং সতীম্ ॥ ৭ ॥

ধর্ম্মার্থ উত্তমঃ শ্লোকং তন্তুং তদ্বন পিতৃন্ যজ্ঞেৎ । রক্ষাকামঃ পুণ্যজনানোজস্কামো মরুদগণান্ ॥ ৮ ॥

রাজ্যকামো মনুন্ দেবান্ নিখতিং ত্বভিচরন্ যজ্ঞেৎ ।

কামকামো যজ্ঞেৎ সোমমকামঃ পুরুষং পরম্ ॥ ৯ ॥

### অতীতলাভের উপায় কথন

শুকদেব বলিলেন,—মনীষি-ব্যক্তিগণের, বিশেষতঃ মুমূর্ষুদিগের কর্তব্য বিষয়ে তুমি যাহা আমার নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে,—তাঁহা এইরূপেই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে । হরিকথা-শ্রবণ প্রভৃতিই একমাত্র কর্তব্য, ইহা শাস্ত্রের উপদেশ । ১

অত্যাগত দেবতার আরাধনা করিলে ভিন্নরূপ ফললাভ হইয়া থাকে । ব্রহ্মতেজ কামনা করিলে বেদপাতি ব্রহ্মার আরাধনা করিতে হয় । যিনি ইন্দ্রিয় সকলের পটুতা কামনা করেন, তিনি ইন্দ্রের উপাসনা করিবেন, এইরূপ পুঙ্খকামনা করিলে দক্ষাদি প্রজাপতির, ত্রীলাভেচ্ছ দুর্গাদেবীর, তেজের অভিলাষী হইলে অগ্নির, ধনপ্রার্থী বসুগণের, বীৰ্য্য-লাভে আগ্রহ থাকিলে বীৰ্য্যসম্পন্ন হইয়া রুদ্রগণের উপাসনা করিবেন । ২-৩

অন্ন প্রভৃতির কামনা থাকিলে অদিতির,

স্বর্গাভিলাষী হইলে ষাদশ আদিত্যের, রাজ্যকামী বিশ্বদেবগণের, দেশস্থ প্রজারূপের স্বাধীনতাপ্রার্থী হইলে সাধ্যগণের, আয়ঃকামনা করিলে অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের, পুষ্টিপ্রার্থনা করিলে পৃথ্বীদেবীর আরাধনা করিতে হইবে । প্রতিষ্ঠাকামী হইলে বিশ্বের মাতৃস্বরূপ অন্তরীক্ষের, রূপার্থী গন্ধর্ব্বদিগের, স্ত্রীকামী উর্ব্বশী প্রভৃতি অঙ্গরাদিগের, সর্ব্বপ্রভুঃ অগ্নিলাষ করিলে পরমাত্মার আরাধনা কর্তব্য । ৪-৬

যশঃপ্রার্থী হইলে যজ্ঞনামক বিষ্ণুর, ধনসঞ্চয় কামনা থাকিলে বরুণের, বিদ্যাভিলাষী গিরিশের, দাম্পত্য-প্রেমাকাঙ্ক্ষী সতী উমার, ধর্ম্মপ্রার্থী হইলে নারায়ণের, সন্তানবৃদ্ধির অভিলাষী হইলে পিতৃগণের, বিঘ্ননাশেচ্ছ যক্ষগণের, বলপ্রার্থনা করিলে দেবগণের, রাজ্যকামী মমূর্ষুদিগের, শত্রুর উচ্ছেদে কামনা থাকিলে রাক্ষসের, ভোগলিপ্সু হইলে সোমের এবং কাহারও বৈরাগ্য প্রার্থনীয় হইলে পরমপুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করিবেন । ৭-৯



অকামঃ সৰ্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ । তীত্রেণ ভক্তিয়োগেন যজ্ঞেত পুরুষঃ পরম্ ॥১০॥

এতাবানেব যজ্ঞতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ । ভগবত্যচলো ভাবো যন্তাগবতসঙ্গতঃ ॥ ১১ ॥

জ্ঞানং যদাপ্রতিনিবৃত্তগুণোর্মিচ্ছক্রমাঙ্গপ্রসাদ উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ ।

কৈবল্যসম্মতপথস্তথ ভক্তিয়োগঃ কো নিবর্তো হরিকথাস্থ রতিং ন কুর্যাৎ ॥১২॥

শ্রীশৌনক উবাচ ।

ইত্যভিব্যাহতং রাজা নিশম্য ভরতর্ষভঃ । কিমশ্মৎ পৃষ্ঠবান্ ভূয়ো বৈয়াসকিমৃষিং কবিম্ ॥১৩॥

এতচ্ছ্রীযতাং বিদ্বন্ সূত নোহঁসি ভাষিতুম্ । কথা হরিকথোদকীঃ সতাং শ্রু্যঃ সদসি ক্রবম্ ॥১৪॥

স বৈ ভাগবতো রাজা পাণ্ডবেয়ো মহারথঃ । বালক্ৰীড়নকৈঃ ক্রীড়ন্ কৃষ্ণক্ৰীড়াং য আদদে ॥১৫॥

বৈয়াসকিচ্ছ ভগবান্ বাসুদেবপরায়ণঃ । উরুগায়গুণোদারাঃ সতাং শ্রু্যর্হি সমাগমে ॥১৬॥

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্বলস্তথ যন্নসৌ । তস্যর্থে যৎ ক্রণো নীত উত্তমঃ শ্লোকবার্তয়া ॥১৭॥

তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভদ্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যত । ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোহপরে ॥১৮॥

শ্ববিড়বরাহোষ্ট্রধরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ । ন যৎ কর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ ॥১৯॥

যাঁহারা নিকাম অথবা সৰ্বকাম—কিংবা যে সকল উদারমতি ব্যক্তি মোক্ষকামনা করেন, সকলেই প্রগাঢ় ভক্তি-সহযোগে পরমপুরুষ বিষ্ণুর অর্চনা করিবেন । ১০

যাঁহারা ইন্দ্রাদি দেবতার অর্চনা করেন, অর্চনার দ্বারা তাঁহারা যদি ভগবদ্ভক্তদিগের সঙ্গলাভ করিয়া ভগবানে অচলা ভক্তির অধিকারী হন—তাহা হইলেই তাহা পরমপুরুষার্থ-লাভ, অন্য যাহা কিছু ফল—তাহা তুচ্ছ । ১১

হরিকথা শ্রবণে যে জ্ঞান জন্মায়, তাহার দ্বারা ত্রিগুণের তরঙ্গ-স্বকপ রাগাদি দূরীভূত হইয়া যায়, আত্মা সুপ্রসন্ন হন এবং বিষয়ে বৈরাগ্য আসে । এইজন্ম উহার নাম সাক্ষাৎ মুক্তিপথ বা ভক্তিয়োগ । যিনি অন্য কোন কথা শ্রবণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই—তিনি যে এই হরিকথা শ্রবণে অনুরাগী হইবেন, তাহাতে বৈচিত্র্য কি আছে ? ১২

শৌনক ঋষি স্মৃতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বুধবর স্মৃত ! ব্যাসপুত্র শুকদেবের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা পরীক্ষিৎ তাঁহাকে কি প্রশ্ন করিয়াছিলেন ?—আমাদিগের তাহা শ্রবণ করিতে

ইচ্ছা হইয়াছে, স্মৃতরাং তাহা তোমার কীর্তন করা উচিত । সজ্জনগণের সভায় পরমপুরুষার্থ-স্বকপ হরিকথা উদ্দেশ্য করিয়া অবশ্যই বহুবিধ আলোচনা হইয়াছিল । পাণ্ডব-বংশধর মহারথ রাজা পরীক্ষিৎও সাতিশয় ভগবদ্ভক্ত । তাঁহার শৈশবের ক্রীড়াই ছিল—হরি আরাধনা ; ব্যাসনন্দন শুকদেবও কৃষ্ণপরায়ণ । স্মৃতরাং তাঁহাদিগের মত সজ্জনগণের সমাগমে ভগবানের গুণবিষয়ে কত কথাই না আলোচিত হইয়াছিল । ১৩-১৬

স্মৃত ! সূর্য্যের উদয় ও অস্তগমনের সঙ্গে মনুষ্যদিগের পরমায়াঃ বৃথা চলিয়া যাইতেছে । যে ব্যক্তি শ্রীহরির গুণগানে জীবন অতিবাহিত করেন, তাঁহারই আয়ুঃ সার্থক । ১৭

বৃদ্ধদিগেরও কি জীবন নাই ? ভদ্রাও কি শাসগ্রহণ ও ত্যাগ করে না ? গ্রাম্য পশুগণ কি আহার বা দ্রবীর সহিত বিহার করে না ? যাহার কর্ণপথে হরিনাম প্রবেশ করে নাই—সে ব্যক্তি পশু-তুল্য । কুকুর, গ্রাম্য-শূকর, উষ্ট্র ও গর্দভ হইতে তাহার প্রভেদ কি ? ১৮-১৯



বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে ন শৃণুতঃ কর্ণপুটে নরশ্চ ।  
 জিহ্বাসত্যো দার্দুরিকেব সূত ন যো(চো)পগায়তুরুগায়গাথাঃ ॥ ২০ ॥  
 ভারঃ পরঃ পট্টিকিরীটজুটমপ্যুত্তমাস্তং ন নমেন্মুকুন্দম্ ।  
 শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপৰ্য্যাঃ হরেন্নসৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা ॥ ২১ ॥  
 বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং নিদ্রানি বিষ্ণোৰ্ন নিরীকৃতো যে ।  
 পাদৌ নৃণাং তৌ ক্রমজন্মভাজৌ ক্ষেত্রাণি নানুভবজতো হরৈর্ঘৌ ॥ ২২ ॥  
 জীবন্তুবো ভাগবতাজ্জুরেণূন্ ন জাতু মর্ত্যোহভিলভেত যন্তু ।  
 শ্রীবিষ্ণুপদ্মা মনুজন্তুলস্থাঃ শ্বসন্তুবো যন্তু ন বেদ গন্ধম্ ॥ ২৩ ॥  
 তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদগৃহ্মমাগৈর্হরিনামধেয়ৈঃ ।  
 ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকাসো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥ ২৪ ॥  
 অর্থাভিধেহস্ত মনোহনুকূলং প্রভাসসে ভাগবতপ্রধানঃ ।  
 যদাহ বৈয়াসকিরাত্ত্ববিজ্ঞাবিশারদো নৃপতিং সাধু পৃষ্টঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুবাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে

ভক্তিযোগ-প্রাধান্ত-বর্ণনং নাম তৃতীযোহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

যে মানব কখনও হবি-কথা শ্রবণ করে না—  
 তাহার কর্ণদ্বয় দুইটি ছিদ্র মাত্র। যে মনুষ্যের  
 জিহ্বা হরিগুণ-কোষ্ঠনে বিবত, তাহার জিহ্বা  
 ভেকের জিহ্বার মত নিন্দনীয়। ২০

যে মস্তক মুকুন্দ-চরণারবিন্দে প্রণত হয় না,  
 সে মস্তক পট্টবস্ত্র বা কিরাটে ভূষিত হইলেও  
 শরীরের ভারমাত্র। যে বাহুগুণল শ্রীহরি-চরণে  
 পুষ্পাঞ্জলি দান করে না, সে বাহু স্ববর্ণ-বলয়ে  
 বিমণ্ডিত হইলেও মৃতব্যক্তির বাহুর স্থায় নিষ্ফল। ২১

যে চক্ষুঃ শ্রীহরির রূপদর্শন করে না, সে  
 ময়ূরপুচ্ছস্থিত চক্ষুর স্থায় অনর্থক শোভা মাত্র।  
 যে চরণদ্বয় শ্রীহরিকেন্দ্রে গমন করে না, সে চরণ  
 বৃক্ষমূলের সমান। ২২

যে মানব ভগবন্তভক্তগণের পদরেণু ধারণ না

করে—সে জীবিত থাকিয়াও শবের তুল্য, যে  
 মনুষ্য শ্রীহরি-পাদপদ্ম-লগ্ন তুলসীর আশ্রয় গ্রহণ না  
 করে, শাস্ত্রাভ্যাগ ও গ্রহণ করিবার শক্তি থাকিলেও  
 সে শবদেহের সমান। ২৩

শ্রীহরির নাম শুনিয়া যে প্রাণে ভক্তিজনিত  
 বিকার না আসে এবং বিকার জন্মিলেও যদি নয়নে  
 অশ্রু ও শরীরে পুলকোদ্গম না হয়, তবে সে প্রাণ  
 পাষণ-সদৃশ কঠিন। ২৪

সুত! তুমি ভগবানের বিশিষ্ট ভক্ত, তোমার  
 কথাগুলি আমাদের বড়ই প্রীতিকর। অতএব  
 আশ্রয়িতায় সুনিপুণ বাসনায় শুকদেব জিজ্ঞাসিত  
 হইয়া রাজা পরীক্ষিতকে যাহা বলিয়াছিলেন,  
 তুমি আমাদের নিকট তাহা সবিস্তারে কীৰ্ত্তন  
 কর। ২৫

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।



## চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীসূত উবাচ ।

বৈয়াসকেরিতি বচন্তব্বনিশ্চয়মাত্মনঃ । উপধার্য্য মতিং কৃষ্ণে ঔত্তরেয়ঃ সতীং ব্যধাৎ ॥ ১ ॥  
আত্ম-জায়া-স্বতাগার-পশু-দ্রবিশ-বন্ধুযু । রাজ্যে চাবিকলে নিত্যং নিরুঢ়াং মমতাং জহৌ ॥ ২ ॥  
পপ্রচ্ছ চেমমেবার্থং যন্মাং পৃচ্ছথ সত্তমাঃ । কৃষ্ণানুভাবজ্ঞবণে ত্রৈলোক্যে মহামনাঃ ॥ ৩ ॥  
সংস্থাং বিজ্ঞায় সংন্যস্ত কৰ্ম্ম ত্রৈবর্গিকঞ্চ যৎ । বাহুদেবে ভগবতি আত্মভাবং দৃঢ়ং গতঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীরাজোবাচ ।

সমীচীনং বচো ব্রহ্মন্ সর্ব্বজ্ঞস্ত তবানঘ । তমো বিশীৰ্য্যতে মহং হরেঃ কথয়তঃ কথাম্ ॥ ৫ ॥  
ভূয় এব বিবিস্যামি ভগবানাত্মায়য়া । যথেন্দ্রং সৃজতে বিশ্বং দুৰ্ব্বিভাব্যমপীশ্বরৈঃ ॥ ৬ ॥  
যথা গোপায়তি বিভূৰ্যথা সংযচ্ছতে পুনঃ । যাং যাং শক্তিমুপাশ্রিত্য পুরুষশক্তিঃ পরঃ পুমান্ ।  
আত্মানং ক্রীড়য়ন্ ক্রীড়ন্ করোতি বিকরোতি চ ॥ ৭ ॥

নুনং ভগবতো ব্রহ্মন্ হরেরদ্ব্যুতকৰ্ম্মণঃ । দুৰ্ব্বিভাব্যমিবাভাতি কবিভিশ্চাপি চোষ্টতম্ ॥ ৮ ॥  
যথা গুণাংস্ত প্রকৃতেয়ুগপৎ ক্রমশোহপি বা । বিভর্তি ভূরিশাস্ত্রকঃ কুৰ্ব্বন্ কৰ্ম্মাণি জন্মভিঃ ॥ ৯ ॥

সৃষ্টি-বর্ণনার আরম্ভে মঙ্গলাচরণ

সূত বলিলেন,—রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবের  
তত্ত্বজ্ঞানপ্রদ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিশ্চয় করিলেন যে,  
শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অস্ত্র কাহারও সেবা করিতে হয় না, এবং  
সেইরূপ অবধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণেই একান্ত অনুরক্ত  
হইলেন । ১ ।

দেহ, জ্ঞান, গুহ, গজাদি পশু, ধন, বন্ধুবর্গ  
এবং রাজ্য—এই সমুদায়ে তাঁহার এতকাল ধরিয়া  
যে মায়াব বন্ধন ছিল, তিনি তাহা একেবারে পরি-  
ত্যাগ করিলেন । ২

নিজের মৃত্যু আসন্ন জানিয়া—তিনি ধর্ম্ম, অর্থ ও  
কামমূলক সমস্ত কৰ্ম্ম পরিহার করিয়াছিলেন এবং  
ভগবান বাহুদেবে তাঁহার পরম প্রেম বশতঃ দৃঢ়নিষ্ঠার  
উদয় হইয়াছিল । হে সজ্জনগণ, আজ আপনারা  
আমাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন—কৃষ্ণলীলা-  
শ্রবণে শ্রদ্ধাসম্পন্ন মহামনা পরীক্ষিৎও এই প্রশ্ন  
শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । ৩-৪

রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে এইভাবে জিজ্ঞাসা  
করিয়াছিলেন,—আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনার বাণী অতি  
সমীচীন—আপনার মুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়া  
আমার অজ্ঞানভিমির বিদূরিত হইতেছে, আমি আপনার  
নিকট পুনরায় আর একটি বিষয়—যাহা ঐশ্বর্য্যশক্তি-  
সম্পন্ন ব্যক্তিগণেরও দুর্জয়—তাহা জানিতে ইচ্ছা  
করিতেছি । ভগবান নিজ মায়া দ্বারা কিরূপে এই  
বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিতেছেন, সেই  
অনন্তশক্তিমান পরম পুরুষ কিরূপে কোন্ কোন্  
শক্তি আশ্রয় করিয়া নিজেকেই ব্রহ্মাদিরূপে পরিণত  
করিয়া বিবিধভাবে তাহাদিগকে ক্রীড়া করাইতেছেন,  
আবার স্বয়ং ক্রীড়া করিতেছেন, আপনি তাহা বর্ণনা  
করুন । ৫-৮

হে ব্রহ্মন্ ! ভগবান শ্রীহরির কৰ্ম্ম আশ্চর্য্যময়,  
পণ্ডিতগণও তাহার রহস্য উদ্ভাবন করিতে পারেন না ।  
তিনি কি এক পুরুষরূপ গ্রহণ করিয়াই অথবা  
ব্রহ্মাদি অবতার দ্বারা ক্রমে ক্রমে প্রকৃতির গুণ  
অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন ? ৯



বিচিকিৎসিতমেতস্মৈ ত্রবীড় ভগবান্ যথা । শাস্ত্রে ব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরস্মিংশ্চ ভবান্ ধনু ॥১০॥

শ্রীসূত উবাচ ।

ইতু্যপামঞ্জিতো রাজ্ঞা গুণানুকথনে হরেঃ । হৃষীকেশমনুস্মৃত্য প্রতিবক্তং প্রচক্রমে ॥ ১১ ॥

শ্রীশুক উবাচ ।

নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় ভূয়সে সচ্ছন্দবহ্নাননিরোধলীলয়া ।

গৃহীতশক্তিত্রিতয়ায় দেহিনাগন্তুর্ভবায়ানুপলক্ষ্যবজ্রানে ॥ ১২ ॥

ভূয়ো নমঃ সদ্রজিনচ্ছিদেহসতামসস্তবায়াপিসত্ত্বমুর্ভয়ে ।

পুংসাং পুনঃ পারমহংস্ আশ্রমে ব্যবস্থিতানাগনুয়গ্যদাশুষে ॥ ১৩ ॥

নমো নমস্তেহস্তু সত্যায় সাত্বতাং বিদূরকার্ঠ্যায় মুহুঃ কুযোগিনাম্ ।

নিরস্তসাম্যাতিশয়েন রাধসা স্বধামনি ব্রহ্মণি রংস্মতে নমঃ ॥ ১৪ ॥

যৎকর্ত্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং যদ্বন্দনং যচ্ছবণং যদর্হণম্ ।

লোকস্য সত্ত্বো বিধুনোতি কল্মষং তস্মৈ স্তবদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ ১৫ ॥

বিচক্ষণা যচ্চরণোপসাদনাং সঙ্গং ব্যুদস্তোভয়তোহস্তুরাত্মনঃ ।

বিন্দন্তি হি ব্রহ্মগতিং গতরমাস্তস্মৈ স্তবদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ ১৬ ॥

আপনি বিচারের দ্বারা শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদবিষয়ে  
এক সাধনা দ্বারা পরব্রহ্মে অসাধারণ জ্ঞানী, আমার  
এই সন্দেহ নিবারণ করুন । ১০

সূত বলিলেন,—তখন শুকদেব হরিকথা বিষয়ে  
পরীক্ষিতের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া হৃষীকেশ স্মরণ  
পূর্বক উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন । যে সর্বোত্তম  
—অনন্ত মহিমাময় পরম পুরুষ লীলাচ্ছলে এই  
বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় করিবার জন্ত  
কারণভূত রজঃ প্রভৃতি শক্তিত্রয়কে ধারণ করিয়া;  
ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন,—  
যিনি সমগ্র জীবের অন্তর্ধ্যামী, যাঁহার পছা অতি  
তুল্য—তাঁহাকে নমস্কার করি । ১১-১২

সাধুদিগের যিনি দুঃখ দূর করিয়া থাকেন এবং  
অসাধুদিগের বিনাশের কারণ—যিনি পূর্ণ সখ-  
মুর্তি এবং পরমহংস আশ্রমে অবস্থিত পুরুষগণের

পুনঃ পুনঃ অশ্বেষণীয় আত্মজ্ঞান প্রদান করেন, সেই  
পরম পুরুষকে পুনর্বার নমস্কার করি । ১৩

যিনি ভক্তদিগের পালক ও ভক্তহীন কুবোঙ্গী-  
দিগের অত্যন্ত দুঃখের, যিনি অধিতীয় ও সর্বাতিশায়ী  
হইয়া নিজ ঐশ্বর্য্যবলে স্ব-স্বরূপ ব্রহ্মে বিহার করিতে-  
ছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার করি । ১৪

যাঁহার নাম-কর্ত্তন, যাঁহার স্মরণ, যাঁহার বন্দনা,  
যাঁহার লীলাশ্রবণ ও যাঁহাকে অর্চনা করিলে লোকের  
পাপ তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হয় এবং যাঁহার যশোগাথা  
শ্রবণ করিলে পরম-মঙ্গললাভ হয়, তাঁহাকে পুনঃ  
পুনঃ নমস্কার । ১৫

যাঁহার চরণসেবা করিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ ঐহিক  
ও পারত্রিক সঙ্গ (ভোগাভিলাষ) হইতে মুক্ত হইয়া  
অক্লেশে ব্রহ্মগতি লাভ করিয়া থাকেন, সেই  
পুণ্যলোককে নমস্কার করি । ১৬



তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ স্তম্ভজনাঃ ।  
 ক্লেমাং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং তস্মৈ স্তুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ ১৭ ॥  
 কিরাত-হুণাক্স-পুলিন্দ-পুক্ষা আভীর-কঙ্ক যবনাঃ খসাদয়ঃ ।  
 যেহংগে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্যবে নমঃ ॥ ১৮ ॥  
 স এষ আত্মাত্মবতামধীশ্বরস্ত্রয়ীময়ে । ধর্মময়স্তপোময়ঃ ।  
 গতব্যলাটৈরঙ্গশঙ্করাদিভির্বিতর্ক্যলিঙ্গো ভগবান্ প্রসীদতাম ॥ ১৯ ॥  
 শ্রিয় পতির্যজ্ঞপতিঃ প্রজাপতিধিয়াং পতির্লোকপতির্ধরাপতিঃ ।  
 পতিগতিশ্চাক্ষকৃষ্ণিসাত্বতাং প্রসীদতাং মে ভগবান্ সতাং পতিঃ ॥ ২০ ॥  
 যদজ্যুতিধ্যানসমাধিধৌতয়া ধিয়ানুপশ্যন্তি হি তস্ময়াস্মনঃ ।  
 বদন্তি চৈতৎ কবয়ো যথারুচং স মে মুকুন্দো ভগবান্ প্রসীদতাম্ ॥ ২১ ॥  
 প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতা বিতম্বতাহজস্য সতাং স্মৃতিং হৃদি ।  
 স্বলক্ষণা প্রাত্তরভূৎ কিলাস্ততঃ স মে ঋষীণামুষভঃ প্রসাদতাম্ ॥ ২২ ॥  
 ভূতৈর্মহর্দ্বির্ষ ইগাঃ পুবে। বিভূনিশ্মায় শেতে যদমুখ পুরুষঃ ।  
 ভৃঙ্তে গুণান্ ঘোড়শ ঘোড়শালকঃ সোহলংকৃষাফাখিলবিদ্বচাংসি মে ॥ ২৩ ॥

কি তপস্বী, কি দাতা, কি যোগী, কি যশস্বী, কি মন্ত্রজ্ঞ, কি সদাচারী—কোন ব্যক্তিই বাহাতে নিজ কর্ত্ত্ব সমর্পণ না করিয়া কল্যাণলাভ করিতে পারেন না, সেই পূতকীর্ত্তিকে বহুবাব নমস্কার করি। ১৭

কিরাত, হুণ, অক্স, পুলিন্দ, পুক্ষা, আভীর, কঙ্ক, যবন, খস প্রভৃতি হীন জাতি এবং অজ্ঞ যে সকল কর্ম্মভঃ পাপী, বাহাব আশ্রিতের আশ্রয় লাভে শুদ্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ পুনরায় তাহাদিগকে জানজ্ঞাতিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, অথবা পাপকর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয় না, সেই প্রভুকে নমস্কার করি। ১৮

যিনি আত্মস্বরূপে আত্মবিদ্ ধীর ব্যক্তিগণের উপাশ্রয়, যিনি অধীশ্বর, যিনি বেদময়, ধর্ম্মময় ও তপোময়, ভক্তগণ অকপট হৃদয়ে সবিস্ময়ে সাঁহার মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করেন, সেই ভগবান্ পরমাত্মা প্রসন্ন হউন। ১৯

যিনি শ্রীপতি, যজ্ঞের অধিপতি, প্রজাপতি, বুদ্ধির অধিশাস্ত্রী, ভুবনের পতি ও পৃথিবীর পতি, যিনি

অক্লক ও বুদ্ধিবংশীয় ভক্তগণের পতি ও গতি—তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ২০

যাঁহার চরণ-চিন্তারূপ সমাধি দ্বারা বুদ্ধি বিধৌত হইলে, জ্ঞানিগণ আত্মতত্ত্ব লাভ করেন, স্মৃতিগণ নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে যাহাকে সগুণ ও নিগুণ বলিয়া বর্ণন করেন, সেই ভগবান্ মুকুন্দ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যিনি কল্পের আদিতে ত্রক্ষার অন্তঃকরণে সৃষ্টি-বিষয়িণী স্মৃতিশক্তি সঞ্চারিত করিয়া এবং যাঁহার ইচ্ছায় শিক্ষাদিযুক্ত বেদবাণী সেই ত্রক্ষার মুখ হইতে নির্গতা হইয়াছিলেন—সেই জ্ঞানপ্রদ ঋষিগণের শ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীহরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ২১-২২

যে বিভূ, মহাভূত দ্বারা এই শরীররূপ পুর নিশ্মাণ করিয়া অন্তর্ধ্যামিরূপে তাহার মধ্যে শয়ন করিয়া আছেন এবং যিনি একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত-রূপ ঘোড়শ কলার প্রকাশ বা পালন করিতেছেন—সেই অখিলবিশ্ব ভগবান্ আমার বাক্যসকল অলঙ্কৃত করুন। ২৩



নমস্তস্মৈ ভগবতে ব্যাসায়মিততেজসে । পপুঞ্জানময়ং সৌম্য। যন্মুখান্দুরুহাসবম্ ॥ ২৪ ॥  
 এতদেবাত্মা রাজন্ নারদায় বিপৃচ্ছতে । বেদগর্ভোহ্ভ্যধাৎ সাক্ষাদবদাহ হরিরাত্মনঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে

ভক্তিবোগ-প্রাধান্ত-বর্ণনং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

<p>ভক্তগণ যাঁহার মুখ-কমলের জ্ঞানময় মকরন্দ          পান করিয়াছিলেন, সেই বাসুদেব হইতে অভিন্ন          ব্যাসদেবকেও নমস্কার করি। ২৪</p> <p>অতঃপর শুকদেব পরীক্ষিতকে সম্বোধন করিয়া</p>	<p>বলিলেন—রাজন্! পূর্বে দেবর্ষি নারদ বেদগর্ভ          ব্রহ্মাকে এই কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা          হরির নিকট হইতে যেকণ্ড শুনিয়াছিলেন—তিনিও          নারদকে সেইরূপ বলিয়াছিলেন। ২৫</p>
---	--

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত



## পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীনারদ উবাচ।

দেবদেব নমস্তেহস্ত ভূতভাবন পূর্বজ। তদ্বিজানীহি যজ্ঞজ্ঞানমাত্মতত্ত্বনিদর্শনম্ ॥ ১ ॥  
 যজ্ঞপং যদধিষ্ঠানং যতঃ সৃষ্টমিদং প্রভো। যৎসংস্থং যৎপরং যচ্চ তত্ত্বং বদ তত্ত্বতঃ ॥ ২ ॥  
 সর্বং হেতদ্ভবান্ বেদ ভূতভব্যভব-প্রভুঃ। করামলকবদ্বিশং বিজ্ঞানাবসিতং তব ॥ ৩ ॥  
 যদ্বিজ্ঞানো যদাধারো যৎপরস্ত্বং যদাত্মকঃ। একঃ সৃজসি ভূতানি ভূতৈরেবাত্মমায়য়া ॥ ৪ ॥  
 আত্মন্ ভাবয়সে তানি ন পরাভাবয়ন্ স্বয়ম্। আত্মশক্তিমবচ্ছিত্য উর্গনাভির্বারুণমঃ ॥ ৫ ॥  
 নাহং বেদ পরং ত্বশ্রিত্যাপরং ন সমং বিভো। নামরূপগুণৈর্ভাব্যং সদসং কিঞ্চিদন্ততঃ ॥ ৬ ॥  
 স ভবানচরদৃঘোরং যন্তপঃ স্তমমাহিতঃ। তেন খেদয়সে নস্ত্বং পরশঙ্কাক যচ্ছসি ॥ ৭ ॥  
 এতন্মে পৃচ্ছতঃ সর্বং সর্বজ্ঞ সকলেশ্বর। বিজানীহি তথৈবেদমহং বুধ্যৈহ্নুশাসিতঃ ॥ ৮ ॥

### সৃষ্টি-বর্ণনা

দেবর্ষি নারদ ভক্তিভাবে ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন, হে দেবদেব! ভূতভাবন! আপনি সকলের অগ্রে উৎপন্ন হইয়াছেন, আপনাকে নমস্কার করি। যাহা দ্বারা আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়, তাহাই আমাকে উপদেশ করুন। ১

এই বিশ্ব বেরূপে প্রকাশ পাইতেছে, যাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে—যাঁহার দ্বারা সৃষ্টি, যাঁহার অধীন, যাঁহাতে বিলীন হইবে এবং যাঁহার স্বরূপ, আপনি এই সকল তত্ত্ব আমার নিকট বর্ণন করুন। ২

এ সমস্তই আপনার বিদিত, কেন না, আপনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই সমুদায়েরই কর্তা, এই বিশ্বকে হস্তস্থিত আমলকীফলের জায় আপনি বিশেষভাবেই জানেন। ৩

আপনাকে এই বিজ্ঞান দান করিলেন কে? আপনি কাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন? কাহার বশবর্তী হইয়া সৃষ্টিকার্য্য করিতেছেন? আপনারই

বা স্বরূপ কি? আমার মনে হয়, আপনি একাকীই স্বতন্ত্রভাবে নিজ শক্তি—মায়া দ্বারা ভূতসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন। ৪

উর্গনাভ (মাকড়শা) যেমন নিজেকেই আশ্রয় করিয়া অক্লেপে তন্তু রচনা ও রক্ষা করে, সেইরূপ আপনিও আত্মস্থ হইয়া আপনাকে ও প্রাণিসমূহকে অনায়াসে রক্ষা করিতেছেন। ৫

এই বিশ্বে কি উত্তম, কি অধম, আর কি সমান—কোন বস্তুকেই আমি অশুভরূপে জানি না। স্থূলই হউক বা সূক্ষ্ম হউক—যাহা কিছু নাম, রূপ ও গুণের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহারও স্বরূপ অশু কিছু নাই, সমস্তই আপনার ইচ্ছায় উদ্ভূত। কিন্তু আপনাকে দুঃশর উপজ্ঞা করিতে দেখিয়া আমার বুদ্ধি মোহিত হইতেছে। মনে হইতেছে, বুঝি আপনি ভিন্ন আর এক জন ঈশ্বর আছেন। হে সর্বজ্ঞ—সমস্তের অধীশ্বর। আমি আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, যাহাতে আমি বুঝিতে পারি, এই ভাবে তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন। ৬-৮



শ্রীব্রহ্মোবাচ ।

সম্যক্ কারুণিকশ্চেদং , বৎস তে বিচিকিৎসিতম্ ।

যদহং চোদিতঃ সৌম্য ভগবদ্বীর্যদর্শনে ॥ ৯ ॥

নানৃতং তব তচ্চাপি যথা মাং প্রব্রবীষি ভোঃ । অবিজ্ঞায় পরং মন্ত এতাবৎ যতো হি মে ॥ ১০ ॥

যেন স্বরোচিষা বিশ্বং রোচিতং রোচয়াম্যহম্ । যথাকৌহ্মির্যথা সোমো যথাক্‌এহতারকাঃ ॥ ১১ ॥

তস্মৈ নমো ভগবতে বাহুদেবায ধীমহি । যন্মায়য়া দুর্জয়য়া মাং বদন্তি জগদ্‌গুরুম্ ॥ ১২ ॥

বিলজ্জমানয়া যস্য স্বাত্মমীক্ষাপথেহমুয়া । বিমোহিতা বিকণ্ঠন্তে মমাহমিতি দুর্দ্ধিয়ঃ ॥ ১৩ ॥

দ্রব্যং কৰ্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ ।

বাহুদেবাং পরো ব্রহ্মান্ ন চান্মোহর্ধোহস্তি তদ্বৃত্ততঃ ॥ ১৪ ॥

নারায়ণপরা বেদা দেবা নারায়ণাঙ্গজাঃ । নারায়ণপরা লোকা নারায়ণপরা মখাঃ ॥ ১৫ ॥

নারায়ণপরো যোগো নারায়ণপরং তপঃ । নারায়ণপরং জ্ঞানং নারায়ণপরা গতিঃ ॥ ১৬ ॥

তস্মাপি দ্রষ্টৃরীশস্য কূটস্থস্থাখিলাঙ্গনঃ । সৃজ্যং সৃজ্যামি সৃষ্টৌহহমীক্ষয়ৈবাভিচোদিতঃ ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন,—বৎস ! তোমার এই সন্দেহ অতি সমীচীন, যেহেতু এই সন্দেহের উত্তর করিতে দাইয়া আমি ভগবানের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম—সুতরাং তুমি এই প্রণয় উপস্থিত করিয়া আমার প্রতি কৃপা করিয়াছ । ৯

নারদ ! তুমি আমায় ঐশ্বর বলিয়াছ—ইহা মিথ্যা নহে, কারণ, আমার ঐরূপ প্রভাব আছে; কিন্তু আমি হইতেও যে শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর এক জন আছেন, বোধ হয়, তাঁহাকে তুমি জ্ঞান না, তাই এইরূপ বলিতেছ । ১০

যেমন সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র, গ্রহ এবং নক্ষত্রগণ প্রকাশ-বিশিষ্ট পদার্থকেই প্রকাশ করে, সেইরূপ আমিও স্বপ্রকাশিত বিশ্বকেই সৃষ্টি দ্বারা প্রকাশিত করিতেছি । ১১

যে বাহুদেবের দুর্জয় মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তোমরা আমাকে জগতের ঐশ্বর বলিতেছ, আমি সেই বাহুদেবকেই নমস্কার করি । ১২

তাঁহার দৃষ্টিপথে থাকিতেও মায়া লজ্জিত হয়,

কিন্তু যাহারা দুর্ন্যতি, তাহাঁরাই মায়া দ্বারা মোহিত হইয়া ‘আমি’—‘আমার’ বলিয়া শ্লাঘা কবে । ১৩

বস্তুতঃ, দ্রব্য, কৰ্ম কিংবা কালই বল আর স্বভাব বা জীবই বল—সেই বাহুদেব হইতে কেহই শ্রেষ্ঠ নহে । ১৪

কারণ, নারায়ণই বেদ, দেবগণ নারায়ণের অঙ্গজাত, লোকসমূহ নারায়ণেরই আনন্দাংশ-স্বরূপ এবং সমস্ত বস্তু সেই নারায়ণের উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হয় । ১৫

যোগ, তপস্যা, জ্ঞান প্রভৃতির ফল—বাহাঁই বল না কেন—এই সমস্তের প্রতি কারণ হইলেন—একমাত্র নারায়ণ । ১৬

তিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন—এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডও তাঁহার সৃষ্ট । তিনি ঐশ্বর—অখিলের আত্মা, ব্রহ্মা এবং সাক্ষিস্বরূপ, তাঁহার কটাক্ষমাত্রে প্রেরণা পাইয়া আমি তাঁহারই সৃজ্য জগৎকে পুনরায় সৃষ্টি করিতেছি । ১৭



সদ্ব্যঃ রজস্তম ইতি নিগুণস্য গুণাত্ময়ঃ । স্থিতি-সর্গ নিরোধেষু গৃহীতা মায়য়া বিভোঃ ॥ ১৮ ॥  
 কার্য্য-কারণ-কর্তৃত্বে দ্রব্য-জ্ঞান-ক্রিয়াশ্রয়াঃ । বদন্তি নিত্যদা মুক্তং মায়িনং পুরুষং গুণাঃ ॥ ১৯ ॥  
 স এষ ভগবান্লিঙ্গৈস্ত্রিভিরেতৈ(রেভি)রধোক্কজঃ । স্বলক্ষিতগতিব্রহ্মান্ সর্ব্বেষাং মম চেশ্বরঃ ॥ ২০ ॥  
 কালং কৰ্ম্ম স্বভাবঞ্চ মায়েশো মায়য়া স্বয়া । আত্মান্ যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তং বিবুভূষুরুপাদদে ॥ ২১ ॥  
 কালাদগুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ । কৰ্ম্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদভূৎ ॥ ২২ ॥  
 মহতস্ত্ব বিকূৰ্ব্বাণাদ্রজঃসদ্বোপবৃংহিতাৎ । তমঃপ্রধানস্ত্বভবদ্ ব্যাজ্ঞানক্রিয়াশ্রয়কঃ ॥ ২৩ ॥  
 সৌহৃদ্যকার ইতি প্রোক্তো বিকূৰ্ব্বান্ সমভূত্রিধা । বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেতি যন্তিদা ।  
 দ্রব্যশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিজ্ঞানশক্তিরিতি প্রভো ॥ ২৪ ॥

তামসাদপি ভূতাদেবিকূৰ্ব্বাণাদভূমতঃ । তস্য মাত্রা গুণাঃ শব্দো লিঙ্গং যদৃচ্ছদৃশ্যয়োঃ ॥ ২৫ ॥  
 নভসৌহৃদ্যং বিকূৰ্ব্বাণাদভূৎ স্পর্শগুণোহনিলঃ । পরায়্যাচ্ছন্দবাংশ্চ প্রাণ ওজঃ সহো বলম্ ॥ ২৬ ॥

তিনি নিগুণ হইলেও সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের নিমিত্ত মায়া দ্বারা সর্ব্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ গ্রহণ করিয়া থাকেন । ১৮

দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়া—অর্থাৎ পঞ্চভূত, দেবতা ও ইন্দ্রিয়ের কারণস্বরূপ ঐ তিনটি গুণ, মায়ার অতীত নিত্য-মুক্ত পুরুষকে কার্য্য, কারণ ও কর্তৃহ বিষয়ে মায়ায় লিপ্ত করিয়া বদ্ধ করে । ১৯

হে নারদ ! সেই অধোক্কজ পুরুষই আমার এবং অপর সকলেরই ঈশ্বর । মায়াকে যিনি বশে রাখিয়াছেন, সেই ভগবানকে এই ত্রিবিধ গুণ বা তাঁহার উপাধি দ্বারা কখনও তাঁহার গতি জানিতে পারা যায় না অথবা ভক্তেরাই কেবল তাহা জানিতে পারে । ২০

মায়ার অর্থাধর সেই ভগবান্ বিবিধ রূপ ধারণ করিতে ইচ্ছা করিয়া আত্মমায়া দ্বারা যদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত কাল, অদৃষ্ট ও প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া ছিলেন । ২১

ভগবান্ কালে অধিষ্ঠিত হইলে কাল হইতে গুণের বিভাগ জন্মে, সর্ব্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমতা নষ্ট হইয়া যায়, তাহাতেই সৃষ্টির জন্ত উন্মুখতা আসে । ভগবানের অধিষ্ঠানবশে প্রকৃতি তখন রূপান্তর আনিয়ন করে এবং জীবাদৃষ্ট মহত্ত্ব জন্মায় । ২২

রজঃ ও সর্ব্বগুণের দ্বারা বদ্ধিত হইয়া মহত্ত্ব বিকার প্রাপ্ত হয়,—তখন তাহা হইতে দ্রব্য-জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিস্বরূপ তমঃপ্রধান এক তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, তাহার নাম অহঙ্কারতত্ত্ব । ২৩

তৎপরে অহঙ্কারতত্ত্ব বিকৃত ভাব ধারণ করিলে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন ভাগে বিভক্ত হয় । সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে দেবতার, রাজসিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়সমূহের এবং তামসিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি । ২৪

তামস ভূতাদির বিকার হইতে আকাশ 'উৎপন্ন হয়, শব্দ আকাশের সূক্ষ্মরূপ ও অসাধারণ ধর্ম্ম বা গুণস্বরূপ । দৃশ্য ও দ্রষ্টা এই উভয়কেই জ্ঞাপন করে—শব্দ । প্রাচীরের অন্তরালে থাকিয়া কেহ যদি 'ঐ হস্তী' 'ঐ হস্তী' বলিয়া চীৎকার করে, তাহা হইলে শ্রোতা বুঝিতে পারে যে, একজন হস্তীকে দর্শন করিতেছে—এবং একটি দৃশ্য পদার্থ—হস্তী বর্তমান । ২৫

আকাশ বিকৃত হইলে তাহা হইতে—বায়ুর উৎপত্তি হয়, স্পর্শ বায়ুর গুণ । কারণ বলিয়া আকাশের সহিত সম্বন্ধ থাকায় বায়ু আকাশের ধর্ম্মশব্দকেও ধারণ করিয়া থাকে । বায়ু হইতে দেহ-ধারণ, ইন্দ্রিয়, মন ও শরীরের পটুতা জন্মে । ২৬



বায়োরপি বিকূর্বাণাং কাল-কর্ম্ম-স্বভাবতঃ । উদপত্তত বৈ তেজো রূপবৎ স্পর্শ-শব্দবৎ ॥ ২৭ ॥  
 তেজসস্ত বিকূর্বাণাদাসীদন্তো রসাত্মকম্ । রূপবৎ স্পর্শবচ্চাস্তো ঘোষবচ্চ পরাশ্রয়াৎ ॥ ২৮ ॥  
 বিশেষস্ত বিকূর্বাণাদন্তসো গন্ধবানভূৎ । পরাশ্রয়াত্রস-স্পর্শ-শব্দ-রূপ-গুণাশ্রিতঃ ॥ ২৯ ॥

বৈকারিকামনো যজ্ঞে দেবা বৈকারিকা দশ ।

দিঘাতাহর্ক-প্রচেতোহগ্নি-বহীন্দ্রোপেন্দ্র-মিত্র-কাঃ ।

॥ ৩০ ॥

তৈজসাত্ত্ব বিকূর্বাণাদিস্ত্রিয়াণি দশাহভবন্ ।

জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিবুদ্ধিঃ প্রাণশ্চ(স্ব) তৈজসৌ ।

শ্রোত্রং ত্বগ্-শ্রাণ দৃগ্-জিহ্বা-বাগ্-দোর্মোহজিহ্ম-পায়বঃ

॥ ৩১ ॥

যদৈতেহসঙ্গতা ভাষা 'ভূতেন্দ্রিয়মনোগুণাঃ । যদায়তননির্মাণে ন শেকুত্র'কবিত্তম্ ॥ ৩২ ॥  
 তদা সংহত্য চাত্মোন্মৎ ভগবচ্ছক্তিচোদিতাঃ । সদসম্বমুপাদায় চোভয়ং সমুজ্জ্বলদঃ ॥ ৩৩ ॥  
 বর্ষপূগসহস্রান্তে তদগুয়দকেশয়ম্ । কাল-কর্ম্ম-স্বভাবস্তো জীবোহজীবমজীবয়ৎ ॥ ৩৪ ॥  
 স এব পুরুষস্তস্মাদগুং নির্ভিত্ত নির্গতঃ । সহস্রোর্বজিহ্বা বাহ্যকঃ সহস্রাননশীর্ষবান্ ॥ ৩৫ ॥  
 যন্তোহাবয়বৈলোকান্ কল্পয়ন্তি গনৌষিণঃ । কট্যাদিভিরধঃ সপ্ত সপ্তোর্দ্ধং জঘনাদিভিঃ ॥ ৩৬ ॥

অদৃষ্ট, কর্ম্ম ও স্বভাববশতঃ বায়ু বিকৃত হইলে তাহা হইতে তেজঃ জন্মে । রূপ তেজের গুণ । কারণতা সম্বন্ধ আছে বলিয়া তেজে আকাশের ধর্ম্ম স্পর্শও অনুভূত হইয়া থাকে । তেজের বিকার হইতে জলসৃষ্টি হয়, রস জলের স্বাভাবিক গুণ, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে বলিয়া জলে বায়ুর ধর্ম্ম স্পর্শ, তেজের ধর্ম্ম রূপ এবং আকাশের ধর্ম্ম শব্দ অনুভব করা যায় । ২৭-২৮

জল বিকৃত হইলে তাহা হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয় ; গন্ধ পৃথিবীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম । পৃথিবীতে জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশের কারণতা সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকায় ইহা শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসেরও আশ্রয় । ২৯

সাত্ত্বিক অহঙ্কারতন্ময়ের বিকার হইতে মনঃ এবং চক্ষু, দিক্, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও প্রজাপতি—এই কয়টি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা উৎপন্ন হ'ন । রাজস অহঙ্কার বিকৃত হইলে তাহা হইতে জ্ঞানশক্তি বুদ্ধি, ক্রিয়াশক্তি প্রাণ এবং কণ্, স্বক্, শ্রাণ, চক্ষুঃ, জিহ্বা,

বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ ও মেট্র—এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রকাশিত হয় । ৩০-৩১

এই সকল ভূত, ইন্দ্রিয়, মন ও গুণ পরস্পর মিলিত না হওয়ায় শরীর নির্মাণ করিতে সমর্থ হয় নাই । অতঃপর ভগবানের শক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া, ইহারা ভাবাভাব আশ্রয় করিয়া সমষ্টি ও বাষ্টিময় উভয় প্রকার শরীর রচনা করে । ৩২-৩৩

এই ব্রহ্মাণ্ড সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত জলে নিমজ্জিত থাকিবার পর পরমাত্মা অদৃষ্ট, কর্ম্ম ও প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া তাহাকে সচেতন করিয়াছেন । ৩৪

সেই পরম পুরুষই সহস্র পাদ, সহস্র বদন ও সহস্র মন্তক ধারণ পূর্ব্বক সেই ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়াছেন । বৎস নারদ ! পশুভগণ বলিয়া থাকেন, ঐ পুরুষের অবয়ব দ্বারাই সমস্ত লোক—চতুর্দশ ভুবন রচিত হয় । যথা,—তাঁহার কটিদেশ প্রভৃতি সাতটি, পশ্চাদ্ভাগের অঙ্গ অবয়ব দ্বারা নিম্নস্থ সপ্তলোক এবং জঘন প্রভৃতি উর্দ্ধ অঙ্গ দ্বারা উর্দ্ধ সপ্তলোক সৃষ্টি হইয়াছে । ৩৫-৩৬







## ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্রহ্মোবাচ ।

বাচাং বহুমুখং ক্ষেত্রং ছন্দসাং সপ্ত ধাতবঃ । হব্যকব্যামৃতান্নানাং জিহ্বা সর্বরসস্মৃ চ ॥ ১ ॥  
সর্বাসূনাঞ্চ বায়োশ্চ তন্মাসে পরমায়নে । অগ্নিনোরোষধীনাঞ্চ ত্রাণোমোদ-প্রমোদয়োঃ ॥ ২ ॥  
রূপাণাং তেজসাং চক্ষুর্দ্বিবঃ সূর্য্যস্ত চাক্ষিণী । কর্ণৌ দিশাঞ্চ তীর্থানাং শ্রোত্রমাকাল-শব্দয়োঃ ॥ ৩ ॥  
তদগাত্রং বস্ত্রসারাণাং সৌভগস্য চ ভাজনম্ । ভ্রুগস্ত স্পর্শ-বায়োশ্চ সর্বমেধস্য চৈব হি ॥ ৪ ॥  
রোগাণ্যুদ্ভিজ্জজাতীনাং যৈর্বী যজ্ঞস্ত সন্তু তঃ । কেশ শ্মশ্রু-নখান্যস্ত শিলা-লোহ-ব্র বিদ্যুতাম্ ॥ ৫ ॥

বাহবো লোকপালানাং প্রায়শঃ ক্ষেমকর্ষণাম্ ॥ ৬ ॥

বিক্রমো ভূভুবঃ স্বশ্চ ক্ষেমস্ত শরণস্য চ । সর্বকাম-বরস্তাপি হবৈশ্চরণ আশ্পদম্ ॥ ৭ ॥  
অপাং বীর্য্যস্ত সর্গস্ত পর্জন্ত্যস্ত প্রজাপতেঃ । পুংসঃ শিল্প উপস্থস্ত প্রজাত্যানন্দনির্বৃতিঃ ॥ ৮ ॥  
পায়ুর্মমস্ত মিত্রস্ত পারিমোক্শস্ত নারদ । হিংসার্য্য নিধী তৈর্য্যোনিরয়স্ত গুদঃ স্মৃতঃ ॥ ৯ ॥  
পরভূতেরধর্ম্মস্ত তমসশ্চাপি পশ্চিমঃ । নাভ্যো নদ-নদীনাঞ্চ গোত্রাণামস্থিসংহতিঃ ॥ ১০ ॥  
অব্যক্তরসসিদ্ধনাং ভূতানাং নিধনস্ত চ । উদরং বিদিতং পুংসো হৃদয়ং মনসঃ পদম্ ॥ ১১ ॥  
ধর্ম্মস্ত মম ভূভ্যঞ্চ কুমারাণাং ভবস্ত চ । বিজ্ঞানস্ত চ সত্ত্বস্ত পরস্তাত্মা পরায়ণম্ ॥ ১২ ॥

বিরাট পুরুষের বিভূতি বর্ণন—

ব্রহ্মা কহিলেন—নারদ ! সেই বিরাট পুরুষের বিভূতির কথা বলিচ্ছি, তাহার মুখ আমাদিগের বাগিপ্রিয় ও তাহার অধিষ্ঠাতা অগ্নির উৎপত্তিস্থান । তাঁহার ঝক্ প্রভৃতি সপ্ত খাতু বেদের, তাহার জিহ্বা হব্য, কব্য, অমৃত ও সর্বরসের, দুই নাসিকাবিবর আমাদিগের প্রাণ ও বায়ু, তাহার ত্রাণেপ্রিয় সামান্য ও বিশেষ গন্ধের—অগ্নিনীকুমারবায়ের ও ওষধিসমূহের, তাঁহার চক্ষুঃ কপ ও ভেজের ; তাঁহার চক্ষুর্গোলক স্বর্গ ও সূর্যের, কর্ণদ্বয় দিক্ ও তীর্থসকলের, তাঁহার কর্ণেন্দ্রিয় আকাশ ও শব্দের, তাঁহার গাত্র সমস্ত সামগ্রীর সারভাগ ও সৌভাগ্যের, তাঁহার ঝক্ বায়ু ও যজ্ঞের, তাঁহার রোমরাজি যজ্ঞের সাধনভূত বৃক্ষ সমূহের, তাঁহার কেশদাম মেঘের, তাঁহার শ্মশ্রু বিদ্যুতের, তাঁহার নখ শিলা ও লৌহের, তাঁহার বাহু পালনকর্ত্তা লোকপালদিগের এবং পদক্ষেপ

ভূলোক ভুবলোক ও স্বর্গলোকের আশ্রয়স্থান । আর তাঁহার চরণযুগল ক্ষেম ও শরণপ্রাপ্তির নিদান ও নিখিল কাম এবং সর্ববিধ বরের উৎপত্তিস্থান । ১-৭

তাঁহার পুরুষচিহ্ন—জল, শুক্র, স্রষ্টি, ধ্বংস ও প্রজাপতির কারণ, এবং উপশেষেপ্রিয় সন্তানোৎপাদনের জন্ত সন্তোগজনিত যে তাপ—সে তাপনাশের আশ্পদ । তাঁহার গুহেন্দ্রিয় বম, মিত্র, ও পুরীষত্যাগের স্থান এবং তাঁহার গুহদেশ হিংসা, অলক্ষ্মী, মৃত্যু ও নরকের উৎপত্তিস্থান । তাহার পৃষ্ঠভাগ পরাজয়, অধর্ম্ম ও অজ্ঞানের, তাঁহার নাভীসকল নদীপথের, তাঁহার অস্থিসমূহ পর্বতমালার, তাঁহার উদর অন্নাদি প্রধান প্রধান রস, সাগর ও ভূতসমূহের এবং তাঁহার হৃদয় আমাদিগের সুখমদেহের আশ্রয়স্বরূপ । সেই বিরাট পুরুষের চিত্ত ধর্ম্মেব, তোমার, আমার, মানস-পুত্র সনক-সনন্দনাদির, ঈশ্বরজ্ঞের, বিজ্ঞানের ও সবগুণের পরম আশ্রয় । ৮-১২



অহং ভবান্ ভবশৈব ত ইমে মুনয়োঃ প্রজাঃ । সুরাসুর-নরা নাগাঃ খগা যুগ-সরীসৃপাঃ ॥ ১৩ ॥  
গন্ধর্বাপ্সরসো যক্ষা রক্ষোভূতগণোরগাঃ । পশবঃ পিতরঃ সিদ্ধা বিদ্যাধাশ্চারণা ক্রমাঃ ॥ ১৪ ॥

অন্যে চ বিবিধা জীবা জল-স্থল-নভোকসঃ ।

গ্রহকর্কেতবস্তারাস্তড়িতস্তনয়িত্ত্ববঃ ।

সর্বং পুরুষ এবৈদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ

॥ ১৫ ॥

তেনেদমাবৃতং বিশ্বং বিতস্তিমধিতিষ্ঠতি ।

স্বধিক্ষ্যং প্রতপন্ প্রাণো বহিষ্চ প্রতপত্যসৌ ।

এবং বিরাজং প্রতপন্তপত্যস্তর্কবিহিঃ পুমান্

॥ ১৬ ॥

সৌম্যতস্তাভয়শ্চেশো মর্ত্যমমং যদত্যগাৎ । মহিমৈষ ততো ব্রহ্মান্ পুরুষস্ত ছরত্যয়ঃ ॥ ১৭ ॥  
পাদেষু সর্বভূতানি পুংসঃ স্থিতিপদো বিদুঃ । অমৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্দ্ধোহধায়ী মূর্দ্ধস্থ ॥ ১৮ ॥  
পাদান্ত্রয়ো বহিষ্চাসন্ন প্রজানাং য আশ্রমাঃ । অন্তস্ত্রিলোক্যাস্তপরো গৃহসেধোহবহদ্রুতঃ ॥ ১৯ ॥  
সৃতা বিচক্রমে বিশ্বঙ্ সাননানশনে উভে । যদবিদ্যা চ বিদ্যা চ পুরুষস্তৃতয়াশ্রয়ঃ ॥ ২০ ॥  
যস্মাদণ্ডং বিরাড়্ জজ্ঞে ভূতেন্দ্রিয়-গুণাত্মকং । তদ্ব্যমত্যগাবিশ্বং গোভিঃ সূর্য্য ইবাতপন্ ॥ ২১ ॥

আমি, তুমি, রুদ্র, সনক ও মরীচি আদি অগ্রজাত মুনিগণ, সুর, অসুর, নর, নাগ, পক্ষী, যুগ, সরাসৃপ, গন্ধর্ব, অপ্সরাঃ, যক্ষ, রক্ষ, ভূতগণ, সর্প, পশু, পিতৃগণ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, চারণ, বৃক্ষ, গৃহ, নক্ষত্র, তারা, ধূমকেতু, মেঘ এবং অগাণ্ড জল স্থল বা আকাশবাসী সে সমুদয় জীব আছে, তাহারা সকলেই সেই পুরুষের স্বরূপ । তিনিই ভূত, তিনিই বর্তমান ও তিনিই ভবিষ্যৎ । ১৩-১৫

তিনি নিজে দশাঙ্গুলি-পরিমিত হইলেও এই বিশ্ব আবৃত করিয়া আছেন । বেরূপ সূর্য্য স্বীয় মণ্ডল প্রকাশ করিয়া তাহার বাহিরের বস্তুকেও প্রকাশ করেন, সেইরূপ সেই পুরুষ বিরাজি দেহ প্রকাশ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে এই বিশ্বকে প্রকাশ করিতেছেন । ১৬

তিনি অমৃত ও অভয়ের অধিপতি, কারণ, তিনি মৃত্যুর কারণস্বরূপ কণ্ঠ অতিক্রম করিয়া আছেন । তাঁহার মহিমা এমনই অপার । ১৭

ভূঃ প্রভৃতি লোক তাঁহার অংশ, অধিল লোক

তাঁহার পদে অবস্থিত । তিনি ত্রিলোকের মন্তক স্বরূপ । মহর্লোকের উর্দ্ধবর্তী তিনলোকে তিনি অমৃত ক্ষেম ও অভয় স্থাপন করিয়াছেন । ১৮

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতিগণকে আর পুঞ্জাদিরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ; স্মৃতরাং ইহাদের তিনটি আশ্রম ত্রিলোকের বহির্ভাগে অবস্থিত । কিন্তু গৃহিগণ ব্রহ্মচার্য্য ব্রত আচরণ করেন না, এ জন্ম তাঁহাদিগের আশ্রম ত্রিলোকের মধ্যে অবস্থিত । ১৯

সেই ক্ষেত্রজ সর্বদেবে বিস্তৃত বিবিধ পদার্থ সৃষ্টি করিবার জন্ম ভোগ ও মুক্তির দ্বিবিধ সাধনপথে বিচরণ করিয়া থাকেন, স্মৃতরাং অবিদ্যা ও বিদ্যা উভয়ই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে । তাঁহা হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড ভূত ইন্দ্রিয় ও গুণময় বিরাজি দেহ উদ্ভূত হইয়াছে ; কিন্তু বেরূপ সূর্য্য, কিরণ দ্বারা পৃথিবীকে কেবল তাপ দান করিয়া থাকেন, সেইরূপ বিরাজি পুরুষও এই বিশ্ব এবং বিরাজি দেহ উভয় হইতেই পৃথক্ । ২০-২১



যদাহস্য নাভ্যামলিনাদহমানং মহান্ননঃ । নাবিদং যজ্ঞসম্ভারান্ পুরুষাবয়বান্(দৃ)তে ॥ ২২ ॥  
 তেষু যজ্ঞস্য পশবঃ সবনস্পত্যয়ঃ কুশাঃ । ইদঞ্চ দেবযজনং কালশ্চোক্তাশ্চৈব ॥ ২৩ ॥  
 বস্ত্রোষধয়ঃ স্নেহা রস লোহ-মৃদো জলম্ । ঋচো যজুঃষি সামানি চাতুর্হোত্রঞ্চ সত্তম ॥ ২৪ ॥  
 নামধেয়ানি মন্ত্রাশ্চ দক্ষিণাশ্চ ত্রতানি চ । দেবতানুক্রমঃ কল্পঃ সংকল্পস্তদ্রমেব চ ॥ ২৫ ॥  
 গতয়ো মতয়শ্চৈব প্রায়শ্চিত্তসমর্পণম্ । পুরুষাবয়বৈরেতে সম্ভারাঃ সম্ভূতা ময়া ॥ ২৬ ॥  
 ইতি সম্ভূতসম্ভারঃ পুরুষাবয়বৈরহম্ । তমেব পুরুষং যজ্ঞং তেনৈবায়জমোশ্বরম্ ॥ ২৭ ॥  
 ততস্তে ভ্রাতর ইমে প্রজানাং পত্যয়ো নব । অযজন্ ব্যক্তমব্যক্তং পুরুষং স্তসমাহিতাঃ ॥ ২৮ ॥  
 ততশ্চ মনবঃ কালে ঈজিরে ঋষয়োহপরে । পিতরো বিবুধা দৈত্যা মনুষ্যাঃ ক্রতুভির্বিভূষ ॥ ২৯ ॥  
 নারায়ণে ভগবতি তদিদং বিশ্বমাহিতম্ । গৃহীতমায়োরুগুণঃ সর্গাদাবগুণঃ স্বতঃ ॥ ৩০ ॥  
 সৃজামি তন্নিযুক্তোহহং হরো হরতি তদ্বশঃ । বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধুব্ ॥ ৩১ ॥  
 ইতি তেহভিহিতং তাত যথৈদমনুপৃচ্ছসি । নান্যন্তগবতঃ কিঞ্চিদ্ভাব্যং সদসদাত্মকম্ ॥ ৩২ ॥

ন ভারতী মেহঙ্গ যুষোপলক্ষ্যতে ন বৈ কচিন্মে মনসো মূষা গতিঃ ।

ন মে হৃষীকানি পতন্ত্যসংপথে যন্মে হৃদৌৎকণ্ঠ্যবতা ধৃতো হরিঃ ॥ ৩৩ ॥

আমি সেই মহাপুরুষের নাভিপদ্মগর্ভ হইতে করিয়া ব্যক্ত এবং অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রাদিরূপে উৎপন্ন হইয়াছি। আমি জানি না যে, যজ্ঞসাধন প্রকাশমান এবং আত্মরূপে প্রকাশমান পুরুষের সামগ্রী সকল তাঁহার অঙ্গ হইতে বিভিন্ন। পশু, যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ২৮-২৯  
 বনস্পতি, কুশ, যজ্ঞস্থান, অনন্ত প্রভৃতি কাল, যবাদি বৎস নারদ! এই বিশ্ব সেই ভগবান্ নারায়ণে ওষধি, ঘৃত প্রভৃতি স্নিগ্ধ পদার্থ, মধুরাদি বস, স্তবর্ণ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তিনি নিগুণ, কিন্তু সৃষ্টির প্রভৃতি ধাতু, যুক্তিকা, জল, ঋক্, যজুঃ, সাম, হোতৃকণ্ঠ সময়ে মায়াযুক্ত হইয়া মহাদাদি গুণ গ্রহণ করিয়া প্রভৃতি জ্যোতিষ্কোমাদি যজ্ঞের নামসমূহ, স্বাহা থাকেন। তাঁহার নির্দেশানুসারে আমি সৃষ্টি প্রভৃতি মন্ত্র, দক্ষিণা, ত্রত, দেবতাদিগের অনুক্রম, করিলেছি। শঙ্করও তাঁহার আজ্ঞাক্রমেই সংহার- কল্প, সঙ্কল্প, গতি, মতি, প্রায়শ্চিত্ত ও অনুর্ত্তিত কার্যের কার্যে নিযুক্ত আছেন। আর তিনি স্বয়ং বিষ্ণুরূপে পালনকার্য্য করিতেছেন। ভগবান্ এই প্রকারে তিনটি শক্তি ধারণ করিয়া আছেন। কার্য্য ও কারণ- স্বরূপ সমুদায় সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে তিনি ভিন্ন অণু- স্বরূপ সমুদায় সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে তিনি ভিন্ন অণু কিছুই নাই। বৎস, তুমি আমাকে বাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তাহা তোমাকে বলিলাম। ৩০-৩২  
 নারদ! আমি ভক্তির সহিত হরিকে অন্তঃকরণে যজ্ঞ করিয়াছিলাম। ২২-২৭

অবশেষে তোমার ভ্রাতৃগণ এই নয়জন প্রতাপতি, ধ্যান করি, সেই জগুই আমার বাক, ও আমার মনের মনুগণ, অপরাপর ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, দৈত্যগণ গতিও কখন মিথ্যা হয় না এবং ইন্দ্রিয়গণ কখন ও মনুষ্যগণ নিজ নিজ অবসরক্রমে ত্রুতপালন কুপথে বাইতে চাহে না। ৩৩



সৌহং সমাম্রায়ময়ন্তপোময়ঃ প্রজাপতীনামভিবন্দিতঃ পতিঃ ।

আত্মায় যোগং নিপুণং সমাহিতস্তম্রাধ্যগচ্ছং যত আত্মসম্ভবঃ ॥ ৩৪ ॥

নতোহস্ম্যাহং তচ্চরণং সমায়ুযাং ভবচ্ছিদং স্বস্ত্যয়নং স্তমঙ্গলম্ ।

যো হ্যাত্মমায়্যবিভবঞ্চ পর্য্যগাদযথা নভঃ স্বাস্তমথাপরে কুতঃ ॥ ৩৫ ॥

নাহং ন যুয়ং যদূতাং গতিং বিদূর্ন বামদেবঃ কিমুতাপরে সুরাঃ ।

তন্মায়য়া মোহিতবুদ্ধয়স্ত্বিদং বিনির্মিতং চাত্মসমং বিচক্ষ্মাহে ॥ ৩৬ ॥

যস্যাবতারকর্মাণি গায়ন্তি হ্যস্মাদাদয়ঃ । ন যং বিদন্তি তত্বেন তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ৩৭ ॥

স এষ আত্মঃ পুরুষঃ কল্পে কল্পে সজ্জাত্যজঃ । আত্মাত্মাত্মাত্মাত্মানং স সংবচ্ছতি পাতি চ ॥ ৩৮ ॥

বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানং প্রত্যক্ সমাগবন্তিতম্ ।

সত্যং পূর্ণমনাত্মন্তং নিগুণং নিত্যমদ্বয়ম্ ॥ ৩৯ ॥

ঋষে ! বিদন্তি মুনয়ঃ প্রশাস্তাত্তেজ্জিয়াশয়াঃ ।

যদা তদেবাসত্ত্বৈকৈস্তিরোধীয়েত বিপ্লুতম্ । ॥ ৪০ ॥

আত্মোহবতারঃ পুরুষঃ পরস্য কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মদশ্চ ।

দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি বিরাট্ সুরাট্ স্বাস্মু চরিসু ভূমঃ ॥ ৪১ ॥

আমি বেদময় ও তমোময়, প্রজাপতিগণ করিতে চেষ্টা করি বটে, কিন্তু তাঁহার যথার্থ তত্ত্ব আমাকে তাঁহাদের অধীশ্বর বলিয়া পূজা করিয়া নির্ণয় করিতে পারি না। অতএব সেই ভগবানকে থাকেন। আমি একান্তমনে যোগ-যুক্ত হইয়া প্রণাম করিতেছি। ৩৬ ৩৭

রহিয়াছি, তথাপি গাছা হইতে আমার উৎপত্তি, সেই জন্মরহিত আদিপুরুষ কল্পে কল্পে আপনিই তাঁহাকে আমি জানিতে পারিলাম না। ৩৮

আকাশ যেমন দ্বয়ং নিজেব অণু পায় না, তান বিশুদ্ধ সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ। সকলের অন্তর্গত আমি সেইরূপ ভগবান আপনিই স্বীয় মায়ার অবধি নিষ্কার সন্দেহরহিত ও নিগুণ, তজ্জন্ম তাঁহার গুণকোভ করিতে পারেন না; অথ দেবতার ত' কথাই নাই। নাও বা তজ্জানিত কোন চাপল্য নাই। তিনি সত্য, পরিপূর্ণ, জন্ম ও বিনাশরহিত, নিগুণ ও নিত্য—

অতএব আমি তাঁহার চরণে প্রণাম করি। ৩৯

জীব তাঁহার চরণে শরণ লইয়া সংসার হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। নিখিল কল্যাণের নিদান তাঁহার সেই হইবেত। মুনিদিগের দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন নির্মল হইলেই তাঁহারা তাঁহাকে ঐরূপে জানিতে পারেন। চরণ পরম স্বস্ত্যয়নস্বরূপ। যখন রুদ্ধ, তোমরা ও কিন্তু কুতক দ্বারা মন আবৃত হইলেই তাঁহার ঐ রূপ আমি তাঁহার স্বরূপ অবধারণ করিতে পারি নাই, তিরোহিত হয়। বৎস! যে পুরুষ প্রকৃতির প্রবর্তক, তিনিই ভগবানের প্রথম অবতার, ইহা ভিন্ন অদৃষ্ট, স্বভাব, কার্য ও কারণস্বরূপিণী প্রকৃতি, মন মহা- ভূত, অহঙ্কারতত্ত্ব, গুণত্রয়, ইন্দ্রিয়সকলের সমষ্টিস্বরূপ তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে বিরীট শরীর, বৈরাজ পুরুষ, স্বাবর জন্ম। ৩৮-৪১



অহং ভবো যজ্ঞ ইমে প্রজ্ঞেশা দক্ষাদয়ো যে ভবদাদয়শ্চ ।  
 স্বর্লোকপালাঃ খলোকপালা নৃলোকপালাস্তলোকপালাঃ ॥ ৪২ ॥  
 গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধর-চারণেশা যে যক্ষ-রক্ষোরগ-নাগনাথাঃ ।  
 যে বা ঋষীণামৃষভাঃ পিতৃণাং দৈত্যেন্দ্র-সিদ্ধেশ্বর-দানবেন্দ্রাঃ ।  
 অথো চ যে প্রেত-পিশাচ-ভূত-কুস্মাণ্ড-যাদো-মৃগ-পক্ষ্যধীশাঃ ॥ ৪৩ ॥  
 যৎ কিঞ্চ লোকে ভগবন্মহেশ্বদোজঃসহস্রদ্বলবৎকমাবৎ ।  
 শ্রী-হ্রী-বিভূত্যাশ্রবদদুর্ভাগং তদ্বৎ পরং রূপবদম্বরূপম্ ॥ ৪৪ ॥  
 প্রাধান্যতো যানুষ আমনন্তি লীলাবতারান্ পুরুষন্ত ভূম্নঃ ।  
 আগীযতাং কর্ণকষায়শোমাননুক্রমিষ্যে ত ইমান্ সুপেশান্ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈষ্ণবিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে  
 ব্রহ্ম-নাবদ-সংবাদে পুরুষ-বিভূতি-বর্ণনং নাম ষষ্ঠোধ্যায়ঃ ॥৬॥

<p>আমি, কদ্র, বিষ্ণু, প্রজাপতিগণ, অপর দেববিগ্ণ, স্বর্গলোকপাল, খলোকপাল, অনুজলোকপাল, পাতালাদি লোকপাল, গন্ধর্ব্বপতি, বিদ্যাধবপতি, চারণপতি, যক্ষপতি, উরগপতি, নাগপতি, শ্রেষ্ঠঋষি, শ্রেষ্ঠ পিতৃপতি, দৈত্যেন্দ্র, সিদ্ধেশ্বর, দানবপতি, প্রেতপতি, পিশাচপতি, ভূতনাথ, কুস্মাণ্ডপতি, জলজন্তুদিগেব অধিপতি, মৃগরাজ, পক্ষিরাজ এবং লোকে যাহা কিছু ঐশ্বর্য্যশালী, তেজঃশালী, ইন্দ্রিয়-শক্তিশালী, মনঃশক্তিযুক্ত, বলবান, ক্ষমাবান,</p>	<p>শোভাশালী, সম্পত্তিশালী, লজ্জাশালী, বুদ্ধিমান অদ্ভুতবর্ণসম্পন্ন, রূপবান ও বিরূপাকৃতি, সেই সকলই সেই পরমপুরুষ ভগবানের বিভূতি ও অবতার। ৪২-৪৪ বৎস নাবদ। সেই নানারূপী পুরুষের অদ্ভাঘ্য যে সকল লীলাবতারের কথা শুদ্ধগণ—প্রধানতঃ কৌর্ভন করিয়া থাকেন। তাহা শ্রবণ করিলে কর্ণের মালিগা দূরে যায়; আমি সেই সকল অতি সুন্দর অবতার-কথা কৌর্ভন করিতেছি, তুমি কর্ণপুট দ্বারা তাহা পান কর। ৪৫</p>
--	--

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত



## সপ্তম অধ্যায়

ব্রহ্মোবাচ ।

যত্রোত্তমঃ ক্ষিতিলোকোদ্ধরণায় বিভ্রং ক্রৌড়ীং তন্মুং সকলযজ্ঞময়ীমনন্তঃ ।  
 অন্তর্মহার্ণব উপাগতমাদিদৈত্যং তং দংষ্ট্র্যাঙ্গিমিব বজ্রধরো দদার ॥ ১ ॥  
 জাতো রুচেরজনয়ং সুষমান্ সুষজ্ঞ আকুতিস্নুরমরানথ দক্ষিণায়াম্ ।  
 লোকত্রয়স্য মহতীমহরদ্যদার্ত্তিঃ স্বায়ত্ত্বুবন মনুনা হরিরিত্যনুজ্ঞঃ ॥ ২ ॥  
 যজ্ঞে চ কর্দমগৃহে দ্বিজ দেবহুত্যাং স্ত্রীভিঃ সমং নবভিরাঙ্গগতিং স্বমাত্রে ।  
 উচে যয়াশ্মশমলং গুণসঙ্গপঙ্কমস্মিন্ বিধূয় কপিলস্ত গতিং প্রপেদে ॥ ৩ ॥  
 অত্রেরপত্যমভিকাঙ্কত আহ তুচ্ছৌ দত্তৌ ময়াহমিতি যদ ভগবান্ স দত্তঃ ।  
 যৎপাদপঙ্কজপরাগপবিত্রদেহা যোগক্ষিমাপুরুভয়ীং যদুহৈহয়াত্যাঃ ॥ ৪ ॥  
 তপ্তং তপো বিবিধলোকসিসৃক্ষয়া মে আদৌ সনাং স্বতপসঃ চতুঃসনোহভুৎ ।  
 প্রাক্কল্লসংপ্লববিনষ্টমিহাত্তত্ত্বং সম্যগ্জগাদ মুনয়ো যদচক্ষতাশ্বন ॥ ৫ ॥

ভগবানের লীলাবতার-বর্ণন

ব্রহ্মা কহিলেন—নারদ ! সেই অনন্ত পুরুষ যখন সর্বযজ্ঞময় শূন্যরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্ত উত্তাগ করিতেছেন, তখন সাগরमध्ये সেই প্রসিদ্ধ আদি দৈত্য হিরণ্যাক্ষ উপস্থিত হইলে, বজ্রধর ইন্দ্র গেমন অঙ্গি বিদারণ করেন, সেইকণ তাহাকেও দংষ্ট্রী দ্বারা বিদারিত করিয়াছিলেন । ১

তিনি প্রজাপতি রুচির ঔরসে ও আকৃতির গর্ভে সুষজ্ঞ নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । পবে তিনি নিজ পত্নী দক্ষিণাব গর্ভে সুষণ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ দেবগণের জন্মদান করিয়াছিলেন । অনন্তর তিনি ত্রিলোকের মহতী পীড়া হরণ করিলে, তাঁহার মাতামহ স্বায়ত্ত্বুব মনু তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন—‘হরি’ । ২

তিনি কদম প্রজাপতির গৃহে দেবহুতির গর্ভে নয়টি ভগিনীর সহিত জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ জননীকে ব্রহ্মবিষ্ঠার উপদেশ করেন । তাঁহাতেই তাঁহার অন্তরের মালিন্যাকারক গুণসঙ্গরূপ পঙ্ক এই জন্মেই

বিধৌত হইয়া যায়, সুতরাং কপিলের গতি অর্থাৎ মুক্তিসাধ করেন । ৩

নারদ ! অত্রি সেই ভগবানকে পুঞ্জরূপে কামনা করিয়াছিলেন, তিনি তাহাতে হৃষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন—‘আমি আমাকেই দান করিলাম’—সেই জন্ত তাঁহার নাম হইয়াছিল—‘দত্ত’ ( এই অবতারের নাম দত্তাত্রেয় ) যদু ও হৈহয় প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহার চরণপঙ্কজেব পরাগ দ্বারা নিজ নিজ দেহ পবিত্র করিয়া ভোগ ও মুক্তিরূপা যোগসমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । ৪

বৎস নারদ ! আমি পূর্বে বিবিধ লোক সৃষ্টি করিবার জন্ত যে ‘সন’ অর্থাৎ অশ্বও তপস্তা করি, পরে সেই তপস্তা ভগবানে সমর্পণ করায়, তিনি তাহা হইতে সনৎকুমার, সনক, সনন্দন ও সনাতন এই চারিটি ‘সন’ রূপে অবতীর্ণ হ’ন এবং পূর্বকল্পের শ্রমকালে যে আশ্রয়স্থ বিনষ্ট হয়, তাহাই তিনি বর্তমান কল্পে এমন সুন্দরভাবে ঋষিদিগকে উপদেশ করেন যে, ঋষিগণ সেই উপদেশ শ্রবণমাত্রেই সেই আশ্রয়স্থ হৃদয়ে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করেন । ৫



ধর্মস্য দক্ষদুহিতর্যাজনিক্ত মূর্ত্যাং নারায়ণো নর ইতি স্বতপঃপ্রভাবঃ ।  
 দৃষ্ট্বান্ননো ভগবতো নিয়মাবলোগঃ দেব্যস্তনঙ্গপূতনা ষটিভুং ন শেকুঃ ॥ ৬ ॥  
 কামং দহন্তি কৃতিনো নমু রোষদৃষ্ট্যা রোষং দহন্তমুত তে ন দহন্ত্যসহম্ ।  
 সোহয়ং যদস্তুরমলং প্রবিশন্ বিভেতি কামঃ কথং নু পুনরস্ত মনঃ শ্রয়েত ॥ ৭ ॥  
 বিদ্ধঃ সপত্ন্যুদিতপত্রিভিরস্তি রাজ্ঞো বালোহপি সন্নপগতস্তপসে বনানি ।  
 তস্মা অদাদ্ধ্রবগতিং গৃণতে প্রসন্নো দিব্যাঃ স্তবস্তি মুনয়ো যদুপর্য্যধস্তাং ॥ ৮ ॥  
 যদ্বৈশ্বং পথগতং দ্বিজবাক্যবজ্র- বিপ্লুকটপৌরুষভগং নিরয়ে পতন্তম্ ।  
 ত্রোদ্ধাধিতো জগতি পুত্রপদঞ্চ লেভে দুহ্মা বসুনি বসুধা সকলানি যেন ॥ ৯ ॥  
 নাভেরসারবত আস্নুদেবিস্নুর্ঘো বৈ চচার সমদৃগ্জড়যোগচর্য্যাম্ ।  
 যৎপারমহংস্তমুযয়ঃ পদমামনস্তি স্বস্থঃ প্রশান্তকরণঃ পরিমুক্তসঙ্গঃ ॥ ১০ ॥

তৎপরে ভগবান্ দক্ষের দুহিতা ও ধর্মের সহধর্মিণী মূর্ত্তিদেবীর গর্ভে অলোকসামান্য তপঃসম্পন্ন নর ও নারায়ণরূপে অবতীর্ণ হ'ন। তখন কামদেবের সেনাস্বরূপ অঙ্গরাগণ তাঁহার তপোভঙ্গ করিতে আগমন করে, কিন্তু যখন তাহারাদেখিল যে, তাহাদের অনুরূপ স্বর্গীয় বারাদনা উর্কনী প্রভৃতি তাঁহার দেহ হইতে উৎপন্ন হইতেছে—তখন তাহার চমৎকৃত হইল এবং তাঁহার তপোভঙ্গ করিতে পারিল না। ৬

রুদ্রাদি কৃতিগণ ( যোগিগণ ) কন্দর্পকে সক্রোধে দৃষ্টি দ্বারা দধ্ব করিতে পারেন কিন্তু তাঁহার ক্রোধকে দধ্ব করিতে পারেন না, বরং তাঁহারাই ক্রোধে অভিভূত হ'ন, পরন্তু যখন সেই ক্রোধ হরির নিশ্চল অন্তঃকরণে প্রবেশ করিতে ভীত হয়, তখন কাম আর তাঁহার মন কিরূপে আক্রমণ করিবে ? ৭

অনন্তর রাজা উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব, পিতার সমক্ষে বিমাতার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া বাল্যকালেই

তপস্তা করিবার জন্ত বনগমন করেন। হরি তাঁহার প্রার্থনায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে ধ্রুবলোক প্রদান করেন। উপরিস্থিত ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ এবং অধঃস্থিত সপ্তর্ষি-মণ্ডল সেই পদের স্তব করিয়া থাকেন। ৮

বেশ রাজা উৎপথগামী হওয়াতে ব্রাহ্মণগণের বজ্রতুল্য অভিসম্পাতে তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও পৌরুষ দধ্ব হইয়া যায়, তাঁহাকে নরকে যাইতে হইত, কিন্তু ভগবান্ ঋষিগণের প্রার্থনায় তাঁহাকে নরক হইতে ত্রাণ করিয়া জগতে 'পুত্র' এই সার্থক নাম লাভ করেন এবং পৃথিবী হইতে নানাবিধ রত্নও দোহন করিয়াছিলেন। ৯

ভগবান্ আগ্নীধ্রু-পুত্র নাস্তির ঔরসে, তাঁহার ভার্য্যা স্নুদেবীর গর্ভে ঋষভরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই ঋষভদেব যোগচর্যা করিয়া স্বস্থ, শান্ত, বিষয়াসক্তিশূন্য সুতরাং জড়ের স্থায় হইয়াছিলেন বলিয়া ঋষিগণ তাঁহাকে পারমহংস্তপদ বলিয়া থাকেন। ১০

**বিশ্লেষ—**ইহা পাণ্ডবকালের উপাখ্যান। এই মতে বর্ষ শব্দে পৃথিবী উদ্ধারের সময় হিরণ্যাক্ষবধ হইয়াছিল। বরাহ-কল্পে দুইবার বরাহ-প্রাক্তর্ভাব ও পৃথিবীর উদ্ধার হইয়াছিল। হিরণ্যাক্ষবধের ও পৃথিবী উদ্ধারের বিষয়—তৃতীয় ঋতুর জরোদশ অধ্যায়ে প্রমাণসহ বর্ণনা করা হইয়াছে। সনৎ-কুমার, সনক, সনন্দ ও সনাতন এই চারিজনকে চতুঃসন নামে অভিহিত করা হয়। ইহারা চিরকুমার ও ত্র্যমনিষ্ঠ। নরনারায়ণের তপোভঙ্গ করাইবার জন্ত ইজ্র অঙ্গরাগণকে

প্রেরণ করেন, কিন্তু তাহাদিগকে দেখিয়া নারায়ণ উজ্র হইতে উর্কনী ও অস্ত্রাস্ত্র হুল হইতে অস্ত্রাস্ত্র অঙ্গরার নৃষ্টি করেন। ইজ্রের প্রেরিত অঙ্গরাগণ তাঁহাদের সৌন্দর্য্যের নিকট পরাভূত হইয়া গলায়ন করে। পৃথুরাজা নারায়ণের নিকট হইতে নিজ পিতার নরক-ভোগের উপর ক্ষুণ্ণরোগ ও স্নেহপ্রাপ্তির কথা অবগত হইয়া পৃথুরাজ নামক ব্রহ্মক্ষেত্রভীর্থে দ্বানাদির দ্বারা তাঁহাকে সেই পাণ হইতে উদ্ধার করেন; এই বৃত্তান্ত বামনপুরাণে আছে। ১১°



সত্রে মমাস ভগবান্ হয়শীরযাধো সাক্ষাৎ স যন্তপুরুষস্তপনীয়বর্ণঃ ।  
 ছন্দোময়ো মখময়োহখিলদেবতাস্মা বাচো বভূবুরুশভীঃ শ্বসতোহশ্ব নন্তঃ ॥ ১১ ॥  
 মৎস্তো যুগাস্তসময়ে মনুনোপলকঃ ক্রৌ(ক্কা)গীময়ো নিখিলজীবনিকায়কেতঃ ।  
 বিস্রংসিতানুরুভয়ে সলিলে মুখান্মে আদায় তত্র বিজহার হ বেদমার্গান্ ॥ ১২ ॥  
 ক্ষীরোদধাবমর-দানবযুধপানামুশ্বত্থাময়তলকয় আদিদেবঃ ।  
 পৃষ্ঠেন কচ্ছপবপুর্বিদধার গোত্রং নিদ্রাক্ষণোহদ্রিপরিবর্তকযাগকণ্ডুঃ ॥ ১৩ ॥  
 ত্রৈপি(বি)ষ্ঠপোরুভয়হা স নৃসিংরূপং কৃতা ভ্রমদ্ভ্রুকুটিদংষ্ট্রকরালবক্তৃম্ ।  
 দৈত্যেন্দ্রমাশু গদয়াহভিপতন্তুমারাদূরৌ নিপাত্য বিদদার নথৈঃ স্ফুরন্তম্ ॥ ১৪ ॥  
 অন্তঃপয়স্যারুবলেন পদে গৃহাতো গ্রাহেণ যুধপতিরমুজহন্ত আর্ভঃ \* ।  
 আহেদমাদিপুরুষাখিললোকনাথ তীর্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গলনামধেয় ॥ ১৫ ॥

অতঃপর হয়গ্রীবাবতারে সেই ভগবানই ষোড়শ-  
 শির ধারণ করিয়া আমার যন্ত্রে উপস্থিত হন। সেই  
 সময়ে ইঁহার স্বর্ণবর্ণের শ্যায় বর্ণ দৃশ্য হইয়াছিল।  
 আর ইনিই বেদময়, যজ্ঞময় ও সমস্ত দেবতাস্বরূপে  
 প্রকাশ পান। ইঁহার মাসারু, শ্বাসত্যাগ করিতে  
 আরম্ভ করিলে, উহা হইতে কমনীয় বেদবাক্য সকল  
 উৎপন্ন হইয়াছিল। ১১

তাবা বৈবস্বত মনু যুগাস্তসময়ে তাঁহাকে  
 পৃথিবীময় ও নিখিল জীবনবাসের আশ্রয়ভূত  
 মৎস্তরূপে দর্শন করেন। তখন প্রলয় সমাগত দেখিয়া  
 মহাভয়ে আমার মুখ হইতে যে বেদবাণী নিঃসৃত হয়,  
 মৎস্ত সেই মুখনিঃসৃত বেদবাণী গ্রহণ করিয়া  
 প্রলয়পয়োধিজলে আনন্দভরে জীড়া করিয়া-  
 ছিলেন। ১২

সেই আদিদেব কুর্মাভারে ক্ষীরসাগরে কচ্ছপ-  
 শরীর পরিগ্রহ করিয়া অমৃতের জন্ত ক্ষীরসমুদ্র-  
 মন্থনকারী দেবযুধপতি দানবদল্যাধিপতিগণের মন্থনদণ্ড

মন্দর পর্বত নিজের পৃষ্ঠে ধারণ করেন। সেই  
 সময় ঐ পর্বতের পরিভ্রমণে তাঁহার পৃষ্ঠ-  
 কণুর ঘর্ষণ হওয়াতে সেই স্রুখে তাঁহার নিদ্রাবেশ  
 হইয়াছিল। ১৩

নৃসিংহাবতারে তিনি দেবতাদিগের ভয়ভঞ্জন নিমিত্ত  
 নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া গদাহস্তে ইত্যন্ততঃ ধাবমান  
 দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে উরুদেশে নিক্ষেপ পূর্বক  
 নিমিষের মধ্যেই নথ দ্বারা বিদারণ করিয়াছিলেন।  
 তখন তাঁহার মুখ, বিচিত্র ভ্রুকুটির ভ্রমণের দ্বারা ও  
 দংষ্ট্রাদ্বারা বিকৃত হওয়াতে অতি ভয়ঙ্কর রূপধারণ  
 করিয়াছিল ॥ ১৪ ॥

হে বৎস। জলের মধ্যে এক মহাবল কুস্তীর  
 আসিয়া মহাগজের চরণ ধরিলে, গজরাজী সাতিশয়  
 কাতর হইয়া নিজপ্রাণ রক্ষার নিমিত্ত পদ্মগুপ্ত করে  
 গ্রহণ পুরঃসর “হে আদিপুরুষ। হে অখিল  
 লোকনাথ। হে পবিত্রনামন? হে মঙ্গলজনক  
 নামধারিন্। বলিয়া আর্তনাদ করিতেছিল ॥ ১৫ ॥

বিস্তৃতি—‘হৃদময়, মখময়, ও অখিল দেবতাস্ব’—  
 এই বিশেষণ ত্রয়েরদ্বারা ঐতির কর্ণকণ্ড জ্ঞানকণ্ড ও

দেবতাকণ্ড এই ত্রৈবিধ সূচিত হইয়াছে। ‘এই অবতারে  
 শ্বাস্ত্রের বধ হইয়াছিল। ১১। ১২



শ্রদ্ধা হরিস্তমরগাধিনমপ্রমেয়শ্চক্রায়ুধঃ পতগরাজভূজাধিরূঢ়ঃ ।

চক্রেণ নক্রবদনং বিনিপাট্য তস্মাক্ষন্তে প্রগৃহ্য ভগবান্ কৃপয়োজ্জহার ॥ ১৬ ॥

জ্যায়ান্ গুণৈরবরজোহপ্যদিতেঃ স্তনানাং লোকান্ বিচক্রম ইমান্ যদথাধিবজ্রঃ ।

ক্ষমাং বামনেন জগৃহে ত্রিপদচ্ছলেন যাচ্ঞায়ুতে পথি চরন্ প্রভুভির্ন চাল্যঃ ॥ ১৭ ॥

নার্থো বলেরয়মুরুক্রমপাদশৌচমাপঃ শিখাধৃতবতো বিবুধাধিপত্যম্ ।

যো বৈ প্রতিশ্রুতযুতে ন চিকীর্ষদমৃদাত্মানমঙ্গ মনসা হরয়েহভিমেনে \* ॥ ১৮ ॥

তুভ্যঞ্চ নারদ ভৃশং ভগবান্ বিরুদ্ধভাবেন সাধু পরিতুষ্ট উবাচ যোগম্ ।

জ্ঞানঞ্চ ভাগবতমাত্মসতত্বদীপং যদ্বাহুদেবশরণা বিদুরঞ্জসেব ॥ ১৯ ॥

চক্রেঞ্চ দিক্‌বহিতং দশসু স্বতেজো মন্বন্তরেষু মনুবংশধরো বিভর্তি ।

দুৰ্দ্ধেবু রাজসু দমং ব্যদধাৎ স্বকীর্তিঃ সত্যে ত্রিপৃষ্ঠ উশতীং প্রথয়ংশ্চরিত্রৈঃ ॥ ২০ ॥

সেই অপ্রমেয় ভগবান্ হরি তাঁহাকে শরণার্থী মনে করিয়া কৃপাপূর্বক চক্রধারণ করত বিহগরাজ গরুড়পৃষ্ঠে উপনীত হন, এবং হস্তস্থিত চক্র দ্বারা সেই কুস্তীরের বদন বিদীর্ণ করিয়া শুণ্ডধারণ পূর্বক কুস্তীরের কবল হইতে ঐ করীর উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন । ১৬

বামনাবতারে অদিতির পুত্র দ্বাদশ আদিভ্য-মধ্যে সেই বজ্রাধিষ্ঠাতা বিষ্ণু বয়সে সকলের কনিষ্ঠ হইয়াও গুণ দ্বারা জ্যেষ্ঠ হইয়াছিলেন । যেহেতু তিনি পদ দ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ করেন । আর তিনি বামনরূপে বলিরাজের বস্ত্রে অধিষ্ঠানপূর্বক ত্রিপাদ ভূমিগ্রহণের ছলে পৃথিবী গ্রহণ করেন । বদিও তিনি স্বয়ং ঈশ্বর ; কিন্তু ধর্মপথচারী ব্যক্তিদিগকে বিনা যাচ্ঞায় ধর্মরূপ ঈশ্বর্য হইতে ভ্রষ্ট করা প্রভুগণের পক্ষে উচিত নহে মনে করিয়া দৈত্যেন্দ্রের নিকট ঐরূপ যাচ্ঞা করেন । ১৭

নারদ ! যে বলি ভগবানের পাদপ্রক্ষালন-জল নিজ মস্তকাগ্রে ধারণ করিয়াছিলেন এবং

( শুক্রাচার্য্য নিবারণ কবিলেও ) বিনি নিজ প্রভিত্তা অমৃতা না করিয়া বামনমূর্ত্তিধারী ভগবানের তৃতীয়চরণ পূরণ করিবার জন্ত স্বীয় দেহ তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছিলেন । তাঁহার নিকট বিবুধগণের উপর যে আধিপত্য, তাহা পুরুষার্থ নহে, এবং কোনমতে তাঁহার উপযুক্ত নহে । ১৮

হে নারদ ! নারায়ণের উপর তোমার প্রগাঢ় ভক্তি বুদ্ধি পাইলে—সেই ভগবান্ হংসাবতারে তোমাকে ভক্তিবোগ এবং যাঁহার বাহুদেবের শরণাপন্ন, তাঁহারা অনায়াসে যে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন—সেই ভাগবত জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছিলেন । ১৯

ভিন্ন ভিন্ন মন্বন্তরে সেই ভগবান্ মন্বন্তরাবতাররূপে মহঃ, জন ও তপ—এই ত্রিলোকে ও তাহার উর্দ্ধস্থিত সত্যলোকেও আপনার কমনীয় কীর্তি বিস্তার করিতে করিতে দশদিকে অবিহত স্বীয় তেজোরূপ সূদর্শনচক্র দ্বারা দুই নৃপতিগণের দণ্ডবিধান করেন । ২০



ধন্বন্তরিশ্চ ভগবান্ স্বয়ম্বেব কীর্ত্তি র্নান্না নৃণাং পুরুষজাং রুজ আশুহস্তি ।  
 যজ্ঞে চ ভাগমমৃতায়ুরবাবরুদ্ধে আয়ুধ্যবেদমমুশান্ত্যবতীৰ্য্য লোকে ॥ ২১ ॥  
 ক্ষত্রং ক্ষয়ায় বিধিনোপভূতং মহাত্মা ব্রহ্মধ্বজুজ্বিতপথং নরকীর্ত্তিলিপ্সু ।  
 উজ্জন্ত্যসাবনিকণ্টকমুগ্রবীৰ্য্যস্ত্রিঃসপ্তবৃহৎ উরুধার-পরশ্বধেন ॥ ২২ ॥  
 অশ্বং প্রসাদম্মুখঃ কলয়া কলেশ ইক্ষাকুবংশ অবতীৰ্য্য গুরোনিদেশে ।  
 তিষ্ঠন্ বনং সদয়িতামুজ আবিবেশ যশ্মিন্ বিরুদ্ধ্য দশকন্ধর আন্তিমার্চ্ছৎ ॥ ২৩ ॥  
 যশ্মা অদাহুদধিরূঢ়ভয়াঙ্গবেপো মার্গং সপত্নরিপুরং হরবদ্বিধকোঃ ।  
 দূরে স্ত্বহম্মথিতরোষস্ত্রশোণদৃষ্ট্য তাতপ্যমানমকরোরগনক্রচক্রঃ ॥ ২৪ ॥  
 বক্ষঃস্থলস্পর্শরুগ্নমহেন্দ্রবাহ দন্তৈর্বিড়ম্বিতককুজুষ উঢ়াসম্ ।  
 সত্তোহস্ত্রভিঃ সহ বিনেম্যতি দারহর্ভুবিম্বুর্জিতৈর্ধনুষ উচ্চরতোহধিসৈন্তে ॥ ২৫ ॥  
 ভূমেঃ সুরেতরবরুধবিমর্দিতায়াঃ ক্রেশব্যয়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ ।  
 জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্যমার্গঃ কশ্মানি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি ॥ ২৬ ॥

তিনি কীর্ত্তিস্বরূপ অমৃতায়ুঃ ধন্বন্তরিরূপে অবতীর্ণ হইয়া আপনার নাম দ্বারাই মহারোগীদিগের রোগ-সকল আশু বিনষ্ট করেন । সেই জীবনদাতা এই অব-  
 তারেই দৈত্যদলকর্ত্তৃক পূর্বাবরুদ্ধ যজ্ঞের ভাগ পুনঃ লাভ করিয়া আয়ুর্বিষয়ক বেদ প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন । ২১

ক্ষত্রিয়েরা বেদমার্গ চাড়িয়া ব্রাহ্মণ-বিদ্রোহী হইয়া নরকবাতনালাভে ইচ্ছুক হইতেছে ; বিধাতা যেন জগৎকে ধ্বংস করিবার জন্যই এরূপ সম্বন্ধিত করিয়াছেন । সেই জন্য তিনি পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া উগ্রবীৰ্য্য প্রকাশপূর্বক স্বীয় ভীষণধার কুঠার দ্বারা তাহাদিগকে একবিংশতিবার বিনষ্ট করত পৃথিবীর কণ্টক উদ্ধার করিয়াছিলেন । ২২

হে নারদ ! সেই মায়েশ্বর আমাদের প্রীতি প্রসন্ন হইয়া ইক্ষাকুবংশে ভরতাদিরূপ অংশ সমভিব্যাহারে জন্ম লইয়া পিতার আঞ্জাক্রমে আপনার বঁনভা সীতা দেবী ও অনুজ লক্ষ্মণের সহিত বনে প্রবেশ করেন । তথায় রাবণ তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয় । ২৩

দুর্ব্বৃত্ত রাবণ তাঁহার প্রিয়তমা বনিতা সীতাকে

\* “আয়ুচ বেদ” ইতি পাঠান্তরম্ ।

অপহরণ করাতে তিনি সাতিশয় রোষাধিত হইয়াছিলেন, ক্রোধে তাঁহার দৃষ্টি অরুণবর্ণা হইয়াছিল, তাহাতে সাগর-মধ্যবর্তী মকর, ভূজঙ্গ ও নক্রসমূহ দগ্ধ হইতে থাকে ; পূর্বের ত্রিপুরারি যেমন ত্রিপুর দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, রামচন্দ্রও সেইরূপ অরিপুর লঙ্কা দগ্ধ করিতে উত্তত হইলে, সমুদ্রে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহাকে পথ হাড়িয়া দিলেন । ২৪

রাবণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাহার বক্ষঃস্থল-স্পর্শে ইস্ত্রবাহন ঐরাবতের দন্ত ভগ্ন হইয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় দিক্ সকল শুভ্রবর্ণ হওয়াতে সেই দশ-দিকের ভোগকর্ত্তা রাবণ নিজেকে দিগ্বিজয়ী মনে করিয়া সগর্ব্ব হস্ত করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রামচন্দ্র সেই দারাপহারী রাবণের সগর্ব্ব হস্ত শরা-সনের টঙ্কারদ্বারা প্রাণের সহিত বিনষ্ট করিলেন । ২৫

অনন্তর বাঁহা পদবী জনগণের দুর্বিষলক্ষ্য, সেই ভগবান্ নারায়ণ অস্তুর সেনার দ্বারা এই অবনী নিপী-  
 ডিতা হইলে, ক্রেশহরণ নিমিত্ত শুভ্র ও কৃষ্ণবর্ণ কেশকলাপে স্ত্রশোভিত হইয়া রামের সহিত শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ-পূর্বক নিজ মহিমাব্যক্তক ভূরি ভূরি অলৌকিক কর্ম্ম করেন । ২৬



তোকেন জীবহরণং যদুল্‌কিকার্যাস্ত্রৈমাসিকশ্চ চ পদা শকটোৎপন্নতঃ ।  
 যদ্বিভ্রতান্তরগতেন দিবিস্পৃশোৰ্বা উন্মূলনং ত্বিতরণাৰ্জুনয়োৰ্ণ ভাব্যম্ ॥ ২৭ ॥  
 যদ্বৈ ত্রজে ত্রজপশূন্‌ বিযতোয়গীতান্‌ \* পালাংস্ত্বজীবয়দনুগ্রহদৃষ্টিবৃক্ট্যা ।  
 তচ্ছুক্রেহতিবিষবীৰ্য্যবিলোলজিহ্বমুচ্চাটগ্নিম্যতুরগং বিহরন্‌ ত্রুদিশ্যাম্ ॥ ২৮ ॥  
 তৎ কৰ্ম্ম দিব্যমিব যন্নিশি নিঃশয়ানং দাবায়িনা শুচিবনে পরিদহ্যমানে ।  
 উন্মেষ্যতি ত্রজমতোহবসিতান্তকালং নেত্রে পিধাপ্য † সবলোহনধিগম্যবীৰ্য্যঃ ॥ ২৯ ॥  
 গৃহীত যদযত্নপবন্ধমমুখ্য মাতা শুষ্কং স্ততশ্চ ন তু তন্তদমুখ্য মাতি ।  
 যজ্জ্‌স্ততোহশ্চ বদনে ভুবনানি গোপী সংবীক্য শঙ্কিতমনাঃ প্রতিবোধিতাসীৎ ॥ ৩০ ॥  
 নন্দঞ্চ মোক্ষ্যতি তয়াধরুণশ্চ পাশাদগোপান্‌ বিলেষু পিহিতান্‌ ময়সূনুনা চ ।  
 অহ্যাপ্তং নিশি শয়ানমতিশ্রমেণ লোকং ‡ বিকুণ্ঠমুপনেষ্যতি গোকুলং স্ম ॥ ৩১ ॥

ভগবান্‌ কৃষ্ণ যে স্বয়ং পরমেশ্বর, তাহার অণুমাাত্রও সম্ভেদ নাই। দেখ, শিশু হইয়া উলুকীর শ্যায় নিশাচরী পৃথনার প্রাণহরণ, তিন মাস বয়ঃক্রমকালে পদাঘাতে শকট-নিপাত এবং জামু ধারা চলিতে চলিতে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া গগনস্পর্শী যুগল অৰ্জুন-বৃক্কের উন্মূলন ইত্যাদি কার্য্য কি অশ্চ হইতে সম্ভব হইতে পারে ? ২৭

ত্রজপুরে ত্রজপশু ও গোপালগণ যমুনার বিষময় জল পান করিয়া বিচেতন হইলে, মাত্র কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে পুনর্ব্বার জীবিত করেন এবং ঐ নদীর জল বিশুদ্ধ করিবার জন্ত সেই তটিনীমধ্যে বিহার করিতে করিতে স্ত্রীত্ব বিপ্রভাবযুক্ত লোলজিহ্ব কালীয় সর্পের দমন করেন। ইহাও কি অশ্চ হইতে সম্ভব হইতে পারে ? ২৮

কালীয়দমন-রাত্রিতে যমুনাতীরে ত্রজবালকেরা স্ব স্ব নেত্রে মুদ্রিত করিয়া নিদ্রিত হইলে, সেই সময়ে দাবানল ধারা গ্রীষ্মশুষ্ক বন দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইল, তাহাতে ত্রজবালকদিগের শ্রাণের একেবারে বিনাশ

নিশ্চিত হইলেও, অচিন্ত্যবীৰ্য্য শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত মিলিত হইয়া সেই ত্রজবালকদিগকে পরিত্রাণ করেন, এই অলৌকিক কার্য্যও অশ্চর্য্যক সম্ভব হইতে পারে না। ২৯

শ্রীকৃষ্ণ-জননী যশোদা তাঁহাকে বন্ধন করিবার জন্ত ভূরি ভূরি রজ্জ্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সমুদায়ে তাঁহার বন্ধন পর্যাণ্ড হয় নাই। অনন্তর ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ জ্জ্‌স্তাত্যাগ করিলে, ইহার বদনবিবরে চতুর্দশ ভুবন দর্শন করিয়া শঙ্কিত হইলেন ও পরে তাঁহাকে ঈশ্বর জ্ঞান করিলেন। ৩০

এই শ্রীকৃষ্ণ বরণের পাশভয় হইতে নন্দকে মুক্ত করেন এবং ময় নামক দৈত্যের পুত্র কর্তৃক বিলম্বে গোপনে স্থাপিত গোপসকলকে মুক্ত করিলেন। যে সকল গোকুলবাসী নিজ নিজ বৈষয়িক কাজে ব্যাপ্ত থাকিয়া রাত্রিতে নিদ্রাভিভূত হইতেন, তিনি তাঁহাদিগকে বৈকুণ্ঠে স্থান দান করিতেন। এই অলৌকিক কার্য্যও কি ঈশ্বর ব্যতীত অশ্চর্য্য সম্ভব ? ৩১

\* "জীবান্‌" ইতি পাঠান্তরং।

† "পিধাপ্য" ইতি পাঠান্তরং।

‡ "লোকং" ইতি পাঠান্তরং।



গোপৈর্মধে প্রতিহতে ব্রজবিপ্লবায় দেবেহ্তিবর্ষতি পশ্ন্ কৃপয়া রিরক্ষুঃ ।  
 ধর্ভোচ্ছলীক্ৰুগিব সপ্ত দিনানি সপ্ত বর্ষো মহোধুমনধৈককরে সলীলম্ ॥ ৩২ ॥  
 ক্রৌড়ন্ বনে নিশি নিশাকররশ্মিগৌর্যাং রাসোন্মুখঃ কলপদ্বায়তমুচ্ছিতেন ।  
 উদ্দীপিতস্মররুজাং ব্রজভৃদ্ধধুনাং হর্ভুইরিস্যতি শিরো ধনদানুগত ॥ ৩৩ ॥  
 যে চ প্রলম্ব-খর-দর্জুর-কেশরিস্ট-মল্লৈত-কংস-যবনাঃ কপি-পৌণ্ড্র-কাঢ়াঃ ।  
 অন্ত্রে চ সান্ব কপি-বঙ্কল-দন্তবক্র-সপ্তোক্ষ-শংখর বিদুরথ-রুশ্মিমুখ্যাঃ ॥ ৩৪ ॥  
 যে বা যুধে সর্মতিশালিন আভচ'পাঃ কান্বোজ-মৎস্ত-কুরু-স্বঞ্জয়-কৈকয়াঢ়াঃ ।  
 যাস্তস্ত্যাদর্শনমলং বল-পার্ধ-ভৌম-ব্যাজাহ্নয়েন হরিণা নিলয়ং তদীয়ম্ ॥ ৩৫ ॥  
 কালেন মীলিতধিয়ামবযুশ্চ নৃণাং স্তোকাযুধাং স্ননিগমো বত দূরপারঃ ।  
 আবির্হিতস্তনুযুগং স হি সত্যবত্যাং বেদজন্মং বিটপশো বিভজিষ্যতি স্ম ॥ ৩৬ ॥  
 দেবদ্বিধাং নিগমবজ্রানি নির্ভিতানাং পূর্ভিম'য়েন বিহিতাভিরদৃশ্যতুর্ভিঃ ।  
 লোকান্ স্নতাং মতিবিমোহমতিপ্রলোভং বেণং বিধায় বহু ভাষ্যত ঔপধর্ম্যম্ ॥ ৩৭ ॥

তাঁহার সপ্তবর্ষ বয়ঃক্রমকালে গোপগণ যজ্ঞের বিঘ্ন করিলে, সুরপতি ইন্দ্র সপ্তদিনব্যাপী বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ করুণাবশে গণ্ডকুল রক্ষা করিবার অভিলাষে সপ্তদিন গোবর্দ্ধন গিরি অনায়াসে ধারণ করিয়াছিলেন। ৩২

সেই শ্যামসুন্দর রাসক্রৌড়ার্থ ইচ্ছুক হইয়া, খলিতা শামিনীতে কাননমধ্যে ভ্রমন করিতে করিতে ললিত পদাবলি-সমন্বিত অতি সুললিত সঙ্গীত দ্বারা গোপী-দিগের মদনব্যথা উদ্দীপিতা করিতেছিলেন। তখন তাহারা তাহার সহিত বিলাস করিতে উৎসুক হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলে, কুবেরামুচর শঙ্খচূড় তাহাদিগকে হরণ করেন, কৃষ্ণ সেই কারণে তাহার মস্তকচ্ছেদন করেন। ৩৩

বলরাম প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের নামাস্তর মাত্র, স্তত্রাং প্রলম্ব, খর, বক, কেশী, অরিস্ট, মল্ল, কুবলয়াপীড়, যবন, কপি, পৌণ্ড্র, শাখ, নরক, বঙ্কল, দন্তবক্র, সপ্তোক্ষ, শংখর, বিদুরথ এবং রুশ্মি প্রভৃতি যে সকল বীর আর কান্বোজ, মৎস্ত, কুরু, স্বঞ্জয় ও কৈকয়

ইত্যাদি যে যে বার যুদ্ধক্ষেত্রে ধুমুর্ধারণ-পূর্বক অতিশয় দর্প করিয়াছিল, তাহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিহত হইয়া পরমরমণীয় স্থান বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছে। এ কার্যও তাঁহার অলৌকিক। ৩৪-৩৫

কালের কুটিলচক্রে যুগে যুগে মনুষ্যদিগের বুদ্ধি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত এবং পরমায়ু হ্রাস হইয়া আসিতেছে দেখিয়া ভাবিলেন, অহো! আমার কৃত বেদরাশি ইহাদের পক্ষে দুর্গম হইবে, স্তত্রাং ভগবান্ স্বয়ং ব্যাসরূপে সত্যবতীর গর্ভে অবতীর্ণ হইয়া বেদের শাখা বিভক্ত করিয়া দেন। ৩৬

দেবদেবী হইয়াও অসুরগণ উত্তমরূপে বেদমার্গ অবলম্বন-পুরঃসর তাহার প্রভাবে ময়দানব দ্বারা বহু অলক্ষ্যবেগ পুর নির্মাণ করাইয়া মনুষ্যদিগের বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে ভগবান্ তাহাদের বুদ্ধির ভ্রমসাধন ও লোভ জন্মাইবার জন্য বুদ্ধাবতার হইয়া পাবণবেশে তাহাদিগকে বহুবিধ উপধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছিলেন। ৩৭



যহ্নালিয়েষপি সতাং ন কথা হরেঃ স্যুঃ পার্ষাণুনো দ্বিজজনা বৃষলা নৃদেবাঃ ।  
 স্বাহা-স্বধা-বষড়্ভিতি স্ম গিরো ন যত্র শাস্তা ভবিষ্যতি কলেৰ্ভগবান্ যুগান্তে ॥ ৩৮ ॥  
 সর্গে তপোহহয়যয়ো নব যে প্রজেশাঃ স্বানেহথ \* ধর্ম্ম-মখ-মহমরাবনীশাঃ ।  
 অস্তে ত্বধর্ম্ম-হর-মন্যুবশাহস্রাঢ়াঃ মায়াবিভূতয় ইমাঃ পুরুশক্তিভাজঃ ॥ ৩৯ ॥  
 বিষ্ণোহু বীর্য্যগণনাং কতমোহহীতীহ যঃ পার্ধিবান্ধপি কবিবিমমে রজাংসি ।  
 চক্ৰস্ত যঃ স্বরংহসাহস্রলতা ত্রিপৃষ্ঠং যস্মাজ্জিলাম্যসদনাদুরকম্পযানম্ ॥ ৪০ ॥  
 নাস্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োহগ্রজান্তে মায়াবলস্ত পুরুষস্ত কুতোহবরা য়ে † ।  
 গায়ন গুণাম্ দশগতানন আদিদেবঃ শেবোহধুনাপি সমবস্ততি নাস্ত পারম্ ॥ ৪১ ॥  
 যেবাং স এব(য) ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্ব্বাভ্যনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্বালীকম্ ।  
 তে ছন্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং নৈবাং মমাহমিতি ধীঃ স্ব-শৃগালভক্ষ্যে ॥ ৪২ ॥

কলিযুগের শেষভাগে সাধুভবনে হরিকথা থাকিবে না এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ নাস্তিক হইয়া পড়িবে আর শূদ্রেরা রাজা হইতে আরম্ভ করিবে আর স্বাহা স্বধা ও বষট্কার শব্দ শুনা যাইবে না, তখন তিনি কহিরূপে অবতীর্ণ হইয়া কলির শাসন করিবেন । ৩৮

হে বৎস নারদ ! সৃষ্টি করিবার সময় আমার সৃষ্টিত তপস্তা, আমি এবং অস্ত্র নয় জন প্রজাপতি এবং স্থিতিকালে ধর্ম্ম, বিষ্ণু, মনু, দেবশ ও পৃথিবীর রাজমণ্ডলী আর সংহার-কালে অধর্ম্ম, হর এবং মন্যুপরবশ সর্প প্রভৃতি দেবতাগণ সকলেই মহাশক্তিশালী ভগবানের মায়া-বিভূতি । ৩৯

নারদ ! তাঁহার বিভূতি এই সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম, বিশদরূপে বলিতে কেহই সমর্থ হইবে না । যে ব্যক্তি জগতের পরমাণুপুঞ্জও গণনা করিয়াছেন, তিনিও তাহা গণনা করিতে পারেন না,

কোন এক সময়ে বিষ্ণুর প্রতিঘাত-শূন্য পদাঘাতে মহঃ, জন, তপ এই ত্রিলোকের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত অর্থাৎ সত্যলোক পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনি স্বয়ং তৎসমুদায়ই ধারণ করিয়াছিলেন । ৪০

হে বৎস ! তোমার অগ্রজ এই মুনিগণ ও আমি স্বয়ং সেই পরমপুরুষ ভগবানের অন্ত জানিতে সমর্থ হই নাই, যাঁহারা পশ্চাচ্ছাত, তাঁহারা কিরূপে জানিবেন ? অনন্তদেব দশসহস্রমুখে তাঁহার অপেষ-গুণ বর্ণনা করিয়া আজ পর্য্যন্তও তাঁহার অন্ত পান নাই । ৪১

সেই অনন্ত ভগবান্ যাঁহাদিগকে দয়া করেন, আর তাঁহারা যদি সরলপ্রাণে সেই ভগবানের শরণাগত হন, তাহা হইলে তাঁহারাি ছন্তর মায়া পরিত্যাগ করিতে পারেন, এবং তাঁহাদের কুকুর-শৃগাল-সমূহের ভক্ষ্য দেখে আমি, আমার এই আশ্ববোধ থাকে না । ৪২

\* "হানে চ" ইতি পাঠান্তরম্ ।

† "কুতোহপরে যে" ইতি পাঠান্তরম্ ।



বেদাহমঙ্গ পরমশ্চ হি যোগমায়াঃ যুয়ং ভবশ্চ ভগবানথ দৈত্যবর্ষাঃ ।  
 পত্নী মনোঃ স চ মনুশ্চ তদান্ধজাশ্চ প্রাচীনবর্হি ঋতুরঙ্গ উত ধ্রুবশ্চ ॥ ৪৩ ॥  
 ইক্ষ্বাকুরৈল-মুচুকুন্দ-বিদেহ-গাধি-রঘুস্বরীষ-সগরা গয়-নাহ্মযাথাঃ ।  
 মাক্ষাত্রলর্ক-শতধন্বনুরস্তিদেবা দেবত্রতো বলিরমূর্তরয়ো দিলীপঃ ॥ ৪৪ ॥  
 সৌভর্যুতঙ্ক-শিবি-দেবল-পিপ্পলাদ-সারস্বতৌদ্ধব-পরশর-ভূরিষেণাঃ ।  
 যেহন্তে বিভীষণ-হনুমদুপেন্দ্রদত্ত-পার্শ্বাষ্টিষেণ-বিছুর-শ্রুতদেববর্ষাঃ ॥ ৪৫ ॥  
 তে বৈ বিদম্ভ্যতিতরস্তি চ দেবমাগাং স্ত্রী-শূদ্র-হুন-শবরা অপি পাপজীবাঃ ।  
 যদ্বদন্তক্রমপরায়ণশীলশিক্ষাস্তির্ষ্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা \* যে ॥ ৪৬ ॥  
 শশ্বৎপ্রশাস্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মভক্ষম্ ।  
 শকো ন যত্র পুরুষকারকবান্ ক্রিয়ার্থো মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা ।  
 তদ্বৈ পদং ভগবতঃ পরমশ্চ পুংসো ব্রহ্মৈতি যদ্বিহুরজস্রস্বৎ বিশোকম্ ॥ ৪৭ ॥  
 সধ্র্যঙ্ ন্যম্য যতয়ো যমকর্ত্তহেতিং জহ্যঃ স্বরাড়িব নিপানথনিদ্রমিস্ত্রঃ ।  
 স শ্রেয়সামপি বিভূর্তগবান্ যতোহস্য ভাবস্বভাববিহিতশ্চ সতঃ প্রসিদ্ধিঃ ॥ ৪৮ ॥

বৎস নারদ ! আমি তাঁহার যোগমায়া জানি, তোমরাও জান, ভগবান্ শঙ্কর, দৈত্যবর প্রহ্লাদ, মনুপত্নী, স্বয়ং মনু, মনুর পুত্ররঘু ও কণ্ঠাগণ, প্রাচীনবর্হি, ঋতু, অঙ্গ, ধ্রুব, ইক্ষ্বাকু, ঐল, মুচুকুন্দ, বিদেহ, গাধি, অশ্বরীষ, রঘু, সগর, গয়, যযাতি, মাক্ষাতা, অলর্ক, শতধনু, অনু, রস্তিদেব, দেবত্রত, বলি, অমূর্তরয়, দিলীপ, সৌভরি, উতঙ্ক, শিবি, দেবল, পিপ্পলাদি, সারস্বত, উদ্ধব, পরাশর, ভূরিসেন এবং বিভীষণ, হনুমান, শুক, অর্জুন, আষ্টিসেন, বিছুর ও শ্রুতদেব প্রভৃতি অগ্ণাশ্চ মহাপুরুষগণও তাঁহার যোগমায়া স বিশেষ জ্ঞাত আছেন । ৪৩-৪৫

হে নারদ ! অধিক কি, যদি ভগবদ্বক্তাগণের সাধুচরিত্র শিক্ষা করে, তাহা হইলে স্ত্রী, শূদ্র, হুন, শবর ও অগ্ণাশ্চ পাপজাতিরা এবং অসত্য জাতিরাও তাঁহার মায়া অবগত হইতে পারে এবং তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় ; ইহাতে যে সকল

ব্যক্তি অনশ্রমেনে তাঁহার রূপ ভাবিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের ত কথাই নাই । ৪৬

মুনিগণ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, তিনিই ভগবানের স্বরূপ, ইনি সত্য প্রশাস্ত, নিত্য সুখময়, শোকশূন্য, অভয়, জ্ঞানস্বরূপ, নির্মল, ইহাতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধমাত্র নাই, তাঁহাকে কোন শব্দ দ্বারা জানিতে পারা যায় না, তাঁহার উৎপত্তি প্রভৃতি চক্ষুর্বিষয় ক্রিয়া-ফলও কিছু নাই, কিন্তু মায়াও তাঁহার সম্মুখে অবস্থিতি করিতে লজ্জিতা হইয়াই যেন দূরে চলিয়া যায় । ৪৭

ইহু স্বয়ংই পরমাত্মরূপে বিরাজমান হইলে—যেমন কুপধননসাধনবজ্র গ্রহণ করেন না অথবা দরিদ্র যেমন সমৃদ্ধিশালী হইলে, কর্ম্মকার-দশায় অবলম্বিত কুপধননবজ্র ত্যাগ করে, সেইরূপ বক্তাগণ সহচর অন্তঃকরণকে সেই ভগবানের প্রতি নিয়মিত করিয়া ভেদ ও জ্ঞানবিনিবর্তক সাধনসমূহ পরিহার করিয়া থাকেন । ৪৮



দেহে স্বধাতুবিগমেহমুবিশীৰ্য্যমাণে ব্যোমেব তত্র পুরুষো ন বিশীৰ্য্যতেহজঃ ॥ ৪৯ ॥  
 সোহয়ং তেহভিহিতস্তাত ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ । সমাসেন হরেন্নান্দন্যস্মাৎ সদসচ্চ যৎ ॥ ৫০ ॥  
 ইদং ভাগবতং নাম যস্মৈ ভগবতোদিতম্ । সংগ্রহোহয়ং বিভূতীনাং ত্র্যম্বতদ্বিপুলীকুরু ॥ ৫১ ॥  
 যথা হরৌ ভগবতি নৃণাং ভক্তিৰ্ভবিষ্যতি । সৰ্ব্বাভ্যুখিলাধারে ইতি সংকল্প্য বর্ণয় ॥ ৫২ ॥  
 মায়াং বর্ণয়তোহমুখ্য ঐশ্বর্য্যানুমোদতঃ । শৃণুতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং মায়ায়াত্মা ন মুহুতি ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে

ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদো নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

ভগবান্ সমস্ত কর্ণের ফলদাতা, কারণ, ত্রাক্ষণাদি বর্ণ শম-দমাদিসম্পন্ন হইয়া যে সমুদয় শুভকার্যের অনুষ্ঠান করেন, প্রসিক্তি আছে, সেই ভগবানের অনুগ্রহেই তৎসমুদায় সিদ্ধ হয়। উপাদান-বিনাশে শরীর বিনষ্ট হইলে যেরূপ সেই শরীর-মধ্যবর্তী আকাশ তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্র্লিষ্ট হয় না, সেইরূপ জীবাত্মাও দেহের সহিত উৎপন্ন নহে বলিয়া বিনষ্ট হয় না। ৪৯

বিশ্বভাবন সেই ভগবানের স্বরূপ সংক্ষেপে আমি তোমার নিকট বলিলাম। কার্য ও কারণ-স্বরূপ সমস্ত বস্তুই সেই কারণকণী হরি ভিন্ন আর কিছুই নহে। ৫০

আমাকে ভগবান্ যে সমস্ত বলিধাছেন, ইহারই

নাম ভাগবত, ইহা তাঁহার বিভূতি সকলের সংগ্রহ-স্বরূপ, তুমি ইহা বিশদরূপে বর্ণনা কর। ৫১

যেভাবে বর্ণনা করিলে অখিলাধার সৰ্ব্বাত্মা ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি মানবগণের ভক্তি উৎপন্ন হইতে পারে, তুমি চিন্তা করিয়া হরিলীলার প্রাধান্ত রাখিয়া সেইরূপে এই ভাগবত বর্ণন কর। স্মরণ রাখিও, যেন ভক্তিরসের ব্যাঘাত করিয়া শুধু তত্ত্ববর্ণনা না হয়। ৫২

যিনি শ্রদ্ধা সহকারে ঐশ্বরের মায়া-মহিমা বর্ণন করেন, এবং সানন্দে শ্রদ্ধার সহিত নিত্য শ্রবণ করেন বা উহার অনুমোদন করেন, তাঁহার আত্মা কখনও মায়া দ্বারা মুক্ত হয় না। ৫৩

বিস্তৃতি—আমার লীলা মায়া-স্বক্ৰিনী হইলেও আমার সংস্পর্শে তাহা নিগুণত্ব প্রাপ্ত হয়। ৫৩

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত



## অষ্টমোহধ্যায়ঃ

রাজোবাচ ।

ব্রহ্মণা চোদিতো ব্রহ্মন্ গুণাখ্যানেহগুণশ্চ চ ।  
 যস্মৈ যস্মৈ যথা প্রাহ নারদো দেবদর্শনঃ ॥  
 এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি তত্ত্বং তত্ত্ববিদাংবর ॥ ১ ॥  
 হরেরদ্রুতবীর্য্যশ্চ কথা লোকস্রমঙ্গলাঃ ।  
 কথমস্ব মহাভাগ যথাহমখিনাত্মনি ।  
 কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্ত্যক্ত্যে কণেবরম্ ॥ ২ ॥

শৃণুতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গুণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্ । নাতিদর্শেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥ ৩ ॥  
 প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্মানাং ভাবসরোরুহম্ । ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলশ্চ যথা শরৎ ॥ ৪ ॥  
 ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি । মুক্তসর্ব্বপারিক্লেণঃ পাঙ্খঃ স্বশরণং যথা ॥ ৫ ॥  
 যদধাতুমতো ব্রহ্মন্ দেহারম্ভোহস্ত ধাতুভিঃ । যদৃচ্ছয়া হেতুনা বা ভবন্তো জ্ঞানতে যথা ॥ ৬ ॥

ভাগবত বিময়ে রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্ন

রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,  
 হে ব্রহ্মন্ ! দেবর্ষি নারদ গুণাতীত ভগবানের গুণ-  
 কীর্ত্তনে নিয়োজিত হইয়া যে যে ব্যক্তির নিকট যে  
 যে প্রকারে অদ্রুতবীর্য্য হরির তত্ত্ব কহিয়াছিলেন,  
 হে তত্ত্বজ্ঞশ্রেষ্ঠ ! আমি তাহা অবগত হইতে  
 অভিলাষ করি । ১

হে মহাভাগ ! আপনি অদ্রুতবীর্য্য ত্রিহরির  
 জগন্মঙ্গল কথা এমন ভাবে বর্ণনা করুন যে, যাহা  
 শ্রুতিতে শ্রুতিতে মনকে আসক্তিগ্ৰস্ত অবস্থায় ত্রিকৃষ্ণে  
 সমর্পণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিতে পারি । ২

যিনি প্রতিদিন ভগবচ্চরিত্রে শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ  
 করেন ও কীর্ত্তন করেন, ভগবান্ অনতিবিলম্বেই  
 তাঁহার হৃদয়ে আসিয়া স্বয়ং প্রবেশ করেন । ৩

বিশ্বাস্তি—অগুণ শব্দের অর্থ ত্রিধর স্বামী “গুণাতীত”,  
 ত্রিভীষ “প্রাকৃত-বিলক্ষণ” এবং ত্রীল বিশ্বনাথ “মায়িক গুণ-  
 রহিত” এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ১

যেমন শরদাগমনে নদ নদী প্রভৃতির জলের  
 মালিন্য অন্তর্হিত হয়, সেইরূপ ত্রিকৃষ্ণ কর্ণরন্ধ্রগোণে  
 স্থায় জনগণের ভাবগুণ হৃদয়-সরোজে প্রবিষ্ট হইয়া  
 সকলের সকল পাপরূপ মালিন্য নিঃশেষে হরণ করেন । ৪

স্বগৃহে প্রত্যাগমনান্তর পথিকের পথের ক্লেশ  
 দূরীভূত হইলে যে রূপ সে আর গৃহ পরিত্যাগ করিতে  
 ইচ্ছা করে না, সেইরূপ আত্মা ধৌত হইলে মানব  
 নিস্পাপ হইয়া রাগ-দ্বেষাদি ক্লেশ পরিত্যাগ করত  
 ত্রিকৃষ্ণের পাদমূল ভ্যাগ করিতে পারেন না । ৫

হে ব্রহ্মন্ ! এই ধাতু বা পঞ্চভূতের সহিত  
 আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু ভূত দ্বারা তাহার  
 এই শরীরের উৎপত্তি হইয়াছে, উহা কি তাঁহার  
 নিজের উচ্ছা, বা অন্য কোন কারণে হইয়া থাকে ?  
 এ বিষয় আপনারা যথাবৎ অবগত আছেন, অতএব  
 আমাকে বলুন । ৬

বিশ্বাস্তি—শ্রবণ-কীর্ত্তনের দ্বারা শুদ্ধাঙ্গ-করণ পুরুষের  
 পক্ষে ত্রিকৃষ্ণপাদমূল স্বতঃই পরমসুখদায়করূপে প্রতি-  
 ভাত হয় । ৫



আসীদ্যচ্ছদরাৎ পদ্মং লোকসংস্থানাক্ষণম্ ।

যাবানয়ং বৈ পুরুষ ইয়ন্তাবয়বৈঃ পৃথক্ ।

তাবানসাবিতি প্রোক্তঃ সংস্থাবয়বানিব ॥ ৭ ॥

অজঃ সৃজতি ভূতানি ভূতান্মা যদনুগ্রহাৎ । দদৃশে যেন তদ্রূপং নাভিপদ্মসমুদ্ভবঃ ॥ ৮ ॥  
স চাপি যত্র পুরুষো বিশ্বস্থিত্যুদ্ভবাণ্যয়ঃ । মুক্তাশ্রমায়াং মায়েশঃ শেতে সর্ববৃহাশয়ঃ ॥ ৯ ॥  
পুরুষাবয়বৈল্লৌকিকাসংপালাঃ পূর্বকল্পিতাঃ । লৌকৈরমুম্যাবয়বাঃ সপালৈরিতি শুশ্রুম ॥ ১০ ॥  
যাবান্ কল্লো বিকল্লো বা যথা কালোহনুমীয়তে । ভূত ভব্য-ভবচ্ছদ আয়ুর্মানঞ্চ যৎ সতঃ ॥ ১১ ॥  
কালস্তানুগতির্থা তু লক্ষ্যতেহণী বৃহত্যাপি । যাবত্যঃ কৰ্ম্মগতয়ো যাদৃশীর্দ্বিজসত্তম ॥ ১২ ॥  
যস্মিন্ কৰ্ম্মসমাবায়ো যথা যেনোপগৃহ্যতে । গুণানাং গুণিনাক্ষৈব পরিণামমভাস্তাম্ ॥ ১৩ ॥

এই ভুবন-সম্মিবেশরূপ পদ্ম যাহার উদর হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, কথিত হইয়াছে যে, লৌকিক পুরুষ যেরূপ আপন পরিমাণোপযুক্ত পৃথক পৃথক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধারণ করেন, সেইরূপ তিনিও স্বপরিমাণোপ-যুক্ত অবয়ব ধারণ করিয়াছেন ; তবে তাঁহাতে ও লৌকিক পুরুষে কি প্রভেদ ? । ৭

বাস্তবিক লৌকিক পুরুষ ও ভগবানে প্রভেদ আছে, ইহা স্বীকার্য্য, কারণ, ভগবানের অনুগ্রহে ভূতনিয়ন্তা ব্রহ্মা তাঁহার নাভিতে উৎপন্ন হইয়া তদীয় অনুগ্রহে ভূতগণের সৃষ্টিবিধান করেন এবং তাঁহারই অনুগ্রহে তাঁহার স্বরূপ দর্শন করিয়াছেন । ৮

বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্তা সেই মায়েশ্বর, সর্ববাস্তব্যামী পুরুষ নিজ মায়া পরিভ্যাগ করিয়া যে স্থানে শয়ন করিয়া আছেন, ইহা আমরা যথাসম্ভব বলুন । ৯

হে ব্রহ্মন্ ! বিরাট পুরুষের অবয়বসমূহ দ্বারা দিকপালসহিত লোকসকল পূর্বে কল্পিত হয় শুনিয়াছি, আবার লোকপাল-সমর্ষিত লোকসকল

বিস্তৃতি—ব্রহ্মা সেই পরমপুরুষের স্বরূপ দর্শন করায় তিনি নিরাকার হইতে পারেন না, অতএব তিনি মায়িক পুরুষের তুল্যাকার, না কিছু বিশেষ আছে, ইহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন । শয়ন করেন অর্থাৎ প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি নিম্নলি-  
করিয়া অবস্থান করেন । ২০ শ্লোক পর্য্যন্ত এই সকল প্রশ্নের ও সন্দেহের উল্লেখ করিয়া তাহার মীমাংসা প্রার্থনা করিতেছেন । কালের যুহুতী গতি বর্ষ, যুগ, কল্পাদি ও ক্ষুদ্র গতি পরমাণু, অঙ্গাদি । ৮-১২

দ্বারা পুরুষের অবয়বসমূহের সংস্থান হয়, ইহাও শুনিলাম । মহাকল্প ও অবাস্তুর কল্পের পরিমাণ, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান শব্দবাচ্য কালের যেরূপে অনুমান হইয়া থাকে, আর স্থলদেহাভিমানী মানবের, পিতৃগণের ও দেবাদির পরমায়ুর যত পরিমাণ, এ সমুদায় যথার্থ বর্ণন করুন । ১০-১১

কালের যে গতি কখন মহতী আবার কখনও বা ক্ষুদ্রা দৃষ্ট হয়, তাহা এবং কৰ্ম্মপ্রাপ্য স্থান-সমূহের সংখ্যা যত, যে স্থানে যে প্রকারে আপনি তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন । ১২

সম্বাদিগুণসমূহের পরিণাম অভিলাষ করিতে থাকিলে দেবাদিরূপাভিলাষী গুণী জীব সকলের মধ্যে যে পরিমাণে যাহার পাপ বা পুণ্যকৰ্ম্মের সমষ্টি গ্রহণ করে অর্থাৎ কোন্ প্রকার পুণ্যাদি কার্য্য কিরূপে অনুষ্ঠিত হইলে, কোন্ অধিকারীর পক্ষে দেবাদি ভাব লাভ হইতে পারে, এ সকলের যথার্থ বিবরণও আমরা বলুন । ১৩

সাধারণ নিয়মই এই, জীব কখনও পুণ্য এবং কখনও বা পাপে মগ্ন হয় । অমনি জীবের হৃদয় শরীরে তদবৎ পাপের ও পুণ্যের সমষ্টিতে এক এক প্রকার সংস্কার সঞ্চিত হইতে থাকে । প্রলয়কালে জীব ঐ সংস্কারকে সঙ্গে লইয়া পরমাঙ্গায় লীনভাবে অবস্থান করে, তখন ঐ সংস্কারগুলি সূক্ষ্ম থাকে, পরে সৃষ্টির প্রারম্ভে ঐ সংস্কার বা বাসনা প্রবুদ্ধ হয়, তখন জীব-তাহার অক্ষরূপ বেহ ধারণ করিতে থাকে । ১৩



ভূঃ-পাতাল-ককুব্যোম-গ্রহ-নক্ষত্র-ভূভূতাম্ । সরিৎ-সমুদ্র-দ্বীপানাং সম্ভবশ্চৈতদোকসাম্ ॥ ১৪ ॥  
 প্রমাণমণ্ডকোষস্ত বাহ্যভ্যন্তরভেদতঃ । মহতাঞ্চানুচরিতং বর্ণাশ্রমবিনিশ্চয়ঃ ॥ ১৫ ॥  
 যুগানি যুগমানঞ্চ ধর্মো যশ্চ যুগে যুগে । অবতারানুচরিতং যদাশ্চর্য্যভয়ং হরেঃ ॥ ১৬ ॥  
 নৃণাং সাধারণো ধর্মঃ সবিশেষশ্চ যাদৃশঃ । শ্রেণীনাং রাজর্ষীণাঞ্চ ধর্মঃ কৃচ্ছ্রেষু জীবিতাম্ ॥ ১৭ ॥  
 তত্ত্বানাং পরিসংখ্যানং লক্ষণং হেতুলক্ষণম্ । পুরুষাধনবিধির্যোগস্থাধ্যাত্মিকস্ত চ ॥ ১৮ ॥  
 যোগেশ্বরৈশ্চর্য্যগতির্লিঙ্গভঙ্গস্ত যোগিনাম্ । বেদোপবেদ-ধর্ম্মাণামিতিহাস-পুরাণয়োঃ ॥ ১৯ ॥  
 সংলব্ধঃ সর্বভূতানাং বিক্রমঃ প্রতিসংক্রমঃ । ইষ্টাপূর্ত্তস্ত কাম্যানাং ত্রিবর্গস্ত চ যো বিধিঃ ॥ ২০ ॥  
 যো বানুশায়িনাং সর্গঃ পামণ্ডস্ত চ সম্ভবঃ । আত্মনো বন্ধ-মোক্ষৌ চ ব্যবস্থানং স্বরূপতঃ ॥ ২১ ॥

পৃথিবী, পাতাল, দিক্, আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র, পর্বত, নদী, সমুদ্র ও দ্বীপ এবং এই সকল স্থানবাসী জীবসমূহের উৎপত্তি বর্ণন করুন । ১৪

এই ব্রহ্মাণ্ডে বাহ্য ও অভ্যন্তর ভাগের যত পরিমাণ, মহৎ মহৎ লোকসমূহের যেকোন চবিত্র এবং বর্ণ ও আশ্রম-চতুষ্টয় যে যে ভাবে নির্ধারণ করা যায়, তাহাও বলুন । ১৫

যুগসংখ্যা, যুগপরিমাণ, যুগে যুগে যে যে ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ এবং ভগবান্ হরি যে যে অবতারে যে সকল আশ্চর্য্য চরিত্র প্রকাশ করেন, তৎসমস্তই কীর্তন করুন । ১৬

মনুষ্যদিগের সাধারণ ধর্ম্ম কি ? বর্ণ ও আশ্রম-মতে তাহাদিগের যে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম আছে, তাহা কি প্রকার ? ব্যবসায়ী লোকদিগের ব্যবহারাদি বিষয়ের নিয়মরূপ ধর্ম্ম ও শ্রেয়সপালনে অধিকারী রাজর্ষির যেরূপ ধর্ম্ম এবং বিপন্ন ব্যক্তিদিগের বিপন্ন-কালীন যে ধর্ম্ম, তাহাই বা কিরূপ ? । ১৭

প্রকৃতিাদি তত্ত্বের সংখ্যা কত ? তাহাদের স্বরূপ-লক্ষণ এবং কার্য্য-লক্ষণই বা কি ? পুরুষের

আরাধনার বিধান এবং অধ্যাত্ম বা অক্টাঙ্গ যোগের বিধিই বা কিরূপ ? ১৮

যোগেশ্বরদিগের অগ্নিমাди ঐশ্বর্য্যে প্রভাবে লব্ধ অর্চিরাদি গতি কি প্রকার ? কি ভাবে যোগীদিগেব লিঙ্গশরীর লয় পায় ? বেদ, উপবেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস ও পুরাণের গতিই বা কিরূপ ? ১৯

সর্বভূতের উৎপত্তি, স্থিতি ও মহাপ্রলয়ই বা কি প্রকারে হইয়া থাকে ? আর ইষ্ট বা বৈদিক কর্ম্মের এবং পূর্ত্ত অর্থাৎ বাপী-কুণ্ড-তড়াগ-দেবমন্দির-নির্মাণাদিরূপ স্মার্ত্ত কর্ম্মের, তথা অগ্নিহোত্ৰাদি কাম্যকর্ম্মের কিরূপ বিধি ? এবং ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কামের অবিরোধ-নির্ণায়ক বিধিই বা কি প্রকার ? ২০

অনুযায়ী অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে ঐশ্বরে লীন জীব-সকলের কিরূপে সৃষ্টি হয় ? পামণ্ডদিগের উৎপত্তিই বা কি ভাবে হইয়া থাকে ? আত্মার বন্ধন, মুক্তি ও স্বরূপে অবস্থিতিই বা কিরূপ ? ২১

বিস্তৃতি—বেদাদি শাস্ত্রের গতি বলিতে লক্ষ্য বা তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে ॥ ১৯ ।

কর্ম্ম এ স্থলে তিন প্রকার—ইষ্ট অর্থাৎ শ্রুতিবিধানের দ্বারা নির্দিষ্ট ; পূর্ত্ত, পারলৌকিক পুণ্য কামনার

বাপী-কুণ্ড-তড়াগাদি, দেবমন্দির ও অগ্নিহোত্ৰাদি নির্মাণ ও বিধিপূর্ব্বক সাধারণের জন্য তাহা উৎসর্গ, এবং কাম্য অর্থাৎ ফলাভিলাষে অগ্নিহোত্ৰাদি যজ্ঞের অন্তর্গত । ২০



যথাত্ততস্তো ভগবান্ বিক্রীড়ত্যাত্মমায়য়া । বিশ্বজ্য বা যথা মায়ামুদাস্তে সাক্ষিবহ্নিভুঃ ॥ ২২ ॥  
 সর্বমেতচ্চ ভগবন্ পৃচ্ছতো মেহনুপূর্ব্বশঃ । তত্ত্বতোহহ্মাদাহৰ্ত্তুং প্রপন্মায় মহামুনে ॥ ২৩ ॥  
 অত্র প্রমাণং হি ভবান্ পরমেষ্ঠী যথাত্তভুঃ । অপরে চানুতিষ্ঠন্তি পূর্ব্বেষাং পূর্ব্বজৈঃ কৃতম্ ॥ ২৪ ॥  
 ন মেহসবঃ পরায়ন্তি ব্রহ্মল্লনশনাদিভিঃ \* । পিবতোহচ্যুতপীযুষং তন্মাক্যাক্ষিবিনিঃসৃতম্ ॥ ২৫ ॥  
 সূত উবাচ ।

স উপামন্ত্রিতো রাজ্ঞা কথায়ামিতি সংপতেঃ । ব্রহ্মরাতো ভূশং শ্রীতো বিশ্বরাতেন সংসদি ॥ ২৬ ॥  
 প্রাহ ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্ । ব্রহ্মণে ভগবৎপ্রোক্তং ব্রহ্মকল্প উপাগতে ॥ ২৭ ॥  
 যদযৎ পরীক্ষিদৃষভঃ পাণ্ডুনামনুপৃচ্ছতি । আনুপূর্ব্ব্যেণ তৎ সর্ব্বমাখ্যাতুমুপচক্ৰমে ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে পরীক্ষিৎ-  
 প্রমো নাম অষ্টমোহধ্যায়ঃ ( দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রমোবিধিনা মাষ্টমোহধ্যায়ঃ ) ॥ ৮ ॥

সর্ব্বশক্তিমান ও স্বতন্ত্র ভগবান্ সৃষ্টিকালে কিরূপে  
 আত্মমায়ার সহিত বিশেষভাবে ক্রীড়া করেন এবং  
 কি ভাবেই বা সেট মায়্যা পরিত্যাগ করিয়া প্রলয়-  
 কালে সাক্ষীর স্থায় অবস্থান করেন ? ২২

হে ভগবন্ ! আমি এই সমস্ত বিষয় আপনাকে  
 যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম এবং অজ্ঞাত যাহা  
 যাহা অস্পৃষ্ট থাকিল, আপনি আনুপূর্ব্বিক তৎসমুদায়  
 যথাবৎ কীৰ্ত্তন করুন, যেহেতু আমি আপনার শরণাপন্ন  
 হইয়াছি। যেরূপ আত্মভূত ব্রহ্মা এ সকল বিষয় বিশেষ-  
 ভাবে জানিভেন, আপনিও এ সকল বিষয় সেইরূপে  
 সম্যক্ বিদিত আছেন। অজ্ঞ মুনিগণ গতানুগতিক-  
 ভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী মুনিগণের বর্ণিত বিষয়েরই অমুষ্ঠান  
 করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা আপনার স্থায়  
 তত্ত্ববিদ নহেন। ২৩-২৪

হে ভগবন্ ! উপবাস ও ব্রহ্মশাপসমুত্ত ভয় জন্ম  
 আমার চিন্তাবাকুল হইবাব সম্ভাবনা নাই, কারণ,  
 আমি আপনার বাক্যরূপ সাগর হইতে নিঃসৃত  
 অচ্যুতের কীৰ্ত্তিপীযুষ পান করিতেছি। ২৫

সুত কহিলেন,—হে ঋষিগণ ! যোগিবর শুক-  
 দেব সভাস্থলে ভক্তচূড়ামণি পরীক্ষিৎ কর্তৃক  
 শ্রীকৃষ্ণের যশ বর্ণনা করিবার জন্ম আমন্ত্রিত হওয়ার  
 অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। ২৬

ব্রহ্মকল্পে বা সৃষ্টির উপক্রমে ভগবান্ ব্রহ্মার  
 নিকট যে বেদতুল্য ভাগবত পুরাণ বর্ণনা করিয়া-  
 ছিলেন, তাহাই কহিতে লাগিলেন। ২৭

পাণ্ডুকুলভিলক পরীক্ষিৎ যাহা যাহা জিজ্ঞাসা  
 করিলেন, তিনি একে একে সে সকলেরই উত্তর  
 দানে প্রস্তুত হইলেন। ২৮

বিশ্ৰুতি :—সর্ব্বপ্রকারে আত্মসমর্পণ করিয়া যে  
 শরণাপন্ন হয়, তাহাকে প্রপন্ন বলা যায়। শ্রীসম্প্রদায়ের  
 ভগবদ্বাদান-বিধিতে প্রপন্ন ভক্তিকে অতি উচ্চ আসন দান  
 করা হইয়াছে। এ স্থানে শুকদেবের ব্রহ্মা, নারদ ও ব্যাস অহু-  
 সারে সম্প্রদায়প্রবৃতি হইয়াছে, এ কথাও বলা হইল। ২৩-২৪

বিশ্ৰুতি :—যতক্ষণ আমি অচ্যুতের কীৰ্ত্তিপীযুষ পান  
 করিতেছি, ততক্ষণ আমার প্রাণ অনশনে বা দ্বিজশাপে  
 ব্যাকুল হইতেছে না; কিন্তু হরিকথা না হইলে ব্যাকুল  
 হইতেছে; অতএব আপনি অবিরাম হরিকথা কীৰ্ত্তন করুন,  
 ইহাই এই শ্লোকের অভিপ্রায়। ২৫

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত



## নবমোহিত্যাস্তঃ

শুক উবাচ ।

আত্মমায়ামৃতে রাজন্ পরস্তানুভবাত্মনঃ । ন ঘটতৈতর্হসম্বন্ধঃ স্বপ্নদ্রষ্টুরিবাঞ্জসা ॥ ১ ॥  
বহুরূপ ইবাভাতি মায়য়া বহুরূপয়া । রমমাণো গুণেষষ্ঠা মমাহমিতি মন্যতে ॥ ২ ॥  
যহি বাব মহিম্নি স্বে পরস্মিন্ কাল-মায়য়োঃ । রমেত গতসম্মোহন্ত্যক্তেদ্বাদাস্তে তদোভয়ম্ ॥ ৩ ॥  
আত্মতত্ত্ববিশুদ্ধ্যর্থং যদাহ ভগবান্তুতম্ । ব্রহ্মণে দর্শয়ন্ রূপমব্যলীকব্রতাদৃতঃ ॥ ৪ ॥

স আদিদেবো জগতাং পরো গুরুঃ স্বধিক্ষ্যমাশ্বায় সিস্থক্ষয়ৈক্ষত ।

তাং নাধ্যগচ্ছদৃশমত্র সম্মতাং প্রপঞ্চনিশ্মাণবিধিযয়া ভবেৎ ॥ ৫ ॥

পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরদানার্থ শুকদেব কর্তৃক  
ভগবদুক্ত ভাগবত কথন

শুকদেব কহিতে আরম্ভ করিলেন,—রাজন্ ! স্বপ্নদ্রষ্টার যে রূপ স্বপ্নে দৃশ্যমান দেহাদির সহিত বাস্তবিক সম্বন্ধ সম্ভব নহে, সেইরূপ আত্মরূপী শ্রীহরির মায়া ব্যতীত অন্য কোন কারণে জ্ঞানময় আত্মার দেহসম্বন্ধ যথার্থতঃ ঘটে না । ১

আত্মা বহুরূপিণী মায়ারই প্রভাবে বাল্য-যৌবনাদি বস্তুবিধ রূপে অবস্থান্বিত, এবং দেব-নরাদি বহুরূপ হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন, পরন্তু ঐ মায়ারই গুণস্বরূপ দেহাদিতে আসক্ত হইয়া ‘আমি’ ‘আমার’ এই প্রকার মনে করিয়া থাকেন । ২

যখন তিনি ভক্তিব্যোগ দ্বারা মায়া ও কালের অতীত স্বমহিমাতে ক্রোড়া করেন, তখনই গতসম্মোহ হইয়া ‘আমি’ ‘আমার’ এই দুই অভিমান পরিত্যাগ

পূর্বক আপনার পূর্ণ স্বরূপে অবস্থান করিয়া থাকেন । ৩

হে রাজন্ ! ভগবান্ অকপট তপস্তায় সেবিত হইয়া ব্রহ্মাকে আপনার নিত্যসত্য চিদ্মন মূর্ত্তি প্রদর্শন পূর্বক যে তপস্তাদি উপাসনা করিয়াছিলেন, তত্ত্বজ্ঞানলাভার্থ জীবগণের তাহা অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক । ৪

জগৎসমূহের পরমগুরু সেই আদিদেব বিরিকি সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় স্বীয় অধিষ্ঠানস্থান পাত্রে উপবেশন করিয়া সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ ‘কেমন করিয়া সৃষ্টি করিব’ এই আলোচনা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তিনি অনেক কাল চিন্তা করিয়াও এই প্রপঞ্চ-নিশ্মাণ কি ভাবে হইতে পারে, সে বিষয়ে অভিমত বা অব্যভিচারিণী প্রজ্ঞাদৃষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না । ৫

বিস্তৃতিঃ—কাল ও মায়ার অতীত হইলেও উহা কাল ও মায়ার আশ্রয়াভূত, ইহা দ্বারা ভগবদ্ধাম ও শ্রীবিগ্রহাদি বুঝাইতেছে । ৩

জীবের মায়াসম্বন্ধেহু মায়িক বিনাশলীল দেহ এবং দেহের বোগমায়া অবলম্বনে নিত্য চিদ্মন লীলা-বিগ্রহরূপে

আবির্ভাব ঘটয়া থাকে ; সুতরাং এই বিগ্রহের ভঞ্নে মোক্ষলাভ ঘটয়া থাকে । স্বীয় পাত্রে সমাসীন হইবার পূর্বে ব্রহ্মা জলে নিমগ্ন হইয়া স্বীয় অধিষ্ঠানপদের মূল অবেশন করিয়া তাহা প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই, সুতরাং তৎপরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মনের দ্বারা ভগবদাত্মার গ্রহণ করিয়াছিলেন । ৪-৫



স চিস্তয়ন্ দ্ব্যক্ষরমেকদান্ত্যাপাশৃণোং দ্বির্গদিতং বচো বিভুঃ ।  
 স্পর্শেষু যৎ ষোড়শমেকবিংশং নিক্ষিপনানাং নৃপ যন্ধনং বিভুঃ ॥ ৬ ॥  
 নিশম্য তদ্বক্তৃদ্বিচ্ছয়া দিশো বিলোক্য তত্রানুদপশ্যমানঃ ।  
 স্বধিক্ষ্যমান্ধায় বিমুগ্ধ তদ্ধিতং তপস্যাপাদিষ্ট ইবাদধে মনঃ ॥ ৭ ॥  
 দিব্যং সহস্রাব্দমোষদর্শনো জিতানিলাত্মা বিজিতোভয়েন্দ্রিয়ঃ ।  
 অতপ্যত স্মাখিললোকতাপনং তপস্তপীয়াংস্তপতাং সমাহিতঃ ॥ ৮ ॥  
 তস্মৈ শ্লোকং ভগবান্ সভাজিতঃ সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎ পরম্ ।  
 ব্যাপেতসংক্ৰেশবিমোহসাধনং স্বদৃষ্টবন্তিঃ পুরুষৈরভিযুতম্ ॥ ৯ ॥  
 প্রবর্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ ।  
 ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুভ্রতা যত্র সুরাসুরার্চিতাঃ ॥ ১০ ॥  
 শ্যামাবদাতাঃ শতপত্রলোচনাঃ পিশঙ্গবস্ত্রাঃ সুরচঃ সুপেশসঃ ।  
 সর্বৈ চতুর্বাহব উন্মিন্নগ্নিপ্রবেকনিকাভরণাঃ সুবর্চনঃ ।  
 প্রবাল-বৈদূর্য্য-মৃগালবর্চসঃ পরিস্কুরংকুণ্ডলমৌলিমালিনঃ ॥ ১১ ॥

অনন্তর চিন্তা করিতে করিতে নিকটে দুই অক্ষরে  
 গ্রথিত একটি শব্দ জলমধ্য হইতে উচ্চারিত হইল, সেই  
 দুই অক্ষর এই, ক অবধি ম পর্য্যন্ত পঁচিশটিকে স্পর্শ-  
 বর্ণ বলে, তাহার ষোড়শ একবিংশ অক্ষর অর্থাৎ “তপ”  
 এই শব্দটি দুইবার উচ্চারিত শুনিলেন । হে নৃপ ! ঐ  
 দ্ব্যক্ষর তপ শব্দটিকে পশ্চিমের নির্দনের অর্থাৎ সাংসা-  
 রিক সম্পত্তিশূন্য তপস্বিগণের ধন कहিয়া থাকেন । ৬

ব্রহ্মা ঐ শব্দটি শ্রবণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি উহা  
 कहিলেন, তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত চতুর্দিকে দৃষ্টি  
 নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তথায় কাহাকেও  
 দেখিতে না পাইয়া পরে স্বীয় গম্বাসনে সমাসীন  
 হইলেন এবং যেন কোনও ব্যক্তি কর্তৃক প্রত্যক্ষ  
 আদিষ্ট হইয়াছেন, এই ভাবে তপস্তাকেই হিত-  
 জনক মনে করিয়া তাহাতেই মনোনিবেশ করিলেন । ৭

“তপ তপ” এই বাক্যের অর্থ উপলব্ধি করিয়া  
 সেই অমোঘদর্শন ব্রহ্মা খাস এবং জ্ঞান-কর্মেন্দ্রিয় ও  
 মন সংযমন পূর্বক তপস্বীদিগের মধ্যেও অতিমাত্র  
 তপস্বী হইয়া সমাধিযুক্ত অবস্থায় দিব্য সহস্রবৎসর  
 অখিল লোকপ্রকাশক তপস্তায় নিরত হইলেন । ৮

ভগবান্ হরি সেই তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে

আপনার শ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠ নামক ধাম দেখাইলেন । ঐ  
 বৈকুণ্ঠে অবিভা, অন্বিতা, রাগ, ঘেষ ও  
 অভিনিবেশরূপ পঞ্চ ক্রেশ বা মোহ বা ভয়ের লেশ-  
 মাত্রও নাই এবং ঐ স্থান আত্মদর্শী বিবুধবর্গ কর্তৃক  
 সংস্কৃত ও উহা হইতে উৎকৃষ্ট ধাম আর নাই । ৯

সে স্থানে রজ ও তমোগুণ ও রজস্তমোগমিশ্রিত  
 সত্ত্বগুণ প্রবর্তিত হইতে পারে না এবং সেখানে কালের  
 বিক্রম অর্থাৎ কালকৃত বিকাশও লক্ষিত হয় না । লোভা-  
 দির কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং মায়াও তথায় স্থান পায়  
 না । তথায় হরির যে সকল পার্শ্বদ আছেন, সুর এবং  
 অনুরগণ সর্বদা তাঁহাদের অর্চনা করিয়া থাকেন । ১০

ঐ বৈকুণ্ঠে যে সকল পার্শ্বদ আছেন, তাঁহাদিগের  
 সৌন্দর্য্যের কথা আর কি বলিব ? তাঁহাদিগের  
 বর্ণ—শ্যাম ও উজ্জ্বল ; চক্ষুঃ পদ্মসন্নিভ, পীতাম্বর  
 পরিধান, অতি কমনীয় ও সুকুমার আকার,  
 তাঁহারা সকলেই চতুর্ভুজ এবং উত্তম প্রভাশালী  
 মণিময় পদকাদি আভরণে অলঙ্কৃত । তাঁহারা  
 সকলেই অতি তেজস্বী । তাঁহাদিগের বর্ণ প্রবাল,  
 বৈদূর্য্য ও মৃগালের স্থায় । তাঁহারা সকলেই দীপ্তিশালী  
 কুণ্ডল এবং মৌলিমালা ধারণ করিয়া আছেন । ১১



ভাজিস্থুভিৰ্যঃ পরিতো বিরাজতে লসহিমানাবলিভিম্‌হাস্তনাম্ ।  
 বিতোতমানঃ প্রমদোত্তমাছ্যভিঃ সবিদ্যাদব্রুবলিভিৰ্যথা নভঃ ॥ ১২ ॥  
 শ্রীৰ্থত্র রূপিণ্যুরুগায়পাদয়োঃ করোতি মানং বহুধা বিভূতিভিঃ ।  
 প্রেঙ্খাশ্রিতা \* যা কুসুমাকরানুগৈর্বিগীযমানা প্রিয়কৰ্ম্ম গায়তী ॥ ১৩ ॥  
 দদর্শ তত্রাখিলসাম্বতাং পতিং শ্রিয়ঃ পতিং যজ্ঞপতিং জগৎপতিম্ ।  
 সুনন্দ-নন্দ-প্রবলাইণাদিভিঃ স্বপার্বদাৈর্যোঃ † পরিষেবিতং বিভূম্ ॥ ১৪ ॥  
 ভূত্যাশ্রসাদাভিমুখং দৃশ্যসবং প্রসন্নহাসারুণলোচনাননম্ ।  
 কিরীটিনং কুণ্ডলিনং চতুর্ভুজং পীতাংশুকং ‡ বক্ষসি লক্ষিতং শ্রিয়া ॥ ১৫ ॥  
 অধ্যাইগীয়াসনমাস্থিতং পরং রুতং চতুঃ-ষোড়শ-পঞ্চশক্তিভিঃ ।  
 যুক্তং (যুতং) ভগৈঃ স্মৈরিতরত্র চাক্রবৈঃ স্বএব ধামন্ রমমাগমীশ্বরম্ ॥ ১৬ ॥  
 তদর্শনাহ্লাদপরিপ্লুতান্তরে। হব্যন্তনুঃ প্রেমভরাশ্রলোচনঃ ।  
 ননাম পাদানুজমস্তা বিশ্বসৃগ্ যৎ পারমহংস্তান পথাধিগম্যতে ॥ ১৭ ॥

অপর ঐ বৈকুণ্ঠলোক, চতুর্দিকে মহাত্মাদিগের বিমান-শ্রেণী দেদীপ্যমান এবং উৎকৃষ্ট দিব্যজনাগণের রূপলাবণ্য দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া, বিদ্যাদামবেষ্টিত নিবিড় নীরদমণ্ডিত নভোমণ্ডল মেরুপশোভা পায়, ঐ লোক সতত তক্রূপে বিরাজমান । ১২

ঐ স্থানে লক্ষ্মী মুষ্টিমতী হইয়া বিবিধ বিভূতি দ্বারা নানা প্রকারে বিশ্রুতকীর্ত্তি ভগবানের চরণদ্বয়ের সেবা করিতেছেন । কিন্তু বসস্তানুচর ভ্রমরগণ কর্ত্তক নানা-প্রকারে সংস্কৃতা লক্ষ্মীদেবী বিলাসভরে দোহুল্যমানা হইয়া নিজ প্রিয়ভ্রমের গুণগানে নিরত রহিয়াছেন । ১৩

ত্রয়া সেই বৈকুণ্ঠে দেখিলেন, সুনন্দ, নন্দ, প্রবল ও অর্হণ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পার্শ্বদগণ চতুর্দিকে বসিয়া নিখিল ভক্তের পতি, লক্ষ্মীর পতি, যজ্ঞের পতি ও সমস্ত জগতের পতিকে সেবা করিতেছেন । ১৪

তিনি ভূতাদিগকে প্রসাদ দান করিতে অভিযুখীন হইয়া আছেন ; তাঁহার দৃষ্টি আসব-রসের শ্রায় দর্শকবৃন্দের পরমানন্দ উৎপাদন করিতেছে ; অপর

তাঁহার সহাস্তবদন ও অরুণ-নয়নে শোভিত হইতেছে এবং মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, চতুর্ভুজ, পরিধানে পীতবসন, আর বক্ষঃস্থল লক্ষ্মীরেখা দ্বারা অলঙ্কৃত । ১৫

তিনি বরিষ্ঠ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন এবং প্রকৃতি, পুরুষ, মহত্ত্ব, অহঙ্কারত্ব—এই চতুঃশক্তি ; একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চমহাভূত এই ষোড়শ শক্তি এবং পঞ্চতন্ত্রাত্মস্বরূপা পঞ্চশক্তিতে পরিবৃত্ত । আর আপনার সেই অসাধারণ ও স্বাভাবিক বা যৌগীদিগের আগন্তুক ঐশ্বর্য্যে পরিবৃত্ত হইয়া আছেন । পরন্তু এইরূপ হইয়াও আপনার স্বরূপে ক্রীড়া করিতেছেন, অতএব তিনিই পরমেশ্বর । ১৬

ভগবানের ঐ রূপ দর্শন করিয়া বিশ্বশ্রদ্ধা ত্রস্মার অন্তঃকরণ আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠিল ; তাঁহার অঙ্গে লোমাঞ্চ হইল এবং নয়নযুগল হইতে প্রেমাশ্রুদ্বারা বিগলিত হইতে লাগিল । তিনি ভক্তিপূর্ব্বক যাহা কেবল পারমহংস্ত পথের দ্বারা লাভ করা যায়, সেই চরণানুজ্ঞে নমস্কার করিলেন । ১৭

বিশ্রুতি :—ব্যাখ্যাস্তরে চারি—ধর্ম্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্য এই চারিরূপ ঋগ্‌বজ্রাস ও অথর্ক দ্বারা, ষোড়শ—

চত্বাদি ষোড়শ দ্বারাগালের দ্বারা, এবং পঞ্চশক্তি—কর্ম্ম, নাগরাজ, বৈশ্য, হুদ্র ও সর্ব্বমন্ত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত । ১৬



তং প্রীয়মাণং সমুপস্থিতং কবিং ( তদা ) প্রজাবিসর্গে নিজশাসনার্হণম্ ।  
বভাষ ঈষৎ স্মিতরো(শো)চিষা গিরা প্রিয়ঃ প্রিয়ং প্রীতমনাঃ করে স্পৃশন্ ॥ ১৮ ॥

[ কৃতাপ্ললিং প্রঞ্জয়নত্রকঙ্করং বিলোকয়ন্ প্রেমদৃশা সমেধয়ন্ । ]

শ্রীভগবানুবাচ ।

ত্বয়াহং তোষিতঃ সম্যখেদগর্ভ সিস্ককয়া ।  
চিরং ভূতেন তপসা ছন্তোষঃ কূটযোগিনাম্ ॥ ১৯ ॥  
বরং বরয় ভদ্রং তে বরেশং মাহতিবাহিতম্ ।  
ত্রক্ষান্ শ্রেয়ঃপরিশ্রামঃ পুংসাং ( সো ) মদর্শনাবধিঃ ॥ ২০ ॥  
মনীষিতানুভাবোহয়ং মম লোকাবলোকনম্ ॥ ২১ ॥  
যদুপশ্রুত্যা রহসি চকর্থ পরমন্তপঃ ।  
প্রত্যাদিষ্টং ময়া তত্র ত্বয়ি কর্ম্মবিমোহিতে ॥ ২২ ॥  
তপো মে হৃদয়ং সাক্ষাদাত্মাহং তপসোহনঘ ।  
সৃজামি তপসৈবেদং গ্রসামি তপসা পুনঃ ।  
বিভ্রামি তপসা বিশ্বং বীৰ্য্যং মে দুশ্চরং তপঃ ॥ ২৩ ॥

ত্রক্ষাকে দেখিয়া ভগবান্ মনে করিলেন, ইনি প্রজা সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া থাকিবেন, ঐ বিষয়ে ইঁহাকে উপদেশ দেওয়া আবশ্যক, অতএব সাতিশয় প্রীতিযুক্ত, বিনয়াবনত ত্রক্ষাকে প্রীতিপাত্র বিষ্ণু আপন হস্ত দ্বারা তাঁহার হস্ত স্পর্শ করত প্রশম-মনে হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিলেন । ১৮

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে বেদগর্ভ ! তুমি সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় বহুকাল তপস্তা করিয়া তোমার সেই দীর্ঘকালব্যাপিনী তপস্যায় আমাকে সাতিশয় সন্তুষ্ট করিয়াছ । দেখ, কপট যোগীরা কখনই আমার সন্তোষ উপাদান করিতে পারে না । ১৯

অতএব তোমার মঙ্গল হউক, তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, আমিই বরদানের কর্তা । হে ত্রক্ষান্ ! জীবগণ শ্রেয়ঃ-ফললাভের জন্য যে পরিশ্রম স্বীকার করে, আমার দর্শনলাভই তাহার চরমসীমা । ২০

তুমি যে আমার বৈকুণ্ঠধাম দর্শন করিলে, ইহা আমারই মনোবাসনার প্রভাব অর্থাৎ ইহা তোমাকে দেখাইবার আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই দেখিয়াছ । ২১

আর তুমি নিজে 'তপ' 'তপ' এই আকাশবাক্য প্রবণ করিয়াই তো তপস্তায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, সৃষ্টির আরম্ভে তোমায় কর্তব্য-চিন্তায় বিমূঢ় হইতে দেখিলে, আমিই তোমাকে ঐ বাক্য দ্বারা উপদেশ দিয়াছিলাম । ২২

হে অনঘ ! তপস্তা আমার সাক্ষাৎ হৃদয় ও শক্তি এবং আমি তপস্তার আত্মা, আমি তপোবলেই এই চরাচর বিশ্বের সৃজন করি, তপস্তা দ্বারা ই পুনর্বার সংহার করি, তপস্তা দ্বারা ইঁহাকে পালন করি, অতএব দুশ্চর তপস্তাই আমার বীৰ্য্য বা শক্তি । ২৩



ব্রহ্মোবাচ ।

ভগব(বা)ন্ সর্বভূতানামধ্যক্ষোহবস্থিতো গুহাম্ ।

বেদ হুপ্রতিরুদ্ধেন প্রজ্ঞানেন চিকীর্ষিতম্ ॥ ২৪ ॥

তথাপি নাথমানস্ত নাথ নাথয় নাথিতম্ । পরাবরে যথা রূপে জানীয়াং তে স্বরূপিণঃ ॥ ২৫ ॥

যথাত্মমায়াযোগেন নানাশক্ত্যুপবৃংহিতম্ । বিলুপ্তম্ বিশ্বজন্ম গৃহ্ণন্ বিভদাত্মানমাত্মনা ॥ ২৬ ॥

ক্লীড়ন্তমোঘসংকল্প উর্গনাভির্ঘথোর্গুতে । তথা তদ্বিষয়াং ধেহি মনীষাং ময়ি মাধব ॥ ২৭ ॥

ভগবচ্ছিক্তমহং করবাণি হুতস্তিত । নেহমানঃ প্রজাসর্গং বধ্যোয়ং যদক্ষুগ্রহাৎ ॥ ২৮ ॥

যাবৎ সখা সখ্যারিবেশ তে কৃতঃ প্রজাবিসর্গে বিভজামি ভো জনম্ ।

অবিরুবন্তে পরিকর্ম্মণি স্থিতো মা মে সমুদ্রক্ৰমদোহজমানিনঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমম্বিতম্ । সরহস্তং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ৩০ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভগবন! আপনি সর্বভূতের অধিষ্ঠাতা এবং সর্বপ্রাণীর বুদ্ধির অভ্যন্তরে অবস্থিত, অতএব আপনি স্বীয় অপ্রতিরুদ্ধ প্রজ্ঞা দ্বারা সকলেরই মনের অভিলাষ জানিতে পারিতেছেন, সন্দেহ নাই । ২৪

তথাপি আমি উহা অবগত হইবার জন্য তপস্তা দ্বারা প্রার্থনা করিতেছি, হে নাথ! আমাব প্রার্থিত বস্তু আমায় প্রদান করুন । আপনি অরূপ বা অপ্রাকৃত-রূপ হইলেও আমি যেন আপনার প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয়বিধ রূপই জানিতে পারি । ২৫

উর্গনাভি যেমন নিজ হৃদয় হইতেই তপ্ত বিস্তার করে, তেমনি আপনি নিজ মায়াযোগে নানাশক্তি-সম্বিত বিশ্বকে সংহাব, বিবিধরূপে সৃষ্টি ও পরিপালন করত স্বয়ংই ব্রহ্মাদিরূপ গ্রহণ পুরঃসর অব্যাহত-সকল হইয়া ক্লীড়া করিয়া থাকেন, অতএব হে মাধব! যাগাতে আমার তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান হয়, আমাতে সেইরূপ মনীষা বা বুদ্ধি নিহিত করুন । ২৬-২৭

আমি অনলস হইয়া আপনার আদেশ নিশ্চয়ই

পালন করিব, কিন্তু আপনার অশুগ্রহে প্রজাসৃষ্টিতে নিরত থাকিয়াও যেন অহঙ্কারাদির দ্বারা বদ্ধ না হই । অর্থাৎ আমাকে তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞান দান করুন, যাগাতে প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে আমার কোনওরূপ অভিমান না জন্মে । ২৮

হে ঈশ! সখা যেরূপ সখার সহিত ব্যবহার করেন, আপনি করস্পর্শনাদি দ্বারা আমার সহিত সেইরূপ ব্যবহারই করিলেন, আমি আপনার নিকট এই মহাসম্মান পাইয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, যখন আমি স্থিরচিত্তে প্রজাসৃষ্টিকরূপ আপনার সেবায় যাবৎকাল অবস্থিত থাকিয়া উত্তম-মধ্যম-অধম ভেদে লোকসকলের সৃষ্টি করি, তাবৎকাল পর্য্যন্ত যেন আমার মনে এমন উৎকর্ষ গর্ব না জন্মে যে, আমিও একজন স্বতন্ত্র পুরুষ । ২৯

শ্রীভগবানু কহিলেন, হে ব্রহ্মন! মদ্বিষয়ক শাস্ত্রার্থজ্ঞান, তাহার অনুভব ও ভক্তি অতি গুহ্য হইলেও সাধনের সহিত আমি তোমাকে তাহা কহিতেছি, তুমি গ্রহণ কর । ৩০

বিস্তৃতি ৪—আপনি সখার জ্ঞাব ব্যবহার করিলেও আমি যে আপনার সমান স্বতন্ত্র শক্তিশালী পুরুষ—যাগাতে

আমার এরূপ স্বাতন্ত্র্যের অভিমান না হয়, আমাকে তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করুন, ইহাই ব্রহ্মার প্রার্থনা । ২৯ ।



যাবানহং যথাভাবো যজ্ঞপ-গুণ-কর্মকঃ। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্ত তে মদনুগ্রহাৎ ॥ ৩১ ॥

অহমেবাসমেবাগ্রে নাগ্গদমৎ সদসংপরম্। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্যেত সোহস্ম্যাহম্ ॥ ৩২ ॥

ঋতেহর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।

তদ্বিচ্ছাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥ ৩৩ ॥

যথা মহাস্তি ভূতানি ভূতেষু কাবচেদনু। প্রবিষ্টানুপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেজহম্ ॥ ৩৪ ॥

এতাবদেব জিজ্ঞাস্তং তত্ত্বজিজ্ঞাস্তনাত্মনঃ। অদ্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্রাৎ সর্বত্র সর্বদা ॥ ৩৫ ॥

এতস্মতঃ সমাতিষ্ঠ পরমেণ সমাধিনা। ভবান্ কল্প-বিকল্পেষু ন বিমুহতি কর্হিচিৎ ॥ ৩৬ ॥

আমার স্বরূপের পরিমাণ যতদূর, সত্তা, রূপ, গুণ এবং কর্ম যেকপ, তুমি আমার আশীর্বাদে সেই সকল তত্ত্ববিজ্ঞান উত্তমরূপে জানিতে পারিবে। ৩১

হে ব্রহ্মন্। সৃষ্টির পূর্বে আমিই ছিলাম। সে সময় কি সূক্ষ্মপদার্থ, কি স্থূলপদার্থ, কি তাহাদের কাবণ যে প্রধান, তাহাও তখন ছিল না; কারণ, প্রধানও তখন আমাতে অন্তর্মুখতা হেতু বিলীন হইয়া যায়। সৃষ্টির পরেও আমি রহিয়াছি, এই যে দৃশ্যমান বিশ্ব—ইহাও আমি। শ্রলয়ে এই বিশ্বের বাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাও আমি। কলতঃ আমি অনাদি, অনন্ত ও অধিতীয়, এবং সর্বদাই পূর্ণস্বরূপ। ৩২

হে ব্রহ্মন্। জলে প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া ভ্রমাদি বশতঃ চন্দ্রের দ্বিত্বের যেমন প্রতীতিমাত্র ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ আত্মাতে তাহার অস্তিত্ব না থাকিলেও আছে বলিয়া বাহ্যার প্রতীতি হয়, সেই সত্যবস্তব্যতিরেকে যে প্রতীতি, তাহার কারণ, এবং অন্ধকারপূর্ণ গৃহে ঘটাদি বস্তু থাকিলেও অন্ধকারের হেতু সেই সত্যবস্তব্যতিরেকে প্রতীতি ঘটে না, সেইরূপ বাহ্যার দ্বারা সত্যবস্তব্যতিরেকে তাহার প্রতীতি ঘটে না, তাহাই আমার মায়া। ৩৩

যেকপ মহাভূতসমূহ সৃষ্টির পরে ভৌতিক পদার্থে প্রবিষ্ট থাকে (যেহেতু স্থূল পদার্থের মধ্যে মূলভূত পদার্থ অবশ্যই থাকে), এবং সমস্ত মহাভূত অথচ অপ্রবিষ্টও থাকে, (যেহেতু পূর্ব হইতে কারণরূপে তাহার স্বাতন্ত্র্য থাকে) সেইরূপ আমিও ভূত ও ভৌতিক পদার্থে রহিয়াছি এবং না-ও রহিয়াছি অর্থাৎ আমার সত্তা এইরূপই। ৩৪

যে ব্যক্তি আত্মার তত্ত্ব জানিতে অভিলাষী, তিনি ইহাই জিজ্ঞাসা করিবেন। কোন্ বস্তু কার্য্যসমূহে কারণরূপে অনুগত, এক কারণাবস্থায় তাহা হইতে পৃথক্, আর কেই বা জাগ্রাদি তত্ত্ববস্তব্যতিরেকে স্বরূপে থাকেন, সমাধি ইত্যাদি কালে তরুণ থাকে না। হে ব্রহ্মন্। এইরূপে অদ্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা যিনি সর্বদা সর্বস্থলে বিরাজমান রহিয়াছেন, তিনিই আত্মা। ৩৫

ওহে ব্রহ্মন্। তুমি একাগ্রচিত্তে এই মতের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান কব, তাহা হইলে কল্পে কল্পে বিবিধ পদার্থ সৃষ্টি করিয়াও মুগ্ধ হইবে না, অর্থাৎ আমি কর্তা ইত্যাদি গর্ব উপস্থিত হইবে না। ৩৬

বিশ্বস্তি ৪—৩২ শ্লোক হইতে ৩৫ শ্লোক পর্যন্ত চারিটি শ্লোক চতুঃশ্লোকী ভাগবত নামে প্রসিদ্ধ। ৩১ শ্লোকটি তাহার মুখবন্ধরূপ। এই শ্লোকে “যজ্ঞপ-গুণ-কর্মকঃ” “আমার রূপ, গুণ ও কর্ম যেকপ” এই শব্দ কয়েকটির দ্বারা ভগবানের যেকপ, গুণ ও কর্ম আছে, ইহা বলা হইল। অতএব চতুঃশ্লোকী ভাগবত যে নির্দিষ্টের অশ্বের বাচক নহে, এতদ্বারা তাহা স্পষ্টরূপে বুঝা গেল। ৩১।

মায়ার বিক্ষেপ-শক্তির দ্বারা বস্তুতে অবস্তর প্রতীতি হয় এবং আবরণ-শক্তির দ্বারা বস্তু সম্বন্ধে তাহা আবৃত হইয়া থাকায় তাহার প্রতীতি ঘটে না। জীৱীর মতে নিমিত্তাংশ জীবমায়ার এবং উপাদানাংশ গুণমায়ার, মায়া এই দুই ভাগে বিভক্ত। জীবিত্বনাথের মতে বাহ্য ব্যতীত জীবগবধিগ্রহাদি সত্য বস্তুর প্রকাশ হয় না, তাহাই যোগমায়ার এবং বাহ্য দ্বারা আত্মার অসত্য বস্তুর প্রতীতি ঘটে, তাহাই মায়া। ৩৩।



শুক উবাচ ।

সংপ্রদিশ্চৈবমজ্ঞানো জনানাং পরমেষ্ঠিনম্ । পশ্যতন্তুশ্চ তদ্রূপমাত্মনো স্মরুণকরিঃ ॥ ৩৭ ॥  
অন্তর্হিতেন্দ্রিয়ার্থায় হরয়ে বিহিতাঞ্জলিঃ । সর্বভূতময়ো বিশ্বং সসর্জ্জদং স পূর্ববৎ ॥ ৩৮ ॥  
প্রজাপতির্ধর্মপতিরেকদা নিয়মান্ যমান্ । ভদ্রং প্রজানামস্থিচ্ছন্ন্যতিষ্ঠৎ স্বার্থকাম্যয়া ॥ ৩৯ ॥  
তং নারদঃ প্রিয়তমো রিকৃথাদানামনুভূতঃ । শুশ্রূষমাণঃ শীলেন প্রজ্ঞায়েণ দমেন চ ॥ ৪০ ॥  
মায়াং বিবিদিষন্ বিষ্ণোর্মায়েশশ্চ মহামুনিঃ । মহাভাগবতো রাজন্ পিতরং পর্য্যতোষয়ৎ ॥ ৪১ ॥  
ভূক্টং নিশাম্য পিতরং লোকানাং প্রপিতামহম্ । দেবর্ষিঃ পরিপপ্রচ্ছ ভবান্ যস্মাইনুপূচ্ছতি ॥ ৪২ ॥  
তস্মা ইদং ভাগবতং পুরাণং দশলক্ষণম্ । প্রোক্তং ভগবতা প্রাহ শ্রীতঃ পুত্রায় ভূতকৃৎ ॥ ৪৩ ॥  
নারদঃ প্রাহ মুনয়ে সরস্বত্যাস্তটে নৃপ । ধ্যায়তে ব্রহ্ম পরমং ব্যাসায়ামিততেজসে ॥ ৪৪ ॥  
যদুতাহং ত্বয়া পৃষ্ঠো বৈরাজাৎ পুরুষাদিদম্ । যথাসীতদুপাখ্যাস্তে প্রশ্নানন্ত্যাংশ্চ কৃৎস্নশঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে  
শ্রীভাগবতপ্রবৃতির্নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

শুকদেব কহিলেন, রাজন্ । ভগবান্ হরি লোকাধিপতি ব্রহ্মাকে এইরূপ উপদেশ করিয়া দেখিতে দেখিতেই স্বীয় রূপ অন্তর্হিত করিলেন । ৩৭

তখন সর্বভূতময় কমলযোনি অন্তর্হিত-স্বরূপ সেই হরির উদ্দেশে অঞ্জলি বন্ধন পূর্বক এই বিশ্ব পূর্বক বেকুপ ছিল, সেক্ষেপেই সৃষ্টি করিলেন । ৩৮

হে রাজন্ । তাহার পরই ধর্মপতি প্রজাপতি প্রজারূপের মঙ্গলাঘেষণ করিতে করিতে আপনার উদ্দেশ্যসিদ্ধি করিবার নিমিত্ত নিয়ম ধারণ করিয়া তপস্তা আরম্ভ করিলেন । ৩৯

তাহাতে তাঁহার প্রিয়তমপুত্র মহামুনি নারদ, মায়েশ্বর বিষ্ণুর মায়া জ্ঞানিবার জন্ত শীলতা, বিনয় ও ইন্দ্রিয়দমন পূর্বক নানাপ্রকারে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন । হে রাজন্ । ভগবন্তকৃৎ দেবর্ষি নারদ ঐ প্রকার সেবার তদীয় পিতা ব্রহ্মার সন্তোষসাধন করিয়াছিলেন । ৪০-৪১

রাজন্ । দেবর্ষি নারদ লোকপ্রপিতামহ আপন

পিতাকে পরিতুষ্ট দেখিয়া যে সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, অতঃ তুমি আমাকে সেই সমস্ত বিষয়ই জিজ্ঞাসা করিতেছ । ৪২

তাহাতে ভগবান্ অচ্যুত পূর্বক চারিটি শ্লোক দ্বারা সংক্ষেপে যে ভাগবত কীর্তন করিয়াছিলেন, ভূতবিধাতা কমলযোনি শ্রীত হইয়া সেই ভাগবত আশ্রিতনয় নারদের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, রাজন্ । ঐ চারিটি শ্লোক দশলক্ষণবিশিষ্ট ছিল । ৪৩

অমিততেজা মহর্ষি ব্যাসদেব যখন সরস্বতী নদীর তীরে বসিয়া পরমব্রহ্ম ধ্যান করিতেছিলেন, দেবর্ষি নারদ সেই সময় তাঁহাকে ঐ ভাগবত বলিয়াছিলেন । ৪৪

বৈরাগপুরুষ হইতে এই বিশ্ব কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তুমি আমাকে তাহা এবং আরও অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমি ভাগবত শ্লোক-ব্যাখ্যা দ্বারাই সম্পূর্ণ উত্তর দিতেছি, শ্রবণ কর । ৪৫

ইতি দ্বিতীয় স্কন্ধে নবম অধ্যায় ।



## দশম অধ্যায়

বাদরায়ণিরূবাচ ।

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমুতয়ঃ । মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাত্মজঃ ॥ ১ ॥  
দশমশ্চ বিশুদ্ধার্থঃ নবানামিহ লক্ষণম্ । বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঙ্গসা ॥ ২ ॥  
ভূত-মাত্রেন্দ্রিয়-ধিয়াং জন্ম সর্গ উদাহৃতঃ । ব্রহ্মণো গুণবৈষম্যাদ্বিসর্গঃ পৌরুষঃ স্মৃতঃ ॥ ৩ ॥  
স্থিতিবৈকুণ্ঠবিজয়ঃ পোষণং তদনুগ্রহঃ । মন্বন্তরাণি সঙ্কর্ম উতয়ঃ কর্মবাসনাঃ ॥ ৪ ॥  
অবতারানুচরিতং হরেশ্চাত্মানুবত্তিনাম্ । পুংসামীশকথাঃ প্রোক্তা নানাখ্যানোপবৃংহিতাঃ ॥ ৫ ॥  
নিরোধোহস্তানু শয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ । মুক্তির্হিত্যনুধারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ॥ ৬ ॥  
আভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতোহস্ত্যধ্যবসীয়তে । স আশ্রয়ঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মৈতি শব্দ্যতে ॥ ৭ ॥

ভাগবত ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শুকদেবের  
রাজপ্রশ্নোত্তর দান

বাদরায়ণি কহিলেন,—রাজন্। এই ভাগবতে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয় এই দশটি পদার্থ নির্দিষ্ট হইয়াছে । ১

এই দশটি পদার্থ পরস্পর ভিন্ন হইলেও ইহাতে শাস্ত্র ভিন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ, দশম পদার্থ যে আশ্রয়, তাহার বিশুদ্ধিনিমিত্ত অর্থাৎ তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত মহাত্মা ব্যক্তির কোথাও শ্রুতি দ্বারা, কোথাও সাক্ষাৎ, কোথাও তাৎপর্য দ্বারা অস্ত্র নয়টির লক্ষণ বর্ণন করিয়া থাকেন । ২

রাজন্। গুণত্রয়ের পরিণাম হেতু কর্তা পরমেশ্বর হইতে আকাশাদি, শব্দ ও স্মারাদি, শব্দাদি, মন্বন্তর ও অহঙ্কারতত্ত্ব, এ সকলের বিরাটরূপে ও স্বরূপে যে উৎপত্তি হয়, তাহারই নাম “সর্গ”, আর ব্রহ্ম হইতে যে চরাচর-সৃষ্টি, তাহার নাম “বিসর্গ” । ৩

ভগবানের সৃষ্ট জীবলোকের তত্ত্বৎ মর্যাদা বর্ণনা

দ্বারা যে উৎকর্ষ লাভ হয়, তাহার নাম “স্থিতি” । ঐরূপ উৎকর্ষে অবস্থিত আপন ভক্তজনে ভগবানের ‘যে’ অনুগ্রহ, তাহাকে “পোষণ” এবং কর্মসমূহের বাসনাকে “উতি” বলে । আর ভগবানের অনুগৃহীত মন্বাদির যে ধর্ম, তাহার নাম “মন্বন্তর” । ৪

শ্রীহরির অবতার-চরিত্র এবং তাঁহার অনুবর্তী মহাপুরুষদিগের নানা উপাখ্যানে সমৃদ্ধ যে চরিত্র-কথা, তাহার নাম “ঈশানুকথা” । ৫

ভগবান্ শ্রীহরির যোগনিদ্রা অবলম্বনের পর, স্বীয় শক্তির সহিত জীবের যে শয়ন বা লয় হইয়া থাকে, তাহার নাম “নিরোধ” । আত্মার অগ্ৰধারূপ অর্থাৎ অবিজ্ঞা দ্বারা আরোপিত অজ্ঞতাদি পরিত্যাগ করিয়া বিশিষ্ট বিধানে স্ব-স্বরূপে অবস্থিতির নাম “মুক্তি” । ৬

বীহা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি এবং লয় হয়, বীহা হইতে জগৎ প্রকাশ পায়, বিনি পরব্রহ্ম ও পরমাত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহাকেই প্রকৃত “আশ্রয়” বলা হয় । ৭



যোহধ্যাত্মিকোহয়ং পুরুষঃ সোহসাবেবাধিদৈবিকঃ ।

যন্ত্রোভয়বিচ্ছেদঃ পুরুষো হ্যাধিভৌতিকঃ ॥ ৮ ॥

একমেকতরাতাবে যদা নোপলভামহে । ত্রিতয়ং তত্র যো বেদ স আত্মা স্বাশ্রয়াশ্রয়ঃ ॥ ৯ ॥

পুরুষোহণ্ডঃ বিনির্ভিগ্ন যদাসৌ স বিনির্গতঃ । আত্মনোহয়নমম্বিচ্ছমপোহশ্রাক্ষীচ্ছুচিঃ শুচীঃ ॥ ১০ ॥

তান্ধবাংসীং স্বশ্ৰুতান্ধ সহস্রং পরিবৎসরান্ । তেন নারায়ণো নাম যদাপঃ পুরুষোদ্ভবাঃ ॥ ১১ ॥

দ্রব্যং কৰ্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ । যদমুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া ॥ ১২ ॥

একো নানাত্মমম্বিচ্ছন্ যোগতল্লাৎ সমুখিতঃ ।

বীৰ্য্যং হিরণ্যং দেবো মায়া ব্যস্রজৎ ত্রিধা ॥

অধিদৈবমথাধ্যাত্মমধিভূতমিতি প্রভুঃ ॥ ১৩ ॥

অথৈকং পৌরুষং বীৰ্য্যং ত্রিধা ভিগ্নত তচ্ছণু ॥ ১৪ ॥

হে রাজন্ । চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অভিমানী দ্রষ্টা জীবস্বরূপ যে আধ্যাত্মিক পুরুষ, তাঁহাকেই আবার ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা আধিদৈবিক বলিয়া জানিবেন । আর যাহা হইতে এই উভয়ের ভেদ উপস্থিত হয়, তাহাই আধিভৌতিক ; সেই আধিভৌতিক বা অক্ষিগোলকাদি-সমন্বিত দেহও পুরুষ । ৮

আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতয়ের মধ্যে একের অভাব হইলে যখন আমরা যন্ত্রটিকে দেখিতে পাই না, যিনি সাক্ষিস্বরূপে ঐ ত্রিতয়কে আলোচনারূপ প্রত্যয় দ্বারা দেখিতেছেন, তিনিই পরমাত্মা বা আশ্রয়, কিন্তু তাঁহার আশ্রয় কেহ নাই, এই জন্ত তিনি নিজেকে নিজের আশ্রয় । ৯

হে রাজন্ । বিরাট পুরুষ অণুভেদ করিয়া নির্গত হইয়া আপনায় অবলম্বন-স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে স্বয়ং যেকপ পবিত্র সেইরূপ পবিত্র গর্ভোদক নামে উদকের সৃষ্টি করিলেন । ১০

অনন্তর তিনি নিজ স্রষ্টা জলের মধ্যে সহস্র সহস্র

বিস্তৃতি—দেহ-স্রষ্টার পূর্বে ইন্দ্রিয়গণরূপ অধিষ্ঠানের অভাবে ইন্দ্রিয়-প্রকাশক অভিমানী দেবতাগণ কার্য সম্পাদনে অক্ষম ; অতএব তৎকালে ইন্দ্রিয়অভিমানী দ্রষ্টা জীব ও ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মধ্যে জীবন্ত ভিন্ন আর কোনও বিশেষ ধর্ম প্রতিষ্ঠাত হইতে পারে না । ৮ ।

বৎসর বাস করিয়াছিলেন, জল সেই নর হহতে উপায় হইয়াছিল বলিয়া উহাকে নার বলা হয় । সেই নারকে তাঁহার অয়ন (অবলম্বন-স্থান) করিয়াছিলেন ; অতএব তাঁহার নাম “নারায়ণ” হইয়াছে । ১১

রাজন্ । সেই পুরুষের শ্রমের সীমা নাই, দ্রব্য অর্থাৎ উপাদানসামগ্রী এবং কৰ্ম্ম, কাল, স্বভাব ইত্যাদি নিমিত্ত সকল আর জীব অর্থাৎ ভোক্তা, ইহারা তাঁহার অনুগ্রহেই নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করিতে পারিতেছে, তিনি উপেক্ষা করিলে এই সমুদয় সস্তা-ধারণেই সমর্থ হয় না । ১২

একমাত্র সর্বশক্তিমান লীলাময় সেই জগদীশ্বর যোগনিদ্রা হইতে উত্থানের পর বলরূপী হইতে ইচ্ছা করিয়া মায়াবলে প্রকাশবহুল, গর্ভরূপ, চতুর্দশ-ভুবনাত্মক বিরাট দেহকে অধিদৈব, অধ্যাত্ম ও অধিভূত এই তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন । ১৩

হে নরনাথ । যেভাবে সেই একই পুরুষশক্তি তিনভাগে বিভক্ত হইল, এক্ষণে তাহা শ্রবণ কর । ১৪

এখানে পৃথিবীতত্ত্বকেও এই উদক জলের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে । ৯ ।

পরমেশ্বর সেই ব্রহ্মাণ্ডসমূহের বীজরূপ তব সমুদায়কে ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতাদিগ্নে বিভক্ত করিলেন । ১০



অন্তঃশরীর আকাশাৎ পুরুষস্য বচেক্ততঃ । ওজঃ সহো বলং জজ্ঞে ততঃ প্রাণো মহানমঃ ॥১৫॥  
 অনুপ্রাণন্তি যং প্রাণাঃ প্রাণন্তং সর্বজন্তুযু । অপানন্তমপানন্তি নরদেবমিবানুগাঃ ॥ ১৬ ॥  
 প্রাণেন ক্ষিপতা ক্ষুৎতৃড়ন্তুরাজায়তে (প্র) বিভোঃ । পিপাসতো যক্ষতশ্চ প্রায়ুখং নিরভিঘত ॥১৭॥  
 মুখতস্তালু নির্ভিমং জিহ্বা তত্রোপজায়তে । ততো নানারসো জজ্ঞে জিহ্বয়া যোহধিগম্যতে ॥১৮॥

বিবক্ষোমুখতো ভুল্লো বহির্বাধ্যাহতং তয়োঃ ॥ ১৯ ॥

জলে চৈ(বৈ)তস্য স্ফুরিং নিরোধঃ সমজায়ত ।

নাসিকে নিরভিঘেতাং দোধুয়তি নভস্বতি ।

তত্র বায়ুর্গন্ধবহো ত্রাণো নসি জিহ্বক্ষতঃ ॥ ২০ ॥

যদাঙ্গনি নিরালোকমাত্মানঞ্চ দিদৃক্ষতঃ । নির্ভিমে অক্ষিণী তস্য জ্যোতিশ্চক্ষুর্গুণগ্রহঃ ॥ ২১ ॥  
 বোধ্যমানস্য ঋষিভিরাঙ্গনন্তজিহ্বক্ষতঃ । কর্ণৌ চ নিরভিঘেতাং দিশঃ শ্রোত্রং গুণগ্রহঃ ॥২২॥

সেই পুরুষ নানা প্রকারে চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলে পর তাঁহার শরীরভ্যন্তরবর্তী আকাশ হইতে ওজঃ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়শক্তি, সহ অর্থাৎ মনঃশক্তি, বল অর্থাৎ দেহশক্তি এবং ঐ ক্রিয়াশক্তিস্বরূপ সূক্ষ্ম রূপ হইতে অসু নামক মহৎ অর্থাৎ সুত্রাধ্যা মুখ্য প্রাণ উদ্ভূত হইল । ১৫

ভূত্যাগণ যেরূপ রাজার অনুবর্তন করে, সেইরূপ প্রভুরূপী প্রাণ চেষ্টাযুক্ত হইলে, ভূত্যাগণ ইন্দ্রিয়গণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে এবং ইহার নিবৃত্তি হইলেই উহারও সেই সঙ্গে নিবৃত্ত হইয়া পড়ে । ১৬

বিরাট পুরুষের উদরে ঐ প্রাণের সঞ্চালনে বিভূ অর্থাৎ বিরাটের ক্ষুধা ও তৃষ্ণার উজ্জেক হইল । এইরূপে তিনি পান ও ভোজন করিতে ইচ্ছা করিলে, প্রথমতঃ তাঁহার মুখ বিভক্ত হইয়া প্রকাশ পাইল । ১৭

অনন্তর ঐ মুখ হইতে তালু অর্থাৎ জিহ্বার অধিষ্ঠানস্থান নির্ভিন্ন হইলে ঐ তালুতে জিহ্বা অর্থাৎ রসেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় । তদনন্তর ( রসেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ ) নানা রস জন্মে এবং জিহ্বা দ্বারা সেই সমস্ত রসের পরিগ্রহ হইয়া থাকে । ১৮

পরে ঐ বিরাট পুরুষ বাক্য-প্রয়োগে অভিলাষী হইলে তাঁহার ঐ মুখ হইতে বাক্য ও তদধিষ্ঠাত্রীদেবতা অগ্নির সৃষ্টি হয় । ১৯

তিনি যখন জলশায়ী ছিলেন, তখন বহুকাল তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু এইরূপে প্রাণবায়ু নিরতিশয় উত্তোলিত হইলে পর তাঁহার দুই নাসারন্ধ্র উৎপন্ন হইল । অনন্তর তাঁহার গন্ধ লইতে ইচ্ছা হইলে নাসিকা হইতে গন্ধ ও তাহার অধিষ্ঠাত্রীদেবতা গন্ধবহ বায়ুর সৃষ্টি হয় । ২০

রাজন ! প্রথমতঃ এই সমস্ত জগৎ নিরালোক অর্থাৎ প্রকাশশূন্য ছিল, তখন তিনি স্বীয় মূর্তি ও অগ্ন্যস্ত বস্তু দেখিবার অভিলাষী হইলে তাঁহার দুই চক্ষু ও তদধিষ্ঠাত্রীদেবতা জ্যোতিঃস্বরূপ আদিত্যের সৃষ্টি হয় । তাহাতেই তিনি রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন । ২১

বেদবাক্য দ্বারা ঋষিবৃন্দ সেই বিরাট পুরুষের উবোধনে প্রবৃত্ত হইলে তিনি উহা শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইলেন । সেই অভিলাষবশেই তাঁহার দুই কর্ণবিবর, শ্রবণেন্দ্রিয় ও তাহার অধিষ্ঠাত্রীদেবতা দিক্‌সমূহের উদ্ভব হইল । তাহাতে শব্দের পরিগ্রহ হইয়া থাকে । ২২

বিস্তৃতি—বর্তমান প্রकरणে ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি জীবধর্ম পরমেশ্বরে ও প্রভুত্বাদি ঈশ্বর-ধর্ম বিরাট জীবে আরোপ

করিয়া উপাসকের পক্ষে দুইটিকে এক ও অভিন্নরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে । ১৭



বস্তুনো যুহু-কাঠিগ্ন-লঘু-গুৰ্বোষ্ণ-শীততাম্ ।  
 জিহ্বাক্তত্বজ্জিভিন্না তস্তাং রোমমহীৰুহাঃ ।  
 তত্র চাস্তব্বহিৰ্বাতস্তুচা লকুণ্ঠো বৃতঃ ॥ ২৩ ॥  
 হস্তো রুরুহতুস্তশ্চ নানাকৰ্ম্মচিকীৰ্ষয়া ।  
 তয়োস্ত বলবানিহ্ম আদানমুভয়াশ্রয়ম্ ॥ ২৪ ॥  
 গতিং জিগীষতঃ পাদৌ রুরুহাতেহভিকামিকাম্ ।  
 পদ্ভ্যাং যজ্ঞঃ স্বয়ং হব্যং কৰ্ম্মভিঃ ক্রিয়তে নৃভিঃ ॥ ২৫ ॥

নিরভিভূত শিশ্নো বৈ প্রজানন্দায়তার্থিনঃ । উপস্থ আসীৎ কামানাং প্রিয়ং তদুভয়াশ্রয়ম্ ॥ ২৬ ॥  
 উৎসিস্থক্ষোৰ্ধাতুমলং নিরভিভূত বৈ গুদম্ । ততঃ পায়ুস্ততো মিত্র উৎসর্গ উভয়াশ্রয়ঃ ॥ ২৭ ॥  
 আসিস্থস্পোঃ পুরঃ পূর্যা নাভিদ্ধারমপানতঃ । তত্রাপানস্ততো মৃত্যুঃ পৃথক্শ্রমুভয়াশ্রয়ম্ ॥ ২৮ ॥  
 আদিৎসোরমপানানামান কুক্ষ্যস্ত্রনাড়য়ঃ । নচঃ সমুদ্রাশ্চ তয়োস্তৃষ্টিঃ পুষ্টিস্তদাশ্রয়ে ॥ ২৯ ॥

অনন্তর তিনি বস্তু সকলের যুহু, কাঠিগ্ন, লঘু, গুরু, উষ্ণ, শীত এই সকল ধর্ম গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিলে তৎ অর্থাৎ জিহ্বাদ্রিয়ের অধিষ্ঠান চর্ম্ম এবং রোমকূপ, জগিদ্রিয় ও তাহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা মহীৰুহগণের উৎপত্তি হইল। বায়ু সেই ত্বকের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ আবৃত করিয়া স্পর্শ গ্রহণ করিতেছেন। ২৩

পুরুষ বিবিধ কৰ্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হইলে, তাঁহার ছুই হস্ত, হস্তেদ্রিয়, বল এবং তাহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা ইন্দ্র সৃষ্ট হইলেন। এই আদান ছুই হস্তের কার্য্য। ২৪

এইরূপে তিনি অভ্যন্ত গতি জয় করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার পদদ্বয় উৎপন্ন হইল। যজ্ঞরূপী বিষ্ণু স্বয়ং সেই চরণদ্বয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতারূপে বিরাজমান হইলেন। নরগণ তদ্ব্যোগে গতি-নামক কৰ্ম্ম-শক্তি দ্বারা যজ্ঞাদি সম্পন্ন করেন, অতএব গতি-নামী কৰ্ম্মশক্তিই ঐ চরণের ইন্দ্রিয় এবং যজ্ঞার্থ-দ্রব্যই তাহার বিষয়। ২৫

ভগবান, অপত্যোৎপত্তি, ত্রীসন্তোগ ও স্বর্গাদি বাসনা করিলে তাঁহার উপস্থ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান শিশ্ন,

এবং উপস্থেদ্রিয় তথা তদধিষ্ঠাতৃ-দেবতা প্রজাপতির উৎপত্তি হইল। ত্রীসন্তোগ জন্ত স্তন্য এবং ঐ ইন্দ্রিয় তদধিষ্ঠাতৃদেবতার অধীন। ২৬

এইরূপে তিনি ধাতুমল বা ভুক্ত-অমাদির অসারাংশ পরিত্যাগের বাসনা করিলে, তাঁহার গুহ্যরক্ত, গুহ্যেদ্রিয় পায়ু এবং তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা মিত্র উৎপন্ন হইলেন। মলত্যাগ ঐ উভয়ের কার্য্য। ২৭

ভগবান্ যখন একদেহ হইতে অগ্ৰদেহে স্নায়ুরূপে গমন করিতে অভিলাষী হইলেন, তখন নাভিদ্ধার, অপান এবং মৃত্যুর সৃষ্টি হইল। নাভিদেহে প্রাণবায়ু ও অপান বায়ুর বিশ্লেষ হইলেই মৃত্যু হয়, অতএব বহির্নিঃসরণশীল অপান বায়ুর পৃথক্ উক্ত ইন্দ্রিয় ও দেবতার অধীন। ২৮

পরে তিনি অন্ন ও পানীয় সংগ্রহের অভিলাষী হইলে, তাঁহার উদর-অঙ্গ এবং নাড়ীর সৃষ্টি হইল, তন্মধ্যে কুক্ষি অধিষ্ঠান, অন্ন অন্নসংগ্রহে, এবং নাড়ী-ইন্দ্রিয়-সংগ্রহে করণ। ঐ অঙ্গের অধিষ্ঠাতৃদেবতা নদী এবং নাড়ীর অধিষ্ঠাতৃদেবতা সমুদ্র। তৃষ্টি অর্থাৎ উদরপূর্তি এবং পুষ্টি অর্থাৎ রসপরিপাক-জনিত স্থূলতা, উক্ত ইন্দ্রিয় ও দেবতা উভয়ের অধীন। ২৯



নিদিধ্যাসোরাশ্ময়াঃ হৃদয়ং নিরভিভূত । ততো মনশ্চন্দ্র ইতি সঙ্কল্পঃ কাম এব চ ॥ ৩০ ॥  
 ত্বক্-চৰ্ম্ম-মাংস-রুধির মেদোমজ্জাহস্থি ধাতবঃ । ভূম্যপ্তেজোময়াঃ সপ্ত প্রাণে । ব্যোমান্বুবায়ুভিঃ ॥ ৩১ ॥  
 গুণাত্মকানীন্দ্রিয়াণি ভূতাদিপ্রভবা গুণাঃ । মনঃ সৰ্ববিকারাত্মা বুদ্ধিবিজ্ঞানরূপিণী ॥ ৩২ ॥  
 এতদ্বগবতো রূপং স্থূলং তে ব্যাহতং ময়া । মহাদিভিচ্চাবরণৈরকৃতিবহিরাবৃতম্ ॥ ৩৩ ॥  
 অতঃ পরং সূক্ষ্মতমমব্যক্তং নির্বিশেষণম্ । অনাদিমধ্যনিধনং নিত্যং বাদ্ধনসঃ পরম্ ॥ ৩৪ ॥  
 অমুনী ভগবদ্রূপে ময়া তে হনুবর্ণিতে । উভে অপি ন গৃহ্ণন্তি মায়াসৃষ্টে বিপশ্চিতঃ ॥ ৩৫ ॥  
 স বাচ্য-বাচকতয়া ভগবান্ ব্রহ্মরূপধৃক্ । নাম-রূপক্রিয়া ধন্তে সাক্ষ্যাহকর্ম্মকঃ পরঃ ॥ ৩৬ ॥  
 প্রজাপতীন্ মনূন্ দেবানৃশীন্ পিতৃগণান্ পৃথক্ । সিদ্ধ-চারণ-গন্ধর্ব্বান্ বিদ্যাধূহসুর-গুহ্যকান্ ॥ ৩৭ ॥  
 কিম্বরাহস্পরসো নাগান্ সর্পান্ কিম্পুরুষান্ নরান্ ।  
 মাতৃ-রক্ষঃ-পিশাচাংশ্চ প্রেত-ভূত-বিনায়কান্ ॥ ৩৮ ॥

পুরুষ স্বীয় মায়া চিন্তা করিতে ইচ্ছুক হইলে, হৃদয়, মন, সঙ্কল্প, অভিলাষ এবং মনের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা চন্দ্র এই সকলের সৃষ্টি হইল । ৩০

অনন্তর দেহের স্থূল চৰ্ম্ম এবং তত্পরিস্থ সূক্ষ্মচৰ্ম্ম বা ত্বক্, তথা মাংস, শোণিত, মেদ, মজ্জা ও অস্থি, এই সপ্ত ধাতু—ক্ৰিতি, জল ও হেজ হইতে সৃষ্ট হইল । যদিও সৃষ্ট সমস্ত পদার্থই পাঞ্চভৌতিক, তথাপি বায়ু ও আকাশ আহাররূপে ঐ সকলকে পুষ্ট করে না । প্রাণ আকাশ, জল ও বায়ু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । ইন্দ্রিয় সকল বিষয়াভিমুখস্বভাব এবং শব্দাদি বিষয়গণ ভূতাদি অহঙ্কার হইতে সৃষ্ট হয়, অর্থাৎ অহঙ্কার দ্বারা তাহাদের শোভন স্বভাব কল্পিত হয়, বস্তুতঃ কিন্তু তাহারা তদ্রূপ নহে ; কারণ, মন সর্ববিকারের আত্মা বা স্বরূপ ; কিন্তু বুদ্ধি ভূতার্থ-বিজ্ঞানরূপিণী ( পরমার্থগ্রাহিণী নহে ) । ৩১-৩২

হে নরনাথ ! আমি ভগবানের স্থূলরূপ তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম । উহা বহির্ভাগে প্রকৃতি লইয়া মহী আদি অষ্ট আবরণে আবৃত । ৩৩

বিস্তৃতি—হৃদয়-অধিষ্ঠানে চিত্ত, অহঙ্কার ও বুদ্ধি এই ইন্দ্রিয় সকল ও তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা বাসুদেব, রুদ্র ও ব্রহ্মা বিত্তমান, ইহা পরে তৃতীয় স্বর্কে বলা হইয়াছে । ৩০ ।

হে নরনাথ ! ইহা ভিন্ন তাহার আর একটি সূক্ষ্মতম রূপ আছে । উহা অব্যক্ত, তাহার কোন বিশেষণ নাই, উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়শূন্য, নিত্য এবং বায়নের অগোচর । ৩৩

রাজন্ ! আমি আপনার নিকট নিঃসংশয়িতরূপে ভগবানের উভয় রূপই বর্ণনা করিলাম, কিন্তু গণ্ডিত ব্যক্তির এই উভয়কেই স্বীকার করেন না ; কারণ, উভয়ই মায়া-সৃষ্ট । সেই ভগবান পর বা প্রাকৃত-গুণস্পর্শশূন্য এবং অকর্ম্মক বা সর্বব্যাপার-বিবর্জিত হইলেও ব্রহ্মাক্রপ ধারণ করিয়া, মায়া অবলম্বন করিয়া, সাক্ষ্যক শইয়া বাচ্য-বাচকরূপে নাম, রূপ ও ক্রিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকেন । ৩৫-৩৬

প্রজাপতি, মনু, দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, অসুর, বক্ষ, কিম্বর, অঙ্গরা, নাগ, সর্প, কিম্পুরুষ, নর ও নরমাতৃগণ, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, প্রেত, বিনায়ক, কুশ্মাণ্ডক, উন্মাদ, বেতাল, যাতুধান, গ্রহ, মৃগ, খগ, পশু, বৃক্ষ, পর্ব্বত ও সরীসৃপ পৃথকভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন । ৩৭-৩৮

এই স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ, কারণ বা ভগবদ্ব্যবহার দ্বারা সৃষ্ট—এই জন্ত গুণ ভক্তিমান্ পণ্ডিতেরা ইহা প্রথম দশায়ও অস্বীকার না করিয়া সাধন-সাধ্যদশাতে গুণ সত্ত্বময় রাবক-নৃসিংহাদিরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন । ৩৫



কুশ্মাণ্ডোন্মাদ-বেতালান্ যাভুধানান্ গ্রহানপি ।  
 মৃগান্ খগান্ পশূন বৃক্ষান্ গিরীন্ নৃপ সন্ন্যাস্তপান্ ॥  
 দ্বিবিধাশ্চতুর্বিধা যেহন্তে জল-স্থল-নভোকসঃ ॥ ৩৯ ॥  
 কুশলাকুশলা মিত্রাঃ কৰ্ম্মণাঃ গতয়স্ত্রিমাঃ ॥ ৪০ ॥  
 সত্ত্বং রজস্তম ইতি তিস্রঃ স্তর-নৃ-নারকাস্ ॥

তত্রাপ্যেকৈকশো রাজন্ ভিত্তস্তে গতয়স্ত্রিমা । যদৈকৈকতরোহন্ত্যভ্যাং স্বভাব উপহন্ত্যতে ॥৪১॥  
 স এবৈদং জগদ্ধাতা ভগবান্ ধর্ম্মরূপধ্বজ । পুষ্পাতি স্থাপয়ন্ বিশ্বং তিৰ্য্যঙ্ নরস্বরাদিভিঃ ॥৪২॥  
 ততঃ কালায়িরুদ্রাত্মা যৎ সৃষ্টমিদমাজানঃ । সংনিযচ্ছতি তৎ কালে ঘনানাকমিধানিঃ ॥ ৪৩ ॥  
 ইত্থংভাবেন কথিতো ভগবান্ ভগবন্তমঃ । নেত্ৰং ভাবেন হি পরং দ্রষ্টুমর্হসি সূরয়ঃ ॥ ৪৪ ॥  
 নাস্ত্য কৰ্ম্মণি জন্মাদৌ পরস্তানুবিধীয়তে । কর্ত্ত্বপ্রতিষেধার্থং মায়য়ারোপিতং হি তৎ ॥ ৪৫ ॥  
 অয়ন্ত ব্রহ্মণঃ কল্পঃ সবিকল্প উদাহৃতঃ । বিধিঃ সাধারণো যত্র সর্গাঃ প্রাকৃতবৈকৃত্যিঃ ॥৪৬॥  
 পরিমাণঞ্চ কালস্য কল্পলক্ষণবিগ্রহম্ । যথা পুরস্তাদ্ব্যাখ্যাস্তে পাদ্মং কল্পমথো শৃণু ॥ ৪৭ ॥

অপর স্থাবর, জঙ্গম এই দ্বিবিধ, তথা জরাযুক্ত, অশুভ্র, শ্বেদজ, উদ্ভিজ্জ এই চতুর্বিধ, তথা জলচর, ভূচর, খেচর, এই সকলও ভগবান হইতে পৃথকভাবে উদ্ভূত হইয়াছে। ৩৯

হে নরনাথ ! এই সকলের মধ্যে উত্তম, অধম এবং মধ্যম আছে, তাহা তাহাদিগের পুণ্য, অপুণ্য এবং মিশ্রিত পাপ-পুণ্যের ফল। ৪০

মহারাজ ! তদনুসারে সত্ত্ব, রজ ও তমঃ হইতে ক্রমান্বয়ে দেবতা, মনুষ্য ও নারকীর উৎপত্তি হয়। ঐ গুণত্রয়ের মধ্যেও এক একটির গতি উদ্ভূতাদি ভেদে তিন প্রকার হইয়া বিভিন্ন হয়, যেহেতু, একটি অস্ত্র দুইটি গুণে মিশ্রিত। ৪১

সেই ভগবানই মনুষ্য, দেবতা, পশু, পক্ষী প্রভৃতি অবতার দ্বারা এই বিশ্বের পালন-পুরঃসর ধর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া তত্ত্বদ্রোগ বা ভোগসামগ্রী সংবর্দ্ধন করিতেছেন। ৪২

আবার তিনিই অবসানে কালায়ি-রূপে, বায়ু ধেরূপ মেঘশ্রেণীকে সংহার করে, তাহার স্তায় আপনার সৃষ্টি এই বিশ্বের সংহার করিবেন। ৪৩

রাজন্ ! ভগবন্তম ভগবান্কে এই ভাবে শ্রুতিতে বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু গণ্ডিত-ব্যক্তিদিগের কেবল এইরূপেই তাহাকে দর্শন করা উচিত নহে। ৪৪

মহারাজ ! এই বিশ্বের সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে পরমেশ্বরের কর্ত্ত্ব-প্রতিপাদন শ্রুতিরও তাৎপর্য্য নহে। তাহা কেবল মায়া দ্বারাই কল্পিত হয়, কেবল কর্ত্ত্ব-প্রতিষেধের নিমিত্তই তাহার ঐ রূপ শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়া থাকে। ৪৫

রাজন্ ! ব্রহ্মার মহাকল্প ও অবাস্তরকল্প সংক্ষেপে উদাহরণচ্ছলে তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। মহাকল্পে প্রাকৃত এবং অবাস্তরকল্পে বৈকৃত স্থাবরাদি সৃষ্টি ইত্যাদির বিধি অত্যাশ্চর্য্য বাবতীয় মহাকল্পাদিভেই সমান। ৪৬

মহারাজ ! কালের স্থূল ও সূক্ষ্ম পরিমাণ এবং কল্পের লক্ষণ অর্থাৎ তাহা যজ্ঞ ও তাহার অবাস্তর অবয়ব ষড় প্রকার, অর্থাৎ অবাস্তর কল্প মহন্তর ইত্যাদি বিস্তার পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিব। এক্ষণে পান্ড-কল্প ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ কর। ৪৭



শ্রীশৌনক উবাচ ।

যদাহ নো ভবান্ সূত ক্তা ভাগবতোত্তমঃ । চচার তীর্থানি ভুবন্ত্যক্তা বন্ধুন্ তুভুন্ত্যজান্ ॥৪৮॥  
 ক্তুঃ কৌশারবেস্তস্ত সংবাদোহধ্যাত্মসংশ্রিতঃ । যদ্বা স ভগবাংস্তস্মৈ পৃষ্ঠন্তুত্বমুবাচ হ ॥ ৪৯ ॥  
 ক্রহি নস্তদাদং সৌম্য বিদুরস্ত বিচেষ্টিতম্ । বন্ধুত্যাগনিমিত্তঞ্চ যথৈবাগতবান্ পুনঃ ॥ ৫০ ॥

শ্রীসূত উবাচ ।

রাজ্ঞা পরীক্ষিতা পৃষ্ঠো যদবোচম্মহামুনিঃ । তদ্বোহভিধাশ্চে শৃণুত রাজ্ঞঃ প্রশ্নামুসারতঃ ॥ ৫১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈষ্ণবিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে

দশলক্ষ-কথনং নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

শৌনক বলিলেন,—“হে সূত ! তুমি বলিয়াছিলে, এবং ষেক্ষেপে পুনর্বার প্রত্যাগমন করেন, পরম ভাগবতশ্রেষ্ঠ বিদুর তুস্ত্যজ বন্ধু-বান্ধব পরিত্যাগ সৌম্য ! তুমি আমাদিগের নিকট তাহাও বর্ণনা করিয়া পৃথিবীব্যবতীয় তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন কর । ৪৮-৫০  
 এবং সূত কহিলেন,—আপনারা আমাকে যাহা এক মৈত্রেয়ের সহিত তাহার অধ্যাত্মজ্ঞান বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, রাজা পরীক্ষিত এই বিষয় যে সব কথোপকথন হইয়াছিল, অথবা বিদুর জিজ্ঞাসা করিতেছেন, পর, মহামুনি শুক ষেরূপ উত্তর কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মৈত্রেয় ঐ বিষয়ে যাহা দিয়াছিলেন, আমি আপনাদিগকে তাহাই কহিতেছি, বলিয়াছিলেন, তুমি তৎসমুদয় বর্ণনা কর । বিদুর আপনাবাও তদ্রূপে শ্রবণ করুন । ৫১  
 বন্ধুত্যাগ করিয়া কি প্রকার আচরণ করেন

দ্বিতীয় স্কন্ধ সমাপ্ত ।



# শ্রীমদ্ভাগবত

তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ

অথমোহধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ ।

এবমেতং পুরা পৃষ্ঠো মৈত্রেয়ো ভগবান্ কিল । ক্ষত্ৰা বনং প্রবিষ্টেন ত্যক্ত্বা স্বগৃহ্যদ্ধিমং ॥ ১ ॥  
যদ্বা অয়ং মন্তুকৃদ্বো ভগবানখিলেশ্বরঃ । পৌরবেদ্রগৃহং তিষ্ঠা প্রবিবেশাত্মসাৎকৃতম্ ॥ ২ ॥

শ্রীরাজোবাচ ।

কৃত্র ক্ষতুর্ভগবতা মৈত্রেয়েণাস সঙ্কমঃ । কদা বা সহ সংবাদ এতদ্বর্ণয় নঃ প্রভো ॥ ৩ ॥  
ন হস্তার্থোদয়স্তস্ত বিদুরস্তাগলাগ্ননঃ । তস্মিন্ বরায়সি প্রশ্নঃ সাধুবাদোৎসাহিতঃ ॥ ৪ ॥

বন্ধু-বান্ধব পরিভ্যাগ-পূর্বক নির্গত গতাযুঃ  
বিদুরের সহিত উদ্ধবের কথোপকথন ।

যাইতে পারে না, বিদুর বন্ধুবিয়োগ-দর্শন-ভয়ে তাহাও  
পরিভ্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন । ২

রাজা শ্রীপরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো!

শুকদেব কহিলেন,—মহারাজ । মহাত্মা বিদুর  
পাণ্ডবদিগের সর্বসম্পত্তি-পরিপূর্ণ নিকেতন ত্যাগ  
করিয়া অরণ্যে প্রবেশ-পূর্বক ভগবান্ মৈত্রেয় ঋষিকে  
পূর্বে এই সকল বিষয়েই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । ১

ভগবান্ মৈত্রেয় মুনির সহিত বিদুরের কোথায়  
সমাগম হয় ? এবং কোন্ সময়েই বা তাহার সহিত  
সংবাদ অর্থাৎ কথোপকথন হইয়াছিল, এই সমস্ত  
আগনি বিশেষভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা  
করুন । ৩

হে রাজন্ । পাণ্ডবদিগের গৃহ অভিষ্য প্রশংসনীয়,  
তাহা পরিভ্যাগ করিবার হেতু ছিল না । কারণ,  
অখিলেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের দোত্যকার্য-  
কালে ত্রয়োদশ-ভবন পরিভ্যাগ করিয়া স্বয়ং অনাহৃত  
হইয়াও পাণ্ডব-গৃহ আপন ভাবিয়া তাহাতে প্রবেশ  
করিয়াছিলেন । অতএব ঐ গৃহ কখনও ত্যাগ করা

হে ব্রহ্মন্ । বিদুর গতি পবিত্রাত্মা, তিনি  
মৈত্রেয়কে যে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা সাধুগণের  
অনুমোদন দ্বারা গৌরবান্বিত, বোধ করি, তাহা হইতে  
অল্প অর্থের উদয় হইবে না অর্থাৎ তাহাতে অতি  
গুরুতর বিষয় প্রকাশ পাইতে পারিবে । ৪



শ্রীসূত উবাচ ।

স এবমুযিবর্যোহয়ং পৃষ্ঠো রাজ্ঞা পরীক্ষিতা । প্রত্যাহ তং স্ববহুবিং শ্রীতাজ্ঞা শ্রয়তামিতি ॥৫॥

শ্রীশুক উবাচ ।

যদা তু রাজা স্বস্বতানসাধুন্ পুষ্পধর্ম্মেণ বিনক্টদৃষ্টিঃ ।

ভ্রাতূর্ঘবিষ্ঠস্ত স্বতান্ বিবন্ধুন্ প্রবেশ্য লাক্ষাভবনে দদাহ ॥ ৬ ॥

যদা সভায়াং কুরুদেবদেব্যাঃ কেশাভিমর্ষং স্বতকর্ম্ম গচ্ছাম্ ।

ন বারয়ামাস নৃপঃ স্ন্যযায়াঃ স্বাঐশ্বহরন্ত্যাঃ কুচকুক্ষুমানি ॥ ৭ ॥

দ্যুতে ত্বধর্ম্মেণ জিতস্ত সাধোঃ সত্যাবলম্বস্ত বনাগতস্ত ।

ন যাচতোঽদাৎ সময়েন দায়ং তমো জুষাণো যদজাতশত্রোঃ ॥ ৮ ॥

যদা চ পার্থপ্রহিতঃ সভায়াং জগদগুরুখানি জগাদ কৃষ্ণঃ ।

ন তানি পুংসামমৃতাতনানি রাজোরু মেনে ক্ষতপুণ্যলেশঃ ॥ ৯ ॥

যদোপহুতো ভবনং প্রাবিক্টো মন্ত্রায় পৃষ্ঠঃ কিল পূর্ব্বজেন ।

অথাহ তন্মন্ত্রদৃশাং বরীয়ান্ যন্মন্ত্রিণো বৈভূরিকং বদন্তি ॥ ১০ ॥

শ্রীসূত কহিলেন,—ঋষিশ্রেষ্ঠ স্ববহুবি শুকদেব পরীক্ষিত কর্তৃক ঐ প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া সন্তোষ-প্রকাশ-পূর্ব্বক বলিলেন, মহাবাজ! শ্রবণ করুন। বিনক্টচকু রাজা ধৃতরাষ্ট্রে স্বীয় অসাধু পুত্রগণকে অধর্ম্ম দ্বারা প্রতিপালন পূর্ব্বক পিতৃহীন কনিষ্ঠ-ভ্রাতার পুত্রগণকে জুহুগৃহে প্রবেশ করাইয়া দগ্ধ করিলেন। ৫৬

যখন তিনি আপনার পুত্র দুঃশাসনকে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়া সভাতে আনিতে দেখিয়াও পুত্রের এই নিন্দনীয় কর্ম্ম নিবারণ করিলেন না, বিশেষতঃ দ্রৌপদী সাধাবণ স্ত্রী নহেন, কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের মহিষী; দুঃশাসনের অভিমর্ষণে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধু সেই দ্রৌপদীর নয়ন-যুগল হইতে জলধারা নিপতিত হইয়া পয়োধরস্ব কুক্ষম-সমস্ত ধৌত করিয়াছিল; অতএব তিনি যে কত ব্যথা পাইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। ৭

ধর্ম্মপুত্র অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির দ্যুতক্রীড়ায় অধর্ম্ম দ্বারা পরাজিত হইলেও সত্যাবলম্বন পূর্ব্বক বনবাস

স্বীকার করিয়া বন হইতে প্রত্যাগমনানন্তর পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞানুসারে আপনার রাজ্য-ভাগ প্রার্থনা করেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র মোহবশতঃ তাঁহাকে তদীয় প্রাণ্য-ভাগ দিলেন না। ৮

আর জগদগুরু শ্রীকৃষ্ণ পার্থ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া দুর্ব্যোধন-সভায় গমন পূর্ব্বক যে যে বাক্য কহিলেন, ভীষ্ম প্রভৃতিব কর্ণে সে সকল অমৃতস্রাবী বোধ হইলেও রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পুণ্যক্ষয় হওয়াতে তিনি তাহার মর্যাদা রক্ষা করিলেন না অর্থাৎ তাঁহার রাজ্য-প্রাপ্তির হেতু যে পুণ্যলেশ ছিল, তাহাও বিনষ্ট হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে অনাদর করিলেন। ৯

অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রিগণের মধ্যে তাঁহাকে (বিদুরকে) শ্রেষ্ঠ বিবেচনা পূর্ব্বক মন্ত্রণার নিমিত্ত আহ্বান করিলে, তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া জ্যোষ্ঠের প্রশ্নে মন্ত্রণা দান করিয়াছিলেন, তাহা এতদূর বিখ্যাত যে, যে মন্ত্রবিশারদেরা সচরাচর উহাকে “বিদুর-বাক্য” বলিয়া থাকেন। ১০



অজাতশত্রোঃ প্রতিযচ্ছ দায়ং তিতিক্ষতো দুর্বিষহঃ তবাগঃ ।

সহানুজো যত্র বৃকোদরাহিঃ শ্বসন্ রুশা যৎ ত্বমলং বিভেষি ॥ ১১ ॥

পার্শ্বাংস্ত দেবো ভগবান্ মুকুন্দো গৃহীতবান্ সন্ধিতদেবদেবঃ ।

আস্তে স্বপূর্যাং যদুদেবদেবো বিনির্জিতাশেষনুদেবদেবঃ ॥ ১২ ॥

স এষ দোষঃ পুরুষদ্বিড়াস্তে গৃহান্ প্রবিষ্টো যমপত্যমত্যা ।

পুষ্যাসি কৃষ্ণাঙ্গিমুখে গতশ্রীস্তুজাশ্বশৈব্যং কুলকৌশলায় ॥ ১৩ ॥

ইত্যাচিবাংস্তত্র স্নয়োধেনেন প্রবৃদ্ধকোপশ্ফুরিতাধরেন ।

অসৎকৃতঃ সৎস্পৃহণীয়শীলঃ ক্ষভা সর্কর্ণানুজসৌবলেন ॥ ১৪ ॥

ক এনমত্রোপজুহাব জিহ্বাং দাশ্চাঃ স্নতং যদ্বলিনৈব পুষ্ঠঃ ।

তস্মিন্ প্রতীপঃ পরকৃত্য আস্তে নির্বাসিতামাশু পুরাচ্ছানঃ ॥ ১৫ ॥

বিদুর কহিয়াছিলেন, হে রাজন! আপনার কৃত দুর্বিষহ অপরাধ রাজা যুধিষ্ঠির সহ্য করিতেছেন, তাঁহাকে আপনি রাজ্যভাগ প্রদান করুন। মহারাজ! আপনি যাহাকে অত্যন্ত ভয় করেন, সেই ভীমরূপ বিষধর আপনার ঐ অপরাধে অনুজলণের সহিত সর্বদা ক্রোধে নিখাস ত্যাগ করিতেছে। ১১

মহারাজ! আপনার বহু পুত্র আছে বলিয়া অহঙ্কার করিবেন না, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীভনয়-দিগকে আত্মীয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি মানব নহেন, দেবতা এবং স্বয়ং ভগবান্, আর তিনি ব্রাহ্মণমণ্ডলী এবং দেবগণের সহিত বর্তমান (বস্তৃতঃ যেখানে শ্রীকৃষ্ণ, সেই স্থানেই ব্রাহ্মণ এবং দেবগণ বিরাজ করেন)। মহারাজ! তিনি অগতও নহেন, নিজ পুরী দ্বারকাতেই সুখে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি যত্নকুলশ্রেষ্ঠগণ-কর্তৃক সদা পূজিত, ইহাতে যে পক্ষে তিনি থাকিবেন, প্রধান প্রধান দানবগণও সেই পক্ষই অবলম্বন করিবেন। তিনি সমগ্র সম্রাট-বৃন্দকে অশেষরূপে জয় করিয়াছেন, ইহাতে সকলেই তাঁহার বশীভূত। তিনি যে পক্ষে থাকিবেন, সমস্ত ভূপতিও সেই পক্ষে থাকিবে, অতএব পাণ্ডবদিগের সহিত বিরোধ করিবেন না, তাহাদের প্রাণ্য-ভাগ প্রদান করুন। ১২

মহারাজ! “দুর্যোধন রাজ্যভাগ দিচ্ছি স্বীকৃত হইবে না”, যদি এ কথা আপনি বলেন, তবে উহার উত্তরে আমি বলি, ঐ দুর্যোধনই ত আপনার মুক্তিমান দোষস্বরূপ; ঐ অমঙ্গলটাকে কুলের মঙ্গলের নিমিত্ত শাশ্বৎ আপনি পরিত্যাগ করুন; সে আপনার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি হিংসা করে। আর আপনিও হতলক্ষ্মী; কারণ, শ্রীকৃষ্ণকে বিমুখ করিয়া অপত্যজ্ঞানে দুর্যোধনকে পোষণ করিতেছেন, কিন্তু ও ত আপনার অপত্য নয়, যাহা হইতে পতন না হয়, তাহাকেই অপত্য বলে, ও ত তদ্রূপ নহে, পরন্তু পতনের হেতুস্বরূপ। ১৩

বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিলে দুর্যোধন ক্রোধে কম্পিতাধর হইয়া কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির সহিত একত্রে মিলিত হইল এবং বাঁহার স্বভাব সাধুগণ স্পৃহা করিয়া থাকেন, তাঁহাকে সেই স্থানেই তিরস্কার করিতে করিতে বলিতে লাগিল। ১৪

অরে! এই খলস্বভাব কুটিল দাসীপুত্র বিদুরকে এখানে কে ডাকিয়াছে? এ ব্যক্তি বাঁহার অরে জীবনধারণ করিতেছে, তাহারই বিরুদ্ধাচরণ করিয়া শত্রুর শুভকার্য্যে নিমুক্ত আছে। এ ব্যক্তিকে শাসনাত্মক অবশিষ্ট রাখিয়া গৃহ হইতে এখনি দূর করিয়া দাও। ১৫



স ইত্থমভ্যাব্ধগৰ্ণবাণৈর্ভ্রাতুঃ পুরো মৰ্ম্মস্ব তাড়িতোহপি ।  
 স্বয়ং ধনুর্দ্বারি নিধায় গায়াং গতব্যথোহ্যাদুরা মানযানঃ ॥ ১৬ ॥  
 স নির্গতঃ কৌরবপুণ্ডলকো গজাহ্বয়াং তীর্থপদঃ পদানি ।  
 অঘ্রাচক্রমৎ পুণ্ড্যচিকীর্ষয়োক্যামধিষ্ঠিতো যানি সহস্রযুক্তিঃ ॥ ১৭ ॥  
 পরেষু পুণ্ড্যোপবনাদ্রিকুঞ্জেষুপঙ্কতোয়েষু সরিৎসরঃস্ব ।  
 অনন্তলিঙ্গৈঃ সমলঙ্কতেষু চচার তীর্থায়তনেশ্বনন্তঃ ॥ ১৮ ॥  
 গাং পর্য্যটন্ মেধ্যবিবিক্তরক্তিঃ সদাপ্লুতোহধঃশয়নোহবধূতঃ ।  
 অলঙ্কিতঃ সৈরবধূতবেশো ব্রতানি চেরে হরিতোষণানি ॥ ১৯ ॥  
 ইত্থং ব্রজন্ ভারতমেব বর্ষং কালেন যাবদ্ গতবান্ প্রভাসন্ ।  
 তাবচ্ছাস ক্রিতিমেকচক্রাগেকাপত্রামজিতেন পাথং ॥ ২০ ॥  
 তত্রাথ শুশ্রাব স্তম্বদ্বিনষ্টিং বনং যথা বেণুজবহ্নিসংশ্রয়ন্ ।  
 সম্পর্কিয়া দক্ষগথানুশোচন্ সরস্বতীং প্রত্যগিয়াষ তুষ্ণীম্ ॥ ২১ ॥

তখন তিনি দুর্গোথনাদির ঐদৃশী চর্চা, কি উপস্থিত দেখিয়া, গৃহদ্বারে ধনুর্বাণ বাধিয়া, দুর্গোথন কর্তৃক বহিক্ত হইবার পূর্বেই স্বয়ং গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। ভ্রাতার সমক্ষে কর্ণস্বয়ে বাণবৎ প্রবিষ্ট পক্ষবাক্য দ্বারা মৰ্ম্মাহত হইয়াও ভগবানের মায়াতে বিচিত্র বুঝিয়া অর্থাৎ মাযাব মহিমাতে মুগ্ধ হইয়াই ইহার আশ্রয় এই অপমান করিতেছে, এইকপ নিশ্চয় করিয়া দুঃখবোধ করিলেন না। ১৬

অনন্তর কৌরব-পুণ্ডলক বিদুর হস্তিনাপুর হইতে বাহগত হইয়া পৃথিবীর যে সকল স্থানে তীর্থপাদ ভগবানের ব্রহ্মরূপাদি বহুবিধ মূর্তি অধিষ্ঠিত আছেন, পুণ্ড্যসঙ্করবাসনায় তথায় তথায় গমন করিতে লাগিলেন। ১৭

যে সকল পুর, উপবন, পর্বত ও কুঞ্জ পরম পবিত্র, যে যে নদী ও সরোবর পঙ্কজনি নির্মল জলযুক্ত, আর যে যে তীর্থ এবং ক্ষেত্র অনন্ত ভগবানের মূর্তিতে অলঙ্কৃত, সেই সেই স্থানে বিদুর একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ১৮

পৃথিবী-ভ্রমণকালে বিদুর হরিতোষণ-ব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবিকা ততি পবিত্রা এবং অসঙ্কীর্ণা ছিল। তিনি প্রত্যেক তীর্থেই অবগাহন করিতেন, ভূমিতে শয়ন করিতেন, অবধূতবেশে অর্থাৎ অসংস্কৃতবেশে থাকিতেন, বন্ধল পরিধান করিতেন, এ জগৎ খাদ্যীয়-স্বজন কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিত না। ১৯

বিদুর এইকপে ভারতবর্ষ ভ্রমণ কবিত্তে করিতে যখন প্রভাসতীর্থে গিয়া উপস্থিত হইলেন, সেই সময় কৃষ্ণের সাহায্যে যুধিষ্ঠির এই ক্ষিতিকে স্বীয় সৈন্যবলে একচক্রা এবং একচ্ছত্রা করিয়া শাসন আরম্ভ কবিলেন। ২০

প্রভাসে গিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার কর্ণগোচর হইল, বেণুজ-বহ্নি-সংশ্রয়ণ দ্বারা উৎপন্ন বহ্নি যেমন বনকে দগ্ধ করে, সেইরূপ পরস্পর সম্পর্কহেতু স্বজ্ঞ কুরুপাণ্ডবগণ বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব শোকাভূত হইয়া তুষ্ণীভাবে সরস্বতী-নদীতীরে গমন করিলেন। ২১

বিশ্বাস্তি—পুণ্ড্যসঙ্কর-বাসনায় অর্থাৎ এই হ্রস্বের দ্বারা যে পাণ হইয়াছিল, প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা তাহা ক্ষয়ের ইচ্ছায়। ১০



তস্মাৎ ত্রিতস্তোশনসো মনোশ্চ পৃথোরথাগেরসিতস্ত বায়োঃ ।  
 তীর্থং সূদাসস্ত গবাং গুহ্যস্ত যচ্ছ্রাদ্ধদেবস্ত স আসিষেবে ॥ ২২ ॥  
 অন্যানি চেহ দ্বিজদেবদেবৈঃ কৃতানি নানায়তনানি বিষেণাঃ ।  
 প্রত্যঙ্গমুখ্যাক্ষিতমন্দিরানি যদর্শনাৎ কৃষ্ণমমুস্মরস্তি ॥ ২৩ ॥  
 ততস্তত্তিত্রজ্য সুরাষ্ট্রমৃদ্ধং সৌবীরমংস্থান্ কুরুজাঙ্গলাংশ্চ ।  
 কালেন যাবদ্ যমুনামুপেত্য তত্রোদ্ধবং ভাগবতং দদর্শ ॥ ২৪ ॥  
 স বাস্তদেবানুচরং প্রশান্তং বৃহস্পতেঃ প্রাক্তনয়ং প্রতীতম্ ।  
 আলিঙ্গ্য গাঢ়ং প্রণয়েন ভদ্রং স্বানামপৃচ্ছহুগবৎপ্রজ্ঞানাম্ ॥ ২৫ ॥  
 কচ্চিৎ পুরাণৌ পুরুষৌ স্বনাভ্যপাদ্মানুরভ্যেহ কিলাবতীর্ণৌ ।  
 আসাত উর্বর্যাঃ কুশলং বিধায় কৃতকর্ণৌ কুশলং শূরগেহে ॥ ২৬ ॥  
 কচ্চিৎ কুরুগাং পরমঃ সূহৃদো ভামঃ স আস্তে স্তথমঙ্গ শৌরিঃ ।  
 যো নৈ স্বসৃণাং পিতৃবদ্দদাতি বরান্ বদাত্যো বরতর্পণেন ॥ ২৭ ॥  
 কচ্চিদ্ বরুথাধিপতির্যদূনাং প্রহ্মান্ন আস্তে স্তথমঙ্গ বারঃ ।  
 যং রুন্নিগী ভগবন্তোহভিলেভে আরাধ্য বিপ্রান্ স্মরমাদিসর্গে ॥ ২৮ ॥

ঐ তটিনীৰ ভটে ত্রিত, উশনা, মনু, পৃথু, অগ্নি, অসিত, বায়ু, সূদাস, গো, গুহ এবং শ্রাদ্ধদেব এষ্ট একাদশেব ঐ ঐ নামে প্রসিদ্ধ এগারটি তীর্থ ছিল, তিনি যথাবিধি স্নানদানাদি দ্বারা তাঁহাদের সেবা করিলেন । ২২

যে দেবতা এবং ঋষিগণ ভগবান্ বিষ্ণুর অগ্ৰাণ্ণ যে সকল আয়তন করিয়া রাধিয়াছিলেন এবং যে সকল মন্দিরের শিখরদেশ স্বর্ণকুস্তে ও ভগবানের মুখ্য আয়ুধচক্রে চিহ্নিত ছিল, যাহা দর্শন করিলেই ত্রীকৃষ্ণের স্মরণ হইত, সে সকল আয়তনেরও সেবা করিলেন । তাহার পর সমৃদ্ধ সুরাষ্ট্র দেশ, সৌবীর দেশ, মংস্থ দেশ, কুরুজাঙ্গল দেশ অতিক্রম করিয়া বখন কালক্রমে উদ্ধব আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তিনিও যমুনাতীরে উপনীত হইলে ভগবন্ত উদ্ধবের সহিত সাক্ষাৎ হয় । ২৩-২৪

এই উদ্ধব বাস্তদেবের অনুচর, প্রশান্তমूर्তি এবং নীতিশাস্ত্রে বৃহস্পতির পূর্বশিষ্য বলিয়া অতি বিখ্যাত

ছিলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে বিদ্বর তাঁহাকে প্রণয়সহকারে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া ত্রীকৃষ্ণের প্রতিপাল্য ষাদবগণেব এবং কুরুপাণ্ডব প্রভৃতি স্ভাতিগণের কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন । ২৫

ওহে উদ্ধব ! পুরাণপুরুষ রামকৃষ্ণ স্বীয় নাভিপশ্চোন্তব ত্রক্ষার প্রার্থনায় অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর মঙ্গল সম্পাদনপূর্বক সকলের আনন্দের পাত্র হইয়াছিলেন, এখন তাঁহারা শূরগৃহে কুশলে আছেন ত ? । ২৬

হে অঙ্গ ! কুরুদিগের পরম সূহৃদ এবং আমাদের পূজ্য বহুদেবও ত' স্তখে আছেন ? সেই মহাত্মার উদারতার কথা কি বলিব, তিনি ভগিনী-গণকে পিতৃবৎ অভিলষিত অর্থদান এবং ভগিনী-পতিকে সম্ভোষ দান করিয়াছিলেন । ২৭

হে বন্ধো ! যিনি পূর্বজন্মে কন্দর্প ছিলেন এবং রুন্নিগী ভ্রাক্ষগণের আরাধনা দ্বারা ত্রীকৃষ্ণ হইতে যাঁহাকে পুত্ররূপে লাভ করেন, সেই বহুকুলের সেনাপতি প্রহ্মান্ন ভাল আছেন ত ? । ২৮



কচ্চিৎ স্তুথঃ সাত্ত্বতরুষ্ণিভোজনাশাহিকানামধিপঃ স আস্তে ।  
 যমভ্যবিক্ষুচ্ছতপত্রনেত্রো' নৃপাসনাশাং পরিহত্য দূরাং ॥ ২৯ ॥  
 কচ্চিক্ষরেঃ সৌম্য স্তুতঃ সদৃক্ষ আস্তেহগ্রী রধিনাং সাধু সান্বঃ ।  
 অসূত যং জাম্ববতী ব্রতাত্যা দেবং গুহং ঘোহস্বিকয়া ধৃতোহগ্রে ॥ ৩০ ॥  
 ক্ষেমং স কচ্চিদ্যুযুধান আস্তে যঃ ফাক্তনাল্লকধনুরহস্তঃ ।  
 লেভেহঞ্জসাহধোক্কজসেবয়ৈব গতিং তদায়াং যতিভিহুরাপাম্ ॥ ৩১ ॥  
 কচ্চিদ্বৃধঃ স্বস্ত্যনমীব আস্তে স্বক্ষপুত্রো ভগবৎপ্রপন্নঃ ।  
 যঃ কৃষ্ণপাদাক্ষিতমার্গপাশুশ্চচৈকত প্রেমবিভিন্নধৈর্য্যঃ ॥ ৩২ ॥  
 কচ্চিচ্ছিবং দেবকভোজপুত্র্যা বিষ্ণুপ্রজায়া ইব দেবমাতৃঃ ।  
 যা বৈ স্বগর্ভেণ দধার দেবং ত্রয়ী যথা যজ্ঞবিতানমর্থম্ ॥ ৩৩ ॥  
 অপিস্বিদাস্তে ভগবান্ স্তুথং বো যঃ সাত্ত্বতাং কামদুঘোহনিরুদ্ধঃ ।  
 যমামনস্তি স্ম হি শব্দঘোনিং মনোময়ং সত্ত্বতুরীয়তত্ত্বম্ ॥ ৩৪ ॥  
 অপিস্বিদাস্তে চ নিজাত্তদৈবগনন্যবৃত্ত্যা সমনুব্রতা যে ।  
 হৃদীকসত্যাত্মজচারুদেয়গদাদয় স্বস্তি চরন্তি সৌম্য ॥ ৩৫ ॥

হে উদ্ধব ! যিনি বাজ্যাভিলাষ পবিত্র্যাগ করিয়া  
 প্রাণভয়ে দূরে গিয়া অবস্থিতি কবেন এবং যিনি এখন  
 পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে রাজ্যে অভিষিক্ত  
 হইয়াছেন, সেই সাহস, রুষ্ণি, ভোজ ও দাশাহি-  
 দিগের অধিপতি উগ্রসেন স্তুথে আছেন ত' ? ২৯

হে সৌম্য ! পূর্বজন্মে যিনি ভগবতী অধিকার  
 গর্ভে কার্তিকৈয়রূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং যিনি  
 ইহজন্মে ব্রতসম্পাদনা জাম্ববতার গর্ভে উৎপন্ন হইয়া-  
 ছেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ তনয় রথিশ্রেষ্ঠ সেই  
 সান্ব ত' স্তুথে আছেন ? ৩০

ওহে উদ্ধব ! যিনি অজ্জু'নের নিকট সরহসা  
 ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা  
 করিয়া বোণীদিগের চক্রেয় কৃষ্ণের রহস্য জ্ঞাত  
 হইয়াছেন, সেই সাত্ত্বিক ত' কুশলে আছেন ? ৩১

হে সখে ! যিনি জ্ঞানী, নিষ্পাপ এবং ভগবানের  
 শরণাপন্ন, যিনি প্রেমবশতঃ অধৈর্য্য হইয়া ঐ  
 শ্রীকৃষ্ণের চরণাঙ্কিত পথের ধূলির উপরে অবলুপ্তি

হইয়াছিলেন, সেই স্বক্ষপুত্র অক্লর ত' স্তুথে  
 আছেন ? ৩২

হে সৌম্য ! আর জিজ্ঞাসা করি, যিনি দেবক  
 নামে ভোজের দুহিতা - বেদত্রয় যেকপ যজ্ঞবিত্তার-  
 রূপ অর্পধারণ করেন, স্বরূপ যে দেবকী শ্রীকৃষ্ণকে  
 আপন গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, উপেন্দ্রের মাতা  
 অদিতির তুল্যা সেই দেবকীর ত' কুশল ? ৩৩

ভগবান্ অনিরুদ্ধ স্তুথে আছেন ত' ? তাঁহা হইতেই  
 ভক্তগণের কামনা পরিপূর্ণ হয় । চিত্র, অহঙ্কার, বুদ্ধি,  
 মন এই চতুর্বিধ অস্তঃকরণের মধ্যে তিনি মনের  
 অধিষ্ঠাতৃদেবতা হওয়াতে বেদ তাঁহাকে মনের প্রবর্তক  
 এবং শব্দের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । ৩৪

হে সৌম্য ! অন্যাত্ত যে সকল ব্যক্তি একান্তভাবে  
 দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মার দেবতাস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে  
 সমক্ক্রমে অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরও  
 ত' কুশল ? হৃদীক, সত্যভামার পুত্র চারুদেয় এবং  
 গদ প্রভৃতি সকলে স্তুথে আছেন ত' ? ৩৫



অপি স্বদোৰ্ভ্যাং বিজয়াচ্যুতাভ্যাং ধৰ্ম্মেণ ধৰ্ম্মঃ পরিপাতি সেতুম্ ।  
 দুৰ্য্যোধনোহতপ্যত যৎসভায়াং সাত্বাজ্যলক্ষ্ম্যা বিজয়ানুবৃত্ত্যা ॥ ৩৬ ॥  
 কিং বা কৃতাদ্বেষমত্যাগম্য ভীমোহহিবদৌৰ্ধতমং ব্যমুখং ।  
 যন্তাজ্জিপাতং রণভূমি সেহে মার্গং গদায়াশ্চরতো বিচিত্রম্ ॥ ৩৭ ॥  
 কচ্চিদ্যশোখা রথযুধপানাং গাণ্ডীবধন্বোপরতারিরাস্তে ।  
 অলক্ষিতো যচ্ছরকূটগূঢ়ো মায়াকিরাতো গিরিশস্ত্বতোষ ॥ ৩৮ ॥  
 যমাবুতস্মিৎ তনয়ৌ পৃথাক্ঃ পার্থৈর্বৃতৌ পক্ষ্মভিরক্ষিণীব ।  
 রেমাৎ উদায় যুধে অরিকৃৎ পরাৎ সুপর্ণাবিব বজ্রিবজ্রাৎ ॥ ৩৯ ॥  
 অহো পৃথাপি ধ্রুয়তেহৰ্ভকার্থে রাজর্ষিবর্য্যেণ বিনাপি তেন ।  
 যন্তেকবীরোহধিরথো বিজ্রিগ্যে ধমুর্ষিভীয়ঃ ককুভশ্চতস্রঃ ॥ ৪০ ॥  
 সৌম্যানুশোচে তমধঃ পতন্তঃ ভ্রাত্রে পরেতায় বিদ্রুজহে যঃ ।  
 নির্য্যাপিতো যেন স্তহৎ স্বপৃথ্যা অহং স্বপুত্রান্ সমনুভ্রতেন ॥ ৪১ ॥

ওহে উদ্ধব! ধার্মিক যুধিষ্ঠির স্বীয় বাহুবল-  
 সদৃশ অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত ধর্ম্ম দ্বারা ধর্ম্ম-  
 মর্যাদা পালন করিতেছেন কি না? জয়পরম্পরালব্ধ  
 সাম্রাজ্যশ্রী এবং অর্জুনের সেবা দেখিয়া দুৰ্য্যোধন  
 অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছিল । ৩৬

হে উদ্ধব! বিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়া  
 গদার ত্রিবিধ পথে ভ্রমণ করেন, যাহার চরণভার  
 রণভূমি সজ্জ করিতে পারে না, সর্বসদৃশ রোষ-  
 পরবশ সেই ভীম কৃতাপরাধ কুরুগণের প্রতি  
 চিরকালানুচিন্তিত 'পাণস্বরূপ ক্রোধ ভ্যাগ  
 করিয়াছেন ত' ? । ৩৭

গাণ্ডীবধন্বা যে অর্জুন রথযুধপতিগণের মধ্যে  
 কৌন্তিধারী, মায়া দ্বারা কিরাতরূপী 'ভগবান' শব্দ  
 যাহার শরসমূহে আচ্ছন্ন হইয়া পরম পরিতোষ  
 লাভ করিয়াছিলেন, তিনিও শত্রুবিনাশ-পূর্বক যুধে  
 আছেন ত' ? । ৩৮

হে সখে! নকুল-সহদেব মাজীর বমজপুত্র হই-  
 রাও অক্ষিণ্য যেমন পক্ষ্ম দ্বারা পরিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ  
 পৃথা-পুত্র কর্তৃক পরিবৃত্ত হওয়াতে পৃথার সন্তান

বলিয়াই গণ্য হইয়াছিলেন। গকড় যেমন ইন্দ্রযুধ  
 হইতে সুধা আহরণ করেন, সেইরূপ তাঁহার যুদ্ধ  
 করিয়া পরমশত্রু দুৰ্য্যোধনের নিকট হইতে রাজ্য  
 আচ্ছিন্ন করিয়াছেন, সেই মাজীতনয় নকুল-সহদেব  
 কুশলে আছেন ত' ? । ৩৯

হে উদ্ধব! কুন্তী কি এখনও জীবিতা আছেন?  
 তাঁহার ভোগবাসনা না থাকিলেও আপনার রালক-  
 গণের নিমিত্ত প্রাণধারণ করিতে পারেন সভ্য, কিন্তু  
 সেই রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ স্বামী পাণ্ডু ব্যতীত কুন্তীর প্রাণ-  
 ধারণই আশ্চর্য্য। মহাত্মা পাণ্ডু অধিতীয় বীর এবং  
 অধিরথ ছিলেন, কেবল ধনুমাত্র সহায় করিয়া  
 তিনি চারিদিক জয় করিয়াছিলেন । ৪০

হে সৌম্য উদ্ধব! অধোগামী ধৃতরাষ্ট্রের জ্ঞাত  
 আমার শোক হইতেছে, ধৃতরাষ্ট্র যুধ-ভ্রাতা পাণ্ডুর  
 অনাধ সন্তানগণের প্রতি অহিতাচরণ করিয়া তাঁহার  
 দ্রোহাচরণ করেন এবং আমি তাঁহার স্নেহ ও জীবিত  
 ভ্রাতা, কিন্তু দুষ্ক-পুত্রের বশীভূত হইয়া তিনি  
 আমাকে নিজ গৃহ হইতে নির্বাসিত করিয়া  
 দিয়াছেন । ৪১



সৌহৃৎ হরেমর্ত্যবিভ্রমেন দৃশো নৃণাং চালয়তো বিধাতুঃ ।  
 নাশ্যোপলক্যঃ পদবীং প্রসাদাচ্চরামি পশুন্ গতবিস্ময়োহত্র ॥৪২॥  
 নুনং নৃপাণাং জিম্বদোৎপথানাং মহীং মুহুচ্চালয়তাং চমুভিঃ ।  
 বধাৎ প্রপন্নান্তিজিহীর্ষয়েশোহপ্যটৈকুতাৎ ভগবান্ কুরুণাম্ ॥ ৪৩ ॥  
 অজ্ঞস্ত জম্বোৎপথনাশনায় কৰ্ম্মাণ্যকৰ্ত্তৃগ্রহণায় পুংসাম্ ।  
 নম্রমুখা কোহহঁতি দেহযোগং পরো গুণানামুত কৰ্ম্মতন্ত্রম্ ॥ ৪৪ ॥  
 তস্ত প্রপন্নখিললোকপানামবস্থিতানামনুশাসনে শ্বে ।  
 অর্থায় জাতস্ত যদ্বজ্রস্ত বার্তাং সখে কীর্ত্তয় তীর্থকীর্ত্তেঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
 বিহরোদ্ধবসংবাদে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

হে সখে ! আমি ভাহার ঐক্লপ দুশ্চেষ্টিত  
 জানিয়া অত্যন্ত দুঃখ ও বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছি, ঐক্লপ  
 মনে করিও না ; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মানুষের অনুকরণ  
 করিয়া স্বীয় ঐশ্বর্য আচ্ছাদন-পূর্বক মানবগণের  
 চিত্তবৃত্তিকে ভ্রান্ত করিতেছেন বটে, কিন্তু আমি  
 তাঁহার প্রসাদে ভদীয় মাহাত্ম্য অবগত হইয়াছি এবং  
 তাঁহার অনুগ্রহে এই পৃথিবীতে অস্ত্রের অলঙ্কিত-  
 ভাবে গতবিস্ময় ও দুঃখরহিত হইয়া ভ্রমণ করি-  
 তেছি । ৪২

হে বন্ধো ! কুরুগণ অপরাধ করিয়াও যদি  
 এখনও প্রতিফল না পাইয়া থাকে, তবে ভাহার কারণ  
 বোধ হয় এই;—যে সকল নৃপতি ধন, জন, বিজ্ঞা  
 এই তিন মদ দ্বারা মত্ত এবং উৎপথগামী হইয়া স্ব স্ব  
 সেনা দ্বারা পৃথিবীকে বারম্বার চালাতা করিতেছে,  
 তাহাদের সকলকে এককালে বধ করিয়া শরণাগত-  
 জনের আর্জিগ্রহণ-মানসে ভগবান্ কুরুদিগের ঐ

অপরাধ উপেক্ষা করিতেছেন যদি অপরাধকালেই  
 তাহাদিগকে বধ করেন, তাহা হইলে দুর্গোধনাদির  
 সহিত অস্ত্রাশ্রয় দুষ্কের বধ হইবে না, এই অভি-  
 প্রায়েই আপু প্রতিফল দেন নাই । ৪৩

হে উদ্ধব ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অজ হইয়াও কেবল  
 উৎপথগামীদের বিনাশজন্তু জন্মগ্রহণ করেন এবং  
 কৰ্ম্মরহিত হইয়াও কেবল পুরুষদিগকে কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত  
 করাইবার জন্ত কৰ্ম্ম করিয়া থাকেন । হে সখে ! আমি  
 বাহা বলিলাম, বধার্থ বলিয়া জানিও ; তদ্ব্যতিরেকে  
 অস্ত্র কোন ব্যক্তি কি গুণাভীত হইয়া দেহযোগ  
 ও কৰ্ম্মবিস্তারের যোগ্য হইতে পারে ? । ৪৪

হে মিত্র ! শরণাগত অখিললোকপালের এবং  
 আপনার অনুশাসনে অবস্থিত ভক্তজনের প্রয়োজন-  
 সাধনের জন্ত জন্মরহিত হইয়াও ভগবান্ বহুকুলে  
 জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । সেই ভগবানের কথা কীর্ত্তন  
 করিলে সংসার হইতে নিস্তার হইবে । ৪৫

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়



## দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ ।

ইতি ভাগবতঃ পৃষ্ঠঃ ক্ষত্ৰা বার্তাঃ প্রিয়াশ্রয়াম্ ।

প্রতিবক্তুং ন চোৎসেহে ঔৎকৰ্ণ্যং স্মারিতেশ্বরঃ ॥ ১ ॥

যঃ পঞ্চহায়নো মাত্ৰা প্রাতরাশায় যাচিতিঃ । তন্মৈচ্ছদ্রচয়ন্ যশ্চ সপৰ্য্যাং বাললীলয়া ॥ ২ ॥  
স কথং সেবয়া তস্ম্য কালেন জ্বরসং গতঃ । পৃষ্ঠো বার্তাঃ প্রতিক্রয়াদ্তর্জুঃ পাদাবনুস্মরন্ ॥ ৩ ॥  
স যুহুর্ভ্রমভূৎ তৃষ্ণীং কৃষ্ণাজিহ্বাং তৃণম্ । তীরেণ ভক্তিয়োগেন নিমগ্নঃ সাধু নির্বৃত্তঃ ॥ ৪ ॥  
পুলকোদ্ভিগ্নসর্ব্বাঙ্গো মুঞ্চন্ মীলদৃশা শুচঃ । পূর্ণার্থো লক্ষিতস্তেন স্নেহপ্রসরসংপ্লুতঃ ॥ ৫ ॥  
শনকৈর্ভগবল্লোকাম্ লোকং পুনরাগতঃ । বিমূঢ়্য নেত্রে বিদুরং প্রীত্যাহোদ্ধব উৎস্ময়ন্ ॥ ৬ ॥  
শ্রীউদ্ধব উবাচ ।

কৃষ্ণদ্যুমণিনিম্নোচে গীর্ণেষজগরেণ হ । কিংসু নঃ কুশলং জয়াং গতশ্রীষু গৃহেষহম্ ॥ ৭ ॥

বিদুর-সম্মিধানে উদ্ধব-কর্তৃক  
ভগবানের বাল্যচরিত্রবর্ণন ।

শুকদেব কহিলেন, বিদুর ভগবন্তক উদ্ধবকে প্রিয়-  
বার্তা জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্মৃতিপথে  
আরুঢ় হইলেন, তাহাতে ঔৎকৰ্ণ্য-বশতঃ বাহ্যজ্ঞান-  
শূন্য হইয়া তিনি উত্তরদানে সমর্থ হইলেন না । ১

হে রাজন্ ! বিদুরের প্রশ্নে উদ্ধবের সহসা প্রতি-  
বচন প্রদান করিতে উৎসাহ কি ভাবেই বা সম্ভব  
হইতে পারে ? যে উদ্ধব পাঁচ বৎসর বয়সে বাল্য-  
লীলা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমা গড়িয়া কলিত উপহার  
দ্বারা তাঁহার পরিত্রা করিতেন—সে সময়ে জননী  
প্রাতঃকালীন ভোজন করিতে ডাকিলেও ভোজন  
করিতে ইচ্ছা করিতেন না । ২

তিনি অনবরত সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবা দ্বারা  
বৃত্ত হইয়াছিলেন । সেই সময় আপনার সেব্য  
প্রভুর বাস্তা জিজ্ঞাসিত হওয়াতে কৃষ্ণপাদদ্বয় তাঁহার  
স্মৃতিপথারুঢ় হইল, তাহাতে তাঁহার কি হঠাৎ  
প্রতিবচন-দানার্থ বাক্যস্মৃতি হইতে পারে ? । ৩

তিনি যুহুর্ভ্রমকাল নিম্পন্দ ও নীরব রহিলেন এবং  
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের স্মৃদায় যেন উত্তমরূপে নিবৃত্ত ও  
বিবশতা-উৎপাদক তীব্র ভক্তিবোগ দ্বারা সেই  
সুধাতেই আপ্লুত হইতে লাগিলেন । ৪

পুলকে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ উদ্ভিন্ন হইল, নিমীলিত  
নয়নদ্বয় হইতে শোকাশ্রু পতিত হইতে লাগিল,  
আর তিনি ভগবৎস্নেহ-প্রবাহে আপ্লুত হইলেন, বিদুর  
তাঁহাকে দেখিয়া স্থির করিলেন, এ ব্যক্তি কৃতার্থ  
হইয়াছে । ৫

কিয়ৎক্ষণানন্তর মোহাপগম হইলে মহাত্মা উদ্ধব  
ভগবৎলোক হইতে আত্মলোকে পুনরাগত হইলেন  
এবং চক্ষুর্দ্বয় মার্জ্জনা করিয়া বহুকুল-সংহারাদি  
শ্রীকৃষ্ণচাতুর্য্য স্মরণ করিয়া সবিষ্ময়ে প্রীতমনে  
বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন । ৬

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, অহে বিদুর । শ্রীকৃষ্ণরূপ  
দিবাকর অন্তর্গত হওয়াতে আমাদের গৃহসকল  
কালরূপ মহাসর্প-কর্তৃক কবলিত হইয়া গডশ্রী  
হইয়াছে, ইহাতে তোমার জিজ্ঞাসিত বহুদিগের কুশল  
আর কি বলিব ? ৭ ।



দুর্ভাগো যত লোকোহয়ং যদবো নিতরামপি । যে সংবসন্তো ন বিদুর্হরিং যীনা ইবোড়ুপম্ ॥৮॥  
 ইজিতজ্ঞাঃ পুরুপ্রোঢ়া একারামাশ্চ সাহস্রতাঃ । সাহস্রতায়ুধভং সর্বে ভূতাবাসমমংসত ॥৯॥  
 দেবশ্চ মায়য়া স্পৃষ্টা যে চান্দদসদাজিতাঃ । ভ্রাম্যতে ধীন' তদ্বাক্যৈরাভ্যন্যপ্তাভুনো হরৌ ॥১০॥  
 প্রদর্শ্যাতপ্ততপসামবিত্তপদৃশাং নৃণাম্ । আদায়ান্তরধাদ্যস্ত স্ববিশ্বং লোকলোচনম্ ॥১১॥

যশ্মর্ত্যালীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্ ।

বিস্মাপনং স্বশ্চ চ সৌভগর্কেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্ ॥১২॥

যক্ষস্মুনোর্বত রাজসূয়ে নিরীক্ষ্য দৃক্‌স্বস্ত্যয়নং ত্রিলোকঃ ।

কাৎ'স্মোন' চাৎসেহ গতং বিধাতুরর্কাক্‌স্বতো কৌশলমিত্যমন্তত ॥১৩॥

আহা! এই নরলোক অভিশয় ভাগ্যহীন এবং যদুগণ সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্য। ক্ষীরসাগরোৎপন্ন চন্দ্রের সহিত উক্ত মৎস্যগণ একত্রে বাস করিয়াও যেমন তাঁহাকে কমনীয় জলচর মনে করিয়াছিল, পরন্তু অমৃতময় চন্দ্র বলিয়া চিনিতে পারে নাই তাহার স্থায় ঐ যদুগণ তাঁহার সহিত একত্র বাস করিয়াও “ইনি হরি” এইরূপে তাঁহাকে জানিতে পারেন নাই। ৮

হে বিহর! যদুবন্দ দুর্ভাগ্যবশতই শ্রীকৃষ্ণকে চিনিতে পারেন নাই, নচেৎ তাঁহাদের জ্ঞানের অভাব ছিল না, তাঁহারা লোকের চিন্তভাব জানিতে পারিতেন এবং অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। কি আশ্চর্য্য! যদুগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত এক স্থানে বাস করিয়াও শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণিসকলের ঈশ্বর না বুঝিয়া যদুশ্রেষ্ঠ বলিয়া মাথু করিতেন। ৯

বাদবগণ ভগবানের মায়াতে আচ্ছন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে “আমাদের বন্ধু” এই কথা বলিতেন এবং শত্রুভাবাপন্ন শিশুপালাদি অর্থাৎ বৈর আশ্রয়কারীরা তাঁহার নিন্দা করিত, সেই সকল ব্যক্তির ঐ বাক্যে হরিপরায়াণ মাদৃশ জনের বুদ্ধি মোহপ্রাপ্ত হয় না, কেন না, আমাদের চিত্ত আত্মস্বরূপ ভগবানে

নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, কিন্তু অশ্রু লোকের অনার্য্যসেই মোহ জন্মিতে পারে। ১০

হে মহাত্মন! ভগবান হরি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত আপনার মূর্ত্তি দেখাইয়া লোকলোচন-স্বরূপ সেই নিজ মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া অন্তর্দ্বন্দ্ব করিয়াছেন। লোকে তাঁহাকে অনেক কাল দর্শন করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাদের তপশ্চা না থাকাতে নয়নের তৃপ্তি জন্মে নাই। ১১

মহাশয়! ভগবানের সেই মূর্ত্তি অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক ছিল, তিনি সেই মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া নিজ যোগমায়ার বল প্রদর্শন করেন। সেই মূর্ত্তি মর্ত্যালীলার উপযুক্ত এবং সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা-স্বরূপ হওয়াতে আপনিও তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, অধিক কি, সেই মূর্ত্তির অঙ্গ সকল একরূপ সুন্দর ছিল যে, তাহা ভূষণ সকলকেও ভূষিত করিত। ১২

ভগবান সেই মূর্ত্তি ধারণ করিয়াই ধর্ম্মপুঞ্জ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন, তথায় ত্রিভুবনস্থ যে সকল লোক উপস্থিত হয়, তাহারা চক্ষুর পরমানন্দকর শ্রীকৃষ্ণের সেই রূপ নিরীক্ষণ করিয়া এই মনে করিয়াছিল যে, বিধাতার মনুষ্য-নির্মাণ-বিষয়ে যে নৈপুণ্য ছিল, এই মূর্ত্তিনির্মাণে উৎসমুদয় শেষ হইয়াছে। ১৩



যশানুরাগপ্লুতহাসরাসলীলাবলোকপ্রতিলকমানাঃ ।

ব্রজস্রিয়ো দৃগ্ভিরনুপ্রবৃত্তধিয়োহবতসুঃ কিল কৃত্যশেষাঃ ॥ ১৪ ॥

অশাস্তরূপেস্থিতরৈঃ স্বরূপৈরভ্যর্দ্যমানেষুনুকম্পিতান্ধা ।

পরাবরেশো মহদংশযুক্তো হৃজোহপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ ॥ ১৫ ॥

মাং খেদয়ত্যেতদজস্র জন্মবিড়ম্বনং যদ্বস্তুদেবগেহে ।

ব্রজে চ বাসোহরিভয়াদিব স্বয়ং পুরাণ্যবাৎসীদ্যদনহবীৰ্য্যঃ ॥ ১৬ ॥

দুনোতি চেতঃ স্মরতো মমৈতদ্যদাহ পাদাবভিবন্দ্য পিত্রোঃ ।

তাতাম্ব কংসাছুৰুশকিতানাং প্রসীদতং নোহকৃতনিষ্কৃতীনাম্ ॥ ১৭ ॥

কো বা অমুখ্যাজি সুরোজরেণুঃ বিস্মর্তমীশীত পুমান্ বিজিঘ্ৰুন্ ।

যো বিস্মরদক্লবিটপেন ভূমেৰ্ভারং কৃতাস্তেন তিরশ্চকার ॥ ১৮ ॥

হে বিতর ! একদা ব্রজস্রীগণ তদীয় সানুরাগ হান্ত-  
পরিহাস ও লীলাবলোকন দ্বারা মানিনী হইয়া  
তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলে তখন তিনি গমন  
করেন, তখন তাঁহাদের নয়নের সহিত অস্তঃকরণ ও  
তাঁহার অনুগামী হইয়াছিল ; তাহাতে তাঁহাদের  
স্ব স্ব কার্য্য সমাপ্ত না হইলেও তাঁহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া  
অবস্থিতি করিয়াছিলেন । ১৪

এই সংসারে যত শাস্ত ও অশাস্ত মূর্ত্তি দেখা যায়,  
সকলই তাঁহার রূপ সভ্য বটে, কিন্তু যখন অশাস্ত  
মূর্ত্তিসকল শাস্তমূর্ত্তিদিগকে নিপীড়িত করে, তখন  
পরাবরেশ সেই ভগবানের অস্তঃকরণ দয়াদ্রি হয় ।  
তিনি তাহাদের ক্রেশ দেখিতে পারেন না, যদিও স্বয়ং  
অজ, তথাপি প্রকৃতির অংশে যুক্ত হইয়া যেমন  
কাঠে নিত্য সিদ্ধ মহাভূতরূপে অগ্নি আবির্ভূত হয়,  
সেইরূপ নিত্যশুদ্ধ ভগবান্ স্বয়ং মহদংশযুক্ত হইয়া  
জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন । ১৫

হে মহাজ্ঞান ! শ্রীকৃষ্ণ অজ হইয়াও বহুদেব-গৃহে

জন্মগ্রহণের অশুকরণ করেন, অনন্তবীৰ্য্য হইয়াও  
কংসভয়ে ভীকর শ্যায় ব্রজে গিয়া গোপনে বাস  
করেন ও কালঘবনাদির ভয়ে যে মথুরাপুরা হইতে  
পলায়ন করেন, এ সকল ভাবিয়া আমারও অস্তঃকরণ  
ব্যথিত হয় । ১৬

অপর, শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র আমার স্মৃতিপথাক্রম  
হইলে চিন্তা যার-পর-নাই ব্যথিত হইয়া উঠে, তিনি  
জনক জননীর উদ্ধার করিয়া তাঁহাদের পার্শ্ববন্দনা-  
পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কহিয়াছিলেন, হে তাত !  
আমরা কংসভয়ে ভীত হইয়া আপনাদের সেবা  
করিতে পারি নাই, আমাদের প্রতি প্রসন্ন  
হউন । ১৭

হে মতিমন ! তাঁহার এইরূপ চরিত্র দেখিয়াও  
তাঁহাকে অনীখর বলিতে পারি না, ক্রকুটিবিক্রম-  
রূপ কৃতাস্ত দ্বারা যিনি ভূমির ভার হরণ করিয়াছেন,  
তাঁহার পাদপদ্মধূলি একবার সেবা করিয়া কোন  
ব্যক্তি তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারে ? ১৮

বিস্মৃতিঃ—এখানে ব্রজস্রীদিগের কথা বিশেষ  
করিয়া উল্লেখ করার কারণ এই যে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক  
বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের এই সকল লীলাতেই তাঁহার অসাধারণ  
স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্য সাধুর্বা-প্রভাবে নিরস্তিত হইয়া-  
ছিল ॥ ১৬ ॥



দৃষ্টা ভবন্তিন্মু রাজসূয়ে চৈত্য়শ্চ কৃষ্ণং দ্বিষতোহপি সিদ্ধিঃ ।

যাং যোগিনঃ সংস্পৃহয়ন্তি 'সম্যগযোগেন কন্তধিরহং সহেত ॥১৯ ॥

তথৈব চাশ্বে নরলোকবীরা য আহবে কৃষ্ণমুখারবিন্দম্ ।

নেত্রৈঃ পিবন্তো নয়নাভিরামং পার্শ্বাঙ্গপূতাঃ পদ্মাপুরশ্চ ॥ ২০ ॥

স্বয়ম্ভুসাম্যাতিশয়দ্ব্যধীশঃ স্বারাজ্যলক্ষ্যাগুসমস্তকামঃ ।

বলিং হরন্তিচ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটাড়িতপাদপীঠাঃ ॥ ২১ ॥

তৎ তশ্চ কৈঙ্কর্য্যমলং ভূতান্ নো বিগ্নাপয়ত্যঙ্গ যদুগ্রসেনম্ ।

তিষ্ঠন্ নিবন্ধং পরমোত্তীধিক্ষেয় যবোধয়দেব নিধারয়েতি ॥ ২২ ॥

অহো বকী যং স্তনকালকূটং জিহ্বাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী ।

লেভে গতিং ধাক্ষ্যচিতাং ততোহিচ্চং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥২৩॥

হে প্রভো ! আপনার নিকট আমাকে তাঁহার ঐশ্বর্য প্রমাণ করিতে হইবে না ; আপনারা প্রত্যক্ষ-দর্শন করিয়াছেন, রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে শিশুপাল কত তাঁহার ঘেব করিয়াছিল, ওধাপি সে একরূপ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, যোগীরা সম্যক যোগ দ্বারা তজ্জপ সিদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, অতএব তাঁহার বিরহ কে সহ্য করিতে পারিবে ? ১৯

হে মহাশয় ! কেবল শিশুপালই যে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, এমন নহে ; অশ্রাণ্ড যে সকল নরলোক সমরক্ষেত্রে অর্জুনের অন্রাঘাতে প্রাণ-ত্যাগ পূর্বক নিম্পাণ হইয়া স্ব স্ব নয়ন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নয়নাভিরাম মুখারবিন্দের মকরন্দ পান করিয়াছিল, তাহারাও তাঁহার স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে । ২০

সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ত্রিলোকের অধীশ্বর এবং পরমানন্দস্বরূপ সম্পত্তি দ্বারা সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহার সমান অথবা তাঁহা অপেক্ষা প্রধান কেহ ছিল না । লোকপালগণও তাঁহার অগ্রে আসিয়া কর, অথবা পূজোগ্গাহার

সমর্পণ পূর্বক স্ব স্ব কিরীট-সংঘট্টধ্বনি দ্বারা ভদীয় পাদপীঠে স্তব করিতেন । ২১

হে বিদুর ! শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এইরূপ হইলেও উগ্রসেনের নিকট তাঁহার যে সেই কৈঙ্কর্য্য, তাহা মনে করিলে, তাঁহার ভূত্য যে আমরা, আমাদের অন্তঃকরণও সাতিশয় ব্যাধিত হয় । হে মহাশয় ! এ কি সামান্য সন্তাপের কথা যে, উগ্রসেন রাজ্যসনে অধ্যাসীন থাকিতেন, আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া “মহারাজ ! অবধারণ করিতে আজ্ঞা হয়” এই বলিয়া নিবেদন করিতেন । ২২

বাহা হউক, তাঁহার দয়া অভ্যাশ্চর্য্য ; দৃষ্টা পুতনা তাঁহার প্রাণবিনাশ সঙ্কল্প করিয়া, স্বীয় স্তনদ্বয়ে বিধ লেপন করিয়া তাঁহাকে পান করাইয়াছিল ; তাহাতেও সে ধাত্রীসদৃশী গতি প্রাপ্ত হয় । অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কেবল তাহার ভাস্কবেশ দেখিয়া বিবেক-পরায়ণ হইলেও তাহাকে সঙ্গতি প্রদান করেন, অতএব তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য কোন্ দয়ালুর শরণাগত হইয়া সেবা করিব ? ২৩



মন্যেহস্মান্ ভাগবতাংস্র্যধীশে সংরক্তমার্গাভিনিবিষ্টচিত্তান্ ।

যে সংযুগেহচক্ষত তাক্ষপুত্রমংসে স্ননাভাবুধমাপতন্তম্ ॥ ২৪ ॥

বসুদেবস্য দেবক্যাং জাতো ভোজেন্দ্রবন্ধনে । চিকীৰ্ষুৰ্ভগবানস্তাঃ শমজেনাভিযাচিতঃ ॥ ২৫ ॥  
ততো নন্দব্রজমিতঃ পিত্রা কংসাক্ষি বিভ্যতা । একাদশ সমান্তত্র গুঢ়াচ্চিঃ সবলোহবসৎ ॥ ২৬ ॥  
পরীতো বৎসপৈর্বৎসাংচারয়ন্ ব্যহরদ্বিভুঃ । যমুনোপবনে কূজদ্বিজসঙ্কুলতাজ্জিপে ॥ ২৭ ॥  
কৌমারং দর্শয়ংশ্চৈফাং প্রেক্ষণীয়াং ব্রজোকসাম্ । রুদন্নিব হসন্ মুগ্ধবালহিংসাবলোকনঃ ॥ ২৮ ॥  
স এব গোধনং লক্ষ্য্য নিকেতং সিতগোরুযম্ । চারয়ন্নুগান গোপান্ রণদ্বৈতরীবমৎ ॥ ২৯ ॥  
প্রযুক্তান্ ভোজরাজেন মায়িনঃ কামরূপিণঃ । লীলয়া ব্যমুদৎ তাংস্তান্ বালঃ ক্রৌড়নকানিব ॥ ৩০ ॥  
বিপন্নান্ বিষপানেন নিগৃহ্য ভুজগাধিপম্ । উত্থাপ্যাপায়য়দগাবস্ততোয়ং প্রকৃতিস্থিতম্ ॥ ৩১ ॥  
অযাজয়দগোসবেন গোপরাজং দ্বিজোত্তমৈঃ । বিস্তৃত্য চোরুভারস্ত চিকীৰ্ষুঃ সত্বেয়ং বিভুঃ ॥ ৩২ ॥

আমি অস্মরদিগকে পরম ভাগবত বলিয়া মাগু করি, কেন না, তাহাদের চিত্ত ক্রোধাবেগকপ মার্গ দ্বারা ভগবানে অভিনিবিষ্ট ছিল, এবং তাহারা সমর-ক্ষেত্রে গকডবাহন চক্রপাণি ভগবানকে স্বচক্ষে দেখিয়া থাকে, ইহাতে তাহাদের প্রতি তাঁহার অমুগ্রহ উপযুক্তই হইয়াছিল । ২৪

হে বিত্তর ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজার প্রার্থনায় পৃথিবীর স্থপরিধান করিতে অভিলাষ করিয়া ভোজ-রাজ কংসের কারাগারে, বসুদেব-পত্নী দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন । ২৫

অতঃপর তাঁহার পিতা কংস হইতে ভীত হইয়া তাঁহাকে নন্দের ব্রজপুরে রাখিয়া আসেন, তাহাতে তিনি কংসাদির অলক্ষিতভাবে তথায় একাদশ বৎসর বাবৎ গুঢ়ভোজ্য হইয়া বাস করিয়াছিলেন । ২৬

তিনি বৎসপাল (পবালকদিগের সহিত বৎস-চারণ করিতে করিতে বেড়াইতেন এবং বিহগকুল-কুজিত যমুনাতীরস্থ উপবনে বিহার করিতেন । ২৭

ব্রজবাসীদিগের দর্শনীয় কৌমারকালীন লীলা দেখাইতে দেখাইতে কখন কখন যেন রোদন করিতেন, কখন বা যেন হাস্য করিতেন, সেই সময় তাঁহাকে মুগ্ধ বালসিংহের দ্বায় বোধ হইত । ২৮

আর শোভা সম্পত্তির অগার এবং শুভ্র গো-বৃষযুক্ত নানাবর্ণের গোধন চারণ করিতে করিতে বংশীধ্বনি করিয়া অমুচব গোপালকদিগকে খেলা করাইতেন । ২৯

সেই সময়ে ভোজরাজ কংস তাঁহার প্রাণনাশ করিবার অভিপ্রায়ে যে সমস্ত মায়াবী অস্মরদিগকে প্রেরণ করে, বালক যেমন ক্রৌড়ানিমিত্ত তৃণাদি-নির্ম্মিত সিংহাদি বিনাশ করে, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি ভাবে অবলীলাক্রমে তাহাদিগকে সংহার করিয়া ছিলেন । ৩০

কালসর্পের বিষছুট যমুনার জল পান করিয়া গোপ এবং গোসকল বিপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে তিনি ঐ বিষধর সর্পকে নিগ্রহ করিয়া যমুনার জল নির্বিষ করেন এবং সেই সমস্ত গো ও গোপদিগকে মৃত্যু হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে ঐ যমুনার বিস্তৃত জল পান করান । ৩১

তিনি গোপরাজ নন্দের আঁতসমুদ্র বিস্তার সত্বেয় এবং ইস্ত্রের গর্ভ ধর্ষ করিতে মনস্থ করিয়া গোপরাজকে গো-যজ্ঞ দ্বারা দ্বাগ করাইয়া ছিলেন । ৩২



বর্ষভীষ্মে ব্রজঃ কোপাস্ত্যমানেন্ধতিবিহ্বলঃ । গোত্রলীলাতপত্রেণ ত্রাতো ভদ্রামুগৃহতা ॥ ৩৩ ॥  
শরচ্ছশিকরৈর্মৃষ্টিং মানয়ন্ রজনীমুখম্ । গায়ন্ কলপদং রেমে স্ত্রীণাং মণ্ডলমণ্ডনঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
বিহ্বরোদ্ধবসংবাদে দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

হে ভদ্র ! গোপগণ তাঁহার মন্ত্রণায় দেবরাজের  
মান ভঙ্গ করিলে দেবেশ্র ক্রোধে অধীর হইয়া ঘোরভর  
বর্ষণ করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতে ব্রজপুর মগ্ন-  
ভয়াভিত্ত হয়। তদর্শনে দয়াময় ভগবান  
অনুগ্রহপূর্বক গোবর্দ্ধন পর্বতকে লীলাতপত্ররূপে

অঙ্গুলীতে ধারণ করিয়া ব্রজপুরী রক্ষা করিয়া-  
ছিলেন। ৩৩

শরৎকালীন শনিকিরণে ষামিনী-মুখ উজ্জ্বল হইলে,  
শ্রীকৃষ্ণ মধুর পদাবলী গান করিতে করিতে শ্রীমণ্ডলের  
অলঙ্কারস্বরূপ হইয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন। ৩৪

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়।



## তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীউদ্ধব উবাচ ।

ততঃ স আগত্য পুরং স্বপিত্রোশ্চিকীৰ্ষয়া শং বলদেবসংযুতঃ ।  
 নিপাত্য তুঙ্গাদ্রিপুযুথনাথং হতং ব্যকৰ্ষদ্যত্মমোজসৌৰ্ব্যাম্ ॥ ১ ॥  
 সান্দীপনেঃ সক্রুৎপ্রোক্তাং ব্রহ্মাধীত্য সবিস্তরম্ ।  
 তস্মৈ প্রাদাদ্বরং পুত্রং যুতং পঞ্চজনোদরাৎ ॥ ২ ॥  
 সমাহুতা ভীষ্মককণ্ঠয়া যে শ্রিয়ঃ সৰ্গেন বৃভুষয়ৈষাম্ ।  
 গান্ধৰ্ববৃত্ত্যা মিশতাং স্বভাগং জহ্রে পদং মৃদ্ধি দধৎ স্পৰ্শঃ ॥ ৩ ॥  
 ককুদ্মিনো বিদ্ধনসো দমিত্বা স্বয়ংবরে নাগজিতীম্বাহ ।  
 তদুগমানানপি গৃধ্যতোহজ্ঞান্ জঘ্নেহক্ষতঃ শস্ত্রভূতঃ স্বশস্ত্রেঃ ॥ ৪ ॥  
 প্রিয়ং প্রভুগ্রাম্য ইব প্রিয়ায়া বিধিৎস্বরাচ্ছদ্যুতরুং যদর্থে ।  
 বজ্রাদ্রিবৎ তৎ সগণো রুঘান্নঃ ক্রীড়ামৃগো নুনময়ং বধুনাম্ ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মধুরায় আগমন-পূর্বক  
 কংসবধ ও পিতামাতার উদ্ধার ।

উদ্ধব কহিলেন,—হে বিহুর ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত মধুপুরীতে আগমন করিয়া জনক-জননীর সুখাতিশয়ার্থ রিপুযুথনাথ কংসকে রাজমঞ্চ হইতে নিক্ষেপ করেন, তাহাতে সে পঞ্চহু পাইয়া ভূতলে পড়িলে পিতামাতার সুখের জন্ম হৃতদেহকে ভূমির উপর টানিয়া লইয়া বেড়াইয়াছিলেন । ১

তিনি সান্দীপনি মুনির নিকট একবারমাত্র উপদেশ পাইয়া ষড়ঙ্গাদি সহিত সমুদায় বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং পঞ্চজন নামক দৈত্যের উদর বিদীর্ণ করিয়া গুরুর যুভপুত্র আনয়ন করিয়া তাঁহাকে বরস্বরূপ সেই সম্ভান প্রদান করেন । ২

ভীষ্মকরাজকন্যা রুগ্মিণীর রূপলাবণ্যে অসংখ্য নৃপতি তাঁহার পাণিগ্রহণার্থ আসিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত নৃপতিগণের মস্তকে পাদনিক্ষেপ করিয়া তাহাদের সম্মুখেই গান্ধৰ্ব বিবাহের দ্বারা সমাগম-

বাসনায়, গরুড় যেরূপ সুখা হরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার ন্যায় স্বীয় অংশস্বরূপা রুগ্মিণীকে হরণ করিয়া লইয়া যান । ৩

তিনি অবিক্রান্তসিক বৃষভ সকলের দমন করিয়া স্বয়ংবরে নাগজিতী-নাম্নী কণ্ঠার পাণিগ্রহণ করেন । অগ্ৰাণ্ড অনেক অস্ত্র নৃপতি আসিয়াছিল, কিন্তু তিনি বৃশ্ণুলি দমন করাতেই তাঁহাদের মানভঙ্গ হইয়া যায় এবং তাহারা ব্রজধারণপূর্বক আত্মরক্ষা করিলেও তিনি নিজে অক্ষত থাকিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করেন । ৪

অপর সেই শ্রীকৃষ্ণ অদিতির কুণ্ডল-প্রদানার্থ স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, তখন নিজে স্বত্ত্ব হইলেও, ত্রীপরতজ্ঞের দ্বায় প্রেয়সী সত্যভামাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্ম তথা হইতে পারিজাত-বৃক্ষ আনয়ন করেন । বজ্রধারী ইন্দ্র শচী প্রভৃতির ক্রীড়ামৃগ-স্বরূপ ছিলেন, ইহাতে তিনি ত্রী-বাক্যে উত্তেজিত হইয়া গোবিন্দের সহিত যুদ্ধ করিতে ধাবিত হন । ৫



সুতং যুধে খং বপুষা এসন্তুঃ দৃষ্ট্বা সুনাতোন্মথিতং ধারিত্বা ।

আমন্ত্রিতস্তত্তনয়ায় শেষং দত্ত্বা তদন্তঃপুরমাবিবেশ ॥ ৬ ॥

তত্রাহতাস্তা নরদেবকন্যাঃ কুঞ্জে ন দৃষ্ট্বা হরিমার্তবন্ধুम् ।

উত্থায় সন্তো জগৃহুঃ প্রহর্ষত্রীড়ানুরাগপ্রহিতাবলোকৈঃ ॥ ৭ ॥

আসাং মুহূর্ত্ত একস্মিন্ নানাগারেষু যোষিতাম্ । সবিধং জগৃহে পাণীনমুরূপঃ স্বমায়য়া ॥ ৮ ॥

তাস্বপত্যান্নজনয়দাত্মতুল্যানি সর্ব্বতঃ । একৈকস্তাং দশ দশ প্রকৃতেবিনুভূষয়া ॥ ৯ ॥

কালমাগধসাম্বাদীনীকৈ রুদ্ধতঃ পুরম্ । অজীঘনৎ স্বয়ং দিব্যং স্বপুংসাং তেজ আদিশৎ ॥ ১০ ॥

শম্বরং দ্বিবিদং বাণং মুরং বন্ধলমেব চ । অন্যাংশ্চ দন্তবক্রাদীনবধৌ কাংশ্চাঘাতয়ৎ ॥ ১১ ॥

অথ তে ভ্রাতৃপুত্রাণাং পক্ষ্যোঃ পতিতান্ নৃপান্ । চচাল ভূঃ কুরুক্ষেত্রং যেমামাপততাং বলৈঃ ॥ ১২ ॥

স কর্ণদুঃশাসনসৌবলানাং কুমন্ত্রপাকেন হতশ্রিয়ায়ম্ ।

দুর্যোধনং সামুচরং শয়ানং ভয়োরুগ্মব্যাং ন ননন্দ পশ্যন্ ॥ ১৩ ॥

হে বিদুর! যে ভূমিপুত্র নরকাসুর নিজ শরীর দ্বারা আকাশ গ্রাস করিতে উত্তত হয়, সে সেই ত্রীকুন্দের সুদর্শনচক্রে নিহত হইলে ধরিত্রী বহুবিধ বিনয়সহকারে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ভূমির প্রতি সম্মুখ হইয়া তাহার পুত্র ভগদত্তকে রাজ্য সমর্পণ করিয়া নরকাসুরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন । ৬

দুর্দান্ত অসুর যে সমস্ত রাজকন্যা হরণ করিয়া আনিয়া সেই অন্তঃপুরে রাখিয়াছিল, তাহারা আর্তবন্ধু সেই ভগবানকে দর্শন করিয়া গাত্ৰোত্থান পূর্বক হর্ষ ও লজ্জা সহকারে সামুরাগ অবলোকনে তাঁহাকে পতিরূপে স্বীকার করিয়াছিল । ৭

ঐ সকল রাজকন্যা ভিন্ন ভিন্ন আগারে অবস্থিত থাকিলেও ভগবান আত্মমায়া দ্বারা যে যেমন তাহার অমুরূপ হইয়া বিবাহোচিত বিধিপূর্বক তাহাদের পাণিগ্রহণ করেন । ৮

পরে তিনি প্রকৃতির অর্ধাৎ মায়ার নানা প্রকার বিস্তার-অভিলাষে ঐ সকল জীর এক একটিতে সর্ব-

গুণে আত্মতুল্য দশ দশটি সম্ভান উৎপাদন করেন । ৯

সৈন্য দ্বারা মণ্ডরাপুরী অবরুদ্ধ করিলে, তাহাতে সেই ভগবান, মুচকুন্দ ভীমাদিকে নিমিত্তমাত্র করিয়া আপনিও তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন এবং তদ্বারা স্বীয় পুরুষদিগের প্রভাব ও কীর্ত্তি বিস্তার করেন । ১০

তিনি শম্বর, দ্বিবিদ, বাণ, মুর, বন্ধল, এবং অপর সকল দন্তবক্রাদি অসুরকে স্বয়ং বিনষ্ট করেন, আর কতকগুলি দৈত্য বলদেব-প্রত্যঙ্গ কর্তৃক নিহত করাইয়াছিলেন । ১১

হে বিদুর! তৎপরে তোমার ভ্রাতৃপুত্রদিগের উভয়পক্ষের যে সমস্ত নৃপতি বিনষ্ট হয়, তাহাদিগকেও তিনি বধ করান । ঐ সকল নৃপতির সংখ্যা অল্প ছিল না, তাহারা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিত, তখন তাহাদের সৈন্য-সঞ্চালনে সমস্ত পৃথিবী টলমল করিত । ১২

হে মহাত্মন! কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির কুমন্ত্রণা-চক্রে দুর্যোধন হতস্ত্রী ও কীর্ণপ্রাণ হইয়াছিল, তাহাতেই দুর্যোধন ভয়োরু হইয়া অশুচরবর্গের সহিত ভূতলশায়ী হয়, কিন্তু ত্রীকুন্দের তাহার ঐ দুর্দশা-দর্শনে আনন্দিত হন নাই । ১৩



কিয়ান্ ভুবোহয়ং কপিতোরুভারো যদ্রোণভীশ্চার্জুনভীমমূলৈঃ ।

অষ্টাদশাক্ষৌহিনিকো মদংশৈরাস্তে বলং দুর্বিষহং যদুনাম্ ॥ ১৪ ॥

মিথো যদৈযাং ভবিতা বিবাদো মধ্বামদাতাত্রবিলোচনানাম্ ।

নৈষাং বধোপায় ইয়ানতোহন্তো মধ্যুততেহস্তদধতে স্বয়ং স্ম ॥ .৫ ॥

এবং সঙ্কিত্য ভগবান্ স্বরাজ্যে স্থাপ্য ধর্ম্যজম্ । নন্দয়ামাস সুহৃদঃ সাধুনাং বজ্রা দর্শয়ন্ ॥ ১৬ ॥

উত্তরায়াং ধৃতঃ পুরোর্বংশঃ সাধবভিমন্যুনা । স বৈ দ্রোণাস্ত্রসংপ্লুষ্ঠঃ পুনর্ভগবতা ধৃতঃ ॥ ১৭ ॥

অযাজয়দ্ধর্ম্মসুতমশ্বমেধৈস্ত্রিভিবিভুঃ । সোহপি ক্রমানুজৈ রক্ষন্ রেমে কৃষ্ণমনুব্রতঃ ॥ ১৮ ॥

ভগবানপি বিশ্বাত্মা লোকবেদপথানুগঃ । কামান্ নিষেবে দ্বার্বত্যাশ্রিতঃ সাংখ্যমাস্থিতঃ ॥ ১৯ ॥

স্নিগ্ধস্মিতাবলোকেন বাচা পীযুষকল্পয়া । চরিত্রেণানবদ্বেন শ্রীনিকেতেন চাত্মনা ॥ ২০ ॥

ইমং লোকমমুশ্লেব রময়ন্ সুতরাং যদুন্ । রেমে কৃণদয়া দত্তকৃণস্ত্রীকৃণসৌহৃদঃ ॥ ২১ ॥

তশ্চৈবং রমমাণস্ত সংবৎসরগগান্ বহুন্ । গৃহমেধেয় যোগেষু বিরাগঃ সমজায়ত ॥ ২২ ॥

বরং দুঃখিত হইয়া তিনি ইহা বলিয়াছিলেন, জ্ঞোণ, ভীষ্ম, অর্জুন, ভীম এই মহৎ যুদ্ধের কারণ-স্বরূপ হইয়া অষ্টাদশ অক্ষৌহিনীযুক্ত পৃথিবীর ভার হরণ করিলেন, তাহাতে তার আর কত লঘু হইল, কিন্তু আমার অংশস্বরূপ প্রত্নাস্ত্রাদি, তাহাদের অধীনে যত্নদিগের সেনা অনেক আছে, সে ভার অতিশয় দুর্বিষহ । ১৪

যখন ঐ যত্নগণ মধুপানে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপৃত এবং আরক্তলোচনে পরস্পর বিবাদে রত হইবে, তখন সেই বিবাদই তাহাদের বধের কারণ হইবে, ইহা ব্যতীত তাহাদের বিনাশের অন্য উপায় নাই । তাহারা পরস্পর একাত্মা হইলেও যখন আমি অন্তর্ধান করিতে উচ্চত হইব, তখন তাহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া অন্তর্হিত হইবে । ১৫

হে বিহুর ! ভগবান্ এইরূপ মনে করিয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে স্বীয় রাজ্যে স্থাপন-পূর্ব্বক সাধুদিগের পথ প্রদর্শন করিয়া বজ্রবর্গের আনন্দবন্ধন করিয়াছিলেন । ১৬

হে মহাশয় ! অভিমন্যুর ঔরসে উত্তরা বে পুরুষংশধর গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা অশ্বখামার

ত্রক্ষান্ত্রে দগ্ধ হইবার উপক্রম হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পুনরায় তাহাকে রক্ষা করেন । ১৭

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে সেই ভগবান্ তিনটি অশ্বমেধ-যজ্ঞ করাইয়াছিলেন, এবং রাজা যুধিষ্ঠিরও কৃষ্ণের অনুগত হইয়া ভীমাদি অনুজবর্গের সহিত রাজ্য-পালন করিয়া সুখে বাস করিয়াছিলেন । ১৮

সেই সময় ভগবান্ বিশ্বাত্মাও দ্বারকাপুরীতে অবস্থান করিয়া সাংখ্যের অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের বিচার করত লোক ও বেদের পথানুসরণ-পূর্ব্বক অনাসক্তভাবে বিষয়াদি ভোগ করিয়াছিলেন । ১৯

তিনি স্নিগ্ধ হাস্যাবলোকন, পীযুষতুল্য বাচ্য, পবিত্র চরিত্র, এবং লক্ষ্মীর নিকেতনস্বরূপ আত্মা দ্বারা ইহলোক, দেবলোক এবং যত্নগণের শ্রীতি উৎপাদন করিয়া বিহার করিতেন । যে সকল কামিনী বামিনী-যোগে তাঁহার নিকট আসিত, তাহাদের প্রতি কৃণকাল সৌহার্দ প্রদর্শন করিতেন । ২০-২১

হে বিহুর ! সেই ভগবান্ ঐ প্রকারে অনেক কাল ক্রীড়ায় নিমগ্ন ছিলেন, পরে অকস্মাৎ গৃহধর্ম্মে এবং কামভোগাদিতে তাঁহার বিরাগ জন্মিল । ২২



দৈবাধীনেষু কামেষু দৈবাধানঃ স্বয়ং পুমান্ । কো বিশ্রান্তেত যোগেন যোগেশ্বরমমুত্রতঃ ॥ ২৩ ॥  
 পৃথ্যাং কদাচিৎ ক্রীড়ন্তিষ্ণুভোজকুমারকৈঃ । কোপিতা মুনয়ঃ শেপুর্ভগবন্ততকোবিদাঃ ॥ ২৪ ॥  
 ততঃ কতিপয়েমসৈবৃক্ষিভোজান্ধকাদয়ঃ । যযুঃ প্রভাসং সংহৃষ্টা রথৈর্দেববিমোহিতাঃ ॥ ২৫ ॥  
 তত্র স্নাত্বা পিতৃন্ দেবানৃষীংশ্চৈব তদন্তসা । তর্পয়িত্বাথ বিপ্রৈভ্যো গাবো বহুগুণা দদুঃ ॥ ২৬ ॥  
 হিরণ্যং রজতং শয্যাং বাসাংশ্চজিনকম্বলান্ । হ্যানিভান্ রথান্ কন্যা ধরাং বৃত্তিকরীমপি ॥ ২৭ ॥  
 অন্নঞ্চোন্নরসং তেভ্যো দত্ত্বা ভগবদর্পণম্ । গোবিপ্রার্থাসবঃ শূরাঃ প্রণেমুভূবি দৃষ্টভিঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
 বিত্তরোদ্ধবসংবাদে তৃতীয়োধ্যায়ঃ ॥ ৩

কামাদি শ্রীকৃষ্ণের অধীন ছিল, তাহাতেই যখন তাঁহার ওদাসীন্য দেখা দিল, তখন অন্যান্য যে সকল পুরুষ দৈবাধীন এবং বাহাদের কামাদিও দৈবের অধীন, অর্থাৎ নিজের অধীন নহে, তাহাতে কি তাহাদের বিশ্বাস ও প্রীতি জন্মিতে পারে? যোগেন দ্বারা যদি কামাদি লোভ হইত, তাহাতেও তাহাদের স্থায়ী প্রীতি ঘটিত না, কারণ, তাহারা যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের এই বৈরাগ্যের অনুসরণকারী। ২৩

কোন একদিন যদু ও ভোজবংশের কুমারেরা দ্বারকাপুরীতে ক্রীড়া করিতে করিতে মূনিদিগের কোপোৎপাদন করিলেন; তাহাতে সেই মূনিগণও ভগবানের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া তাঁহাদিগকে অভি-  
 শাপ দিলেন। তৎপর কয়েক মাস পরেই বৃক্ষি, ভোজ,

অন্ধক প্রভৃতি সকলই দেবমায়ায় মুগ্ধ হইয়া রথাবোহণ করিয়া প্রকুল মনে প্রভাসতীর্থে গমন করিলেন। ২৪

তথায় স্নানাদি সমাপনান্তে সেই তীর্থোদকে দেব, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিলেন, পরে ব্রাহ্মণ-  
 দিগকে নানাগুণযুক্ত বহু দ্রুতবতী ঘেষু, স্বর্ণ, রজত, শয্যা বস্ত্র, অজিন, কম্বল, হস্তী, অশ্ব, রথ, কন্যা, জীবিকা নির্বাহেব পর্যাপ্ত ভূমি, নানা প্রকার রস-  
 সমন্বিত অন্ন প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে দানের দ্বারা ভগবানে অর্পণ করা হইল, এই মনে করিয়া দান করিলেন এবং তৎপরে ভূমি স্পর্শ পূর্বক প্রণাম করিলেন, তৎকালে তাহা দেখিয়া ইহাই প্রতীতি হইল যেন গো-ব্রাহ্মণার্থই ইহারা জীবন ধারণ করিতেছেন। ২৫-২৮

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়।



## চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীউদ্ধব উবাচ ।

অথ তে তদনুজ্ঞাতা ভুক্ত্বা পীত্বা চ বারুণীম্ ।  
 তেষাং মৈত্রেয়দোষণে বিষমীকৃতচেতসাম্ ।  
 ভগবান্ স্বাত্মমায়ায়া গতিং তামবলোক্য সঃ ।  
 অহঞ্জেত্বে ভগবতা প্রপন্নান্তিহরেণ হ ।  
 তথাপি তদভিপ্রেতং জানন্নহমরিন্দম ।  
 অদ্রাক্ষ্যমেকমাসীনং বিচিন্মন্য দয়িতং পতিম্ ।  
 শ্যামাবদাতং বিরজং প্রশান্তারুণলোচনম্ ।  
 বাম উরাবধিজিত্য দক্ষিণাজ্জিসরোরুহম্ ।  
 তস্মিন্ মহাভাগবতো দ্বৈপায়নসুহৃৎসখা ।

তয়া বিভ্রংশিতজ্ঞানা দুৰ্জ্ঞৈস্তৈর্মর্শ্য পম্পৃশুঃ ॥ ১ ॥  
 নিল্লোচ্যত রবাবাসীদ্বৈগুণ্যমিব মর্দনম্ ॥ ২ ॥  
 সরস্বতীযুপম্পৃশ্য বৃক্ষমূল উপাশিতং ॥ ৩ ॥  
 বদরীং ত্বং প্রযাহোতি স্বকূলং সঞ্জিহীর্ষুণা ॥ ৪ ॥  
 পৃষ্ঠতোহম্বগমং ভর্তৃঃ পাদবিল্লেক্ষণাক্রমঃ ॥ ৫ ॥  
 শ্রীনিকেতং সরস্বত্যাং কৃতকৈতমকৈতনম্ ॥ ৬ ॥  
 দোৰ্ভিশ্চতুর্ভবিদিতং পীতকৌশাম্বরেণ চ ॥ ৭ ॥  
 অপাশ্রিতার্ভকাস্থমকৃশং ত্যক্তপিল্ললম্ ॥ ৮ ॥  
 লোকাননুচরন্ সিদ্ধ আসসাদ যদৃচ্ছয়া ॥ ৯ ॥

আত্মজ্ঞানসিক্তি নিমিত্ত মৈত্রেয়ের  
 নিকট বিদুরের গমন ।

উদ্ধব কহিলেন, অনন্তর ঐ সকল ব্রাহ্মণের নিকট  
 অনুমতি পাইয়া সেই সকল বৃক্ষ ও ভোজ্যগণ আহার  
 শেষ করিয়া সুরা পান করিলেন, তাহাতে তাঁহাদের  
 জ্ঞানভ্রংশ হইলে দুর্বাক্য-প্রয়োগ দ্বারা একে অগ্নের  
 মর্মে আঘাত করিতে লাগিলেন । ১

সুরাদোষে তাঁহাদের মতি-বিপর্গয় ঘটিলে  
 পরস্পর কটুক্তি আরম্ভ করিলেন, তাহাতে যেমন  
 বেগুসকল পরস্পর সংঘর্ষে ভগ্ন হয়, তাহার ন্যায়  
 সূর্যাস্তসময়ে পরস্পর-সংঘর্ষে তাঁহাদের বিনাশের  
 উপক্রম হইল । ২

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মায়ায় ঐ গতি দর্শন  
 করিয়া সরস্বতীজলে আচমন পূর্বক এক বৃক্ষ-মূলে  
 গিয়া উপবেশন করিলেন । ৩

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শরণাগত জনের ব্যাধাহারী  
 ছিলেন, এ কারণ স্বীয় কুল সংহারে অভিলাষী হইলে  
 আমাকে দ্বারকাতে বলিয়াছিলেন, উদ্ধব ! তুমি  
 বদরিকাশ্রমে গমন কর । ৪

হে অরিন্দম ! আমি কুলসংহারে তাঁহার  
 অভিপ্রায় জানিতে পাবিয়া এবং তাহার পাদপদ্মের  
 বিবক সহনে অক্ষম হইয়া তাঁহার অনুগামী  
 হইয়াছিলাম । ৫

তাঁহার অদ্বৈতধর্মে বাইতে বাইতে দেখিলাম,  
 আমার প্রিয় বন্ধু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সরস্বতীতীরে  
 আশ্রয়হীন স্থানকে আশ্রয় করিয়া বসিয়া আছেন । ৬  
 তাঁহার শরীর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, নেত্র দুইটি  
 প্রশান্ত অথচ অরুণবর্ণ; তিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বময়  
 এবং তাঁহার চতুর্ভুজ ও পীতবর্ণ কোষে বস্ত্র দেখিয়া  
 দূর হইতেই তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম । ৭

তিনি একটি নবীন অশ্বখবৃক্ষে পৃষ্ঠ রাখিয়া নিজ  
 বাম-উরুর উপরে দক্ষিণ চরণ স্থাপন পুরঃসর উপবিষ্ট  
 ছিলেন । তৎকালে তিনি বিষয়স্বর্ষে বিমুগ্ধ  
 হইয়াছিলেন বটে, তথাপি তিনি যে আনন্দপূর্ণ হইয়া  
 রহিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিয়া সেইরূপ বোধ হইল । ৮

হে বিদুর ! সে সময়ে সে স্থানে মহর্ষি বেদব্যাসের  
 শ্রদ্ধা এবং সখা পরাশর-শিষ্য মৈত্রেয়মুনি পৃথিবী-  
 ভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে আসিয়া উপস্থিত  
 হইলেন । ৯



তত্ত্বানুরক্তস্য যুনেমু'কুন্দঃ প্রমোদভাবানতকঙ্করস্ত্ৰ ।  
আশৃণুতো মামনুরাগহাসসমীক্ষয়া বিশ্রময়মুবাচ ॥ ১০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

বেদাহমন্তর্মনসীপ্লিতং তে দদামি যত্তদ ছুরবাপমতৈঃ ।  
সত্রে পুরা বিশ্বসৃজাং বসুনাং মৎসিদ্ধিকামেন বসো ভুয়েষ্ঠঃ ॥ ১১ ॥  
স এষ সাধো চরমো ভবানামাসাদিতস্তে মদনুগ্রহো যৎ ।  
যন্মা' নৃলোকান্ রহ উৎসৃজন্তং দিক্ট্যা দদৃশ্বান্ বিশদানুরক্ত্যা ॥ ১২ ॥  
পুরা ময়া 'প্রোক্তমজায় নাভ্যে পদ্মে নিষগ্নায় মমাদিসর্গে ।  
জ্ঞানং পরং মন্যহিমাভাসং যৎ সূরয়ো ভাগবতং বদন্তি ॥ ১৩ ॥  
ইত্যাদৃতোক্তঃ পরমস্য পুংসঃ প্রতীক্ষণানুগ্রহভাজনোহহম্ ।  
স্নেহোৎথরোমান্বলিতাকরস্তং মুঞ্চন্ শুচঃ প্রাঞ্জলিরাবভাষে ॥ ১৪ ॥  
কো স্বীণ তে পাদসরোজভাজা' স্কুল'ভৌহর্থেষু চতুর্ষ'পীহ ।  
তথাপি নাহং প্ররণোমি ভূমন্ ভবৎপদাস্তোজনিষেবণোৎস্রকঃ ॥ ১৫ ॥

এ মহাত্মা ভগবানের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন, এই জন্য ভক্তি ও আনন্দে অবনতমস্তক হইয়া শ্রবণ করিতে থাকিলে, তাঁহার সমক্ষেই ভগবান্ যুকুন্দ সানুরাগ সহাস্ত দৃষ্টির দ্বারা আমার শ্রান্তির উপশম করিয়া কহিতে লাগিলেন । ১০

হে বসো ! আমি অন্তর্য্যামা হইয়া তোমার মনের অভিলাষ জানিতে পারিয়াছি । তুমি পূর্বজন্মে বন্ম ছিলে, বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতির এবং বসুগণের যজ্ঞে আমাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যজ্ঞ করিয়াছিলে, অভএব যাহাতে আমাকে পাইতে পার, তাহার সাধন তোমাকে প্রদান করি, যাহারা আমাতে বিশ্বাস, তাহাদের ঐ সাধন অতিশয় চপ্তাপ্য । ১১

হে সাধো উদ্ধব ! তোমার যত জন্ম হইয়াছে, ওন্মধ্যে এই জন্ম চরম । কারণ, এই জন্মে তুমি আমার অনুগ্রহ পাইয়াছ । আমি নরলোক পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে বাইতেছি, এ সময় এই জনশূন্য স্থানে

যে প্রগাঢ় ভক্তি দ্বারা আমার দর্শন লাভ করিলে, ইহাও তোমার পরম ভাগ্য বলিতে হইবে । ১২

হে উদ্ধব ! পূর্বের পাদ্মকল্মষটির আরম্ভে স্বীয় নাভিপদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মাকে আমি আমার মহিমা-প্রকাশক যে পরমজ্ঞান কহিয়াছিলাম, পণ্ডিত-মণ্ডলী তাহাকেই ভাগবত বলিয়া থাকেন । ১৩

হে বিদুর ! সেই পরমপুরুষের কৃপাবলোকনরূপ অনুগ্রহভাজন আমাকে আদর সহকারে এইরূপ বলিলেন, তাঁহার স্নেহভরে আমার শরীর রোমাঞ্চিত এবং বাক্য স্থলিত হইতে লাগিল । কিছুক্ষণ পরে নয়নাশ্র' মোচন করিতে করিতে কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলাম । ১৪

হে ঐশ্বর ! যে সকল মানব তোমার পাদপদ্ম সেবা করে, তাহাদের ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গমধ্যে কোনটাই দুর্লভ নহে, কিন্তু আমি সে সকল প্রার্থনা করি না, আমি একমাত্র তোমার পাদপদ্ম সেবা করিতেই আগ্রহান্বিত হইয়াছি । ১৫



কৰ্মাণ্যনীহস্ত ভবোহন্তবস্ত তে দুৰ্গাশ্রয়োহধারিভয়াং পলায়নম্ ।  
 কালাত্মনো যৎ প্রমদায়ুতাত্মনঃ স্বাত্মন রতেঃ খিণ্ণতি ধার্বিদামিহ ॥১৬॥  
 মন্ত্ৰেষু মাং বা উপহুয় যৎ ত্বমকুণ্ঠিতাধগুসদাত্মবোধঃ ।  
 পৃচ্ছেঃ প্রভো মুদ্ধ ইবাশ্রমন্তস্তমো মনো মোহয়তীৰ দেব ॥ ১৭ ॥  
 জ্ঞানং পরং স্বাত্মরহঃপ্রকাশং প্রোবাচ কশ্মৈ ভগবান্ সমগ্রম্ ।

অপি ক্রমং নো গ্রহণায় ভৰ্ত্তবদাঞ্জসা যদ্বুর্জিনং তরেম ॥ ১৮ ॥

ইত্যাবেদিতহাদ্য মম্বং স ভগবান্ পরঃ । আদিদেশারবিন্দাক্ষ আত্মনঃ পরমাং স্থিতিম্ ॥১৯ ॥

স এবমারাধিতপাদতীর্থাদধীততত্বাত্মবিবোধমার্গঃ ।

প্রণম্য পাদৌ পরিত্যজ্য দেবমিহাগতোহহং বিরহাতুরাত্মা ॥ ২০ ॥

সোহহং তদর্শনাহ্লাদ-বিয়োগান্তিযুতঃ প্রভো । গমিষ্যে দায়িতং তস্য বদর্য্যাশ্রমমণ্ডলম্ ॥ ২১ ॥

যত্র নারায়ণো দেবো নরশ্চ ভগবান্‌বিঃ । যুত্ব তীত্রং তপো দীর্ঘং তেপাতে লোকভাবনৌ ॥২২॥

শ্রীশুক উবাচ ।

ইত্যাঙ্কবাত্পাকর্ণ্য স্তুহুদাং দুঃসহং বধম্ । জ্ঞানেনাশময়ং ক্রতা শোকমুৎপত্তিতং বুধঃ ॥ ২৩ ॥

হে প্রভো ! তুমি নিষ্ক্রিয় হইয়াও যে কৰ্ম কর,  
 এবং অজ হইয়াও যে জন্মগ্রহণ কর, স্বয়ং কালস্বরূপ  
 হইয়াও শত্রুভয়ে পলায়ন পূর্বক যে দুৰ্গাশ্রয় কর,  
 স্বয়ং আত্মরাত, তথাপি বহু নারী সমভিব্যাহারে যে  
 গৃহস্থধর্ম আচরণ কর, এ সকল ব্যাপার দেখিয়া  
 পণ্ডিতগণেরও বুদ্ধি সংশয়ে অবসন্ন হয় । ১৬

হে নাথ ! তোমার সর্বদা বর্তমান আত্মজ্ঞান  
 কালাদি দ্বারা খণ্ডিত হয় না, এবং তোমার বিজ্ঞা-  
 শক্তিতে সংশয়াদি নাই, ইহাতে তুমি নিজেই সকল  
 মজ্জণা করিতে পারিতে, কি আশ্চর্য্য ! তথাপি  
 আমাকে এই সকল মজ্জণায় আত্মান করিয়া মুক্তবৎ  
 কি কর্তব্য, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে । হে দেব !  
 এই বিষয় স্মৃতিপথে উদ্ভূত হইয়া আমার মন যেন  
 মুক্ত হইতেছে । ১৭

হে ভগবন্ ! আপনি আত্মরহস্ত-প্রকাশক যে  
 জ্ঞান ব্রহ্মাকে কহিয়াছিলেন, যদি তাহা আমাদের  
 গ্রহণীয় হয়, বলুন, তাহাতে আমরা অনায়াসে সংসার-  
 দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইব । ১৮

হে বিহুব ! আমি এই ভাবে স্বীয় অন্তরের বাসনা  
 নিবেদন করিলে সেই কমললোচন পরমপুরুষ ভগবান্  
 স্বীয় পরমাস্থিতি আমাকে উপদেশ করিলেন । ১৯

তাহাতে আমি সেই ভগবানের শ্রীচরণ আরাধনা  
 করিয়া গুরুস্বরূপ তাঁহার নিকট হইতে পরমাত্ম-  
 জ্ঞানমার্গ লাভ করিলাম । পরে তাঁহার পাদপদ্মে  
 প্রণামান্তে প্রদক্ষিণ করিয়া এ স্থানে আসিতেছি, কিন্তু  
 আমার অন্তরাত্মা তাঁহার বিরহে পীড়িত হইতেছে । ২০

হে বিহুব ! সেই শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে আনন্দিত  
 এবং বিয়োগে কাতর হইয়া এক্ষণে আমি তাঁহার  
 প্রিয়স্থান বদরিকাশ্রমে গমন করিতেছি । ২১

সেখানে লোকাসুগ্রাহক ভগবান্ নর-নারায়ণ  
 ঋষি, কলান্তকাল পর্য্যন্ত পরোপদ্রবশূন্য চুস্তর  
 ভপস্ত্রা আচরণ করিতেছেন । ২২

শুকদেব কহিলেন, উদ্ধবের নিকট স্তুহুদর্গের  
 দুঃসহ বিনাশবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বিহুরের শোকবেগ  
 উদ্বেলিত হইয়া উঠিল ; কিন্তু তিনি বিবেক দ্বারা  
 তাহার শাস্তি করিলেন । ২৩



স তং মহাভাগবতং ব্রজন্তং কৌরববর্ষভম্ । বিপ্রস্তাদভ্যধত্তেদং মুখ্যং কৃষ্ণপরিগ্রহে ॥ ২৪ ॥

শ্রীবিদুর উবাচ ।

জ্ঞানং পরং স্বাত্মরহঃপ্রকাশং যদাহ যোগেশ্বর ঈশ্বরস্তে ।

বস্তুং ভবান্ নোহর্হতি যন্ধি বিষোভূত্যাঃ স্বভূত্যার্থকৃতশ্চরন্তি ॥ ২৫ ॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ ।

নমু তে তত্ত্বসংরাধ্য ঋষিঃ কৌশারবোহস্তি মে ।

সাক্ষাদ্ভগবতাদিক্টৌ মর্ত্যলোকং জিহাসতা ॥ ২৬ ॥

শ্রীশুক উবাচ ।

ইতি সহ বিদুরেণ বিশ্বমূর্ত্তিগুণকথয়া স্মধয়া প্লাবিতোরুতাপঃ ।

কৃষ্ণমিব পুলিনে যমস্বস্তান্তং সমুদিত উপগবিনিশাং ততোহগাং ॥ ২৭ ॥

শ্রীরাজোবাচ ।

নিধনমুপগতেষু বৃষ্টিভোজেষধিরথযুথপযুথপেষু মুখ্যঃ ।

স তু কথমবশিষ্ট উদ্ধবো যদ্ধবিরপি ততাজ্ঞ আকৃতিং ত্র্যধীশঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণসেবায় আপনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মহাভাগবত উদ্ধব বদরিকাশ্রমে যাইতে উদ্বৃত্ত হইলে কৌরববর বিদুর সপ্রণয়ে তাঁহাকে বলিলেন । ২৪

ওহে উদ্ধব ! ভগবান্ যোগেশ্বর তোমাকে আশ্রয়তত্ত্ব-প্রকাশক যে পরমজ্ঞান কহিয়াছেন, তাহা তোমার আমাদিগকে বলা উচিত, যেহেতু বিষ্ণুভক্তগণ স্বীয় ভৃত্যবর্গের প্রয়োজন সাধন করিয়াই বিচরণ করেন, অতএব আমাকে ভৃত্যজ্ঞানে ভগবন্ত্ব উপদেশ কর । ২৫

উদ্ধব কহিলেন, আপনি তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ লইবার জন্য মৈত্রেয় মুনির আরাধনা করিবেন, যেহেতু ভগবান্ যখন মর্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়া যান, তখন তিনি স্বয়ংই তাঁহাকে উহা উপদেশ করিয়াছেন । ২৬

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ ! এই ভাবে বিদুরের সহিত বিশ্বমূর্ত্তি ভগবানের গুণকথনরূপ অমৃত ঝারা উদ্ধবের গুরুতর সন্তাপ দূরীভূত হইল । যমুনা-পুলিনে অবস্থান করিয়া ভগবৎকথায় সেই রাত্রি কৃষ্ণকালেও মত্ত যাপন করিয়া উদ্ধব তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । ২৭

রাজা পরীক্ষিৎ এ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন ! বৃষ্টি এবং ভোজ-বংশীয়েরা যুধবন্ধ, অধিরথ এবং অনেকানেক ব্রহ্মশাপে নিধন হইলে ব্রহ্মাদি দেবত্রয়ের অধিপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও মানবাকৃতি ত্যাগ করিয়াছিলেন, যদি সকলে বিনষ্ট হইলেন, তবে উদ্ধব কিরূপে জীবিত রহিলেন ? ২৮

বিশ্বস্তি—উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র বিদুরকে পুণ্ডরীক বলিয়া মনে করিলেন । পরন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের কথা মনে করিয়া মৈত্রেয় ঋষিকে ভ্রমোপদেশ করেন, এই ভাবেই শ্রীকৃষ্ণের মেহভাজন বিদুর কৃপাসিদ্ধ হইলেও তাঁহাকে

লোকব্যবহার অনুবর্ত্তন করিয়া মৈত্রেয়কেই গুরু স্বীকার করিতে পরামর্শ দিলেন । “আকৃতি” শব্দে এখানে শ্রীভগবানের বিরাটরূপ, শ্রীল শ্রীশ্রী গোবান্দী এই অর্থ করিয়াছেন । শ্রীল বিশ্বনাথ “আকৃতি” শব্দে শ্রীভগবানের গৌণ অর্থ করিয়াছেন । ২৮



শ্রীশুক উবাচ ।

ব্রহ্মশাপাপদেশেন কালেনামোঘবাহিতঃ । সংহৃত্য স্বকুলং স্বীতং ত্যক্ত্যনু দেহমচিস্তয়ৎ ॥২২॥  
 অশ্মাল্লোকাদুপরতে ময়ি জ্ঞানং মদাশ্রয়ম্ । অর্হতু্যক্ৰব এবাক্ষা সম্প্রত্যাত্মবতাং বরঃ ॥ ৩০ ॥  
 নোদ্ধবোহুগুপি মন্যুণো যদুগুণৈর্নাদিতঃ প্রভুঃ । অতো মন্থয়নং লোকং গ্রাহয়ন্নিহ তিষ্ঠতু ॥৩১॥  
 এবং ত্রিলোকগুরুণা সন্দিগ্ধঃ শব্দযোনিনা । বদর্য্যাশ্রমমাসাচ্চ হরিমীজে সমাধিনা ॥ ৩২ ॥  
 বিদুরোহপুঙ্কবাং শ্রদ্ধা কৃষ্ণা পরমাত্মনঃ । ক্রীড়য়োপাস্তদেহস্ত কৰ্ম্মাণি শ্লাঘিতানি চ ॥৩৩॥  
 দেহন্তাসঞ্চ তশ্চৈবং ধীরাণাং ধৈর্য্যবর্দ্ধনম্ । অন্তেষাং দুষ্করতরং পশুনাং বিক্ৰবাত্মনাম্ ॥ ৩৪ ॥  
 আত্মানঞ্চ কুরুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণেন মনসেক্ষিতম্ । ধ্যায়ন্ গতে ভাগবতে রুরোদ প্রেমবিহ্বলঃ ॥৩৫॥  
 কালিন্দ্যাঃ কতিভিঃ সিদ্ধ অহোভির্ভরতর্ষভ । প্রাপত্যত স্বঃসবিতং যত্র মিত্রাস্ততো মুনিঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পাবমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে

বিদুরোদ্ধব-সংবাদে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীশুকদেব কহিলেন—অব্যর্থসংকল্প ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মশাপহলে কালশক্তিকে অবলম্বন পুরঃ-  
 সর নিজ কুল সংহার করিয়া স্বীয় লীলা  
 সম্বরণ করিবার নিমিত্ত এইকপ চিন্তা কবিত্তে  
 লাগিলেন । ২৯

আমি এই মর্ত্যালোক হইতে উপরত হইব,  
 সম্প্রতি আত্মজ্ঞানীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উদ্ধবই  
 মন্থয়নক জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার যোগ্য । ৩০

উদ্ধব আমার অপেক্ষা কিঞ্চিৎমাত্রও নূন নহেন,  
 কারণ, প্রাকৃত সম্বাদি গুণের দ্বারা ইঁহার ক্ষোভ  
 জন্মে না, পরন্তু ইনি সেই সকল গুণের প্রভু ; অতএব  
 ইনি মন্থয়নক জ্ঞান লোকদিগকে গ্রহণ করাইবার  
 ভক্ত এই পৃথিবীতে অবস্থান করুন । ৩১

এইরূপে ত্রিলোকগুরু বেদকর্তা ভগবান্ কর্তৃক

আদিগে ইঁহা উদ্ধব বদরিকাশ্রমে গমন করিয়া সমাদি  
 অবলম্বনে শ্রীহবির পূজায় রত হইলেন । ৩২

লীলায় দেহধারণ করিয়া পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ যে  
 সকল প্রশংসিত কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন, এবং যে ভাবে  
 লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন—বাহা ধীর ব্যক্তিগণের  
 ধৈর্য্যবর্দ্ধক এবং অগ্ন্যস্ত্র পশুতুল্য অধীরচিন্ত্য ব্যক্তিগণের  
 দুঃখবিগম্য—তাহা উদ্ধবের নিকট শ্রবণ করিয়া এবং  
 হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! তিনি নিজকেও শ্রীকৃষ্ণের মনের দ্বারা  
 চিন্তিত জানিয়া সেই ভগবানের অন্তর্দান হেতু  
 প্রেমবিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন । ৩৩-৩৪

হে ভরতর্ষভ । কালিন্দীতীরে সিদ্ধিলাভপুঃসর  
 বিতর কতিপয় দিনের মধ্যে যে স্থলে মৈত্রেয়মুনি  
 অবস্থান করিতেছিলেন, ভাগীরথীর সেই স্থান প্রাপ্ত  
 হইলেন । ৩৫

বিস্মৃতি—শ্রীকৃষ্ণের দেহের নিত্য প্রতিস্থিতিসম্বন্ধ,  
 অতএব তাঁহার দেহত্যাগ শাস্ত্রবিরুদ্ধ । এ স্থলে দেহত্যাগ

অর্থে লীলা সম্বরণ করিলেন অথবা স্বীয় বিরাটরূপ পৃথিবীকে  
 নান করিলেন, ইহাই বুঝিতে হইবে । ২৯ ।

ইতি তৃতীয় স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।



## পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ ।

যারি ছ্যনত্মা ঋষভঃ কুরূগাং মৈত্রেয়মাসীনমগাধবোধম্ ।  
কতোপস্থত্যাচ্যুততাব(শু)সিদ্ধঃ পপ্রচ্ছ সৌশীল্যগুণাভিতৃপ্তঃ ॥ ১

শ্রীবিহুয় উবাচ ।

স্থথায় কৰ্ম্মাণি কৰোতি লোকে। ন তৈঃ স্থখং বাশ্চতুপারমং বা ।  
বিন্দেত ভূয়ন্তত এব দুঃখং যদত্র যুক্তং ভগবান্ বদেমঃ ॥ ২ ॥  
জনস্ত কৃষ্ণাৰিষ্মখস্ত দৈবাদধৰ্ম্মশীলস্ত স্থদুঃখিতস্ত ।  
অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নুনং তূতানি ভব্যানি জনার্দনস্ত ॥ ৩ ॥  
তৎ সাধুবৰ্য্যাদিশ বজ্র'শং নঃ সংরাধিতো ভগবান্ যেন পুংসাম্ ।  
হৃদি স্থিতো যচ্ছতি ভক্তিপূতে জ্ঞানং সতত্বাধিগমং পুরাণম্ ॥ ৪ ॥  
করোতি কৰ্ম্মাণি কৃতাবতারো যাত্মাস্ততস্তো ভগবান্শ্রাদ্যধোশঃ ।  
যথা সসৰ্জ্জাগ্র ইদং নিরীহঃ সংস্থাপ্য বৃত্তিং জগতো বিধতে ॥ ৫ ॥  
যথা পুনঃ স্বে খ ইদং নিবেশ্য শেতে গুহায়াং স নিরন্তবৃত্তিঃ ।  
যোগেশ্বরাদোষ্বর এক এতদমুপ্রবিষ্টো বহুধা যথাসৌ ॥ ৬ ॥

শ্রীশুক কহিলেন—অচ্যুতভাবে সিদ্ধ সেই  
কুরূশ্রেষ্ঠ বিহুয় গজাবারে সমাসীন অগাধবোধ  
মৈত্রেয় ঋষির সৌশীল্যাদি গুণে পরিতৃপ্ত হইয়া  
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন । ১

শ্রীবিহুয় কহিলেন—হে ভগবন্ । লোকে স্থখের  
জন্ম কৰ্ম্ম করিয়া থাকে, কিন্তু ঐ সকল কৰ্ম্মের  
দ্বারা স্থখলাভ বা দুঃখের নিবৃত্তি ঘটে না, পরন্তু উহার  
ফলে পুনরায় দুঃখই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব  
এই সংসারে আমাদের কি কর্তব্য, তাহা আগনি  
বলুন । ২

পূৰ্ব্ব-কৰ্ম্ম-বশতঃ যাহারা শ্রীকৃষ্ণে বিমুখ হইয়া  
অধৰ্ম্মশীল হয়, তাহার ফলে বিশেষরূপে দুঃখপ্রাপ্ত হয়,  
তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্তই এই সংসারে  
জনার্দনের জন্মগুণ বিচরণ করিয়া থাকেন । ৩

হে সাধুশ্রেষ্ঠ । আমাদিগের মঙ্গললাভের সেই

পথের উপদেশ দান করুন, যে পথের দ্বারা  
শ্রীভগবানের আরাধনা করিলে তিনি আমাদের ভক্তি-  
পূত হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া তৎসাক্ষাৎকারের সহিত  
অনাদি বেদপ্রমাণক জ্ঞান প্রদান করেন । ৪

ত্রিগুণের ও মায়ার নিরন্তা স্বভাব ভগবান্  
অবতার গ্রহণ করিয়া যে যে কৰ্ম্ম করেন, এবং  
যেকপে অগ্রে অর্থাৎ মহাকল্পের আদিতে নিজস্ব  
হইয়াও এই দৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ রচনা করিয়া ইহার  
স্থিতি ও বৃত্তি বিধান করেন, তাহারও বর্ণনা করুন । ৫

তিনি যে প্রকারে আবার এই সৃষ্ট বিশ্বাদি  
ব্রহ্মদ্বয়াকাশে নিবেশিত করিয়া নিরন্তগুণ হইয়া  
যোগমায়াতে শয়ন করেন এবং কল্পের আদিতে সেই  
যোগেশ্বরগণের অধীশ্বর এক হইয়াও সৃষ্ট-পদার্থে  
অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যেভাবে বহুপ্রকার হইয়াছিলেন,  
তাহাও বর্ণনা করুন । ৬



ক্রীড়ন্ বিধন্তে দ্বিজগোমুখাণাং ক্ষেমাং কৰ্ম্মাণ্যবতারভেদৈঃ ।  
 মনো ন তৃপ্যত্যপি শৃণুতাং নঃ সুল্লোকমৌলেশ্চরিতামৃতানি ॥ ৭ ॥  
 যৈন্তুত্বভেদৈরধিলোকনাথো লোকানলোকান্ সহলোকপালান্ ।  
 অচীকৃৎপদ্যত্র হি সৰ্ব্বসম্বনিকায়ভেদোহধিকৃতঃ প্রতীতঃ ॥ ৮ ॥  
 যেন প্রজানামুত আত্মকৰ্ম্মরূপাভিধানাঞ্চ ভিদাং ব্যাধত ।  
 নারায়ণো বিশ্বস্থগাত্মায়োনিরেতচ্চ নো বৰ্ণয় বিপ্রবৰ্ষ্য ॥ ৯ ॥  
 পরাবরেবাং ভগবন্ ত্রতানি শ্রুতানি মে ব্যাসমুখাদভীক্ষম্ ।  
 অতৃপ্তম্ সুল্লস্বখাবহানাং তেষামুতে কৃষ্ণকথামুতোঘাৎ ॥ ১০ ॥  
 কস্তৃপ্তং যাত্ তীর্থপদোহভিধানাং সত্রেষু বঃ সূরিভিরীড়্যমানাং ।  
 যঃ কর্ণনাড়ীং পুরুষশ্চ যাতো ভবপ্রদাং গেহরাতং ছিনন্তি ॥ ১১ ॥  
 মুনিবিস্কুর্ভগবদগুণানাং স্থাপি তে ভারতমাহ কৃষ্ণঃ ।  
 যস্মিন্ নৃণাং গ্রাম্যস্থখানুবাদৈর্মতিগৃহীতা নু হরেঃ কথায়াম্ ॥ ১২ ॥

তিনি মৎস্তাদি অবতার-ভেদে গো ব্রাহ্মণ এবং দেবতাদিগের মঙ্গলসাধনের জন্ত লীলাবশে যে সকল কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন, হে মুনৈ! সেই পুণ্যশ্রোক-শিরোমণির সেই চবিতামৃত সকল বস্তই শ্রবণ করি না কেন, তাহাতে আমাদের মন কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না । ৭

সেই লোকনাথগণের অধিপতি পৃথিবীদি তত্ত্ব-ভেদের দ্বারা লোকপালের সহিত পাতালাদিলোক, এবং লোকালোক পর্বতের বহির্ভাগ সকল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যে স্থানে প্রাণিসকল গুণকৰ্ম্মভেদে নানাভাবে তাহার অধিকারী হইয়া বিরাজ করিতেছে, তাহাও আমরাগকে বলুন । ৮

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! যে প্রকার বিশ্বশ্রুতি স্বতঃসিদ্ধ নারায়ণ এই বিশ্বের প্রাণিগণের স্বভাব কৰ্ম্ম, রূপ এবং নাম ইত্যাদির ভেদবিধান করিয়াছেন, তাহাও বর্ণনা করুন । ৯

হে ভগবন্! আমি মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট

হইতে দেবাদি ও অমৃত্যু অপকৃষ্ট সৃষ্ট প্রাণিগণের ত্রতাদির কথা আমি পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু সে সকল তুচ্ছ স্বখাবহ কথার দ্বারা তৃপ্ত হইয়াছি অর্থাৎ তাহা আর শুনিতে চাহি না, কিন্তু তাহা দ্বারা যে কৃষ্ণকথা রূপ অমৃত-শ্রোতের সূচনা হয়, তাহার শ্রবণে এ পর্য্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই । ১০

আপনাদের এই সমাজে তত্ত্বদর্শী নারদাদি ঋষিগণ শ্রীকৃষ্ণের যে কথামৃত কীর্তন করিয়া থাকেন, তাহা শ্রবণ করিয়া কেই বা তৃপ্তিলাভ করিতে পারে? সেই কথামৃত পুরুষের কর্ণপথে প্রবেশ করিয়া পুরুষের পুনঃ পুনঃ জন্মপ্রদ সংসারাসক্তি ছেদন করিয়া থাকে । ১১

আপনার সখা কৃষ্ণদৈপায়ন মুনী প্রধানতঃ ভগবানের গুণানুবর্ণনের ইচ্ছা করিয়া ভারতকথা বর্ণনা করিয়াছেন, ঐ মহাভারতে গ্রাম্যস্থখের বর্ণনার দ্বারা শ্রীহরির কথায় বাহাতে বিষয়লুক্ক জনসাধারণের মতি প্রবিক্ত হইতে পারে, তাহা করা হইয়াছে । ১২

বিস্মৃতি—বিশ্রুতি। নারায়ণ নিজেই ব্রহ্মরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া এই সকল ভেদাত্মক সৃষ্টি করিয়াছেন—এই শ্লোকে এই অর্থও ধ্রুত হয় । ৯



স। শ্রদ্ধাধানস্য বিবর্জমানা বিরক্তিমত্তত্র কৰোতি পুংসঃ ।  
 হরেঃ পদানুস্মৃতিনির্বৃত্তস্য সমস্তদুঃখাপ্যয়মাশু ধত্তে ॥ ১৩ ॥  
 তান্ শোচ্যশোচ্যানবিদোহনুশোচে হরেঃ কথায়্য বিমুখানঘেন ।  
 ক্রিণোতি দেবোহনিমিষস্ত যেষামায়ুর্বৃথাবাদগতিস্মৃতীনাং ॥ ১৪ ॥  
 তদস্য কৌশারব শর্মদাতুর্হরেঃ কথামেব কথাস্ সারম্ ।  
 উদ্ধৃত্য পুষ্পেভ্য ইবার্ত্তবক্ষো শিবায় নঃ কীৰ্ত্তয় তীর্থকীৰ্ত্তেঃ ॥ ১৫ ॥  
 স বিশ্বজন্মস্থিতিসংঘমার্থে কৃতাবতারঃ প্রগৃহীতশক্তিঃ ।  
 চকার কৰ্ম্মাণ্যতিপুরুষাণি যানীশ্বরঃ কীৰ্ত্তয় তানি মহম্ ॥ ১৬ ॥

শ্রীশুক উবাচ ।

এবং স ভগবান্ পৃষ্ঠঃ ক্রত্বা কৌশারবো যুনিঃ । পুংসাং নিঃশ্রেয়সার্থেন তমাহ বহুমানয়ন্ ॥ ১৭ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

সাধু পৃষ্ঠং ত্বয়া সাধো লোকান্ সাধনুগৃহতা ।  
 কীৰ্ত্তিঃবিতস্ততা লোকেআত্মনোহধোক্জাত্মনঃ ॥ ১৮ ॥

নৈতচ্চিত্রং ত্বয়ি কৃতবাদরাগবীৰ্য্যাজে । গৃহীতোহনন্তভাবেন যৎ ত্বয়া হরিরীশ্বরঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীহরির কথায় বাহাবা শ্রদ্ধাশীল হয়, তাহাদের হরিকথায় ক্রমশঃ আসক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তাহার ফলে অণুবিষয়ে তাহাদের বিরক্তি জন্মে, এইরূপে হরিচরণারবিন্দের অনুস্মরণে আনন্দ জন্মিলে শীঘ্রই সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি ঘটয়া থাকে । ১৩

বাহারা পাপবশতঃ হরিকথায় বিমুখ, সেই সকল ব্যক্তির বাস্তবিকই শোচ্যগণের অপেক্ষাও শোচনীয়, সেই সকল অজ্ঞানী ব্যক্তিগণের জন্ত আমারও দুঃখ হয়, কাল তাহাদের আয়ুক্ষয় করিতেছেন, অতএব তাহাদের কায়মনো-বাক্যের সমস্ত কার্যই বৃথা যাইতেছে । ১৪

অতএব হে মৈত্রেয় ! আপনি অশিল-মঙ্গলদাতা, বিপজ্জাতা, তীর্থকীৰ্ত্তি শ্রীহরির কথা বাহা সমস্ত কথার সারভূত, তাহা পুষ্প হইতে সংগৃহীত মধুর শ্যায় সমস্ত শাস্ত্র হইতে উদ্ধার করিয়া আমাদিগের মঙ্গলের জন্ত কীৰ্ত্তন করুন । ১৫

সেই ঈশ্বর বিশ্বের উৎপত্তি, পালন ও সংহারের পূর্ব হইতে শক্তিকে অবলম্বন করিয়া অথবা যোগ-মায়াকে অবলম্বন করিয়া অবতার গ্রহণ করিয়া অতিমানুষ বা অলৌকিক যে সকল কৰ্ম্ম করিয়া-ছিলেন, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন । ১৬

শ্রীশুকদেব কহিলেন—ভগবান্ মৈত্রেয় ঋষি, বিদুরের দ্বারা এই প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া বিদুরকে বহু সন্মান-পুরস্কার জীবগণের মঙ্গল-সাধনার্থ তাঁহাকে কহিলেন । ১৭

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে সাধো ! তুমি শ্রীকৃষ্ণ-গতপ্রাণ, এই পৃথিবীতে নিজের কীৰ্ত্তিবিস্তারপুংসর মানবগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তুমি অতি উত্তম কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছ । ১৮

হে বিদুর ! তুমি যে একান্তভাবে ঈদৃশ শ্রীহরির শরণাপন্ন হইয়াছ, বাদরাগবীৰ্য্যজাত তোমার পক্ষে তাহা কিছুই বিষয়ের বিষয় নহে । ১৯



মাণ্ডব্যশাপাস্তগবান্ প্রজাসংঘমনো যমঃ । ভ্রাতুঃ ক্ষেত্রে ভুজিয়ায়াং জাতঃ সত্যবতীশ্রুতাং ॥ ২০ ॥  
ভবান্ ভগবতো নিত্যং সম্মতঃ সানুগশ্চ চ । যশ্চ জ্ঞানোপদেশায় মাদিশস্তগবান্ ত্রজন্ ॥ ২১ ॥  
অথ তে ভগবল্লীলা যোগমায়োরুহংহিতাঃ । বিশ্বস্থিত্যন্তবাস্তার্থা বর্ণয়ামানুপূর্বশঃ ॥ ২২ ॥  
ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ । আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মানানামভ্যুপলক্ষণঃ ॥ ২৩ ॥  
স বা এষ তদা দ্রষ্টা নাপশাদ্ দৃশ্যমেকরাট্ । মেনেহসন্তমিবাত্মানং স্পৃশ্যশক্তিরস্পৃশদৃক্ ॥ ২৪ ॥  
সা বা এতশ্চ সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা । মায়্যা নাম মহাভাগ যয়েদং নির্মমে বিভুঃ ॥ ২৫ ॥  
কালব্রহ্মা তু মায়্যাং গুণময়ামধোক্জঃ । পুরুষেণাত্মভূতেন বীৰ্য্যমাধত্ত বীৰ্য্যবান্ ॥ ২৬ ॥  
ততোহভবম্ভহন্তমব্যক্তাং কালচোদিতাং । বিজ্ঞানাত্মাত্মদেহস্বং বিশ্বং ব্যঞ্জংস্তমোনুদঃ ॥ ২৭ ॥  
সোহপ্যাংশগুণকালাত্মা ভগবদৃষ্টিগোচরঃ । আত্মানং ব্যাকরোদাত্মাবিশ্বস্থ্যশ্চ সিসৃক্ষয়া ॥ ২৮ ॥

তুমি প্রজাগণের শাসনকারী ভগবান্ যম, তুমি মাণ্ডব্যশাপে ভ্রাতার দাসীর গর্ভে সত্যবতীশ্রুত ব্যাসদেব হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ । ২০

তুমি ভক্তগণ-সমন্বিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়, এই জন্ম ভগবান্ স্বধামে গমন করিবার সময় তোমাকে জ্ঞানোপদেশ দান করিবার জন্ম আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন । ২১

এই হেতু আমি যোগমায়া দ্বারা বিশেষরূপে বিস্তারিত বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহাররূপ শ্রীভগবানের লীলা তোমার নিকট আনুপূর্বিক বর্ণনা করিতেছি । ২২

সৃষ্টির পূর্বে সর্বজীবের আত্মা ও প্রভু ভগবান্ একাকী বর্তমান ছিলেন, তখন তিনি দ্রষ্টৃদৃশ্যাদি ভেদকারিণী বুদ্ধির দ্বারা উপলব্ধি ছিলেন না; অর্থাৎ তখন তিনি ভিন্ন অথ কেহ দ্রষ্টা বা দৃশ্য ছিল না এবং তাঁহার নিজ ইচ্ছাকপিণী মায়্যা তখন তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত ছিল, অর্থাৎ তখনও তাঁহার ইচ্ছার কোনও স্বকীয় ক্রিয়া না থাকায় ইচ্ছা তাঁহার অভ্যন্তরেই লীন ছিল । ২৩

তিনি একমাত্র দ্রষ্টা হওয়ায়—একমাত্র প্রভু হওয়ায় আর কোনও দৃশ্য দেখিতে পাইলেন না,

তাঁহার দর্শনশক্তি বা চিহ্নিত্তি অব্যাহত থাকিলেও তাঁহার মায়্যা প্রমুখ শক্তি সমস্ত স্পৃশ্য থাকায় তিনি নিজে না থাকার মতই নিজেকে মনে করিয়া-  
ছিলেন । ২৪

হে মহাভাগ! এইরূপ সম্যকদ্রষ্টা ভগবানের সদসদাত্মিকা যে শক্তি, তাহার নামই মায়্যা, তাহা দ্বারাই ভগবান্ এই বিশ্ব নির্মাণ করিলেন । ২৫

কালশক্তি বশতঃ সেই চিহ্নিত্তিযুক্ত ভগবান্ অধোক্জ ক্ষুভিতগুণ সেই মায়্যায় নিজের আত্মার অংশভূত প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষের দ্বারা চিদ্রাস-  
রূপ বোধের আধান করিলেন । ২৬

অতঃপর কালপ্রেরিত অব্যক্ত হইতে মহত্ত্বের সৃষ্টি হইল, তাহাতে সেই বিজ্ঞানাত্মা এবং তমো-  
নাশক পরমেশ্বর, বীজ বেমন অক্ষুরাদিরূপে বৃক্ষকে প্রকাশ করে, সেই বিশ্বকে অক্ষুররূপে প্রকাশ করিলেন । ২৭

সেই চিদ্রাসমূলক ত্রিগুণরূপ উপাদানশালী প্রভূতির কোভক বিজ্ঞানাত্মা ভগবানের অংশভূত পুরুষ, তিনি ভগবানের দৃষ্টিগোচর হইয়া এই বিশ্বের সৃষ্টির ইচ্ছায় স্বীয় আত্মাকে রূপান্তরিত করিয়া বিশ্বের আশ্রয়রূপে পরিণত হইলেন । ২৮

বিশ্বস্থিতি—সদসদাত্মিকা—কার্যকারণরূপা। অথবা ‘সং বিশ্ব’ অসং ‘আত্মা’ এই উভয়ের পক্ষে সংযোগরূপা শক্তি মায়্যা । ২৫



মহত্ত্বাধিকুর্বাণাদহংতত্ত্বং ব্যজায়ত ।

কার্য্যকারণকর্ত্তা জ্ঞাত্ব তুতেন্দ্রিয়মনোময়ঃ । বৈকারিকতৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা ॥২৯॥

অহংতত্ত্বাধিকুর্বাণামনো বৈকারিকাদভূৎ । বৈকারিকাশ্চ যে দেবা অর্থাভিব্যক্তনং যতঃ ॥৩০॥

তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যেব জ্ঞানকর্ম্মময়াণি চ ॥ ৩১ ॥

তামসো ভূতসূক্ষ্মাদির্ঘতঃ ঋং লিঙ্গমাস্তনঃ ॥ ৩২ ॥

কালমায়াংশযোগেন ভগবদ্বীকৃতং নভঃ । নভসোহনুসৃতং স্পর্শং বিকুর্ব্বমিষ্মমেহ্নিলম্ ॥৩৩॥

অনিলোহপি বিকুর্বাণো নভসোরুবলান্বিতঃ । সমজ্জ রূপতন্মাত্রং জ্যোতির্লৌকিকশ্চ লোচনম্ ॥৩৪॥

অনিলেনান্বিতং জ্যোতির্বিকুর্ব্বৎ পরবীকৃতম্ । আধস্তান্তো রসময়ং কালমায়াংশযোগতঃ ॥৩৫॥

জ্যোতিষান্তোহনুসংসৃষ্টং বিকুর্ব্বদ্ ব্রহ্মবীকৃতম্ । মহীং গন্ধগুণায়াধাৎ কালমায়াংশযোগতঃ ॥৩৬॥

ভূতানাং নভ-আদীনাং যদ্যন্তব্যাবরাবরম্ । তেষাং পরানুসংসর্গাদ্ যথাসংখ্যং গুণান্ বিদুঃ ॥৩৭॥

এই প্রকারে মহত্ত্ব বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা । হইতে স্পর্শের উৎপত্তি হয়, সেই স্পর্শ রূপান্তর প্রাপ্ত হইতে অহংতত্ত্ব উৎপন্ন হইল । এই অহংকারতত্ত্ব, হইয়া মূলভূতরূপ বায়ুর সৃষ্টি করে । পরে প্রবল কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তা ( অর্থাৎ অধিভূত, অধ্যাত্ম ও অধিদৈব ) এই তিনের আশ্রয় এবং ভূত, ইন্দ্রিয় ও মন এই তিনের বিকারবিশিষ্ট । অতএব ঐ অহংকার বৈকারিক বা সাত্ত্বিক, তৈজস বা রাজসিক এবং তামসিক ভেদে তিন প্রকার । ২৯

বৈকারিক বা সাত্ত্বিক অহংকার বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে মনের উৎপত্তি হয়, এবং যে সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেবগণ হইতে শব্দাদি বিষয়ের প্রকাশ হয়, তাঁহারাও এই সাত্ত্বিক অহংকার হইতে উৎপন্ন হন । তৈজস বা রাজস অহংকার হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়-সমূহের উৎপত্তি হয় । ৩০-৩১

তামস-অহংকার বিকার-প্রাপ্ত হইলে উহা হইতে সূক্ষ্ম ভূতরূপ শব্দের আদিকারণ আত্মার লিঙ্গ বা বোধকন্মরূপ আকাশের উৎপত্তি হইয়া থাকে । ৩২

কাল, মায়া ও ভগবানের অংশের যোগে, ভগবান কর্ত্ত্বক আকাশ দৃষ্ট হয়, এবং সেই আকাশ

কালমায়া ও ভগবানের অংশের যোগে সেই পরম-পুরুষ কর্ত্ত্বক তৈজ সৃষ্ট হয় এবং সেই তৈজ বিকার প্রাপ্ত হইয়া বায়ুর সহিত যুক্ত হইয়া রসতন্মাত্রময় জলের উৎপত্তি হইল । ঐরূপে কাল, মায়া ও ভগবানের অংশীভূত পুরুষের যোগে ব্রহ্ম কর্ত্ত্বক বীকৃত হইয়া সেই জল ভেজের সহিত সংযুক্ত হইয়া গন্ধগুণময় পৃথিবীর সৃষ্টি করিল । ৩৫-৩৬

হে সুশীল বিদুর ! আকাশাদি ভূতগণের মধ্যে যেগুলি পরের, সেইগুলির সহিত পূর্ব্বজাত ভূতের কারণের সম্বন্ধ থাকায় উত্তরোত্তর তাহাদের ষা-সংখ্যক অর্থাৎ প্রথমের এক, দ্বিতীয়ের দুই, তৃতীয়ের তিন, চতুর্থের চারি ও পঞ্চমের পাঁচটি গুণ, ইহা পণ্ডিতেরা অবগত আছেন । ৩৭

বিশুদ্ধি—প্রথম ভূত আকাশের একটি গুণ শব্দ ; দ্বিতীয় ভূত বায়ুর জন্মের কারণে আকাশেরও সত্তা থাকায় বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ, এই দুই গুণ ; তৃতীয় ভূত জলের ঐরূপে শব্দ, স্পর্শ, ও রূপ ও রস এই চারি গুণ ;

পঞ্চম ভূত পৃথিবীর ঐ প্রকারে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি গুণ, যথা ঐচরিতামৃত :—আকাশাদির গুণ যথা পর পর ভূতে । এক দুই পঞ্চ জনে বাড়ে পৃথিবীতে । ৩৭



এতে দেবাঃ কলা বিষ্ণোঃ কালমায়াংশলিঙ্গিনঃ ।

নানাঙ্গাং স্ক্রিয়ানীশাঃ প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ো বিভুম্ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীদেবা উচুঃ

নমাম তে দেব পদারবিন্দং প্রপন্নতাপোপশমাতপত্রম্ ।

যন্মূলকেতা যতয়োহঞ্জসোরুসংসারদুঃখং বহিরুৎক্লিপান্তি ॥ ৩৯ ॥

ধাতর্ষদস্মিন্ ভব ঈশ জীবাস্তাপত্রয়েণাভিহতা ন শশ্ম ।

আত্মন লভন্তে ভগবৎস্বাজিচ্ছায়াং সবিভ্রামত আশ্রয়েম ॥ ৪০ ॥

মার্গান্তি যৎ তে মুখপদ্মনাঈড়শ্চন্দঃস্বপর্নৈর্ষযো বিবিক্তে ।

যস্তাধমর্ষোদসরিদ্বরায়াঃ পদং পদং তীর্থপদং প্রপন্নাঃ ॥ ৪১ ॥

যচ্চক্ষুয়া শ্রুতবত্যা চ ভক্ত্যা স যুজ্যামানে হৃদয়েহবধায় ।

জ্ঞানেন বৈরাগ্যবলেন ধীরা ব্রজেম তৎ তেহজি সুরোজপীঠম্ ॥ ৪২ ॥

বিশ্বস্য জন্মান্বিতিসংযমার্থে কৃতাবতারস্য পদাসুজং তে ।

ব্রজেম সর্বৈ শরণং যদিশ স্মৃতং প্রযচ্ছত্যভয়ং হি পুংসাম্ ॥ ৪৩ ॥

এই কাল মায়া ও অংশেব লিঙ্গধারী অর্থাৎ কাললিঙ্গ—বিকৃতি, মাষালিঙ্গ বিক্লেপ ও অংশলিঙ্গ চেতনা, এই তিন প্রকার লক্ষণযুক্ত দেবতাগণ বিষ্ণুরই অংশ, তাহাদের নানান্ন হেতু পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ না থাকায় তাহারা নিজ নিজ কার্য্য ব্রহ্মাণ্ড-রচনায় অসমর্থ হইলেন এবং কৃতাজলি হইয়া শ্রীহরিকে স্তব করিয়া বলিলেন । ৩৮

দেবগণ বলিলেন—হে দেব ! তোমার যে পাদপদ্ম শরণাগত ব্যক্তিদিগের সংসার-তাপ বিনাশের আতপত্র বা হস্তশুকপ, আমরা তাহাকে নমস্কার করি । যতিগণ উহার মূলদেশ আশ্রয় করিয়া অনায়াসে সংসার-দুঃখ দূরে নিক্ষেপ করেন । ৩৯

হে পিতঃ ! এ সংসারে জীবগণ তোমার চরণ সেবা না করিয়া আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তাপত্রয়ে অভিভূত হইয়া আত্মাতে কোনওরূপ সুখলাভ করিতে পারে না, অতএব আমরা জ্ঞানলাভের জন্য তোমার চরণের ছায়া আশ্রয় করিতেছি । ৪০

বিশ্বাস্তি—যদিও সৃষ্টির পূর্বে তৎকালে যতিগণের অস্তিত্ব ছিল না, তথাপি সর্বশাস্ত্রবিজ্ঞানবিশ্ব ত্রিকালজ্ঞ

ঋষিগণ অসঙ্গমনে তোমার মুখকমলরূপ নীড় হইতে বেদরূপ যে সকল বিহঙ্গম নির্গত হন তাহাদের অনুসরণ করিয়া ঘাঁহার অন্বেষণ করিয়া থাকেন এবং কলুষনাশিনী নদীগণের মধ্যে সর্ববিশ্রেষ্ঠা গঙ্গা যে পদ হইতে উদ্ভূতা এবং তজ্জন্তু গঙ্গার সেবা করিয়া অনেকে যে পদ লাভ করিয়া থাকেন, আপনার সেই পাদপদ্ম তীর্থস্বরূপ, আমরা তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । ৪১

শ্রদ্ধাবলে শ্রবণাদিরূপ ভক্তির দ্বারা শোধিত-হৃদয়ে যে পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া, তোমার সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞানের ও বৈরাগ্য লাভের দ্বারা বিষয়ীরাও ধীর হইয়া থাকেন, এতএব আমরা আপনার ঐ পাদপীঠেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি । ৪২

হে প্রভো ! তুমি কৃপাপূর্বক এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের জন্ত অবতার গ্রহণ করিয়া থাক, এই জন্তই আমরা সকলে তোমার সেই পাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করিতেছি—ঐ পাদপদ্ম আশ্রিত ব্যক্তিগণকে সৃষ্টি ও অভয় প্রদান করিয়া থাকে । ৪৩

দেবগণ সর্বজ্ঞতা হেতুই ঐ ভাবে শ্রীভগবানের স্তব করিয়া-হিলেন । ৩৯



এং সানুবন্ধেহসতি দেহগেহে মমাহমিত্যুচ্ছুরাএহাণাম্ ।  
 পুংসাং হৃদরং বসতোহপি, পূৰ্ব্যাং ভজেম তৎ তে ভগবন্ পদাঙ্কম্ ॥ ৪৪ ॥  
 তান্ বৈ হৃসদব্রুতিভি রক্ষিতিৰ্যে পরাহতাস্তম'নসঃ পরেশ ।  
 অথো ন পশ্যন্ত্যরুণায় নুনং যে তে পদম্ভাসবিলাসলক্ষ্ম্যাঃ ॥ ৪৫ ॥  
 পানেন তে দেব কথাস্থধায়াঃ প্রবুদ্ধভক্ত্যা বিশদাশয়া মে ।  
 বৈরাগ্যসারং প্রতিলভ্য বোধং যথাঞ্জসান্বীযুরকুণ্ঠধিক্ষ্যম্ ॥ ৪৬ ॥  
 তথাপরে চাত্মসমাধিযোগবলেন জিহ্বা প্রকৃতিং বলিষ্ঠাম্ ।  
 হ্রাসেব ধীরাঃ পুরুষং বিশস্তি তেষাং শ্রমঃ শ্রাম তু সেবয়া তে ॥ ৪৭ ॥  
 তৎ তে বহু লোকসিস্থক্ষয়াণ্ড ত্রয়াশুস্বক্কাঙ্গিভিরাঙ্গুভিঃ স্ম ।  
 সৰ্ব্বে বিদুষ্টাঃ স্ববিহারতস্তং ন শরুমন্তং প্রতিহৰ্ত্তবে তে ॥ ৪৮ ॥  
 যাবদ্বলিং তেহজ্জ হরাম কালে যথা বয়ঙ্কান্নমদাম যত্র ।  
 যথোভয়েযাং ত ইমে হি লোকা বলিং হরন্তোহন্নমদন্ত্যনুহাঃ ॥ ৪৯ ॥

হে ভগবন্ ! তুমি জীবগণের দেহরূপ পুরে  
 অন্তর্ধামিকপে বাস করিলেও যাহাদের এই সোপ-  
 কবণ তুচ্ছদেহে ও গৃহে “আমি ও আমার” এই  
 বুদ্ধিতে প্রগাঢ় দুর্বাসনা জন্মে, তোমার যে পাদপদ্ম  
 তাহাদের দুঃপ্রাপ্য, আমরা তোমার সেই পাদপদ্মেরই  
 আশ্রয় লইলাম । ৪৪

হে পরমেশ্বর ! তুমি জীবের অন্তরে অন্তর্ধামি-  
 কপে থাকিলেও যাহাদের মন দুর্বৃত্ত ইন্দ্রিয়গণের  
 দ্বারা অপজ্ঞত হইয়া দূরে নাভ হয়, তাহারা হে  
 উরুগায় ! তোমার কথা দূরে থাকুক, তোমার  
 পাদপদ্মে আসক্তচিত্ত ভক্তগণকেও দেখিতে পার না  
 অর্থাৎ দেখিয়াও চিনিতে পারে না । ৪৫

হে দেব ! তোমার কথাস্থধা বাঁহারা পান  
 করেন, ভক্তি বুদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহারা সর্বপ্রকার  
 সাকামস্থখে বিতৃষ্ণ হন এবং তাঁহারা বৈরাগ্যের  
 সারভূত ভগবদ্বিষয়ক অনুভব লাভ করিয়া অন্যায়সে  
 বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন । ৪৬

অন্য বাঁহারা মোক্ষ কামনা করেন, সেই ধীর

ব্যক্তিগণ আত্মার সমাধিযোগ অবলম্বন করিয়া,  
 বলবতী প্রকৃতিকে জয় করিয়া সেই পরম পুরুষকে  
 প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাঁহারা সেবার দ্বারা ভগবদ্ভক্ত  
 কবিত্তে পারেন না বলিয়া তাঁহাদিগকে অভিশয় শ্রম  
 স্বীকার করিতে হয় । ৪৭

হে আদিপুরুষ ! আমরা তোমারই, যে হেতু  
 তুমি বিশ্বস্থিতির বাসনা করিয়া সজ্বাদি তিন গুণের  
 দ্বারা আমাদেরকে স্থষ্টি করিয়াছ, কিন্তু বিরুদ্ধস্বভাবে  
 মিলিত হইতে না পারিয়া তোমার ক্রীড়নকস্বরূপ  
 ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ করিয়া তোমাকে সমর্পণ করিতে  
 অসমর্থ হইলাম । ৪৮

অতএব হে অজ্ঞ ! যাহাতে আমরা তোমাকে  
 উপহার বা ভোগ্যদ্রব্য যথাকালে সমর্পণ করিতে  
 পারি, এবং যে প্রকারে আমরা অন্নভোজনে সমর্থ হই  
 আর তোমার এবং আমাদের অন্ন আহরণ করিয়া  
 নিরাপদে নিজ নিজ জীবনোপায়সাধনে সমর্থ হই,  
 তাহা করিবার জন্য আমাদেরকে স্বীয় শক্তি ও জ্ঞান  
 প্রদান কর । ৪৯

বিশ্রুতি—অসদব্রুতিতে আসক্ত হইলে সংসারলাভের  
 সামর্থ্য না থাকায় নিকটে অবস্থিত ভক্তদিগকেও চিনিতে  
 পারা যায় না এবং ঐ অজ্ঞ তাঁহাদিগের প্রতি অন্যায়ের

প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে । নলকুবর দেবতা হইয়াও  
 ইন্দ্রিয়গত হওয়ার নারদ ঋষিকে অন্যায় করিয়া-  
 ছিলেন । ৪৫



ত্বং নঃ স্মরাণামসি সন্নিধানাং কূটস্থ আশ্রয়ঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ।

ত্বং দেব শক্ত্যাং গুণকর্মযোনৌ রেতস্ত্বজ্জায়াং কবিমাদধেহজঃ ॥ ৫০ ॥

ততো বয়ং মৎপ্রমুখা যদর্থে বভূবিমাত্মন করবাম কিং তে ।

ত্বং নঃ স্বচক্ষুঃ পরিদেহি শক্ত্যা দেব ক্রিয়ার্থে যদনুগ্রহাণাম ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়ে স্কন্ধে

মহাদাছ্যপত্তিনাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

হে নাথ! তুমি কারণ-স্বরূপ ও কার্য-স্বপক্ষ | যে উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হইলাম, আমাদিগকে যদি সেই দেবগণের আদিকারণ, নির্বিকার পুরাতন পুরুষ। সৃষ্টিকার্য্য করিতে হয়, তবে আমাদিগকে শক্তির যে হেতু হে দেব! তুমি নিজে জন্মরহিত হইয়াও সহিত স্বীয় জ্ঞান প্রদান কর, কারণ, হে দেব! সজ্জাদি গুণের ও সৃষ্টিস্থিতির কারণভূতা মায়া- তোমার অনুগৃহীত আমাদিগকে কার্য্যসাধন জন্য শক্তিরূপা বোনিতে সর্বত্র মহত্ত্বরূপ বার্য্য আধান এইরূপ শক্তি দিলেই আমাদের সৃষ্টির সামর্থ্য হইবে, করিয়াছ। ৫০

অতএব হে ঋত্বান! মহত্ত্ব-প্রমুখ আমরা নাই। ৫১

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।



## ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীধর্মিরূবাচ ।

ইতি তাঙ্গাং স্বশক্তিানাং সতীনাংসমেত্য সং । প্রস্থপুলোকতন্ত্রাণাং নিশাম্য গতিমীশ্বরঃ ॥ ১ ॥  
কালসংজ্ঞাং তদা দেবীং বিভ্রচ্ছক্তিযুগ্মকুমঃ । ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বানাং গণং যুগপদাবিশং ॥ ২ ॥  
সোহনুপ্রবিষ্টৌ ভগবাংশ্চেক্টারূপেণ তং গণম্ । ভিন্নং সংযোজয়ামাস স্তপ্তং কৰ্ম্ম প্রবোধয়ন্ ॥ ৩ ॥  
প্রবুদ্ধকৰ্ম্মা দৈবেন ত্রয়োবিংশতিকৌ গণং । প্রেরিতোহজনযং স্বাভির্মাত্রাভিরধিপুরুষম্ ॥ ৪ ॥  
পরেণ বিশতা স্বস্মিন্ মাত্রয়া বিশ্বস্ংগগণঃ । চূকোভান্যোন্ত্যমাসাত্ত যস্মিন্মৌক্যশ্চরাচরাঃ ॥ ৫ ॥  
হিরণ্যঃ স পুরুষঃ সহস্রপরিবৎসরান্ । অশুকোষ উবাসাপ্ স্ত সর্বসদ্বোপবৃংহিতঃ ॥ ৬ ॥  
স বৈ বিশ্বস্ংজ্ঞাং গৰ্ভে দৈবকৰ্ম্মাজ্ঞশক্তিমান্ । বিবভাজ্ঞানাজ্ঞানমেকধা দশধা ত্রিধা ॥ ৭ ॥  
এষ হ্রশেষসত্ত্বানামাত্মাংশঃ পরমাত্মনঃ । আন্যোহবতারো যত্রাসৌ ভূতগ্রামো বিভাব্যতে ॥ ৮ ॥

### বিরাট মূর্ত্তির সৃষ্টি

শ্রীমৈত্রেয় ঋষি কহিলেন—ঐশ্বরের স্বাধীন শক্তিগণ পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে না পারিয়া বিশ্ব-রচনায় সামর্থ্যহীন হইয়াছে, তাহাদের প্রমুখ্যৎ এই গতি অবগত হইয়া কালসংজ্ঞা শক্তি বা প্রকৃতি দেবীকে অবলম্বন করিয়া সেই মহেশ্বর ত্রয়োবিংশতি ভবের গণে অন্তর্য্যামিষহেতু একই সময়ে প্রবিষ্ট হইলেন । ১-২

সেই ভগবান্ ক্রিয়াশক্তির দ্বারা সেই ভবগণে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের ক্রিয়া বা জীবের অদৃষ্ট যাহা প্রস্থপ্ত ছিল, তাহার প্রকাশ পুরঃসর ভিন্ন ভিন্ন ভবকে একত্র সংযুক্ত করিলেন । ৩

সেই মহাদাদি ত্রয়োবিংশতিগণের ক্রিয়াশক্তি প্রকাশিত হওয়ায় তাহারা শ্রীভগবান্-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া নিজ নিজ অংশ দ্বারা অধিপুরুষ বা বিরাট দেহ উৎপন্ন করিল । ৪

আগনাতে অংশ দ্বারা পরমেশ্বর প্রকাশ করায়

বিস্তৃতি—ত্রয়োবিংশতি ভব বলিতে মহত্ত্ব, অহঙ্কার-ভব, পঞ্চভূতাত্ম, পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় বুঝাইতেছে । ঐশ্বর্য্যবান্ স্বকর্তৃ-সমূহকে কলিত বা ক্ষোভিত করেন বলিয়া কাল শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শ্রীজীব সকলকে মিলিত

সেই ভবগণ পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া গর্ভকপে গণিত হইল এবং তাহাতেই এই চরাচর লোক সকল অবস্থিত আছে । ৫

সেই হিরণ্যপুরুষ সহস্র বৎসর যাবৎ আপনার সহিত শয়নকারী জীবসমূহের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া এই ব্রহ্মাশুকোষের অন্তর্বর্ত্তী জলমধ্যে বাস করিয়া-ছিলেন । ৬

সেই বিবের স্বজনকারী ভবসমূহের গর্ভ অর্থাৎ কায্যকপ বিরাট মূর্ত্তি জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও আত্মশক্তি-সম্মিলিত হইয়া আপনা হইতেই এক, দশ, ও তিন প্রকারে বিভক্ত হইল অর্থাৎ জ্ঞানশক্তির দ্বারা হৃদয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপে, ক্রিয়াশক্তির দ্বারা দশপ্রাণরূপে দশ প্রকার এবং অধ্যাত্ম, অধিদেব ও অধিভূতভেদে তিনরূপে তিন প্রকারে বিভক্ত হইল । ৭

ঐ বিরাট পুরুষ অশেষ প্রাণিগণের আত্মা ও তিনি পরমাত্মার অংশ জীব এক ইনিই আদি অবতার—যেহেতু, তাহাতেই ভূত সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে । ৮

করেন, এই অর্থে কাল শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । বিশ্বনাথ “কালশক্তি” শব্দে প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ২

পরমাত্ম-উপাসকের চিত্তগুহির অস্ত সর্বপ্রথমে ইহারই উপাসনা কর্তব্য—এই অস্ত সর্বপ্রথমে ইহার কথা বলা হইল । ৮



সাধ্যাত্মঃ সাধিদৈবশ্চ সাধিভূত ইতি ত্রিধা । বিরাহি প্রাণো দশবিধ একধা হৃদয়েন চ ॥ ৯ ॥  
 স্মরন্ বিশ্বসৃজামীশো বিজ্ঞাপিতমধোকজঃ । বিরাজমতপং স্বেন তেজসৈষাং বিরক্তয়ে ॥ ১০ ॥  
 অথ তস্তাভিতপ্তস্ত কতিধায়তনানি হ । নিরভিগন্ত দেবানাং তানি মে গদতঃ শৃণু ॥ ১১ ॥

তস্তাগ্নিরাস্তং নির্ভিন্নং লোকপালোহবিশং পদম্ ।

বাচা স্বাংশেন বক্তব্যং যয়াসৌ প্রতিপত্ততে ॥ ১২ ॥

নির্ভিন্নং তালু বরুণো লোকপালোহবিশঙ্করে : । জিহ্বয়াংশেন চ রসান্ যয়াসৌ প্রতিপত্ততে ॥ ১৩ ॥  
 নির্ভিন্নে অশ্বিনৌ নাসে বিষ্ণোরাবিশতাং পদম্ । ভ্রাণেনাংশেন গন্ধস্ত প্রতিপত্তিৰ্যতো ভবেৎ ॥ ১৪ ॥  
 নির্ভিন্নে অক্ষিণী ত্বষ্টা লোকপালোহবিশদ্বিতো : । চক্ষুযাংশেন রূপাণাং প্রতিপত্তিৰ্যতো ভবেৎ ॥ ১৫ ॥  
 নির্ভিন্নাত্মস্ত চন্দ্রাণি লোকপালোহনিলোহবিশং । প্রাণেনাংশেন সংস্পর্শং যেনাসৌ প্রতিপত্ততে ॥ ১৬ ॥  
 কর্ণবস্ত বিনির্ভিন্নৌ ধিষাং স্বং বিবিশুদ্দিশঃ । শ্রোত্রেণাংশেন শব্দস্ত সিদ্ধিং যেন প্রপত্ততে ॥ ১৭ ॥  
 ত্বচমস্ত বিনির্ভিন্নাং বিবিশুর্ধিষ্যমোষধী : । অংশেন রোমভিঃ কণ্ডুং যৈরসৌ প্রতিপত্ততে ॥ ১৮ ॥

এ বিরাট পুরুষ আত্মশক্তি দ্বারা অধ্যাত্ম, অধিদেব ও অধিভূত এই তিন প্রকার, ক্রিয়াশক্তির দ্বারা প্রাণাদি দশবিধ হওয়ায় দশ প্রকার, আর জ্ঞান-শক্তি দ্বারা হৃদয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ জীব হওয়ায় এক প্রকার হইলেন । ৯

ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত পুরুষ সেই পরমেশ্বর বিশ্বের সৃজনকারী তৎসমূহের পূর্বের বিজ্ঞাপিত বাক্য স্মরণ করিয়া তাহাদের বৃত্তি-সম্পাদনের জন্য নিজ তেজ বা চিৎশক্তির দ্বারা এ বিরাট মূর্তিকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন । ১০

হে বিত্তর ! এ বিরাট মূর্তি প্রকাশিত হইলে তাহা হইতে দেবতাদিগের কতপ্রকার আয়তন ভিন্ন ভিন্ন হইয়া প্রকাশ পাইল, তাহা শ্রবণ কর । ১১

তাঁহার মুখ পৃথকভাবে উৎপন্ন হইলে লোকপাল অগ্নি নিজের অংশভূত বাক্যের সহিত তাহাতে অধিষ্ঠিত হইলেন, এ বাক্যের দ্বারাই জীব শব্দোচ্চারণে সমর্থ হইয়াছে । ১২

বিরাটরূপ হরির তালু পৃথকরূপে উৎপন্ন হইলে লোকপাল বরুণ স্বীয় অংশ জিহ্বার সহিত উহাতে প্রবিষ্ট হইলেন ; জীব এ রসনার দ্বারাই নানাবিধ রস গ্রহণ করিয়া থাকে । ১৩

সেই বিশ্বব্যাপী বিরাট পুরুষের নাসিকা পৃথক-রূপে উৎপন্ন হইলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বীয় স্বীয় অংশ ভ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন ; এ নাসিকাদ্বয় হইতেই গন্ধগ্রহণ-ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে । সেই বিরাট পুরুষের অক্ষিগোলকদ্বয় পৃথক-ভাবে প্রকাশিত হইলে লোকপাল ত্বষ্টা স্বীয় অংশ দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত উহাতে অধিষ্ঠিত হইলেন ; এ চক্ষুদ্বয় হইতেই রূপদর্শনব্যাপার নিম্পন্ন হইয়া থাকে । ১৪-১৫

এরূপে বিরাটের শরীরস্থ চন্দ্র স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ পাইলে লোকপাল বায়ু স্বীয় অংশ প্রাণরূপ হগিন্দ্রিয়ের সহিত উহাতে প্রবিষ্ট হইলেন, উহা দ্বারা সম্যকরূপে স্পর্শজ্ঞান জন্মিয়া থাকে । ১৬

বিরাটের কর্ণদ্বয় পৃথকরূপে প্রকাশিত হইলে দিক্ সকল স্বীয় অংশ শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন ; শ্রোত্রেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দের জ্ঞান হইয়া থাকে । ১৭

তাঁহার ত্বক্ পৃথকরূপে প্রকাশিত হইলে ওষধি সকল স্ব স্ব অংশ রোমের দ্বারা তাহাতে অধিষ্ঠিত হইলেন, এ রোমাবলীর দ্বারাই কণ্ডুতির জ্ঞান জন্মিয়া থাকে । ১৮



যেতঃ তস্য বিনির্ভিন্নং স্বধিষ্ঠ্যং ক উপাধিশং । রেতসাংশেন যেনাসাধানন্দং প্রতিপদ্যতে ॥ ১৯ ॥  
 শুদ্ধং পুংসো বিনির্ভিন্নং মিত্রো লোকেশ আধিশং । পায়ুনাংশেন যেনাসৌ বিসর্গং প্রতিপদ্যতে ॥ ২০ ॥  
 হস্তাবস্ত্য বিনির্ভিন্নাবিন্দ্রঃ স্বঃপতিরাধিশং । বার্তায়াংশেন পুরুষো যয়া বৃত্তিঃ প্রপদ্যতে ॥ ২১ ॥  
 পাদাবস্ত্য বিনির্ভিন্নৌ লোকেশো বিষ্ণুরাধিশং । গত্যাংশেন পুরুষো যয়া প্রাপ্যং প্রপদ্যতে ॥ ২২ ॥  
 (বুদ্ধিষ্ঠ্যস্ত্য বিনির্ভিন্নাং বাগীশো ধিষ্ঠ্যমাধিশং । বোধেনাংশেন বোদ্ধব্যং প্রতিপত্তির্যতো ভবেৎ) ॥ ২২ ॥ ক  
 হৃদয়কাস্ত্য নিভিন্নং চন্দ্রমা ধিষ্ঠ্যমাধিশং । মনসাংশেন যেনাসৌ বিক্রিয়াং প্রতিপদ্যতে ॥ ২৩ ॥  
 আত্মানকাস্ত্য নিভিন্নমাভিমানোহধিশং পদম্ । কৰ্ম্মণাংশেন যেনাসৌ কর্তব্যং প্রতিপদ্যতে ॥ ২৪ ॥  
 সত্ত্বকাস্ত্য বিনির্ভিন্নং মহান্ ধিষ্ঠ্যমুপাধিশং । চিত্তেনাংশেন যেনাসৌ বিজ্ঞানং প্রতিপদ্যতে ॥ ২৫ ॥  
 শীর্ষোহিস্ত্য ত্তোর্থরা পদ্ম্যাং খং নাভেরুদপদ্যত । ঞ্ণানাং বৃত্তয়ো যেষু প্রতীয়ন্তে সুরাদয়ঃ ॥ ২৬ ॥  
 আত্মাস্তিকেন সন্তেন দিবং দেবাঃ প্রপেদিরে । ধরাং রজঃস্বভাবেন পণয়ো যে চ তানসু ॥ ২৭ ॥  
 তাত্তীয়েন স্বভাবেন ভগবন্মাভিমাশ্রিতাঃ । উভয়োরন্তরং ব্যোম যে রুদ্রপার্ষদাং গণাঃ ॥ ২৮ ॥

ঐ পুরুষের উপস্থ পৃথকরূপে প্রকাশিত হইলে, প্রজাপতি স্বীয় অংশ শুক্রের সহিত তাহাতে প্রবেশ করেন, ঐ শুক্রের দ্বারা আনন্দের অনুভূতি হইয়া থাকে । বিরাট-পুরুষের পায়ুস্থান পৃথক হইয়া প্রকাশ পাইলে মিত্রদেবতা আপনার অংশ পায়ু ইন্দ্রিয়সহ তাহাতে প্রবেশ করিলেন, উহা দ্বারা মলত্যাগাদি কৰ্ম্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে । ১৯-২০

বিরাট-পুরুষের হস্তদ্বয় পৃথক প্রকাশ পাইলে স্বর্গপতি ইন্দ্র স্বীয় অংশ ক্রয়-বিক্রয়াদি ব্যবহারের সহিত তাহাতে অধিষ্ঠিত হইলেন—এই ক্রয়-বিক্রয়াদি ব্যবহারের দ্বারা জীব জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে । ২১

বিরাট-পুরুষের পদদ্বয় পৃথকরূপে প্রকাশিত হইলে লোকেশ্বর বিষ্ণু স্বীয় অংশ গতিশক্তির দ্বারা তাহাতে অধিষ্ঠিত হইলেন—এই গতিশক্তির দ্বারাই জীব দেশান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ২২

অনন্তর বিরাট-পুরুষের বুদ্ধি পৃথকরূপে প্রকাশিত হইলে বাগীশ ব্রহ্মা স্বীয় অংশ বোধশক্তির দ্বারা তাহাতে অধিষ্ঠিত হইলেন । পুরুষের সেই বোধশক্তির দ্বারা বোদ্ধব্য-বিষয়ের অনুভূতি হইয়া থাকে । ২২ ক

বিরাট-পুরুষের হৃদয় পৃথকরূপে প্রকাশিত হইলে চন্দ্রমা স্বীয় অংশ মনের সহিত তাহাতে অধিষ্ঠিত

হইলেন, উহা দ্বারাই জীবের সাকল্যবিকল্পাত্মক বিকার ঘটিয়া থাকে । ২৩

অনন্তর বিরাট-পুরুষের অহঙ্কার পৃথকরূপে উৎপন্ন হইল এবং রুদ্র স্বীয় অংশ অহংবৃত্তির দ্বারা তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন, পুরুষই অহংভাবের দ্বারা স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকে । ২৪

অতঃপর বিরাট-পুরুষের চিত্ত পৃথকরূপে উৎপন্ন হইলে মহত্ত্ব স্বীয় অংশ চেতনার দ্বারা তাহাতে অধিষ্ঠিত হইলেন, ঐ চেতনার বা চৈতন্ত্যের দ্বারা বিজ্ঞানের বা সমান ভাবের জ্ঞানের অনুভব হইয়া থাকে । ২৫

তদনন্তর বিরাট-পুরুষের শীর্ষদেশ হইতে স্বর্গ, পদদ্বয় হইতে পৃথিবী, নাভিদেশ হইতে আকাশ বা ভুবরৌক উৎপন্ন হইল ; ঐ সকল স্থানে সত্যাদি গুণত্রয়ের পরিণামরূপে দেবতাদি প্রতীয়মান হইয়া থাকেন । ২৬

আত্মাস্তিক সত্ত্বগুণের দ্বারা স্বর্গে অবস্থিত, বজ্রাদি সাধক মনুহুগণ ও তাহাদের প্রয়োজন-সাধক গবাদি পশু রজঃস্বভাব হেতু পৃথিবীতে এবং রুদ্র-পার্ষদ ভূতাদিগণ তমোগুণ হেতু স্বর্গ ও পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থিত ব্যোম বা আকাশরূপ ভগবান্ বিরাটের নাভিদেশ আশ্রয় করিয়া আছে । ২৭-২৮



মুখতোহবর্তত ব্রহ্ম পুরুষস্য কুরুত্বম্ । যন্তুমুখদ্বাদ্বর্ণানাং মুখোহভূদব্রাহ্মণো গুরুঃ ॥২৯॥  
 বাহুভ্যোহবর্তত কল্পং ক্ষত্রিয়স্তদমুত্রতঃ । যো জাতদ্বায়তে বর্ণান্ পৌরুষঃ কণ্টকক্ষতাং ॥৩০॥  
 বিশোহবর্তন্ত তন্তোর্ব্বৈলোকবৃত্তিকরীবিভোঃ । বৈশ্বস্তদুভবো বার্তাং নৃণাং যঃ সমবর্তয়ৎ ॥৩১॥  
 পশ্চ্যাং ভগবতো জজ্ঞে শুশ্রূষা ধর্ম্মসিদ্ধয়ে । তন্ত্যাং জাতঃ পুরা শূদ্রো যদ্বস্ত্য তুয়াতে হরিঃ ॥৩২॥  
 এতে বর্ণাঃ স্বধর্ম্মেণ যজন্তি স্বগুরুং হরিম্ । অক্সয়াত্মবিশুদ্ধার্থং যজ্ঞজাতাঃ সহ বৃত্তিভিঃ ॥ ৩৩ ॥  
 এতৎ ক্ষতভগবতো দৈবকর্মাঙ্গরূপিণঃ । কঃ শ্রদ্ধায়াহুপাকর্ত্তং যোগমায়াবলোদয়ম্ ॥ ৩৪ ॥  
 অথাপি কীর্ত্তয়াম্যঙ্গ যথামতি যথাক্রমতম্ । কীর্ত্তিং হরেঃ স্যাং সৎকর্ত্তুং গিরগন্ত্যভিধাসতীম্ ॥৩৫॥

একাক্ষলাভং বচসো নু পুংসাং স্থল্লোকমৌলেপ্তং বাদমাহুঃ ।

অতঃশ্চ বিদ্বদ্বিরূপাকৃতায়াং কথাস্থধায়ামুপসংপ্রয়োগম্ ॥ ৩৬ ॥

হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! সেই বিরাট-পুরুষের মুখ হইতে বেদ ও ব্রাহ্মণ সকল উৎপন্ন হইলেন, এবং ঐ বেদই অধ্যাপনাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণের বৃত্তি-স্বরূপ হওয়াতে তাঁহাদের জীবিকাও সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হইল, ব্রাহ্মণগণ তাঁহার মুখ হইতে জন্মগ্রহণ করায় তাঁহার বর্ণের শ্রেষ্ঠ এবং গুরু হইয়াছেন । ২৯

বিরাট-পুরুষের বাহু হইতে কল্প অর্থাৎ পালনরূপা বৃত্তি উৎপন্ন হইল ও ঐ বৃত্তির অনুবর্তী ক্ষত্রিয়বর্ণ উৎপন্ন হইল, এবং ক্ষত্রিয় পুরুষের অংশস্বরূপ জন্মগ্রহণ করায় চৌরাদির উপদ্রব হইতে বর্ণসকলকে রক্ষা করিয়া থাকে । ৩০

ঐ বিদুর উরুদ্বয় হইতে লোকের জীবিকার কারণ-স্বরূপ কৃষি আদি ব্যবসায় সকল উৎপন্ন হইল ও বৈশ্যজাতিই সেই উরুদেশ হইতে উৎপন্ন হইল এবং সেই কারণেই বৈশ্যজাতির কৃষ্যাদি ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ হইয়া থাকে । ৩১

অতঃপর সেই বিরাট-পুরুষের পাদদ্বয় হইতে ধর্ম্ম-সিদ্ধির জন্ত শুশ্রূষার উৎপত্তি হইল; সেই বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া পুরাকালে শূদ্রজাতির উদ্ভব হইয়াছিল এবং ঐ বৃত্তির দ্বারা শ্রীহরি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন । ৩২

এই সকল বর্ণ নিজ নিজ বৃত্তির সহিত ভগবান হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তজ্জন্ত ইহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আত্মবিশুদ্ধির জন্ত স্বধর্ম্মপালনের দ্বারা আপনাদের গুরু সেই ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকে । ৩৩

হে বিদুর ! কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবরূপ শক্তি-সমন্বিত ভগবানের ঐ বিরাট রূপ যোগমায়াবলে প্রকাশিত হইয়াছে, অতএব তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করা দূরে থাকুক, তাহার বর্ণনা করিবার অভিলাষও কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে । ৩৪

হে প্রিয়তম বিদুর ! তথাপি আমি গুরু-মুখ হইতে যে রূপ শুনিয়াছি, এবং বুদ্ধির দ্বারা তাহা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তদনুসারে তাঁহার কীর্ত্তি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব, কেন না, উহা দ্বারা অঙ্গ কথার দ্বারা মলিনীভূত আমার বাগিন্দ্রিয় পবিত্র হইবে । ৩৫

পুণ্যশ্লোক-শিরোমণি ভগবানের গুণকীর্ত্তনই পুরুষদিগের বাক্যের ঐকান্তিক স্নানিষ্ঠিত লাভ আর বিদ্বজ্জনকর্ষক বর্ণিতা তদীয় কথারূপ স্মৃধায় কর্ণের স্নানিকর্ষেই উহার সার্থকতা । ৩৬

**বিস্তৃতিঃ**—বিভক্তদ্বারা শূদ্রের বিশেষ ধর্ম্ম হইলেও ভগবানের গুণদ্বারা সর্ববর্ণেরই সাধারণ ধর্ম্ম; এবং তাহার দ্বারা ইতিভগবান পরিভূত হন । বস্তুতঃ ভগবানের প্রতি

ভক্তি ব্যতীত ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমবিহিত ধর্ম্মের আচরণ করিলেও তাহাতে ভগবানের তুষ্টি হয় না । এই ভক্ত বেদাদি হইতেও গুণদ্বারা উৎকর্ষ সূচিত হইয়াছে । ৩২ ।



আত্মনোহবসিতো বৎস মহিমা কবিনাদিনা। সংবৎসরসহস্রান্তে ধিয়া যোগবিপকয়া ॥ ৩৭ ॥  
 অতো ভাগবতী মায়া মায়িনামপি মোহিনী। যৎ স্বয়ংকাজ্জবজ্জীয়া ন বেদ কিমুতাপরে ॥ ৩৮ ॥  
 যতোহপ্রাপ্য ন্যবর্তন্ত বাচশ্চ মনসা সহ। অহংকান্য ইমে দেবাস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
 বিদুরমৈত্রেয়সংবাদে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

হে বৎস! শ্রীহরির মহিমা অত্যন্ত দুষ্কর।  
 আদিকবি ব্রহ্মা যোগগুরু বুদ্ধির দ্বারা সহস্র  
 সংবৎসরের অন্তেও সেই পরমাত্মার মহিমা জানিতে  
 সমর্থ হইয়াছিলেন কি? অতএব ভগবানের মায়া  
 মায়াবীদিগেরও মোহকারিণী, যেহেতু যখন স্বয়ং  
 ভগবানই স্বীয় মায়ার গতি জানিতে পারেন না,ই  
 তখন অপরের কথা আর কি বলিব? ৩৭ ৩৮

ঐহাকে জানিবার জন্য বাক্যসকল প্রবৃত্ত হইয়া  
 তাঁহাকে মনের সহিত অন্বেষণ করিয়া তাঁহাকে না  
 পাইয়া নিবৃত্ত হইয়াছে; এমন কি, অহঙ্কারাধিষ্ঠাতা  
 রুদ্র ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা এই দেবগণ ও অগ্ন্য কেহই  
 তাঁহাকে অবগত হইতে পারেন না,ই, অতএব তাঁহাকে  
 জানিবার চেষ্টা বিফল জানিয়া কেবল তাঁহাকে  
 নমস্কার করিতেছি। ৩৯

বিশ্বস্তি ৪—ভগবানের মায়া-বিকৃতি অনন্ত—এই জন্য স্বয়ং ভগবানও তাহার অন্ত করিতে পারেন না। ৩৮

তৃতীয় স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।



## সপ্তম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ ।

এবং ক্রবাণং মৈত্রেয়ং দ্বৈপায়নশ্রুতো বুধঃ । শ্রীণয়ম্বিব ভারত্যা বিদুরঃ প্রত্যভাষত ॥ ১ ॥

শ্রীবিদুর উবাচ ।

ব্রহ্মন্ কথং ভগবতশ্চিন্মাত্রস্ত্রাবিকারিণঃ । লীলয়া বাপি যুজ্যেরন্ নিগুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২ ॥

ক্রীড়ায়ামুদ্রমোহর্ডশ্চ কামশ্চক্রীড়িষাশ্রুতঃ । স্বতন্তুপ্তশ্চ চ কথং নিবৃত্তশ্চ সদাশ্রুতঃ ॥ ৩ ॥

অস্ত্রাক্রীড়গবান্ বিম্বং গুণময্যাত্মমায়য়া । তয়া সংস্থাপয়তোতত্ত্বয়ঃ প্রত্যপিদাস্ততি ॥ ৪ ॥

দেশতঃ কালতো যোহসাববস্থাতঃ স্বতোহশ্রুতঃ । অবিলুপ্তাববোধাত্মা স যুজ্যেতাজয়া কপম্ ॥ ৫ ॥

ভগবানেক এবৈষ সর্বক্কেত্রেষবস্থিতঃ । অমুষ্য দুর্ভগহং বা ক্রেশো বা কশ্মভিঃ কুতঃ ॥ ৬ ॥

এতস্মিন্ মে মনো বিদ্বন্ ধিত্বতেহজ্ঞানসঙ্কটে । তন্নঃ পরাগুদ বিভো কশ্মলং মানসং মহৎ ॥ ৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ ।

স ইথং চোদিতঃ ক্রভ্রা তত্বজিজ্ঞাসুনা মুনিঃ । প্রত্যাহ ভগবচ্চিত্তঃ স্ময়ম্বিব গতস্ময়ঃ ॥ ৮ ॥

বিদুরের প্রশ্ন ।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, হে মহারাজ ! মৈত্রেয় মুনি এইরূপ কহিলে দ্বৈপায়ন-পুত্র সুপণ্ডিত বিদুর মধুর বাক্যের দ্বারা তাঁহার শ্রীতিবর্ধন-পূর্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । ১

শ্রীবিদুর কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! চিন্মাত্র ও নির্বিকার ভগবানের কি প্রকারে গুণ ও ক্রিয়ার সম্বন্ধ ঘটিল ? যিনি স্বভাবতঃ নিগুণ এবং নির্বিকার, লীলার দ্বারাই বা তাঁহাতে কি প্রকারে গুণের ও ক্রিয়ার সংযোগ সিদ্ধ হইতে পারে ? ২

আসক্তি হেতু বালকের ক্রীড়ার ইচ্ছা হইয়া থাকে, কিন্তু যিনি স্বভাবতঃই তৃপ্ত অতএব আসক্তি-শূন্য এবং সর্বদা অশ্রু হইতে নিবৃত্ত অতএব অসঙ্গ, তাঁহার ক্রীড়ার বা লীলার ইচ্ছা কি প্রকারে হইল ? ৩

ভগবান্ গুণময়ী আত্মমায়ার দ্বারা এই বিশ্বের

বিস্তৃতিঃ—পরমেশ্বর আত্মারাম ও দ্বিতীয়-রহিত, অতএব তাঁহাতে ইচ্ছার অস্তিত্ব সম্ভব হইতে পারে না—বিদুরের এই

সৃষ্টি করিয়াছেন, ঐ মায়ার দ্বারাই এই বিশ্বের পালন এবং পুনরায় বিলোপ-ক্রমে ইহার তিরোধান ঘটাইয়া থাকেন । ৪

পরন্তু দেশ, কাল বা অবস্থা হইতে অথবা নিজ হইতে অশ্রু হইতে যাহার বোধশক্তি লুপ্ত হয় না, সেই জীবনরূপী আত্মা কি প্রকারে অবিচার সহিত যুক্ত হন ? ৫

এই ভগবানই ত' জীবরূপে সকল দেহরূপ ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত আছেন, অতএব জীবের কি প্রকারে কর্মের দ্বারা দুর্ভাগ্য-ক্লেশ সম্ভবপর হইতে পারে ? ৬

হে ব্রহ্মজ্ঞ ! এই অজ্ঞানরূপ দুর্গে আমার মন ধ্রিয় হইতেছে। অতএব আমার মনের এই মহামোহ বিনাশ করুন । ৭

শুকদেব কহিলেন—মহারাজ ! তত্বজিজ্ঞাসু বিদুর-কর্তৃক এই প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই মুনি চিন্তাবৃত্তি ভগবানে অর্পণ করিয়া গতবিস্ময় হইলেও বিস্ময় প্রকাশ পুরঃসর কহিলেন—৮

কথার ইহাই অভিপ্রায় । জীবের নিত্য, সর্বব্যাপি ইত্যাদি ধর্ম স্বীকার করিয়া গইয়া এই প্রশ্ন করা হইতেছে । ৩-৫



শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

সেয়ং ভগবতো মায়া যন্ময়েন বিরূধ্যতে । ঈশ্বরস্ত বিমুক্তস্ত কার্পণ্যমুত বন্ধনম্ ॥ ৯ ॥  
 যদর্থেন বিনামুষ্য পুংস আত্মবিপর্যায়ঃ । প্রতীয়ত উপদ্রকুঃ স্বশিরশ্ছেদনাদিকঃ ॥ ১০ ॥  
 যথা জলে চন্দ্রমসঃ কম্পাদিস্তৎকৃতো গুণঃ । দৃশ্যতেহসন্নপি দ্রষ্টুরাত্মনোহনাত্মনো গুণঃ ॥ ১১ ॥  
 স বৈ নিবৃত্তিধর্ম্মেণ বাহুদেবানুকম্পয়া । ভগবন্তুক্তিযোগেন তিরোধন্তে শনৈরিহ ॥ ১২ ॥  
 যদেদ্রিয়োপরামোহং দ্রষ্ট্রাত্মনি পরে হরৌ । বিলীয়ন্তে তদা ক্রেশাঃ সংস্পৃশ্তেব কৃৎস্নশঃ ॥ ১৩ ॥  
 অশেষসংক্রেশশমং বিধন্তে গুণানুবাদশ্রবণং মুরারেঃ ।

কিং বা পুনস্তচ্চরণারবিন্দপরাগসেবারতিরাত্মলক্কা ॥ ১৪ ॥

শ্রীবিহুর উবাচ ।

সংছিন্নঃ সংশয়ো মহং তব সূক্তাসিনা বিভো । উভয়ত্রাপি ভগবন্ মনো মে সংপ্রধাবতি ॥ ১৫ ॥  
 সাধেতদ্ব্যাপ্তং বিদ্বন্মাত্মমায়ানং হরেঃ । আভাত্যপার্থং নিস্কূলং বিশ্বমূলং ন যদ্বহিঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে বিহুর! বিমুক্তস্বকপ ভগবানের এই যে খবিজ্ঞা কর্তৃক বন্ধন এবং সর্বাশক্তি-মান ভগবানের এই যে কার্পণ্য—এই যে প্রতীয়মান তর্কবিরোধ, ইহাষ্ট সেই ভগবানের মায়া । ৯

মনুষ্য স্বপ্নাবস্থায় নিজ মৃগ ছিন্ন দেখিয়া আপনাকে বিকৃতদেহ মনে করিলেও যেমন তাহা বস্তৃতঃ মিথ্যা, সেইরূপ জীবের বন্ধন ও কার্পণ্য বস্তৃতঃ মিথ্যা হইলেও সেইরূপ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় । ১০

যেহুপ চন্দ্রের প্রতিবিম্ব জলে দৃষ্ট হইলেও জলের কম্পনাদি ধর্ম্ম তাহাতেই বিজ্ঞমান থাকে, আকাশের চন্দ্রে তাহা দেখা যায় না, সেইরূপ অনাত্মদেহাদি ধর্ম্ম মিথ্যা হইলেও জীবের তাহার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, দেহাভিমান-রহিত ঈশ্বরে তাহার অস্তিত্ব থাকে না । ১১

পরন্তু ক্রমশঃ ভগবান্ বাহুদেবের অনুকম্পা লাভ করিলে নিকামস্বভাব ভক্তিযোগের দ্বারা সেই দেহাভিনিবেশ তিরোহিত হইয়া থাকে । ১২

নিদ্রিত ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সকল যেমন তাহার অন্তর্ভাবীরূপ আত্মায় বিলীয়মান অবস্থায় সর্বতোভাবে

নিশ্চল থাকে সেইরূপ পরব্রহ্ম শ্রীহরিতে চিস্তবৃত্তি বিলীন হইলে সমস্ত চঃখের অবসান ঘটয়া থাকে । ১৩

শ্রীহরির গুণশ্রবণে ও গুণকথনেও অশেষ ক্রেশব শান্তি হইয়া থাকে, অতএব মনোমধ্যে যদি তাঁহার পাদপদ্ম সেবা-বিষয়িণী রতি লাভ করিতে পারা যায়, তবে তাহা কি না করিতে সমর্থ হয় ? । ১৪

শ্রীবিহুর কহিলেন, হে ভগবন্! চিহ্নপ ভগবানের জগৎকর্তৃহাদি এবং জীবের সংসার সম্বন্ধে আমার যে সংশয় ছিল, তাহা আপনার যুক্তিপরিপূর্ণ বাক্যরূপ খড়্গের দ্বারা ছিন্ন হইয়াছে, এখন আমার মন ঈশ্বরের স্বাধীনতা ও জীবের পরাধীনতার বিষয় সম্যকরূপে বুঝিতে পারিতেছে । ১৫

হে বিহব! আপনি শ্রীহরির জীববিষয়িণী যে মায়ার কথা বলিলেন, তাহা অতীব যুক্তিযুক্ত—কারণ, জীবের ঐ দুর্ভাগ্যাঙ্গী স্বপ্নাবস্থায় মৃগছেদনের স্থায় ত্যুক্ত, অতএব তাহা মূলশূন্য । হে ব্রহ্মন! বিশ্বের মূল যে অজ্ঞান, তাহাও ঐ মায়া ব্যতীত থাকিতে পারে না, অতএব সকল পদার্থই ঐ মায়াকে আশ্রয় করিয়া আছে । ১৬



যশ্চ মৃততমো লোকে যশ্চ বুদ্ধে: পরং গত:। তাবুভো স্ত্বধমেধেতে ক্লিষ্ট্যন্তুরিতো জন: ॥১৭॥  
 অর্থাভাবং বিনিশ্চিত্য প্রতীতস্তাপি নাত্মন:। তাক্ষাপি যুগ্মচ্চরণসেবয়াহং পরাণুদে ॥ ১৮ ॥  
 যৎসেবয়া ভগবত: কূটস্থস্য মধুদ্বিষ:। রতিরাসো ভবেৎ তীত্র: পাদয়োর্ব্যসনার্দন: ॥১৯॥  
 দুরাপা হুল্লতপস: সেবা বৈকুণ্ঠবত্স্ব ॥ যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দন: ॥২০॥  
 সৃষ্টীগ্রো মহাদানি সবিকারানুক্রমাৎ। তেভ্যো বিরাজমুদ্রত্য তমনু প্রাবিশদ্বিভূ: ॥২১॥  
 যমাহুরাণ্ডং পুরুষং সহস্রাঙ্ঘ্র্যক্ৰবাহুকম্। যত্র বিশ্ব ইমে লোকা: সবিকাশং ত আসতে ॥২২॥

যস্মিন্ দশবিধ: প্রাণ: সেন্দ্রিয়ার্থেন্দ্রিয়স্তিবিৎ।

ত্বয়েরিতো যতো বর্ণাস্তদ্বিভূতীর্বদস্ব ন: ॥ ২৩ ॥

যত্র পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈশ্চ নপ্তৃভি: সহ গৌত্রজৈ:।

প্রজা বিচিত্রাকৃত্য আসন্ যাভিরিদং ততম্ ॥ ২৪ ॥

এই সংসারে যে অভ্যস্ত মৃত অর্থাৎ দেহাদিতে আসক্ত অথবা যে ব্যক্তি প্রকৃতির অতীত পবনেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছে, এই উভয় ব্যক্তির সংশয় জন্ম ক্রেশের উদ্ভব হয় না, পরন্তু, ইহারা উভয়ে স্ত্বধে জীবন যাপন করিয়া থাকে, কিন্তু ইহাদের উভয়ের মধ্যবর্তী ব্যক্তি অর্থাৎ যে দুঃখপূর্ণ বলিয়া প্রপঞ্চ তাগ করিয়াছে অথচ পরমানন্দরূপী পরমাত্মার সন্ধান রাখে না, সেই ব্যক্তিই ক্রেশের ভাজন হইয়া থাকে। ১৭

কিন্তু এই অনাজ্ঞ সংসার-প্রপঞ্চ প্রভীত হইলেও ইহার কোনও অর্থ নাই অর্থাৎ এই অমূলক প্রতীতি মাত্র, এইরূপ নিশ্চয় হওয়ায় এখন আমি কৃতার্থ হইয়াছি, এখন ঐ প্রতীতিকেও আপনাদের চরণসেবার দ্বারা পরিত্যাগ করিতে পারি। ১৮

হে মুনো! আপনাদের চরণসেবার দ্বারা মধুসূদন ভগবানের চরণকমলে নিত্যকালব্যাপী প্রেমাৎসব লাভ হয় এবং তাহাতে দুর্ব্বার সংসার-বাসনা বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১৯

হে মহাত্মন! আপনার চ্যায় মহৎ ব্যক্তির ভগবান্ বিষ্ণুর এবং তদীয় লোক বৈকুণ্ঠের বত্স্বরূপ,

কারণ, তাঁহার সর্বদা দেবদেব জনার্দনের গুণকীর্তন করিয়া থাকেন, যাঁহাদের তপস্তা অল্প, তাঁহাদের পক্ষে তাহাদের সেবা প্রাপ্তি দুঃসাধ্য। ২০

হে ব্রহ্মন! সবশক্তিমান পরমেশ্বর সর্বপ্রথমে ইন্দ্রিয়াদির সহিত মহাদানি যথাক্রমে সৃষ্টি করিয়া সেই সকল অংশের দ্বারা বিরাটমূর্ত্তির প্রকাশ করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন। ২১

সেই বিরাটপুরুষের সহস্র চরণ, সহস্র উরু এবং সহস্র বাহু। পশ্চিদেরা ইঁহাকে আদিপুরুষ বলিয়া থাকেন, তাহাতেই এই বিশ্ব এবং এই লোক সকল অসঙ্কোচে বাস করিতেছে। ২২

হে ব্রহ্মন! আপনি কহিলেন, বিরাট পুরুষের ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় সকলের বিষয় ও দশবিধ প্রাণ আছে; আর সহ, ওজ, বল ভেদে ত্রিবিধ প্রাণও আপনা কর্তৃক উক্ত হইয়াছে, উহা হইতেই বর্ণ-সকলের উৎপত্তি হইয়াছে—অতএব তাহার বিভূতি সকল আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। ২৩

হে প্রভো! ঐ সকল বিভূতিতেই ত' পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র এবং গৌত্রজ এতৎসমুদয় প্রজাগণ বিচিত্রাকৃতি হইয়াছে এবং উহারাই এই জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। ২৪



প্রজাপতীনাং স পতিশ্চক্লেপে কান্ প্রজাপতীন ।

সর্গাংশৈবানুসর্গাংশ্চ মনুন্ মন্বন্তরাধিপান্ । এতেষামপি বংশাংশ্চ বংশানুচরিতানি চ ॥ ২৫ ॥  
উপর্য্যধশ্চ যে লোকা ভূমির্মিত্রাত্মজাসতে । তেষাং সংস্থাং প্রমাণঞ্চ ভূলোকস্য চ বর্ণয় ॥ ২৬ ॥  
তির্য্যঙ্গানুযদেবানাং সরীসৃগপতঞ্জিগাম্ । বদ নঃ সর্গসংবৃহৎ গার্ভশ্বেদদ্বিজোদ্ভিদাম্ ॥ ২৭ ॥  
গুণাবতারৈর্বিষ্মস্য সর্গস্থিত্যপ্যযাশ্রয়ম্ । স্বজতঃ শ্রীনিবাসস্য ব্যাচক্ষোদারবিক্রমম্ ॥ ২৮ ॥  
বর্ণাশ্রমবিভাগাংশ্চ রূপশীলস্বভাবতঃ । ঋষীণাং জন্ম কৰ্ম্মাণি দেবস্য চ বিকর্ষণম্ ॥ ২৯ ॥  
যজ্ঞস্য চ বিতানানি যোগস্য চ পথঃ প্রভো । নৈককর্ম্মস্য চ সাংখ্যস্য তন্ত্রং বা ভগবৎস্মৃতম্ ॥ ৩০ ॥  
পাষণ্ডপথবৈষম্যং প্রতিলোমনিবেশনম্ । জীবস্য গহয়ো যাশ্চ যাবতীশৃণকর্ম্মজাঃ ॥ ৩১ ॥  
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং নিমিত্তানুবিরোধতঃ । বার্তায়া দশুনীতেশ্চ শ্রুতস্য চ বিধিং পৃথক্ ॥ ৩২ ॥  
শ্রাদ্ধস্য চ বিধিং ব্রহ্মন্ পিতৃণাং সর্গমেব চ । গ্রহনক্ষত্রতারাগাং কালাবয়বসংস্থিতিম্ ॥ ৩৩ ॥  
দানস্য তপসো বাপি যচ্চেক্ষাপূর্ত্তয়োঃ ফলম্ । প্রবাসস্থস্য যো ধর্ম্মো যশ্চ পুংস উতাপদ ॥ ৩৪ ॥  
যেন বা ভগবাংস্থমে দ্বর্জ্যযোনির্জনাদিনঃ । সৎপ্রসাদতি বা যেষামেতদাখ্যাহি মেহনঘ ॥ ৩৫ ॥  
অনুব্রতানাং শিষ্যাণাং পুত্রাণাঞ্চ দ্বিজোদ্ভবঃ । অনাপৃষ্ঠমপি ক্রয়ুগ্ধরবো দীনবৎসলাঃ ॥ ৩৬ ॥

সেই প্রজাপতিগণের পতি ভগবান্ কোন্ কোন্ প্রজাপতি, কি কি সৃষ্টি, কি কি প্রকাশ বা অনুসৃষ্টি, কোন্ কোন্ মনু এবং কোন্ কোন্ মন্বন্তরাধিপের কল্পনা করেন; আর তাঁহাদের বংশ এবং তদবংশীয়দিগের কিরূপ চরিত্র, তাহাও বর্ণনা করেন। ২৫

হে মিত্রপুত্র! এই পৃথিবীর উপবিভাগে ও অধোভাগে যে সকল লোক আছে, তাহাদিগের সন্নিবেশ ও পরিমাণ এবং এই ভূলোকের সন্নিবেশ ও পরিমাণ বর্ণনা করেন। ২৬

দেবতা, মনুষ্য, সরীসৃগ, পক্ষী, জরায়ুজ, শ্বেদজ, অণুজ ও উদ্ভিজ্জ এই সকলের সৃষ্টিবিভাগ ও আশ্রয়দিগের নিকট বর্ণনা করেন। ২৭

গুণাবতার ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও কল্প দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকারী ও বিশ্বের আশ্রয়ের শ্রদ্ধা ভগবানের উদার বিক্রমের কথাও বর্ণনা করেন। ২৮

চিহ্ন, আচার ও শাস্তি স্বভাবের দ্বারা বর্ণাশ্রমের

বিভাগ এবং ঋষিদিগের জন্ম, কৰ্ম্ম ও বেদের বিভাগ, যজ্ঞের বিস্তার, অষ্টাঙ্গ যোগের পথ, জ্ঞানের ও তাহার উপায়-স্বরূপ সাংখ্যের ও ভগবৎ-কথিত পাঞ্চরাত্রাখ্য তন্ত্রের, পাষণ্ডপন্থার ভেদ, শূদ্রাদি প্রতিলোম জাতির সংস্থান, গুণ ও কৰ্ম্মানুসারে জীবগণের যাবতীয় বিচিত্র গতি, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের পরস্পরের অবিরোধী উপায়সকল, কৃষি-বাণিজ্যাদির, দশুনীতির ও বেদশাস্ত্রের পৃথক্ পৃথক্ বিধান, শ্রাদ্ধের বিধি, পিতৃগণের সৃষ্টি, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারাগণের কালচক্রে সংস্থিতি, দান, তপস্যা, যজ্ঞাদির ও বাণীকূপ-ভাণ্ডাগাদি খননের ফল, প্রবাসস্থ ব্যক্তির ধর্ম্ম ও আপৎকালীন ধর্ম্ম, অত্যাশ্রয় যে সমস্ত কৰ্ম্মের দ্বারা ধর্ম্মযোনি ভগবান্ শ্রীহরির প্রসন্নতা লাভ হইয়া থাকে, হে অনঘ! ভৎসয়দয়ও বর্ণনা করেন। ২৯-৩৫

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! দীনবৎসল গুরুগণ জিজ্ঞাসিত না হইয়াও অনুব্রত শিষ্য ও পুত্রগণকে কর্তব্য বিষয়ের উপদেশ দান করিয়া থাকেন। ৩৬



তত্বানাং ভগবৎস্তুয়াং কতিধা প্রতিসংপ্রমঃ । তত্রেমং ক উপাসীরন্ ক উদ্ভিদনুশেরতে ॥৩৭॥  
 পুরুষস্য চ সংস্থানং স্বরূপং বা পরস্য চ । জ্ঞানঞ্চ নৈগমং যত্তদগুরুশিষ্যপ্রয়োজনম্ ॥ ৩৮ ॥  
 নিমিত্তানি চ তস্মৈহ প্রোক্তান্যনঘ সূরিভিঃ । স্ততো জ্ঞানং কুতঃ পুংসাং ভক্তির্বৈরাগ্যমেব চ ॥৩৯॥  
 এতান্ মে পৃচ্ছতঃ প্রশ্নান হরেঃ কশ্ম্যবিবিসয়া । ক্রহি মেহচ্ছস্য মিত্রত্বাদজয়া নষ্টচক্ষুষঃ ॥৪০॥  
 সর্বৈ বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ তপো দানানি চানঘ । জীবাত্মপ্রদানস্য ন কুবীরন্ কলামপি ॥৪১॥

শ্রীশুক উবাচ ।

স ইত্থমাপৃষ্টপুরাণকল্পঃ কুরুপ্রধানেন মুনিপ্রধানঃ ।

প্রবৃদ্ধহর্ষো ভগবৎকথায়াং সঙ্কোদিতস্তং প্রহসন্নিবাহ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
 বিত্বরমৈত্রেয়সংবাদে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

আপনি যে সকল তত্ত্বের কথা कहিলেন, তাহাদের  
 কত প্রকার লয় হইয়া থাকে ? পরমেশ্বর প্রলয়-  
 কা ল বোগনিদ্রায় শয়ান হইলে কাহারো ইহার সেবা  
 করিয়া থাকেন আর কাহারোই বা ইহার পশ্চাতে  
 মুগ্ধ হইয়া অর্থাৎ ইহাতে বিলীন হইয়া অবস্থান  
 করেন ? । ৩৭

উপাসক-পুরুষের বা জীবের তত্ত্ব এবং উপাস্ত  
 পরমেশ্বরের স্বরূপ, তথা উপাসনার জন্ত গুরু-শিষ্যের  
 ভগবৎসম্বন্ধীয় যে বেদোক্ত জ্ঞানের প্রয়োজন,  
 তাহাও উপদেশ করুন । ৩৮

হে অনঘ ! পুরুষের আপনা হইতে জ্ঞান, বৈরাগ্য  
 বা ভক্তি লাভ হইতে পারে না । এই জন্ত তত্ত্বদর্শী  
 শাস্ত্রকারেরা তাহার উপায় বা সাধনাদির উপদেশ  
 দিয়াছেন । ৩৯

আমি শ্রীহরির কশ্ম সকল জানিবার ইচ্ছায় এই  
 সকল প্রশ্ন কবিত্তেছি, কারণ, আমি অজ্ঞান ও তদ্বদৃষ্টি-  
 হীন হইলেও আপনি আমার পরমমিত্র, অভাব  
 রূপা পূর্বক আমার নিকট ঐ সকল বিষয় বর্ণন  
 করুন । ৪০

হে অনঘ ! সকল বেদ অধ্যয়ন, সর্বিষজ্ঞের  
 অনুষ্ঠান, তপস্তা ও দান ইহার কিছুই জীবকে অভয়-  
 দানের একাংশেরও তুল্য নহে । ৪১

শ্রীশুকদেব कहিলেন, হে রাজন্ ! পুরাণ ত্যৎপর্য্য-  
 বর্ণনায় সমর্থ সেই মুনিপ্রধান মৈত্রেয় কুরুপ্রধান  
 বিত্বর কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া অত্যন্ত স্নেহ  
 হইলেন এবং ভগবৎকথা-কোষ্ঠনে প্রেরিত হইয়া  
 সানন্দমনে হস্ত করিতে করিতে বলিতে আরম্ভ  
 করিলেন । ৪২

বিশ্বাস্তিঃ—সাধুগণ, শ্রদ্ধাপূর্বক শাস্ত্রোপদেশের  
 অনুসরণ এবং গুরুব নিকট উপদেশ লাভ ব্যতীত জ্ঞান,

বৈরাগ্য বা ভক্তিলাভ হইতে পারে না, এ স্থলে তাহাই বলা  
 হইল । ৩৯

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায় ।



## অষ্টম অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

সৎসেবনীয়ো বত পুরুবংশো যল্লোকপালো ভগবৎপ্রধানঃ ।  
বভূবিত্বেহাজিতকীৰ্ত্তিমালাং পদে পদে নূতনয়ন্তাভীক্ষম্ ॥ ১ ॥  
সোহহং নৃণাং ক্ষুদ্রজথায় দুঃখং মহদগতানাং বিরমায় তস্মাৎ ।  
প্রবর্তয়ে ভাগবতং পুরাণং যদাহ সাক্ষাৎভগবানুভিভাঃ ॥ ২ ॥  
আসীনমুৰ্ব্বাং ভগবন্তমাগ্নং সঙ্কর্ষণং দেবমকুণ্ঠসম্ভম্ ।  
বিবিস্তবস্তদ্বমতঃ পরশ্চ কুমারমুখ্য মুনয়োহন্বপৃচ্ছন ॥ ৩ ॥  
স্বমেব ধিষ্ঠ্যং বহু মানয়ন্তুং যদ্বাস্তদেবাভিধমামনন্তি ।  
প্রত্যগ্ধৃতাক্ষাসুজকোষমীষদুর্মীলয়ন্তুং বিবুধোদয়ায় ॥ ৪ ॥  
স্বধূন্যুদার্দৈঃ স্বজটাকলাপৈরুপস্পৃশন্তুশ্চরণোপধানম্ ।  
পদ্মং যদর্চন্ত্যহিরাজকন্ঠাঃ সপ্রেম নানাবলিভির্বার্বাঃ ॥ ৫ ॥

ভগবানের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার সৃষ্টি ও

তৎকর্তৃক ভগবৎস্তুতি

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে বিদ্য ! পুরুবংশ সাধু-  
গণের সেবনীয়—যে হেতু, তোমার ণ্ডায় ভগবৎপরায়ণ  
লোকপাল তাহাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তুমি  
অজিত ভগবানের কীর্ত্তিমালা প্রতিপক্ষে নূতন করিয়া  
তুলিতেছ । ১

তোমারই প্রবর্তনায় আমি যে সকল মানুষ ক্ষুদ্র  
সুখ-প্রাপ্তির আশায় মহৎ দুঃখে পতিত হইয়াছে,  
তাহাদের দুঃখনিবারণার্থ ভাগবত-পুরাণ বলিতে  
আরম্ভ করিলেই এই পুরাণ সাক্ষাৎ ভগবান্ ঋষি-  
গণকে বলিয়াছিলেন । ২

একদা সনৎকুমার প্রমুখ মুনিগণ ভগবান্  
বাসুদেবের তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া পাভালতলে অধ্যাসীন  
অপ্রতিহতজ্ঞান আদিপুরুষ ভগবান্ সঙ্কর্ষণদেবকে

এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । ভগবান্  
সঙ্কর্ষণ—এ সময়ে যাহাকে তত্ত্বদর্শিগণ বাসুদেব  
সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া থাকেন—নিজের  
আশ্রয়তন্বে সেই পরমানন্দের অনুভূতিতে বিভোর  
থাকিয়া তাঁহাকেই সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানে পূজা  
করিতেছিলেন, কিন্তু সনৎকুমারাদি বিবুধগণ  
উপস্থিত হইলে তাঁহাদের অভ্যর্থনার নিমিত্ত  
অস্তম্যধীভূত নয়নকমল ঈষৎ উন্মীলিত  
করিলেন । ৩-৪

ঋষিগণ স্বর্গলোক হইতে পাভালে অবতীর্ণ  
হইবার সময় তাঁহাদের জটকলাপ সুর-তরঙ্গিণীর জলে  
আর্দ্রীকৃত হইয়াছিল, তাঁহারা সেই জটীর দ্বারা  
ভগবান্ সঙ্কর্ষণের চরণাধার-পদ্ম স্পর্শ করিলেন,  
নাগরাজের কন্ঠাগণ পতিলাভ কামনা করিয়া তত্ত্বি-  
ভরে নানা উপহারের দ্বারা ঐ চরণাধার-পদ্মের  
অর্চনা করিয়া থাকেন । ৫



গৃহগ্ৰন্থো বচসানুরাগস্থলংপদেনাস্ত কৃতানি তজ্জ্ঞাঃ ।  
 কিরাটসাহস্রমণিপ্রবেকপ্রদোতিতোদ্যামকণাসহস্রম্ ॥ ৬ ॥  
 প্রোক্তং কিলৈতদ্বগবন্তমেন নিরুত্তিধর্ম্মাভিরতায় তেন ।  
 সনৎকুমারায় স চাহ পৃষ্ঠঃ সাংখ্যায়মায়াস্তু ধৃতব্রতায় ॥ ৭ ॥  
 সাংখ্যায়নঃ পারমহংসমুখ্যো বিবক্ষমাণো ভগবদ্বিভূতীঃ ।  
 জগাদ সোহস্মদগুরবেহস্থিতায় পরাশরায়াথ বৃহস্পতেশ্চ ॥ ৮ ॥  
 প্রোবাচ মহং স দয়ালুরুক্তো মুনিঃ পুলস্ত্যেন পুরাণমাগম্ ।  
 সোহহং তবৈতৎ কথয়ামি বৎস শ্রদ্ধালবে নিত্যমনুব্রতায় ॥ ৯ ॥  
 উদাপ্নুতঃ বিশ্বমিদং তদাসীদ্যম্মিদ্ভয়াহ্মীলিতদৃঙ্ স্তমীলয়ৎ ।  
 অহীন্দ্রতল্লেহধিশয়ান একঃ কৃতঙ্কণঃ স্বাত্মরতো নিরোহঃ ॥ ১০ ॥  
 সোহস্তঃশরীরেহপিভূতসূক্ষ্মঃ কালান্বিকাং শক্তিমুদীরয়াণঃ ।  
 উবাস তস্মিন্ সলিলে পদে স্বে যথানলো দারুনিরুদ্ধবীৰ্য্যঃ ॥ ১১ ॥

ঐ মুনিগণ ভগবান্ সঙ্কর্ষণের কৃত কণ্ঠসকলের  
 ধ্বনি অবগত ছিলেন বলিয়া তদ্বিষয় প্রেমস্থলিত  
 মনে পুনঃ পুনঃ কীর্তন করিতে লাগিলেন ।  
 ঐ ভগবানের সহস্র মস্তকে যে সহস্র কিরাট  
 শোভা পাইতেছিল, তাহা উত্তম উত্তম রত্নের দ্বারা  
 খচিত ছিল এবং সেই মণিগণের জ্যোতি দ্বারা তাঁহার  
 সহস্রকণা জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিয়াছিল । ৬

সেই ভগবৎশ্রেষ্ঠ সঙ্কর্ষণদেব নিরুত্তি-ধর্ম্মপরায়ণ  
 সনৎকুমারকে এই ভাগবতপুরাণ বলিয়াছিলেন, হে  
 বিদুর ! সেই সনৎকুমার জিজ্ঞাসিত হইয়া ধৃতব্রত  
 সাংখ্যায়নকে ইহা শ্রবণ করাইয়াছিলেন । ৭

পারমহংসধর্ম্মে প্রধান সেই সাংখ্যায়ন ভগবানের  
 বিভূতি বলিতে উৎসুক হইয়া আমাদের গুরু পরাশর  
 ঋষিকে অনুগত দেখিয়া তাঁহাকে ও বৃহস্পতিকে ইহা  
 উপদেশ করিয়াছিলেন । ৮

সেই দয়ালু পরাশর ঋষি পুলস্ত্য কর্তৃক উক্ত  
 হইয়া আমার নিকট এই মহৎ পুরাণ বর্ণন করেন ।

হে বৎস ! তুমি অতিশয় শ্রদ্ধালু এবং সত্য  
 আমার অনুগত, এই জন্য আমি তোমাকে ইহা  
 কহিতেছি । ৯

হে বিদুর ! এই বিশ্ব যৎকালে প্রলয়ার্ণবে  
 নিমগ্ন ছিল, তখন সেই ভগবান্ একাকী মহাসর্প  
 অনন্তকৈ শয্যা করিয়া তদুপরি শায়িত হইয়া  
 আপনার জ্ঞানশক্তিকে তিরোহিত না করিয়াই  
 যোগনিদ্রায় নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়াছিলেন । তখন  
 তিনি নিজের মায়াবিনোদ পরিত্যাগ করিয়া  
 স্বরূপানন্দে নিমগ্ন হইয়া ক্রিয়াশূন্যভাবে অবস্থান  
 করিয়াছিলেন । ১০

পরন্তু তিনি আপনার শরীরাত্ম্যস্তরে ভূতনিকর  
 সমর্পণ করিলেও পুনর্ব্বার সৃষ্টিসময়ে প্রবুদ্ধ করিবার  
 জন্য জ্ঞানস্বরূপ শক্তিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন ।  
 অতএব অনল বেরূপ কাষ্ঠমধ্যে রুদ্ধবীণ্য হইয়া থাকে,  
 তাহার দ্বারা বহির্ভূতশব্দ হইয়া আপনার অধিষ্ঠান  
 জলমধ্যে বাস করিতেছিলেন । ১১

বিস্মৃতি—ঐ সঙ্কর্ষণদেব হইতেই ভাগবত সঙ্ক-  
 দায়ের প্রবর্তন ঘটে । পারাশর শাস্ত্রমতে বাসুদেব হইতে

সঙ্কর্ষণ এবং সঙ্কর্ষণ হইতে ভাগবত ধর্ম্মের সম্ভাবন-বন্ধন  
 আরম্ভ হইয়াছে । ১১



চতুর্যুগানাঞ্চ সহস্রমঙ্গু স্বপন্ স্বয়োদোরিতয়া স্বশক্ত্যা ।  
 কালাধ্যয়াদিতকর্ম্যতস্তো লোকানপীতান্ দদৃশে স্বদেহে ॥ ১২ ॥  
 তস্তার্থসূক্ষ্মাভিনিবিষ্টদৃষ্টেরস্তর্গতোহর্থে রজসা তনোয়ান্ ।  
 গুণেন কালানুগতেন বিদ্ধঃ সূর্য্যাস্তদ্বাভিহত নাভিদেশাৎ ॥ ১৩ ॥  
 স পদ্মকোষঃ সহসোদতিষ্ঠৎ কালেন কর্ম্মপ্রতিবোধনেন ।  
 স্বরোচিষা তৎ সলিলং বিশালং বিদ্যোতয়ন্নর্ক ইবাস্থযোনিঃ ॥ ১৪ ॥  
 তল্লোকপদ্মং স উ এব বিষ্ণুঃ প্রাবীবিশৎ সর্ব্বগুণাবতাসম্ ।  
 তস্মিন্ স্বয়ং বেদময়ো বিধাতা স্বয়ম্ভুবং যং স্য বদন্তি সোহভূৎ ॥ ১৫ ॥  
 তস্তাং স চাস্তোরুহকণিকায়ামবস্থিতো লোকমপশ্যমানঃ ।  
 পরিকমন্ যোন্নি বিব্রন্তনেত্রশ্চত্বারি লেভেহমুদিশং মুখানি ॥ ১৬ ॥

তিনি চতুঃসহস্র যুগ আপনার চিৎশক্তিসহ যোগ-  
 নিদ্রায় শয়ন করিয়া স্রীয় দেহে এই সমস্ত লোককে  
 নীলবর্ণ বা সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতরূপে অবলোকন  
 করিলেন, যে ছেতু, প্রলয়াবসানে পুনর্বার সৃষ্টির  
 অভিপ্রায়ে তিনি বাবতীয় কর্ম্মপ্রবাহ সৃষ্টিপথে  
 উদ্ভিত হইবার জন্য আপনার কালশক্তিকেই প্রেরণ  
 করিয়াছিলেন । ১২

অতএব সূক্ষ্ম অর্থে তাঁহার যে সৃষ্টি অভিনিবিষ্ট  
 ছিল, লোকসৃষ্টির জন্য তাঁহার অন্তরস্থিত সেই সূক্ষ্ম  
 অর্থ কালানুসারে রজোগুণ দ্বারা ক্ষোভিত  
 হইয়া জগৎপ্রসবার্থ ভদ্রীয় নাভিদেশ হইতে উদ্ভূত  
 হইল । ১৩

উহা উৎপন্ন হইবামাত্র জীবসকলের অদৃষ্টের  
 প্রতিবোধক কালবশতঃ পদ্মকোষাকারে পরিণত হইল

এবং ভগবান্ বিষ্ণুই ঐ পদ্মকোষের উৎপত্তির নিদান  
 এবং উহা তদীচ্ছায় পরিণত হইয়া সূর্য্যের স্থায়  
 জ্যোতির দ্বারা সেই বিশাল জলরাশিকে উদ্ভাসিত  
 করিয়া তুলিল । ১৪

ঐ লোকপদ্ম সর্ব্বগুণের প্রকাশক, উহার স্রষ্টা  
 ভগবান্ বিষ্ণু অন্তর্য্যামীরূপে উহাতে প্রবেশ করিলে  
 তাহাতে বেদময় সেই বিধাতা উৎপন্ন হইলেন, জনক  
 দৃষ্ট না হওয়ায় তিনি স্বয়ম্ভু নামে অভিহিত হইয়া-  
 ছিলেন । ১৫

সেই ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়া সেই পদ্মের কর্ণিকার  
 মধ্যে অবস্থিত ষাণ্ডিকিয়া তথায় কাহাকেও দেখিতে  
 না পাইয়া আকাশে চতুর্দিকে নেত্রপাত করিয়া গ্রীবা  
 সঞ্চালন ছেতু এক এক দিকে এক এক মুখ হওয়ায়  
 তিনি চতুর্মুখ হইলেন । ১৬

**বিস্তৃতি**—ব্রহ্মার এই আবির্ভাব পদ্মকল্পে । অন্তান্ত-  
 কল্পে অন্তরূপেও ব্রহ্মার আবির্ভাব হইবা থাকে, ইহা  
 পুরাণান্তরে দেখা যায় । বহুজ্ঞলোকের ৩৬০ বৎসরে এক  
 বৎসর হয় এইরূপ দেবপরিমাণের ষাণ্ডিশ সহস্র বৎসরে  
 সভ্য, ব্রোতা, ধাপর ও কলি এই চতুর্যুগ হয় । এই চতুর্যুগ  
 কিঞ্চিদধিক একসপ্ততিবার হইলে তাহাতে বহুস্তর হয় ।

এইরূপ চতুর্দশ বহুস্তরে এক কল্প । এক কল্পে ব্রহ্মার  
 এক চাত্ত দিন । এইরূপে ব্রহ্মার পঞ্চাশৎ বর্ষ বহুস্তরের পর  
 গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুর নাভিসরোবর হইতে চতুর্দশ লোকাস্থক  
 এক পদ্ম উৎপন্ন হয়, এবং ঐ পদ্ম হইতে তৎকল্পে  
 ব্রহ্মার আবির্ভাব হয় বলিয়া ঐ কল্পকে পদ্মকল্প  
 কহে । ১৬



তস্মাদ্ভুগান্তশসনাবঘূর্ণজলোন্মিচক্রাৎ সলিলাধিরূঢ়ম্ ।  
 অপাশ্রিতঃ কঙ্গমু লোকতত্ত্বং নাত্মানমধ্বাবিদদাদিদেবঃ ॥ ১৭ ॥  
 ক এষ যোহসাবহমজ্ঞপৃষ্ঠে এতৎ কুতো বাজমনন্তদপ্হ ।  
 অস্তি হৃদন্তাদিহ কিঞ্চনৈতদধিষ্ঠিতং যত্র সতা নু ভাব্যম্ ॥ ১৮ ॥  
 স ইখমুদ্বীক্য তদজ্ঞানানাড়ীতিরন্তুর্জলমাবিবেশ ।  
 নার্বাগ্গতন্তুৎখরনালনালবাভিঃ বিচিস্ত্বংস্তদবিন্দিতাজঃ ॥ ১৯ ॥  
 তমস্তপারে বিছুরাভ্রসর্গং বিচিস্ত্বতোহভুৎ স্তমহাংস্ত্রিনেমিঃ ।  
 যো দেহভাজাং ভয়মীরয়াণঃ পরিক্ষিণোত্যায়ুরজস্র হেতিঃ ॥ ২০ ॥  
 ততো নিরন্তোহপ্রতিলক্ককামঃ স্বধিষ্যমাসাগ্র পুনঃ স দেবঃ ।  
 শনৈজিতশ্বাসনিবৃত্তচিত্তো ন্যমাদদারুঢ়সমাধিযোগঃ ॥ ২১ ॥  
 কালেন সোহজঃ পুরুষায়ুমাভিপ্রবৃত্তযোগেন বিরূঢ়বোধঃ ।  
 স্বয়ং তদন্তুহৃদয়েহবভাতমপশ্যতাপশ্যত যন্ন পূর্বম্ ॥ ২২ ॥

সেই আদিদেব ত্রুকা সলিল হইতে উৎপত্ত পদ্মে  
 অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই পদ্ম, লোকতত্ত্ব ও আপনাকে  
 জানিতে পারিলেন, পরন্তু ঐ সময়ে যুগান্তর প্রবল  
 বায়ুর দ্বারা ঘূর্ণিত হইয়া তরঙ্গচক্রে ঐ পদ্মের আশ্রয়  
 জলরাশি বিচলিত হইতেছিল । ১৭

তিনি তখন বিতর্ক করিতে লাগিলেন, এই  
 যে আমি পদ্মপৃষ্ঠে উপবিষ্ট—আমিই বা কে, আর  
 জলোপরিস্থ এই একমাত্র পদ্মই বা কোথা হইতে  
 আসিল? ইহার অধোভাগে নিশ্চয়ই কিছু আছে,  
 আর ইহার অধিষ্ঠানই বা কি, তাহাও মাদৃশ বুদ্ধিমান  
 জনের অবশ্য বিচারযোগ্য । ১৮

ত্রুকা এই প্রকার বিতর্কপূরঃসর সেই পদ্মনালের  
 অভ্যন্তরস্থ হ্রদ্রপথে জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু  
 অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অনুসন্ধানের দ্বারাও সেই  
 পদ্মনালের অধিষ্ঠান প্রাপ্ত হইলেন না । ১৯

হে বিহুর! এই প্রকারে সেই সীমাহীন  
 অন্ধকারের মধ্যে নিজের সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান

করিতে করিতে ত্রুকার সেই স্তমহান কাল উপস্থিত  
 হইল—যে কাল বিষ্ণুর সুদর্শন চক্ররূপে দেহধারী  
 প্রাণিগণের ভয় উৎপাদন করিয়া আয়ুক্ষয় করিয়া  
 থাকে, অর্থাৎ এইরূপে ত্রুকার শত বৎসর পরমায়ু  
 গত হইল । ২০

অনন্তর সেই আদিদেব অন্বেষণ হইতে নিবৃত্ত  
 হইয়া নিজ মনোরথ পূর্ণ করিতে অসমর্থ হওয়ায়  
 পুনর্বার নিজ আশ্রয়স্থলে প্রত্যাগমন করিলেন  
 এবং ক্রমে ক্রমে শ্বাস জয়পূর্বক সংযত-চিত্ত হইয়া  
 সমাধিযোগ অবলম্বন পুরঃসর স্থির হইয়া অবস্থান  
 করিলেন । ২১

সেই ত্রুকার—পুরুষের আয়ুকালপরিমিত কালে  
 অর্থাৎ শত বৎসর অতীত হইলে সম্যকরূপে  
 আরক বোগের পরিণত দশায় বোধের উৎপত্তি হইল,  
 তাহাতে পূর্বের অন্বেষণ করিয়াও বাঁহাকে দেখিতে  
 পান নাই, তাহাকে হৃদয়ের মধ্যে প্রকাশমান  
 দেখিতে পাইলেন । ২২



যুগলগৌরায়তশেষভোগপর্য্যক একং পুরুষং শয়ানম্ ।  
 ফণাতপত্রায়ুতমূর্ধরত্নদ্যুতিহীতধ্বাস্ত্রযুগাস্ততোয়ে ॥ ২৩ ॥  
 প্রেক্ষাং ক্ষিপন্তঃ হরিতোপলাদ্রেঃ সঙ্ক্যাব্ভনীবেরুরুরুমূর্ধ্নুঃ ।  
 রত্নোদধারৌষধিসৌমনস্তবনস্তজে। বেণুভুজাজ্জি পাঞ্জে ॥ ২৪ ॥  
 আয়ামতো বিস্তরতঃ স্বমানদেহেন লোকত্রয়সংগ্রহেণ ।  
 বিচিত্রদিব্যাভরণাংশুকানাং কৃতপ্রিয়াপাশ্রিতবেষদেহম্ ॥ ২৫ ॥  
 পুংসাং স্বকামায় বিবিক্তমার্গৈর্ভ্যর্চতাং কামদুর্ভাজ্জি পদ্যম্ ।  
 প্রদর্শয়ন্তঃ কৃপয়া নখেন্দুময়ুখভিমাঙ্গুলিচারুপত্রম্ ॥ ২৬ ॥  
 মুখেণ লোকার্ভিহরশ্মিতেন পরিস্কুরংকুণ্ডলমণ্ডিতেন ।  
 শোণায়িতেনাদরবিস্তভাসা প্রত্যর্হয়ন্তঃ স্তনসেন স্তভত্রা ॥ ২৭ ॥

তদ্রূপে ঐ পুরুষ যুগলের স্থায় গৌরবর্ণ বিস্তৃত  
 অনন্ত বা শেষনাগের দেহরূপ পর্য্যক শয়ান  
 ছিলেন এবং ঐ নাগের ফণারূপ চত্র ও অসংখ্য  
 শীর্ষে যে রত্নরাজি বিরাজ করিতেছিল, তাহার  
 কাস্তির দ্বারা—প্রলয়কালীন জলরাশির অঙ্ককার  
 দূরীভূত হইয়াছিল । ২৩

ঐ পুরুষ নিজ লাভগ্যাতিশয়ের দ্বারা মরকত-  
 শিলাময় পর্ব্বতের শোভাকেও অতিক্রম করিয়া-  
 ছিলেন; মরকত শৈলে সঙ্ক্যাকালীন মেঘে যে  
 শোভা হয়, তিনি তাঁহার নিভন্বদেশে বর্তমান  
 গীতবসনের দ্বারা সেই শোভা, পর্ব্বতশিখরস্থিত  
 সুবর্ণ-শোভাকে স্বীয় কিরীটের শোভা দ্বারা, আর  
 পর্ব্বতে অবস্থিত রত্ন, জলধারা ও বধি ও পুষ্পের  
 শোভা বনমালার শোভার দ্বারা এবং বেণুবাঁশাবলীর  
 শোভা ভুজশোভার দ্বারা এবং পাদপাবলীর শোভা  
 পদশোভার দ্বারা খর্ব্বাকৃতা করিয়া বিরাজ  
 করিতেছিলেন । ২৪

বিব্রুতি—যখন ব্রহ্মা নিজের সমস্ত অভিমান ত্যাগ  
 ধ্যানের দ্বারা তাঁহার ভগবদ্বর্ণনলাভ হইল । ২৩

সেই পুরুষের দেহ নানাবিধ বিচিত্র দিব্যবস্ত্র ও  
 অলঙ্কারাদিতে সুশোভিত হইয়া অতিশয় শোভা  
 পাইতেছিল এবং তাহা দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে অমুপম,  
 স্বর্গ মর্ত্তা ও পাতাল সেই দেহের অভ্যন্তরে বর্তমান  
 ছিল । ২৫

যে সকল পুরুষ অভিলষিত লাভের জন্য বিস্তৃত  
 বেদোক্ত মার্গ দ্বারা অর্চনা করিতেছিলেন, তিনি  
 তাঁহাদিগের প্রতি কৃপা করিয়া আপনার সর্ব্বকাম-  
 প্রদ পাদপদ্ম প্রদর্শন করাইতেছিলেন;—তাঁহার  
 সেই পাদপদ্মের নথরূপ শশাঙ্কের কিরণের দ্বারা  
 মনোহর অঙ্গুলি-পত্র সম্মিলিত হওয়ায় তাহাতে  
 চমৎকার শোভা হইয়াছিল । ২৬

তিনি লোকের ব্যাধাহারী, মনোহর, হাস্তযুক্ত,  
 পরিস্কুরিত কুণ্ডলশোভিত শোণবর্ণবৎ প্রেকাশিত  
 অধরবিষের দ্যুতিসম্বিত এবং সুন্দর নাসিকাসংযুক্ত  
 ও শোভন ক্রবয়যুক্ত মুখের দ্বারা সেই অর্চক-  
 গণের প্রতিপূজা করিতেছিলেন । ২৭

করিয়া ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিলেন, তখনই



কদম্বকিঞ্জলুপিশঙ্গবাসসা স্বলঙ্কৃতং মেখলয়া নিতম্বে ।  
 হারেণ চানন্তুধনেন বৎস শ্রীবৎসবন্ধঃস্বলবল্লভেন ॥ ২৮ ॥  
 পরাধীকে যুরমণিপ্রবেকপর্যাস্তদোদীপ্তসহস্রশাখম্ ।  
 অব্যক্তমূলং ভুবনাজ্জিপেদ্রমহীম্ভোগৈরধিবীতবল্লম্ ॥ ২৯ ॥  
 চরাচরৌকো ভগবন্মহীধ্রুমহীম্ভুবন্ধুং সলিলোপগূঢ়ম্ ।  
 কিরীটসাহস্রহিরণ্যশৃঙ্গমাবিভবৎকৌস্তভরত্নগর্ভম্ ॥ ৩০ ॥  
 নিবীতমান্নায়মধুভ্রতশ্রিয়া স্বকীৰ্ত্তিময়া বনমালায়া হরিম্ ।  
 সূর্যোন্মুবাঘ্যগমং ত্রিধামভিঃ পরিক্রমৎপ্রাধনিকৈচ্ছ'রাসদম্ ॥ ৩১ ॥  
 তথৈব তন্মাতিসরঃসরোজমাত্মানমন্তঃ শ্বসনং বিয়চ্চ ।  
 দদর্শ দেবো জগতো বিধাতা নাতঃ পরং লোকবিসর্গদৃষ্টিঃ ॥ ৩২ ॥

বৎস বিদুর! তাঁহার নিতম্বদেশ কদম্বকুশুমের  
 কেশর তুল্য বসনের দ্বারা এবং মেখলার দ্বারা এবং  
 তাঁহার বন্ধঃস্বল শ্রীবৎসযুক্ত বন্ধঃস্বলের বল্লভস্বরূপ  
 অমূল্য হারেণ দ্বারা স্তন্দররূপে অলঙ্কৃত ছিল। ২৮

সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাচন্দনতরুরূপে বিরাজ  
 করিতেছিলেন, মহামূল্য কেয়ুরাদিভূষণে এবং  
 উত্তমোত্তম মণিরত্নে শাখাস্বরূপ তাঁহার ভুজদণ্ডসহস্রে  
 পরিব্যাপ্ত ছিল উহার আয় তিনিও অব্যক্তমূল অর্থাৎ  
 চন্দনতরুর মূল যেরূপ দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ তাঁহারও  
 মূলে অব্যক্ত বা প্রকৃতি বিস্তারিত ছিল। সেই  
 পুরুষশ্রেষ্ঠের স্বরূপদেশও চন্দনতরুর আয় অহীশ্বরের  
 ফণায় বেষ্টিত ছিল, অর্থাৎ চন্দনতরুর স্বরূপদেশ যেমন  
 সর্পকূলের ফণাসমূহের দ্বারা বেষ্টিত থাকে, তেমনি  
 তাঁহারও স্বরূপদেশ নাগরাজ অনন্তের সহস্র ফণার  
 দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ২৯

ভগবান্‌রূপ সেই মহাপর্বত চরাচরের আশ্রয়স্থল,  
 সর্পশ্রেষ্ঠের বন্ধু, সলিলের দ্বারা নিমজ্জিত কিরীটসহ  
 এরূপ হিরণ্যশৃঙ্গসম্পন্ন এবং কৌস্তভাদি রত্নসমগ্ধিত,  
 অর্থাৎ পর্বত যেরূপ চরাচরের আশ্রয়স্থল, তিনিও  
 সেইরূপ নিখিল চরাচরের আশ্রয়স্থল, পর্বতরাজ  
 মৈনাক যেরূপ সর্পশ্রেষ্ঠগণের বন্ধু—তিনিও তেমনি

সর্পশ্রেষ্ঠ অনন্তের বন্ধু, পর্বত যেমন সাগরসলিলে  
 লুকায়িত থাকে, তিনিও সেইরূপ প্রলয়কালে জলধি-  
 জলে আবৃত, পর্বতের মস্তক যেরূপ স্বর্ণশৃঙ্গে  
 শোভিত, তাঁহার মস্তকও সেইরূপ সহস্রকিরীটে  
 ভূষিত আর পর্বতের অভ্যন্তরে যেরূপ রত্নাদি থাকে,  
 তাঁহার বক্ষে তেমনি কৌস্তভরত্ন বিরাজমান ছিল। ৩০

ব্রহ্মা ঐ পুরুষকে হরি বলিয়া অবগত হইয়া  
 দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার গলদেশে তাঁহার নিজ  
 কীর্ত্তিময়ী বনমালা বিলম্বিত আছে এবং বেদরূপ  
 মধুভ্রতগণ তাহাতে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় তাহার শোভা  
 বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তিনি সূর্য্য চন্দ্র বায়ু ও অগ্নি  
 প্রমুখ স্ব স্ব কার্য্যের দ্বারা ইঁহার দর্শনলাভে অসমর্থ  
 এবং ইনি ত্রিলোকে ভ্রমণকারী সংগ্রামবিজয়ী  
 সুদর্শনাদির অথবা জয়বিজয়-প্রমুখ পার্শ্বদগণেরও  
 ভূপ্রাপ্য। ৩১

ঐ সময়ে লোকস্বজনার্থ দৃষ্টিনিষ্কেন্দ্র করিতে  
 জগতের বিধাতা সেই জ্যোতির্ময় দেবতা তাঁহার  
 নাভিসরোবরে আপনার উত্তম-স্থান-পাশ্বে, নিজকে  
 প্রলয়কালীন কারণজল, প্রলয়কালীন বায়ু, পরব্যোম  
 ইত্যাদি দেখিতে পাইলেন। পরন্তু ইহা ব্যতীত অশ্রু  
 কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ৩২



স কশ্মবীজং রজসোপরক্তং প্রজাঃ সিস্কন্নিয়দেব দৃষ্টু।

অন্তোদ্বিসর্গাভিমুখস্তমীড়্যমব্যক্তবত্নাভিবেশিতাত্মা ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
বিদ্বদমোক্ষ-সংবাদে ভগবদ্বাক্যমষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

সেই ব্রহ্মা নাভি-সরোজাদি লোকসৃষ্টির কারণ	হইলেন এবং সেই পরম স্তবনীয় অব্যক্তমূল সেই
অবলোকনপূর্বক রজোগুণযুক্ত হইয়া প্রজাসৃষ্টির	ভগবানে চিন্তের অভিনিবেশসাধন পূর্বক তাঁহার
অভিলাষী হইয়া বিশেষরূপ সৃষ্টির জগৎ উন্মুখ	স্তব করিতে লাগিলেন। ৩৩

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়।



## নবম অধ্যায়

শ্রীব্রহ্মোবাচ ।

জ্ঞাতোহসি মেহু সূচিরামনু দেহভাজাং ন জ্ঞায়তে ভগবতো গতিরিত্যবত্তম ।  
 নান্যৎ ত্বদন্তি ভগবন্নাপি তন্ন শুদ্ধং গায়াত্ৰ্যগ্ণব্যতিকরাদ্যত্মবিভাসি ॥ ১ ॥  
 রূপং যদেতদবোধরসোদয়েন শশ্বম্বিস্ততমসঃ সদনুগ্রহায় ।  
 আদৌ গৃহীতমবতারশর্তৈকবীজং যন্মাভিপদ্যভবনাদহমাবিরাসম্ ॥ ২ ॥  
 নাতঃ পরং পরম যদ্বতঃ স্বরূপমানন্দমাত্মবিকল্পমবিকল্পবর্জিতং ।  
 পশ্যামি বিশ্বম্ভজমেকমবিশ্বমাত্মন ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদন্ত উপাশ্রিতোহস্মি ॥ ৩ ॥  
 তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায় ধ্যানে স্ম নো দশিতং ত উপাসকানাম্ ।  
 তস্মৈ নমো ভগবতেহনুবিধেম ভূভাং গোহনাদৃতা নরকভাগ্ভিরসংপ্রসঙ্গৈঃ ॥ ৪ ॥

লোকসৃষ্টি কামনায় ব্রহ্মা কর্তৃক ভগবৎস্তুতি

ব্রহ্মা কহিলেন—হে ভগবন্ ! বহুকাল উপাসনা করিয়া অত আপনাকে জানিতে পারিলাম । আহা ! দেহধারী ব্যক্তিদের কি দুর্ভাগ্য, তোমার তত্ত্ব জানিতে পারে না । বিভো ! তুমিই জানিবার যোগ্য, কেন না, তোমা ভিন্ন কোন বস্তুই নাই, যাহা আছে বলিয়া বোধ হয়, তাহা শুদ্ধ বা সত্য নহে । প্রভো ! স্বায় শাক্ত মাযার গুণক্ষোভে তুমি আপনাই বহুরূপ হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাক, ইহাতেই অশুদ্ধ বা অনিত্য বস্তুর প্রতীতি অসম্ভব নহে । ১

হে ভগবন্ ! চিৎশক্তির আবির্ভাব হেতু তোমা হইতে তমোগুণ একেবারে নিবৃত্ত হইয়াছে, তুমি উপাসকদিগের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার করিয়া এই যে রূপ আদৌ আবিষ্কৃত করিলে, ইহাই শত শত অবতারের মূল, ইহারই নাভি-পদ্যরূপ ভবন হইতে আমি উদ্ধৃত হইয়াছি । ২

হে পরম ! ভগবানের যে রূপের প্রকাশ আবৃত

হয় না এবং যাহা ভেদশূন্য স্মৃতির্যং অনিন্দ-স্বরূপ, তাহা তোমার এ রূপ হইতে ভিন্ন দৃষ্ট হয় না, বরং দেখিতেছি, ইহাই সেই রূপ, অতএব আমি তোমার এই রূপেরই শরণাপন্ন হইলাম । প্রভো ! তোমার এই রূপই উপাসনার যোগ্য, যেহেতু, ইহাই উপাস্ত-মধ্যে মুখ্য এবং বিশ্বের সৃষ্টিকারী, স্মৃতির্যং বিশ্ব হইতে ভিন্ন । অপর—ইহা পৃথিবী ইত্যাদি ভূতসকলের এবং ইন্দ্রিয়গণের কারণ । ৩

হে ভুবনমঙ্গল ! আমরা তোমার উপাসক, তুমি আমাদের মঙ্গল নিমিত্ত ধ্যানাবসরে এই রূপ দর্শন করাইলে, অতএব ইহাই তোমার সেই রূপ, সন্দেহ নাই, প্রভো ! আমরা অব্যক্ত বস্তু নিবিষ্টচিত্ত, আমাদের প্রতি তুমি কদাপি সোপাধিক দর্শন দিতে পার না । অতএব আমরা তোমার অনুরক্তি করিয়া তোমাকে নিরন্তর নমস্কার করি । হে ভগবন্ ! যে সকল নরাধম, অনীশ্বরবাদীদিগের কুতর্কনিষ্ঠ, অতএব নারকী, তাহারাই তোমার আদর করে না, নচেৎ তোমাকে নমস্কার কে না করে ? ৪

বিশ্রুতি—যাহারা পরতত্ত্ব নির্কিণেব এই বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া সাকাররূপে আত্ম স্থাপন করেন না, এখানে তাঁহাদিগকে অনীশ্বরবাদী ও কুতর্কনিষ্ঠ বলা হইয়াছে । ৪



যে তু হৃদীরচরণান্বজকোষগন্ধঃ জিঘৃক্ষি কর্ণবিবরৈঃ শ্রুতিবাতনীতম্ ।  
 ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং নারৈষি নাথ হৃদয়ান্বরূহাৎ স্বপুংসাম্ ॥ ৫ ॥  
 তাবদ্বয়ং দ্রবিশাদেহস্বহ্মিমিতং শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ ।  
 তাবদ্ব্যমেত্যসদবগ্রহ আর্তিমূলং যাবন্ন তেহজ্জিঘ্রমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ ॥ ৬ ॥  
 দৈবেন তে হতধিয়ো ভবতঃ প্রসঙ্গাৎ সর্বশান্তোপশমনাদ্বিমুখেন্দ্রিয়া য়ে ।  
 কুর্বন্তি কামসুখলেশলবায় দীন্য লোভাভিভূতমনসোহকুশলানি শশ্বৎ ॥ ৭ ॥  
 ক্ষুৎতৃট্ ত্রিধাতুভিরিমা মূহুরদ্যমানাঃ শীতোষ্ণবাতবর্ধৈরিতরেতরাচ্চ ।  
 কামাগ্নিনাচ্যুতরুমা চ স্তুর্দুর্ভরণে সংপশ্যতো মন উরুক্রম সীদতে মে ॥ ৮ ॥  
 যাবৎ পৃথক্কৃমিদমাগ্নান ইন্দ্রিয়ার্থমায়াবলং ভগবতো জন ঙ্গশ পশ্যেৎ ।  
 তাবন্ন সংস্খতিরমৌ প্রতিসংক্রমেত ব্যর্থাপি দুঃখনিবহং বহতী ক্রিয়ার্থা ॥ ৯ ॥

প্রভো ! ভক্তিপূর্বক তোমার উপাসনা করিলেই কৃতার্থ হওয়া যায়, যে সকল ব্যক্তি তোমার চরণান্বজ-গন্ধ বেদরূপ বায়ুবেগে প্রাপ্ত হইয়া কর্ণরূপ নাসিকা দ্বারা শ্রাবণ করেন, অর্থাৎ অতিশয় আদরপূর্বক তোমার কথা শ্রবণ করিয়া থাকেন এবং ভক্তিসহকারে তোমার চরণে শরণাপন্ন হন, সেই সকল ব্যক্তি তোমার আপনারই পুরুষ । হে নাথ ! তাহাদের হৃদয়পথ চইতে তুমি কদাপি দূরগত হও না, অর্থাৎ নিতাই তাহাদের হৃদয়ে প্রকাশমান হইয়া থাক । ৫

লোকেবা যাবৎ তোমার অভয় পাদপদ্ম আশ্রয় না করে, তাবৎ পর্যাণ্তুই তাহাদের ধন জন এবং দেহ নিমিত্ত ভয় অর্থাৎ ঐ সকল থাকিলে বিনাশশঙ্কা, শোক অর্থাৎ সম্ভান বিনষ্ট হইলে এবং পুনর্বার তদর্থ স্পৃহা হয়, স্পৃহা জন্মিলে উজ্জগত পরিভব অনুলভ নহে, তাহাতে তদর্থে মহতী তৃষ্ণাও জন্মিয়া থাকে, যদি কোন প্রকারে অভিলষিত প্রাপ্ত হইল, তাহাতে “আমার ধন, আমার জন” ইত্যাদি অসদাগ্রহ হয়, তাহাই ভয়-শোকাদি সকল ক্রেশের কারণ । কিন্তু হে প্রভো ! তোমার চরণ আশ্রয় করিলে ঐ সকল কিছুই থাকে না, অতএব তোমার চরণাশ্রয়মাত্রে যখন ঐ সকল নিবৃত্তি হইল, তখন হৃদয়মধ্যে তুমি বিরাজমান থাকিলে ঐ সকল ভয়াদি থাকিবার সম্ভাবনা কি ? ৬

প্রভো ! যে সকল ব্যক্তিব ইন্দ্রিয়, সর্বদুঃখ-নিবর্তক তোমার শ্রবণ-কীর্তনাদি রূপপ্রসঙ্গ হইতে বিমুখ, তাহারা অতিশয় হতভাগ্য এবং নিতান্ত হতবুদ্ধি । এ কি সামান্য খেদের বিষয় ? সেই সকল দীন পুরুষ লোভাভিভূতচিত্ত হইয়া কাম-সুখ কণিকামাত্র লাভ নিমিত্ত মিরস্তুর অমঙ্গলজনক নিবন্ধ কর্ম করিয়া বেড়ায় । ৭

হে উরুক্রম ! ঐ সকল ব্যক্তি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বায়ু, পিত্ত, ক্লেমা, শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষণ, এবং উজ্জগত অজ্ঞান বিষয়, দুঃসহ কামাগ্নি, অবিচ্ছিন্ন ক্রোধ এই সকলে বারম্বার উৎপীড়িত হইয়া থাকে । উহাদিগকে অবলোকন করিলে আমার অন্তঃকরণ অতিশয় খেদান্বিত হয় । ৮

হে ঙ্গশ ! এই সংসার বস্তুতঃ অপরমার্থ, ইহাতে ঐরূপ খেদান্বিত হওয়া নিস্প্রয়োজন, ইহা সত্য বটে, কিন্তু এ সংসার ত্যাগ হয় কই ? লোকসকল যাবৎ তোমাব আপনার এই দেহভার, ( ইন্দ্রিয়ভেদে গ্য পদার্থ রূপ মায়ার দ্বারা যাহার আধিক্য হইয়াছে ) অবলোকন করিবে, তাবৎ এই সংসার বস্তুতঃ ব্যর্থ হইলেও উপরত হইবে না, ইহা ক্রিয়ামাত্রের ফল-বিশিষ্ট হইয়া নিরন্তর কেবল দুঃখনিচয় প্রদান করিতে থাকিবে । ৯



অহ্যাপ্তার্ভকরণা নিশি নিঃশয়ানা নানামনোরথধিয়া কণভয়নিদ্রাঃ ।  
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োহপি দেব যুগ্মং প্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি ॥ ১০ ॥

জং ভক্তিযোগপরিভাবিতহংসরোজ আস্মে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্ ।  
যদ্যদধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি তত্ত্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ ১১ ॥

নাতিপ্রসাদতি তথোপচিতোপচারৈরারাদিতঃ সুরগণৈর্হৃদি বদ্ধকামৈঃ ।  
যৎ সর্বভূতদয়য়াসদলভ্যৈকো নানাজনেষবহিতঃ সুহৃদস্তরাশ্বা ॥ ১২ ॥

পুংসামতো বিবিধকর্ম্মভিরধ্বরাঐদেদানেন চোগ্রতপসা পরিচর্যায়া চ ।  
আরাধনং ভগবতস্তব সংক্রিয়ার্থো ধর্ম্মোহর্পিতঃ কহিচিন্ম্রিয়তে ন যত্র ॥ ১৩ ॥

হে বিভো ! অবিবেকী লোকেরই ঐরূপ দুর্গতি হয়, ইহাতে তাহাদেরই তোমার প্রতি ভক্তি করা আবশ্যক, বিবেকীর ভক্তিতে প্রয়োজন নাই, এমন বলিতে পারা যায় না, যেহেতু, ঋষিগণও যদিষ্ঠাৎ তোমার প্রতি ভক্তিকরণে বিমুখ হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকেও সংসার-ক্লেশ-ভোগ করিতে হয়, দিবসে তাহাদের ইন্দ্রিয়সকল নানা বিষয়ে ব্যাপ্ত ও শ্রান্ত থাকে, সুতরাং কোন সুখলাভ হয় না, রজনীভাগে নিদ্রা যায়, তৎকালেও সুখ সম্ভাবনা নাই, ক্ষণে ক্ষণে নানা মনোরথ-চিন্তায় নিদ্রা ভঙ্গ হয়, আর ঠাঁইব বশতঃ তাহাদের অর্থার্থ উত্তম প্রতিহত হইয়া পড়ে, অন্তএব বিবেকীদেরও তোমার প্রতি ভক্তি করা আবশ্যক । ১০

হে নাথ ! পুরুষের হৃৎপদ্ম ভক্তিযোগে পবিত্র হইলে তোমার পথ দেখিতে পায় এবং পুরুষ তদ্রূপ হইলেই তুমি তাহার পরিশুদ্ধ হৃদয়সরোজে গিয়া অধিষ্ঠান কর । প্রভো ! তোমার দয়ার কথা কি কহিব ? তোমার ভক্তগণ শ্রবণ ব্যতিরেকেও স্বেচ্ছাক্রমে মনো দ্বারা তোমার যে যে রূপ কল্পনা করিয়া ধ্যান করে, তুমি তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ

প্রকাশ করিয়া স্বয়ং সেই সেই রূপই প্রকটিত কর । ১১

প্রভো ! নিকাম ভক্তদিগেরই তুমি স্নেহ, তদিতর ব্যক্তির কোন প্রকারেই তোমার প্রসাদ লাভ করিতে পারে না, অপরের কথা কি ? দেবগণও যদি মনোমধ্যে কামনা রাপিয়া বিবিধ উপচার দ্বারা তোমার আরাধনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতিও তুমি প্রসন্ন হও না, অথচ সর্বপ্রাণীতেই দয়া বিস্তার করিয়া প্রত্যেক জনের হৃদয়ে সুহৃৎ এবং অনুরাগাক্রমে অবস্থিতি করিয়া থাক । ফলতঃ তোমার দয়া অভক্তজনের স্নেহভ্যা নহে, এই কারণেই সকাম দেবগণও তোমার প্রসন্নতায় বঞ্চিত হইয়া থাকে । ১২

কিন্তু হে ভগবন্ ! পুরুষগণ যদি যাগযজ্ঞাদি বিবিধ কর্ম্ম, দান, তপস্যা, এবং বিজ্ঞানশ্রী এই সকল দ্বারা তোমার আরাধনা করে, তাহা হইলে তাহাই তাহাদের শ্রেষ্ঠ ক্রিয়াফল, কেন না, তোমার প্রীত্যর্থ যাগ-যজ্ঞাদি করিয়া তদ্বজ্র ধর্ম্ম তোমাতে অর্পণ করিলে সে ধর্ম্ম কদাপি ক্ষয় পায় না, কামার্থ ধর্ম্ম-কাম প্রদানের পরেই বিনষ্ট হইয়া যায় । ১৩

বিস্তৃতি—অর্থান্তরে ঐরূপ বৃথা যায় যে, ভক্তগণ তোমার সেবার জন্য নিজের নিজের যে যে দেহ ভাবনা

করিয়া থাকে, তুমি তাহাদিগকে সেই সেই সিদ্ধদেহ দান করিয়া থাক । ১১



শশ্বৎ স্বরূপমহসৈব নিগীতভেদমোহায় বোধধিক্ষণায় নমঃ পরম্ভৈ ।  
 বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়েষু নিমিত্তলীলারাসায় তে নম ইদং চক্ৰমেশ্বরায় ॥ ১৪ ॥  
 যন্তাবতারগুণকর্ম্মবিড়ম্বনানি নামানি যেহুস্ববিগমে বিবশা গুণস্তি ।  
 তেহনেকজন্মশমলং সহসৈব হিত্বা সংযাস্ত্যাপারুতমৃতং তমজং প্রপত্তে ॥ ১৫ ॥  
 যো বা অহং গিরিশশচ বিভূঃ স্বয়ং স্বিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতব আত্মমূলম্ ।  
 ভিত্ত্বা ত্রিপাদবৃধ এক উরুপ্রবোহন্ত্যৈ নমো ভগবতে ভুবনক্রমায় ॥ ১৬ ॥  
 লোকো বিকর্ম্মনিরতঃ কুশলে প্রমত্তঃ কর্ম্মণ্যং হুত্বদিতে ভবদর্শনে স্মে ।  
 যন্তাবদন্ত বলবানিহ জীবিতাশাং সত্ত্বশিচ্ছনন্তানিমিষায় নমোহস্ত তস্যৈ ॥ ১৭ ॥  
 যস্মাদ্বিভেদমাহমপি দ্বিপরাধিক্ষ্যমধ্যাসিতঃ সকললোকনমস্কৃতং যৎ ।  
 তেপে তপো বহুসবোহবরুংসমানন্ত্যৈ নমো ভগবতেহধিমথায় তুভ্যম্ ॥ ১৮ ॥

অতএব হে ভগবন্ । তোমাকে নমস্কার করি, তোমার স্ব স্ব রূপ চৈতন্য দ্বারা নিরন্তর ভেদভ্রম নিরন্তর হয় । পরন্তু বোধই তোমার আশ্রয়, অতএব তুমি পরাংপর । প্রভো ! এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি, এবং লয়ের নিমিত্ত যে মায়া, সেই মায়াব বিলাস দ্বারাই তুমি ক্রোড়া করিয়া থাক, অতএব তুমি ঈশ্বর, আমরা তোমাকে প্রণাম করি । ১৪

বিভো ! মানবগণ প্রাণবিয়োগসময়েও এবং বিবশ হইয়াও যদি তোমার যে যে নামে অবতার গুণ-কর্ম্ম ইত্যাদির অনুকরণ ত্যাগে, তৎসমুদায় কেবল উচ্চারণ করে, তাহা হইলেও অনেক জন্মের পাপ তৎক্ষণাৎ পরিহার পূর্বক নিরস্তাবরণ সত্যস্বরূপ পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়, অতএব তুমিই সেই ব্রহ্ম, তোমারই শরণাপন্ন হইলাম । ১৫

হে ব্রহ্মন্ ! তুমি ভুবনাকার ব্রহ্ম, এই তরু, তুমি স্বয়ং যে প্রকৃতির অধিষ্ঠান, সেই প্রকৃতিকে ভেদ করিয়া গুণত্রয়রূপে বিভক্ত হইয়া যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় নিমিত্ত আমি ( ব্রহ্মা ) শিব এবং বিষ্ণু আমাদের তিন জনকে তিনটি পাদস্বরূপে ধাবন

করত ত্রিপাদ হইয়া বুদ্ধিশীল হইয়াছে । প্রভো ! এই তরুর এই তিনটি পাদ বটে, কিন্তু ইহার প্রত্যেকে মরাটি প্রভৃতি মূনিগণ-স্বরূপ ভূরি ভূরি শাখা, প্রশাখা আছে, অতএব হে প্রভো ! ভুবনক্রম যে তুমি, তোমাকে নমস্কার কবি । ১৬

প্রভো ! লোকে যখন বিরুদ্ধ কর্ম্মে আসক্তি প্রযুক্ত সাক্ষাৎ তোমা কর্তৃক কথিত তোমার অর্চনারূপ কর্ম্মে অমনোযোগী হইয়া থাকে, তখন যে বলবান কাল হইতে তাহার জীবিতাশা সত্ত্ব সংহেদিত হয়, তুমি সেই কালস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি । ১৭

বিভো ! যে স্থান পরাক্রম্য বৎসর পর্য্যন্ত অবস্থান করিবে এবং সকল লোকেই বাহাকে নমস্কার করে, সেই স্থানে অধিষ্ঠান করিয়াও আমি যে কাল হইতে ভীত হই এবং তোমাকেই প্রাপ্ত হইবার বাসনায় বহু বর্ষ বাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্বক বহু সম্বৎসর তপস্যা করি, তুমি সেই কালস্বরূপ । তুমি যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা, অতএব তোমাকেই নমস্কার করি । ১৮

বিশ্বস্তি—এই শ্লোকে নামমাহাত্ম্য বিশেষভাবে বর্ণিত হইল । ১৫

পূর্ববর্তী ষোড়শ শ্লোকে ভগবানকে বিশ্বরূপী বলিয়া পরবর্তী শ্লোকদ্বয়ে বিশ্বের নিয়ন্তা কারণরূপে প্রণাম করা হইয়াছে । ১৮



তিৰ্য্যাক্ষানুশ্যাবিবুধাদিষু জীবযোনিষাশ্লেচ্ছয়াঙ্কুতসেতুপরীপ্সয়া যঃ ।  
 রেমে নিরন্তবিষয়োহপ্যবরুদ্ধদেহন্তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষোত্তমায় ॥ ১৯ ॥  
 যোহবিদ্যামুপহতোহপি দশার্দ্ধবৃত্তা নিদ্রামুবাহ জঠরীকৃতলোকযাত্রঃ ।  
 অন্তর্জলেহহিকশিপুস্পর্শানুকূলাং ভীমোর্মিমালিনি জনস্ত স্তথং বিরূপন ॥ ২০ ॥  
 যন্নাভিপদ্যভবনাদহমাসমীড়্য লোকত্রয়োপকরণো যদনুগ্রহেণ ।  
 তস্মৈ নমস্ত উদরস্বভবায় যোগনিদ্রাবসানবিকসন্নলিনেক্ষণায় ॥ ২১ ॥  
 সৌহয়ং সমস্তজগতাং স্তূহদেক আত্মা সন্তেন যন্মৃড়য়তে ভগবান্ ভগেন ।  
 তেনৈব মে দৃশমশুশ্রুতাদ্যথাহং শ্রুত্বামি পূর্ববদিদং প্রণতপ্রিয়োহসৌ ॥ ২২ ॥  
 এষ প্রপন্নবরদো রময়াত্মশক্ৰা যদ্যৎ করিষ্যতি গৃহীতগুণাবতারঃ ।  
 তস্মিন্ স্বরিক্রমমিদং সৃজতোহপি চেতো যুজীত কৰ্ম্ম শমনঞ্চ যথা বিজ্ঞায়াম্ ॥ ২৩ ॥

হে ভগবন! তুমি স্বেচ্ছাক্রমে তিৰ্য্যাক্ষ, মনুজ, দেবাদি জীবযোনিতে দেহ গ্রহণ করিয়া, স্বীয় আনন্দ অনুভব হেতু তোমাতে বিষয়সুখ সম্বন্ধ বস্তুতঃ না থাকিলেও আপনায় কৃত ধর্ম্মমর্যাদা পরিপালন বাসনায় ক্রীড়া কর, অতএব তোমাতে উপাধি এবং ধর্ম্ম ইত্যাদির সংস্পর্শ না থাকাতে তুমি পুরুষোত্তম, তোমাকে নমস্কার করি । ১৯

প্রভো! পঞ্চ প্রকার বৃত্তিবিশিষ্টা যে অবিজ্ঞা নিদ্রার হেতু, তাহা তোমাকে অভিভূত না করিলেও তুমি প্রলয়কালীন ভয়ঙ্কর তরঙ্গসঙ্কুল জলমধ্যে সর্প-শয্যায় শয়ান হইয়া তৎস্পর্শে নিদ্রা স্বীকার করিয়া-ছিলে তৎকালে এই সমুদায় লোক তোমার উদরमध्ये বিলীন হইয়াছিল। তোমার ঐ প্রকারে নিদ্রিত হইবার অভিপ্রায় এই যে, জলमध्ये অবিবেকী জনের নিদ্রা-সুখ কি প্রকার, তাহা প্রদর্শন করাইবে অর্থাৎ তদ্রূপ ব্যক্তিদিগকে ঐ প্রকার উপহাস করিবে । ২০

হে স্তূত! আমি ত্রিলোকের স্রষ্টাদি দ্বারা উপকার করিব বলিয়া তোমার অনুগ্রহে তোমার নাভিপদ্যকপ গৃহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। প্রভো! এই সংসার-প্রপঞ্চ প্রলয়কালে তোমার উদরमध्ये বিলীন ছিল,

বিব্রুতি—শ্রীমৎ বিশ্বনাথের মতে এই শ্লোকে মর্যাদা পালন, এই কথা বলা হইয়াছে । ১৯

তখন তুমি নিদ্রিত ছিলে, যোগনিদ্রা অবস্থানে এখন তোমার নয়ননলিন বিকসিত হইল, তুমি অচিন্ত্য পুরুষ, তোমাকে স্তব কি করিব, কেবল নমস্কার করি । ২১

ব্রহ্মা এই প্রকার স্তব করিয়া আপনা আপনি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, সেই এই ভগবান সমস্ত জগতের সৃষ্টাৎ এবং সর্বত্র বিস্তারিত এবং সকলের অন্তর্যামী, তিনি আপনার যে জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য দ্বারা এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিতেছেন, সেই জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য আমাতে যোজন করুন, আমি যেন পূর্ববৎ এই জগৎ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হই। সেই প্রভু প্রণত জনের প্রিয়, ইহাতে প্রণত ব্যক্তিদিগকে অভিলষিত প্রদান করিয়া থাকেন, আমিও প্রণত হইয়া এই প্রার্থনা করিতেছি, আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন, এতদ্ব্যতীত আমার অল্প প্রার্থনীয় নাই । ২২

সেই ভগবান্ শরণাগত জনগণের বরপ্রদ, তিনি গুণকৃত অবতার গ্রহণ করিয়া আপনার স্বরূপা শক্তি রম্য সহিত যে যে কার্য্য করিবেন, আমি তাঁহার এই বিশ্বসৃষ্টিকে প্রবর্তমান থাকিলেও আমার চিত্তকে সেই সমস্ত কার্য্যে নিযুক্ত করুন, আমি যেন ঐ সকল কর্ম্মে আসক্তি এবং তৎকৃত পাপ পরিত্যাগ করিতে পারি । ২৩

শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবক্ততা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই নিম্নকৃত ধর্ম্ম-



নাভিহ্রদাদিহ সতোহস্তসি যন্তু পুংসো বিজ্ঞানশক্তিৰহমাসমনস্তশক্তেঃ ।

রূপং বিচিত্রমিদমন্তু বিরূপাতো মে মা রীরিষীষ্ট নিগমন্তু গিরাং বিসর্গঃ ॥ ২৪ ॥

সোহসাবদভ্রকরুণো ভগবান্ বিরুদ্ধপ্রেমস্মিতেন নয়নাম্বুরূহং বিজৃম্বন্ ।

উথায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিষাদং মাধ্যম্য গিরাপনয়তাং পুরুষঃ পুরাণঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

স্বসম্ভবং নিশাম্যৈবং তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ । যাবন্মনোবচঃ স্তম্বা বিররাম স থিম্ববৎ ॥ ২৬ ॥

অথাভিপ্রেতমস্বীক্য ব্রহ্মাণো মধুসূদনঃ । বিবল্লচেতসস্তেন কল্পব্যতিকরাস্তসা ॥ ২৭ ॥

লোকসংস্থানবিজ্ঞান আত্মনঃ পরিগিহৃতঃ । তমাহাগাধয়া বাচা কশ্মলং শয়য়মিব ॥ ২৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

মা বেদগর্ভ গাস্তুদ্ভীং সর্গ উদ্যমমাবহ । তন্ময়াপাদিতং হুগ্রে যন্মাং প্রার্থয়তে ভবান্ ॥ ২ ॥

ভূয়স্তং তপ আতিষ্ঠ বিদ্যাক্ষেব মদাশ্রয়াম্ । তাভ্যামন্তুর্হদি ব্রহ্মন্ লোকান্ দ্রক্ষ্যন্তুপার্বতান্ ॥ ৩ ॥

তত আত্মনি লোকে চ ভক্তিসুতঃ সমাহিতঃ । দ্রষ্টাসি মাং ততং ব্রহ্মন্ ময়ি লোকাংস্তুমাত্মনঃ ॥ ৩ ॥

তঁহার তনু শক্তি, তিনি জলোপরি শয়ান হইলে তঁহার নাভিহ্রদ হইতে আমি মহন্তত্বাভিমानी হইয়া উৎপন্ন হইয়াছি এবং এখন তঁহার রূপস্বরূপ এই বিশ্ব বিস্তার করিতেছি, আমি এই প্রার্থনা করি, তঁহার প্রসাদে আমার নিগম-সম্বন্ধীয় বাক্যোচ্চারণ যেন লুপ্ত না হয় । ২৪

সেই পুরাণ পুরুষ ভগবান্ অভিষয় দয়ীবান্, তিনি প্রবুদ্ধ প্রেম সহ হস্ত দ্বারা আপনার নয়নাম্বুজ বিকসিত করিয়া এই বিশ্বের উদ্ভব এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার নিমিত্ত গাত্রোথান পূর্বক মধুর বাক্যে আমার বিষাদ অপনয়ন করুন । ২৫

মৈত্রেয় কহিলেন, বৎস বিদূর । ব্রহ্মা এই প্রকার উপাসনা এবং সমাধি দ্বারা আপনার উৎপত্তিস্থান ভগবান্কে অবলোকন এবং যথাশক্তি মন ও বাক্য দ্বারা তঁহার স্তব করিয়া শ্রান্তের দ্বায় হইয়া আপনিই বিরত হইলেন । ২৬

ভগবান্ দেখিলেন, ব্রহ্মা আপনার সৃষ্টি রচনা

বিষয়ক বিজ্ঞান নিমিত্ত খেদ করিতেছেন এবং প্রলয়-সলিল অবলোকনে তঁহার অন্তঃকরণ সাতিশয় বিষাদাকুল হইয়াছে, অতএব তঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া গভীর বচন দ্বারা তদীয় মোহশাস্তি পুংসের বলিতে আরম্ভ করিলেন । ২৭-২৮

হে বেদগর্ভ ! বিষয় হইও না, সৃষ্টি নিমিত্ত ভাবনা ত্যাগ কর, তুমি আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিতেছ, তাহা অগ্রেই সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছি । ২৯

হে ব্রহ্মন্ ! তুমি পুনর্ব্বার তপস্শাচরণ এবং আমার আগ্রহিত বিজ্ঞা অভ্যাস কর, ঐ উভয় দ্বারাই আপনাব হৃদয়মধ্যে সকল লোককে সুস্পর্শরূপে দেখিতে পাইবে । তাহার পরে ভক্তিসুতঃ এবং সমাহিত হইলেই তোমার আপনাতে এবং সেই সকল লোকেতে আমি যে সর্বব্যাপী হইয়া অবস্থিতি করি, তাহা তোমার নয়নগোচর হইবে এবং আমার দেহাভ্যন্তরেও এই সকল লোক ও জীবসমূহ দেখিতে পাইবে । ৩০-৩১



যদা তু সর্বভূতেষু দারুণমিষি ব স্থিতম্ । প্রতিচক্ষীত মাং লোকে । জহ্যৎ তর্হে'ব কশ্মলম্ ॥৩২॥  
 যদা রহিতমাত্মানং ভূতেন্দ্রিয়গুণাশয়েঃ । স্বরূপেণ ময়োপেতং পশ্যন্ স্বারাজ্যমুচ্ছতি ॥ ৩৩ ॥  
 নানাকর্ষ্যবিতানেন প্রজা বহ্নীঃ সিস্কৃতঃ । নাত্মাবসীদত্যস্মিংস্তে বর্ষীয়ান্ মদনুগ্রহঃ ॥ ৩৪ ॥  
 ঋষিমাণ্ডং ন বধ্নাতি পাপীয়াংস্ত্বাং রজোগুণঃ । যশ্মনো ময়ি নির্বন্ধং প্রজাঃ সংসৃজতোহপি তে ॥৩৫॥  
 জাতোহহং ভবতা ত্বগ্ দুর্বিষজ্ঞেয়োহপি দেহিনাম্ । যশ্মাং ত্বং মন্যসেহযুক্তং ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মভিঃ ॥৩৬॥  
 ভুভ্যং মদ্বিচিকিৎসায়ামাত্মা মে দর্শিতোহবহিঃ । নালেন মলিলে মূলং পুরুষস্ত বিচিস্রতঃ ॥৩৭॥  
 যচ্চ কথ্যাস্ত মৎস্তোত্রং মৎকথাভ্যুদয়াঙ্কিতম্ । যদ্বা তপসি তে নিষ্ঠা স এষ মদনুগ্রহঃ ॥৩৮॥  
 প্রীতোহহমস্তু ভদ্রং তে লোকানাং বিজয়েচ্ছয়া । যদন্তোষীগুণময়ং নিগুণং মানুর্বর্ণয়ন্ ॥৩৯॥  
 য এতেন পুমান্ নিত্যং স্তুত্বা স্তোত্রেণ মাং ভজেৎ । তস্মাশু সংপ্রসীদেয়ং সর্বকামবরেশ্বরঃ ॥৪০॥

হে ব্রহ্মন! আমাকে সর্বত্র দর্শন করিলেই মোহ নিবৃত্ত হয়, অগ্নি যজ্ঞপ সকল কাষ্ঠের অভ্যন্তরে অবস্থিত, আমিও তাহার জ্বায় সর্বভূতে থাকি, লোকে যখন এই রূপ দর্শন করে, তখন তাহার মোহ দূরীভূত হয়। যখন ভূত, ইন্দ্রিয়, গুণ এবং বিষয় এই সকলে বিরহিত আত্মাকে অর্থাৎ “তুমি” এই পদের প্রতিপাত্ত জীবকে আত্মস্বরূপ “আমি” এই পদার্থের সহিত ঐক্য করিয়া উপলব্ধি কবে, তখনই স্বারাজ্য প্রাপ্ত হয়। ৩২-৩৩

হে ব্রহ্মন! তুমি বিনিধ কৰ্ম্ম বিস্তার পূর্বক ভূরি ভূরি প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তোমার এ বাসনা প্রশংসনীয়, আমি বলিতেছি, এ বিষয়ে তোমার আত্মা অবসন্ন হইবে না, তোমার প্রতি আমার যথেষ্ট অনুগ্রহ আছে। ৩৪

হে ব্রহ্মন! তুমি প্রজাসৃজনে ইচ্ছুক হইয়াও যেহেতু আমার প্রতি মন বদ্ধ করিয়াছ, অতএব তুমি আত্মঋষি, পাপীয়ান্ রজোগুণ কদাপি তোমাকে বদ্ধ করিতে পারিবে না। আমি দেহী পুরুষদিগের দুজ্ঞেয় সভ্য, কিন্তু তুমি অস্ত্র আমাকে জানিতে পারিলে, কেন না, ভূত, ইন্দ্রিয়, সম্বাদি গুণ ও অহঙ্কার এ সকলে আমাকে অসংযুক্ত বলিয়া মানিতেছে। ৩৫-৩৬

হে ব্রহ্মন! পশ্চের নালস্থ হিঙ্গপথ দিয়া জল-মধ্যে প্রবেশ পূর্বক তাহার মূল অচ্ছেদ্য করিতে করিতে তোমার যখন “এই পশ্চের আশ্রয় অবশ্য কিছু আছে, কিন্তু দৃশ্য হইল না; অতএব আছে কি না?” এই সংশয় হয়, তখন আমি তোমার হৃদয়-মধ্যেই আমার রূপ দর্শাইয়াছিলাম। ৩৭

হে ব্রহ্মন! তুমি আমার মঙ্গল কথায় অঙ্কিত যে স্তব করিয়াছ এবং তোমার যে ভগ্নশ্রায় নিষ্ঠা হইয়াছিল, আর আপনার হৃদয়মধ্যে যে রূপ দর্শন করিয়াছ, এ সকল আমারই অনুগ্রহ। ৩৮

যাহা হউক, তোমার প্রতি আমার সান্ত্বনয় প্রীতি জন্মিল, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি লোক-সকল সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া, আমি গুণময়-রূপে প্রতীয়মান হইলেও, আমাকে নিগুণরূপেই বর্ণনা করিয়া স্তব করিয়াছ। ৩৯

তোমার এই স্তবে আমি তোমার প্রতি প্রীতি হইয়াছি, এ কথা বলা বাহুল্যমাত্র, যে কোন পুরুষ তোমার কৃত এই স্তুতি দ্বারা নিত্য স্তব পুরঃসর আমার উপাসনা করিবে, আমি তাহারও সম্বন্ধে সর্বকামদাতা এবং শুভদ হইয়া প্রশংসা হইব। ৪০

বিশ্রুতি—ভূগণিবিবাহিত গুরু জীবকে জীবশক্তির করিয়া ভক্তের স্বারাজ্য লাভ হয়। ৩২

আশ্রয়ভূত শক্তিমান ভগবানের সহিত যুক্তরূপে উপলব্ধি



পূৰ্ণেন তপসা ষষ্ঠৈর্দানৈর্যোগৈঃ সমাধিনা । রাঙ্কং নিঃশ্রেয়সং পুংসাং মৎপ্রীতিস্তত্ত্ববিশ্মতম্ ॥৪১॥  
 অহমাত্মান্ননাং ধাতঃ প্রেষ্ঠঃ সন্ প্রেয়সামপি । অতো ময়ি রতিং কুর্যাদেহাদেহদৈর্ঘ্যকৃতে প্রিয়ঃ ॥৪২॥  
 সৰ্ববেদময়েনৈদমাশ্ৰিত্যাত্মায়োনিনা । প্রজাঃ সৃজ যথাপূৰ্বং যাস্চ ময্যানুশোরতে ॥ ৪৩ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

তস্মা এবং জগৎস্রষ্ট্রে প্রধানপুরুষেশ্বরঃ । ব্যজ্যেদং স্নেন রূপেণ কঞ্জনাভস্তিরোদধে ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিহর-

মৈত্রেয়সংবাদে পান্ডোৰ্ভবে ব্রহ্মভবো নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মন্ । আমার প্রীতি উপাদানট পুরুষের পবন শ্রেয়, এতদপেক্ষা পরম ফল আর কিছুই নাই, পূৰ্ণ অর্থাৎ বাগীকৃপভাড়াগাদি খনন, তপস্কা, যজ্ঞ, দান, যোগ এবং সমাধি এ সকল দ্বারা পুরুষের যে ফল সিদ্ধ হয়, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন, আমার প্রীতিতেও তাহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে । ৪১

হে ধাতঃ ! আমিই অহঙ্কার উপাধি জীবসকলের আত্মা, অতএব আমি অতি প্রিয় বস্তুর মধ্যেও প্রিয়তম এবং নিরবচ্ছ, এই নিমিত্ত আমার প্রতিই লোকের রতি করা উচিত, কেন না, আমার নিমিত্তই তাহাদের দেহাদিতে প্রিয়বুদ্ধি হইয়া থাকে । ৪২

অতএব হে ব্রহ্মন্ ! যদিও তুমি কৃতার্থ হইয়াছ, আর কোন বিষয়ে তোমার প্রয়োজন নাই, তথাচ তুমি, সৰ্ববেদময় যে আত্মা অহঙ্কারের বোনি, কেবল সেই আত্ম দ্বারা অর্থাৎ অম্ব নৈরপেক্ষে এই

ত্ৰৈলোক্য, এই সমস্ত প্রজা, এবং যাহারা আমার পশ্চাৎ শয়ান হয়, তাহাদিগকে পূর্ববৎ পুনর্ব্বার সৃজন কর । ওহে ! তোমার আত্মা অহঙ্কারের বোনি, ইহাতে তোমাব জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি যথেষ্টই আছে, আর সৃষ্টি করা তোমার নূতন কৰ্ম্ম নহে, পূর্ব্বে কতবার করিয়াছ, বিলক্ষণ অভ্যাস আছে, এবং যাহাদিগকে সৃষ্টি করিতে হইবে, তাহারা আমাতেই শয়ন করিয়া রহিয়াছে । কেবল প্রকাশমাত্র করিলেই হইবে, ইহাতে এ কৰ্ম্ম তোমার অসাধ্য নহে । ৪৩

মৈত্রেয় কহিলেন, বৎস বিহর ! প্রধান পুরুষেশ্বর ভগবান্ পদ্মনাভ বিষ্ণু জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার নিকটে এই প্রকারে সৃজ্য বস্তু প্রকাশ করিয়া দিয়া সেই রূপেই অর্থাৎ স্বরূপেই তথায় অন্তর্ধান করিলেন । ৪৪

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে নবম অধ্যায় ।



## দশম অধ্যায়

শ্রীবিদুর উবাচ ।

অন্তর্হিতে ভগবতি ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । প্রজাঃ সসর্জ কতিধা দৈহিকীর্মানসীবিভূঃ ॥ ১ ॥  
যে চ মে ভগবন্ পৃষ্ঠাস্থ্যার্থা বহুবিনম্রা । তান্ বদস্বানুপূর্ব্বেন চিহ্নি নঃ সর্ব্বসংশয়ান্ ॥ ২ ॥

শ্রীসূত উবাচ ।

এবং সঞ্চোদিতস্তেন ব্রহ্মা কৌশারবিমূর্খিনেঃ । শ্রীতঃ প্রত্যাহ তান্ প্রশ্নান্ হৃদিস্থানথ ভার্গব ॥ ৩ ॥

শ্রীগৈত্রেয় উবাচ ।

বিরিঞ্চোহপি তথা চক্রে দিব্যং বর্ষশতং তপঃ । আত্মজ্ঞানমাবেশ্য যথাহ ভগবানব্রহ্ম ॥ ৪ ॥  
তদ্বিলোক্যাজসমুতো বায়ুনা বদধিষ্ঠিতঃ । পদ্মমস্ত্যচ তৎকালকৃতবীৰ্য্যেণ কম্পিতম্ ॥ ৫ ॥  
তপসা হেধমানেন বিজয়া চাত্মসংস্থয়া । বিরুদ্ধবিজ্ঞানবলো নৃপাধ্বাযুং সহাস্তসা ॥ ৬ ॥  
তদ্বিলোক্য বিয়ম্ব্যাপি পুঙ্করং বদধিষ্ঠিতম্ । অনেন লোকান্ প্রাগ্লীনান্ কলিতান্মীত্যচিস্তয়ৎ ॥ ৭ ॥

প্রাকৃতাদি ভেদে দশবিধ সৃষ্টির বিবরণ

বিদুর কহিলেন, হে ঋষিশ্রেষ্ঠ । ভগবান্ নারায়ণ  
অন্তর্হিত হইলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেহ ও মানস  
হইতে কত প্রকার প্রজা সৃজন করিলেন ? ১

আর হে ভগবন্ ! আমি আপনাকে পূর্বে যে  
সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তৎসমুদায়ও  
আনুপূর্ব্বিক বলুন এবং আমাদের সমস্ত সংশয়  
হেচন করুন । ২

সূত কহিলেন, হে বিজবর । বিদুরের এই প্রকার  
প্রার্থনা শুনিয়া মহাত্মা মৈত্রেয় মুনি সাত্ত্বিয় শ্রীত  
হইলেন । বিদুর পূর্বে যে সকল প্রশ্ন করেন, তাহা  
তাঁহাব স্মৃতিপথে জাগরুক ছিল, পরে যে সকল প্রশ্ন  
হয়, তদ্বারা বিস্মৃত হয়েন নাই, অতএব তিনি  
আপনার হৃদয়স্থ সেই সকল প্রশ্নের উত্তর যথাক্রমে  
দিতে আরম্ভ করিলেন । ৩

মৈত্রেয় কহিলেন, অহে বিদুর ! ভগবান্ নারায়ণ  
যে যে উপদেশ দিয়া অন্তর্হিত হইলেন, ব্রহ্মা  
তদনুসারে আত্মাতে অর্থাৎ নারায়ণে মন নিধান  
পূর্ব্বক দিব্য পরিমাণের সহস্র বৎসর তপস্যা  
করিলেন । ৪

তদনন্তর তিনি যে পদ্মে অধিষ্ঠান করি-  
লেন, সেই পদ্ম এবং তাঁহাব আধার জলকে  
তৎকালে কৃতবায়ু প্রলয়-পবন দ্বারা কম্পিত  
নিরীক্ষণ করিয়া, বুদ্ধিশীল তপস্যা এবং  
আত্মস্থ বিজ্ঞা দ্বারা সাত্ত্বিয় বিজ্ঞান ও  
বলসম্পন্ন হওত সেই জল ও বায়ু সমুদায় পান  
করিলেন । ৫-৬

তাঁহার পর যে পদ্মে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন,  
তাঁহাকে আকাশব্যাপী অবলোকন করিয়া এই চিন্তা  
করিলেন, পূর্ব্ব বিলীন লোকত্রয়কে এই পদ্ম দ্বারাই  
পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিব । ৭



পদ্মকোষং তদাবিশ্য ভগবৎকর্মচোদিতঃ । একং ব্যভাঙ্কীকুরুধা ত্রিধা ভাব্যং দ্বিসপ্তধা ॥৮॥  
 জ্ঞানান্ জীবলোকস্য সংস্হাভেদঃ সমাহৃতঃ । ধর্ম্যস্ত হ্রনিমিত্তস্য বিপাকঃ পরমৈষ্ঠ্যসৌ ॥ ৯ ॥

শ্রীবিদুর উবাচ ।

যদাথ বহুরূপস্য হরেরদ্রুতকর্মণঃ । কালাখ্যং লক্ষণং ব্রহ্মান যথা বর্ণয় নঃ প্রভো ॥ ১০ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

গুণব্যতিকরাকারো নির্বিশেষোহপ্রতিষ্ঠিতঃ । পুরুষস্তদুপাদানমাত্মনং লীলয়াসৃজৎ ॥ ১১ ॥

বিশ্বং বৈ ব্রহ্মতন্মাত্রং সংস্থিতং বিষ্ণুমায়ায়া । ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কালেনাব্যক্তমুত্তিমা ॥ ১২ ॥

যথেন্দ্রানীং তথা চাত্রে পশ্চাদপ্যেতদীদৃশম্ ॥ ১৩ ॥

অনন্তর ভগবান স্বয়ং করণীয় ঐ কর্মে নিযুক্ত হইয়া ঐ পদ্মকোষে প্রবেশ পূর্বক সেই এক পদ্মকে লোকত্রয়রূপে তিন প্রকারে বিভক্ত করিলেন। উক্ত পদ্ম সাত্ত্বিয় বিশাল, তাহাতে তাহাই চতুর্দশ লোকরূপ হইয়া চতুর্দশ প্রকার এবং তদপেক্ষাও বহুবিধ হইতে পারে, অতএব তাহা দ্বারা ত্রিলোক রচনা বিচিত্র মহে। ৮

অহে বিদুর ! এই যে তিন লোক, ইহাই প্রত্যহ সৃজ্যমান জীবলোকের ভোগ্য স্থানের রচনাবিশেষ, কিন্তু ব্রহ্মলোক এবং সত্য মহঃ প্রভৃতি লোক তদ্রূপ প্রত্যহ সৃষ্ট হয় না, কারণ, তাহা নিকাম ধর্ম্মের ফল-স্বরূপ ; অতএব নশ্বর নহে। ফলতঃ ত্রৈলোক্য কাম্য কর্ম্মের ফল, এ কারণ প্রতি কল্পে তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, ব্রহ্মলোক বা সত্যলোক কিম্বা মহঃ প্রভৃতি লোক সমুচিত নিকাম ধর্ম্মের ফল, ইহাতে পরাক্রম্য বৎসর পর্য্যন্ত এ সকলের ধ্বংস হইবে না, তাহার পরেও তত্তৎস্থানস্থ ব্যক্তিদিগের প্রায়ই মুক্তি হইয়া থাকে, অতএব ত্রৈলোক্য এই ব্রহ্মলোকাদি তুল্য নহে। ৯

মৈত্রেয় মুনির প্রশ্নাৎ এইরূপ কালভেদে লোক-সৃষ্টির বিবরণ শ্রবণ করিয়া, সেই কালই কি, ইহা

জানিবার বাসনায় বিদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনে ! বহুরূপী অদ্রুতকর্ম্মা ভগবানের কাল নামে এক রূপ আছে, আপনি ইহা বলিলেন, হে প্রভো ! ঐ কাল কিরূপে কল্পিত হয়, তাহার স্থূল বা সূক্ষ্ম রূপই বা কি ? এ সকল আমার নিকট যথাবৎ বর্ণন করুন। ১০

মৈত্রেয় কহিলেন, বৎস বিদুর ! গুণ-সকলের যে পরস্পর সম্বন্ধ অর্থাৎ মহাদাক্ষরূপে পরিণাম, তাহা দ্বারা যাহা ব্যক্ত হয়, তাহাই কাল, কিন্তু ঐ কাল স্বতঃনির্বিশেষ, কোন দিকে তাহার শেষ নাই, অর্থাৎ আন্তস্তম্ভ। সেই কাল যে আত্মাতে নিমিত্তরূপে বর্ত্তমান, ভগবান ঈশ্বর লীলা দ্বারা সেই কালকে নিমিত্ত করিয়াই আত্মাকে ব্রহ্মাণ্ডরূপে সৃজন করেন। ১১

অহে বিদুর ! এই বিশ্ব ভগবান বিষ্ণুর মায়াতে সংসৃত হইয়া ব্রহ্মতন্মাত্র হইয়াছিল, পরে পরমেশ্বর অব্যক্ত কালকে নিমিত্ত করিয়া তাহাই পুনর্ব্বার প্রকটিত করিয়াছেন। ১২

এই বিশ্ব এক্ষণে যে প্রকার রহিয়াছে, পূর্বেও এই প্রকারই ছিল এবং পরেও ইহা ঐদৃশই হইবে। ১৩



সর্গো নববিধস্তস্মৈ প্রাকৃতো বৈকৃতস্ত যঃ । কালদ্রব্যগুণৈরস্মৈ ত্রিবিধঃ প্রতिसংক্রমঃ ॥ ১৪ ॥  
 আত্মস্ত মহতঃ সর্গো গুণবৈষম্যমাত্মনঃ । দ্বিতায়স্তুহমো যত্র দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়োদয়ঃ ॥ ১৫ ॥  
 ভূতসর্গতৃতীয়স্ত তস্মাত্ত্রো দ্রব্যশক্তিমান্ । চতুর্থ ঐন্দ্রিয়ঃ সর্গো যস্ত জ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ ॥ ১৬ ॥  
 বৈকারিকো দেবসর্গঃ পঞ্চমো যস্য যঃ মনঃ । ষষ্ঠস্ত তমসঃ সর্গো যস্ত বুদ্ধিকৃতঃ প্রভো ॥ ১৭ ॥  
 ষড়্ভিমে প্রাকৃতাঃ সর্গা বৈকৃতানপি মে শৃণু । রজোভাজো ভগবতো লীলৈয়ং হরিমেধসঃ ॥ ১৮ ॥  
 সপ্তমো মুখ্যসর্গস্ত ষড়্ বিধস্তস্তুষাঞ্চ যঃ । বনস্পত্যোষধিলতাশুকসারী বীরুধো দ্রুমাঃ ॥ ১৯ ॥

উৎস্রোতসস্তমঃপ্রায়ান্তঃস্পর্শা বিশেষিণঃ ॥ ২০ ॥

এই বিশ্বের সৃষ্টি নয় প্রকার, তন্মধ্যে প্রাকৃত এবং বৈকৃত যে সৃষ্টি আছে, তাহা দশম; ঐ কারণেই কাল, দ্রব্য এবং গুণ দ্বারা তিন প্রকার প্রলয় হইয়া থাকে, অর্থাৎ কেবল কাল-নিমিত্ত নিত্য প্রলয়, সর্ব্বপণের মুখানিল দ্বারা নৈমিত্তিক প্রলয় এবং স্ব স্ব কার্য-গ্রাসকারী গুণ দ্বারা প্রাকৃতিক প্রলয়, এই ত্রিবিধ প্রলয় হয় । ১৪

বিদ্বান্ । যে নববিধ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করিলাম, তাহা এই, যথা—মহতের সৃষ্টি প্রথম, মহতের স্বরূপ কি শুনিবে? আত্মস্বরূপ ভগবানের সকাশ হইতে যে গুণ-বৈষম্য আবির্ভূত হয়, তাহাকে মহৎ বলে ।

দ্বিতীয়—অহঙ্কার-সৃষ্টি, তাহার লক্ষণ এই, বাহ্যতে দ্রব্যজ্ঞান এবং ক্রিয়ার উদয় হয়, তাহার নাম অহঙ্কার । ১৪-১৫

পঞ্চতমাত্মরূপভূত সৃষ্টি অর্থাৎ ভূত-সুক্ষ্মসৃষ্টি তৃতীয়, সেই পঞ্চতমাত্ম দ্রব্যশক্তিবৃত্ত, তাহাতেই তাহা হইতে মহাভূতসকলের উৎপত্তি হয় । অপর জ্ঞান, কর্ম এবং ইন্দ্রিয়স্বরূপ যে সৃষ্টি, তাহা চতুর্থ । ১৬

বৈকারিক সৃষ্টি পঞ্চম, ইন্দ্রিয়সকলের অধিষ্ঠাতা দেবগণ এবং মনঃ তাহার লক্ষণ ও পঞ্চ পর্ব্ব গবিষ্ঠার সৃষ্টি ষষ্ঠ, তাহা হইতেই জীবসকলের আবুদ্ধি অর্থাৎ আবরণ ও বিক্ষেপ হইয়া থাকে । ১৭

বিদ্বান্ । উল্লিখিত ছয় প্রকার সৃষ্টিকে প্রাকৃত সৃষ্টি বলিয়া থাকে, একগুণে বৈকারিক সৃষ্টির বিবরণ বর্ণনা করি, শ্রবণ কর । বৎস! এ বিষয় অনুধেয়ে শ্রবণ করিতে হয় যে, ভগবানের বিষয়ে মাতি হইলে সংসার-নিবারণ হয়, ঐ সকল বিবরণ রজোগুণাবলম্বী, সেই ভগবানেরই লীলামাত্র । ১৮

হে কৌরব! যে সকল স্থাবর সৃষ্ট হয়, তাহা সপ্তম সৃষ্টি, তাহা অগ্ন্যাগ্ন প্রকার সৃষ্টির মুখবৎ প্রথমে হইয়াছিল, এই কারণে তাহাকে মুখ্য বলে । ঐ স্থাবর হয় প্রকার হয়—প্রথম বনস্পতি অর্থাৎ পুষ্প বিনা ফলশালী বৃক্ষ, দ্বিতীয় ওষধি অর্থাৎ যে সকল বৃক্ষ ফলপাকে বিনষ্ট হয়, তৃতীয়—লতা অর্থাৎ যে সকল উদ্ভিদের অবলম্বনার্থ অগ্ন্যত্র আরোহণ অপেক্ষা আছে, চতুর্থ—শুকসার, অর্থাৎ বেণু প্রভৃতি, পঞ্চম বীরুধ্ অর্থাৎ লতাবিশেষ, কাঠিগ্ন হেতু তাহাদের আরোহণার্থ অবলম্বন অপেক্ষা নাই, ষষ্ঠ—বৃক্ষ অর্থাৎ পুষ্পাস্তর-ফলশালী তরু । ১৯

বৎস! ঐ সকল স্থাবরই উৎস্রোতঃ অর্থাৎ আহারার্থ উদ্ভেদে সঞ্চরণশীল, এবং উহারা সকলেই তমঃপ্রায় অর্থাৎ অব্যক্ত চৈতন্য, তাহাদের কেবল অভ্যন্তরে স্পর্শজ্ঞান আছে এবং তাহারা ব্যবহৃত পরিণামাদি ভেদে বিবিধ ভেদবিশিষ্ট হইয়া থাকে । ২০



তিরশ্চামৰ্চমঃ সৰ্গঃ সোহৃতাৰিংশদ্বিধো মতঃ । অবিদো ভূরিতমসো ভ্রাণজ্ঞা হৃদ্যবেদিনঃ ॥ ২১ ॥  
 গৌরজো মহিষঃ কৃষ্ণঃ শূকরো গবয়ো রুরুঃ । দ্বিশফাঃ পশবশ্চেতমে অবিরুপ্তৈশ্চ সত্তম ॥ ২২ ॥  
 খরোহস্থোহস্থতরো গৌরঃ শরভশ্চমরী তথা । এতে চৈকশফাঃ ক্রতুঃ শৃগু পঞ্চনখান্ পশূন ॥ ২৩ ॥  
 শা শৃগালো বুকো ব্যাঘ্রো মার্জ্জাবঃ শশশল্লকৌ । সিংহঃ কপিগর্জঃ কূক্ষ্মো গোধা চমকরাদয়ঃ ॥ ২৪ ॥  
 কঙ্কগৃধ্রবকশ্চেন-ভাসভল্লুকবহিঃ । হংসসারসচক্রোহ-কাকোলুকাদয়ঃ খগাঃ ॥ ২৫ ॥  
 অৰ্বাক্ষোতস্ত নবমঃ ক্ষত্রেকবিধো নৃণাম্ । রজোহধিকাঃ কৰ্ম্মপরা দুঃখে চ স্তম্বমানিনঃ ॥ ২৬ ॥  
 বৈকৃতাস্ত্রয় এবৈতে দেবসর্গশ্চ সত্তম । বৈকারিকস্ত যঃ প্রোক্তঃ কৌমারস্তৃত্যাত্মকঃ ॥ ২৭ ॥  
 দেবসর্গশ্চাক্তবিধো বিবুধাঃ পিতরোহস্রাঃ । গন্ধৰ্ব্বান্সরসঃ সিদ্ধা যক্ষরক্ষাংসি চারণাঃ ॥ ২৮ ॥  
 ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ বিজাধাঃ কিম্বরাদয়ঃ । দশৈতে বিদুরাখ্যাতাঃ সর্গান্তে বিশ্বস্বকৃতাঃ ॥ ২৯ ॥

অহে বিদুব ! এতদ্ভিন্ন ত্রিবিংশতিবিধের সৃষ্টি  
 অষ্টম, ঐ জাতীয় জীব অষ্টাবিংশতি প্রকার, তাহারা  
 জ্ঞানশূন্য, এবং বহুল তমোগুণবিশিষ্ট, এ কারণ  
 কেবল আহারাদিমাত্র-পৰ্যায়, তাহাদের কেবল  
 ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারাষ্ট অভীষ্ট অর্থ পরিগহ হয়, সুদয়-  
 মধ্যে কোন জ্ঞান থাকে না অর্থাৎ দীর্ঘ অনুসন্ধান-  
 শূন্য ॥ ২১

ঐ অষ্টাবিংশতি ত্রিবিংশতি এই, যথা—গো,  
 হাগ, মহিষ, কৃষ্ণ (মৃগবিশেষ), শূকর, গবয়, রুরু  
 (মৃগবিশেষ), মেঘ, এবং উষ্ট্র । হে সত্তম । এই নব  
 প্রকার পশু দ্বিধুর অর্থাৎ ইহাদের পদে দুইটি  
 করিয়া খুর আছে । আর গর্দভ, অশ্ব, অশ্বতর  
 অর্থাৎ খচ্চর, গৌর (মৃগবিশেষ), শরভ, এবং চমরী  
 (মৃগবিশেষ) এই সকল পশু একধুর অর্থাৎ  
 ইহাদের পদে একখানি খুর আছে । অহে বিদুর !  
 কোন কোন জন্তকে পঞ্চনখ বলে, তাহাও বলিতেছি,  
 শ্রবণ কর । ২২-২৩

কুকুর, শৃগাল, বুক, ব্যাঘ্র, বিড়াল, শশক,  
 শল্লক (মৃগবিশেষ), সিংহ, বানর, হস্তী, কচ্ছপ এবং  
 গাধা এই দ্বাদশবিধ জন্তু পঞ্চনখ অর্থাৎ ইহাদের পদে  
 পাঁচটি করিয়া নখ আছে ; এই কারণে ইহাদিগকে  
 পঞ্চনখ বলে । আর মকরাদি জন্তু জলচর এবং

কঙ্ক, গৃধ্র, বক, শ্চেন, ভাস, ভল্লুক, ময়ূর, হংস,  
 সাবস, চক্রবাক, কাক, পেচক ইত্যাদি জন্তু  
 খেচর । ২৪-২৫

অনন্তর মনুষ্যদিগের যে সৃষ্টি হয়, তাহা নবম ।  
 তাহা এক প্রকার, এই প্রাণীর আহার-সঞ্চার  
 অধোভাগে হয় । এই জাতীয় জীবে রজোগুণই  
 অধিক থাকে, সুতরাং ইহারা সর্বদা কৰ্ম্মভোগ্য  
 এবং দুঃখেতেও স্তম্ববোধ করে । ২৬

হে সাধো ! পূর্বের প্রাকৃত-সৃষ্টির বর্ণনাবসরে  
 যে বৈকৃত সৃষ্টিব প্রসঙ্গ করিয়াছিলাম, উল্লিখিত তিন  
 প্রকার জীব ও দেবগণ সেই বৈকৃত সৃষ্টি । কিন্তু  
 সনৎকুমার ইত্যাদি সৃষ্টি উভয় প্রকার হয় অর্থাৎ  
 প্রাকৃত এবং বৈকৃত দুইই হইয়া থাকে ; কেন  
 না, সে ভূত সকলে দেব ও মনুষ্য উভয়ই  
 আছে । ২৭

অহে বিদুর ! বৈকারিক দেব-সৃষ্টিও অষ্ট প্রকার,  
 যথা—দেব । পিতৃ, অমর, গন্ধৰ্ব্ব এবং অঙ্গরা ;  
 যক্ষ, রাক্ষস ইত্যাদি সিদ্ধ, চারণ, বিজাধর ।  
 প্রেত, পিশাচ এবং কিম্বর ; কিশ্কুর  
 ইত্যাদি । বিদুর ! বিশ্বপ্রকৃতি ত্রিবিধ আদৌ যে  
 দশবিধ সৃষ্টি করেন, তাহা এই ত্রিবিধকে সকল  
 কহিলাম । ২৮-২৯



অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি বংশান্ মন্বন্তরাণি চ।

এবং রজঃপ্লুতঃ স্রষ্টা কল্লাদিষ্মাত্মভূর্হরিঃ। সৃজত্যমোঘসঙ্কল আত্মৈবাত্মানমাত্মনা ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাত্ম সংহিতাত্মকং বৈষ্ণবসিক্যং তৃতীয়স্কন্ধে  
বিদুরমৈত্রেয়সংবাদে তত্বাত্মপত্তিক্রমো নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

অতঃপর বংশ এবং মন্বন্তর বর্ণনা করি। অহে	দ্বারা আপনাকেই সৃষ্টি করেন, তাঁহার সংকল
বিদুর। আত্মভূ ভগবান্ কল্লাদিতে স্রষ্টা হইয়া	অমোঘ, বাহা ইচ্ছা করেন, কদাপি অশুখা হয়
রজোগুণ অবলম্বন পূর্বক এইরূপে আপনার	না। ৩০



## একাদশ অধ্যায়

ত্রিমৈত্রেয় উবাচ ।

চরমঃ সন্নিবেশাণামনেকোহসংযুতঃ সদা । পরমাণুঃ স বিজ্ঞেয়ো নৃণামৈক্যভ্রমো যতঃ ॥ ১ ॥  
সত এব পদার্থস্য স্বরূপাবাস্তবস্য যৎ । কেবল্যং পরমমহানবিশেষো নিরন্তরঃ ॥ ২ ॥  
এবং কালোহ্যপ্যনুমিতঃ সৌক্ষ্ম্যে শ্চৌল্যে চ সত্তম । সংস্থানভুক্ত্যা ভগবানব্যক্তো ব্যক্তভূমিভূঃ ॥ ৩ ॥  
স কালঃ পরমাণুর্বে যো ভুঙক্তে পরমাণুতাম্ । সতোহবিশেষনভুগ্য়স্ত স কালঃ পরমো মহান ॥ ৪ ॥  
অণুর্দ্বৌ পরমাণুঃ স্মাৎ ত্রসরেণুস্বয়ঃ স্মৃতঃ । জালার্করশ্ম্যবগতঃ খমেবানুপতঙ্গাৎ ॥ ৫ ॥  
ত্রসরেণুত্রিকং ভুঙক্তে যঃ কালঃ স ত্রটিঃ স্মৃতা । শতভাগস্ত বেধঃ স্মাৎ তৈস্ত্রিভিস্ত লবঃ স্মৃতঃ ॥ ৬ ॥

কালনিরূপণ এবং যুগ ও মন্বন্তরাদি হইতে  
কল্পমানাদির বিবরণ ।

বিদুরকে সম্বোধন করিয়া মুনিবর মৈত্রেয় পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, হে কোব ! কাব্য্যাংশে যে অন্ত্য অংশ অর্থাৎ তাহার আর অংশ হইতে পারে না, এমন যে ভাগ এবং যাহা কাব্যাবস্থা প্রাপ্ত নহে, অপর অংশের সহিত অসংযুক্ত অর্থাৎ সমুদায়াবস্থা অপ্রাপ্ত অতএব সর্বদা বর্ত্তমান অর্থাৎ কার্য্য ও সমুদায়াবস্থা অপগত হইলেও যাহা বিদ্যমান থাকে, তাহাই পরমাণু । যদি বল, এ বিষয়ে প্রশ্ন কি ? তাহাতে উত্তর এই, ঐ পরমাণুপুঞ্জ পরস্পর মিলিত হওয়াতে তাহা হইতেই ব্যবহারিক জীবনিকংকে ঐরূপ অবয়বী জ্ঞান হইতেছে, ইহাই প্রশ্ন । ফলতঃ যখন শরীর দৃষ্ট হইতেছে, তখন ইহার কারণ পরমাণু অবশ্যই কল্পনা করিতে হইবে । ১

বিদুর কাব্য্যাংশের যে অন্ত্যভাগ পরমাণু, তাহা অবস্থান্তর প্রাপ্ত না হইয়া স্বরূপে অবস্থিত হইলে তাহার যে ঐক্য, তাহার নাম পরম মহৎ । যদি বল, কার্য্যে নানা বৈলক্ষণ্য এবং পরস্পর প্রভেদ আছে, কি প্রকারে তাহার ঐক্য হইবে ? উত্তর, তাহাতে বিশেষ বিবক্ষা বা ভেদবিবক্ষা নাই । অতএব এই সকল প্রশ্নকেই পরম মহৎপদবাচ্য । ২

হে সত্তম ! পরমাণু ইত্যাদির অবস্থাব্যাপ্তি দ্বারা এই কাল যে প্রকারে সূক্ষ্ম, স্থূল ও মধ্যাবস্থাভিত্তিক হয়, তাহাও এইরূপে অনুমান করা যাইতে পারে । ঐ কাল ভগবান হরির শক্তি, এবং স্বয়ং অব্যক্ত হইয়াও ব্যক্ত পদার্থের পরিচ্ছেদ করে অর্থাৎ আপনি বিভূ অর্থাৎ উৎপত্তি প্রভৃতি কার্য্যে দক্ষ । ৩

ওহে বিদুর ! যে কাল এই প্রশ্নকের পরমাণু অবস্থা ভোগ করে, সেই কাল পরমাণু অর্থাৎ সূক্ষ্ম, আর যে কাল তাহার সাকল্য ভোগ করে, তাহাকে পরম মহৎ অর্থাৎ স্থূল কাল বলা হইয়া থাকে । ৪

স্থূল কালের প্রভেদ এই—দুই পরমাণুতে এক অণু হয়, তিন অণু ত্র্যসরেণু বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে । ওহে বিদুর ! ঐ ত্র্যসরেণু প্রত্যক্ষ হয়, গবাক্ষদ্বার দিয়া সূর্য্যকিরণ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তন্মধ্যে উহা স্পষ্ট দৃষ্ট হয় অর্থাৎ সেই সূর্য্যকিরণ-বোলে অভিশয় লবুদ হেতু যাহা আকাশগামী বোধ হয়, তাহাই ত্র্যসরেণু, ঐরূপ তিন ত্র্যসরেণুকে যে কাল ভোগ করে, তাহার নাম ত্রটি । ৫

বিদুর ! যাহাতে ঐরূপ প্রকার ত্রটিরূপ কাল শতভাগ আছে, তাহাকে বেধ বলে, তিন বেধে এক লব হইয়া থাকে । ৬



নিমেষজ্বলিতো জ্যেয় আত্মাতান্তে ত্রয়ঃ কণঃ ।

কণান্ পঞ্চ বিদুঃ কাষ্ঠাঃ লঘু তা দশ পঞ্চ চ ॥ ৭ ॥

লঘুনি বৈ সমান্নাতা দশ পঞ্চ চ নাড়িকা ।

তে হে মুহূর্তঃ প্রহরঃ ষড়্‌যামঃ সপ্ত বা নৃণাম্ ॥ ৮ ॥

দ্বাদশার্দ্ধপলোন্মানং চতুর্ভিঃ চতুঃস্কুলৈঃ । স্বর্ণমাষৈঃ কৃতচ্ছিত্রং যাবৎ প্রমুজলপ্তম্ ॥ ৯ ॥

যামাশ্চত্বারশ্চত্বারো মর্ত্যানামহনী উভে । পঞ্চঃ পঞ্চদশাহনি শুক্লঃ কৃষ্ণশ্চ মানদ ॥ ১০ ॥

ভয়োঃ সমুচ্চয়ো মাসঃ পিতৃণাং তদহর্নিশম্ । বৌ তারতুঃ ষড়্‌য়নং দক্ষিণাঙ্কোত্তরং দিবি ॥ ১১ ॥

অয়নে অহনী প্রাহর্বৎসরো দ্বাদশ স্মৃতঃ । সংবৎসরশতং নৃণাং পরমাযুর্নিরূপিতম্ ॥ ১২ ॥

এহর্কতার্যচক্রস্থঃ পরমাণাদিনা জগৎ । সংবৎসরাবসানেন পর্যোতানিমিত্তো বিভুঃ ॥ ১৩ ॥

সংবৎসরঃ পরিবৎসর ইদাবৎসর এব চ । অনুবৎসরো বৎসরশ্চ বিদুরৈবং প্রভাষ্যতে ॥ ১৪ ॥

তিন লবণরিমিত কালে এক নিমেষ হয়, তিন নিমেষে এক কণ হইয়া থাকে। অপর পাঁচ কণে এক কাষ্ঠা, পঞ্চদশ কাষ্ঠায় এক লঘু হয়। ৭

পঞ্চদশ লঘু এক নাড়ী নামে সমাখ্যাত, সেই নাড়ীষয়ে এক মুহূর্ত। ছয় বা সপ্তসংখ্যক নাড়ীতে এক প্রহর হয়, তাহা মানবদিগের দিবসের অথবা রজনীর চতুর্থ অংশ। ৮

অহে বিদুর! উপরে যে নাড়ী পরিমিত কালের কথা কহিলাম, তাহা এইকপে অনুমান করা গিয়া থাকে। ছয় পল-পরিমাণের তাম্রময় সচ্ছিত্র চক্ৰিণ অঙ্গুলি বিস্তার পাত্রে চারিমাষ-পরিমিত স্তবর্গে নির্মিত চারি অঙ্গুলি পরিমিত শলাকাযোগে একপ্রস্থ পরিমিত জল যাবৎকালে প্রবিষ্ট এবং তদ্বারা সেই পাত্র নিমগ্ন হয়, তাবৎকাল নাড়ীর পরিমাণ। ৯

অহে বিদুর! পূর্বের যে যাম-পরিমিত কালের কথা কহিয়াছি, সেই চারি চারি যামে অহোরাত্র হয় অর্থাৎ চারি যামে এক দিবস এবং চারি প্রহরে এক রাত্রি হয়। হে মানদ! পঞ্চদশ অহোরাত্রে এক পঞ্চ হইয়া থাকে। পঞ্চ দুই;—কৃষ্ণ এবং শুক্ল। ১০

শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই পক্ষে একমাস হয়, তাহাই

পিতৃলোকের অহোরাত্র। দুই মাসে এক ঋতু, এবং ছয় মাসে এক অয়ন হয়। দুই অয়ন—এক দক্ষিণায়ন, দ্বিতীয় উত্তরায়ণ। ১১

ঐ দুই অয়ন দেবতাদের অহোরাত্র, ঐ অহোরাত্রেই মনুষ্যদের দ্বাদশ মাস বা এক বৎসর হয়। ঐ প্রকার এক শত সম্বৎসর মনুষ্যদিগের পরমাযু। ১২

অহে বিদুর! চন্দ্রাদি গ্রহ, অগ্নিনী প্রভৃতি নক্ষত্র এবং অন্যান্য তারায় উপলক্ষিত যে কালচক্র, তত্রস্থ কালাত্মা ঐশ্বর্য, অর্থাৎ দিবাকর, পরমাণু অবধি সংবৎসর পর্য্যন্ত কাল দ্বারা দ্বাদশ রাশ্যাঙ্ক এই ভুবনময় কোষ পর্য্যটন করিয়া থাকেন। ১৩

ঐ সম্বৎসর পঞ্চ প্রকার, যথা—সম্বৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর এবং বৎসর। তদ্বিবরণ এই—যাবৎকালে সূর্য্যের দ্বাদশ রাশি ভোগ হয়, তাহার নাম সম্বৎসর, বৃহস্পতির দ্বাদশ রাশি ভোগ-কাল পরিবৎসর, ত্রিশ সূর্য্যোদয়ে যে মাস হয়, তাহার দ্বাদশ মাস ইদাবৎসর, চন্দ্রের দ্বাদশ রাশি ভোগকাল অনুবৎসর এবং নক্ষত্রষটিত মাসের দ্বাদশ মাসে বৎসর। ১৪



যঃ সৃজ্যশক্তিমুরুধোচ্চসয়ন্ স্বশক্ত্যা পুংসোহভ্রমায় দিবি ধাবতি ভূতভেদঃ ।

কালার্থ্যা গুণময়ং ক্রতুভিবিভক্তং স্তম্ভৈ বলিং হরত বৎসরপঞ্চকায় ॥ ১৫ ॥

শ্রীবিদুর উবাচ ।

পিতৃদেবমনুষ্যাণামায়ুঃ পরমিদং শ্রুতম্ । পরেষাং গতিমাচক্ষু যে স্ত্যঃ কল্পাঙ্ঘরিবিদঃ ॥ ১৬ ॥

ভগবান্ বেদ কালশ্চ গতিং ভগবতো ননু । বিশ্বং বিচক্ষতে ধীরা যোগরাক্ষেন চক্ষুষা ॥ ১৭ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগম্ । দিব্যৈর্দ্বাদশাভিবর্ষৈঃ সাবধানং নিরূপিতম্ ॥ ১৮ ॥

চত্বারি ত্রৌণি হে চৈকং কৃতাдиষু যথাক্রমম্ । সংখ্যাতানি সহস্রাণি দ্বিগুণানি শতানি চ ॥ ১৯ ॥

সঙ্খ্যাসঙ্খ্যাংশয়োঃ স্তম্ভৈঃ কালঃ শতসংখ্যায়োঃ । তমেবাহুর্যুগং তজ্জজ্ঞা যত্র ধর্মো বিধীয়তে ॥ ২০ ॥

ধর্মশ্চতুষ্পাদানুজান্ কৃতে সমনুবর্ততে । স এবান্তোষধর্মোণ ব্যোতি পাদেন বর্দ্ধতা ॥ ২১ ॥

বিদুর ! যে মহাত্মভূতবিশেষ তেজোমণ্ডলরূপী সূর্য্য পুরুষদের মোহ নিবৃত্তি বা আয়ুরাদি ক্ষয় প্রদর্শন দ্বারা বিষয়াসক্তি নিবারণনিমিত্ত কার্য্য যে অঙ্কুরাদি, তদ্বিষয়িকা বীজাদি শক্তিকে কালরূপ আত্মশক্তি দ্বারা বহু প্রকারে বর্দ্ধিত অর্থাৎ কার্য্য্যভিমুখী করিতেছেন এবং বাহ্য হইতে সকাম পুরুষদিগের স্বর্গাদি ফল বিস্তার হইতেছে, তিনি এই অন্তরীক্ষে ধাবমান, অতএব বৎসরপঞ্চকের প্রবর্তক সেই কালাত্মা ঈশ্বরের পূজা কর । ১৫

বিদুর এই সমস্ত শ্রবণানন্তর কহিলেন, হে ঋষিবর ! পিতৃ, দেব এবং মনুষ্যদিগের যে প্রকারে স্ব স্ব মানে বর্ধশত পরমায়ু হয়, তাহা শ্রবণ করিলাম । এতদ্বা । যে সকল জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ত্রৈলোক্যের বহির্ভাগে আছেন, তাঁহাদিগের গতি কি প্রকার, বর্ণনা করুন । ১৬

হে মহাশয় ! আপনি কালরূপী ভগবানের গতি অবগত আছেন, যেহেতু আপনি ধীর, ধীরগণ জ্ঞান-সিদ্ধ চক্ষুর্ধারা বিশ্বের সকলই দেখিতে পান । ১৭

মৈত্রেয় কহিলেন, বিদুর ! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি এই চারি যুগ, সঙ্খ্যা এবং সঙ্খ্যাংশ

সহিত ঐ চারি যুগের পরিমাণ দিব্য দ্বাদশ সহস্র বৎসর । ১৮

তদ্বিশেষ এই—সত্যাদি যুগের পরিমাণ যথাক্রমে চারি তিন দুই এক সহস্র এবং দ্বিগুণ দুই দুই শত বৎসর । অর্থাৎ সত্যযুগের পরিমাণ চারি সহস্র বৎসর, তাহার সঙ্খ্যাকাল দুই শত বৎসর । এইরূপ ত্রেতাযুগের পরিমাণ তিন সহস্র বৎসর, তাহার সঙ্খ্যাকাল তিন শত, এবং সঙ্খ্যাংশ তিন শত বৎসর । দ্বাপর যুগের পরিমাণ দুই সহস্র, তাহার সঙ্খ্যাকাল দুই শত, এবং সঙ্খ্যাংশ দুই শত বৎসর । কলিযুগের পরিমাণ সহস্র বৎসর, তাহার সঙ্খ্যা এক শত এবং সঙ্খ্যাংশ এক শত বৎসর । ১৯

হে বিদুর ! যুগের অগ্রে সঙ্খ্যা, এবং অন্তে সঙ্খ্যাংশ, তাহার পরিমাণ যথাক্রমে ত্রিগুণাদি বৎসর । ঐ সঙ্খ্যা এবং সঙ্খ্যাংশের মধ্যবর্তী যে কাল, তাহাকে যুগজ্ঞ পণ্ডিতেরা যুগ বলিয়া থাকেন, সেই কালেই যুগবিশেষের গবালস্তাদি ধর্ম্মবিশেষ বিহিত হইয়া থাকে । ২০

বিদুর ! সত্যযুগে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম মনুষ্যদিগের অনুবর্তী ছিল, পরে অষ্টাশ্র যুগে ক্রমশঃ অধর্ম্ম বৃদ্ধিশীল হওয়াতে তাহার এক এক পাদ হীন হইয়া যায় । ২১



ত্রিলোক্য। যুগসাহস্রং বহিরা ব্রহ্মণো দিনম্ । তাবত্যেব নিশা তাত যন্মিমীলতি বিশ্বসৃষ্ক ॥২২॥  
নিশাবসান আরকো লোককল্লোহনুবর্ততে । যাবদ্দিনং ভগবতো মনুন ভুঞ্জংচতুর্দশ ॥ ২৩ ॥  
স্বং স্বং কালং মনুভূক্তে সাধিকাং ছেকসপ্ততিম্ ॥ ২৪ ॥

মহন্তরেষু মনবন্তদ্বংশা। ঋষয়ঃ সুরাঃ । ভবন্তি চৈতে যুগপৎ সুরেশাশ্চানু যে চ তান্ ॥২৫॥  
এষ দৈনন্দিনঃ সর্গো ব্রাহ্মজৈলোক্যবর্তনঃ । তিষ্ঠ্যঙ্ নৃপিতৃদেবানাং সন্তবো যত্র কন্মভিঃ ॥২৬॥  
মহন্তরেষু ভগবান্ বিভ্রং সত্ত্বং স্বযুষ্টিভিঃ । মন্বাদিভিরিদং বিশ্বমবতাদিতপৌরুষঃ ॥ ২৭ ॥  
তমোমাত্রায়ুপাদায় প্রাতিসংরুদ্ধবিক্রমঃ । কালেনানুগতশেষ আস্তে তুস্যাং দিনাত্যয়ে ॥২৮॥  
তমেবাহুপিধীযন্তে লোকা ভূরাদয়স্ত্রয়ঃ । নিশায়ামনুবৃত্তায়াং নিশ্মুক্তশশিভাস্করম্ ॥ ২৯ ॥  
ত্রিলোক্যং দহমানায়াং শক্ত্যা সঙ্কর্ষণাগ্নিনা । যাস্ত্যগ্না মহলৌকাঙ্জনং ভূখাদয়োহদিদিতাঃ ॥৩০॥  
তাবৎ ত্রিভুবনং সগং কল্লান্তৈত্ত্বদিতিসিদ্ধবঃ । প্লাবয়ন্ত্যৎকটাতোপ-চণ্ডবাতেরিতোর্ময়ঃ ॥ ৩১ ॥

অহে বিহুর ! এই ত্রিভুবনের বহির্ভাগে মহলৌক প্রভৃতি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া যে চতুর্যুগসহস্র, তাহা ব্রহ্মার দিন এবং তাহার রাত্রিও তাবৎপরিমিত কাল, সেই রাত্রিতেই বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা নিদ্রা যান । ২২

অনন্তর নিশাবসান হইলে লোক-সৃষ্টি আরম্ভ হয়, এবং তাহা চতুর্দশ মনু ব্যাপিয়া যাবৎ বর্তমান থাকে, তাবৎকাল ভগবান্ ব্রহ্মার দিন । ২৩

বিহুব ! এক এক মনু কিঞ্চিদধিক একসপ্ততি যুগ-পরিমিত কাল ভোগ করেন, তাহাই তাঁহাদের স্ব স্ব কাল । ২৪

মহন্তর সকলে মনু এবং মনুবংশীয় পৃথ্বীপাল-সকল ক্রমে উৎপন্ন হন, কিন্তু সপ্তর্ষি, দেবতা ঈশ্বর এবং এই সকলের অনুবর্তী যে গন্ধর্ব্বাদি, তাঁহারা সকলে সমান কালেই উৎপন্ন হইয়া থাকেন । ২৫

অহে বিহুর ! ব্রহ্মার প্রাত্যহিক এই সৃষ্টি, ইহাই ত্রৈলোক্যের উৎপাদক, যাহাতে পশু, পক্ষী, মানব, পিতৃগণ, দেবগণের স্ব, স্ব কর্ম অনুসারে জন্ম হইয়া থাকে । ২৬

বিহুর ! মহন্তরসকলে সেই ভগবান্ই সম্বৎসর অবলম্বন করিয়া স্বীয় মূর্ত্তিরূপ মন্বাদি দ্বারা পুরুষাকার

প্রকাশ-পুরুষের এই বিশ্বের পরিরক্ষণ করিয়া থাকেন । ২৭

অনন্তর তাঁহার দিবাবসান হইলে তিনি যৎকিঞ্চিৎ তমোগুণ অবলম্বন করিয়া আপনার সমুদায় বিক্রম প্রাতিসংস্রুত করেন, তৎকালে কালবশতঃ ত্রিলোকস্থ জীব তাঁহাতেই অনুপ্রাণিত হয়, স্ততরাং তৃক্ষীভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকেন । ২৮

বিহুর ! ব্রহ্মার রাত্রি উপস্থিত হইলে ভূলৌক প্রভৃতি এই তিন লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ—চন্দ্র ও সূর্য্য একেবারে না থাকিলে যজ্ঞপ হয়, তজ্জন আপনা হইতেই তিরোহিত হয় । ২৯

অর্থাৎ ভগবানের শক্তিরূপ যে সঙ্কর্ষণ যুগাগ্নি, তাহার দ্বারা এই ত্রৈলোক্য দহন হইয়া যায় । ঐ অনলের উন্মায় ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ পীড়িত হওয়াতে তাঁহারা মহলৌক হইতে জনলোকে গমন করেন । ৩০

ঐ সময় কল্লান্ত উপস্থিত হওয়াতে সমুদ্রসকল সাতিশয় বুদ্ধিশীল হইয়া উঠে, তাহাতে উৎকট কোভজনক প্রচণ্ড পবনবেগে তরঙ্গসকল তরঙ্গর সঞ্চালিত হইয়া ত্রিভুবনকে সদাই প্লাবিত করিয়া দেয় । ৩১



অন্তঃ স তস্মিন্ সলিলে আস্তেহনস্তাসনো হরিঃ ।

যোগনিদ্রানিঘ্রীলাক্ষঃ স্তূয়মানো জনালয়েঃ ॥ ৩২ ॥

এবংবিধৈরহোরাত্রৈঃ কালগত্যোপলক্ষিতৈঃ । অপক্ষিতমিবাশ্রাপি পরমাযুর্ব্যয়ঃশতম্ ॥ ৩৩ ॥  
যদর্কমাযুঃস্তুত্ব পরাধর্মভিধীয়তে । পূর্বঃ পরাধর্মোহপক্রান্তো ছগরোহগ্ প্রবর্ততে ॥ ৩৪ ॥  
পূর্বস্থান্দো পরাধর্মস্ত্রাক্ষো নাম মহানভুৎ । কল্পো যত্রাভবদ্রক্ষা শব্দত্রক্ষেতি যৎ বিদুঃ ॥ ৩৫ ॥  
তশ্চৈবাস্তে চ কল্পোহভুদ্ যং পাদ্মমভিচকতে । যদ্বারেনাভিসরস আসীল্লোকসরোরুহম্ ॥ ৩৬ ॥  
অয়ন্তু কথিতঃ কল্পো দ্বিতীয়শ্রাপি ভারত । বারাহ ইতি বিখ্যাতো যত্র সাং শূকরো হরিঃ ॥ ৩৭ ॥  
কালোহয়ং দ্বিপরাধর্মো নিমেষ উপচর্য্যতে । অব্যাকৃতস্থানস্তস্য হ্যনাদেজর্গদাত্মনঃ ॥ ৩৮ ॥  
কালোহয়ং পরমাণ্যাদিধিপরাধর্মস্তু ঈশ্বরঃ । নৈবেগিতুং প্রভুভূম্ন ঈশ্বরো ধামমানিনাম্ ॥ ৩৯ ॥  
বিকারৈঃ সহিতো যুগ্মৈবিশেষাদিভিরারতঃ । অশুকোযো বহিরয়ং পঞ্চাশৎকোটিবিস্তৃতঃ ॥ ৪০ ॥

ভগবান্ হরি সেই সময়ে সেই প্রলয়পয়োদ্বিজলে  
অনন্তরূপ শয্যায় শয়ন করিয়া যোগনিদ্রায় নিমোলিত-  
নয়ন হইয়া থাকেন । যে সকল ঋষি মনলোক হইতে  
জনলোকে গমন কবেন, তাঁহারা সেই স্থানেই  
থাকিয়া কৃতাজ্জলিপুটে বিবিধ প্রকারে তাঁহাব স্তব  
করেন । ৩২

অহে বিদুয ! কালের গতি উপলক্ষিত উক্ত  
প্রকার অহোরাত্রে যে এক শত বৎসর হয়, তাহা  
সকল প্রাণীর পরমায়ু, কিন্তু সকলেরই ঐ বর্ষশত  
কাল পরমাযুবংশতঃ পরিক্ষণ হয়, ত্রাক্ষর যে পরমাযু,  
তাহাও অপক্ষণবৎ বোধ হইয়া থাকে । ৩৩

বিদুয ! ত্রাক্ষর পরমায়ুর যে অর্ধ, তাহা পূর্ব  
ও পরাধর্ম বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে  
পূর্ব পরাধর্ম অতীত হইয়াছে, অপর পরাধর্ম  
প্রবর্তমান । ৩৪

পূর্ব-পরাদর্মের প্রথমে মহান ত্রাক্ষ নামে যে কল্প  
হয়, সেই কল্পেই ত্রাক্ষ হইয়াছিলেন—পশুভৈরা ঐ  
ত্রাক্ষকে শব্দত্রাক্ষ কহিয়া থাকেন । ৩৫

সেই ত্রাক্ষকল্পের অন্তে যে কল্প হয়, তাহার নাম  
পাদ্মকল্প, কেন না, সেই লোকপদ ভগবানের নাভি-  
সরোবর হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল । ৩৬

হে ভাবত ! দ্বিতীয়ের আদিত কথিত এই যে  
কল্প, ইহা বারাহকল্প বলিয়া বিখ্যাত । এই কল্পে  
ভগবান্ হরি বরাহ-মুক্তি ধারণ করিয়াছিলেন । ৩৭

বৎস ! এই প্রকার কাল দ্বারা স্বজ্য জীবাদি  
সকলেরই পরমাযু-পরিমাণ হইয়া থাকে, কিন্তু  
ভাগবতের কালকৃত পরিচ্ছেদশৃঙ্গ, এই যে দুই  
পরাদর্ম নামে কালের বিষয় উক্ত হইল, ইহা  
কার্যোপাধিশৃঙ্গ, অনন্ত অনাদি জগৎকারণ সেই  
ভগবানের এক নিমেষ বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু  
ঐ নিমেষও তাঁহার আযুর্গণনায় ধর্তব্য হয়  
না । ৩৮

অহে বিদুয ! পবমাণু প্রভৃতি দ্বিপরাধর্ম পর্য্যন্ত  
যে কাল, তাহা শক্তিমান বটে, কিন্তু ভগবান্ স্বয়ং  
পরিপূর্ণস্বরূপ, তাঁহার উপরে আধিপত্য করিতে  
ঐ কালের সামর্থ্য নাই, যে সকল ব্যক্তি দেহ-  
গেহাভিমানী, কেবল তাহাদের উপরেই ঐ কাল  
প্রভু করিয়া থাকে । ৩৯

বৎস ! অকৃতপ্রকৃতি-সংযুক্ত বোড়শ বিকারে  
আবদ্ধ এই ত্রাক্ষাণ্ড অভ্যন্তরে কোটি বোজন বিস্তৃত  
এবং বহির্ভাগে পৃথিবী ইত্যাদি সপ্ত পদার্থে  
আবৃত । ৪০



দশোত্তরাধিকৈর্যত্র প্রবিষ্টঃ পরমাণুবৎ । লক্ষ্যতেহস্তর্গতাশ্চাত্তে কোটিশো হুগুরাশয়ঃ ॥৪১॥  
তদাহরক্ষরং ব্রহ্ম সর্বকারণকারণম্ । বিষোধাম পরং সাক্ষাৎ পুরুষস্ত মহাত্মনঃ ॥৪২॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
বিভূরমৈত্রেয়সংবাদে কালস্বরূপকথনং নামৈকাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

এই সপ্ত পদার্থের পরিমাণও অল্প নহে । ব্রহ্মাণ্ডের  
পরিমাণ অপেক্ষা উত্তরোত্তর দশ গুণ অধিক । এতাদৃশ  
ব্রহ্মাণ্ড একটি নহে, কোটি কোটি এবং বাশি রাশি  
যাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া পরমাণুতুল্য লক্ষিত হয় । ৪১

পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই অক্ষর এবং সকল  
কাবণের কারণস্বরূপ পরমব্রহ্ম বলিয়া থাকেন ।  
বৎস ! তিনিই পরম পুরুষ বিভূর পরম  
ধাম । ৪২

ইতি তৃতীয় স্কন্ধেব একাদশ অধ্যায় ।



## দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

ইতি তে বর্ণিতঃ ক্ষতঃ কালাখ্যঃ পরমাত্মনঃ । মহিমা বেদগর্ভোহথ যথাস্রাক্ষৌষ্মিবোধ মে ॥১॥  
সসর্জ্জাগ্রেহন্ধতামিশ্রমথ তামিশ্রমাদিকৃৎ । মহামোহঞ্চ মোহঞ্চ তমশ্চাজ্ঞানবৃত্তয়ঃ ॥ ২ ॥  
দৃষ্ট্বা পাপীয়সীং সৃষ্টিং নাত্মানং বহুমন্তত । ভগবদ্ধ্যানপূতেন মনসাখ্যাঃস্ততোহসৃজৎ ॥ ৩ ॥  
সনকঞ্চ সনন্দঞ্চ সনাতনমথান্নভূঃ । সনৎকুমারঞ্চ যুনান্ নিজ্জিগ্যামূর্দ্ধবেতসঃ ॥ ৪ ॥  
তান্ বভাষে স্বভূঃ পুত্রান্ প্রজাঃ সৃজত পুত্রকাঃ । তমৈচ্ছম্যোক্ষধর্ম্মাণাং বাসুদেবপরায়ণাঃ ॥ ৫ ॥  
সোহবধ্যাতঃ স্তুতৈরেবং প্রত্যাখ্যাতোহনুশাসনৈঃ । ক্রোধং দুর্বিষহং জাতং নিয়ন্তুমুপচক্রমে ॥ ৬ ॥  
ধিয়া নিগৃহ্যমাণোহপি ভ্রুবোর্মধ্যাতং প্রজাপতেঃ । সন্তোহজায়ত তন্মন্যুঃ কুমারো নীললোহিতঃ ॥ ৭ ॥  
স বৈ রুরোদ দেবানাং পূর্ব্বজো ভগবান্ ভবঃ । নামানি কুরু মে ধাতঃ স্থানানি চ জগদ্গুরো ॥ ৮ ॥

### ব্রহ্ম-সৃষ্টি বর্ণন

মৈত্রেয় কহিলেন, অহে বিদর! পরমাত্মার কাল নামক মহিমা এই তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, বেদগর্ভ ব্রহ্মা যে প্রকারে সৃষ্টি করেন, এক্ষণে তদ্বিষয় বলি, শ্রবণ কর । ১

আদি-স্রষ্টা ব্রহ্মা সৃষ্টির অগ্রে তমঃ অর্থাৎ স্বরূপের অপ্ৰকাশ, মোহ অর্থাৎ দেহাদিতে অহঃবুদ্ধি, মহামোহ অর্থাৎ ভোগেচ্ছা, তামিশ্র অর্থাৎ ভোগেচ্ছাপ্রতিঘাতে ক্রোধ, অন্ধতামিশ্র অর্থাৎ ভোগ্য বস্তু নাশে আমিই মৃত হইলাম, এইরূপ বুদ্ধি, এই সকল অজ্ঞান-বৃত্তি সৃষ্টি করিলেন । ২

কিন্তু এই সৃষ্টিকে পাপীয়সী দেখাতে তাঁহার সন্তোষ বোধ হইল না, অতএব ভগবানের ধ্যান করিয়া তদ্বারা পবিত্রীভূত মনে অজ্ঞান সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ৩

তাহাতে সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, এই সকল মুনির সৃষ্টি করিলেন; কিন্তু ঐ মুনিগণ সকলেই নিক্রিয় এবং উর্দ্ধরেতা হইলেন । ৪

অতএব ব্রহ্মা ঐ সকল ঋষিকে সৃষ্টি করিয়া যখন বলিলেন, হে পুত্রগণ! তোমরা প্রজা সৃজন কর, তখন তাঁহাদের তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি হইল না, ফলতঃ তাঁহারা মোক্ষকেই পরমধর্ম্ম জ্ঞান করিতেন এবং ভগবান্ বাসুদেবই তাঁহাদের পরায়ণ হইয়াছিলেন—ইহাতে তাঁহাদের প্রজাসৃজনে প্রবৃত্তির সম্ভাবনা কি ? ৫

পুত্রেরা এই প্রকারে অমুজ্ঞা উন্নজন পূর্ব্বক অবজ্ঞা করিলে ব্রহ্মার দুর্বিষহ ক্রোধ উৎপন্ন হইল, কিন্তু তাহা প্রকাশ না করিয়া মনোমধ্যেই সঞ্চরণ করিতে বস্তু করিলেন । ৬

পরন্তু, বুদ্ধি পূর্ব্বক সঞ্চরণ করিলেও তাঁহার সেই ক্রোধ ভ্রমের মধ্যস্থল হইতে নির্গত হইয়া একটি নীললোহিত কুমার আকারে বহির্গত হইল । সেই ভগবান্ নীললোহিতই দেবগণের পূর্ব্বজ । ৭

তিনি উৎপন্ন হইয়াই এই বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন—হে ধাতঃ! হে জগদ্গুরো! আমার নাম এবং ধাম করিয়া দি । ৮



ইতি তস্মৈ বচঃ পান্মো ভগবান্ পরিপালয়ন্ । অভ্যধাত্তদ্রয়া বাচা মা রৌদ্রীস্তুৎ করোমি তে ॥১৥  
 যদরৌদ্রীঃ সুরশ্রেষ্ঠ সোধেগ ইব বালকঃ । অতস্ত্বামভিধাত্তস্তি নাম্মা রুদ্র ইতি প্রজাঃ ॥১০॥  
 হৃদিস্ত্রিগাণ্যহুব্যোম বায়ুরগ্নিজলং মহা । সূর্য্যশ্চন্দ্রস্তপশ্চৈব স্থানান্ত্রে কৃতানি তে ॥১১॥  
 মন্যম'নুম'হিনসো মহাশ্চিব ঋতধ্বজঃ । উগ্ররেতা ভবঃ কালো বামদেবো ধৃতব্রতঃ ॥১২॥  
 ধীধৃতী রসলোমা চ নিয়ুৎসপিরিলাম্বিকা । ইরাবতী স্বধা দীক্ষা রুদ্রাণ্যো রুদ্র তে দ্বিয়ঃ ॥১৩॥  
 গৃহাণৈতানি নামানি স্থানানি চ সযোষণঃ । এভিঃ সৃজ প্রজা বহ্নাঃ প্রজানামসি যৎ পতিঃ ॥১৪॥  
 ইত্যাদিষ্ঠঃ স্বগুরুণা ভগবান্ নীললোহিতঃ । সত্বাকৃতিস্বভাবেন সসজ্জাত্তদমাঃ প্রজাঃ ॥ ১৫ ॥  
 রুদ্রাণাং রুদ্রস্কটানাং সমস্তাদ্ গ্রসতাং জগৎ । নিশাম্য সংখ্যাণো যুগান্ প্রজাপতিরশঙ্কত ॥১৬॥  
 অলং প্রজাভিঃ স্কটভিরাদৃশীভিঃ স্রবোত্তম । মখা সহ দহন্ত্যভিদিশশ্চক্ষুর্ভিরুজ্জ্বলৈঃ ॥ ১৭ ॥  
 তপ আতিষ্ঠ ভদ্রং তে সর্বভূতস্থাবহম্ । তপসৈব যথা পূর্বং স্রজা বিশ্বমিদং ভবান্ ॥১৮॥  
 তপসৈব পরং জ্যোতির্ভগবন্তমধোক্শজম্ । সবভূতগুহাবাসমঞ্জসা বিন্দতে পুমান্ ॥ ১৯ ॥

ভগবান্ পান্মোনি ব্রহ্মা তাঁহার ঐ বাচ্য বাক্য করত সান্ত্বনা পূর্বক ভদ্রবচনে বলিলেন, বৎস! ক্রন্দন করিও না, এখনি তোমার নাম-ধাম করিয়া দিতেছি । ৯

তদনন্তর কহিলেন, হে সুরশ্রেষ্ঠ ! তুমি বালক তুল্য উদ্বেগাকুল হইয়া রোদন করিলে, এই কারণে প্রজাগণ তোমাকে রুদ্র এই নাম দিয়া আহ্বান করিবে । ১০

হে রুদ্র ! হৃদয়, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথ্বী সূর্য্য, চন্দ্র এবং তপস্তা এই সকল তোমার স্থান, তোমার নিমিত্ত পূর্বেই এ সকল প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি । ১১

আর মনু, মনু, মহিনস, মহান, শিব, ঋতধ্বজ, উগ্ররেতা, ভব, কাল, বামদেব, ধৃতব্রত, এই একাদশটি তোমার নাম । এবং ধী, ধৃতি, রস-লোমা, নিয়ুৎ, সার্প, ইরাবতী, ইরাবতী, স্বধা, দীক্ষা ও রুদ্রাণী, এই সকল তোমার স্ত্রী । বৎস ! তুমি স্ত্রীর সহিত ঐ সকল নাম এবং ধাম গ্রহণ কর । তুমি প্রজাপতি, অতএব এই সকল নাম ও ধাম-যুক্ত হইয়া প্রজা-সৃষ্টি কর । ১২-১৪

ভগবান্ নীললোহিত স্বীয় গুরু ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সব অর্থাৎ বল, আকৃতি অর্থাৎ নীললোহিত, এবং স্বভাব অর্থাৎ তীব্র ! অনুসারে আত্মতুল্য প্রজা-সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ১৫

সেই রুদ্র হইতে যে সকল রুদ্র দৃষ্ট হইলেন, তাঁহারা অসংখ্য দলবদ্ধ হইয়া জগৎ গ্রাস করিতে উদ্ভূত হওয়াতে ব্রহ্মার ভয় জন্মিল, তাহাতে রুদ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে সুরোত্তম ! আব এ প্রকার প্রজা সৃষ্টিতে প্রয়োজন নাই, ইহারা সকলে প্রথর চক্ষু-বীরা আমার সহিত দিক্ দক্ষ করিতে লাগিল । ১৬-১৭

অতএব বৎস রুদ্র ! তুমি সর্বপ্রাণীর সুধাবহ তপস্তা কর, তোমার মঙ্গল হউক । এই বিশ্ব পূর্বে যেমন ছিল, তুমি তপোবোগে পুনর্ব্বার উজ্জপ সৃষ্টি করিতে পারিবে । বৎস ! তপস্যায় কি না হয় ? পুরুষ তপঃপ্রভাবেই পরমজ্যোতিঃস্বরূপ সর্বপ্রাণীর অন্তর্যামী ভগবান্ অধোক্শকে প্রাপ্ত হয় । ১৮-১৯



শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

এবমাত্মভূবাদিষ্টঃ পরিক্রম্য গিরাং পতিম্ । বাটমিত্যমুনামস্ত্য বিবেশ তপসে বনম্ ॥ ২০ ॥  
অথাভিধায়তঃ সর্গং দশ পুত্রাঃ প্রজজিরে । ভগবচ্ছক্তিসুস্ত্য লোকসন্তানহেতবঃ ॥ ২১ ॥  
মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ । ভৃগুর্বশিষ্ঠৌ দক্ষশ্চ দশমস্তত্র নারদঃ ॥ ২২ ॥  
উৎসঙ্গান্নারদো যজ্ঞে দক্ষোহঙ্গুষ্ঠাৎ স্বয়ম্ভুবঃ । প্রাণাধর্ষিষ্ঠঃ সংজাতো ভৃগুর্ভাচি করাৎ ক্রতুঃ ॥ ২৩ ॥  
পুলহো নাভিতো জজ্ঞে পুলস্ত্যঃ কর্ণয়োঋষিঃ । অঙ্গিরা মুখতোহক্কোহত্রির্মরীচির্মনসোহভবৎ ॥ ২৪ ॥  
ধর্ম্যঃ স্তনাদক্ষিণতো যত্র নারায়ণঃ স্বয়ম্ । অধর্ম্যঃ পৃষ্ঠতো যস্মান্মৃত্যুলোকভয়ঙ্করঃ ॥ ২৫ ॥

হৃদি কামো ভ্রুবোঃ ক্রোধো লোভশ্চাধরদচ্ছদাৎ ।

আস্ত্রাদ্বাক্ষিস্কবো মেট্রান্নির্ধাতিঃ পায়োরঘাশ্রয়ঃ ॥ ২৬ ॥

ছায়ায়াঃ কর্দমো জজ্ঞে দেবহুত্যাঃ পতিঃ প্রভুঃ ।

মনসো দেহতশ্চেদং জজ্ঞে বিশ্বকৃতো জগৎ ॥ ২৭ ॥

বাচং দুহিতরং তন্মাং স্বয়ম্ভূর্হরতীং মনঃ । অকামাং চকমে ক্রতঃ সকাম ইতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ২৮ ॥  
তমধর্ম্মে কৃতমতিং বিলোক্য পিতরং স্মৃতাঃ । মরীচিমুখ্যা মুনয়ো বিশ্বস্তাৎ প্রত্যবোধয়ন্ ॥ ২৯ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন, সেই নীললোহিত রক্ত এইরূপে  
আত্মহু ত্রা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে  
প্রদর্শিত করত প্রশংসা করিলেন এবং “ভাল” এই  
কথা বলিয়া সম্ভাষণ করণানন্তর তপস্যানিমিত্ত বনে  
প্রবিষ্ট হইলেন । ২০

অনন্তর তিনি ভগবানেব শক্তিসুস্ত হইয়া  
সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা করিলেন, তাহাতে লোকবিস্তার-  
কারী দশটি পুত্র উৎপন্ন হইল, অর্থাৎ মরীচি, অত্রি,  
অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ  
এবং নারদ এই দশ জন জন্মিলেন । তন্মধ্যে নারদ  
ত্রাকার ক্রোধ হইতে, দক্ষ অঙ্গুষ্ঠ হইতে, বশিষ্ঠ  
প্রাণ হইতে, ভৃগু বক হইতে, ক্রতু কর হইতে, পুলহ  
নাভিদেশ হইতে, পুলস্ত্য কর্ণবয় হইতে, অঙ্গিরা মুখ  
হইতে, অত্রি চক্ষুর্ভয় হইতে, মরীচি মুখ হইতে উৎপন্ন  
হইলেন এবং ধর্ম্ম তাঁহার দক্ষিণ স্তন হইতে প্রকাশ  
পাইলেন । সেই স্তনে স্বয়ং নারায়ণ বিরাজমান  
হিলেন । আর অধর্ম্ম তদীয় পৃষ্ঠদেশ হইতে জন্মিল,

ঐ অধর্ম্ম হইতেই লোকের ভয়ঙ্কর মৃত্যু ঘটিয়া  
থাকে । ২১-২৫

তাঁহার হৃদয় হইতে কাম, ক্রোধ হইতে ক্রোধ,  
অধর ও ওষ্ঠ হইতে লোভ, মুখ হইতে বাক্য,  
মেট্রদেশ হইতে সিদ্ধসকল এবং পায়ুদেশ হইতে  
পাপাশ্রয় নির্ধাতি উৎপন্ন হইল । ২৬

দেবহুতির পতি যে কর্দমনামা মুনি, তিনি  
তাঁহার ছায়া হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং এই  
জগৎ সেই বিশ্বত্বষ্টার মন ও দেহ হইতে উৎপন্ন  
হইল । ২৭

অহে বিদুর, স্বয়ম্ভু ত্রাকার বাক্য নামে মনোহারিণী  
কন্যা জন্মিয়াছিল, শুনিয়াছি—ত্রাকার কামাতুর হইয়া  
সেই কন্যার অভিলাষ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ কন্যার  
তাঁহাতে কামনা হয় নাই । ২৮

ত্রাকৃতময় মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ পিতার ঐ  
প্রকার অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি অবলোকন করিয়া তাঁহাকে  
সবিনয় বচনে এইরূপ বুঝান । ২৯



নৈতৎ পূর্বৈঃ কৃতং হৃদয়ে ন করিষ্যন্তি চাপরে । যন্তং দুহিতরং গচ্ছেরনিগৃহ্যঙ্গং প্রভুঃ ॥ ৩০ ॥  
 তেজীয়সামপি হেতম্ন স্নগ্নোক্ত্যং জগদ্গুরো । যদ্বৃত্তমনুতিষ্ঠন্ বৈ লোকঃ ক্ষেমাং কল্পতে ॥ ৩১ ॥  
 তস্মৈ নমো ভগবতে য ইদং স্নেন রোচিষা । আত্মস্থং ব্যঞ্জয়ামাস স ধর্ম্যং পাভুমর্হতি ॥ ৩২ ॥

স ইথং গুণতঃ পুজান্ পুরো দৃষ্ট্বা প্রজাপতীন্ ।  
 প্রজাপতিপতিস্তুত্বং তত্যাজ ব্রীড়িতস্তদা ।  
 তাং দিশো জগৃহ্বর্হোরাং নীহারং যদ্বিদুস্তমঃ ॥ ৩৩ ॥

কদাচিচ্ছায়তঃ স্রষ্টৃর্বোদা আসংশ্চতুর্মুখাৎ । কথং স্রক্ষ্যাম্যহং লোকান্ সমবেতান্ যথা পুরা ॥ ৩৪ ॥  
 চাতুর্হোত্রাং কস্ম্যতস্ত্রয়ুপবেদনয়ৈঃ সহ । ধর্ম্যস্ত পাদাশ্চত্বারস্তথৈবাত্মমবৃত্তয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীবিভুর উবাচ ।

স বৈ বিশ্বসৃজ্যামীশো বেদাদীন্ মুখতোহসৃজৎ ।  
 যদ্যদ্যেনাসৃজদেবস্তন্মে জাহি তপোধন ॥ ৩৬ ॥

পিতঃ, আপনি যে ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আপনার পূর্ববর্তী কোন ব্যক্তি ঈদৃশ কর্ম করে নাই, পরেও কেহ করিবেন না । কি স্রণার বিষয় ! আপনি সকলের প্রভু, আপনি কামনিগ্রহে অসমর্থ হইয়া কণ্যাগমনে উদ্বৃত্ত হইলেন ? ৩০

গুরো, আপনি তেজস্বী সত্য, কিন্তু এবাধিখ ব্যাপার তেজস্বী ব্যক্তিরও যশস্ত্র নহে, আপনার সদৃশ তেজস্বীর সংকর্ম করাই কর্তব্য, কেন না, লোকেরা তক্রূপ অনুষ্ঠান করিয়া স্ব স্ব শ্রেয়ঃসাধন করিতে সমর্থ হইবে । ৩১

অথবা আমাদের এ কথায় কার্য্য নাই, আমরা সেই ভগবানকে নমস্কার করি, যিনি স্বীয় জ্যোতির্বারা আত্মস্থ এই বিশ্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তিনিই ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছেন । ৩২

প্রজাপতি-পতি দেবপতি ব্রহ্মা আপনার অগ্রে আপন প্রজাপতিগণকে ঐ প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিতে দেখিয়া অভিশয় লব্ধিত হইলেন এবং জীড়াবশতঃ তাঁহাদের সমক্ষেই আপনার ওনু পরিভ্যাগ

করিলেন, তাহাতে দিক্‌সকল তাঁহার সেই দেহ গ্রহণ করিল, পশুভেরা তাহাকেই নীহারময় তমঃ বলিয়া থাকেন । ৩৩

অহে বিভুর ! ঐ ব্রহ্মা অপর এক সময়ে এই চিন্তা করিয়াছিলেন, এই সকল সৃসঙ্গত লোক পূর্বকল্পে যেরূপ ছিল, সেইরূপে ইগাদিগকে কি প্রকারে সৃষ্টি করিব, ঐরূপ চিন্তা করিতে তাঁহার চারি বদন হইতে বেদসকল বিনির্গত হইল । ৩৪

চাতুর্হোত্র অর্থাৎ হোত্রাদি চতুর্ফলের কর্ম, উপবেদ ও নীতিসার সহিত কর্ম্যতন্ত্র অর্থাৎ বজ্র-বিস্তার, ধর্ম্মের চারি চরণ, আশ্রম এবং আশ্রম-সকলের বৃত্তি, এ সকল উৎপন্ন হইল । ৩৫

বিভুর জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনৈ ! আপনি কহিলেন, বিশ্বস্রষ্টাদের ঈশ্বর ব্রহ্মা আপনার বদন হইতে বেদাদি সৃষ্টি করিলেন । হে তপোধন ! সেই দেব বাহ্যর দ্বারা বাহ্য সৃজন করেন, বিশেষ করিয়া বলুন । ৩৬



শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

ঋগ্‌যজুঃসামাধ্বর্ষাখ্যান্ বেদান্ পূর্বাদিভিমুখৈঃ । শস্ত্রমিজ্যাস্তুতিস্তোমঃ প্রায়শ্চিত্তং ব্যাধাংক্রমাৎ ॥৩৭॥  
 আয়ুর্বেদং ধনুর্বেদং গান্ধর্বং বেদমাত্মনঃ । স্থাপত্যঞ্চাস্তজ্জ্বেদং ক্রমাৎ পূর্বাদিভিমুখৈঃ ॥৩৮॥  
 ইতিহাসপুরাণানি পঞ্চমং বেদমাশ্রয়ঃ । সর্বেভ্য এব বস্ত্রেভ্যঃ সশ্রজে সর্বদর্শনঃ ॥ ৩৯ ॥  
 ষোড়শ্যকুর্খো পূর্ববস্ত্রাৎ পুরীষ্যগ্নিকৃতা বধ । আপ্তোর্থ্যামাতিরাত্রৌ চ বাজপেয়ং সগোসবম্ ॥৪০॥  
 বিত্তা দানং তপঃ সত্যং ধর্ম্মশ্রুতি পদানি চ । আশ্রমাংশ্চ যথাসংখ্যামস্রজং সহ বৃতিভিঃ ॥৪১॥  
 সাবিত্রং প্রাজাপত্যঞ্চ ব্রাহ্মণ্যঞ্চ বৃহৎ তথা । বার্তাসঞ্চয়শালীনশিলোঙ্ক ইতি বৈ গৃহে ॥ ৪২ ॥  
 বৈখানসা বালিখিল্যোড়ুম্বরাঃ কেনপা বনে । ত্রাসে কুটীকঃ পূর্বং বহ্নোদো হংসনিক্রিয়ৌ ॥৪৩॥

মুনিবৎ মৈত্রেয় বিহুরের এই প্রশ্নে কহিতে লাগিলেন—ব্রহ্মার পূর্বাদি মুখচতুষ্টয় হইতে যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ, সাম এবং অধ্বর্ষ এই চারিবেদ আবির্ভূত হয়। আর তিনি গোতৃকর্ম্ম যে শস্ত্র অর্থাৎ অপ্রণীত মন্ত্রস্তোত্র এবং অধ্বর্ষ্যুর কর্ম্ম যে ঈজ্যা ও উদ্‌গাতার কর্তব্য যে স্তুতিস্তোম অর্থাৎ সঙ্গীত ও স্তোত্রার্থ কৃত ঋক্‌সমুদায়, অপর ব্রহ্মার কর্ম্ম যে প্রায়শ্চিত্ত, এই সকল কর্ম্মও যথাক্রমে বিধান করিলেন। ৩৭

আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ব বেদ, অর্থাৎ সংগীতবিজ্ঞা এবং স্থাপত্যবেদ অর্থাৎ বিশ্বকর্ম্ম-শাস্ত্র ইত্যাদি উপবেদ-সকলও আপনার মুখ হইতে সৃষ্টি করিলেন। আর পঞ্চমবেদ যে ইতিহাস ও পুরাণ, এ সকলের সৃষ্টি সর্বজ্ঞ তাঁহার সমস্ত বদন হইতে হইল। ৩৮-৩৯

পরন্তু ষোড়শী ও উক্খ অর্থাৎ বজ্রাঙ্গ প্রধান কর্ম্মবিশেষ, এবং পুরীষী অর্থাৎ অগ্নিচয়ন, অগ্নি-কৌম ও আপ্তোর্থ্যমা এবং অভিরাত্র, তথা বাজপেয় ও গোসব এই সকল বজ্রকর্ম্ম তাঁহার পূর্বদিকের মুখ হইতে উৎপন্ন হইল। ৪০

তিনি বিদ্যা অর্থাৎ শৌচ, দান অর্থাৎ দান্য এবং তপস্তা ও সত্য ধর্ম্মের এই যে চারিপদ, এ

সকল এবং যথাক্রমে আশ্রমসকল বৃদ্ধির সহিত সৃষ্টি করিলেন। ৪১

অপিচ, সাবিত্র অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যা, প্রাজাপত্য অর্থাৎ উপনয়নাবধি গায়ত্রী-অধ্যয়নকারীর ত্রিরাত্র ব্রতব্রাহ্ম অর্থাৎ ব্রতচরণশীলের সম্বৎসরমধ্যে বেদগ্রহণ, বৃহৎ অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যা, বার্তা অর্থাৎ অনিবিদ্য কৃত্যাদিসঞ্চয় অর্থাৎ রাজনাদি বৃদ্ধি, শালীন অর্থাৎ অবাচিত বৃদ্ধি এবং শিলোঙ্ক অর্থাৎ পতিত কণিকাশনবৃদ্ধি, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন বৃদ্ধিও তাঁহা হইতে সৃষ্ট হইল। ৪২

চারি প্রকার বনস্থ, যথা—বৈখানস অর্থাৎ অকুষ্ঠপচারিত্রি, বালিখিলা অর্থাৎ নূতন অন্ন প্রাপ্ত হইলে পূর্বসঞ্চিত অন্নভ্যাগী, ওড়ুম্বর অর্থাৎ প্রান্ত-কালে গাত্রোপস্থান করিয়া সে দিক্ দেখে, সেই দিক্ হইতে আহৃত ফলাদি দ্বারা জীবিকাকারী, কেনপ অর্থাৎ স্বল্প পতিত ফলাদি দ্বারা জীবিকাকারী, এতদ্ভিন্ন সংসারভ্যাগী করেক জন আছেন,—যথা কুটীচক অর্থাৎ আপন আশ্রমধর্ম্মে প্রধান, বাহ্নোদ অর্থাৎ কর্ম্মোপসর্জনীকৃত্য জ্ঞানান্ভাস প্রধান, হংস অর্থাৎ জ্ঞানান্ভাসনিষ্ঠ এবং নিক্রিয় অর্থাৎ প্রাপ্তভক্ষ এই সকল যথোত্তর শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ বে যে পরবর্তী, সেই সেই প্রধান। এ সমস্তও তাঁহা হইতেই সৃষ্ট হইল। ৪৩



আদ্বীক্ষিকী ত্রয়ো বার্তা দণ্ডনীতিস্তথৈব চ । এবং ব্যাহতয়শ্চাসন্ প্রণবো হ্যশ্চ দহৃতঃ ॥৪৪॥

তশ্চোক্ষিগাসীল্লোমভ্যো গায়ত্রী চ ত্বচো বিভোঃ ।

ত্রিফলমাংসাং স্নুতোহনুফলজগত্যশ্বঃ প্রজাপতেঃ ।

মজ্জায়াঃ পঙক্তিরুংপমা বৃহতী প্রাণতোহভবৎ ॥ ৪৫ ॥

স্পর্শস্তম্ভাভবজ্জীবঃ স্বরো দেহ উদাহতঃ ।

উত্থাণমিদ্ৰিয়াণ্যাহরন্তস্থা বলমান্ননঃ । স্বরাঃ সপ্ত বিহারেণ ভবন্তি স্ম প্রজাপতেঃ ॥ ৪৬ ॥

শব্দব্রহ্মান্ননস্তশ্চ ব্যক্তাব্যক্তান্ননঃ পরঃ । ব্রহ্মাবতাতি বিততো নান্যশক্ত্যুপবৃংহিতঃ ॥ ৪৭ ॥

ততোহপরামুপানায় স সর্গায় মনো দধে ॥ ৪৮ ॥

ঋষীণাং ভূরিবীৰ্য্যাণামপি সর্গমবিস্তৃতম্ । জ্ঞানী তদ্ধৃদয়ে ভূয়শ্চিস্তয়ামাস কৌরব ॥ ৪৯ ॥

অহো অদ্বুতমেতন্মে ব্যাপ্তস্তথাপি নিত্যদা । ন হেধন্তে প্রজা নুনং দৈবমত্র বিঘাতকম্ ॥৫০॥

এবং যুক্তকৃতস্তশ্চ দৈবঞ্চাবেক্ষতস্তদা । কশ্চ রূপমভূদ্বেদা যৎ কায়মভিচক্ষতে ॥ ৫১ ॥

তাভ্যাং রূপবিভাগাভ্যাং মিথুনং সমপদ্যত ॥ ৫২ ॥

আদ্বীক্ষিকী অর্থাৎ তর্কবিজ্ঞা, ত্রয়ীবার্তা অর্থাৎ বেদবিজ্ঞা এবং দণ্ডনীতি, তথা তিন ব্যাপ্তি এবং প্রণব, এ সকল তাঁহার হৃদয়াকাশ হইতে উৎপন্ন হইল । ৪৪

পরন্তু সেই বিভূর লোমসকল হইতে উক্ষিপ্ত, ত্বক্ হইতে গায়ত্রী, মাংস হইতে ত্রিফল, স্নায়ু হইতে অনুফল, অস্থি হইতে জগতী, মজ্জা হইতে পংক্তি, এবং প্রাণ হইতে বৃহতী হৃদ উৎপন্ন হইল । ৪৫

এইরূপে তাঁহার জীবস্পর্শসংজ্ঞক বর্ণ অর্থাৎ ককারাদি পঞ্চ বর্ণ এবং তাঁহার দেহ স্বরবর্ণ অর্থাৎ অকারাদি বর্ণ বলিয়া বিখ্যাত হইল, আর তাঁহার ইন্দ্রিয় উন্নয় অর্থাৎ শ, ব, স, হ, বর্ণ এবং তাঁহার আপনার বল অন্তঃস্থ বর্ণ অর্থাৎ য় র, ল ব হইল, অপিচ, তাঁহার বিহার দ্বারা ষড়্ভুজ আদি সপ্ত স্বর জন্মিল । ৪৬

অপর সেই ব্রহ্মা শব্দমূর্তি, এবং ব্যক্ত অর্থাৎ বৈখরী নামিকা বাক্যরূপা ভাষা ও অব্যক্ত অর্থাৎ প্রণব, এতদ্ব্যাস্তক, অতএব তাহা হইতে পরিপূর্ণ স্বরূপ পরমেশ্বর নিত্যই আবির্ভূত হয়েন অর্থাৎ অব্যক্ত মূর্তি হইতে পরিপূর্ণ ব্রহ্ম প্রকাশ পান এবং ব্যক্ত মূর্তি হইতে নানা শক্তিবিশিষ্ট ইন্দ্রাদি দেবতা প্রকাশিত হয়েন । ৪৭

সে বাহা হউক, ঐ ব্রহ্মা পূর্বে যে মূর্তি স্থিতি করিয়াছিলেন, তাহা নীহারভমঃ হইয়া যাওয়াতে তদ্বিনশ্চ অশ্রু একটি মূর্তি গ্রহণ করিলেন, ঐ মূর্তিতে কাম আত্মাশক্তি নিষিক্ত ছিল না। তাহার পরে তিনি স্থিতির বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন । ৪৮

ব্রহ্মার অশ্রু শরীর গ্রহণের কারণ এই, তিনি দেখিলেন, মহাবীৰ্য্য ঋষিগণের স্থিতিও বিস্তৃত হইল না, অতএব হে কৌরব ! তিনি পুনর্বার বিষয়প্রকাশ পূর্বক আপনার হৃদয়মধ্যে চিন্তা করিলেন, অহো, এ কি আশ্চর্য্য ! আমি সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছি, তথাচ আমার প্রজা নিত্য বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে না, এখন আমার নিশ্চয় বোধ হইল, এ বিষয়ে দৈবই প্রতিকূল আছেন । ৪৯-৫০

এইরূপ চিন্তা করিয়া যেমন কর্তব্য, তাহা করিলেন এবং দৈবের প্রতিও দৃষ্টি রাখিলেন । ঐ প্রকার করিতে করিতে ব্রহ্মার সেই মূর্তি আপনা হইতে অতি আশ্চর্য্য প্রকারে বিধা অর্থাৎ বিধগু হইল, তাহাতেই অত্য়পি লোকে তাঁহার মূর্তিকে কায় বলিয়া থাকে । সে বাহা হউক, ঐ দুই অংশ দ্বারা তিনি মিথুন অর্থাৎ দ্বী-পুরুষ হইলেন । ৫১-৫২



যন্ত তত্র পুমান্ সোহ্‌ভূম্বনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ স্বরাট্ । স্ত্রী যাসীচ্ছতরূপাখ্যা মহিম্যন্ত মহাত্মনঃ ॥৫৩॥

তদা মিথুনধর্ম্মেণ প্রজা ছেদাম্ভুবিরে ॥ ৫৪ ॥

স চাপি শতরূপায়াং পঞ্চাপত্যাত্মজাজনৎ ।

প্রিয়ত্রতোত্তানপাদৌ তিভ্রঃ কণ্ঠাশ্চ ভারত । আকৃতির্দেবহুতিশ্চ প্রসূতিরিতি সন্তম ॥ ৫৫ ॥

আকৃতিং রুচয়ে প্রাদাৎ কর্দমায় তু মধ্যমায় । দক্ষায়াদাৎ প্রসূতিঞ্চ যত আপূরিতং জগৎ ॥৫৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈষ্ণবিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে

বিষ্ণুর্মৈলেশ-সংবাদে সৃষ্টিবর্ণনং নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

তন্মধ্যে যিনি পুরুষ, তিনি স্বায়ম্ভুব মনু হইলেন, যিনি স্ত্রী, তাঁহার নাম শতরূপা হইল, ঐ স্ত্রী মহাত্মা মনুর মহিষী হইলেন। ৫৩

সেই হইতেই মিথুনধর্ম্ম দ্বারা প্রজাসকল বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ৫৪

হে ভারত ! উক্ত মনু শতরূপা নাম্নী বনিতাতে পাঁচটি অগত্য উৎপন্ন করেন, এমধ্যে পুত্র দুই

এবং কন্যা তিন। পুত্রদ্বয়ের নাম প্রিয়ত্রত ও উত্তানপাদ, কণ্ঠাত্মের নাম, আকৃতি, দেবহুতি এবং প্রসূতি। ৫৫

মনু আকৃতিকে কচির হস্তে সম্প্রদান করেন এবং মধ্যমা দেবহুতি কর্দমের ভার্য্যা হয়েন। আর প্রসূতি দক্ষের বনিতা হইয়াছিলেন, ইঁহার সম্ভানেই জগৎ পরিপূর্ণ হয়। ৫৬

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায় ।



## ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ ।

নিশম্য বাচঃ বদতো মুনোঃ পুণ্যতমাং নৃপ । ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ কোবব্যো বাসুদেবকথাদৃতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীবিদুর উবাচ ।

স বৈ স্বায়ম্ভুবঃ সম্রাট্ প্রিয়ঃ পুত্রঃ স্বয়ম্ভুবঃ । প্রতিভাত্য প্রিয়াং পত্নীং কিং চকার ততো মুনোঃ ॥ ২ ॥

চরিতং তস্য রাজর্ষেরাদিরাজস্য সত্তম । ক্রহি মে শ্রদ্ধাধানায় বিষকেন্নোশ্রয়ো হ্রসৌ ॥ ৩ ॥

শ্রুতস্য পুংসাং সূচিরশ্রমস্য নবজ্ঞসো সূরিভিরোড়িতোহর্থঃ ।

তত্তদুগ্ধানুশ্রবণং মুকুন্দপাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীশুক উবাচ ।

ইতি ব্রহ্মণঃ বিদুরং বিনীতং সহস্রাঙ্গীষ্টশ্চরণোপধানম্ ।

প্রহৃষ্টরোমা ভগবৎকথায়াঃ প্রণীয়মানো মুনিরভ্যচক্ ॥ ৫ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

যদা স্বভার্য্যয়া সাক্ষিঃ জাতঃ স্বায়ম্ভুবো মনুঃ । প্রাজ্ঞলিঃ প্রণতশ্চেদং বেদগর্ভমভাষত ॥ ৬ ॥

ত্বমেকঃ সর্বভূতানাং জন্মকৃদ্রতিদঃ পিতা । অথাপি নঃ প্রজানাং তে শুশ্রূষা কেন বা ভবেৎ ॥ ৭ ॥

বরাহরূপী ভগবান্ কর্তৃক জলমগ্না ধরার উদ্ধার

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্ ! কুরুপ্রবীর  
বিদুর মুনিবর মৈত্রেয়ের প্রমুখাৎ এই সমস্ত পুণ্যতম  
বিবরণ শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বাসুদেবের কথায়  
অনুরাগ প্রকাশ পূর্বক পুনর্বার জিজ্ঞাসা  
করিলেন । ১

বিদুর কহিলেন, হে মুনো ! স্বয়ম্ভুর প্রিয় পুত্র  
সম্রাট্ স্বায়ম্ভুব মনু প্রেয়সী পত্নী লাভ করিয়া পরে  
কি করিলেন ? ২

হে সত্তম ! সেই রাজর্ষিই আদি রাজা, এবং  
যেহেতু তিনি ভগবান্ হরিকে আশ্রয় করিয়া  
ধাকিভেন, অতএব শ্রদ্ধাশীল আমার নিকট তাঁহার  
পবিত্র চরিত্র বর্ণন করিতে আত্মা হউক । ৩

হে ব্রহ্মন্ ! ষাঁহাদের হৃদয়ে ভগবান্ মুকুন্দের  
পদারবিন্দ বিরাজমান, তাঁহাদের যে গুণানুবাদ

শ্রবণ, তাহাতেই পুরুষের চিরকালের শ্রমোপার্জিত  
শ্রবণাদির সার্থকতা এবং পণ্ডিতগণ তাহারই ষষ্ঠা-  
রূপে স্তব করিয়া থাকেন । ৪

শুকদেব কহিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিপূর্বক  
যে বিদুরের ক্রোড়ে আপনার চরণদ্বয় প্রসারিত  
করিতেন, সেই বিদুর বিনয় প্রদর্শন পূর্বক ঐরূপ  
কহিলে, মুনিবর মৈত্রেয় আনন্দে পুলকিত হইয়া  
তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন । ৫

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—বিদুর ! স্বায়ম্ভুব মুনি  
স্বীয় ভার্য্যার সহিত উৎপন্ন হইয়া প্রণামানন্তর অঞ্জলি-  
বন্ধন পূর্বক ব্রহ্মাকে বলিলেন, ব্রহ্মন্ ! আপনি  
এই সমস্ত প্রাণীর পিতা, যেহেতু জন্ম দিয়াছেন এবং  
পোষণ করিতেছেন, অতএব যদিও আপনার  
অগ্নাপেক্ষা নাই, তথাপি আমরা আপনার সন্তান,  
আপনার শুশ্রূষা করা আমাদের কর্তব্য, কোন্ কৰ্ম্ম  
দ্বারা আপনার সেবা করিব, আত্মা করুন । ৬-৭



তদ্বিধেহি নমস্তভ্যং কৰ্মস্বীভ্যাশক্তিষু । যৎ কৃত্বেহ যশো বিশ্বগমুর্ন চ ভবেদগতিঃ ॥ ৮ ॥  
শ্রীব্রহ্মোবাচ ।

শ্রীতস্তভ্যমহং তাত স্বস্তি স্তাধাঃ ক্রিতাশ্বর । যন্নির্ব্যলীকেন হৃদা শাধি মেত্যান্মনাপিতম্ ॥ ৯ ॥  
এতাবত্যান্মজৈবীর কার্য্যা হুপচিতিষ্ঠুরৌ । শক্ত্যাহপ্রমত্তৈর্গৃহেত সাদরং গতমৎসরৈঃ ॥ ১০ ॥  
স ভ্রমস্ত্যামপত্যানি সদৃশাত্মানো গুণৈঃ । উৎপাত্য শাস ধর্ম্মেণ গাং যজ্ঞৈঃ পুরুষং যজ্ঞ ॥ ১১ ॥  
পরং শুক্রবণং মহং স্তাং প্রজারক্ষণামৃপ । ভগবাংস্তে প্রজাভর্তুর্জ্বীকেশো নু তুম্যতি ॥ ১২ ॥  
যেষাং ন তুষ্ঠো ভগবান্ যজ্ঞলিঙ্গো জনর্দ্দিনঃ । তেষাং শ্রমো হুপার্থায় যদাত্মা নাদৃতঃ স্বয়ম্ ॥ ১৩ ॥  
শ্রীমনুরূবাচ ।

আদেশেহং ভগবতো বর্তেয়ামীবসৃদন । স্থানস্তিহানুজানীহি প্রজানাং মম চ প্রভো ॥ ১৪ ॥  
যদোকঃ সর্বভূতানাং মহী ময়া মহাস্তসি । অস্মা উদ্ধরণে যত্নো দেব দেব্যা বিধীয়তাম্ ॥ ১৫ ॥

হে স্তব্য ! আমাদের শক্তিসাধ্য কৰ্ম্মসকলের মধ্যে কোন কৰ্ম্ম দ্বারা আপনার সেবা হইতে পারে ? হে দেব, আপনাকে নমস্কার করি, হে ব্রহ্মন ! যে কৰ্ম্ম করিলে আমাদের ইহকালে সর্বত্র বশ এবং পরকালে সদৃগতি হইবে, তাহা কহিতে আজ্ঞা হউক । ৮

স্বায়ম্ভুব মুনির এইরূপ বিনিয়ান্ত্রিত বচন শ্রবণ করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা স্নেহ প্রকাশ পুরঃসর কহিলেন, হে তাত ! হে ক্রিতাশ্বর ! তোমাদের দুই জনের মঙ্গল হউক, তোমরা অকপট হৃদয়ে স্বয়ং এই যে আত্ম-নিবেদন করিলে “আমাদিগকে উপদেশ দিন”, ইহাতে আমার তোমাদের উপর পরম প্রীতি জন্মিল । ৯

হে বার ! পিতার প্রতি পুত্রদিগের এইরূপেই ভক্তি করা কর্তব্য, পিতার আজ্ঞা পালন ও তাঁহার পূজা, অপ্রমত্ত ও অমৎসর হইয়া আদর পূর্বক করিতে হয় । ১০

বাহা হউক, এক্ষণে তুমি তোমার এই পত্নীতে আত্মসদৃশ গুণশালী সন্তান ও সন্ততি উৎপন্ন করিয়া ধর্ম্মঃ এই ধরা শাসন করিতে থাক এবং যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞপুরুষ ভগবান্ হরির আরাধনা কর । ১১

হে রাজন ! তুমি যদি উত্তমরূপে প্রভা পালন কর, তাহাতেই আমার পরম শুক্রাবা হইবে, আর তোমাকে প্রজাপালক দেখিলে ভগবান্ জ্বীকেশও তোমার প্রতি যথেষ্ট সজ্জ্ব হইবেন । ১২

বৎস ! যজ্ঞমুষ্টি ভগবান্ হরি যাহাদের প্রতি তুষ্ট না হন, তাহাদের শ্রম বিফল, যেহেতু তাহারা তাত্মারই অনাদর করে, ফলে তঃ ভগবান্ হরি সর্বাত্ম-স্বরূপ, তিনি তুষ্ট না হওয়াতে তাহাদের স্বার্থ-সিদ্ধিও হয় না । ১৩

মমু কহিলেন, হে ভগবন ! হে পাগনাশন ! আমি আপনার আদেশানুরূপ আচরণ অবশ্যই করিব, আপনি অনুগ্রহ করিয়া প্রজাগণের এবং আমার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ স্থান দান করুন, অর্থাৎ “এই স্থানে অবস্থিতি কর” এইরূপ অনুজ্ঞাপ্রদান করুন । ১৪

প্রভো, সকল প্রাণীর অবস্থানস্থান যে পৃথিবী ছিল, তাহা প্রলয়কালীন সমুদ্রের সলিলে মগ্ন হইয়াছে । অতএব যদি আমাদিগকে স্থানদানের মানস হয়, তবে ধরণীর উদ্ধরণ-বিষয়ে যত্ন করুন । ১৫



শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

পরমেষ্ঠী ত্রুপাং মধ্যে তথা সন্মামবেক্ষ্য গাম্ । কথমেনাং সমুন্মেষ্য ইতি দধ্যৌ ধিয়া চিরম্ ॥ ১৬ ॥

সৃজতো মে ক্ষিতির্বাভিঃ প্লাব্যমানা রসাং গত ।

অথাত্র কিমনুষ্ঠেয়মস্মাভিঃ সর্গযোজিতৈঃ । যস্তাহং হৃদযাদাসং স ঈশো বিদধাতু মে ॥ ১৭ ॥

ইত্যভিধ্যায়তো নাসাবিবরাং সহসানঘ । বরাহতোকে নিরগাদস্মৃষ্ঠপরিমাণকঃ ॥ ১৮ ॥

তস্মাভিপশ্যতঃ খন্ধঃ ক্ষণেন কিল ভারত । গজমাত্রঃ প্রবরুধে তদদ্যুতমভূম্বহং ॥ ১৯ ॥

মরীচিপ্রমুখৈবৈপ্রৈঃ কুমারৈর্মল্লুনা সহ । দৃষ্ট্ৱ তচ্ছৌকরং রূপং তর্কয়ামাস চিত্রধা ॥ ২০ ॥

কিমেতচ্চূকরব্যাজং সত্ত্বং দিব্যমবস্থিতম্ । অহোবতাশ্চর্য্যমিদং নাসায়ামে বিনিঃসৃতম্ ॥ ২১ ॥

দৃষ্টৌহস্মৃষ্ঠশিরোমাত্রঃ ক্ষণাদগুণশিলাসমঃ । অপিস্থিদ্ভুগবানেষ যজ্ঞো মে খেদয়শ্মনঃ ॥ ২২ ॥

অনন্তর যুনিবর মৈত্রেয় ষিটুরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বিদুর! পিতামহ ত্রক্ষা মনুর এইরূপ সকাতির বচন শ্রবণ করিয়া এবং জলমধ্যে অবনীকে নিমগ্না দেখিয়া চিন্তা করিলেন, আমি পূর্ব্বে একবার সকল জল পান করিয়াছি, আবার অকস্মাৎ কি প্রকারে ঐ সমস্ত সলিল উৎপন্ন হইল? বাহা হউক, এখন এই জলমধ্যে নিমগ্না ধরিত্রীকে কি প্রকারে উদ্ধার করি? ১৬

এ কি? আমি সৃষ্টি করিতেছিলাম, আমার নিকট হইতে এই ধরা কিরূপে জল দ্বারা প্লাবিতা হইয়া রসাতলগতা হইয়াছে? বাহা হউক, পরমেশ্বর আমাদিগকে সফ্যর্থ নিযুক্ত করিয়াছেন, এখন এ বিষয়ে কর্তব্য কি? অথবা আমার চিন্তায় কিছু হইবে না, যে ভগবানের হৃদয় হইতে আমি উৎপন্ন হইয়াছি, তিনিই এ বিষয়ে আমার বাহা অনুষ্ঠেয়, তাহা সম্পাদন করুন। ১৭

হে অনঘ বিদুর! ত্রক্ষা এইরূপ চিন্তা করিতে

থাকিলে তাঁহার নাসাবিবর হইতে সহস্রা একটি সূক্ষ্ম বরাহ নির্গত হইল, তাহার পরিমাণ অসুভমাত্র। ১৮

সেই বরাহ দেখিতে দেখিতে ত্রক্ষার সমক্ষেই আকাশস্থিত হইয়া ক্ষণমাত্রে হস্তীর আকারে বর্ধিত হইল, তাহাতে কিরূপ আশ্চর্য্য দর্শন হইল, বর্ণনা করা যায় না। ১৯

ত্রক্ষা চমৎকৃত হইয়া কুমার মরীচি প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ এবং মনুর সহিত সেই শূকরের রূপ নিরীক্ষণ করত বহুবিধ তর্ক-বিতর্ক করিয়া কহিতে লাগিলেন, এ কি? শূকরচ্ছলে কোন দিব্য প্রাণী আসিয়া আবির্ভূত হইলেন না কি? আশ্চর্য্য! নাসারন্ধ্র হইতে এবস্থিৎ বরাহ বিনিঃসৃত হইল? ২০-২১

এই শূকর প্রথমতঃ অস্মৃষ্ঠের শিরোমাত্র পরিমাণ দৃষ্ট হইয়াছিল, ক্ষণকাল মধ্যে শূল পাষণসমান হইল। ইনিই তো ভগবান্ বিষ্ণু হইবেন না? বুঝি তিনিই নিজরূপ তিরোহিত করিয়া আমাদের মনকে শোকাবিত করিতেছেন। ২২

**বিস্তৃতি**—উত্তানপাদের বংশসম্ভূত প্রাচেতসগণের পুত্র নক্ষ। সেই নক্ষের কন্যা দিতি; হিরণ্যাক্ষ এই দিতির পুত্র। কল্পারম্ভে যখন মনুর পুত্র হয় নাই, তখন কি প্রকারে হিরণ্যাক্ষের আবির্ভাব হইবে? অতএব মৈত্রেয় এক কল্পের কথা বলিতে বলিতে অস্ত কল্পের কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন, বরাহদেবের ব্রাহ্মকল্পে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে একবার ও

চাক্ষুষমন্বন্তরে একবার, এই ছইবার পৃথিবীর উদ্ধারার্থে আবির্ভাব হইয়াছিল। চাক্ষুষমন্বন্তরেই হিরণ্যাক্ষবধ হইয়াছিল। ১৮

**বিস্তৃতি**—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ত্রক্ষার নাসিকা হইতে এবং চাক্ষুষ মন্বন্তরে জল হইতে বরাহদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল। ২০



ইতি মীমাংসতন্তু ব্রহ্মণঃ সহ সূনুভিঃ । ভগবান্ যজ্ঞপুরুষো জগজ্জাগেজ্জসমিভঃ ॥২৩॥  
ব্রহ্মাণং হর্ষয়ামাস হরিতাংষ্ট দ্বিজোত্তমান্ । স্বর্গজ্জিতেন ককুভঃ প্রতিশ্বনয়তা বিভুঃ ॥২৪॥

নিশম্য তে ঘর্ষরিতং স্বধেদক্ষয়িষু মায়াময়শূকরশ্চ ।

জনস্তপঃসত্যনিবাসিনস্তে ত্রিভিঃ পবিত্রৈর্মুনয়ো গৃণন্ স্ম ॥ ২৫ ॥

তেবাং সতাং বেদবিতানমুত্তিব্রাহ্মাবধার্য্যাত্মগুণানুবাদম্ ।

বিনত্ব ভূয়ো বিবুধোদয়ায় গজেন্দ্রলীলো জলমাবিবেশ ॥ ২৬ ॥

উৎকিণ্ডবালঃ খচরঃ কঠোরঃ সটা বিধুশ্চ খররোমশত্বক্ ।

খুরাহতাব্ভঃসিতদংষ্ট্রৈ স্কাঙ্ক্যোতির্বভাসে ভগবান্ মহীধুঃ ॥ ২৭ ॥

ত্ৰাণেন পৃথ্ব্যাঃ পদবীং বিজিহ্বন্ ক্রোড়াপদেশঃ স্বয়মধ্বরাজঃ ।

করালদংষ্ট্রোহপ্যকরালদৃগ্ভামুদ্বীক্য বিপ্রান্ গৃণতোহবিশং কম্ ॥ ২৮ ॥

স বজ্রকূটাসনিপাতবেগবিশীর্ণকৃষ্ণিঃ স্তনয়ন্নদৃশ্বান্ ।

উৎসৃষ্টদৌর্যোধির্ভূজৈরিবার্ত্তশ্চ ক্রোশ যজ্ঞেশ্বর পাহি মেতি ॥২৯॥

ব্রহ্মা আপনার পুঞ্জগণ-সহিত অনেকক্ষণ ঐরূপ তর্ক-বিতর্ক করিয়া শেষে আপনিই মীমাংসা করিতেছেন, এই অবসরে তাঁহার অগ্রে সেই বরাহরূপী ভগবান্ যজ্ঞপুরুষ গিরীশ্রতুল্য একটা ভয়ঙ্কর গর্জন করিলেন । ২৩

তাঁহার সেই গর্জন-ধ্বনি স্বর্গ পর্য্যন্ত জয় করিল, দিক্ সকল হইতে প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল ; তাহাতে ব্রহ্মা এবং সেই সকল দ্বিজোত্তম হৃষ্টচিত্ত হইলেন । ২৪

পরন্তু জনলোক, তপোলোক এবং সত্যলোক নিবাসী মুনিগণ সেই মায়াময় বরাহের তজ্জাতানুকরণ-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ঋক্, যজুঃ, সাম এই বেদত্রয়ের মন্ত্র দ্বারা তাঁহার স্তুব করিতে লাগিলেন । ২৫

ঐ বরাহ-মূর্ত্তি বেদসকলের স্তুত্য, অতএব করীশ্র তুল্য লীলা করিতে করিতে ঐ সকল মুনির উচ্চারিত বেদমন্ত্র বস্তৃতঃ আপনার গুণানুবাদক অবধারণ করিয়া দেবতাদের অভ্যুদয় নিমিত্ত পুনর্ব্বার গর্জন করিলেন, তাহার পরেই জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । ২৬

পরন্তু ধরিত্রীর উদ্ধারক সেই বরাহ জলপ্রবেশের

পূর্ব্বে উর্দ্ধভাগে পুচ্ছ উৎক্ষেপণ করিয়া উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক আকাশচারী হইলেন এবং তাঁহার স্কন্ধস্থিত কেশরসকল কম্পিত হইতে লাগিল, আর তিনি খুর দ্বারা মেঘ সকল আহত করিলেন । তাঁহার শরীর অতিশয় কঠিন, এবং স্বকের উপরে তীব্র রোম ছিল । তৎকালে চতুর্দিক্ ভিমিরাত্ত ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার নিরীক্ষণে যৎকিঞ্চিৎ আলোক হইল । ২৭

তিনি আপনি যজ্ঞাত্ম হইলেও বরাহরূপে পশুর দ্বায় ত্রাণ দ্বারা পৃথিবীর পদবী অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং যদিও তাঁহার নেত্রদ্বয় করাল ছিল, তথাপি তাহা অকরাল করিয়া ওদ্বারা স্তুবকারী সেই বিপ্রবৃন্দের প্রতি অবলোকন করিতে করিতে জলে প্রবেশ করিলেন । ২৮

ঐ মহাবরাহ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক সমুদ্রসলিলে পতিত হইলে তাঁহার পাষণময় অঙ্গপতন জন্ত বেগে সাগর-কূক্ষি বিদীর্ণ হইয়া গেল, অতএব জলনিধি আর্দ্রতুল্য হইয়া শব্দ করিলেন এবং তরঙ্গরূপ কুল প্রসারণ করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে যজ্ঞেশ্বর ! আমাকে রক্ষা কর । ২৯



খুরৈঃ ক্ষুরপ্রৈর্দরয়ঃস্তদাপ উৎপারপারং ত্রিপরা রসায়াম্ ।  
 দদর্শ গাং তত্র স্বপুপ্তরগ্রে যাং জীবধানীং স্বয়মভ্যধত ॥ ৩০ ॥  
 স্বদংষ্ট্রৈয়োকৃত্য মহীং বিলগ্নাং স উখিতঃ সংরুহচে রসায়াঃ ।  
 তত্রাপি দৈভ্যাং গদয়াপতন্তুং স্নানভসন্দীপিততীব্রমুখ্যঃ ॥ ৩১ ॥  
 জঘান রুক্ষানমসহবিক্রমং সলীলয়েভং যুগরাড়িবাঙ্কসি ।  
 তদ্রুপক্ষাঙ্কিতগণ্ডতুণ্ডো যথা গজেন্দ্রে। জগতীং বিভিন্দন্ ॥ ৩২ ॥  
 তমালনীলং সিতদন্তকোট্য। ক্ষামুৎক্ষিপন্তুং গজলীলয়াঙ্গ ।  
 প্রজ্যায় বন্ধাঞ্জলয়োহনুবাকৈবিরিঞ্চিমুখ্যা উপতপ্তরৌশম্ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উচুঃ ।

জিতং জিতং তেহজিত যজ্ঞভাবন ত্রয়ীং তনুং স্বাং পরিধুষ্মতে নমঃ ।  
 যদ্রোমগর্ভেষু নিলিল্যুরকয়স্তস্মৈ নমঃ কারণশৃকরায় তে ॥ ৩৪ ॥

সে যাহা হউক, উক্ত যজ্ঞমূর্তি বরাহ ক্ষুরপ্রৈ অর্থাৎ আয়তগ্র বাণতুল্য খুর দ্বারা অপার জল-রাশিরও পার প্রদর্শন পূর্বক তাহার জল বিদীর্ণ করিতে করিতে রসাতলে গিয়া তথায় ধরার দর্শন পাইলেন। তিনি শ্রলয়সময়ে যখন শয়ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন সমস্ত জীবের আধার-ভূতা ঐ ধরণীকে আপনার জঠরে ধারণ করেন, অতএব তাঁহার এখন ধরাকে উদ্ধার করা কঠিন হইবার সম্ভাবনা কি ? ৩০

অবলীলাক্রমে আপনার দশন দ্বারা ধরণীকে ধারণ করিয়া ক্ষণমধ্যে রসাতল হইতে উখিত হইলেন, তৎকালে তাঁহার অনির্বচনীয় শোভা হইল। অনন্তর তিনি ঐ জলমধ্যে আদি দৈত্যকে বিনষ্ট করিলেন। ঐ দানব গদা উত্তত করিয়া আগমন পূর্বক তাঁহার প্রতিরোধ করণার্থ যত্ন করিতেছিল, কিন্তু ভগবদ্বিক্রম সহকরণে তাহার ক্ষমতা হইবার সম্ভাবনা কি ? ভগবান সুদর্শন চক্রতুল্য তীব্র রোষে প্রজ্বলিত হইয়া, সিংহ যেমন হস্তী বধ করে, তাহার স্থায় অবলীলাক্রমে তাহার প্রাণ সংহার করিলেন। অতএব গজেন্দ্রে যেমন ক্রীড়াবশতঃ পৃথ্বী

বিদারণ করিতে করিতে গৈরিক ঈশিকা দ্বারা অরুণবর্ণ গণ্ড ও অরুণবর্ণ তুণ্ড হয়, তাহার স্থায় ঐ দানবের রক্তরূপ পক্ষে বরাহমূর্তি ভগবানের গণ্ড এবং তুণ্ড অঙ্কিত হইয়া অরুণবর্ণ হইল। ৩১-৩২

অহে বিদুর ! সেই অদ্ভুত বরাহ হস্তিবৎ লীলা করিতে করিতে দস্তাগ্রভাগ দ্বারা ধরণীকে ধরিয়া উর্দ্ধে উৎক্ষেপণ করিতেছিলেন এবং তাঁহার শরীর তমালবৎ নীলবর্ণ দৃষ্ট হইতেছিল, ইহাতে বিরিঞ্চি প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কৃতাজ্ঞ হইলেন এবং বৈদিকস্মৃতি সদৃশ বাক্য দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ৩৩

ঋষিগণ সন্ত্রম প্রকাশ পূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে অজিত ! হে যজ্ঞভাবন ! তোমার জয় হইল ! জয় হইল ! শ্রোভো ! তুমি আপনার এই বেদময়ী মূর্তিকে কম্পিত করিতেছ, তোমাকে নমস্কার। হে বিভো ! তোমার এই শরীরের রোমকূপে সাগর সকল বিলীনপ্রায় হইতেছে। ফলতঃ তুমি কেবল ধরণীর উদ্ধার-কারণেই এই কারণরূপ শৌকর্য কলেবর ধারণ করিয়াছ, বস্তুতঃ তুমি স্বয়ং ভগবান, তোমাকে নমস্কার। ৩৪

বিস্মৃতি—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে আবির্ভূত বরাহদেব ভায় নীলবর্ণ ছিলেন। ৩০

বেতবর্ণ এবং চাক্র মন্বন্তরে আবির্ভূত বরাহদেব তমালের



রূপং তবৈতন্নু দুষ্কৃতান্নাং দুর্দর্শনং দেব যদধ্বরাশ্রকম্ ।  
 ছন্দাংসি যন্ত ত্বচি বর্হি রোমস্বাজ্যং দৃশি ত্বজ্জিষু চাতুর্হোত্রম্ ॥ ৩৫ ॥  
 অক্ষ তুণ্ড আসীৎ অক্ষ ঈশ নাসয়োরিড়োদরে চমসাঃ কর্ণরন্ধ্রে ।  
 প্রাশিত্রমাস্ত্রে এসনে গ্রহাস্ত্র তে যচ্চৰ্ৰ্বণং তে ভগবন্নয়িত্বোত্রম্ ॥ ৩৬ ॥  
 দীক্ষানুজন্মোপসদঃ শিরোধরং ত্বং প্রায়গীয়োদয়নীয়দংষ্ট্রঃ ।  
 জিহ্বা প্রবর্গ্যন্তব শীর্ষকং ক্রতোঃ সত্যাবসথ্যং চিতয়োহসবো হি তে ॥ ৩৭ ॥  
 সোমস্ত রেতঃ সর্বান্ধবস্থিতিঃ সঙ্স্থাবিভেদাস্তব দেব ধাতবঃ ।  
 সত্রাণি সর্বাণি শরীরসঙ্কয়স্তং সর্বযজ্ঞঃ ক্রতুরিষ্টিবন্ধনঃ ॥ ৩৮ ॥  
 নমো নমস্তেহখিলমন্ত্রদেবতাদ্রব্যায় সর্বক্রতবে ক্রিয়ান্বনে ।  
 বৈরাগ্যভক্ত্যাশ্রয়ানুভাবিতজ্ঞানায় বিদ্যাগুরবে নমো নমঃ ॥ ৩৯ ॥

হে দেব! তোমার এ রূপ যজ্ঞময়; কিন্তু দুষ্কৃতান্না ব্যক্তির তাহা দেখিতে পায় না। প্রভো! এই যে তোমার স্বকে গায়ত্র্যাদি ছন্দঃ, রোমে বর্হিঃ, অর্থাৎ যজ্ঞীয় কুশাদি, চক্ষুর্দ্বয়ে আজ্য অর্থাৎ হবনীয় স্রত এবং চরণ-চতুর্দ্বয়ে চাতুর্হোত্র অর্থাৎ হোত্রাদি কর্মচতুর্দ্বয় প্রকাশমান হইতেছে। ৩৫

হে ঈশ! তোমার মুখাগ্রে অক্ষ অর্থাৎ জুহু নামক যজ্ঞপাত্র, তোমার নাসিকাধ্বয়ে অক্ষব (যজ্ঞপাত্রবিশেষ), উদরে ইড়া অর্থাৎ যজ্ঞীয় ভক্ষণ-পাত্র, কর্ণরন্ধ্রে চমস (যজ্ঞপাত্রবিশেষ) মুখে প্রাশিত্র অর্থাৎ ব্রহ্মভাগপাত্র, মুখান্তর্বর্ন্তী হিষ্ট্রে সোমপাত্র নামক যজ্ঞপাত্রবিশেষ দেদীপ্যমান। অপর, হে ভগবন, তুমি যে চৰ্ৰ্বণ কর, তাহাই আমাদিগের অগ্নিহোত্র। ৩৬

হে বিভো! তোমার যে বারম্বার অভিব্যক্তি, তাহাই দীক্ষা অর্থাৎ দাক্ষীয়েষ্টি, তোমার ত্রীবাশেষই উপসদ অর্থাৎ তিন ইষ্টিবিশেষ, তোমার দংষ্ট্রা প্রায়গীয়া অর্থাৎ দীক্ষানস্তরেষ্টি এবং উদয়নীয়া অর্থাৎ সমাপ্তীষ্টি, তোমার জিহ্বাই প্রবর্গ্য অর্থাৎ উপসদের পূর্বে ক্রিয়মাণ মহাবীর

নামে যজ্ঞবিশেষ, তোমার শীর্ষ অর্থাৎ শিরোদেশ সভ্য অর্থাৎ হোমরহিত অগ্নি তথা আবসথ্য অর্থাৎ উপাসনায়ি এবং তোমার পঞ্চ প্রাণই চিতি অর্থাৎ যজ্ঞার্থ ইচ্চকাচয়ন। ৩৭

অপিচ হে দেব! তোমার রেতঃ সোমযজ্ঞ, তোমার অবস্থান অথবা বাল্যাঙ্গ অবস্থা প্রাতঃ-সবনাদি কর্ম, তোমার হৃৎ-মাংসাদি সপ্ত ধাতু অগ্নিস্কোম, অত্যগ্নিস্কোম, উকথ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিবাত্র এবং আপ্তোর্যম এই সপ্ত যজ্ঞপ্রভেদ, আর তোমার শরীরসন্ধি সকল ষাদশাহাদি বহু যাগসমূহস্বরূপ, অতএব তুমি অসোম যজ্ঞ এবং সসোম ক্রতু উভয়স্বরূপ, আর যজ্ঞনই তোমার বন্ধন। ৩৮

প্রভো! তুমি অখিল মন্ত্র, অখিল দেবতা এবং সমস্ত দ্রব্যস্বরূপ আর তুমিই সর্বক্রতু ও সামান্য ব্যাপারস্বরূপ, অতএব তোমাকে নমস্কার। অপর, হে বিভো! বৈরাগ্য অর্থাৎ সমস্তকি হইতে উৎপন্ন যে ভক্তি, তাহা হইতে যে চিত্ত-বৈরাগ্য হয়, তাহাতে যে জ্ঞান সাক্ষাৎকৃত হয়, তুমি সেই জ্ঞান-স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। ৩৯



দংষ্ট্রাথকোটি। ভগবৎস্বয়া ধৃত। বিরাজতে ভূধর ভূঃ সভূধরা ।  
 যথা বনামিঃসরতো দতা ধৃত। মতজ্জেন্দ্রস্য সপত্রপদ্মিনী ॥ ৪০ ॥  
 ত্রয়ীময়ং রূপমিদঞ্চ শৌকরং ভূমণ্ডলেনাথ দতা ধুতেন তে ।  
 চকাস্তি শৃঙ্গোচনেন ভূয়সা কুলাচলেন্দ্রস্য যথৈব বিভ্রমঃ ॥ ৪১ ॥  
 সংস্থাপয়ৈনাং জগতাং সতস্বুযাং লোকায পত্নীমসি মাতরং পিতা ।  
 বিধেম চাস্তৌ নমসা সহ ভূয়া যস্তাং স্বতেজোহগ্নিমিবারণাবধাঃ ॥ ৪২ ॥  
 কঃ শ্রদ্ধদীতান্তমস্তব প্রভো রসংগতায়। ভুব উদ্বিবর্হণম্ ।  
 ন বিস্ময়োহসৌ ভূয়ি বিশ্ববিস্ময়ে যো মায়েদং সম্ভজেন্তি বিস্ময়ম্ ॥ ৪৩ ॥  
 বিবুদ্বতা বেদময়ং নিজং বপুর্জনস্তপঃসত্যনিবাসিনো বয়ম্ ।  
 সটশিখোদ্ধূতশিবাসুবিন্দুভির্মুজ্যমানা ভূশমীশ পাবিতাঃ ॥ ৪৪ ॥  
 স বৈ বত ভ্রষ্টমতিস্তবৈষ তে যঃ কৰ্ম্মণাং পারমপারকৰ্ম্মণঃ ।  
 যদ্বোগমায়াগুণযোগমোহিতং বিশ্বং সমস্তং ভগবন্ বিধেহি শম্ ॥ ৪৫ ॥

হে ভূধর ! মস্ত হস্তী জলক্রীড়ানন্তর দন্ত দ্বারা পত্রাদি সহিত পদ্মলতা ধারণ করিয়া জলাশয় হইতে নির্গত হইলে পদ্মিনীর যক্রপ শোভা হয়, তুমি আপনার দন্তের অগ্রকোটি দ্বারা পর্বত আদি সহিত এই ধরণীকে ধারণ করাতে তক্রপ শোভা পাইতেছ । ৪০

হে দেব ! শিখরদেশে মেঘ ধৃত হইলে তদ্বারা প্রধান কুলাচলের যেরূপ শোভা হয়, তোমার এই বেদময় শৌকর রূপ তোমার দন্তধৃত ধরামণ্ডল দ্বারা তক্রপ শোভা পাইতেছে । ৪১

হে ভগবন্ ! তুমি এই জগতের পিতা এবং এই ধরা তোমার পত্নী, অতএব ইনি জগতের মাতা । তুমি এই সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমের বাসস্থান নিমিত্ত ইহাকে সম্যকপ্রকারে স্থাপন কর, তাহা হইলে আমরা ইহার উপরি অবস্থিত হইয়া তোমার সহিত আমাদের মাতা এই ধরাকে নমস্কার ও পরিচর্যা করিতে পারি । প্রভো ! যাজ্ঞিকেরা যেমন মন্ত্র দ্বারা অরণিতে অগ্নি আধান করেন, তাহার স্থায় তুমি এই ধরণীতে আপনার ধারণ-শক্তি নিহিত করিয়া রাখিয়াছ । ৪২

হে বিভো ! তুমি এই যে রসাতলগতা ধরণীর উদ্ধার করিলে, এ বিষয়ে তোমা ভিন্ন অন্য কোন্

ব্যক্তির অধ্যবসায় হইতে পারে ? কিন্তু তুমি ঐ যে কৰ্ম্ম করিলে, ইহাতে তোমাতে আমাদের বিস্ময় হয় না ; যেহেতু, তুমি সকল বিস্ময়ের আকর, ফলতঃ তুমি যখন আপনার মায়া দ্বারা অতি বিস্ময়কারী এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ, তখন তোমাতে কোন বিস্ময়ই নাই । ৪৩

বিভো ! তুমি যে এই আপনার দেবময় শৌকর-শরীর কম্পন করিতেছ, তাহাতে তোমার জটীর শিখাগ্র দ্বারা অতিশয় শুভ অম্বুকণা উচ্ছলিত হইতেছে ; আমরা জনঃ তপঃ সত্য-লোকনিবাসী হইলেও ঐ জলকণা দ্বারা অতিশয় পবিত্রীকৃত হইলাম । ৪৪

হে ভগবন্ ! তোমার কৰ্ম্ম অপার, যে ব্যক্তি তোমার কৰ্ম্মের পার অবগত হইতে বাঞ্ছা করে, সে অতি ভ্রষ্টবুদ্ধি ; প্রভো ! তাহা কি কাহারও জানিবার সাধ্য আছে ? তোমার যোগমায়া গুণের সহিত যে বোগ, তাহাতে এই সমস্ত বিশ্ব মোহিত হইয়াছে, অতএব হে ভগবন্ ! এই বিশ্বের মঙ্গল-বিধান করা এবং লোকে তোমাতে অচিন্ত্য-শক্তি জানিয়া যে প্রকারে ভজনা করিতে পারে, সেইরূপে অনুগ্রহ কর । ৪৫



শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

ইত্থাপনীয়মানোহসৌ মুনিভির্জ্ঞানবাদিভিঃ । সলিলে স্থখুরাক্রান্ত উপাধতাবিতাবনিম্ ॥ ৪৬ ॥  
স ইত্থং ভগবানুর্বাণং বিষক্লেশনঃ প্রজ্ঞাপতিঃ । রসায় লীলয়োমীতামপ্সু শ্রুত্ব যযৌ হরিঃ ॥ ৪৭ ॥

য এবমেতাং হরিমেধসো হরেঃ কথং স্তভদ্রাং কথনীয়মায়িনঃ ।

শৃণ্বীত ভক্ত্যা শ্রবয়েত বোশতীং জনার্দনোহস্তাশু হৃদি প্রসীদতি ॥ ৪৮ ॥

তস্মিন্ প্রসঙ্গে সকলাশিষাং প্রভৌ কিং চুর্লভং তাভিরলং লবাস্তভিঃ ।

অনশ্চদৃষ্ট্যা ভক্ততাং গুহ্যশয়ঃ স্বয়ং বিধতে স্বগতিং পরঃ পরাম্ ॥ ৪৯ ॥

কো নাম গৌকে পুং সার্থসারবিৎ পুরাকথানাং ভগবৎকথাস্বধাম্ ।

আপীয় কর্ণাঞ্জলিভির্ভবাপহামহো বিরজ্যেত বিনা নরৈতরম্ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সাংহিতায়াং বৈগসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে

বিহরমৈত্রেয়সংবাদে পৃথিব্যাকরণং নাম ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

মুনিবর মৈত্রেয় বিহরকে সম্বোধন করিয়া  
কহিলেন—বৎস, জ্ঞানবাদী মুনিগণ এই প্রকারে স্তব  
করিতে থাকিলে রক্ষাকারী সেই বরাহরূপী ভগবান্  
আপনার খুর দ্বারা আক্রান্ত সলিলের উপর  
অবনীকে স্থাপন করিলেন । বিহর ! ভগবান্  
হরি এইরূপে লীলা দ্বারা রসাতল হইতে এই পৃথিবীর  
উদ্ধার করিয়া জলোপরি সংস্থাপন পূর্বক প্রস্থান  
করেন । ৪৬

বৎস ! সেই বরাহরূপী ভগবানের চরিত্র কথনাই  
এবং তাঁহার করুণার পরিচায়ক তাঁহার এই স্তম্ভল  
কথা যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক শ্রবণ করে অথবা  
কাহাকেও শ্রবণ করায়, ভগবান্ ভৎসনাং আপনার  
মনে তাহার প্রতি প্রসন্ন হন । ৪৭

অহে বিহর ! সকল কল্যাণের কর্তা তে  
ভগবান্ প্রসন্ন হইলে আর কি কোন বস্তু চুর্লভ  
ধাকে ? তখন বরং সকল কল্যাণ তুচ্ছ ও ব্যর্থ  
বোধ হয় ; বিহর ! যে যে ব্যক্তি অহৈতুকী  
ভক্তিপূর্বক একান্তভাবে ভগবানের ভজনা করে,  
সর্বাস্তর্য্যামী ভগবান্ তাহা জানিতে পারিয়া তাহা-  
দিগকে আপনার পদ স্বয়ং প্রদান করেন, অতএব  
ঐহিক শ্রেয়ে তুচ্ছ বোধ হইলেও ভগবানের উপাসনা  
বিফল হয় না । ৪৮

অহো, এই কারণেই পশু ব্যতিরেকে পুরুষার্থ-  
সারবেত্তা কোন ব্যক্তি পুরাকথনামধ্যে ভগবানের  
সংসার-স্বংসকর কথামৃত শ্রবণাঞ্জলিপুটে পান  
করিতে বিরত হয় না । ৪৯

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায় ।



## চতুর্দশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ ।

নিশম্য কৌশারবিণোপবর্ণিতাং হরেঃ কথাং কারণশৃকরাঅনঃ ।

পুনঃ স পপ্রচ্ছ তমুত্ততাজ্জলিন চাতিত্বপ্তো বিদুরো ধৃতব্রতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীবিদুর উবাচ ।

তেনৈব তু মুনিশ্রেষ্ঠ হরিণা যজ্ঞমুত্তিমা । আদিদৈত্যো হিরণ্যাক্ষো হত ইত্যমুশুশ্রাম ॥ ২ ॥

তস্য চোদ্ধরতঃ কৌণীং স্বদংষ্ট্রাগ্রাণ লীলয়া । দৈত্যরাজস্য চ ব্রহ্মন্ কস্মাক্ষেতোরভূমৃধঃ ॥ ৩ ॥

অন্দধানায় ভক্তায় ক্রহি তজ্জন্মবিস্তরম্ । ঋষে ন তৃপ্যতি মনঃ পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ৪ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

সাধু বীর ত্রয়া পৃষ্ঠমবতারকথাং হরেঃ । যৎ স্বং পৃচ্ছসি মর্ত্যানাং মৃত্যুপাশবিশাতনীম্ ॥ ৫ ॥

যযোভানপদঃ পুত্রো মুনিনা গীতযার্ককঃ । মৃত্যোঃ কটৈত্বব মৃদ্ধ্যজিহ্মারুরোহ হরেঃ পদম্ ॥ ৬ ॥

দিতির গর্ভোৎপত্তি

শুকদেব কহিলেন, মুনিবর মৈত্রেয় বরাহরূপী ভগবানের কথা বাহা বর্ণন করিলেন, তাহা শুনিয়া বিদুরের পরিতৃপ্তি বোধ হইল না, তদীয় পবিত্র চরিত্র আরও শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া অঞ্জলি-বন্ধন-পূর্বক সবিনয়বচনে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন । ১

বিদুর কহিলেন—হে মুনিপুত্র ! যজ্ঞবরাহরূপী যে শ্রীহরি পৃথিবীর উদ্ধার করেন, তিনিই হিরণ্যাক্ষ নামে আদি দৈত্যকে নিহত করিয়াছিলেন, ইহা আপনার নিকট অবগত হইলাম । ২

মুনে ! ভগবান্ বরাহরূপ ধরিয়া লীলা-ক্রমে দশন দ্বারা ধরণীর উদ্ধার করিয়াছিলেন, সে সময় কি কারণে দৈত্যরাজের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল ? প্রভো, ভগবানের পবিত্র কথা শ্রবণে আমার মন পরিতৃপ্ত হইতেছে না, আরও শুনিতে কৌতূহল

জন্মিতেছে, অতএব তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত বিস্তার পূর্বক বলিতে আজ্ঞা হউক, আমি আপনার আশ্রয়ান্ ভক্ত, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করা আপনার উচিত । ৩-৪

মুনিবর মৈত্রেয় বিদুরের এই প্রার্থনায় তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান পুরস্কার কহিলেন, হে বীর ! তুমি সাধু ! যেহেতু তুমি মর্ত্যগণের মৃত্যুপাশ-বিমোচনী হরির অবতার-কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ । ৫.

বৎস ! উত্তানপাদ রাজার পুত্র ঐশ্ব বালক হইয়াও দেবর্ষি নারদের কথিত হরিকথা দ্বারা মৃত্যুর মস্তকে পদার্পণ পূর্বক বিষ্ণুপদে আরোহণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ হরিকথা-প্রভাবে ঐশ্বের বিষ্ণুপুরোরোহণ নিমিত্ত যখন বিমান আনীত হয়, তখন তাঁহার দেহভ্যাগ অপেক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু মৃত্যু আসন্ন হইলেও তিনি দেহভ্যাগ করেন নাই, সোপানের স্থায় মৃত্যুর মস্তকে চরণ অর্পণ করিয়া সশরীরে বিষ্ণুলোকে গমন করেন । ৬

বিস্তৃতি—বিদুর মৈত্রেয় মুনিকে বলিলেন, আপনার কথায় ইহাই বুঝিলাম যে, যিনি ব্যারম্বব মনস্তরে যজ্ঞমুর্ভি

বরাহ হইয়াছিলেন, তিনিই চাক্ষুষমন্তরে পুনরায় আবিস্কৃত হইয়া হিরণ্যাক্ষ নামক দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন । ২



অথাত্রাপীতিহাসোহিযং শ্রুতো মে বর্ণিতঃ পুরা । ব্রহ্মণা দেবদেবেন দেবানামনুপৃচ্ছতাম্ ॥ ৭ ॥  
 দিতির্দাক্ষায়ণী ক্রতর্মারীচং কশ্যপং পতিম্ । অপত্যকামা চকমে সন্ধ্যায়াং হৃচ্ছয়াদিতা ॥ ৮ ॥  
 ইক্কাগ্নিজিহ্বাং পয়সা পুরুষং যজুর্বাং পতিম্ । নিম্নোচত্যর্ক আশীনমগ্ন্যাগারে সমাহিতম্ ॥ ৯ ॥  
 শ্রীদিতিরুবাচ ।

এষ মাং ত্বংকৃতে বিদ্বন্ কাম আশ্রয়শরাসনঃ । দুনোতি দীনাং বিক্রম্য রক্তামিব মতঙ্গজঃ ॥ ১০ ॥  
 তন্তুবান্ দহমানায়াং সপত্নীনাং সমৃদ্ধিভিঃ । প্রজাবতীনাং ভদ্রং তে ময়াযুঙ্ স্তামনুগ্রহম্ ॥ ১১ ॥  
 ভর্তৃয়াগ্নৌরুমানানাং লোকানাবিশতে যশঃ । পতির্ভবদ্বিধো যাসাং প্রজয়া ননু জায়তে ॥ ১২ ॥  
 পুরা পিতা নো ভগবান্ দক্ষো দুহিতৃবৎসলঃ । কং বৃণীত বরং বৎসা ইত্যপৃচ্ছত নঃ পৃথক্ ॥ ১৩ ॥  
 স বিদিত্বাত্মজানাং নো ভাবং সন্তানভাবনঃ । ত্রয়োদশাদদাৎ তাসাং যাস্তে শীলমনুভ্রতাঃ ॥ ১৪ ॥  
 অথ মে কুরু কল্যাণং কামং কমললোচন । আর্তোপসর্পণং ভূম্নম্মোঘং হি মহীয়সি ॥ ১৫ ॥

অহে বিদুর ! দৈত্যরাজের সহিত ভগবানের সংগ্রামের কাবণ বিষয়ে দেবগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা তাঁহাদিগের নিকট যে ইতিহাস বর্ণন করেন, তাহা আমি শুনিয়াছিলাম, তাহাই বলিতেছি । ৭

দক্ষকন্যা দিতি পূর্বে অপত্যার্থিনী হইয়া সন্ধ্যাকালেই আপনার পতি মরীচিভনয় কশ্যপ-সমীপে কাম-জরজরিতা হইয়া সংসর্গ প্রার্থনা করিয়াছিলেন । ৮

যখন সূর্য্য অস্ত হইতেছিলেন, সেই সময়েই অগ্নিহোত্র-শালায় যেখানে ঐ মুনি যজ্ঞপতি পরম পুরুষ বিষ্ণুর জিহ্বরূপ অগ্নিতে হোম করিয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, সেই স্থানেই তাঁহার নিকট আপনার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন । ৯

দিতি তাঁহাকে বলিলেন, হে বিদ্বন্ ! কামদেব শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক বিক্রম প্রকাশ করিয়া, মতঙ্গজ যেমন কদলী বৃক্ষকে ক্রেশ দেয়, তাহা হইয়া তোমার নিমিত্ত আমাকে সন্তাপিত করিতেছে । ১০

আমি সন্তানবতী সপত্নীগণের সমৃদ্ধি দেখিয়া সর্বদা দুঃখে দগ্ধ হইয়া থাকি, অতএব তুমি আমার প্রতি সর্ববতোভাবে অনুগ্রহ কর, আমার প্রতি করুণা করিলে তোমার মঙ্গল হইবে । ১১

হে প্রভো ! তোমার সদৃশ পুরুষ যে সকল অবলার পতি এবং যাহারা এবস্থি ভর্তার নিকট বহুমান প্রাপ্ত হয়, তাহাদের যশঃ পুত্রের দ্বারা ত্রিভুবনে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, ফলতঃ পতি আপনাই পুত্ররূপে জায়াতে জন্মগ্রহণ করেন, ইহাতে ত্রীলোকদের পুত্রাদি হইলে যশোবিস্তার না হইবার সম্ভাবনাই বা কি ? ১২

মুনে ! আমাদিগের পিতা দক্ষ প্রজাপতি অভিষয় দুহিতৃবৎসল ছিলেন, তিনি আমাদিগকে পাত্রসাৎ করিবার অগ্রে বাৎসল্য-বশতঃ এক এক করিয়া পৃথক্ পৃথক্ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তোমরা কোন্ বরকে বরণ করিতে বাসনা কর বল । ১৩

তাঁহার কন্যাগণের মধ্যে আমাদের ত্রয়োদশ জনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তিনি তের জনকেই তোমার হস্তে সম্প্রদান করেন, আমরা ত্রয়োদশ ভগিনী সমানভাবে তোমার অনুভ্রত হইয়া আছি, অতএব আমাদের তের জনেরই তোমার প্রতি সমান ভক্তি, ইহাতে তোমার বৈষম্যাচরণ উচিত হয় না । ১৪

অতএব হে কমললোচন ! আমি যে কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি, তাহা সম্পন্ন করিয়া দাও । হে মহাশয় ! তুমি মহত্তম, মহত্তমের নিকট আমার দ্বার আর্তজনের প্রার্থনা কখনও বিফল হয় না । ১৫



ইতি তাং বীর মারীচঃ কৃপাং বহুভাষীম্ । প্রত্যাহানুন্নয়ন্ বাচা প্রবুদ্ধানঙ্গকশ্মলাম্ ॥ ১৬ ॥  
 এষ তেহহং বিধাশ্চামি প্রিয়ং ভীৰু যদিচ্ছসি । তস্তাঃ কামং ন কঃ কুর্যাৎ সিদ্ধিষ্টৈবর্গিকী যতঃ ॥ ১৭ ॥  
 সৰ্ব্বাশ্রমাসুপাদায় শ্রাশ্রমেণ কলত্রবান্ । ব্যসনার্ণবমতোতি জলযানৈরিবার্ণবম্ ॥ ১৮ ॥  
 যামাহুরাশ্রমো হর্দ্বং শ্রেয়স্কামস্ত মানিনি । যস্তাং স্বধুরমধ্যস্ত পুমাংশ্চরতি বিদ্বরঃ ॥ ১৯ ॥  
 যামাশ্রিত্যেস্ত্রিয়ারাতীন্ দুর্জয়ানিতরাশ্রমৈঃ । বয়ং জয়েম হেলাভিদস্যন্ দুর্গপতির্যথা ॥ ২০ ॥  
 ন বয়ং প্রভবস্তাং হ্রামনুকর্তুং গৃহেশ্বরি । অপ্যায়ুযা বা কাৎস্নেয়ন যে চান্তে গুণগুণবঃ ॥ ২১ ॥  
 অথাপি কামমেতং তে প্রজাত্যে করবাণ্যলম্ । যথা মাং নাতিবোচস্তি \* মুহূর্তং প্রতিপালয় ॥ ২২ ॥  
 এষা ঘোরতমা বেলা ঘোরাণাং ঘোরদর্শনা । চরন্তি যস্তাং ভূতানি ভূতেশানুচরাণি হ ॥ ২৩ ॥  
 এতস্তাং সাধি সঙ্কায়াম্ ভগবান্ ভূতভাবনঃ । পরিতো ভূতপর্ষস্তির্ঘোণাটতি ভূতরাট্ ॥ ২৪ ॥

অহে ধীর বিদুর ! দীনা দিতি প্রবুদ্ধ অনঙ্গে  
 বিষৃঙ্খা হইয়া এবস্থিধ নানা কথা বলিতে আরম্ভ  
 করিলে মরীচিকুলবর্ধন ভগবান্ কণ্ঠপ বাক্য দ্বারা  
 সাস্তুনা পূর্বক তাঁহাকে কহিলেন । ১৬

হে ভীৰু, তুমি যাহা ইচ্ছা করিতেছ, এখন  
 তোমার সেই অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দিতেছি । প্রিয়ে !  
 যাহা হইতে ধর্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গ সম্বন্ধিনী  
 সিদ্ধি হয়, কে না তাহার মানস পূর্ণ করে ? ১৭

গৃহস্থ ব্যক্তি গৃহিণীবিশিষ্ট হইয়াই আপনার  
 আশ্রম সহিত সকল আশ্রম লইয়া, জলযান দ্বারা  
 যেমন অর্ণব উত্তীর্ণ হয়, তাহার স্থায় ব্যসনার্ণব পার  
 হইয়া থাকে অর্থাৎ গার্হস্থ্য ধর্ম্যাচরণে অম্মাদি  
 দ্বারা অশ্রম আশ্রমীদিগকে কষ্ট হইতে নিস্তার  
 করা যায় ; তাহাতে আপনারও ত্রাণ হইয়া  
 থাকে । ১৮

হে মানিনি ! পঞ্চষজ্জাদি কার্ণ্যে স্ত্রী-পুরুষের  
 সহাধিকার হেতু শাস্ত্রে বাহাকে শ্রেয়স্কাম  
 ব্যক্তির দেহার্জ বলিয়া থাকে এবং পুরুষ  
 যাহার প্রতি আপনার দৃষ্টিদৃষ্ট কর্মের ভার  
 সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত-চিত্তে কালধাপন করিতে  
 পারে । ১৯

অধিকন্তু দুর্গপতি যেমন দুর্গ আশ্রয় করিয়া

দম্ভাদিগকে জয় করে, সেইরূপে আমরা যাহাকে  
 আশ্রয় করিয়া অবলীলাক্রমে অশ্রম আশ্রমের পক্ষে  
 দুর্জেয় রিপুরুপ এই ইন্দ্রিয়সকলকে জয় করিতে  
 পারি । ২০

হে গৃহেশ্বরি ! তুমি সেই অনেকোপকারিণী  
 গৃহিণী, আমি সম্পূর্ণ আয়ুর্দ্বারা অথবা জন্মান্তরেও  
 প্রত্যাশকার করিয়া তোমার সদৃশ কর্ম করিতে সমর্থ  
 হইব না এবং যে সকল ব্যক্তি গুণজ্ঞ, তাঁহারও  
 সমর্থ হইবেন না । ২১

গরস্ত হে প্রিয়ে ! যদিও প্রত্যাশকার করিয়া  
 তোমার সদৃশ কর্ম করা আমাদের অসাধ্য, তথাপি  
 পুজোৎপত্তি নিমিত্ত তোমার এই কামনা আমি  
 এখনই সম্পন্ন করিয়া দিতে পারি ; কিন্তু লোকে  
 যাহাতে আমাকে নিন্দা না করে, তজ্জগৎ মুহূর্তকাল  
 প্রতীক্ষা কর । ২২

প্রিয়ে, এ সময় ঘোর রুদ্রগণের অধিকার, এই  
 বেলা অতি ঘোরতমা এবং ঘোরদর্শনা, এখন  
 রুদ্রানুচর ভূতসকল সর্বত্র বিচরণ করিতেছে । ২৩

অপর, হে সাধি, এখন সঙ্কাকাল, এ সময়  
 ভগবান্ ভূতভাবন রুদ্রও আপনার পরিষদ  
 ভূতগণে বেষ্টিত ও বুঝারু হইয়া পর্যটন করিয়া  
 থাকেন । ২৪



শ্মশানচক্রানিলধূলিধূত্রবিকীর্ণবিদ্যোতজটাকলাপঃ ।

ভস্মাবগুষ্ঠামলরুদ্রদেহো দেবস্তিভিঃ পশ্যতি দেবরস্তু ॥ ২৫ ॥

ন যস্য লোকে স্বজনঃ পরো বা নাত্যাদৃতো নোত কশ্চিৎস্বিগতঃ ।

বয়ং ব্রতৈর্যচ্চরণাপবিদ্ধামাশাস্মহেহজাং বত ভুস্তভোগাম্ ॥ ২৬ ॥

যস্তানবত্যাচরিতং মনীষিণো গৃণন্ত্যবিদ্যাপটলং বিভিৎসবঃ ।

নিরস্তসাম্য্যতিশয়োহপি যৎ স্বয়ং পিশাচচর্য্যামচরদগতিঃ সতাম্ ॥ ২৭ ॥

হসন্তি যস্তাচরিতং হি দুর্ভগাং স্বাত্মনুরতস্তাবিহুযঃ সমোহিতম্ ।

যৈর্বজ্রমালাভরণানুলেপনৈঃ শ্বভোজনং স্বাত্মতয়োপলালিতম্ ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্মাদয়ো য় কৃতসেতুপালা যৎকারণং বিশ্বমিদঞ্চ মায়া ।

আজ্ঞাকরী যস্য পিশাচচর্য্য অহো বিভূম্শচরিতং বিভূম্বনম্ ॥ ২৯ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

সৈবং সংবিদিতে ভক্ত্রা মন্থণোন্মথিতেন্দ্রিয়া । জগ্রাহ বাসো ব্রহ্মর্ষের্বলীব গতত্ৰপা ॥ ৩০ ॥

তাহার সম্মুখ পরিভাগ করিবার উপায় নাই, তাহার মস্তক শ্মশানস্থ বাতমণ্ডলীর ধূলি দ্বারা ধূসর-বর্ণ এবং জটাকলাপ পবনবেগে বিক্ষিপ্ত ও নির্মূল রজতময় দেহ ভস্মে প্রাবৃত হয় বটে, কিন্তু তিনি চন্দ্র সূর্য্য অগ্নিরূপ তিন নেত্র দ্বারা সকল স্থানের সকল বিষয়ই অবলোকন করিতেছেন। প্রিয়ে, তিনি তোমার দেবর, কাবণ, তিনিও তোমার পিতার জামাতা। ২৫

প্রিয়ে! তিনি আমাকে স্বজন বলিয়া ক্রমা করিবেন, এমন মনে করিও না। ইহলোকে তাঁহার আত্মীয় অথবা পর কেহ নাই, এবং তাঁহার আদৃত ও নিন্দিতও কাহাকে দেখি না। প্রিয়ে! তাঁহার ঐশ্বর্য্যের কথা কি বলিব? তিনি যে মায়াময়ী বিভূ-তিকে ভোগ করিয়া আপনার চরণ দ্বারা দূরে পরি-ভাগ করেন, আমরা ব্রত-নিয়ম দ্বারা মহা অনু-গ্রহের বিষয় বলিয়া তাহাই প্রার্থনা করিয়া থাকি। ২৬

প্রিয়ে! তিনি অনর্থক অনিষিক্ত সুখ ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে পিশাচ বলিয়া উপহাস করিও না। পণ্ডিতগণ অবিদ্যাপটল ভেদ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার বিষয়াসক্তি-শূন্য আচরণের সর্বদা

প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাহার বিচিত্র চরিত্রের কথা কি কহিব? তিনি সাধুগণের গতি এবং তাঁহার সমান ও তদপেক্ষা অভিশয়ও কেহ নাই, তথাপি তিনি নিজে পিশাচবৎ আচরণ করিয়া থাকেন। ২৭

প্রিয়ে! যে সকল বান্ধবী দুর্ভগ ও অনভিজ্ঞ, এবং কুকুরের ভোজ্য এই দেহকে স্বীয় আত্মবোধ করিয়া বসন-ভূষণ-অনুলেপনাদি দ্বারা লালন-পালন করে, তাহার স্বাত্মরত ঐ দেবের অভিশ্রায় না বুঝিতে পারিয়া আচরণ দেখিয়াই তাঁহাকে উপহাস করে। ২৮

ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহার কৃত স্ব স্ব অধিকার পালন করিতেছেন, তিনিই সকলের কারণ, তিনিই এই বিশ্ব রচনা করিয়াছেন, তাঁহারই আজ্ঞাকরী মায়া, তাঁহারই পিশাচবৎ আচার, ইহাতে তাঁহার চরিত্র অতর্ক্য ব্যতীত আর কি বলিব? ২৯

মৈত্রেয় কহিলেন, অহে বিহুর! দিতির ইন্দ্রিয়গণ কামবশতঃ উন্মত্ত হইয়াছিল, অতএব তাঁহার স্বামী ঐ প্রকারে সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিলেও তিনি বেশার স্তায় গতত্ৰপা হইয়া সেই ব্রহ্মর্ষির বসন ধারণ করিলেন। ৩০



স বিদিত্তাথ ভাৰ্য্যায়ান্তং নিৰ্বন্ধং বিকৰ্মণি । নত্বা দিক্কায় রহসি তয়াথোপবিবেশ হ ॥ ৩১ ॥  
 অথোপম্প্শ সলিলং প্রাণানায়ম্য বাগ্‌যতঃ । ধ্যানন্‌ জজ্ঞাপ বিরজং ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনম্ ॥ ৩২ ॥  
 দিতিস্তু ত্রীড়িতা তেন কৰ্ম্মাবদ্বেন ভারত । উপসঙ্গম্য বিপ্রৰ্ম্মিধোমুখ্যভ্যভাষত ॥ ৩৩ ॥  
 শ্রীদিতিৰুবাচ ।

ন মে গৰ্ভমিমং ব্রহ্মন্‌ ভূতানায়মভোহবধীৎ । রুদ্রঃ পতির্হি ভূতানাং যন্তাকরবমংহসম্ ॥ ৩৪ ॥  
 নমো রুদ্রায় মহতে দেবায়োত্রায় মীঢ়ম্বে । শিবায় স্তম্ভদণ্ডায় ধৃতদণ্ডায় মন্যবে ॥ ৩৫ ॥  
 স নঃ প্রসীদতাং তামো ভগবানুৰ্ব্বনুগ্রহঃ । ব্যাধস্তাপ্যনুকম্প্যানাং স্ত্রীণাং দেবঃ সতীপতিঃ ॥ ৩৬ ॥  
 শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

স্বসর্গস্তাশিমং লোক্যামাশাসানাং প্রবেপতীম্ । নিবৃত্তসঙ্ক্যানিয়মো ভাৰ্য্যামহ প্রজাপতিঃ ॥ ৩৭ ॥  
 শ্রীকশ্যপ উবাচ ।

অপ্রায়ত্যাভাজনস্তে দোষান্মৌহুতিকাহুত । মন্মিদেশাতিচারেণ দেবানাঞ্চাতিহেল্য ॥ ৩৮ ॥  
 ভবিষ্যতস্তবাতদ্রাবভদ্রে জাঠরাধর্মো । লোকান্‌ সপালাংস্ত্রীংশ্চণ্ডি মুহুরাক্রন্দয়িষ্যতঃ ॥ ৩৯ ॥

ঋষির কশ্যপ ভাৰ্য্যার প্রার্থিত বিষয়ে নিৰ্বন্ধ জানিয়া নিষিদ্ধ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত দৈব-রূপ ঈশ্বরকে প্রণাম করিলেন, পরে নির্জনে গিয়া প্রিয়ার সহিত সন্তোগে রত হইলেন । ৩১

হে ভারত ! সন্তোগানন্তর মুনিবর কশ্যপ সলিলে অবগাহন পূর্বক স্নান করিয়া প্রাণায়াম করিলেন এবং বাগ্‌যত হইয়া পরমরস্কের ধ্যান করত গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন । কিন্তু ঐ নিন্দাই ব্যাপার জন্ত দিতির অতিশয় লজ্জা হইল, তিনি স্বামীর নিকটে গিয়া অধোবদনে বলিতে লাগিলেন । ৩২-৩৩

দিতি কহিলেন, হে ব্রহ্মন্‌ ! ভগবান্‌ রুদ্র সকল ভূতের পতি, আমি এই ব্যাপারে তাঁহার নিকটে অপরাধিনী হইলাম ; আপনি এই বর দিন, ঐ ভূতপতি যেন আমার এই গৰ্ভ বিনষ্ট না করেন । ৩৪

আর আমি সেই মহৎ দেবকে নমস্কার করি, তাঁহার নাম রুদ্র, তিনি নাম-গুণে রুৎ অর্থাৎ ছুঃখকে বিজ্ঞাষণ করেন, পরন্তু তিনি উগ্র অর্থাৎ অলক্ষ্য এবং সকাম জনের ফলদাতা ও নিকাম লোকের পরম মঙ্গলস্বরূপ, তাঁহার হস্তে বস্তুতঃ

কোন দণ্ড নাই সত্য, কিন্তু ছুন্টের প্রতি তাহা ধারণ করিয়া থাকেন । পরন্তু যিনি সংহারসময়ে মন্যু-স্বরূপ হয়েন, তাঁহাকে নমস্কার । ৩৫

আর সেই ভগবান্‌ আমার ভগিনীপতি, তাঁহার যথেষ্ট দয়া আছে, আমি অবলা, নির্দয় ব্যাধেরও অবলাজনের উপর অনুকম্পা হইয়া থাকে, তিনিও সতীর পতি, নারী-স্বভাব জানেন, সকল বিবেচনা করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । ৩৬

মৈত্রেয় কহিলেন, অহে বিহুর ! প্রজাপতি কশ্যপ সঙ্ক্যাকালীন নিয়ম ভঙ্গ হওয়াতে ক্ষুব্ধ হইয়া ছিলেন, ইহাতে দিতি কম্পিতকলেবরা হইয়া আপনার সম্ভানের লোকদ্বয়ই কল্যাণ ঐ প্রকারে প্রার্থনা করিলেও তাহাকে বলিলেন । ৩৭

অগ্নি অধীরে ! তোমার অন্তঃকরণ অপ্রবৃত্ত এবং এই মুহূর্ত্তেরও দোষ আছে, আর আমার আজ্ঞার উল্লঙ্ঘন ও রুদ্রাশুচরগণের অবহেলন হইল । ৩৮

এই চারি কারণে, হে অভদ্রে, তোমার জঠরে দুইটি অভদ্র পুঞ্জ জন্মিবে, তাহার। লোকপালসহিত ত্রিলোককে বারম্বার বেদনা দিবে । ৩৯



প্রাণিনাং হন্যমাণানাং দীনানামকৃতাগসাম্ । স্ত্রীণাং নিগৃহমাণানাং কোপিতেষু মহাত্মনাম্ ॥ ৪০ ॥  
তদা বিশ্বেশ্বরঃ ক্রুদ্ধো ভগবান্লোকভাবনঃ । হনিষ্যত্যবতীৰ্য্যাসৌ যথাদ্রৌন শতপৰ্ব্বধৃক্ ॥ ৪১ ॥  
শ্রীদিতিকুবাচ ।

বধং ভগবতা সাক্ষাৎ সুনাতোদারবাহনা । আশাসে পুত্রয়োমহং মা ক্রুদ্ধাদব্রাহ্মণাং প্রভো ॥ ৪২ ॥  
ন ব্রহ্মদগুদন্ধস্য ন ভূতভয়দস্য চ । নারকাশ্চানুগৃহ্ণন্তি যাং যাং যোনিমসৌ গতঃ ॥ ৪৩ ॥  
শ্রীকশ্যপ উবাচ ।

কৃতশোকানুতাপেন সন্তঃ প্রত্যবমর্শনাং । ভগবতুক্রমানাচ্চ ভবে ময্যপি চাদরাৎ ॥ ৪৪ ॥  
পুত্রস্শৈব চ পুত্রাণাং ভবিতৈকঃ সতাং মতঃ । গাস্তস্তি যদ্যশঃ শুদ্ধং ভগবদ্যশসা সমম্ ॥ ৪৫ ॥  
যোগৈর্গেহমেব দুৰ্ব্বর্ণং ভাবয়িষ্যন্তি সাধবঃ । নিবৈরাদিভিরাত্মানং যচ্ছীলমন্তুর্ভিত্তুম্ ॥ ৪৬ ॥  
যৎপ্রসাদাদিদং বিশ্বং প্রসীদতি যদাত্মকম্ । স স্বদৃগ্ভগবান্ যন্ত তোম্যতেহনন্যদা দৃশা ॥ ৪৭ ॥

স বৈ মহাভাগবতো মহাত্মা মহানুভাবো মহতাং মহিষ্ঠঃ ।

প্রবুদ্ধভক্তিা হনুভাবিতাশয়ে নিবেশ্য বৈকুণ্ঠমিমং বিহাস্ততি ॥ ৪৮ ॥

কিন্তু যখন অনপরাধ দীন-হীন প্রাণিনিকরকে বধ করিতে এবং নারীগণকে নিগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়া সকল মহাত্মার কোপ উৎপাদন করিবে, তখন লোকভাবন ভগবান্ বিশ্বেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া অবতার গ্রহণ পূর্বক যেমন বজ্রধব দেবরাজ পর্বত-সকলকে আঘাত করিয়াছিলেন, তাহার স্থায় তাহা-দিগকে সংহার করিবেন । ৪০-৪১

দিতি কহিলেন, প্রভো, আমার সম্মানঘন যদি নিঃসন্তাই বধ্য হয়, তবে এই প্রার্থনা, যে ভগবানের বাহু সুনাত চক্র দ্বারা উদার হইয়াছে, তিনি স্বয়ংই যেন তাহাদিগকে বধ করেন, ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইতে যেন তাহাদের বিনাশ না হয় । কারণ, যে ব্যক্তি ব্রহ্মদগুে দণ্ড হয়, তাহার প্রতি নারকীরাও রূপা করে না এবং সে ব্যক্তি যে যে যোনি প্রাপ্ত হয়, তত্রস্থ প্রাণি-নিকরেরও অনুগ্রহভাজন হইতে পারে না । ৪২-৪৩

কশ্যপ কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি যে অপরাধ করিলে, তাহার নিমিত্ত শোক ও অনুতাপ করিতেছ এবং সন্তাই তোমার যুক্তাবুদ্ধি বিচার হইল ও ভগবান্ হরির প্রতি তোমার যথেষ্ট ভক্তি আছে, আর তুমি

ক্রুদ্ধকে এবং আমাকে অতিশয় আদর করিয়া থাক, এই পক্ষ কারণে তোমার হিরণ্য-কশিপু নামে যে পুত্র হইবে, তাহার পুত্রদের মধ্যে এক জন সাধুসম্মত হইবে, লোকে ভগবানের যশের তুল্য তাহার :নির্মল যশঃ গান করিবে । ৪৪-৪৫

প্রিয়ে, হীনবর্ণ সুবর্ণকে যেমন দাহাদি উপায় দ্বারা সংশোধিত করে, তাহার স্থায় সাধুগণ তাহার স্বভাব প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত নিবৈরাদি যোগ দ্বারা স্ব স্ব চিত্ত সংশোধন করিবেন। অপর এই বিশ্ব বাঁহার স্বরূপ এবং বাঁহার প্রসাদে ইহা প্রসন্ন হয়, আত্মসাক্ষী সেই ভগবান্ ঐ ব্যক্তির “ভগবান্‌ই সত্য” এইরূপ নিষ্ঠা দ্বারা সন্তোষ প্রকাশ করিবেন । ৪৬-৪৭

প্রিয়ে! ভগবান্ যে তোমার সেই পৌত্রের প্রতি সম্মুখ হইবেন, তাহার কারণ এই, সেই ব্যক্তি মহাভাগবত, অপরিচ্ছিন্নদৃষ্টি, মহাপ্রভাব এবং মহৎ লোকদের মধ্যে অতিশয় মহৎ হইবে। সে প্রবুদ্ধ ভক্তি দ্বারা সংশোধিত চিত্তে ভগবান্ হরিকে সংস্থাপন পূর্বক দেহান্তভিমান পরিত্যাগ করিবে । ৪৮



অলম্পটঃ শীলধরো গুণাকরো হৃষ্টঃ পরাক্রিয়া ব্যথিতো দুঃখিতেষু।

অভূতশত্রুর্জগতঃ শোকহর্ভা নৈদাঘিকঃ তাপমিবোড়ুরাজঃ ॥ ৪৯ ॥

অস্তর্কবহিঃচামলমজনেত্রং স্বপুরুষেচ্ছানুগৃহীতরূপম্ ।

পৌত্রস্তব শ্রীললনাললামং দ্রষ্টা ক্ষুরংকুণ্ডলমণ্ডিতাননম্ ॥ ৫০ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

শ্রদ্ধা ভাগবতং পৌত্রমমোদত দিতিভূশম্ । পুত্রয়োশ্চ বধং কৃষ্ণাঘিদিদ্বাসীন্মহামনাঃ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাং সংহিতায়াম্ বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে

বিদুরমৈত্রেয়সংবাসে দিতিগর্ভাধানং নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

প্রিয়ে, তোমার সেই পৌত্র মহাভাগবত কেন হইবে, শ্রবণ কর । সে অলম্পট, সুশীল, ধৈর্য্যাদি গুণের আকর, পর-সম্বন্ধিতে আনন্দিত এবং পব-দুঃখে দুঃখিত হইবে, আর তাহার কেহ বৈরী হইবে না । সে এইরূপ হইয়া, চন্দ্র যেমন নিদাঘ জন্ম তাপ দূর করেন, তাহার গায় জগতের শোক হরণ করিবে । ৪৯

হে সুন্দরি ! যে ভগবান্ অস্তরে ও বহির্ভাগে অমল, গাঁহার নৈনদ্রয় পদ্মবৎ আয়ত ও মনোহর, যিনি আপনার ভক্তজনের বাসনাসুসারে বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া থাকেন এবং যিনি লক্ষ্মীরূপা

ললনার ভূষণস্বরূপ ও গাঁহার কর্ণে কুণ্ডল বিজ্যোতিত হওয়াতে মুখমণ্ডল সদা সুমণ্ডিত, সেই ভগবান্কে তোমার ঐ পৌত্র দর্শন করিবে । ৫

মৈত্রেয় কহিলেন, অহে বিদুর ! আগনার এক পৌত্র ভাগবত হইবে, ইহা শুনিয়া দিতি আনন্দিতা হইলেন এবং ত্রিকৃষ্ণ হইতে পুত্রদ্বয়ের ভাবী বধের কথা শ্রবণেও তাঁহার চিত্তে মহোৎসাহ স্পর্শ হইল ।

অতএব তিনি এই বিবেচনায় মনকে প্রবোধ প্রদান করিলেন যে, পুত্রেরা যদি ভগবানের সহিত সংগাম করিয়া নিধন প্রাপ্ত হয়, তাহাতে তাহাদের কীর্ত্তি ও সদ্গতি হইতে পারিবে । ৫১

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে চতুর্দশ অধ্যায়



## পঞ্চদশ অধ্যায়

ত্রিমৈত্রেয় উবাচ ।

প্রাজাপত্যং হি তৎ তেজঃ পরতেজোহনং দিতিঃ । দধার বর্ষাণি শতং শঙ্কমানা সুর্যাদিনাং ॥ ১ ॥  
লোকে তেনাহতালোকে লোকপালা হতোজসঃ । শ্রবেদয়ন্ বিশ্বসৃজে ধ্বাস্তব্যাতিকরং দিশাম্ ॥ ২ ॥  
ত্রীদেবা উচুঃ ।

তম এতদ্বিত্তো বেথং সংবিগ্না যদ্বয়ং ভূশম্ । ন হব্যাক্তং ভগবতঃ কালেনাম্পৃষ্টবত্ন'নঃ ॥ ৩ ॥  
দেবদেব জগদ্ধাতলোকনাথশিখামণে । পরেষামপরেষাং ত্বং ভূতান'মসি ভাববিৎ ॥ ৪ ॥  
নমো বিজ্ঞানবীৰ্য্যায় মায়ৈদম্মপেয়ুমে । গৃহীতগুণভেদায় নমস্তেহব্যাক্ত্যোনয়ে ॥ ৫ ॥  
যে হানন্তেন ভাবেন ভাবযন্ত্যাত্মভাবনম্ । আত্মনি প্রোতভুবনং পরং সদসদাত্মকম্ ॥ ৬ ॥  
তেষাং স্থপকযোগানাং জিতশাসেন্দ্রিয়াত্মনাম্ । লক্শ্যুত্মং প্রসাদানাং ন কূতর্শিৎ পরাভবঃ ॥ ৭ ॥

বেকুণ্ডস্থ ণ্ডিষু ভূতাদয়ের প্রতি বিপ্রশাপ

মৈত্রেয় কহিলেন—দিতির গর্ভে প্রজাপতি  
কশ্যপের যে বাণ্য নিহিত হইল, তিনি শতবর্ষ পর্য্যন্ত  
তাহা ধারণ করিলেন । ঐ বাণ্য অশ্রু তেজের ধ্বংস-  
কারী, কিন্তু তাহাতে যে দুই সন্তান জন্মিবে, তাহাদের  
হইতে দেবরুন্দেব পাঁড়া জন্মিবে, এই বার্তা শ্রুতাব  
প্রমুখাৎ এষণ করাতে দিতিন্ন অন্তঃকরণে আনন্দ  
হইল না, সর্বদা শঙ্কিত হইয়া রহিলেন । ১

তাহার গর্ভের তেজের দ্বারা চন্দ্র-সূর্য্যাদির প্রকাশ  
নিরস্ত হওয়াতে ত্রিলোক এককালে আলোকশূন্য  
হইল, তদবলোকনে লোকপাল-সহিত দেবগণ হত-  
প্রভাব হইয়া বিশ্বস্রষ্টার সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক  
উদ্বেগে প্রকাশ করিতে করিতে দিক্‌সকলের অন্ধকারে  
আচ্ছন্ন হইবার কথা নিবেদন করিলেন । ২

দেবতারা বলিলেন, হে বিভো ! আমরা এই যে  
অন্ধকার দেখিয়া ভীত হইতেছি, ইহা আপনি  
অবশ্য অবগত আছেন, প্রভো, কালবশে আপনার  
জ্ঞান কদাচ লুপ্ত হইতে পারে না, এই জন্ত কোন  
বিষয়ই আপনার অজ্ঞাত নাই । ৩

হে দেবদেব ! আপনি জগতের ধারণকর্ত্তা এবং  
লোকপালদিগের চূড়ামণি, পর কিম্বা অপর কোন  
ভূতেরই অভিপ্রায় আপনার অগোচর নাই । ৪

হে ব্রহ্মন ! বিজ্ঞানই আপনার বল, আপনাকে  
নমস্কার, আপনি মায়া দ্বারা এই দেহ এবং গুণ-  
বিশেষ অর্থাৎ রজোগুণ গ্রহণ করিয়াছেন, বস্তুতঃ  
আপনার উৎপত্তি কোন প্রমাণে পরিজ্ঞাত হইতে  
পারা যায় না, অতএব আপনাকে নমস্কার করি । ৫

প্রভো ! আপনি এই সমস্ত ভুবন আপনাতেই  
গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং স্বয়ং চেতনাচেতন  
প্রপঞ্চের কারণ হইয়াও বস্তুতঃ ইহা হইতে ভিন্ন  
হইয়া আছেন । হে দেব, আপনি হইতেই এই  
সমস্ত জীবের সৃষ্টি হয় । যে সকল ব্যক্তি কামনা  
বিসর্জন পূর্ব্বক একান্ত ভক্তি দ্বারা আপনার ধ্যান  
করেন, তাহাদের প্রাণাদি বায়ু, ইন্দ্রিয়গণ ও মন  
নির্জিত হইয়াছে এবং তাহাদের যোগও পরিপক  
হইয়াছে ও তাহারা আপনার প্রসাদও লাভ  
করিয়াছেন, অতএব তাহাদের আর কোথা হইতেও  
পরাভব হইবে না । ৬-৭

বিশ্রুতি—এ স্থলে পরমেশ্বর হইতে অভিন্নভাবে ঐহারা হিরণ্য-গর্ভের উপাসনা করেন, তাহাদের কথাই  
বলা হইতেছে । ৭



যস্য বাচ্য প্রজাঃ সৰ্বা গাবস্ত্রোব যন্ত্রিতাঃ । হরন্তি বলিমায়তান্তস্মৈ মুখ্যায় তে নমঃ ॥ ৮ ॥  
 স ত্বং বিধংস্ব শং ভূমন্ তমসা লুপ্তকৰ্ম্মণাম্ । অদভ্রদয়য়া দৃষ্ঠ্যা আপন্নানর্হসীক্ষিতুম্ ॥ ৯ ॥  
 এষ দেব দিতের্গর্ভ ওজঃ কাশ্যপমপি তম্ । দিশন্তিমিরয়ন্ সৰ্বা এধতেহগ্নিরিবেধসি ॥ ১০ ॥  
 শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

স প্রহস্য মহাবাহো ভগবান্ধ্বদগোচরঃ । প্রত্যাচক্ষ্যাত্ত্বদেবান্ প্রীণন্ রুচিরয়া গিরা ॥ ১১ ॥  
 শ্রীব্রহ্মে বাচ ।

মানসা মে স্মৃতা যুস্মৎপূর্ব্বজাঃ সনকাদয়ঃ । চেরুবিহায়সা লোকাল্লোকেষু বিগতস্পৃহাঃ ॥ ১২ ॥  
 ত একদা ভগবতো বৈকুণ্ঠস্থামলাস্মনঃ । যযুর্বৈকুণ্ঠনিলয়ং সৰ্বলোকনমস্কৃতম্ ॥ ১৩ ॥  
 বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সৰ্বা বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ । যেহ্‌নিমিত্তিনিমিত্তেন ধৰ্ম্মেণারাদয়ন্ হরিম্ ॥ ১৪ ॥  
 যত্র চাত্তঃ পুমানাস্তে ভগবান্ধ্বদগোচরঃ । সত্বং বিষ্ণুভ্য বিরজং স্থানাং নো য়ড়য়ন্ বৃষঃ ॥ ১৫ ॥  
 যত্র নৈঃশ্রেয়সং নাম বনং কামদুর্ঘৈদ্ৰমৈঃ । সৰ্ব্বভুতীভির্বিভাজং কৈবল্যমিব মূর্ত্তনং ॥ ১৬ ॥

হে বিভো ! রক্তভূতে আবদ্ধ গোসকলের শ্রায় এই সমস্ত প্রজা বাঁহার বাক্যের বশবর্তী হইয়া পূজোপহার আহরণ করিতেছে, আপনি সেই নিয়ামক পুরুষ ; আপনাকে নমস্কার করি । ৮

হে ব্রহ্মন, এতাদৃশ আপনি এই সকল লোকেব কল্যাণবিধান করুন, অন্ধকার সর্বদা দিগ্‌গুল আবৃত করিয়া রাখাতে অহোরাত্র বিভাগ অভাবে যাগ-যজ্ঞাদি কৰ্ম্মসকল লোপ পাইল, অতএব আমরা মতাপদে আপতিত হইয়াছি, কৃপাকটাক্ষে আমাদিগকে নিরীক্ষণ করা আপনার উচিত । ৯

হে দেব, কাশ্যপ কর্তৃক নিষ্কিপ্ত বীৰ্য্যে দিতির ঘে গর্ভ হইয়াছে, ইহা সকল দিক্‌কে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া অগ্নির তুল্য প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে । ১০

মুনিবর মৈত্রেয় এতাবৎ বর্ণনানন্তর দেবগণের স্তুতির কথা কহিয়া বিদুরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, অহে বিদুর ! আত্মবোনি ব্রহ্মা দেবতা-দিগের ঐ সকল বিজ্ঞাপন-বচন শ্রবণ করিয়া হাস্ত করিলেন এবং প্রীতি প্রকাশ করত মনোহর বাক্য দ্বারা কহিতে লাগিলেন । ১১

ব্রহ্মা বলিলেন, তোমাদের অগ্রে উৎপন্ন সনক

প্রভৃতি আমার কয়েকটি মানসপুত্র লোকমধ্যে স্পৃহা পরিহার পূর্ব্বক আকাশবর্ত্তে সর্বত্র বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । ১২

তাঁহারা এক সময় নির্মলাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুর সর্বলোক-নমস্কৃত বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন । ১৩

সেই বৈকুণ্ঠধামে যত পুরুষ বাস করেন, সকলেই ভগবান্ বৈকুণ্ঠের সমান মূর্ত্তি । • সেই সকল ব্যক্তি নিদাম ধৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া হরির আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই তদ্বৎ হইয়া তদায় ধামে বিরাজ করিতেছেন । ১৪

অপর সে স্থানে বেদান্তিকবেত্তা ভগবান্ আত্ম পুরুষ রজোগুণাস্পৃষ্ট শুদ্ধ সত্ত্বময় মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সাক্ষাৎ ধৰ্ম্মরূপী হইয়া স্বজনগণকে আনন্দিত করিতেছেন । ১৫

সেখানে নিঃশ্রেয়স নামে একটি বন আছে, তাহার সকল ভরুই অভিলাষ অনুরূপ ফল দেয় এবং সকল ঋতুতেই সে সকলের পুষ্পাদি সম্পত্তি হইয়া থাকে ; তাহাতে সেই বন অনির্বচনীয় শোভা ধারণ করে, কলতঃ তাহা একরূপে প্রকাশ পায় যেন, মূর্ত্তিমান মোক্ষই বিরাজ করিতেছে । ৬



বৈমানিকাঃ সললনাশ্চরিতানি শব্দগায়ন্তি যত্র শমলকপণানি ভর্তুঃ ।  
 অন্তর্জলেহুবিবিকসমধুমাধবীনাং গন্ধেন খণ্ডিতযিযোহপ্যনিলং ক্ষিপন্তুঃ ॥ ১৭ ॥  
 পারাধতাশ্চত্বেদসারসচক্রবাকদাত্যহংসশুকতিভিরবহিণাং যঃ ।  
 কোলাহলো বিরমতেহ্চিত্রমাত্রমুচ্ছৈচ্ছ্রদ্ধাধিপে হরিকথামিব গায়মানে ॥ ১৮ ॥  
 মন্দারকুম্ভকুরবোৎপলচম্পকর্ণপুষ্পাগনাগবকুলাশ্রুজপারিজাতাঃ ।  
 গন্ধেহর্চিতে তুলসিকান্তরণেন তস্তা যস্মিন্স্থপঃ স্তম্বনসো বহু মানয়ন্তি ॥ ১৯ ॥  
 তৎ সঙ্কুলং হরিপদানতিমাত্রদৃষ্টেবৈদূর্য্যমারকতহেমময়ৈবিমানৈঃ ।  
 যেষাং বৃহৎকটিতটাস্থিতশোভিমুখ্যঃ কৃষ্ণাত্মনাং ন রজ্জ্ব আদধুরুৎস্রয়াতৈঃ ॥ ২০ ॥  
 শ্রী রূপিণী কণয়তী চরণারবিন্দং লীলাশ্রুজেন হরিসন্ধানি মুক্তদোষা ।  
 সংলক্ষ্যতে স্ফটিককুড্য উপেতহেম্নি সম্মার্জ্জতীব যদনুগ্রহঃপ্রহৃত্যবত্ভঃ ॥ ২১ ॥

অপর, সেই স্থানে বিমানচারী গন্ধর্বগণ বনিতা-  
 সহ নিরন্তর প্রভুর চরিত্র গান করিতেছে, তাহাদের  
 এবন্নিধি অনুরাগ যে, জলমধ্যে বিকাশশীল মকরন্দযুক্ত  
 বাসন্তীলতার সৌগন্ধে মতি বিচলিতা হইলেও যে  
 বায়ুযোগে ঐ গন্ধ আসিয়া থাকে, তাহাকে অপসারণ  
 করিয়া দেয়, তথাচ সঙ্গীত পরিত্যাগ করে না । ১৭

সেখানে ভ্রমরগণ হরিকথা-গানের শ্রবণ শুন শুন  
 ধ্বনি আরম্ভ করিলে তত্রত্য কপোত, কোকিল, সারস,  
 চক্রবাক, ডাহক, শুক, হংস, ময়ূর, ভিড়ির প্রভৃতি  
 পক্ষিগণের কোলাহল ক্ষণকাল বিরাম পায়, কলতঃ  
 পক্ষীগণেরও হরিকথা-প্রবণাদিতে পরম আনন্দ অনু-  
 ভব হয় ; অতএব ভ্রমরধ্বনি আরম্ভ হইলেই হরিকথা-  
 গান হইবে মনে করিয়া, তাহারা নিঃশব্দ হয় । ১৮

ঐ বনে মন্দার, পারিজাত, কুম্ভ, কুরব ( ডিলক  
 পুষ্প ), চম্পক, পুষ্পাগ, নাগবেশর, বকুল, উৎপল,  
 কমল প্রভৃতি পুষ্পজাতি সকল স্বয়ং সুগন্ধি হইয়াও  
 তুলসীভূষণ ভগবান কর্তৃক তুলসীর গন্ধ অর্চিত  
 দেখিয়া তাহার তপস্তাকেই বহু করিয়া মানিয়া  
 থাকে অর্থাৎ গুণগ্রাহিতা গুণ-প্রভাবে তরুণিকরও  
 যে স্থানে অশ্বের সৌভাগ্য দর্শনে মৎসরী হয় না,  
 এবন্নিধি বন সেই বৈকুণ্ঠে সদাই বিরাজমান । ১৯

আর সে স্থান ভগবন্তগণের ভূরি ভূরি বৈদূর্য্য,  
 মরকত এবং হেমময় বিমানে পরিব্যাপ্ত, ঐ সকল  
 বিমান ভক্তগণের কণ্ঠ দ্বারা লঙ্ক নহে, পরন্তু  
 ভগবচ্চরণে প্রণামমাত্রে তদনুগ্রহেই লঙ্ক ।  
 তাঁহাদিগের নমস্কারমাত্রে এতাদৃশ প্রসাদলাভ  
 অসম্ভব নহে, তাঁহাদের মনঃ ভগবানে এবম্প্রকার  
 রত যে, যে সকল কামিনীর বিশাল নিতম্ব এবং বদন-  
 সুধাকর ঈষদ্ধাস্তে শোভমান, তাহারাও পরিহাসাদি  
 দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তির কাম জন্মাইতে সমর্থ হয় না,  
 অতএব তদগতচিত্ত ভক্তের প্রতি ভগবানের ঐ  
 প্রকার অনুগ্রহ হওয়া বিচিত্র নহে । ২০

পরন্তু যে লক্ষ্মীর অনুগ্রহলাভার্থ দেবগণও  
 ( ত্রৈলোক্য ) যত্ন করিয়া থাকেন, সেই লক্ষ্মী মনোহর  
 রূপ ধারণ করিয়া বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক লীলাপদ্ম দ্বারা  
 উক্ত বৈকুণ্ঠ হরিগৃহ সম্মার্জন করিতেছেন, ইহা সুস্পষ্ট  
 দৃষ্ট হয় । তত্রস্থ ভবনের ভিত্তিসকল স্ফটিকময়  
 এবং মধ্যে মধ্যে শোভার্থ সুবর্ণ-খচিত হওয়াতে যদিও  
 তথায় ধূলির সম্পর্কমাত্র নাই, তথাচ লক্ষ্মী স্বর্ণ-  
 পট্টিকাময় ভিত্তিভাগে বহু প্রকারে প্রতিবিম্বিত হইয়া  
 লীলাপদ্ম ঘূর্ণিত করাতে তাঁহার বিনয় ও ভক্তি ঐরূপ  
 বোধ হইয়া থাকে । ২১



বাপীষু বিক্রমতটাস্থমলায়ুতাপ্পু প্রেষ্যাস্থিতা নিজবনে ভুলসীভিরীশম্ ।  
 অত্যর্চনী স্বলকম্মসমীক্ষ্য বস্ত্রমুচ্ছেষিতং ভগবতেত্যমতাপ্প যচ্ছ্রীঃ ॥ ২২ ॥  
 যন্ন ব্রজস্তুযভিদো রচনানুবাদাচ্ছৃণুস্তি যেহন্তবিষয়াঃ কুকথা মতিদ্বীঃ ।  
 যাস্তু অতী হতভগৈর্নুভিরাভসারাস্তাংস্তান্ ক্ষিপন্ত্যশরণেষু তমঃস্ব হস্ত ॥ ২৩ ॥  
 যেহভ্যর্থিতামপি চ নো নৃগতিং প্রপন্ন্য জ্ঞানঞ্চ তত্ত্ববিষয়ং সহধর্ম যত্র ।  
 নারাদনং ভগবতো বিতরন্ত্যমুখ্য সম্মোহিতা বিততয়া বত মায়ায়া তে ॥ ২৪ ॥  
 যচ্চ ব্রজস্তুনিমিষামুযভানুরক্তা দূরেষমা হ্যপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ ।  
 ভর্তৃমিথঃ স্তুষশনঃ কথনানুরাগবৈক্লব্যাপ্পকলয়া পুলকীকৃতান্নাঃ ॥ ২৫ ॥  
 তদ্বিশ্বগুর্বধিকৃতং ভুবনৈকবন্দ্যং দিব্যং বিচিত্রবিবুধাগ্র্যবিমানশোচিঃ ।  
 আপুঃ পরাং মুদমপূর্বমুপেত্য যোগমায়াবলেন মনয়ন্তদধো বিকুণ্ঠম্ ॥ ২৬ ॥

আর হে দেবগণ, সে স্থানের সবোবরসকলের  
 জল নির্মল ও অমৃততুল্য এবং তট সকল বিক্রমময়,  
 লক্ষ্মী সেই তটের নিকটবর্তী নির্জন বনে উপবিষ্ট।  
 হইয়া দাসী-সমভিব্যাহারে ভগবানের অর্চনা করিতে  
 করিতে সরোবরজলে প্রতিবিম্বিত আপনার শোভন  
 অলক এবং উৎকৃষ্ট নাসিকায়ুক্ত বদন অবলোকন  
 করিয়া মনে করেন, ভগবান্ বৃদ্ধি মদীয় মুখ চুম্বন  
 করিলেন । ২২

হে দেবগণ, যে সকল ব্যক্তি অঘহারী ভগবান্  
 হরির নৃসিংহাদি লীলামুবাদ হইতে ভিন্ন অশ্রু বিষয়ের  
 মতিভ্রংশিকা কুকথা শ্রবণ করে, তাহারা কখন সেই  
 স্থানে (বৈকুণ্ঠে) গমন করিতে পায় না । তাহাদের  
 দুর্ভাগ্যের কথা কি কহিব, অশ্রুবিষয়ক কথা  
 প্রতিগোচর হইয়া তাহাদের পূর্বসঞ্চিত পুণ্য হরণ  
 পূর্বক তাহাদিগকে নিরাশ্রয় নরকে নিক্ষেপ  
 করে । ২৩

আহা, যে মনুজজন্মে ধর্মসহিত তত্ত্বজ্ঞান  
 হওয়াতে আমরাও যাহার প্রশংসা করিয়া থাকি,  
 সেই মানবজন্ম প্রাপ্ত হইয়া তাহারা ভগবানের  
 আরাধনা করে না, কি খেদের বিষয় । তাহারা

ভগবানের বিস্তৃতা মায়ায় কি একেবারে  
 বিমোহিত ? ২৪

হে অমববুদ্ধ, যে সকল ব্যক্তি নিরহঙ্কার হইতে  
 আমাদের অপেক্ষাও অধিক যোগী, তাহারা সেই  
 স্থানে গমন করিতে পান । তাহারা দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্  
 হরির নিরন্তর অমুখিত্ব করাতে এবশ্বিৎ প্রভাবশালী  
 যে, যমও তাহাদের নিকট বাইতে অসমর্থ, তাহাদের  
 ভক্তির কথা কি বলিব, পরস্পর বসিয়া ভগবানের  
 বশঃকথনে এমত অনুরাগ প্রকাশ করেন যে,  
 তজ্জন্ম অবশতা ও বাস্প উদগম হওয়াতে অঙ্গ পুলকে  
 পরিপূর্ণ হয়, এই নিমিত্ত তাহাদের করুণাদিশীল  
 সকলেরই স্পৃহণীয় । ২৫

হে দেববুদ্ধ ! তদনন্তর মুনিগণ যোগমায়াবলে  
 অর্থাৎ অষ্টাঙ্গযোগপ্রভাবে উক্ত বৈকুণ্ঠে উপনীত  
 হইয়া পরমোৎকৃষ্ট হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন । বিশ্বগুরু  
 ভগবান্ তথায় অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সুতরাং ঐ স্থল  
 অতি অপূর্ব ও সকল ভুবনের বন্দনীয় ছিল ।  
 আর সেই স্থানে চারিদিকে প্রধান প্রধান দেবতাদের  
 বিমান সকল শোভমান ছিল, তাহাতে তৎসমুদায়ের  
 দ্বারা তাহা সদাই দেদীপ্যমান হইয়া থাকিত । ২৬

বিস্তৃতি—ইহা দ্বারা গম্ভীরও সৌভাগ্যবান্ যে ভগবানের অঙ্গগ্রহে হইয়া থাকে, তাহা প্রদর্শিত হইল । ২২



তস্মিন্মর্তীত্য মুনয়ঃ ষড়সঙ্জমানাঃ কক্ষাঃ সমানবয়সাবথ সপ্তমায়াম্ ।

দেবাবচক্ষত গৃহীতগদো পরাক্ষ্যেকেশ্বরকুণ্ডলকিরীটবিটক্বেশো ॥ ২৭ ॥

মন্ত্রিৱরেফবনমালিকয়া নিবীৰ্ত্তো বিম্বস্তয়াসিতচতুৰ্য্যবাহুমধ্যে ।

বস্ত্রং ক্রুবা কুটিলয়া ক্ষুটনিগমাভ্যাং রক্তেক্ষণেন চ মনাগ্রভসং দধানৌ ॥ ২৮ ॥

দ্বার্য্যোতয়োনিবিবিশুর্ষতোরপৃষ্ঠু। পূৰ্ব্বা যথা পুরটবজ্রকবাটিকায়্যাঃ ।

সৰ্ব্বত্র তেহবিষময়া মুনয়ঃ স্বদৃষ্ঠ্যা যে সঞ্চরন্ত্যবিহতা বিগতাভিশক্কাঃ ॥ ২৯ ॥

তান্ বীক্ষ্য বাতবসনাং চতুরঃ কুমারান্ বৃদ্ধান্ দশার্দ্ধবয়সো বিদিতাস্থতস্থান্ ।

বেত্রেণ চান্ধলয়তামতদর্হণাংস্তৌ তেজো বিহস্ম ভগবৎপ্রতিকূলশীলৌ ॥ ৩০ ॥

তাভ্যাং মিসং স্বনিমিষেষু নিষিধ্যমানাঃ স্বহঁতমা হৃশি হরেঃ প্রতিহারপাভ্যাম্ ।

উচুঃ স্তুহন্তমদিদৃক্ষিতভঙ্গ ঈষৎ কামানুজেন সহসা ত উপপ্লুতাক্কাঃ ॥ ৩১ ॥

সে যাহা হউক, মুনিগণ ভগবদ্বন্দ্বনার্থ উৎসুক ছিলেন, অতএব ঐ সমস্ত আশ্চর্য্যদর্শনে তাঁহাদের অশ্রুৎকরণ আসক্ত হইল না, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে ছয়কক্ষা অর্থাৎ প্রাকারদ্বার অভিক্রমণ করিয়া সপ্তম কক্ষাতে গিয়া দুই জন দ্বারপালকে দেখিতে পাইলেন । ঐ দুই ব্যক্তির বয়ঃক্রম সমান—দুই জনই গদাধারী, অস্ত্র্যৎকৃষ্ট কেশ্বর, কুণ্ডল ও কিরীট দ্বারা অলঙ্কৃত এবং অতি সুন্দর বেশ করিয়াছিল । ২৭

তাঁহাদের কণ্ঠদেশে বনমালা লম্বিতা ও নীলবর্ণ বাহুচতুর্ভুজমধ্যে তাহা বিস্তৃত হওয়াতে মহতী শোভা পাইতেছিল, অধিকন্তু তন্মধ্যে অলিকুল আকুল হইয়া পতিত হইতেছিল, স্তম্ভরাং অভ্যাশ্চর্য্য দেখাইতেছিল । কিন্তু উৎসুক নাসিকা এবং অরুণ নয়ন দ্বারা দুই জনেরই বদন ঈষৎ মলিন বোধ হইতেছিল । ২৮

যাহা হউক, ঐ দুই দ্বারী দণ্ডায়মান হইয়া দেখিতে থাকিলেও সেই মুনিগণ তাঁহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, পূর্ব্বে যেমন ছয় কক্ষার পুরটালঙ্কৃত বস্ত্রময় কপাট উদঘাটন পূর্ব্বক দ্বারে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সপ্তম কক্ষার দ্বারেও তদ্রূপেই

প্রবিষ্ট হইলেন । তাঁহাদিগের জিজ্ঞাসা করিবার অপেক্ষাও ছিল না, সর্ব্বত্র আপনাদের অবিষম দৃষ্টিহেতু সকল স্থানেই নিশেধ হইয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, কুত্ৰাপি কেহ নিবারণ করিত না । ২৯

ঐ মুনিগণের আত্মজ্ঞান হইয়াছিল, ইহাতে তাঁহারা বুদ্ধ হইলেও পঞ্চমবর্ষীয় বালক তুল্য প্রকাশ পাইতে ছিলেন, অতএব বেত্রাদি প্রশর্শন দ্বারা তাঁহাদিগকে নিবারণ করা কদাপি উচিত হয় না, কিন্তু ঐ দুই দ্বারীর স্বভাব ভগবান্ ব্রহ্মণ্যদেবের স্বভাবের প্রতিকূল থাকাতে তাহারা তাঁহাদিগকে বিব্রত দেখিয়া বেত্র উত্তোলন পূর্ব্বক বাইতে নিষেধ করিল । ৩০

বৈকুণ্ঠস্থ দেবতা সকল উহা অবলোকন করিতে ছিলেন এবং তাঁহাদের সমক্ষেই ঐ দুই দ্বারপাল পূজ্যতম মুনিদিগকে পুরীপ্রবেশ নিষেধ করাতে মুনিরা ভগবৎদর্শনেচ্ছায় মহাব্যাঘাত পড়িল বোধ করিয়া সহসা ঈষৎ ক্রোধান্বিত হইলেন এবং সেই রোষ বশতঃ তাঁহাদের নয়ন অভিশয় ক্ষুণ্ণিত হইল । ৩১



শ্রীমুনেঃ উচুঃ ।

কো বা ইহেত্য ভগবৎপরিচর্য্যায়োচ্চৈস্তুষ্কশ্মিণাং নিবসতাং বিষমঃ স্বভাবঃ ।

তস্মিন্ প্রশান্তপুরুষে গতবিগ্রহে বাৎ কো বাস্ববৎ কুহকয়োঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ ॥ ৩২ ॥

ন হস্তরং ভগবতীহ সমস্তকুক্ষাবান্মানমানি নভো নভসীব ধীরাঃ ।

পশুস্তি যত্র যুবয়োঃ সুরলিঙ্গিনোঃ কিং ব্যুৎপাদিতং হ্যদরভেদি ভয়ং যতোহস্তু ॥ ৩৩ ॥

তদ্বামমুখ্য পরমস্তু বিকৃষ্টভর্তুঃ কর্তুং প্রকৃষ্টমিহ ধীমহি মন্দধীভ্যাম্ ।

লোকানিতো ব্রজতমস্তরভান্দৃষ্ট্যা পাপীয়সস্ত্রয় ইমে রিপবোহস্তু যত্র ॥ ৩৪ ॥

তেষামিতীরিতযুতাববধার্য ঘোরং তং ব্রহ্মদণ্ডমনিবারণমস্ত্রপূর্গৈঃ ।

সত্ত্বো হরৈরশুচরাবুরু বিভ্যতস্তৎপাদগ্রহাবপততামতিকাতরেণ ॥ ৩৫ ॥

তাঁহারা ক্ষুদ্র হইয়া কহিতে লাগিলেন, অহে ! ভগবানের স্তম্ভং পরিচর্যা করিয়া তৎপ্রভাবে বৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তি পূর্বক যাঁহারা এখানে বাস করেন, তাঁহারা সকলেই ভগবদ্রক্ষা এবং সমদর্শী, তোমরাও তাঁহাদের মধ্যেই দুই ব্যক্তি, তোমাদের এমন বিষম স্বভাব কেন ? কেহ প্রবেশ করিবে, কেহ প্রবেশ করিতে পাইবে না, এ কি ? যদি বল—স্বর্গপালদিগের প্রভুপরিরক্ষণার্থ এরূপ স্বভাব ভূষণ ব্যতীত দুঃখ নহে, এ বিষয়ে বক্তব্য এই, তোমাদের প্রভু প্রশান্ত পুরুষ, তাঁহার সহিত কাহারও বিরোধ নাই, ইহাতে তাঁহার রক্ষণার্থ ভয়শঙ্কার সম্ভাবনাও দেখি না, বুঝিলাম, তোমরা স্বয়ং কপট, এই নিমিত্ত আত্মদৃষ্টান্তে শঙ্কা করিতেছ, অথ কোন কপট আসিয়া প্রবেশ করিবে, এখানে ভগবন্ত ব্যতিরিক্ত কি অস্ত্র কেহ আসিয়া থাকে ? ৩২

অহে, ভেদজ্ঞানই আশঙ্কার কারণ, ভগবানে তো কাহারো ভেদবুদ্ধি নাই, এই সমস্ত বিশ্ব যাঁহার কৃষ্টিতে বিলীন, বিশ্বজন্য তাঁহাতে কখন আত্মার ভেদ দর্শন করেন না, বরঞ্চ যেমন ঘটাকাশকে মহাকাশমধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইতে দেখেন, তাহার দ্বায়

সেই পরমাত্মাতে স্ব স্ব আত্মার অন্তর্ভাব অবলোকন করিয়া থাকেন। কি আশ্চর্য্য ! তোমাদের দুই জনকে দেববেশী দেখিতেছি, অথচ অস্ত্র রাজাদের যজ্ঞপ উদর-ভেদকারী ভয় হয়, তোমাদের চিন্তে তাদৃক্ ভয়বিশেষ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা কি কারণে হইল ? ৩৩

যাহা হউক, তোমরা পরম পুরুষ ভগবানের ভৃত্য, যদিও তোমরা মন্দবুদ্ধি, তথাচ তোমাদের মন্দ করা উচিত হয় না, তোমাদের প্রকৃষ্টরূপ মন্দল করিবার নিমিত্ত এই অপরাধে তোমাদের প্রতি বাহ্য বিধেয়, তাহা চিন্তা করি, তোমাদের ভেদদৃষ্টি হেতু তোমরা এই বৈকুণ্ঠলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বাহ্যতে কাম, ক্রোধ, লোভ এই রিপুত্রয় বিরাজমান, সেই পাপীয়ান দেহ প্রাপ্ত হও। ৩৪

সেই দুই স্বর্গপাল মুনিগণের ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া বিবেচনা করিল, ইহা বোর ব্রহ্মদণ্ড অর্থাৎ ব্রহ্মশাপ, অন্তঃসমূহ দ্বারাও ইহার মিবারণ হইবে না। অতএব যিনি নিজেকে সেই মুনিগণকে ভয় করেন, সেই শ্রীহরির অনুরোধে তরে কাতর হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের পাদগ্রহণ পূর্বক দণ্ডবৎ পতিত হইল। ৩৫



ভূয়াদ্বোনি ভগবন্তিরকারি দণ্ডো যো নো হরেত সুরহেলনমপ্যশেষম্ ।  
 মা বোহমুতাপকলয়া ভগবৎস্মৃতিস্মো মোহো ভবেদিহ তুনো ব্রজতোরধোহধঃ ॥ ৩৬ ॥  
 এবং তদৈব ভগবানরবিন্দনাভঃ স্বানাং বিবুধ্য সদতিক্রমমার্থ্যহৃদঃ ।  
 তস্মিন্ যযৌ পরমহংসমহামুনীনামশ্বেষণীষচরণৌ চলয়ন্ সহস্রীঃ ॥ ৩৭ ॥  
 তস্মাগতং প্রতিহর্তোপয়িকং স্বপুংভিস্তেহচক্ৰতাক্ৰবিষয়ং স্বসমাধিতাগ্যম্ ।  
 হংসজিয়োর্য্যজনয়োঃ শিববায়ুলোলমুভ্রাতপত্রশশিকেশরশীকরাস্থম্ ॥ ৩৮ ॥  
 কুৎসপ্রসাদস্বমুখং স্পৃহণীয়ধাম স্নেহাবলোককলয়া হৃদি সম্পৃশস্তম্ ।  
 শ্যামে পৃথাবুরসি শোভিতয়া জিয়া স্বশ্চূড়ামণিং স্তভগয়ন্তমিবাস্তমিক্যম্ ॥ ৩৯ ॥

যাহা হউক, ষাণপালেরা মুনীদের চরণে নিপতিত হইয়া বিনয় পূর্বক কহিতে লাগিল, হে মুনিবৃন্দ ! পাপীর প্রতি যেকণ দণ্ড করা উচিত, আপনারা আমাদের উপরে সেই দণ্ডই করিলেন, এ স্থলে আমাদের প্রতি এই দণ্ডই হউক, এই দণ্ডে ঈশ্বরাজ্ঞা-ক্রমরূপ অশেষ পাপের ক্ষয়ে, আমরা অবশ্য নিষ্পাপ হইব। কিন্তু নিবেদন এই, আমরা অধমাত্মম মুঢ় বোনিতে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেও আপনাদের করুণা নিমিত্ত অনুতাপলেশে আমাদের যেন ভগবানের স্মরণপ্রতিবন্ধক মোহ উপস্থিত না হয়। ৩৬

এই সময়েই ভগবান্ পদ্মনাভ জানিতে পারিলেন, তাঁহার দুই জন পুরুষ সাধু সন্নিধানে অপরাধী হইল, অভাব যে প্রদেশে ঐ মুনীগণ রুদ্ধ হইয়াছিলেন, আপনাদের চরণদ্বয় চালন পূর্বক স্বরায় কমলার সহিত সেই স্থানে গমন করিলেন। পদব্রজে গমনের তাৎপর্য্য এই, ভগবানের স্তুগোচর হইয়াছিল, তাঁহার চরণদর্শন ইচ্ছায় ব্যাঘাত হওয়াতেই ঋষিদের রোষ জন্মিয়াছে, পদব্রজে গমন করিলে ইহা দর্শন করিয়া তাঁহাদের রোষশান্তি হইবে। আর লক্ষ্মীর সহিত মিলিত হওনের তাৎপর্য্য এই যে, তিনি নিকামদিগকেও ঐশ্বর্য্য দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন। ৩৭

যাহা হউক, ভগবান্ ঐরূপে আগমন করিলে সেই মুনীগণ তাঁহাকে আপনাদিগের সমাধি দ্বারা লভ্য ফলস্বরূপ যে ব্রহ্ম—তিনি যেন চতুর্গোচর হইলেন, এইকণ ভাবিয়া দেখিতে লাগিলেন। যদিও ভগবান্ পদব্রজে আসিতেছিলেন, তথাচ তাঁহার নিজ ভূত্যগণ গমনোচিত ছত্র-পাদ্রুকাদি সঙ্গে সঙ্গে আনিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার দুই পার্শ্বে হংসবৎ অভি শুভ্রবর্ণ দুই ব্যজন এবং মস্তকে খেতাত-পত্র ধৃত হইয়াছিল। সেই হস্তের চতুর্দিকে যুক্তাহার লব্ধি থাকিতে অমুকুল শোভন পবনের সকারে সে সমস্ত সঞ্চালিত হইতেছিল এক তাহা হইতে জলকণা বিগলিত হইয়া ভগবানের গাত্র স্পর্শ করিতেছিল। ৩৮

ভগবানের মুখপ্রসাদে বোধ হইতেছিল, যেন তিনি মুনিবৃন্দ ও ষাণপাল সকলেরই প্রতি ঐশ্বর্য্য হইবেন। ফলতঃ তিনি স্পৃহণীয় সমস্ত গুণের ধাম, স্তুতরাং তাঁহার প্রেমপূর্ণ কঠাক্ষেই সকলের অন্তঃকরণে স্তবোদয় হইয়াছিল। আর লক্ষ্মী তাঁহার বক্ষঃস্থলে শোভমানা হওয়াতে তিনি তদ্বারা সজ্জ-লোকের চূড়ামণিস্বরূপ যে বৈকুণ্ঠ, তাহার শোভা বৃদ্ধি করিতেছিলেন। ৩৯



পীতাংশুকে পৃথুনিতম্বিনি বিষ্ণুরন্ত্যা কাঞ্চ্যালিভিবিহৃতয়া বনমালয়া চ ।  
 বহুপ্রকোষ্ঠবলয়ং বিনতাস্তাংসে বিন্তস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমজ্জম ॥ ৪০ ॥  
 বিদ্যুৎক্ষিপম্বকরকুণ্ডলমণ্ডনাইগুণ্ডলোল্লসমুখং মণিমংকিরীটম্ ।  
 দোদুগুণ্ডববিরে হরতা পরাক্ষ্যহারেণ কঙ্করগতেন চ কৌস্তভেন ॥ ৪১ ॥  
 অত্রোপস্থমিতি চোৎস্মিতমিন্দ্রিয়াঃ শ্বানাং ধিয়া বিরচিতং বহুসৌষ্ঠবাঢ্যম্ ।  
 মহং ভবন্ত ভবতাক্ষ উজ্জন্তমঙ্গং নেমুনিরীক্ষ্য ন বিতৃপ্তদৃশো মুদা কৈঃ ॥ ৪২ ॥  
 তস্তারবিন্দনয়নস্ত পদাবিন্দকিঙ্করমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ ।  
 অন্তর্গতঃ স্ববিরেণ চকার তেযাং সংকোভমক্ষরজুযামপি চিত্ততম্বোঃ ॥ ৪৩ ॥  
 তে বা অমুষ্য বদনাসিতপদ্মকোশমুদীক্ষ্য সুন্দরতরাধরকুন্দহাসম্ ।  
 লক্কাশিষঃ পুনরবেক্ষ্য তদীয়মজ্জিহ্বদ্বন্দ্বং নখারুণমণিশ্রয়ণং নিদধুঃ ॥ ৪৪ ॥

তাহার নিতম্বদেশে পীতবসনোপরি মনোভাবন  
 কটিভূষণ এবং বক্ষঃস্থলে বনমালা লম্বিতা ছিল ও  
 প্রকোষ্ঠে মনোহর বলয় সকল শোভা পাইতেছিল  
 আর তিনি একটি হস্ত নিজ বাহন গরুড়ের স্কন্ধে  
 দিয়া অস্ত্র করে লীলাকমল ঘূর্ণায়মান করিতে-  
 ছিলেন । ৪০

তাহার গুণ্ডল সৌদামিনীর শোভা অধিক্ষেপ-  
 কারী মকরাকার কুণ্ডলে মণ্ডলাই এবং বদন  
 উচ্চ নাসিকাবিশিষ্ট ও কিরীট মণিময় ছিল ।  
 বাহু-সমূহের মধ্যে অর্থাৎ বক্ষঃস্থল মনোহর  
 হারে এবং গলদেশ মহাই কৌস্তভে শোভিত  
 ছিল । ৪১

কলভঃ ভগবানের ঐ মূর্তি বিবিধ সৌন্দর্য্যে  
 পরিপূর্ণ ছিল, ইহাতে তাহার ভক্তগণ এমত তর্ক  
 করিতেছিল, “আমিই সৌন্দর্য্যের নিধি” এই বলিয়া  
 লক্ষ্মীর যে অহঙ্কার আছে, তাহা অস্ত্র অন্তর্গত  
 হইল । অহে দেবগণ ! সেই ভগবান আমার  
 (ত্রাকার), ঈশ্বরের এবং ভোমাদের নিমিত্ত মূর্তি  
 প্রকটন করিয়া থাকেন, তাহার এবম্বিধ সৌন্দর্য্য

বিচিত্র নহে । বাহা হউক, মুনিগণ তাঁহাকে আগত  
 দেখিয়া শিরোবনমনপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন, কিন্তু  
 তাহার সৌন্দর্য্য দর্শনে তাহাদের নেত্র পরিতৃপ্তি প্রাপ্ত  
 হইল না । ৪২

মুনিগণ প্রণাম করিলে অরবিন্দনয়ন ভগবানের  
 পদারবিন্দকেশরমিশ্রিত তুলসীর মকরন্দযুক্ত বায়ু  
 তাহাদের নাসারন্ধ্রযোগে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইল, তাহাতে  
 যদিও তাহারা ত্র্যক্ষজ্ঞান দ্বারা নিরন্তর ত্র্যক্ষানন্দ  
 অনুভব করিতেন, তথাপি তাহাদের চিত্তে হর্ষ এবং  
 শরীরে রোমাঞ্চ হইল । ৪৩

তাহারা উর্দ্ধদৃষ্টি দ্বারা নীলকমলের কোষধারণ  
 ভগবদ্বদনের মনোহর অধর এবং হাস্ত অবলোকনে  
 লক্শ্মনোরথ হইয়া পুনর্ব্বার অধোদৃষ্টি দ্বারা তাহার  
 চরণদ্বয়—যাহা নখররূপ অরুণ মণির আশ্রয় ছিল,  
 তাহা নিরীক্ষণ করিলেন, এইরূপে এককালে সর্ব্বাঙ্গের  
 লাভ্য অনুভববাসনায় বারম্বার উর্দ্ধদৃষ্টি ও অধোদৃষ্টি  
 হইলেন, কিন্তু একেবারে উর্দ্ধাধোদৃষ্টি হওয়া অসম্ভব,  
 সুতরাং ঐ অভিলাষ পূর্ণ না হওয়াতে পরে ধ্যানস্থ  
 হইলেন । ৪৪



পুংসাং গতিং যুগয়তামিহ যোগমার্গ-

ধ্যানাম্পদং বহুতং নয়নাভিরামম্।

পৌংস্বং বপুর্দর্শয়ানমনশ্চিস্তৈ-

রৌপতিকৈঃ সমগ্ণন্ যুতমক্টভোগৈঃ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীকুমারঃ উচুঃ।

যোহস্তর্হিতো হৃদিগতোহপি ছুরাঙ্গনাং স্বং নাঠৈব নো নয়নমূলমনস্তরাঙ্কঃ।

যর্হ্যেব কর্ণবিবরেণ গুহাং গতো নঃ পিত্রানুবর্ণিতরহা ভবচ্ছবেন ॥ ৪৬ ॥

তং স্বাং বিদাম ভগবন্ পরমাত্মতত্ত্বং সন্বেন সংপ্রতি রতিং রচয়ন্তমোহাম্।

যৎ তেহনুতাপবিদিতৈর্দৃঢ়ভক্তিয়োগৈরুদগ্রহয়ো হৃদি বিদুমুনয়ো বিরাগাঃ ॥ ৪৭ ॥

নাত্যস্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং কিস্বন্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে।

যেহঙ্গ ত্বদজি শরণা ভবতঃ কথয়াঃ কীর্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ ॥ ৪৮ ॥

মুনিগণ ধ্যানস্থ হইলে ভগবান্ যে সকল পুরুষ যোগমার্গ দ্বারা গতি অন্বেষণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের ধ্যানের বিষয়ভূত এবং অত্যন্ত আদরাম্পদ ও নয়নের আফ্লাদজনক স্বীয় পৌরুষ শরীর দর্শন করিতে লাগিলেন, তাহাতে মুনিরা ঐ অবস্থাতেই অসাধারণ অগ্নিমানি অষ্ট ঐশ্বর্যযুক্ত সেই ভগবানের স্তব আরম্ভ করিলেন। ৪৫

ঐ কুমার-ঋষিগণ কহিলেন, হে অনন্ত ! তুমি হৃদয়স্থিত হইয়াও ছুরাঙ্গব্যক্তিদিগের নিকট অন্তর্হিত থাক অর্থাৎ তাহাদিগকে দর্শন দাও না ; কিন্তু অস্ত্র আমাদের সমীপে লুকায়িত হইতে পারিলে না, আমাদের মননগোচর হইলে। প্রভো, আমাদের পিতা ব্রহ্মা, তোমা হইতে তাঁহার জন্ম হয়, তিনি যৎকালে তোমার রহস্ত আমাদের উপদেশ দেন, তৎকালেই তুমি আমাদের শ্রবণপথ দ্বারা বুদ্ধিমধ্যে প্রবিষ্ট

হইয়া আহ, ইহাতে কি আর তোমার অন্তধান হইতে পারে ? ৪৬

হে ভগবন্ ! নিরহঙ্কার রাগরহিত মুনিগণ ভক্তি-যোগ অর্থাৎ শ্রবণাদি দ্বারা স্ব স্ব হৃদয়ে যে তত্ত্ব অনুভব করিয়া থাকেন, আমাদের বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে, তুমিই সেই আত্মতত্ত্বরূপ পরম তত্ত্ব, তুমিই বিশুদ্ধ সত্ত্ব শ্রীমুক্তি দ্বারা ভক্তগণের তোমার প্রতি সর্বদা রতি রচনা করিতেছে। ৪৭

হে ভগবন্ ! তোমার বশঃ পরম রমণীয় ও অতিশয় পবিত্র, সুভরাং কীর্তনাই ও তীর্থস্বরূপ, যে সকল কুশল ব্যক্তি তোমার কথার রসজ্ঞ, তাঁহারা তোমার আত্যন্তিক প্রসাদরূপ যে মোক্ষদ, তাহাকেও গণ্য করেন না, ইন্দ্রাদি অস্ত্র পদের কথা কি ? কলতঃ ইন্দ্রাদিপদেরও তোমার ভক্তদ্বিজাজ্ঞ তয় নিহিত হয়, তোমার কথায় রসজ্ঞ জনেরা সত্য নিরতিশয় সুখসন্তোষ করেন, ইহাতে ঐ পদে তাঁহাদের কেন প্রবৃত্তি হইবে ? ৪৮

অন্তর্হিত—মনকাদি বহুমুনিগণ এখানে শ্রীভগবানের নারায়ণরূপ দর্শন করিয়া তবে প্রবৃত্ত হইলেন। ৪৫



কামঃ ভবঃ স্বর্জিতৈর্নিরয়েষু নস্তাচ্চেতোহলিবদ্যদি নু তে পদয়ো রম্যেত ।  
 বাচশ্চ মন্ত্রলসিবদ্যদি তেহজি শোভাঃ পূর্য্যেত তে গুণগণৈর্ষদি কর্ণরন্ধ্রঃ ॥৪৯॥  
 প্রোছশ্চকর্ধ যদিদং পুরুহুত রূপং তেনেশ নির্বৃতিম্বাপুরলং দৃশো নঃ ।  
 তস্মা ইদং ভগবতে নম ইষিধেম যোহনাস্তনাং দুরূদয়ো ভগবান্ প্রভীতঃ ॥৫০॥

ইতি ঐশ্বর্যগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
 বিহরমৈত্রেয়সংবাদে বৈকুণ্ঠবর্ণনং নাম পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

হে ভগবন্ ! ইহার পূর্বে আমাদের পাপ ছিল না, এক্ষণে হইল, যেহেতু আমরা তোমার ভক্তদিগকে অভিশাপ দিলাম, আমাদের আত্মপাপ বশতঃ নরকে বাস হইবে। প্রভো ! যদি আমাদের চিন্তা তোমার চরণারবিন্দে ভ্রমর তুল্য হইয়া রমণ অর্থাৎ বিহার করে, অর্থাৎ ভ্রমর যেমন কণ্টক দ্বারা বিধ্যমান হইলেও পুষ্পে রমণ করিয়া বেড়ায়, তাহার জায় কোন প্রকার বিঘ্ন না গণিয়া যদি আমাদের চিন্তা তোমার চরণে রত হয়, আর যদি আমাদের বাক্য তুলসী তুল্য তোমার পদযুগল দ্বারা শোভমান হয়, অর্থাৎ তুলসী যেমন আত্মগুণ-নৈরপেক্ষ্য কেবল

তোমার চরণ সম্বন্ধেই শোভা পায়, তদ্বৎ যদি আমাদের বাক্য শোভা ধারণ করে একে তোমার গুণ-গ্রাম দ্বারা যদি আমাদের শ্রবণবিবর পরিপূর্ণ হয়, তাহা হইলে আমাদের বর্ষেষ্ঠ নরক হউক তাহাতে কিছু ক্ষতি হইবে না। ৪৯

হে বিপুলকীর্ত্তে ! তুমি এই যে মূর্ত্তি প্রকটিত করিলে, ইহা দ্বারা আমাদের নেত্র অত্যন্ত তৃপ্ত প্রাপ্ত হইল। হে ঐশ ! তুমি স্বয়ং ভগবান্, অজিতেন্দ্রিয় পুরুষদিগের নিকট অপ্রকট হইয়াও এই প্রকারে যে জ্ঞানগোচর হইলে, ইহাতে তোমাকে আমরা মহতঃ সহস্র নমস্কার করি। ৫০

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায় ।



## ষোড়শ অধ্যায়

শ্রীব্রহ্মোবাচ ।

ইতি তদগুণতাং তেষাং মুনীনাং যোগধর্মিণাম্ । প্রতিভিনন্দ্য জগাদেদং বিকৃষ্টানলয়ো বিভুঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

এতো হৌ পার্শ্বদৌ মহং জয়ো বিজয় এব চ । কদর্থাকৃত্য মাং যন্তো বহুজ্ঞাতামতিক্রমম্ ॥ ২ ॥

যন্তেত্যয়োহুতো দণ্ডো ভবন্তির্মামনুজৈতৈঃ । স এবামনুমতোহস্মাভিমুনয়ো দেবহেলনাং ॥ ৩ ॥

তদ্বঃ প্রসাদয়াম্যশ্চ ব্রহ্ম দৈবং পরং হি মে । তদ্বীত্যাশ্রকৃতং যন্তো যং স্বপুংতিরসংকৃতাঃ ॥ ৪ ॥

যন্মানি চ গৃহ্নাতি লোকো ভূত্যে কৃতাগসি । সোহসাধুবাদস্তংকীর্ত্তিং হস্তি স্বচমিবাময়ঃ ॥ ৫ ॥

যন্তায়ুতাবলযশঃপ্রবণাবগাহঃ সত্বঃ পুনতি জগদাশ্বপচাধিকৃষ্টঃ ।

সোহহং ভবন্ত্য উপলব্ধতীর্থকীর্ত্তিশিচ্ছন্দ্যাং স্ববাহুমপি বঃ প্রতিকূলবৃত্তিম্ ॥ ৬ ॥

যৎসেবয়া চরণপদ্যপবিব্রুয়েণুং সত্বঃকৃতাখিলমলং প্রতিলক্শীলম্ ।

ন শ্রীবিরক্তমতি মাং বিজহাতি যন্তাঃ প্রেক্ষালবার্থমিতরে নিয়মান্ বহস্তি ॥ ৭ ॥

মুনিশাপে বিষ্ণু-ভূত্যাঘয়ের বৈকুণ্ঠ হইতে পতন

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেবগণ ! বৈকুণ্ঠবাসী ভগবান্ সেই মহাবোণী মুনিগণের স্তব শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ পূর্বক কহিলেন । ১

শ্রীভগবান্ কহিলেন, এই দুই ব্যক্তির নাম জয় এক বিজয়, ইহারা আমার পার্শ্বদ বটে, কিন্তু বেহেতু আমাকে তুচ্ছ করিয়া তোমাদিগের প্রতি অভিশয় অনুচিত ব্যবহার করিয়াছে । ২

হে মুনিগণ ! তোমরা আমার পরম ভক্ত, তোমরা ইহাদের উপরে প্রভুর প্রতি অবহেলা হেতু যে দণ্ডবিধান করিয়াছ, আমি সেই দণ্ডই অঙ্গীকার করিলাম । ৩

আমি ব্রাহ্মণকে পরম দেবতা জ্ঞান করিয়া থাকি, অতএব তোমাদিগকে প্রসন্ন করিতেছি, তোমরা হে বিপ্রবৃন্দ ! এ বিষয়ে যদিও আমার আপনার কোন অপরাধ নাই সত্য, তথাপি মদীর পুরুষেরা যে সাধু পুরুষের অসৎকার করিয়াছে, তাহা আমার আশ্রকৃত জ্ঞান হইতেছে । ৪

ভূত্যেরা কোন দোষ করিলে লোকে অপ্র

জিজ্ঞাসা করে—কাহার ভৃত্য ? তাহাতে যে প্রভুর নাম গৃহীত হয়, খেতকুষ্ঠ যেমন স্বক বিনষ্ট করে, তাহার শ্রায় ঐ অপবাদে সেই ব্যক্তির বশঃ ক্ষয় পায় । ৫

আমার নাম বিকৃষ্ট, আমার নির্মল বশঃ প্রাণে মনোনিবেশ করিলে আচণ্ডাল সমস্ত জগজ্জন্ম পবিত্রিত হয়, কিন্তু হে বিজগণ ! আমার ঐ সুশোভন তীর্থস্বরূপ বশঃ কোথা হইতে হইল ? তোমরাই তো তাহা উপলব্ধি করিয়া জগতে প্রকাশ করিয়াছ, অতএব যে ব্যক্তি তোমাদের প্রতিকূলাচরণ করে, সে যদি আমার বাহ্যস্থানীয় লোকেশ্বরও হয়, তাহাকেও আমি ছেদন করি, অস্ত্রের কথা কি ? ৬

ঈহাদের সেবার দ্বারা আমি এমন হইতে পারিয়াছি যে, আমার চরণের রেণুর দ্বারাই অখিল লোকের কলুষ বিনাশ হইয়া থাকে এক আমি এতাদৃশ শীল লাভ করিয়াছি যে, ব্রহ্মাদি দেবগণ যে কমলার কটাক্ষ-লেশ লাভ নিমিত্ত বহুবিধ ব্রত-নিয়ম করেন, আমি বিরক্ত হইলেও তিনি আমাকে কণ-কালের নিমিত্ত ত্যাগ করেন না, সেই সকল ব্রাহ্মণের প্রতি যে ব্যক্তি প্রতিকূলাচারী, সে আমার কথা ব্যতীত অনুগ্রহের পাত্র নহে । ৭



নাহং তথাগ্নি যজমানহবির্বিতানে শ্চেত্যতদ্ব্যতপ্ততমদন্ হতভুগুণেন ।  
 যদব্রাহ্মণস্য মুখতশ্চরতোহমুখাসং তুষ্ঠন্ত ময্যবহিতৈর্নিজকর্ষপাঠৈঃ ॥ ৮ ॥  
 যেমাং বিভস্ম্যহমখণ্ডবিকূষ্ঠযোগমায়াবিসৃতিরমলাজিহ্বরজঃ কিরীটৈঃ ।  
 বিপ্রান্ মুকো ন বিষহেত যদর্হণাস্তঃ সগুঃ পুনাতি সহচন্দ্রললামলোকান্ ॥ ৯ ॥  
 যে মে তনুর্বিজবরান্ দুহতীমদীয়া ভূতান্শলকশরণানি চ ভেদবুদ্ধ্যা ।  
 দ্রক্যন্ত্যবকতদৃশো হৃহিমন্তবস্তান্ গৃধ্রা রুধা মম কুশন্ত্যধিদগুনেভুঃ ॥ ১০ ॥  
 যে ব্রাহ্মণান্ ময়ি ধিরা ক্ষিপতোহর্চয়ন্তস্তস্যাক্ দঃ স্মিতস্বধোক্শিতপদ্মবক্ত্রাঃ ।  
 বাণ্যাতুরাগকলয়াজ্জবদগৃগন্তঃ সম্বোধয়ন্ত্যহমিবাহমুপাকৃতন্তৈঃ ॥ ১১ ॥  
 তস্মৈ স্বভর্তুরবনায়মলক্ষমাণো যুগ্মদ্যতিক্রমগতিং প্রতিপত্ত সত্ত্বঃ ।  
 ভূয়ো মমাস্তিকমিতাং তদমুগ্রহো মে যৎ কল্যাতামচিরতো ভূতয়োর্বিবাসঃ ॥ ১২ ॥

হে মুনিগণ ! আমি যজ্ঞেতে অগ্নিরূপ মুখ দ্বারা যজমানের হবিঃ অর্থাৎ চরু পুরোডাশাদি আহার করি সত্য, কিন্তু যে সকল জ্ঞানী ব্রাহ্মণ আমাতে কর্ষকল সমর্পণ করিয়া প্রতি গ্রাসে রসাস্বাদ পূর্বক স্নাতক পায়সাদি ভোজন করেন, তাঁহাদের মুখে আমার যেমন তুল্তিকর ভোজন হয়, যজ্ঞে অগ্নি-মুখ দ্বারা উজ্জ্বল হয় না । ৮

হে ঋষিবৃন্দ ! আমার যোগমায়ায় পরিচ্ছেদ নাই এবং কুত্রাপি তাহার প্রতিঘাত হয় না, আর আমার চরণোদক শিশিভূষণ শব্দ সহিত লোকপাল সকলকে পবিত্র করে, এই জন্ত আমি পরমেশ্বর এবং পরম পাবন, কোন সন্দেহ নাই ; কিন্তু আমি এ প্রকার হইয়াও যাঁহাদের নির্মল পদধূলি আপনার কিরীট দ্বারা নিরন্তর বহন করিতেছি, সেই বিপ্রগণ অপকার করিলেও তাহা কে না সহ করিবে ? ৯

হে মুনিসকল ! ব্রাহ্মণ, দুহন্তী গাভী ও রক্তকহীন প্রাণী এই তিনটি আমার শরীর অর্থাৎ অধিষ্ঠানস্থান, “ইহাতে আমার অধিষ্ঠান হয় না” এই-

রূপ ভেদদৃষ্টি দ্বারা যে সকল ব্যক্তি এতদ্ব্যয় অবলোকন করে, তাহাদের দৃষ্টি পাশে বিনষ্টা জানিবে। আমার দণ্ড-নাযক যমের গৃধ্ররূপী দূতগণ সর্ববৎ রোষে পরিপূর্ণ হইয়া চক্ষু দ্বারা তাহাদের সেই চক্ষু ছেদন করিয়া থাকে । ১০

কিন্তু ব্রাহ্মণেরা পরুবোক্তি করিলেও যে সকল ব্যক্তি তাঁহাদিগকে বাসুদেব জ্ঞানে পূজা করেন এবং সন্তুষ্ট চিত্তে হাস্য করিতে করিতে পুত্রবৎ সস্নেহ বচন প্রয়োগ করিয়া, আমি যেমন তোমাদিগকে সম্বোধন করি, এইরূপে আশ্বাস করেন, আমি তাঁহাদের নিতান্ত বশীভূত হইয়া থাকি । ১১

অতএব আমার এই দুই পুরুষ স্বীয় প্রভুর অভিপ্রায় না জানিয়া তোমাদের নিকটে যে অপরাধ করিয়াছে, ইহারা ঐ অপরাধের সমুচিত গতি সম্বন্ধে প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার আমার সমীপে আনুক । হে ঋষিগণ ! তোমরা এই দুই ব্যক্তির এ স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অন্তর্য্য বাস অচিরে সম্পন্ন করিলে আমি যথেষ্ট অনুগ্রহ বোধ করিব । ১২

বিশ্বাস্তি—এই একাদশটি শ্লোকে ব্রহ্মপরাশর ব্রাহ্মণগণের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে । ১১



শ্রীব্রহ্মোবাচ ।

অথ তস্মৈশতীং দেবীম্বিকূল্যাং সরস্বতীম্ । নান্বাগ্ন মন্যদক্ষীনাং তেষামাত্মাপ্যতৃপ্যত ॥১৩॥  
সতীং ব্যাদায় শৃণুস্তো লঘীং গুরুবর্গহস্তরান্ । বিগাহাগাধগন্তীরাং ন বিদুস্তচ্চিকীর্ষিতম্ ॥ ১৪ ॥  
তে যোগমায়য়ারূপারমেষ্ঠ্যমহোদয়ম্ । প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ো বিপ্রাঃ প্রহৃষ্টাঃ কুপিতহৃদঃ ॥১৫॥

শ্রীঋষয় উচুঃ ।

ন বয়ং ভগবন্ বিদ্যাস্তব দেব চিকীর্ষিতম্ । কৃতো মেহনুগ্রহশ্চেতি যদধ্যক্ষঃ প্রভাষসে ॥১৬॥  
ব্রহ্মণ্যস্ত পরং দৈবং ব্রাহ্মণাঃ কিল তে প্রভো । বিপ্রাণাং দেবদেবানাং ভগবানাত্মদৈবতম্ ॥ ১৭ ॥  
হ্রতঃ সনাতনো ধর্মো, রক্ষ্যতে তনুভিস্তব । ধর্মস্য পরমো গুহ্যো নির্বিকারো ভবান্ মতঃ ॥১৮॥

ব্রহ্মা কহিলেন, ঐ ঋষিগণ যদিও সর্প প্রায় মহাক্রোধে দম্ব হইয়াছিলেন, তথাপি ভগবানের এই প্রকার কমনীয় সুশোভন ঋষিকুলযোগ্য বচন শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের চিন্তে পরিতৃপ্তি বোধ হইল না, অর্থাৎ আরও অধিক শ্রবণের জন্য তাঁহাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইল । ১৩

কলতঃ তাঁহারা মনোযোগ পূর্বক কণ পাতিয়া পরিমিতাক্ষর অথচ গুরুতর অর্থে দুঃপ্রবেশ্য এবং অর্থে ও অভিপ্রায়ে গম্ভীর সেই মধুর বচনাবলী শ্রবণানন্তর বিচার করিয়াও তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইতে পারিলেন না । ১৪

অনন্তর ঋষিদিগের যেম বোধ হইল, “আমাদের কথায় ভগবান্ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন,” অতএব তাঁহারা তখন আহ্লাদে পুলকিত হইয়া অঞ্জলি বন্ধন পূর্বক যোগমায়ার দ্বারা পরম ঐশ্বর্য্যেব পরম উৎকর্ষ-প্রকাশক সেই ভগবান্কে কহিতে লাগিলেন । ১৫

প্রভো, আপনি সকলের ঈশ্বর হইয়া এই যে কহিতেছেন, “আমার পুরুষেরা যে অপরাধ করিয়াছে,

তাহা আমরা আপনারই কৃত মানিতেছি, এবং এই দুই ব্যক্তির এ স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অশুভ বাস অচিরে সম্পন্ন করিলে আমরা যথেষ্ট অনুগ্রহ বোধ করিব” এ সকল কথায় আপনার কি করিতে অভিলাষ, তাহা আমাদের বোধগম্য হইতেছে না । ১৬

বিভো ! তুমি ব্রহ্মণ্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণের হিতকারী, ইহাতে ব্রাহ্মণগণ তোমার পরম দেবতা সত্য, কিন্তু বস্তুতঃ বিপ্রগণ দেবপূজ্য হইলেও তুমি তাঁহাদিগের আত্মা এবং তুমিই তাঁহাদের দেবতা । ১৭

প্রভো ! তোমা হইতেই সনাতন ধর্ম উৎপন্ন হইয়াছে এবং তোমারই অবতারেরা তাহা রক্ষা করিতেছেন, আর তুমিই ঐ ধর্মের গোপ্যকল, অর্থাৎ তাহা নির্বিকার, স্বর্গাদি ফলতুল্য বিকারী নহে । অতএব তুমি এই প্রকার হইয়া যে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ঐরূপ আচরণ কর, উহা কেবল লোক-শিক্ষার্থ । ১৮

বিস্তৃতি—এই স্থানে ভগবানের বাণীকে “সরস্বতী” বলা হইয়াছে, পক্ষান্তরে ঐ বাণীকে নির্মল, ঋষিগণের যজ্ঞপ্রবাহবাহিনী সুপবিত্রা নদী সরস্বতীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে । ১৩

“ভগবান্ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন কিবা নিন্দা করিতেছেন, অথবা আমরা যে দণ্ড করিয়াছি, তাহার সন্মোচ করিতেছেন, ইহাঁর কি করিতে বাসনা” তাঁহারা তাহা সহসা বুঝিতে পারিলেন না । ১৪



তরস্তি হৃৎসাহা যত্নাঃ নিবৃত্তা যদমুগ্রহাৎ । যোগিনঃ স ভবান্ কিংস্বিদমুগ্রহেত যৎপরৈঃ ॥১৯॥

যং বৈ বিভূতিরূপযাত্যমুবেলমন্তৈরর্থার্থিভিঃ স্বশিরসা ধৃতপাদরেণুঃ ।

ধন্যাপিতাজ্জি তুলসীনবদামধাম্নো লোকং মধুরতপতেরিব কাময়ানা ॥ ২০ ॥

যস্তাং বিবিক্তচরিতৈরমুবর্তমানাং নাত্যাদ্রিয়ং পরমভাগবতপ্রসঙ্গঃ ।

স ত্বং বিজানুপথপুণ্যরজঃ পুনীতঃ শ্রীবৎসলক্ষ্য কিমগা ভগভাজনস্তম্ ॥ ২১ ॥

ধর্ম্মস্ত তে ভগবতস্ত্রিযুগ ত্রিভিঃ সৈঃ পদ্মিশ্চরাচরমিদং বিজদেবতার্থম্ ।

মুনঃ ভূতং তদভিঘাতি রজস্তমশ্চ সন্তেন নো বরদয়া তমুবা নিরস্ত ॥ ২২ ॥

ন ত্বং বিজোত্তমকুলং যদি হাত্মগোপং গোপ্তা ব্রহ্মবর্জনে সসূনুতেন ।

তর্হোব নজ্যতি শিবস্তব দেব পদ্মা লোকেহগ্রহীষাদৃশভস্ত হি তৎ প্রমাণম্ ॥২৩॥

প্রভো ! তোমার অমুগ্রহমাত্র লোকে বৈরাগ্য-  
যুক্ত ও যোগী হইয়া যত্নের কবল হইতে উত্তীর্ণ হয়,  
তুমি এতাদৃশ পুরুষ, তোমাকে অস্ত্রে অমুগ্রহ করিবে,  
এ কি কথা হইল ? ১৯

হে দেব ! অতীত অর্ধাঙ্গী পুরুষ স্ব স্ব মন্তক  
দ্বারা যাহার পদরেণু ধারণ করে, সেই লক্ষ্মী তোমাকে  
অমুগ্নিন সেবা করিয়া থাকেন । প্রভো, ঐ বিষয়ে  
কমলার আগ্রহ দেখিয়া এইরূপ ভাব বোধ হয়,  
সুকৃতী জন তোমার চরণে যে নবীন তুলসীদাম অর্পণ  
করেন, তাহাই বাহার আশ্রয়স্থান, এমন প্রধান  
ভ্রমরের স্থান কেন তিনি কামনা করিতেছেন । ২০

বিভো ! লক্ষ্মী যে ঐরূপে তোমার পরিচর্যা  
করেন, তাহার তাৎপর্য্য এই, তিনি মনে করেন, ইনি  
অতি সারগ্রাহী ভ্রমরস্বরূপ অথচ অতি চঞ্চল, কিন্তু  
যে ব্যক্তি ইহার পদানত হয়, তাহার প্রতি অধিক  
আস্থা করেন, অতএব চরণ-বিলগ্ন তুলসীতে সদা  
স্থির হইয়া জীড়া করিয়া থাকেন ; তাহাতেই ইহার  
চরণের মহতী শোভা । আমি বক্ষঃস্থলে আছি বটে,  
কিন্তু এখানে থাকিয়া কি লাভ ? চরণে যাই, তুলসীর  
সহিত তাহারই আরাধনা করিব । হে ভগবন !

কমলা ঐ প্রকার উৎসৃক্য সহকারে বিশুদ্ধ পরিচর্যা  
করিলেও তুমি তাহাকে সাতিশয় সমাদর কর না,  
কেন না, ভগবন্তক জনেতেই তোমার সম্যক সমাদর,  
তুমি এবশিধ এবং স্বয়ং ভজনীয় গুণের ভাজন,  
তোমাকে কি বিপ্রগণের বর্জ-সংলগ্ন ধূলি ও  
শ্রীবৎসচিহ্ন পবিত্রীকৃত করে ? ২১

হে ভগবন ! তুমি ত্রিযুগ অর্থাৎ যুগত্রয়েই  
স্পষ্টরূপে আবির্ভূত হইয়া থাক এবং ধর্ম্মস্বরূপ,  
তোমার অসাধারণ গুণশ্রা, শৌচ, দয়াকর যে তিনটি  
পদ, তাহাই আমাদের প্রতি বরদায়িনী সর্বস্বর্তি  
দ্বারা স্ব স্ব অভিঘাতক রজস্তম নিরাকরণ পূর্বক দেব-  
বিজ-প্রয়োজনার্থ এই চরাচর পালন করিতেছে । ২২

অতএব ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণের কুল তোমারই  
রক্ষণীয়, তুমি ব্যক্তরূপে অর্চনা ও মধুর কন  
দ্বারা তাহাদের রক্ষা না করিলে তোমার আপনাই  
প্রকাশিত মঙ্গলময় পদ্মা নষ্ট হইয়া যাইবে, বেহেতু  
লোকে প্রধান ব্যক্তিরই প্রমাণ গ্রহণ করিয়া থাকে,  
তুমি যদি ব্রাহ্মণকে মাগ্ন না কর, তোমায় দেখিয়া  
লোকেরাও বিপ্রকুলের পূজা ও সমাদর করিবে  
না । ২৩

বিশ্বস্তি—কলিযুগে ভগবান্ প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্টমান  
হন না, এই ভক্ত ভগবান্কে ত্রিযুগ নামে অভিহিত করা

হইয়া থাকে । এই ভক্ত কলিযুগে শ্রীভগবানের যে অবতারণা  
তাহা প্রচ্ছন্ন । ২২



তন্তেহনভীষ্টমিব সন্তুনিধেবিধিৎসোঃ ক্ষেমং জনায় নিজশক্তিভিরুদ্ধতারেঃ ।

নৈতাবতা ত্র্যধিপতের্বত বিশ্বভর্তৃস্তুজঃ কৃতং তব নতশ্চ স তে বিনোদঃ ॥ ২৪ ॥

যং বানয়োদমমধীশ ভবান্ বিধতে বৃন্তিঃ সূ বা তদনুমম্মহি নিক্ক্যালোকম্ ।

অস্মান্ন বা য উচিতো ধিয়তাং স দণ্ডো যেহনাগসৌ বয়মযুক্তহি কিল্লিষণে ॥ ২৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

এতৌ সুরেতরগতিং প্রতিপত্ত সত্ত্বঃ সংরস্তসন্তৃতসমাধ্যানুবদ্ধযোগৌ ।

ভূয়ঃ সকাশমুপযাস্তত আশু যো বঃ শাপো ময়ৈব নিমিত্তদেবেত বিপ্রাঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ ।

অথ তে মুনয়ো দৃষ্ট্বা নয়নানন্দভাজনম্ । বৈকুণ্ঠং তদধিষ্ঠানং বিকুণ্ঠঞ্চ স্বয়ংপ্রভম্ ॥ ২৭ ॥

ভগবন্তং পরিক্রম্য প্রণিপত্যানুমান্য চ । প্রতিজ্ঞায়াঃ প্রমুদতাঃ শংসন্তো বৈষ্ণবীং শ্রিয়ম্ ॥ ২৮ ॥

প্রভো! ঐ বেদমার্গ বিনষ্ট করা তোমার অভীষ্ট, এমন বলিতে পারা যায় না, যেহেতু তুমি সত্ত্বগুণের নিধি এবং লোকদের কল্যাণই বিধান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, এই নিমিত্ত আত্মশক্তিস্বরূপ রাজাদি দ্বারা ধর্মের প্রতিকূলাচারীদিগকে সমূলে উন্মূলন কর, অতএব ব্রাহ্মণকূলে অবনত হওয়া তোমার যুক্ত বটে। হে দেব! তুমি ত্রিভুবনের অধিপতি, এবং এই বিশ্বের পালনকর্তা, ধর্মরক্ষণমাত্র প্রয়োজনে ব্রাহ্মণকূলের প্রতি যে ঐরূপ অবনত হইলে, ইহাতে তোমার প্রভাবক্ষণ হইল না, ঐ অবনতি কেবল লীলা-বিনোদ মাত্র। ২৪

বাহা হউক, এক্ষণে আমাদের নিবেদন এই, আপনি এই দুই পুরুষের প্রতি যদি অশু কোন দণ্ড-বিধান করিতে বাসনা করেন, অথবা যদি অশুগুণ হেতু ইহাদের প্রতি অধিক অনুগ্রহ প্রকাশ আপনার অভিপ্রায় হয়, হে অধীশ, বাহা কারবেন, সকলেই আমাদের সম্মতি আছে। আর এই দুই ব্যক্তি নিরপরাধ, আমরা অশায় করিয়া ইহাদিগকে অভিযুক্ত করিয়াছি, যদি এমন বোধ করেন,

তাহা হইলে আমাদের উপযুক্ত দণ্ডবিধান করুন। ২৫

মুনিগণের এই সমস্ত বচন শ্রবণ করিয়া ভগবান্ কহিলেন, ইহারা দুই জনে এখন অসুরবানি প্রাপ্ত হউক, ক্রোধাবেশ বশতঃ আমাতে চিন্তের একাগ্রতা হওয়ায় ইহাদের ষোগ দৃষ্টীকৃত হইবে, তাহাতে অচিরে পুনশ্চ আমার সমীপে আসিতে পারিবে। হে মুনিগণ! তোমরা যে ইহাদিগকে শাপ দিয়াছ, তাহাতে তোমাদের অপরাধ নাই, তোমাদের প্রদত্ত ঐ শাপ আমারই নিশ্চিত। ২৬

ব্রহ্মা কহিলেন, তদনন্তর সেই মুনিগণ বিকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠ উত্তমরূপে অবলোকন করিলেন। ভগবান্ এবং তদীয় নিবাস ভবন উভয়ই নয়নানন্দজনক ও স্বয়ংপ্রকাশমান, সুতরাং উদর্শনে ঋষিদের সান্ত্বনয় আনন্দ হইল। ২৭

পরে তাঁহারা প্রদক্ষিণ পূর্বক প্রণাম করিয়া ভগবানের আজ্ঞা গ্রহণানন্তর হৃষ্টচিত্তে ভগবদৈশ্বর্যের কণা কহিতে কহিতে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগত হইলেন। ২৮



ভগবান্শুগাবাহ যাতং মাঠৈষ্ঠমস্ত শম্ । ব্রহ্মতেজঃ সমর্থোহপি হস্তং নেচ্ছে মতং তু মে ॥২৯॥  
 ময়ি সংরক্তযোগেন নিস্তীৰ্য্য ব্রহ্মহেলনম্ । প্রত্যেষ্যতং নিকাশং মে কালেনাগ্নীয়সা পুনঃ ।  
 দ্বাঃস্বাবাদিশ্য ভগবান্ বিমানশ্রেণিভূষণম্ । সৰ্ব্বাতিশয়য়া লক্ষ্ম্যা জুষ্ঠং স্বং ধিম্যমাশিৎ ॥৩০॥  
 তৌ তু গীৰ্বাণবৃষভৌ দুস্তরাঙ্করিলোকতঃ । হতশ্রিয়ৌ ব্রহ্মশাপাদভূতাং বিগতশ্রয়ো ॥ ৩১ ॥  
 তদা বিকূষ্ঠধিষণান্তয়োনিপতমানয়োঃ । হাহাকারো মহানাগীদ্বিমানাঞ্জেষু পুঞ্জকাঃ ॥ ৩২ ॥  
 তাবেব হৃদ্বনা প্রাপ্তৌ পার্শ্বদপ্রবরৌ হরেঃ । দিতেজ্ঞঠরনির্বিষয়ং কাশ্যপং তেজ উদ্বগম্ ॥৩৩॥  
 তয়োঃস্মরয়োঃত তেজসা যময়োহি বঃ । আক্ষিপ্তং তেজ এতর্হি ভগবাংস্তদ্বিধিৎসতি ॥৩৪॥

বিশ্বস্ত যঃ স্থিতিলয়োস্তুবহেতুরাতো যোগেশ্বরৈরপি দুঃখতয়যোগমায়ঃ ।

ক্ষেমং বিধাশ্রুতি স নো ভবাংস্ত্র্যধীশস্ত্রাস্মদীয়বিমুশেন কিয়ানিহার্থঃ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাঃ সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে

বিহুরোদ্ধবসংবাদে জয়বিজয়ভ্রংশো নাম ষোড়শোধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

মুনিগণ গমন করিলে ভগবান্ আপনার সেই দুই অনুচরকে সান্ত্বনা পূর্বক কহিলেন, তোমরা প্রশ্রয় কর, ভয় নাই, মজল হইবে । আমি সমর্থ, শাপ মোচন করিতে পারি, কিন্তু ব্রহ্মতেজের প্রতিঘাত করিতে আমার ইচ্ছা নাই, আর এ বিষয় আমারই সম্মত । ২৯

অতএব গমন কর, তোমাদিগকে অধিককাল শাপগ্রস্ত হইয়া থাকিতে হইবে না, তোমরা আমার প্রতি ক্রোধনিবন্ধন এই ব্রাহ্মণাবমাননা জন্য পাপ উত্তীর্ণ হইয়া অভয়কালের মধ্যেই পুনর্ব্বার আমার সমীপে প্রত্যাগমন করিবে । ভগবান্ ঐ দুই দ্বারপালকে এই প্রকার আদেশ করিয়া চারিদিকে ভূরি ভূরি বিমানভূষণে ভূষিত স্বীয় ধামে লক্ষ্মী কর্তৃক সেবিত হইয়া প্রবেশ করিলেন । অনন্তর হরি-পার্শ্বদ সেই দুই দেবশ্রেষ্ঠ দুস্তর ব্রহ্মশাপ বশতঃ হরিলোক হইতে পতিত হইতে হইতে হতশ্রী এবং বিগতগর্ব্ব হইল । ৩০-৩১

হে দেবগণ ! তাহারা যখন বৈকুণ্ঠলোক

বিস্তৃতি—“এই বিষয় আমারই সম্মত,” ইহার রহস্ত এই, যদিও সনকাদি মুনির ক্রোধ সত্ত্বে না, এবং ভগবানের পার্শ্বদগণের ব্রাহ্মণের প্রতি প্রতিকূলাচরণ অসম্ভব, আর ভগবানের নিজ ভক্তজনে অপেক্ষা নাই, ও বাহারা বৈকুণ্ঠগত হয়, তাহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না, এ সকল সত্য, তথাপি ভগবানের এই দুই পার্শ্বদের অন্তঃকরণে যুদ্ধে ভগবান্কে তৃপ্তিমান করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল । ঐ অভিলাষ কিরূপে

হইতে পতিত হয়, তখন সেখানে নিম্নাংশভাগে অতিশয় হাহাকার হইয়াছিল । ৩২

হে বৎসসকল ! ভগবানের সেই দুই পার্শ্বদই এক্ষণে দিতির গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া কাশ্যপের গুহসে দিতির জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । ৩৩

সেই দুই যমজ অনুরের তেজেই অল্প ভোমাদের তেজঃ তিরস্কৃত হইতেছে । হে বৎসগণ ! এ বিষয়ে প্রতি-কার করিতে পারা যাইবে না, গেহেছু ইদানীং এইরূপ বিধান করিতে স্বয়ং ভগবানের ইচ্ছা হইয়াছে । ৩৪

হে বৎস সকল ! এ বিষয়ে উপায়ার্থ আমাদের চিন্তা করিবার প্রয়োজন দেখি না, যে আত্ম পুরুষ এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ, বাঁহার যোগ-মায়্যা যোগেশ্বরদিগেরও অনুল্লভজনীয়া, তিনি ত্রিগুণের গধীশ্বর, যখন যখন সম্বন্ধগুণের উৎকর্ষকাল হইবে, তখন তখনই আপনিই কল্যাণবিধান করিবেন ; এ বিষয়ে এখন আমাদের চেষ্টায় কোনও ফল নাই । ৩৫

পূর্ণ করিতে পারেন, ভগবান্ ভক্ত দ্বারপালদ্বয়ের এই সেবার অভিলাষ পরিপূর্ণ করিবার জন্যই পার্শ্বদের ব্রাহ্মণ নিবারণে প্রযুক্তি জন্মাইয়া তাহাদের প্রতি ব্রাহ্মণদের ক্রোধ উদ্দীপনপূর্ব্বক ব্রহ্মশাপচ্ছলে তাহাদিগকে প্রতিপক্ষ করিলেন এবং সংগ্রামে তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিবার অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্যই প্রতিকূলভাবে তাহাদের আবির্ভাবের ব্যবস্থা করিলেন । ২৯

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে ষোড়শ অধ্যায়



## সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

নিশম্যাত্মভূবা গীতং কারণং শঙ্কয়োজ্জ্বিতাঃ । ততঃ সর্বৈশ্চ বর্তন্তু ত্রিদিবায় দিবৌকসঃ ॥ ১ ॥  
 দিতিস্তু ভর্তুরাদেশাদপত্যপরিশঙ্কিনী । পূর্ণে বর্ষশতে সাধবী পুত্রৌ প্রস্বপুবে যমৌ ॥ ২ ॥  
 উৎপাতা বহুবন্তত্র নিপেতুর্জায়মানয়োঃ । দিবি ভুব্যস্তরিক্ষে চ লোকেশ্বরভয়াবহাঃ ॥ ৩ ॥  
 সহাচলা ভুবশ্চেলুর্দিশঃ সর্বাঃ প্রজঙ্ঘলুঃ । সোঙ্কশ্চাশনয়ঃ পেতুঃ কেতবশ্চার্জিহেতবঃ ॥ ৪ ॥  
 ববৌ বায়ুঃ স্তম্ভস্পর্শঃ ফেৎকারানীরয়শ্মুহঃ । উন্মূলয়ন্নগপতান্ বাত্যানীকো রজোধ্বজঃ ॥ ৫ ॥  
 উদ্ধসত্তড়িদন্তোদঘটয়া নষ্টভাগণে । ব্যোম্নি প্রবিষ্টতমসা ন স্ম ব্যাদৃশ্যতে পদম্ ॥ ৬ ॥  
 চুক্রোশ বিমনা বার্কিরুদৃশ্ণিঃ ক্ষুভিতোদরঃ । সোদপানাশ্চ সরিতশ্চক্ষুভুঃ শুকপঙ্কজাঃ ॥ ৭ ॥  
 মুহঃ পরিধয়োহভুবন্ সরাহোঃ শশিসূর্য্যয়োঃ । নির্ঘাতা রথনিহ্নাদা বিবরেভ্যঃ প্রজজিরে ॥ ৮ ॥

হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষের জন্ম এবং

হিরণ্যাক্ষের দিগ্বিজয়

মৈত্রেয় কহিলেন, ত্রাক্ষার প্রমুখাৎ দিতির গর্ভ-  
 ভেজের কারণ শ্রবণ করিয়া তাঁহার বাক্যেই নির্ভয়  
 হইয়া দেবগণ স্বর্গে প্রস্থান করিলেন । ১

সাধবী দ্বিতি স্বামীর বাক্যে আপনার সন্তানদ্বয়  
 কর্তৃক দেববৃন্দের ভাবী উপদ্রবের বিষয় ভাবনা  
 করিতে করিতে, শত বৎসর পূর্ণ হইলে দুইটি যমজ  
 পুত্র প্রসব করিলেন । ২

তাঁহার দুই সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হইল, সে সময়  
 স্বর্গ মর্ত্য আকাশে ভূরি ভূরি ভয়ানক উৎপাত  
 উপস্থিত হইয়া সকলেরই মহা ভয় উৎপন্ন করিল । ৩

সেই সকল উৎপাতের বিবরণ কত বর্ণন করিও,  
 পর্বত সহিত সমস্ত ভূপ্রদেশ বিচলিত হইল এবং  
 দিকসকল জ্বলিতে লাগিল, আকাশ হইতে ভূরি  
 ভূরি ভয়ঙ্কর উদ্‌ঘা ও বজ্র পতিত হইতে লাগিল  
 এবং লোকের বিশেষুচক কেতুসকল উদিত হইতে  
 লাগিল । ৪

বায়ু অতিশয় স্তম্ভস্পর্শ হইয়া বারম্বার ফেৎকার শব্দ

করিতে করিতে বহিতে লাগিল, তাহাতে বহু বহু  
 প্রকাণ্ড বৃক্ষ উন্মূলিত হইল । প্রবল বাত্যা তাহার  
 সৈন্য এবং উদ্ভীয়মান ধূলি তাহার ধ্বজাস্বরূপ  
 হইয়াছিল । ৫

নিবিড়তর ঘনঘটাচতুর্দিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল,  
 তাহা হইতে উচ্চ হাশ্বপ্রকাশের স্রাব নশে নশে  
 ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ বিনির্গত হইতেছিল, তথাপি এক্রপ  
 গাঢ় অন্ধকার হইল যে, আকাশমণ্ডলে সূর্য্যাদির  
 প্রভাসমূহ যেন এককালে বিনষ্ট হইয়া গেল,  
 অভ্যন্ত স্থানও দৃষ্টিগোচর হইল না । ৬

সমুদ্র যেন উত্তেগাকুল হইয়া শব্দ করিতে  
 লাগিল, তাহার তরঙ্গসকল উপর পর্য্যন্ত আসিয়া  
 উঠিল এবং অভ্যন্তরস্থ মকরাদি জলজন্তু সাতিশয়  
 ক্ষুভিত হইল । বাপী-কুপাদি সহিত নদী-সকল  
 এক্রপ ক্ষুব্ধ হইল যে, সে সকলে যে সমস্ত কমল  
 ছিল, তাবৎ শুষ্ক হইয়া গেল । ৭

রাহগ্রাস্ত চন্দ্র-সূর্য্যের বারম্বার পরিবেশ হইতে  
 আরম্ভ হইল এবং বিনা মেঘেও মুহুমূহঃ নির্ঘাত  
 অর্থাৎ মেঘগর্জ্জন ও গিরিগহ্বর হইতে রথ-নিহ্নাদের  
 তুল্য শব্দ উৎপন্ন হইতে লাগিল । ৮



অন্তঃপ্রাণেষু মুখতো বমন্ত্যো বহ্নিমুখণম্ ।  
 সঙ্গীতবদ্রোদনবহুমময্য শিরোধরাম্ ।  
 ধরাশ্চ ককর্শৈঃ ক্ষতঃ খুরৈর্ষস্তো ধরাতলম্ ।  
 ক্রবস্তো রাসভাং ত্রস্তা নীড়াদুদপতন্ খগাঃ ।  
 গাবোহ্রসমস্রগেদোহাস্তোয়দাঃ পূয়বর্ষিণঃ ।  
 এহান পুণ্যতমানন্তে ভগবাংশ্চাপি দীপিতাঃ ।  
 দৃষ্টান্তাশ্চ মহোৎপাতামতত্ত্ববিদঃ প্রজাঃ ।  
 তাবাদিদৈত্যৌ সহসা ব্যজ্যমানাঙ্গপৌঃস্বো ।

শৃগালোলুকটঙ্কারৈঃ প্রণেতুরশিবাঃ শিবাঃ ॥ ৯ ॥  
 ব্যমুঞ্চন্ বিবিধা বাণো গ্রামসিংহাস্ততন্ততঃ ॥ ১০ ॥  
 খার্কীরভসা মতাঃ পর্য্যধাবন্ বরুধশঃ ॥ ১১ ॥  
 ঘোষেহরণ্যে চ পশবঃ শকৃন্মু ত্রমকুর্বত ॥ ১২ ॥  
 ব্যরুদন্ দেবলিঙ্গানি ক্রমাঃ পেতুর্বিনানিলম্ ॥ ১৩ ॥  
 অতিচেক্রবক্রগত্যা যুষ্মুশ্চ পরম্পরম্ ॥ ১৪ ॥  
 ব্রহ্মপুত্রানুতে ভাতা মেনিরে বিশ্বসংপ্লবম্ ॥ ১৫ ॥  
 বধ্বধাতেহশ্মসারেণ কায়েনাদ্রিপতী ইব ॥ ১৬ ॥

দিবিস্পৃশৌ হেমকিরীটকোটিভিনিরুদ্ধকাতৌ ক্ষুরদঙ্গদাভুজৌ ।

গাং কম্পয়ন্তৌ চরণৈঃ পদে পদে কট্যা স্রুকাঞ্চ্যাক্ষমতীত্য তম্বতুঃ ॥ ১৭ ॥

গ্রামের প্রান্তে শৃগালীসমূহ মুখ হইতে ভয়ানক  
 বহ্নি বমন করিতে করিতে শৃগাল ও পেচকের সহিত  
 অমঙ্গলজনক শব্দ করিতে আরম্ভ করিল । ৯

কুকুরনিকর যেখানে সেখানে গ্রীবা উন্নত করিয়া  
 কখন সঙ্গীতের স্তায়, কখন বা রোদনভুল্য শব্দ করত  
 স্ব স্ব বমন হইতে নানা প্রকার শব্দ নির্গত করিতে  
 লাগিল । ১০

হে বিদুর! গর্দভসকল ভূরি ভূরি দলবদ্ধ  
 হইয়া স্তম্ভীকৃত খুর দ্বারা ধরাতল উল্লিখন কবিতে  
 করিতে চারিদিকে ধাবমান হইল, তাহারা মত্ত এবং  
 ব্যস্তসমস্ত হইয়া কেবল জাতীয় খার্কীর রবই  
 করিতেছিল । ১১

বিহগগণ গর্দভ-শব্দে ভীত হইয়া নানাপ্রকারে  
 ব্যাকুলভাবে ধ্বনি করিতে করিতে স্ব স্ব নীড় হইতে  
 উৎপত্তি হইতে লাগিল, কি. গোষ্ঠে, কি অরণ্যে,  
 বাবভীয় পশু ব্যাকুল হইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিল । ১২

গাভীসকল ভয়ব্যাকুল হইল, তাহাদের স্তন  
 হইতে শোণিতময় দুগ্ধ স্রবণ হইতে লাগিল, মেঘ  
 হইতে পূয় ঝুটি হইল ও দেবপ্রতিমা সকলের  
 নয়ন হইতে অশ্রুপাত আরম্ভ হইল এবং বিনা বায়ুতে  
 তরু সকল উদ্ভলিত হইয়া পড়িতে লাগিল । ১৩

শনি-মঙ্গলাদি ক্রুর গ্রহগণ অতিশয় প্রদীপ্ত  
 হইয়া গুরু-শুক্লাদি শুভ গ্রহগণকে অতিক্রম পূর্বক  
 গমন করিতে লাগিল এবং বক্রগতি দ্বারা প্রত্যাবর্তন  
 পুরঃসর পরস্পর ঘোর যুদ্ধও আরম্ভ করিল । ১৪

এই সমস্ত উৎপাতের তত্ত্ব ব্রহ্মপুত্র ঋষিগণ  
 ব্যতীত প্রজাদের বিদিত ছিল না, অতএব এই সকল  
 অনিষ্টচিহ্ন এবং অশান্তি বিবিধ ভয়ঙ্কর কুলদ্বন্দ্ব  
 অবলোকন করিয়া তাঁহারা ব্যতীত আর সকল  
 প্রজাই যৎপরোনাস্তি উদ্ভিগ্ন হইল এবং মনে করিল,  
 বুঝি বিশ্ববিপ্লব উপস্থিত হইল । ১৫

এ দিকে ঐ দুই আদিদৈত্য দুই প্রকাণ্ড পবত-  
 তুল্য এবং প্রস্তরবৎ কঠিনকায় হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি-  
 প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তাহাতে তাহাদিগের পূর্বসিদ্ধ  
 আশ্র-পৌরুষ আপনা হইতেই প্রকাশমান হইল । ১৬

তাহাদের মস্তকস্থ সুবর্ণময় কিরীটের অগ্রভাগ  
 স্বর্গ স্পর্শ করিল এবং দুই জনেই সমুদায় দিক্ অবরুদ্ধ  
 করিয়া ফেলিল এবং উভয়ের হস্তেই অঙ্গদাদি ভুষণের  
 দাপ্তি এবং কটিদেশে স্তম্ভোত্তর কাঞ্চীর শোভা প্রকাশ-  
 মান হইল, কিন্তু তাহাদের চরণাঘাতে পদে পদে  
 ভূকম্প হইতে লাগিল এবং কটিদেশ দ্বারা তাহারা  
 যেন দিবাকরকে অতিক্রম করিতে উদ্ভত হইল । ১৭



প্রজাপতিনাম তয়োরকার্যং যঃ প্রাক্ স্বদেহাদ্যময়োরজায়ত ।

তং বৈ হিরণ্যকশিপুং বিদুঃ প্রজা যং তং হিরণ্যাক্ষমসূত সাগ্রতঃ ॥ ১৮ ॥

ক্ষেত্র হিরণ্যকশিপুর্দোভ্যাং ব্রহ্মবরৈণ চ । বশে সপালান্ লোকাংশ্চীনকুতোয়তু্যরুদ্রতঃ ॥ ১৯ ॥

হিরণ্যাক্ষোহমুজন্তুশ্চ প্রিয়ঃ শ্রীতিকৃদম্বহম্ । গদাপাণিদিব যাতো যুযুৎসুম্ গয়ন্ রণম্ ॥ ২০ ॥

তং বীক্ষ্য দুঃসহজবং রণং কাঞ্চননুপুরম্ । বৈজয়ন্ত্যা ভ্রজা জুহুৎসং সন্তুস্তমহাগদম্ ॥ ২১ ॥

মনোবীৰ্য্যবরোৎপিন্তমশ্ৰুতামকুতোভয়ম্ । ভীতা নিলিল্যিরে দেবাস্তার্কত্রস্তা ইবাহয়ঃ ॥ ২২ ॥

স বৈ তিরোহিতান্ দৃষ্ট্বা মহসা শ্বেন দৈত্যরাট্ । সেন্দ্রান্ দেবগগান্ ক্রীবা ন পশ্যন্ ব্যনদদৃশম্ ।

ততো নিরুদ্রঃ ক্রীড়িষ্যন্ গম্ভীরং ভীমনিযনম্ । বিজ্রগাহ মহাসত্ত্বো বার্কিঃ মত্ত ইব দ্বিপঃ ॥ ২৩ ॥

তস্মিন্ প্রবিষ্টে বরুণশ্চ সৈনিকা যাদোগাণাঃ সন্নধিয়ঃ সসাপ্রসঙ্গাঃ ।

অহন্তমানা অপি তশ্চ বর্চসা প্রধর্ষিতা দূরতরং বিদুর্জবুঃ ॥ ২৪ ॥

অনন্তর প্রজাপতি কশ্যপ তাহাদের দুই জনের নামকরণ করিলেন, তাহাতে তন্মধ্যে যে জন কশ্যপের স্বদেহ হইতে প্রথমে জন্মিয়াছিল, সকলে তাহাকে হিরণ্যকশিপু এবং দ্বিতীয় যাহাকে অগ্রে প্রসব করেন, তাহাকে হিরণ্যাক্ষ বলিয়া জানিল। অর্থাৎ ঐ দুই দৈত্য যমজ, তাহাদের মধ্যে যে প্রথমে ভূমিষ্ঠ হয়, তাহার নাম হিরণ্যাক্ষ এবং যে শেষে নির্গত হয়, তাহার নাম হিরণ্যকশিপু বলিয়া বিখ্যাত। ১৮

অগ্রে হিরণ্যকশিপু স্বায় বাহুবলে উদ্ধত এবং ব্রহ্মার বরে অমর হইয়া লোকপালসহিত সমস্ত লোককে আপনার বশবর্তী করিল। ১৯

তাহার অমুজ হিরণ্যাক্ষ তাহার অতিশয় প্রিয়-পাত্র ছিল এবং সদা তাহার শ্রীতি জন্মাইত। সে হস্তে গদা লইয়া যুদ্ধ করিবার বাসনায় সমরাদ্বেষণ করত একদা স্বর্গলোকে গমন করিল। ২০

তাহার চরণদ্বয়ে কাঞ্চনময় নুপুর শঙ্কায়মান এবং গলদেশে বৈজয়ন্তী-মালা লম্বমানা, আর স্বক্ষে মহতী

গদা শস্ত্রা ছিল এবং সে অত্যন্ত দুঃসহবেগে গমন করিতেছিল। ২১

সেই দৈত্য শৌর্য্য, বীৰ্য্য এক বর দ্বারা গর্বিত ও নিরঙ্কুশ এবং অকুতোভয় হইয়া উঠিল। তাহাকে অবলোকন করিয়া দেবগণ, গরুড়-দর্শনে স্বরূপ অহিকুল ব্যাকুল হয়, তদ্রূপ ভয়ানক হইয়া অন্তর্হিত হইলেন। ২২

দেবরাজের সহিত সমস্ত দেবগণ স্ব স্ব ভেজের সহিত তিরোহিত হইলে, কেহ নয়নগোচর না হওয়াতে ঐ দৈত্যরাজ অতিমাত্র মত্ত হইল এবং বারম্বার গর্জনে আরম্ভ করিল। কিয়ৎকাল পরে আপনিই ক্ষান্ত হইয়া মত্ত হস্তীর স্তায় জলক্রৌড়া করিবার বাসনায় ভয়ঙ্কর রবকারী গম্ভীর সাগরে গিয়া অবগাহন করিল। ২৩

সে জলে প্রবিষ্ট হইলে জলাধিপতি বরুণের সেনা-স্বরূপ জলজন্তুগণের বুদ্ধি মহাভয়ে অবসন্ন হইল, এবং দৈত্য কর্তৃক আহত না হইলেও তাহার দুঃসহ ভেজে অভিভূত হইয়া তাহার দূরে গলাইতে লাগিল। ২৪

বিশ্লেষণ—গিতার প্রথম ওক্রনিয়েকে যে সন্তানের জন্ম অগ্রে হইয়া থাকে, সে গর্ভকোষের অভ্যন্তরে থাকায়

প্রথমসময়ে অগ্রে বহির্গত হইতে পারে না, সুতরাং পরবর্তী নিবেকজাত বালকই প্রথমে প্রসূত হইয়া থাকে। ১৮



স বর্ষপূর্ণানুদধৌ মহাবলশ্চরণমহোমীন্ স্বম্নেনরিতান্মুহঃ ।  
 মৌর্য্যাভিজয়ে গদয়া বিভাবরীমাসেদিবাংস্তাত পুরং প্রচেতসঃ ॥ ২৫ ॥  
 তত্রোপলভ্যাহরলোকপালকং যাদে গণানাম্বষভং প্রচেতসম্ ।  
 স্ময়ন্ প্রলকুং প্রণিপত্য নীচবজ্জগাদ মে দেহধিরাজ সংযুগম্ ॥ ২৬ ॥  
 ত্বং লোকপালাধিপতির্বহচ্চুবা বীৰ্য্যাপহো দুৰ্ম্মদবীরমানিনাম্ ।  
 বিজিত্য লোকে কিল দৈত্যদানবান্ যদ্রাজসূয়েন পুরাহযজৎ প্রভো ॥ ২৭ ॥  
 স এবমুৎসিক্তমদেন বিধিয়া দৃঢ়ং প্রলকো ভগবানপাং পতিঃ ।  
 রোষং সংযুগং শময়ন্ স্বযা ধিয়া স্তবোচদক্ৰোপশমং গতী বয়ম্ ॥ ২৮ ॥  
 পশ্যামি নাশ্তং পুরুষাং পুরাতনাদ্ যঃ সংযুগে ত্বাং রণমার্গকোবিদম্ ।  
 আরাধয়িত্যত্মরষভেহিতং মনস্বিনো যং গুণতে ভবাদৃশাঃ ॥ ২৯ ॥  
 তং বীরমারাদতিপত্ত্ব বিশ্বয়ঃ শয়িষ্যসে বীরশয়ে শ্চভির্বৃতঃ ।  
 যন্তুধ্বানামসতাং প্রশান্তয়ে রূপাণি ধত্তে সদনুগ্রহেচ্ছয়া ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
 হিরণ্যাক্ষদ্বিধিক্রমে আদিদৈত্যোৎপত্তির্নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

বাহা হউক, ঐ মহাবল দৈত্য সমুদ্রমধ্যে বরুণ দেবতার বিভাবরী নামে পুরী প্রাপ্ত হইয়া বহু কংসর যাবৎ তন্মধ্যে বিহার করিল। তাহার ভয়ানক নিঃশ্বাসে বহু বহু বৃহত্তর তরঙ্গ হইয়াছিল। সে কৃষ্ণবর্ণ লৌহময়ী গদা দ্বারা সেই সকল তরঙ্গের উপর আঘাত করিত। ২৫

অনন্তর সাগরমধ্যে জলজন্তুগণের প্রধান এবং পাণ্ডাললোকের পালক বরুণদেবকে দেখিতে পাইয়া সগর্বে উপহাস করিবার নিমিত্ত প্রণাম করিল এবং নীচবৎ এই বাক্য কহিল, অহে সমুদ্রের অধিরাজ! আমাকে যুদ্ধ দিতে আস্তা হউক। ২৬

হে মহাশয়! আপনি লোকপালদের অধিপতি বরুণ দেব, এবং মহাশশ্বী, বীরাভিমানী, দুৰ্ম্মদ ব্যক্তিদিগের বীৰ্য্য বিনাশ করিয়া থাকেন, ইহলোকে দৈত্য-দানবদিগকে জয় করিয়া বাজসুয় বজ্র করিয়াছেন, এক্ষণে আমার সহিত সংগ্রাম করুন দেখি। ২৭

ঐ দৈত্য এইরূপ উপহাস করিয়া তৎসনা করিলে জলাধিপতি ভগবান্ বরুণের সাতিশয় রোবোধন হইল;

কিন্তু ঐ দানব মদোৎসিক্ত, তাহার সহিত বলে সমর্থ হইবেন না, আপনার বুদ্ধির দ্বারা ইহা বিবেচনা করিয়া ক্রোধ শাস্ত করিলেন এবং কোমল সম্বোধন করত কহিলেন, হে অজ্ঞদ! আমরা সংগ্রতি যুদ্ধাদি কৌতুক হইতে উপরত হইয়াছি। ২৮

অধিকন্তু অহে অন্তরবর! তোমাকে যুদ্ধ দিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারে, এমন কোন ব্যক্তি নয়নগোচর হয় না; কেবল এক পুরাতন পুরুষ ভগবান্ রণ করিয়া তোমার সন্তোষ জন্মাইতে সমর্থ, অতএব তুমি তাঁহার নিকট গমন কর, তোমার স্ত্রী শূর-জনেরা রণকণ্ঠ বিনোদার্থ তাঁহারই স্তব করিয়া থাকেন। ২৯

তিনি মহাবীর, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে বোধ করি, তোমার গর্ব খর্ব্ব হইবে এবং তুমি কুরুগণে পরিবৃত্ত হইয়া সমরাজনে শয়ন করিবে। কলতঃ ভগবান্ সাধুগণের প্রতি করুণা বিতরণ মানসে তোমার তুল্য অসাধু পুরুষ সংহার করিতে বরাহাদি অবতার ধারণ করিয়া থাকেন। ৩০

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়



## অষ্টাদশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

তদৈবমাকর্ণ্য জলেশভাবতং মহামনাস্তদ্বিগণ্য্য দুর্শ্মদঃ ।  
 হরেক্ষিদিদৃশ্বা গতিমত্র নারদাদ্রসাতলং নিৰ্ব্বিবিশে ত্বরাস্থিতঃ ॥ ১ ॥  
 দদর্শ তত্রাভিজিতং ধরাধরং প্রোন্নীয়মানাবনিমগ্নদংষ্ট্রয়া ।  
 মুঞ্চন্তুমক্সা স্বরূচোহরুণশ্রিয়া জহাস চাহো বনগোচরো যুগঃ ॥ ২ ॥  
 আইহনমেছজ্ঞ মহীং বিমুঞ্চ নো রসৌকমাং বিশ্বম্ভজেষ্মপিতা ।  
 নঃ স্বস্তি যাস্তশ্চনয়া মমেক্ততঃ সুরাধমাসাদিতশুকরাকৃতে ॥ ৩ ॥  
 যং নঃ সপত্নৈরভবায় কিং ভূতো যো মায়য়া হস্ত্যসুরান্ পরোকজিৎ ।  
 য়াং যোগমায়াবলমগ্নপৌরুষং সংস্থাপ্য য়ূঢ় প্রযুজে স্নহচ্ছূচঃ ॥ ৪ ॥  
 ত্বয়ি সংস্থিতে গদয়া শীর্ণশীর্ণ্যস্মদুজ্জ্যুতয়া যে চ ভূভ্যম্ ।  
 বলিং হরন্ত্যযয়ো যে চ দেবাঃ স্বয়ং সর্বে ন ভবিষ্যন্ত্যমূলাঃ ॥ ৫ ॥

বরাহদেবের সহিত হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধ

মৈত্রেয় কহিলেন, বরুণের ঐ বাক্য শুনিয়া দুর্শ্মদ দৈত্যের চিন্তে সন্তোষ জন্মিল, তাহাতে তিনি যে তাহাকে সমরশায়ী হইবার কথা বাললেন, তাহা গণ্য করিল না। অনন্তর নারদপ্রমুখাং হরির গতি অবগত হইয়া সত্তর রসাতলে প্রবিষ্ট হইল। ১

সেখানে সর্বজয়ী ধরাধারী বরাহরূপী হরি নেত্র-পৰ্ণবতা হইলে সে তাঁহাকে উপহাস করিয়া কহিল, এ কি আশ্চর্য্য। এটা যে জলচর। ভগবান্ তখন দশনাগ্র-ভাগ ধারা ধরনীকে উন্নীত করিতেছিলেন, দৈত্যদর্শনে তাঁহার নয়নবয় ক্রোধে রক্তবর্ণ হইল এবং তদ্বারাই তিনি ঐ দৈত্যের ভেজোহরণ করিতে লাগিলেন। ২

কিন্তু ঐ দৈত্য তাহাতে মনোবোগ না করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, অহে কৃক ! এ দিকে আইস, ধরনীকে ধরিও না, পরিত্যাগ কর, বিখল্য়টা পাভাল-বাসী ইহাকে আমাদিগকে সমর্পণ করিয়াছেন, তাহা

না হইলে কেন ইহা পাতালে অবতরণ করিবে ? অতএব ত্যাগ কর। অহে সুরাধম ! তুমি শূকরাকৃতি প্রাপ্ত হইয়া আমার সমক্ষে কি এই পৃথিবীর সহিত মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে ? ৩

আমাদের বৈরিবর্গ আপনাদের অভব অর্থাৎ বিনাশ নিমিত্ত কেন তোমার সেবা করে, বলিতে পারি না, তোমার ক্ষমতা কি ? পরোক্ষে থাকিয়া জয়ই কর, সর্বদাই ত দেখিতে পাই, মায়াবোগেই অসুর সংহার করিয়া থাক, অতএব যোগমায়াই তোমার বল। বাহা হউক, অন্ত তোমাকে সংহার করিয়া সুরদৃগণের শোকশান্তি করিব। ৪

তুমি অতিশয় অন্ন-পৌরুষ, আমার হস্ত হইতে এই গদা চ্যুত হইয়া তোমার মস্তক চূর্ণ করিয়া দিলে তুমি পঞ্চত্ব পাইবে, তাহা হইলে যে সকল ঋষি ও দেবতা তোমার নিমিত্ত পূজোপহার আহরণ করিয়া থাকে, তাহারা নিশ্চল হইয়া আপনা হইতেই আর প্রকাশ পাইবে না। ৫

বিশ্লেষণ—ঐ সময়ে ভগবান্কে ভিরকার করিয়া হিরণ্যাক্ষ যে সকল বাণ্য করিয়াছিল, অর্থাৎ অযেবন

করিলে তাহা হইতে বস্তুতঃ ভগবানের স্তবই প্রতীয়মান হয়। কি আশ্চর্য্য “বরাহ জলে চরে” এই অর্ব প্রকাশের



স ভুতমানোহরিদ্রুস্ততোমরৈর্দংষ্ট্রোঽগাং গামুপলক্ষ্য ভীতাম্ ।  
 তোদং মুষমিরগাদমুমধ্যাদগ্ৰাহাতঃ সকরেণুর্ঘথেষঃ ॥ ৬ ॥  
 তং নিঃসরন্তঃ সলিলাদমুদ্রতো হিরণ্যকেশো দ্বিরদং যথা বাযঃ ।  
 করালদংষ্ট্রোহশনিবিন্মনোহত্রবোদাতদ্রিয়াং কিং ভ্রসতাং বিগর্হিতম্ ॥ ৭ ॥  
 স গামুদস্তাৎ সলিলস্ত গোচরে বিদ্যন্ত তস্তামদধাৎ স্বসন্তম্ ।  
 অভিক্ষুতো বিশ্বম্ভজাং প্রসূনৈরাপূর্যমাণো বিবুধৈঃ পশুতো হরেঃ ॥ ৮ ॥  
 পরামুযক্তাং তপনীর্যোপকল্পং মহাগদং কাঞ্চনচিত্রদংশম্ ।  
 মর্মাণ্যভীক্সং প্রভুদন্তং দুরূক্তৈঃ প্রচণ্ডমন্যুঃ প্রহসন্তং বভাষে ॥ ৯ ॥

শত্রুর এই প্রকার কটুক্তিগ্লে সাতিশয় ব্যাধা  
 জন্মিলেও ভগবান্ বরাহ দস্তাগ্রস্থিতা পৃথ্বীকে অত্যর্ধ  
 ত্রস্তা দেখিয়া তাহা সহ্য করিলেন এবং কুস্তীর বা  
 অন্তপ্রকার জলজন্তু কর্তৃক আহত করী যজ্ঞপ করিণীর  
 সহিত জলাশয় হইতে নির্গত হয়, তাহার শ্যায় অব-  
 নীকে লইয়া সলিলের মধ্য হইতে নিঃসৃত হইলেন । ৬

যখন ভগবান্ জল হইতে নির্গত হয়েন, তখন  
 মৎস্য যেমন হস্তীর অনুগামী হয়, তদ্বৎ ঐ দৈত্য  
 তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া ভিন্নস্বরবাক্যে  
 কহিল, আঃ ! নির্লজ্জ ও অসং লোকের কিছু গর্হিত  
 নহে, নিন্দা-ভয় নাই, সুতরাং পলায়ন অযুক্ত নহে ।  
 তৎকালে ঐ অনুর ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়াছিল, তাহার  
 কেশ-সমূহ কপিলবর্ণ এবং দংষ্ট্রা অতিশয় করাল  
 হইয়াছিল । সে বজ্রনির্ঘোষ তুল্য ধ্বনি করিতেছিল । ৭

কিন্তু ভগবান্ তাহার প্রতি মনোযোগ করিলেন  
 না, তাহার সমক্ষেই জলের উপরিভাগে বস্তুধাকে  
 সুস্থির করিয়া তাহাতে আধারশক্তি নিহিত করিয়া  
 দিলেন । ভগবানের এই কার্য্য দর্শনে বিশ্বম্ভজ  
 ত্রস্তা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং আকাশস্থ  
 দেবগণের নিকট হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল । ৮

ধরা আধারশক্তি প্রাপ্ত হইয়া জলের উপরি  
 সংস্থাপিতা হইলে ভগবান্ নিশ্চিন্ত হইয়া ঐ অনুরের  
 প্রতি মনোযোগ করিলেন । সে সুবর্ণাভরণভূষিত এবং  
 কাঞ্চনময় চিত্রকবচে সুদৃঢ়গাত্র হইয়া গদা ধারণ  
 পূর্বক কটুক্তি দ্বারা বারম্বার মর্দনস্থানে দন্ত আঘাত  
 করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল,  
 ভগবান্ এখন জাতক্রোধ হইয়া তাহার উপহাসে  
 প্রত্যাশ্রয় করত কহিলেন । ৯

নিমিত্ত সে “অহো বনগোচরো যুগঃ” এই বাক্য উচ্চারণ  
 করিয়াছিল, তাহাতে এমন অর্থও হয়, আঃ জলগমন  
 নারায়ণ, ইনিই যোগিগণের অধিবাসী । (২) সে  
 ভগবান্কে অজ বলিয়া যে সম্বোধন করে, তাহার অর্থও হয়  
 —বাহা অপেক্ষা “জ” অর্থাৎ অভিজ কেহ নাই, তুমি তাদৃশ  
 পুরুষ অর্থাৎ সর্বজ্ঞ । অপর সুরাধম বলিয়া যে সম্বোধন  
 করে, তাহারও এইরূপ অর্থ হইতে পারে, বাহা অপেক্ষা  
 সুরগণকে অধম বোধ হয়, তুমি সেই পুরুষ, অর্থাৎ  
 পুরুষোত্তম । তৎপরে বাহা বলে, তাহারও এমন অর্থ  
 হইতে পারে, তুমি এই পৃথিবীর সহিত বর্তমান হইয়া  
 আমাদের সমস্ত মঙ্গল, অর্থাৎ রাজ্য প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ  
 নাই, তথাপি আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া এই ধরাকে  
 পরিত্যাগ কর, তুমি কেবল লীলাবশতঃ এই শূকররূপ

স্বীকার করিয়াছ । (৩) ঐ দৈত্য তদনন্তর যে বাক্য  
 বলিয়াছিল, তাহার অর্থ ইহাও হইতে পারে, আমাদের  
 বৈরিবর্গ, অর্থাৎ দেবধ্বংসন অভয় অর্থাৎ মোক্ষ নিমিত্ত  
 তোমাকে আশ্রয় করেন, তুমি পরোক অর্থাৎ দূরে থাকিয়াও  
 জয় কর, তোমার যোগমায়ারূপ অচিভ্য বল, পৌরুষ তোমার  
 নিকট তুচ্ছ পরার্থ মাত্র, তোমাকে সংস্থাপন করিয়া, অর্থাৎ  
 ভক্তিপূর্বক হৃদয়মধ্যে স্থির করিয়া সুহৃদগণের সংসারহুঃখ  
 নাশ করি । (৪) তাহার পর যে বাক্য কহে, তাহারও এই  
 অর্থ হইতে পারে, যথা—আমার হস্ত হইতে চ্যুত গদা দ্বারা  
 তোমার শতক চূর্ণ হইবে না, তাহাতে বরং তুমি সুখে অব-  
 স্থিতি করিবে । তুমি ঐরূপ হইলে যে সকল দেবতা ও হুনি  
 তোমার নিমিত্ত পুনোপহার আহরণ করেন, তাঁহারা স্বয়ং  
 অর্থাৎ উত্তম না করিলেও দৃঢ়বল হইবেন । (৫)



শ্রীভগবানুবাচ ।

সত্যং বয়ং ভো বনগোচরা যুগা যুগ্মবিশান্ যুগয়ে ঐমসিংহান্ ।

ন যুত্বাপাঠৈঃ প্রতিমুক্তস্ত বীরা বিকণ্ঠনঃ তব গৃহস্ব্যভদ্র ॥ ১০ ॥

এতে বয়ং ন্যাসহরা রসৌকসাং গতত্রিয়ো গদয়া দ্রাবিতান্তে ।

তিষ্ঠামহেহথাপি কথঞ্চিদাজৌ শ্বেয়ং ক যামো বলিনোংপাত্ত বৈরম্ ॥ ১১ ॥

ত্বং পদ্রথানাং কিল যুধপাধিপো ঘটস্ব নোহস্বস্তয় নাশ্বনুহঃ ।

সংস্থাপ্য চাস্মান্ প্রযজ্ঞাশ্চ স্বকানাং যঃ স্বাং প্রতিজ্ঞাং নাতিপিপর্ত্যসত্যঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

সোহধিক্ষিপ্তো ভগবতা প্রলক্শচ ক্রমা ভূশম্ । আজহারোদ্ধগং ক্রোধং ক্রীড়্যমানোহহিরাড়িব ॥ ১৩ ॥

স্বজ্ঞমধিষ্ঠিতঃ শ্বাসান্মন্যুপ্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ । আসাত্ত তরসা দৈত্যো গদয়া ন্যহনকরম্ ॥ ১৪ ॥

ভগবাংস্তু গদাবেগং বিস্কণ্টং রিপুণোরসি । অবক্ষয়ন্তিরশ্চীনো যোগারূঢ় ইবাস্তকম্ ।

পুনর্গদাং স্বা(স) মাদায় ভ্রাময়ন্তুমভীক্ষশঃ । অভ্যধাবকরিরি ক্রুদ্ধঃ সংরজ্জদবৃন্দচ্ছদম্ ॥ ১৫ ॥

ততশ্চ গদয়ারাতিং দক্ষিণস্থাং ভ্রুবি প্রভুঃ । আজগ্নে স তু তাং সৌম্য গদয়া কোবিদোহহনৎ ॥ ১৬ ॥

অহে, আমরা জলচর বরাহ সত্য, কিন্তু তোমাদের সদৃশ কুকুরের অনুসন্ধান করিতেছি। অরে অভদ্র! তুই কি আত্মশ্লাঘা করিতেছিস, তুই তো যুত্বাপাঠে বদ্ধ, বীরগণ কদাচ তোর শ্লাঘা গ্রহণ করিবেন না। ১০

আমরা জলবাসীদিগের সঞ্চিত ধন হরণ করিতে তুই গদাপ্রহারে আমাদেরিগকে ভ্রষ্টশ্রী ও পলায়ন-পরায়ণ করাইতেছিস, দেখ, তথাপি এই আমরা কোন প্রকারে কায়ক্লেশে এখানে রহিয়াছি। অথবা আমাদেরিগকে যুদ্ধে থাকিতেই হইবে, বলবানের সহিত বিরোধ উৎপন্ন করিয়াছি, কোথা গিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিব। ১১

আয়, শীঘ্র আমাদের পরাভাব্য বহু কর, তুই পদাতিদিগের যে সকল যুধপতি, তাহাদেরও প্রধান, তোর তত্ত্ব ও সংশয় নাই। আয়, আমাদেরিগের নিধন নিপন্ন করিয়া আপনার স্বহৃদগণের শোকাশ্রয় মোচন কর। অরে! প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা পূর্ণ না করিলে অতিশয় অসত্যতা প্রকাশ পায়। ১২

মৈত্রেয় কহিলেন, “বৎস বিহ্বল! ভগবান্ সেই

অনুরকে এই প্রকারে তিরস্কার ও উপহাস করিলে, মহাসর্পকে ক্রোড়া করাইতে গেলে তাহার যেমন ক্রোধ হয়, তাহার ন্যায় সে তীব্র রোষে পরিপূর্ণ হইল। ১৩

ক্রোধবশতঃ তাহার ইন্দ্রিয়সকল ক্ষুজিত হইয়া উঠিল। কম্পিতকলেবর হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ভগবানের প্রতি ধাবমান হইল এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া গদা দ্বারা আঘাত করিল। ১৪

কিন্তু সে ভগবানের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া গদা নিক্ষেপ করিয়াছিল, ইহাতে যোগারূঢ় জন যেমন মৃত্যুকে বন্ধনা করে, তাহার ন্যায় ভগবান্ কল্লীকৃত হইয়া তাহার ঐ গদাবেগ বিফল করিয়া দিলেন। অনন্তর সে পুনর্বীর গদা গ্রহণ পূর্বক বারম্বার ঘুরাইতে আরম্ভ করিলে ভগবানের সমধিক ক্রোধ হইল, রোষবশতঃ স্বীয় অধর দংশন করিয়া তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং আপনার গদা দ্বারা ঐ অধর দক্ষিণ-ভ্রুতে আঘাত করিলেন, কিন্তু ঐ দৈত্য গদা-যুদ্ধে অতিশয় নিপুণ ছিল, ইহাতে ভগবানের ঐ গদা না আসিতে আসিতে সে প্রতিঘাত করিল। ১৫-১৬



এবং গদাভ্যাং গুব্বীভ্যাং হর্যাক্ষো হরিরেব চ । জিগীষয়া হুসংরক্তাবন্তোশ্চমভিজয়তুঃ ॥ ১৭ ॥

তয়োঃ স্পৃধোস্তিগ্ধগদাহতাসয়োঃ কৃতাস্রবজ্ঞাণবিরুদ্ধমঘোঃ ।

বিচিত্রমার্গাংশ্চরতোজিগীষয়া ব্যভাদিলায়ামিব শুশ্রিণোমুধঃ ॥ ১৮ ॥

দৈত্যস্য যজ্ঞাবয়বস্য মায়য়া গৃহীতবারাহতনোর্মহাস্থনঃ ।

কৌরব্য মহাঃ দ্বিষতোর্হি মর্দনং দিদৃক্ষুরাগাদৃষিভিরুতঃ স্বরাট্ ॥ ১৯ ॥

আসন্নশৌণ্ডীরমপেতসাধ্বসং কৃতপ্রতীকারমহার্যাবিক্রমম্ ।

বিলক্ষ্য দৈত্যঃ ভগবান্ সহস্রগীর্জগাদ নারায়ণমাদিশূকরম্ ॥ ২০ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ ।

এষ তে দেবদেবানামজিহ্মুলমুপেয়ুষাম্ । বিপ্রাণাং সৌরভৈরীনাং ভূতানামপ্যনাগসাম্ ।

আগন্ধুয়কৃদ্ধকৃদস্মদ্রাক্ষবরোহস্থরঃ । অশ্বেষম্ প্রতিরথো লোকানটতি কণ্টকঃ ॥ ২১ ॥

মৈনং মায়াবিনং দৃপ্তং নিরঙ্কুশমসত্তমম্ । আক্লীড় বালবদেব যথাসীবিষমুখিতম্ ॥ ২২ ॥

ন যাবদেষ বর্জিত স্বাং বেলাং প্রাপ্য দারুণঃ । স্বাং দেব মায়ামান্ধায় তাবজ্জহদ্বমচ্যুত ॥ ২৩ ॥

অহে বিহুর ! ভগবান্ হরি এবং হিরণ্যাক্ষ দানব এই দুই জনের ঐরূপে গদাঘৃদ্ধ হইতে লাগিল । উভয়েই অয়েচ্ছায় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়াতে দুই জনকেই অসংখ্য আঘাত সহ্য করিতে হইল । ১৭

দুই জনেই পরস্পরের উপর স্পর্ধা করিতেছিলেন এবং তীক্ষ্ণ গদার আঘাতে দুই জনেরই অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল, অধিকন্তু শরীর হইতে নির্গত রুধিরের আশ্রাণ পাওয়াতে উভয়েরই ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়, তাহাতে উভয়েই উভয়কে পরাজিত করিবার মানসে বিচিত্র মার্গে ভ্রমণ করিতেছিলেন, অতএব গাভী নিমিত্ত বক্রপ মন্ত বুধধয়ের মহাযুদ্ধ হয়, তাহার শ্রায় তাঁহাদের সংগ্রাম ঘোরতররূপে প্রকাশ পাইল । ১৮

হে কুরুনন্দন ! ভগবান্ মায়্য দ্বারা বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দৈত্যের সহিত ঐরূপে সমরে প্রবর্ত্তমান হইলে ব্রহ্মা উভয়ের রণদর্শন-বাসনায় ঋষিগণ-পরিবৃত্ত হইয়া আগমন করিলেন । ১৯

ঋষি-সহস্রের নায়ক ব্রহ্মা আগমন করিয়া দেখিলেন, দৈত্য শৌর্য্যমদে মত্ত হইয়াছে । তাহার তরুমাত্র নাই এবং যে যে প্রতীকার তাহার কর্তব্য,

সকলই করিয়াছে ; কিন্তু ভগবান্ হইতে কোন প্রকারে তাহার বিক্রমের প্রতিক্রিয়া হইতেছে না । ব্রহ্মা এই সকল অবলোকন করিয়া আদিবরাহ নারায়ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন । ২০

ব্রহ্মা কহিলেন, “হে দেব ! এই অনুর আমাদের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া প্রতিপক্ষশূন্য হইয়াছে, এ ব্যক্তি তোমার চরণাশ্রিত দেবতা, ব্রাহ্মণ, গাভী এবং অশ্বাশ্ব নিরপরাধ প্রাণিনিকরের প্রতি বৃথা অপরাধ আরোপ করে ; যদি কেহ তাহা পরিহারার্থ প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে ভয় দেখায় তাহাতেও ক্রান্ত হয় না, ভীত দেখিলে ধন হরণ করে । এ কণ্টক প্রতিপক্ষ নিরীক্ষণার্থ সকল লোকে পর্যটন করিয়া বেড়ায় । ২১

“হে দেব ! এ দুরাশ্রা অভিশয় অহঙ্কৃত, মারাবী এবং দুর্দ্দম্য, বালক যেমন ক্ষুজিত বিষধরের পুচ্ছ-কর্ষণাদি দ্বারা তাহার সহিত খেলা করে, তাহার শ্রায় আপনি ইহাকে লইয়া ক্রীড়া করিবেন না । ২২

“হে অচ্যুত ! এই দারুণ দৈত্য আশ্রয়ী মর্যাদার শেব সীমা প্রাপ্ত হইয়া বাবৎ বর্জিত না হয়, তাবৎ নিজ মায়্য অবলম্বনে এ পাণকে বিনষ্ট করুন । ২৩



এষা ঘোরতরা সন্ধ্যা লোকচ্ছন্নাকরী প্রভো। উপসর্পতি সর্বজান্ সুরাণাং জয়মাবহ ॥ ২৪ ॥  
 অধুনৈবোহভিজিগ্মাম যোগো মোহুর্ভিকো হুগাৎ। শিবায় নম্ভংহুহদামাশু মিস্তর দুস্তরম্ ॥ ২৫ ॥  
 দিষ্ঠ্যা হাং বিহিতং যুভ্যময়মাসাদিতঃ স্বয়ম্। বিক্রমৈন্যং যুধে হত্বা লোকানাধেহি শশ্মগি ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে

হিরণ্যাক্ষবধেষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

“প্রভো! লোকনাশকারিণী ঘোরতরা সন্ধ্যা  
 এক্ষণে উপস্থিত হইতেছে। এই উপযুক্ত সময়, হে  
 সর্বজান্, এই সময়ে দেববৃন্দের জয়বিধান করিতে  
 আজ্ঞা হউক। ২৪

“হে ভগবন্, এক্ষণে অভিজিৎ (মধ্যাহ্নকাল)  
 নামে শুভদ যোগও আছে, এ মুহূর্ত্ত অতি উত্তম,  
 ইহা প্রায় গত হয়, অধিক বিলম্ব নাই, বাবৎ অবশেষ  
 থাকে, তাবৎ আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত এই দৃষ্টর

দানবকে বধ করুন। প্রভো! আমরা আপনার  
 সুরহ, আমাদের হিত করা আপনার কর্তব্য। ২৫

“হে ভগবন্, আপনি স্বয়ং শাপানুগ্রহকালে  
 আপনাকেই ইহার যুভ্যস্বরূপ নির্দ্ভিত করিয়াছেন, এ  
 ব্যক্তি ভাগ্যবশতঃ আপনাকেই প্রাপ্ত হইয়াছে,  
 অতএব বিক্রম প্রকাশ পূর্বক আশু যুদ্ধে  
 ইহার নিধন সম্পন্ন করিয়া ত্রিভুবনকে সুখী  
 করুন।” ২৬

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়।



## একোবিংশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

অবধার্য্য বিরিক্তস্ত নিৰ্ব্যলীকায়ুতং বচঃ । প্রহস্ত প্রেমগর্ভেণ তদপাঙ্গেন সোহগ্রহীৎ ॥ ১ ॥

ততঃ সপত্নং মুখতশ্চরন্তমকুতোভয়ম্ । জঘানোৎপত্ত গদয়া হনাবস্রমক্ষজঃ ॥ ২ ॥

সা হতা হেন গদয়া বিহতা ভগবৎকরাৎ । বিষৃণ্বিতাহপতদ্ভেজে তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৩ ॥

স তদা লক্কতীর্থোহপি ন ববাধে নিরায়ুধম্ । মানয়ন্ স যুধে ধৰ্ম্মং বিশ্বক্সেনঃ প্রকোপয়ন্ ।

গদায়ামপবিদ্ধায়াং হাহাকারে বিনির্গতে । মা ভৈশ্চেতি স্মরানুত্কা স্নাতঞ্চাস্মরদ্বিভূঃ ॥ ৪ ॥

ত্বং ব্যগ্রচক্রং দিতিজাধমেন স্বপার্ষদমুখ্যেন বিসজ্জমানম্ ।

চিত্রা বাচোহতদ্বিদাং খেচরাণাং তত্রাস্মাদ্ভ্যন্তি তেহমুং জহীতি ॥ ৫ ॥

স তং নিশাম্যান্তরথান্নমগ্রতো ব্যবস্থিতং পদ্মপলাশলোচনম্ ।

বিলোক্য চামৰ্ষপরিপ্লুতেন্দ্রিয়ো রুমা স্বদন্তুচ্ছদমাদশচ্ছূন ॥ ৬ ॥

আদিবরাহ কর্তৃক হিরণ্যাক্ষবধ

মৈত্রেয় কহিলেন, ত্রক্ষার ঐ সমস্ত সত্য অথচ অমৃত তুল্য বচন শ্রবণ করিয়া ভগবান্ আদিবরাহের আশ্র ঈষৎ হাশ্বে বিকসিত হইল, অর্থাৎ তাঁহার মনে হইল, আমি স্বয়ং কালস্বরূপ, ইনি আমাকে আবার মুহূর্তের বল উপদেশ করিতেছেন, এই বিবেচনা করিয়া হাস্য করিলেন, পরন্তু তৎপরে প্রেমগর্ভ অপাঙ্গ অবলোকন দ্বারা ত্রক্ষার ঐ বাক্য স্বীকার করিলেন । ১

অনন্তর দানবকে আপনার সম্মুখে অকুতোভয়ে বেড়াইতে দেখিয়া উল্লক্ষন পূর্বক তাহার উপরে পতিত হইলেন এবং তাহার হৃদয়ে অর্থাৎ কপোলের নিম্নভাগে গদাঘাত করিলেন । ২

হিরণ্যাক্ষ দানবও আপনার গদা দ্বারা ভগবানের গদার প্রতিঘাত করিল, তাহাতে তাঁহার গদা হস্ত হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে নীচে পড়িয়া সাতিশয় দীপ্তি পাইতে লাগিল । অহে বিদুর ! ভগবানের কর হইতে সে সময় গদা পতিত হইয়া অভ্যাশ্চর্য্য শোভা বিস্তার করিতেছিল । ৩

তখন ভগবান্ নিরায়ুধ হওয়াতে ঐ দৈত্য প্রহারের অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার

প্রতি প্রহার করিল না, কারণ, সে যুদ্ধের ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছিল, বস্তুতঃ তাহার ঐরূপ করিবার মুখ্য তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের ক্রোধ জন্মাইবে । বাহা হউক, মহাবরাহের হস্ত হইতে গদা পতিত হইলে সুরগণমধ্যে হাহাকার উপস্থিত হইল । অতএব ভগবান্ দেবতাদিগকে ভীত বিবেচনায় কহিলেন, ভয় নাই । পরে স্নাতাভ নামক স্মদর্শন চক্র স্মরণ করিলেন । ৪

দেবতার বাহাকে অধম দৈত্য বোধ করিয়া ভীত হইলেন, সে ব্যক্তি বস্তুতঃ ভগবানের এক জন প্রধান পার্শ্বদ, তাহাতেই ভগবান্ আপনার চক্র ব্যগ্র করত তাহার সহিত বিশেষরূপে মিলিত হইতে ছিলেন । কিন্তু এ তত্ত্ব বিদিত না থাকাতে আকাশচারী সুরগণের বদন হইতে এই বিচিত্র বাক্য বারম্বার উচ্চারিত হইতে লাগিল, হে দেব ! আপনার মঙ্গল হউক, ইহাকে শীঘ্র বধ করুন । ৫

এ দিকে দৈত্য পদ্মপলাশলোচন ভগবান্কে চক্র গ্রহণ পূর্বক অগ্রে অবস্থান করিতে অবলোকন করিয়া, ক্রোধে তাহার ইন্দ্রিয়সকল কুণ্ঠিত হইতে লাগিল, পরে রোষ বশতঃ উচ্ছ্বাস জাগ করিতে করিতে আপনি আপনার অধরোষ্ঠ দংশন করিল । ৬



করালদংষ্ট্রশূৰ্ভ্যাং সঞ্চক্ষাণো দহন্নিব । অভিক্রান্ত্য স্বগদয়া হতোহসীত্যহনঙ্করিয় ॥ ৭ ॥  
 গদা সব্যেন তাং সাধো ভগবান্ যজ্ঞশুকরঃ । লীলয়া মিবতঃ শত্রোঃ প্রাহরদ্ধাতরংহসম্ ॥ ৮ ॥  
 আহ চাযুধমাধৗশ্ব ঘটশ্ব ত্বং জিগীষসি । ইত্যুক্তঃ স তয়া ভূয়স্তাড়য়ন্ বানদহৃশম্ ॥ ৯ ॥  
 তাং স আপততীং বীক্ষ্য ভগবান্ সমবস্নিতঃ । জগ্রাহ লীলয়া প্রাপ্তাং গরুত্মানিব পন্নগীম্ ॥ ১০ ॥  
 স্বপৌরুষে প্রতিহতে হতমানো মহাস্বরঃ । নৈচ্ছদগদাং দীঘমানাং হরিণা বিগতপ্রভঃ ॥ ১১ ॥  
 ভগ্রাহ ত্রিশিখং শূলং জ্বলজ্বলনলোলুপম্ । যজ্ঞায় ধূতরূপায় বিপ্রায়াভিচরন্ যথা ॥ ১২ ॥  
 তদোজ্জসা দৈত্যমহাভটাপিতং চকাসদস্ত্যুধ উদীর্ণদীধিতি ।  
 চক্রেণ চিচ্ছেদ নিশাতনেমিনা হরির্যথা তাক্ষ্যপতত্রমুজ্জিতম্ ॥ ১৩ ॥  
 বৃক্রে স্বশূলে বহুধারিণা হরেঃ প্রত্যেত্য বিস্তীর্ণমুরো বিভূতিমৎ ।  
 প্রবুদ্ধরোষঃ স কঠোরমুষ্টিনা নদন্ প্রহত্যান্তরধীয়তাস্বরঃ ॥ ১৪ ॥

তাহার দংষ্ট্রাসকল অতি ভয়ানক, এবং সে চক্ষু-  
 দ্বারা যেন দক্ষ করত নিরীক্ষণ করিতেছিল। সে  
 ঐ আকারে ভগবানের প্রতি ধাবমান হইয়া “এই  
 হত হইলি” ইহা বলিয়া স্বীয় গদা দ্বারা তাঁহার  
 উপরে আঘাত করিল। ৭

ওহে বিদূর ! ভগবান্ যজ্ঞ-শুকর ঐ শত্রুর অন্ধি-  
 সমক্ষেই আপনার বাম চরণ দ্বারা বায়ুবৎ বেগবতী  
 তদীয় গদার প্রতিঘাত করিলেন। ৮

ভগবান্ কহিলেন, “ওরে, জয় করিতে ইচ্ছা  
 করিতেছিস, ভাল, আবার আপনার আয়ুধ ধরিয়া  
 চেষ্টা কর।” বরাহরূপী ভগবান্ এই কথা কহিবা-  
 মাত্র সে পুনর্ব্বার গদা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা ক্ষেপণ  
 করিয়া ভয়ঙ্কর সিংহনাদ আরম্ভ করিল। তাহার  
 গদা ক্ষিপ্তা হইয়া আসিতেছে দেখিতে পাইয়া, গরুড়  
 যেমন সর্পিণী ধরে, তদ্রূপ অবলীলাক্রমে ভগবান্  
 তাহা গ্রহণ করিলেন। ৯-১০

দৈত্য দেখিল, আপনার পৌরুষ প্রতিহত হইল,  
 অতএব আপনাকে হতমান জ্ঞান করিয়া অপ্রতিভ

বিস্ত্রস্তি—এ বিষয়ের ইতিহাস এই, দেবগণকে  
 পরাভব করিয়া গরুড় অযুত-কলস লইয়া বাইতেছিল,  
 তাহাতে দেবরাজ তাহার বিনাশার্থ আপনার মহাজ বজ্র  
 প্রয়োগ করেন। গরুড় ভগবানের বরে অমর হইয়াছিল,  
 অমররাজের অশনি তাহার প্রাণ বধ করিতে সমর্থ হইল

হইল, ইহাতে যদিও ভগবান্ বরাহ তাহাকে তদীয়  
 গদা পুনর্ব্বার প্রদান করিতে চাহিলেন, তথাচ লজ্জা-  
 বশতঃ তাহা লইতে ইচ্ছা করিল না। ১১

অভিচারে প্রবৃত্ত অকার্য্যকারী পুরুষ যেমন  
 ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ করিয়া মারণাদি প্রয়োগ করে,  
 তাহার দ্বায় সে যজ্ঞমূর্ত্তি বরাহকে লক্ষ্য করিয়া  
 জ্বলন্ত অনলতুল্য গ্রাসনলোলুপ ত্রিশিখ শূল গ্রহণ-  
 পূর্ব্বক ক্ষেপণ করিল। ১২

দানব-মহাসৈন্তের ঐ শত্রু ভয়ানক ভেজঃ-  
 সহকারে আকাশমধ্যে প্রকাশমান হইলে, ইন্দ্র  
 যেমন গরুড়ের ত্যক্ত পক্ষ ছিন্ন করিয়াছিলেন,  
 তাহার দ্বায় ভগবান্ বরাহ তাহার ঐ অস্ত্র  
 আপনার লাগিতাগ্র চক্র দ্বারা ছেদন করিলেন। ১৩

মহাজ্ঞ শূল বরাহের চক্রাঘাতে বহু প্রকারে ছিন্ন  
 হইলে দৈত্যের ক্রোধ প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল, তাহাতে  
 সে সিংহনাদ করিতে করিতে তাঁহার অভিমুখে  
 আগমন করিয়া তদীয়-বিভূতিশালী বিস্তীর্ণ বক্ষে  
 কঠোর মুষ্টি নিশাতনানস্তর অন্তর্হিত হইল। ১৪

না, কিন্তু গরুড় বিবেচনা করিল, দেবেজের বজ্র অশোষ,  
 আবার নিকট আসিয়া ইহার হতমান হইয়া বাওয়া উচিত  
 হয় না, অতএব তাঁহার মাননানার্থ একটি পক্ষ ত্যাগ  
 করিয়াছিল, তাহা আকাশে প্রকাশমান হইলে ইন্দ্র তাহাই  
 ছেদন করেন। ১২



তেনেখমাহতঃ ক্তত্বর্গবানাদিশূকরঃ । মাকম্পিত মনাক্ কাপি অজ্ঞা হত ইব বিপঃ ॥ ১৫ ॥  
 অথোরুধাহস্বজ্ঞমায়াং যোগমায়েশ্বরে হরৌ । যাং বিলোক্য প্রজাজ্ঞস্তা মেনিরেহস্তোপসংযমম্ ॥ ১৬ ॥  
 প্রববুর্বাণিবশ্চণ্ডান্তমঃ পাংশবমৈরয়ন্ । দিগ্ভ্যো নিপেতুগ্রীবাণঃ ক্ষেপণৈঃ প্রহিতা ইব ॥ ১৭ ॥  
 দৌনক্ৰৈভগগাভ্রৌঘৈঃ সবিত্র্যংস্তনয়িত্বুভিঃ । বর্ষন্তিঃ পূয়কেশাস্থিগ্নুক্রাস্ত্রীনি চাসকৃৎ ॥ ১৮ ॥  
 গিরয়ঃ প্রত্যদৃশস্ত নানায়ুধমুচোহনঘ । দিখাসসো যাতুধাত্যঃ শূলিগ্ণো মুক্তমূর্জজাঃ ॥ ১৯ ॥  
 বহুভির্যক্ষরক্ষোভিঃ পত্ন্যশ্বরথকুঞ্জরৈঃ । আততায়িভিরুৎসৃষ্টা হিংস্রা বাচোহতিবৈশসাঃ ॥ ২০ ॥  
 প্রাচুক্ষুতানাং মায়ানামাহরীণাং বিনাশদ্যুৎ । হৃদর্শনাত্মঃ ভগবান্ প্রায়ুক্ত দয়িতং ত্রিপাৎ ॥ ২১ ॥  
 তদা দিতেঃ সমভবৎ সহসা হৃদি বেপথুঃ । স্মরন্ত্যা ভর্তৃরাদেশং স্তনাক্চাস্থক্ প্রস্বপ্তবে ॥ ২২ ॥  
 বৃদন্তাস্থ স্মায়াস্থ ভূষশ্চাত্রজ্য কেশবম্ । রুমোপগৃহমানোহমুং দদৃশেহবস্থিতং বহিঃ ॥ ২৩ ॥

কিন্তু বিদুর! সে এই প্রকারে আঘাত করিলেও তাহাতে ভগবান্ আদি-শূকরের শরীর কোন অংশে কিঞ্চিৎমাত্রও কম্পিত হইল না, মাল্য-প্রহারে মদমত্ত মত্তজ্ঞের কি কায়কম্পন সম্ভবে? ১৫

অনন্তর ঐ দৈত্য যোগমায়ার ঈশ্বর হরির প্রতি বহু প্রকারে মায়ী বিস্তার আরম্ভ করিল। তাহা দেখিয়া প্রজাসকল অতিশয় ভয় পাইল এবং মনে করিল, বুঝি জগতের প্রলয় উপস্থিত হইল। ১৬

কলভঃ তাহার পরেই প্রচণ্ড বেগে বায়ু বহিতে লাগিল এবং ধূলি ধারা চতুর্দিক্ যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল ও যেন ক্ষেপণ নামক ষষ্ঠবিশেষ ধারা স্পিক্ত হইয়া অগণ্য প্রস্তর চারিদিক্ হইতে পড়িতে লাগিল। ১৭

আর গগনমণ্ডলে ঘোরতর ঘনঘটা উদ্ভিত হইল, তাহা হইতে বারম্বার বিদ্যুৎ ও বজ্রনির্ঘোষ সহ পূঁয়, শোণিত, কেশ, অস্থি, বিষ্ঠা, মূত্র বর্ষণ হইতেছিল এবং তাহা একরূপ বিকৃত হইয়া চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল যে, বোধ হইল, নভোমণ্ডলের নক্ষত্রগণ একেবারে বিনষ্ট হইয়া গেল। ১৮

হে অনঘ! পর্বতসকল একরূপ দৃষ্ট হইল, যেন তাহার বিবিধ আয়ুধ বর্ষণ করিতেছে। ভদনস্তর কতকগুলি রাক্ষসীও দেখা দিল, তাহার সকলেই দিগ্‌বাসা অর্থাৎ নগ্না, সকলেরই মস্তকে আলুলায়িত কেশ, এবং সকলেরই হস্তে এক একটা শূল ছিল। ১৯  
 দেখিতে দেখিতে অনেক বক্ষ, রাক্ষস এবং হস্তী, অশ্ব, পদাতি আততায়ীরূপে প্রকাশমান হইয়া “মার্মার” এইরূপে হিংস্র এবং উগ্র বাক্য কহিতে লাগিল। ২০

যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্ ঐ দানব কর্তৃক প্রযুক্ত এই সমস্ত মায়ী অবলোকন করিয়া তাহার বিনাশ নিমিত্ত আপনার পরম প্রিয় হৃদর্শনাত্ম প্রয়োগ করিলেন। ২১

এই সময়ে দিতির ভর্তৃবাক্য স্মরণ হইল, তাহাতে সহসা তাঁহার হৃৎকম্প এবং স্তন হইতে রুধির ক্ষরণ হইতে লাগিল। ২২

ভগবানের চক্রে ধারা দৈত্যের সমস্ত মায়ী উৎসাদিত হইলে সে পুনর্বার তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল এবং রোষ বশতঃ তাঁহাকে ধরিত্তা যেন আপনার বাহুদ্বয়মধ্যে স্থাপন করত বলে নিষ্পিক্ত করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু শেষে দেখিতে পাইল, তিনি বাহুর বাহিরে অবস্থিত রহিয়াছেন। ২৩



তং মুষ্টিভির্বিবিন্ধন্তু বজ্রসারৈরধোক্ষজঃ । করেণ কর্ণমূলেহহন্থ যথা স্বাপ্তং মরুৎপতিঃ ॥ ২৪ ॥

স আহতো বিশ্বহুজা হুবজ্জয়া পরিভ্রমদগাত্র উদন্তলোচনঃ ।

বিশীর্ণবাহুজিহ্বাশিরোরুহোহপতদ্যথানগেস্ক্রো লুলিতো নভস্বতা ॥ ২৫ ॥

ক্ষিতৌ শয়ানং তমকুণ্ঠবর্চসং করালদংষ্ট্রং পরিদষ্টদচ্ছদম্ ।

অজাদয়ো বীক্ষ্য শশংসুরাগতা অহো ইমাং কো ন লভেত সংস্থিতিম্ ॥ ২৬ ॥

যং যোগিনো যোগসমাধিনা রহো ধ্যায়ান্ত লিঙ্গাদসতো মুমুক্ষয়া ।

তস্মৈব দৈত্যস্বভঃ পদাহতো মুখং প্রপশ্যন্তুমুংসসর্জ হ ॥ ২৭ ॥

শ্রীদেবা উচুঃ ।

নমো নমস্তেহখিলগজ্ঞতন্তবে স্থিতৌ গৃহীতানলসম্বমূর্তয়ে ।

দিষ্ট্যা হতোহয়ং জগতাগুরুদন্তদ্বংপাদভক্ত্যা বয়মীশ নিরতাঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

এবং হিরণ্যাক্ষমসহবিক্রমং স সাদয়িত্বা হরিরাদিশুকরঃ ।

জগাম লোকং স্বমপাণ্ডিতোৎসবং সমৌড়িতঃ পুঙ্করবিষ্ণুরাদিভিঃ ॥ ২৯ ॥

অতএব অপ্রতিভ ও জাতক্রোধ হইয়া বজ্রময় মুষ্টি প্রহার আরম্ভ করিল। তাহাতে ভগবান্ মহাবরাহ, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বুত্রাসুরের প্রতি আঘাত কাবয়া-  
ছিলেন, তাহার ন্যায় আপনার কর অর্থাৎ সম্মুখস্থ পাদদ্বয় দ্বারা তাহার কর্ণমূলে আঘাত করিলেন। ২৪

যদিও ঐ দানব অবজ্ঞা পূর্বক আহত হইল, তথাচ একাধাতেই তাহার সর্বশরীর বিঘৃণিত, লোচনদ্বয় বহির্গত, এবং কর-চরণাদি বিগীর্ণ হইল; অতএব বায়ুবেগে উন্মূলিত প্রকাণ্ড বৃক্ষ যক্রপ পতিত হয়, তদ্বৎ ভংগরূপে ভূতলে পড়িয়া গেল। ২৪

তাহার অকুণ্ঠ তেজঃ ও ভীষণ দর্শন ছিল আর আপনি ক্রোধভাবে সর্বদাই আপনার অধর দংশন কবিত। সে ঐ প্রকারে পতিত হইয়া ভূমিশায়ী হইলে ত্র্যক্ষাদি যে সকল অমর সমর-দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সহর্ষে অবলোকন করিয়া সল্লেষ বাক্যে পরস্পর কহিতে লাগিলেন, “অহো! এ কে শমনসদনের আভিষ্য লাভ করিতেছে? ২৬

“এ সেই দৈত্যবর না কি? যোগিগণ আরোপিত লিঙ্গশরীর হইতে মুক্তিপ্রাপ্তির ইচ্ছায় নির্জনে

বসিয়া যোগ ও সমাধি দ্বারা স্বাহার ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই এই মহাবরাহের অগ্রপদ দ্বারা আহত হইয়া ইঁহার বদনারবিন্দ দর্শন করত সেই দৈত্য কি এই তনু ত্যাগ করিল?” ২৭

তদনন্তর দেবগণ আহ্লাদ প্রকাশ পূর্বক মহা-  
বরাহের স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে ভগবন্! আপনাকে নমস্কার, নমস্কার, আপনিই সমস্ত যজ্ঞের কাবণ, আপনিই লোকস্থিতি নিমিত্ত নিখল সঙ্কমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। এই দৈত্য বিবিধ উৎপাত করিয়া জগতের মশ্বপীড়া দিতেছিল, আমাদের সৌভাগ্য বশতঃ আপনা কর্তৃক এ নিহত হইল। হে ঈশ! আমরা আপনার চরণে ভক্তি করিয়া থাকি, তাহাতেই এই উৎপাত দূর করিলেন, এখন আমরা নিবৃত্ত অর্থাৎ সুস্থ হইলাম।” ২৮

মুনিবর মৈত্রেয় এতদ্ভূতান্ত বর্ণন করিয়া বিহ্বলকৈ সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, “এই প্রকারে অসহ-বিক্রম হিরণ্যাক্ষ দানবের নিপাত হইলে পর ত্র্যক্ষাদি কর্তৃক সংস্রুত হইয়া ভগবান্ আদিশুকর নিত্যসুখধাম স্বীয় নিখল ধামে গমন করিলেন। ২৯



ময়া যথানুস্মৃতিমবাদি তে হরেঃ কৃতাৱতারস্তু স্মৃতিমিত্র চেষ্টিতম্ ।

যথা হিরণ্যাক্ষ উদারবিক্রমো মহামুখে ক্রীড়নবল্লিরাকৃতঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীসূত উবাচ ।

ইতি কৌশারবাখ্যাতামাশ্রত্য ভগবৎকথাম্ । কৃত্তানন্দং পরং লেভে মহাভাগবতো দ্বিজ ॥ ৩১ ॥

অন্যেযাং পুণ্যলোকানামুদ্দামযশসাং সতাম্ । উপাশ্রত্য ভবেম্মোদঃ শ্রীবৎসাক্ষস্তু কিং পুনঃ ॥ ৩২ ॥

যো গজেন্দ্রঃ ঋষগ্রস্তং ধ্যায়ন্তং চরণান্বজম্ । ক্রোশন্তীনাং করেণুনাং কৃচ্ছ্রতোহমোচয়দ্রুতম্ ॥ ৩৩ ॥

তং স্মৃথারাদ্যমুজ্জ্বলিতরশ্মিরশ্মিনীভিঃ । কৃতজ্ঞঃ কো ন সেবেত দুঃখারাদ্যমসাধুভিঃ ॥ ৩৪ ॥

যো বৈ হিরণ্যাক্ষবধঃ মহামুখঃ বিক্রীড়িতং কারাশুকরাত্মনঃ ।

শৃণোতি গায়ত্যানুমোদতেহজ্জসা বিমুচ্যাতে ব্রহ্মবধাদপি দ্বিজ ॥ ৩৫ ॥

এতস্মহাপুণ্যমলং পবিত্রং ধন্যং যশস্ত্রং পদমায়ুরাশিযাম্ ।

প্রাণেন্দ্রিয়াণাং যুধি শৌর্য্যবর্দ্ধনং নারায়ণোহস্তে গতিরঙ্গ শৃণুতাম্ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে

হিরণ্যাক্ষবধ একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

“ভগবান্ হরি অবতার গ্রহণ পূর্বক যে প্রকার চেষ্টা করেন এবং মহাবরাহের সজ্জিত মহাসমরে হিরণ্যাক্ষ দানব ক্রীড়নক তুল্য যেক্রমে নিরাকৃত হয়, অহে বিহুর ! তাহার এই বৃত্তান্ত যেমন শুনিয়াছিলাম, তোমার নিকট তাহা বর্ণনা করিলাম ।” ৩০

সূত কহিলেন, “হে শোনক ! মুনিবর মৈত্রেয় কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত ভগবৎকথা শ্রবণ করিয়া ভগবানের পরম ভক্ত বিহুর অভিষয় আনন্দিত হইলেন । ৩১

“হে মহাশয় ! এ বিষয়ে তাঁহার আনন্দ উদয় বিচিত্র নয়, উদ্দাম যশঃশালী অগ্ন্যাগ্ন পুণ্যলোকদিগের কথা শ্রবণ করিলেও যখন আমোদ উপস্থিত হয়, তখন শ্রীবৎসাক্ষ স্বয়ং ভগবানের কথায় আনন্দ দ্রুতিবার কথা কি আবার বলিতে হইবে ? ৩২

“হে ব্রহ্মন ! একদা গজেন্দ্র গ্রহগ্রস্ত হইয়া মহা বিপদ জ্ঞানে তাঁহার চরণান্বজ ধ্যানপরায়ণ হইতেছিল এবং তাহার করেণুসকল কাতর হইয়া আর্তনাদ

করিতেছিল, তাহাতে যিনি অনুধ্যানমাত্রে দ্বয়া প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে সঙ্কট হইতে উদ্ধার করেন । ৩৩

“সেই ভক্তবৎসল ভগবান্ অনন্তগতি সরলপ্রাণ মানবমাত্রেরই অতি সুখারাদ্য, কেবল অসাধু লোকেই তাঁহাকে দুঃখারাদ্য বোধ করে, ইহাতে কোন্ কৃতজ্ঞ সাধু তাঁহার আরাধনা না করিবেন ? ৩৪

“হে দ্বিজ ! এই হিরণ্যাক্ষ-বধ-বৃত্তান্ত এবং ধরণীর উদ্ধারার্থ ভগবানের শূকর-রূপ গ্রহণ পূর্বক ক্রীড়া-বিবরণ যে ব্যক্তি শ্রবণ কিম্বা গান করেন, অথবা ভক্তিসহকারে আনন্দ প্রকাশ করেন, ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতেও তাঁহার পরিত্রাণ হইতে পারে । ৩৫

“হে মুনে ! ভগবানের এই ক্রীড়াবিবরণ অভিষয় পুণ্যজনক, পরম পবিত্র, সদা ধনাবহ, মহাযশস্কর, আয়ুঃ এবং আশীর্বাদের স্থান, এবং যুদ্ধে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের রক্ষিকারক, যাহারা ইহা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের পরকালেও ভগবান্ নারায়ণে গতিলাভ হয় ।” ৩৬

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে উনবিংশ অধ্যায়



## বিংশ অধ্যায়

শ্রীশৌনক উবাচ ।

মহীং প্রতিষ্ঠামধ্যস্ত সৌতে স্বায়ম্ভুবো মনুঃ । কান্ধম্বতিষ্ঠদ্বারাণি মার্গায়াবরজম্ভনাম্ ॥ ১ ॥  
 কৃতা মহাভাগবতঃ কৃষ্ণশৈকান্তিকঃ স্হং ২ । যন্তত্যাগ্জাগ্রজং কৃষ্ণে সাপত্যমঘবানিতি ॥ ২ ॥  
 দ্বৈপায়নাদনবরো মহিহে তস্ত দেহজঃ । সৰ্ব্বাশ্বনাশ্রিতঃ কৃষ্ণঃ তৎপরাংশ্চাপ্যনুভ্রতঃ ॥ ৩ ॥  
 কিমম্বপৃচ্ছমৈত্রেয়ঃ বিরজাস্তীর্থসেবয়া । উপগম্য কুশাবর্ত আসীনঃ তত্ত্ববিত্তমম্ ॥ ৪ ॥  
 তয়োঃ সংবদতো নুনং প্রবৃতা হুমলাঃ কথাঃ । আপো গান্ধ্য ইবাঘন্নীর্হরেঃ পাদাম্বুজাশ্রয়াঃ ॥ ৫ ॥  
 তা নঃ কাক্তয় ভদ্রস্তে কীর্তনোদারকৰ্ম্মণঃ । রসজ্ঞঃ কো নু তৃপ্যেত হরিলীলায়ুতং পিবন্ ॥ ৬ ॥  
 এবমুগ্রশ্রবাঃ পৃষ্ঠে ঋষিভিনৈমিষায়নৈঃ । ভগবত্যর্পিতাধ্যাত্মস্তানাং শ্রয়তামিতি ॥ ৭ ॥  
 শ্রীসূত উবাচ ।

হরেশ্বতক্রোড়তনোঃ স্বমায়য়া নিশম্য গোরুদ্ধরং রসাতলাং ।

লালাং হিরণ্যাক্রমবজ্রয়া হতং সংজাতহর্ষো মুনিমাহ ভারতঃ ॥ ৮ ॥

### সৃষ্টিপ্রকরণানুস্মরণ

কুলপতি শৌনক সূতকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বায়ম্ভুব মনু অবনীরূপ স্থান প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে লীন প্রাণিগণের নির্গমার্থ কি করেন অর্থাৎ কি কি উপায়ে অর্বাচীন প্রাণিনিকর সৃষ্ট হইল ? ১

মহাভাগবত বিদুর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অকৃত্রিম মিত্র, তাঁহার অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণায় অনাদর করাতে তিনি দুর্ব্যোধানাদি অপত্য সহিত ভ্রাতাকে কৃতাপরাধ জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । ২

তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহর্ষি বেদব্যাসের দেহ হইতে উৎপন্ন, সূতরাং মহিমায় তিনি ঐ মহর্ষি অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না, এবং সর্বাস্তঃকরণে কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া তৎপরাশ্রয় জনের অনুগামী হন । ৩

তিনি তীর্থপর্যটন দ্বারা স্বীয় কলুষকর-পুঃসর গঙ্গাদ্বারে উপনীত হইয়া তথায় অধ্যাসীন ওষজ্ঞ মৈত্রেয়কে কি জিজ্ঞাসা করিলেন ? ৪

তাঁহাদের পরম্পর কথোপকথনসময়ে অবশ্য

ভগবৎ-পদাশ্রয়া অমল কথাই প্রবৃতা হইয়া থাকিবেক, সে সকল কথার মহা মাহাত্ম্য, গঙ্গাজলের তুল্য পাপরাশি বিনাশ করে । ৫

ভূমি আমাদিগের নিকট সেই সকল কথা কীর্তন কর, তোমার কল্যাণ হউক, আমরা এত শুনিলাম, তথাপি আমাদের তৃপ্তি বোধ হয় নাই । ওহে সূত ! যে ভগবানেরা সকল কৰ্ম্মই উদার এবং সকলই কীর্তন্য, তাঁহার লীলায়ুত পান করিয়া রসজ্ঞ কোন্ ব্যক্তিই বা পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে ? ৬

নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রবণোৎসুক্য প্রকাশ করিলে রোমহর্ষণ উগ্রশ্রবাঃ ভগবানের প্রতি আপনার মনঃ অর্পণ পুঃসর কহিলেন, শ্রবণ করুন । ৭

শ্রীসূত কহিলেন, হে বিশ্রবন্দ ! স্বকীয় মায়া দ্বারা শূকর-শরীর ধারণ করিয়া ভগবানের রসাতল হইতে ধরণী উদ্ধারলীলা এবং অবহেলাক্রমে হিরণ্যাক্রম দানব নিপাতের বিবরণ শ্রবণ করিয়া বিদুরের মনে সাত্ত্বিক আনন্দ জন্মিল, তিনি হর্ষে পুলকিত হইয়া মুনিবর মৈত্রেয়কে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ৮



শ্রীবিভুর উবাচ ।

প্রজাপতিপতিঃ সৃষ্টা প্রজাসর্গে প্রজাপতীন্ । কিমারভত মে ব্রহ্মন্ প্রক্ৰহব্যাক্তমার্গবিৎ ॥৯॥  
যে মরীচ্যাদয়ো বিপ্রা যন্ত স্বায়জুবো মনুঃ । তে বৈ ব্রহ্মণ আদেশাৎ কথমেতদভাবয়ন্ ॥১০॥  
সদ্বিতীয়াঃ কিমসৃজন্ স্বতন্ত্রা উত কশ্মহ । আহোশ্বিৎ সংহতাঃ সর্ব ইদং স্ম সমকল্পয়ন্ ॥১১॥  
শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

দৈবেন চুর্বিষতর্কেণ পরেণানিমিষেণ চ । জাতক্কাভাদ্ভগবতো মহানাদীদৃগুণত্রয়াৎ ॥ ১২ ॥  
রজঃপ্রধানাস্থতন্ত্রিলিঙ্গে দৈবচোদিতাৎ । জাতঃ সসর্জ ভূতাদিবিয়দাদীনি পঞ্চশঃ ॥ ১৩ ॥  
তানি চেকৈকশঃ স্রষ্টুমসমর্থানি ভৌতিকম্ । সংহত্য দৈবযোগেন হৈমমণ্ডমবাসৃজন্ ॥ ১৪ ॥  
সোহশয়ীক্লিসলিলে অণুকোমো নিরাত্মকঃ । সাগ্রং বৈ বর্ষসাহস্রমবাসৎসো তমোশ্বরঃ ॥ ১৫ ॥

বিভুর কহিলেন, ব্রহ্মন্ । প্রজাপতিদিগের পিতা ব্রহ্মা প্রজা-সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রজাপতিগণের সৃজনানন্তর কোন কার্য আরম্ভ করিলেন ? মূনে ! অব্যক্ত মার্গ আপনাব বিলক্ষণ বিদিত আছে, অনুগ্রহ করিয়া বলিতে আশ্রয় হউক । ৯

হে মহাশয় ! মরীচি প্রভৃতি বিপ্রবৃন্দ তথা স্বায়ন্তুব মনু, ইঁহারা ব্রহ্মাব আদেশে কি প্রকারে এই জগৎ উৎপাদন করিলেন ? ১০

তাহারা কি সস্ত্রীক হইয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন ? না স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সৃজন করেন ? অথবা প্রজাসর্গাদি কার্যে সকলে মিলিত হইয়া পরস্পর সাপেক্ষে কি ইহা রচনা করিয়াছেন ? ১১

মুনিবর মৈত্রেয় বিভুরের এই সকল প্রশ্নের উত্তরে কহিতে লাগিলেন, অহে বিভুর, সত্ত্ব, রজ, তমঃ এই গুণত্রয়স্বরূপ প্রধান বা প্রকৃতি নির্বিকার হইয়াছিল ; কিন্তু অতর্ক্য দৈব, অর্থাৎ জীবের অদৃষ্ট এবং প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা মহাপুরুষ, আর কাল, এই তিন

কারণে তাহা সংস্কৃতিত হওয়াতে তাহা হইতে মহত্ত্ব উৎপন্ন হয় । ১২

রজোগুণপ্রধান ঐ মহত্ত্ব হইতে পরমেথবেচ্ছায় ভূতাদি অর্থাৎ অহঙ্কারতত্ত্ব জন্মে, সেই অহঙ্কার ত্রিগুণ অর্থাৎ তাহাতে সত্ত্ব-রজস্তমঃ এই গুণত্রয়ই আছে । ঐ অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়া পাঁচ পাঁচটি করিয়া বিষয়াদি সৃষ্টি করে, অর্থাৎ তাহা হইতে পঞ্চতন্মাত্র, মহাভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় এবং তন্দ্রবতা এই পাঁচ পাঁচটি উৎপন্ন হয় । ১৩

ঐ সকল পঞ্চতন্মাত্রাদি প্রত্যেকে কোন বস্তু সৃজনে সমর্থ হয় নাই, পরে দৈবযোগে পরস্পর মিলিত হইয়া ভৌতিক হৈম অণু সৃষ্টি করিল । ১৪

ঐ অণুকোষ নিরাত্মক হইয়া সাগরের সলিলে শয়ান হয়, পরমেশ্বর বিষ্ণু তাহার উপরে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন । ১৫

বিশ্বাস্তি—তিন গুণের বন্ধন সাম্য থাকে, তখন তাহা প্রধান আখ্যায় অভিহিত হয়, ঐরূপ অবস্থায় সৃষ্টি হয় না, গুণক্কাভ হইলেই সৃষ্টি হইতে থাকে । মহতের স্রষ্টাকে প্রথম পুরুষ বলে । ১২

বদিঃ মহত্ত্ব স্বঃ সত্ত্বগুণপ্রধান ; তথাপি অহঙ্কার উৎপত্তিকালে কার্য্যরূপে রজোগুণপ্রধান

হইয়া থাকে । এই অতঃসংহিত পুরুষকে দ্বিতীয় পুরুষ নামে অভিহিত করা হয় এবং সর্বভূতের অন্তরস্থ অন্তর্ধ্যাতী পুরুষকে তৃতীয় পুরুষ বলা হয় । দ্বিতীয় পুরুষকে গর্ভোদকশায়ী ও তৃতীয় পুরুষকে কীরোদকশায়ী বলা হয় । বিষ্ণুর এই তিন পুরুষ অবতার । ১০-১৫



তস্মা নাভেরভুং পদ্মং সহস্র কৌরুদৌধিতি । সর্বজীবনিকায়ৌকো যত্র স্বয়মভুং স্বরাট্ ॥১৬॥  
 সোহনুবিটৌ ভগবতা যঃ শেতে সলিলাশয়ে । লোকসংস্থাং যথাপূর্বং নিশ্চয়ে সংস্থায়া স্বরা ॥১৭॥  
 সসর্জ্জাচ্ছায়াবিভাং পঞ্চপর্বণমগ্রতঃ । তামিষ্মদ্ব্যমিতামিষ্মং তমো মোহো মহাতমঃ ॥১৮॥  
 বিসর্জ্জাজ্ঞানঃ কায়ং নাভিনন্দন্তমোময়ম্ । জগৃহৃৎকরুণাসি রাত্রিং ক্ষুভ্ৰট্ সমুদ্ভবাম্ ॥১৯॥  
 ক্ষুভ্ৰট্ ভ্যামুপস্থ্যাস্তে তং জঙ্ঘমভিহুত্ববুঃ । মা রক্ষতৈনং জঙ্ঘমিতুচ্চুঃ ক্ষুভ্ৰট্ দিতাঃ ॥২০॥  
 দেবস্তানাহ সংবিমো মা মা জঙ্ঘত রক্ষত । অহো মে যক্ষরক্ষাসি প্রজা যুয়ং বভূবথ ॥২১॥  
 দেবতাঃ প্রভয়া যা যা দাব্যন্ প্রমুখতোহসৃজং । তেহহার্ঘ্যদেবয়ন্তো বৈ বিসৃফাং তাং প্রভামহঃ ॥২২॥  
 দেবোহদেবান্ জঘনতঃ সৃজতি স্মাতিলোলুপান্ । ত এনাং লোলুপতয়া মৈথুনায়াভিপেদিরে ॥২৩॥  
 ততো হসন্ স ভগবানহরৈর্নিরপত্রৈঃ । অন্মায়মানস্তরদা ক্রুদ্ধো ভীতঃ পরাপতং ॥ ২৪ ॥

অনন্তর পরমেশ্বরের নাভিদেশ হইতে একটি পদ্ম উৎপন্ন হইল, সহস্র সূর্যের তুল্য তাহার কিরণ অতিশয় প্রখররূপে প্রকাশমান হইয়াছিল। বাহা হউক, ঐ পদ্মই যাবতীয় জীবনচয়ের স্থান এবং তাহাতেই ব্রহ্মা স্বয়ং উৎপন্ন হন। ১৬

অহে বিদুর, সলিলাশায়ী ঐ হৈম-অণ্ডে যে ভগবান শয়ান ছিলেন, ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াই তাঁহা কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইলেন এবং পূর্বে যে প্রকার ছিল, তদ্রূপ নাম-রূপাদি ক্রমে লোকসকল রচনা করিলেন। ১৭

অগ্রে প্রভা প্রাতঃযোগিনী ছায়া দ্বারা অর্থাৎ অবুদ্ধি-করণক পঞ্চপ্রকার অবিজ্ঞা অর্থাৎ তামিষ্ম, অন্ধতামিষ্ম, তমঃ, মোহ, মহাতমঃ এই পাঁচটি সৃষ্টি করিলেন। ১৮

কিন্তু এই সৃষ্টি তমোময়, অতএব ইহা রাত্রিরূপ হওয়াতে ইহাতে ব্রহ্মার মনঃ প্রসন্ন হইল না, অতএব তিনি ঐ সৃষ্টির কারণস্বরূপ স্বীয় শরীর পরিত্যাগ করিলেন, তাহাতে ঐ সৃষ্টি হইতে যে সকল যক্ষ-রাক্ষস উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহারা তাহা গ্রহণ করিল। অহে বিদুর, ঐ সৃষ্টি কেবল তমোময় নহে, তাহাতে ক্ষুধা-তৃষ্ণারও সমুদ্ভব হইয়া থাকে। ১৯

ঐ কারণেই ঐ সকল ব্যক্তি ক্ষুধা ও পিপাসায় অভিভূত হইয়া ব্রহ্মাকেই ভক্ষণ করিতে ধাবমান হইল এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পীড়িত হওয়াতে তাহাদের মধ্যে

কেহ কেহ কহিতে লাগিল, ইঁহাকে দয়া করিয়া রক্ষা করিও না, কেহ কেহ বলিল যে, খাইয়া ফেল। ২০

ব্রহ্মা তাহাদের ঐ কথায় ভীত হইয়া কহিলেন, আমাকে ভক্ষণ করিও না, রক্ষা কর। ওহে যক্ষ-রাক্ষস সকল, তোমরা আমার পুত্র, আমাকে নষ্ট করা তোমাদের উচিত হয় না। বাহারা “ভক্ষণ কর” এই কথা বলিল, তাহারা যত্ন এবং বাহারা “রক্ষা করিও না” এই কথা বলিল, তাহারা রাক্ষস হইল। ২১

পরন্তু ঐ ব্রহ্মা প্রভা দ্বারা দীপ্তিমান হইয়া প্রাধান্ত-রূপে যাহা যাহা সৃষ্টি করিলেন, তাহা সাক্ষিক হইল। ওহে বিদুর! তাঁহারাই দেবতা; ঐ সৃষ্টি অর্থাৎ দেবগণ ক্রীড়া করিতে করিতে ব্রহ্মার বিসৃষ্ট ঐ প্রভা—বাহা দিবসরূপে প্রকাশ পায়, গ্রহণ করিলেন। ২২

তদনন্তর ঐ ব্রহ্মা আপনার জঘনদেশ হইতে অনুর-গণের সৃজন করিলেন, তাহারা অতিশয় লম্পট হইল এবং মৈথুন নিমিত্ত তাঁহার প্রতিই ধাবিত হইল। ২৩

ওহে বিদুর! ভগবান্ পদ্মধোনি অনুরনিকরের উক্তরূপ দুই চোঁটা দেখিয়া প্রথমতঃ হাস্য করিলেন, পরে যখন তাহারা লজ্জা বিসর্জন পূর্বক বেগে পশ্চাৎ ধাবমান হইল, তখন তাঁহার ক্রোধ জন্মিল, কিন্তু পরিশেষে তাহাদের পরাক্রমে ভয় পাইয়া পলায়ন-পরায়ণ হইলেন। ২৪



স উপভ্রজ্য বরদং প্রপন্ন্যতিহরং হরিম্ । অশুগ্রহায় তত্তানামসুরূপাঙ্গদর্শনম্ ॥ ২৫ ॥  
 পাহি মাং পরমাত্ম্যন্তে প্রেষণেনাস্বজং প্রজাঃ । তা ইমা জভিতুং পাপা উপক্রামস্তি মাং প্রভো ॥ ২৬ ॥  
 স্বমেকঃ কিল লোকানাং ক্রীড়ানাং ক্লেশনাশনঃ । ত্রয়েব ক্লেশদন্তেষামনাসমপদাং তব ॥ ২৭ ॥  
 সৌহবধার্য্যাস্থ কার্পণ্যং বিবিস্তাধ্যাত্মদর্শনঃ । বিমুঞ্চ্যতসুং ঘোরামিত্যুক্তো বিমুখোচ হ ॥ ২৮ ॥  
 তাং কণ্ঠচরণাঙ্কোজাং মদবিহ্বললোচনাম্ । কাঞ্চীকলাপবিলসদ্বকুলচ্ছন্নরোধনম্ ॥ ২৯ ॥  
 অন্তোত্তল্লেষয়োক্তুঙ্গ-নিরন্তরপয়োধরাম্ । স্নানসাং স্তম্ভিজাং স্নিগ্ধহাসলীলাবলোকনাম্ ॥ ৩০ ॥  
 গৃহস্তীং ত্রীড়য়াগ্নানং নীলালকবরুণিনোম্ । উপলভ্যাসুরা ধর্ম্মং সর্ব্বৈ সংমুখ্যঃ স্ত্রিয়ম্ ॥ ৩১ ॥  
 অহো রূপমহো ধৈর্য্যমহো অস্তা নবং যয়ঃ । মধো কাময়মানানামকামেব বিসর্পতি ॥ ৩২ ॥

তিনি পলাইয়া বিপদগ্রস্ত জনের পীড়াহারী সেই হরির নিকট উপস্থিত হইলেন—যিনি ভক্তের প্রতি অশুগ্রহ বিতরণার্থ তাহাদের ইচ্ছানুরূপ আত্মপ্রকাশ করেন । ২৫

ভগবান্ হরির সমীপে উপনীত হইয়া ত্রাঙ্গ সকাভর বাক্যে বলিতে লাগিলেন, হে পরমাত্মন ! আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন । প্রভো ! আপনার নিয়োগেই আমি প্রজাসৃষ্টি করিতেছিলাম, আমার সেই এই পাপাত্মা প্রজাসকল এখন আমাকে কামভাবে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতেছে । ২৬

হে দেব ! এক আপনিই ক্লেশে নিপতিত জন-গণের ক্লেশহর্তা, যে সকল ব্যক্তি আপনার এই চুই-খানি চরণ আশ্রয় না করে, তাহাদিগকে আপনিই ক্লেশ দিয়া থাকেন, আপনার কর্তব্য শীঘ্র করুন । ২৭

ভগবান্ হরি পরচিন্তাভিজ্ঞ, ইহাতে ত্রাঙ্গকে দেখিয়াই কহিলেন, তোমার এই কায কামে কলুষিত হইয়াছে, ইহা ত্যাগ কর । ত্রাঙ্গ ভগবান্ হরির কারুণ্য অবধারণ এবং ঐ বচন শ্রবণ করিয়া আপনার সেই শরীর অর্থাৎ ভক্তরূপ মনোভাব তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিলেন । ২৮

বিস্মৃতি—ত্রাঙ্গর এই যে তত্ত্বত্যাগের কথা উক্ত হইতেছে, ইহা বস্তুতঃ তত্ত্বত্যাগ নহে, তত্ত্বমনোভাব ত্যাগের

ওহে বিদুর, ত্রাঙ্গা এই যে তমু বিসর্জন করিলেন, ইহা সায়স্তনী সন্ধ্যা হইল । ঐ সন্ধ্যা কামোদ্বেগের কাল, এবং অসুরগণও রাজস-প্রকৃতি অশুভ ত্রী-লম্পট, অতএব অসুরেরা তাহাকে ত্রী কল্পনা করিয়া মুগ্ধ হইল এবং পরস্পর বলিতে লাগিল, এই সোমস্তুনির চরণকমল নুপুর-শব্দে শঙ্কায়মান, ইহার লোচনদ্বয় মদবিহ্বল, ইহার কটিতটস্থিত চুকুল কাঞ্চী-কলাপের বিলাসাবিহিত । ২৯

ইহার কুচদ্বয় পরস্পর মর্দিত হওয়াতে অতিশয় উন্নত ও নিবিড়, ইহার নাসিকা ও দন্ত অতি সূক্ষ্ম এবং হস্ত ও লীলাভরে অবলোকন অতিশয় স্নিগ্ধ । ৩০

ইনি কি ত্রীড়াবশতঃ বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা আপনাকে আবৃত্তা করিতেছেন ? আহা ! ইহার চূর্ণকুন্তল-গুলি কি মনোহর নীলবর্ণ ! ওহে ধর্ম্ম বিদুর, সেই সকল অসুর ত্রাঙ্গর উৎসৃষ্ট শরীর ঐ সন্ধ্যাকে এই প্রকারে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী কল্পনা করিয়া মোহ প্রাপ্ত হইল । ৩১

তাহারা মুগ্ধ হইয়া আবার চিন্তা করিতে লাগিল, অহো ! ইহার কি আশ্চর্য্যরূপ ধৈর্য্য, কি চমৎকার নবীন বয়স, আমরা সকলে ইহার প্রতি অভিলাষ প্রকাশ করিতেছি, তথাচ ইনি অকামার স্তায় গমন করিতেছেন । ৩২

পরিত্যাগ, অস্ত দেহ ধারণ ও ঐরূপ তত্ত্বত্যাগের যাত্রা । ২৮



বিতর্কয়ন্তো বহুধা তাং সঙ্খ্যাং প্রমদাকৃতিম্ । অভিসম্ভাব্য বিশ্রজ্ঞাৎ পর্যাপৃচ্ছন্ কুমেধসঃ ॥৩৩॥  
কাসি কস্তাসি রস্তোরু কো বার্থস্তেহত্র ভামিনি । রূপদ্রবিশপণ্যেন দুর্ভগান্ নো বিবোধসে ॥৩৪॥  
যা বা কাচিৎ ত্রয়বলে দিষ্ট্যা সন্দর্শনং তব । উৎস্ননোষীক্ষমাণানাং কন্দুকক্রীড়য়া মনঃ ॥৩৫॥

নৈকত্র তে জয়তি শালিনি পাদপদ্মং দ্রস্ত্য মুহুঃ করতলেন পতৎপতঙ্গম্ ।

মধ্যং বিবীদতি বৃহৎস্তনভারভীতং শ্রাস্তেব দৃষ্টিরমলাঃ স্তম্বাশাসমুহঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি সায়ন্তনীং সঙ্খ্যামহুয়াঃ প্রমদায়তীম্ । প্রলোভয়ন্তীং জগৃহ্মত্বা যুঢ়িধয়ঃ স্ত্রিয়ম্ ॥ ৩৭ ॥  
প্রহস্তু ভাবগম্ভীরং জিত্রস্ত্যাত্মানমাত্মনা । কাস্ত্যা সসর্জ্জভগবান্ গঙ্কর্ষ্যাপ্সরসাং গগান্ ॥৩৮॥  
বিসসর্জ্জ তনুং তাং বৈ জ্যোৎস্নাং কাস্তিমতীং প্রিয়াম্ । ত এব চাদদুঃ প্রীত্যা বিশ্বাবস্তুপুরোগমাঃ ॥৩৯॥  
স্বক্কা ভূতপিশাচাশ্চ ভগবানাত্মতদ্ভিণা । দিধাসসো মুক্তকেশান্ বীক্ষ্য চামোলয়দৃশৌ ॥৪০॥  
জগৃহস্তদ্বিসৃষ্টাং তাং জন্তুগাথাং তনুং প্রভো ।

নিদ্রামিদ্ৰিয়বিক্রেদো যয়া ভূতেষু দৃশ্যতে । যেনোচ্ছিক্তান্ ধর্ময়ন্ত তমুদ্মাদং প্রচক্ষতে ॥৪১॥

অনন্তর প্রমদারূপিণী সেই সঙ্খ্যাকে স্ত্রী বলিয়া আরও নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্ক করিল, শেষে প্রণয় হেতু সমাদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল । ৩৩

হে রস্তোরু, তুমি কে ? কাহারই বা কণ্ঠা ? হে কোপনে ! তোমার এ স্থানে প্রয়োজন কি ? তোমার এই রূপলাবণ্য অমূল্য পণ্য, ইহা দ্বারা আমাদিগকে কেন গীড়া দিতেছ ? ৩৪

অথবা জাতিকুল জিজ্ঞাসায় প্রয়োজন নাই, তুমি যে কেহ হও, আমাদের ভাগ্যে মহৎ মঙ্গল উপস্থিত হইয়াছে, যেহেতু, তোমার দর্শন পাইয়াছি, কিন্তু আমরা দেখিতেছি, তুমি কন্দুক ক্রীড়া দ্বারা আমাদের মনঃ কেবল উন্মথিত করিতে লাগিলে । ৩৫

হে শ্লাঘনীয়ে, তুমি করতল দ্বারা এই উচ্চলিত কন্দুকে আঘাত করত ক্রীড়া করিতেছ, ইহাতে তোমার পাদপদ্ম এক স্থানে স্থির হইতেছে না । তোমার এই কৃশতর মধ্যদেশ বৃহৎ স্তনদ্বয়ের ভারে শ্রাস্ত হইতেছে, অপর, এই নির্মলা দৃষ্টি যেন মম্বরা হইতেছে । আহা, তোমার এই কেশপাশ কি শোভন । ৩৬

দুর্বেদ্য দানবেরা এই প্রকারে সেই সায়ন্তনী সঙ্খ্যার প্রমদাভূল্য বিবিধ চেষ্টা করিয়া লোভে মুগ্ধ হইল এবং তাহাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিল । ৩৭

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা কাস্তি দ্বারা গঙ্কর্ষ ও অপ্সরাগণের সৃষ্টি করিলেন । তাঁহার ঐ কাস্তি আপনিই যেন ভাবগম্ভীর আত্মার স্বাণ লইতেছিল । ৩৮

সে বাহা হৃদক, ঐ সকলের সৃষ্টি হইলে ব্রহ্মা আপনার ঐ কাস্তিস্বরূপা কাস্তিমতী তমু পরিভ্যাগ করিলেন, তাহাতে তাহা চন্দ্রিকারূপা হইলে বিশ্বাবস্তু প্রভৃতি গঙ্কর্ষগণ তাহাকে গ্রহণ করিল । ৩৯

তাহার পরে ঐ ভগবান্ আপনার আলস্ত দ্বারা ভূত ও পিশাচদিগকে সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু তাহার সকলেই দিগম্বর ও মুক্তকেশ হইল, অতএব তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া ব্রহ্মা আপনার নয়নদ্বয় নিম্নলিত করিলেন । ৪০

এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই জন্তা অর্থাৎ আলস্ত নাস্ত্রী সেই তমু বিসর্জ্জন দিলেন । ব্রহ্মার ঐ শরীর বিসৃষ্ট হইলে ঐ সকল ব্যক্তিই তাহা গ্রহণ করিল । বৎস বিড়র । যে তমু দ্বারা ইন্দ্রিয়বিক্রেদ হয়, তাহার নাম নিদ্রা, আর যে দেহ ইন্দ্রিয়বিক্রেদে উচ্ছিক্ত ব্যক্তিদ্বিগকে শ্রাস্ত করে, তাহাকে উদ্মাদ বলে । অর্থাৎ আলস্ত, জন্তা, নিদ্রা এবং উদ্মাদ, এই চারিটিই ঐ সকল ভূত-পিশাচ আদি গ্রহণ করিয়াছে, এবং তাহাই তাহাদের শরীর হইয়াছে । ৪১



উর্জ্জ্বলস্তং মন্থমান আত্মানং ভগবানজঃ । সাধ্যান্ গগান্ পিতৃগগান্ পরোক্ষেশ্বজং প্রভুঃ ॥৪২॥  
 ত আত্মসর্গং তৎকায়াং পিতরঃ প্রতিপেদিরে । সাধ্যোভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ কবয়ো যদ্বিতম্বতে ॥৪৩॥  
 সিদ্ধান্ বিভাধরাংশৈশ্চ তিরোধানেন সৌহৃদ্বজং । তেভ্যোহদদাৎ তমান্মানমন্তর্দ্বানাত্মমদ্বুতম্ ॥৪৪॥  
 সাক্ষিন্নরান্ কিম্পুরুষান্ প্রত্যোজ্যোনাশ্বজং প্রভুঃ । মানয়ম্মাত্মনাত্মনামাত্মাভাসং বিলোকয়ন্ ॥৪৫॥  
 তে তু তজ্জগৎস্থ রূপং ত্যক্তং যৎ পরমেষ্ঠিনা । মিথুনীভূয় গায়ন্তস্তমেবোষসি কস্মাভিঃ ॥৪৬॥  
 দেহেন বৈ ভোগবতা শয়ানো বহুচিস্তয়া । সর্গেহনুপচিতে ক্রোধাদ্ভুৎসসর্জ্জ হ তম্বপুঃ ॥৪৭॥  
 যেহহায়স্তাগুতঃ কেশা অহয়ন্তেহঙ্গ জজ্ঞিরে । সর্পাঃ প্রসর্পতঃ ক্রুরা নাগা ভোগোরুহকক্ষরাঃ ॥৪৮॥  
 স আত্মানং মন্থমানঃ কৃতকৃত্যমিবাভূঃ । তদা মনুন সসর্জ্জাস্তে মনসা লোকভাবনান্ ॥৪৯॥

তেভ্যঃ সৌহৃদ্বজং স্বীয়ং পুরং পুরুষমাত্মবান্ ।

তান্ দৃষ্ট্বা নে পুরা সৃষ্টাঃ প্রশংসুঃ প্রজাপতিম্ ॥ ৫০ ॥

ব্রহ্মা তাহার পর আপনাকে বলবান বোধ করিয়া অদৃশ্য রূপ দ্বারা সাধ্যগণ ও পিতৃগণের স্বজন করিলেন । ৪২

ওহে বিহুর ! ব্রহ্মার যে অদৃশ্য কায় হইতে পিতৃগণের সৃষ্টি হইল, পিতৃগণ সেই অদৃশ্য কায়ই গ্রহণ করিয়াছেন, সেই কায়কেই সম্প্রদানের নিমিত্ত করিয়া পশ্চিমেরা আপনাদের পিতৃরূপ সাধ্যগণ ও পিতৃগণের উদ্দেশে হব্য-কব্যা প্রদান করিয়া থাকেন । ৪৩

এইরূপে ব্রহ্মা তিবোধান অর্থাৎ দৃশ্য সত্ত্ব ও অন্তর্ধান হইবার শক্তি দ্বারা সিদ্ধ ও বিভাধরগণের সৃষ্টি করিয়া আপনার সেই অন্তর্ধান নামক অভূত দেহ তাহাদিগকেই অর্পণ করিলেন । ৪৪

তদনন্তর তিনি প্রতিবিশ্ব অবলোকন করিয়া প্রতিবিশ্বদশী ও আত্মার শিরঃকম্পাদি চেষ্টা কল্পনা করত আত্মপ্রতিবিশ্ব দ্বারা কিম্বদন্তগণের সৃষ্টি করিলেন । ৪৫

এ সকল কিম্বদন্ত ব্রহ্মার পরিত্যক্ত উক্ত প্রতিবিশ্ব-স্বরূপ দেহ গ্রহণ করিয়াছে এবং পরস্পর মিথুনীভূত হইয়া প্রাতঃকালে তাহারই পরাক্রমানুবর্ণন পুরসর গান করিতে থাকে । ৪৬

ওহে বিহুর ! পদ্মযোনি ব্রহ্মা এই প্রকারে কল্পচরণাদির প্রসারণ-সম্বন্ধিত দেহবিশিষ্ট হইয়াও

দেখিলেন, আপনার সৃষ্টি বৃদ্ধিশ্রান্ত হইল না, অতএব সচিস্ত অন্তঃকরণে অনেককণ শয়ান থাকিয়া পরে ক্রোধপূর্বক ভোগাদিযুক্ত ঐ শরীকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন । ৪৭

তাহাতে ঐ মনু হইতে যে সকল কেশ বিশীর্ণ হইল, তাহারা অহি হইয়া জন্মিল । ব্রহ্মা যৎকালে ঐ শরীর পরিত্যাগ কবেন, তাহা পদাদির আকুল্লন দ্বারা বিচলিত হইয়াছিল, এই কারণে ঐ সকল অহির নাম সর্প অর্থাৎ প্রসর্পণকাবী হইল, ঐ কারণে তাহাদিগকে নাগ অর্থাৎ অতি বেগবন্ত ও বলা বায় । তাহারা ব্রহ্মার ভোগবিশিষ্ট কায় হইতে উৎপন্ন হওয়াতে ভোগ অর্থাৎ কণা দ্বারা তাহাদের কক্ষর বিস্তীর্ণ হয় । আর ক্রোধযোগে উৎপন্ন হইয়াছিল, এ নিমিত্ত সকলেই অতিশয় ক্রুরস্বভাব হইয়াছে । ৪৮

ব্রহ্মা ঐ প্রকারে দেহ বিসর্জন পূর্বক আপনাকে কৃতকার্য মানিয়া অবশেষে মনোমোহা মুনিদিগকে সৃষ্টি করিলেন । ৪৯

এক আপনার পুরুষাকার দেহ তাহাদিগকে প্রদান করিলেন । তাহারা অগ্রে সৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহারা ঐ সকল মনুকে অবলোকন করিয়া তাহার প্রশংসা করিতে করিতে কহিলেন । ৫০



অহো এতজ্জগৎস্রষ্টাঃ স্কৃতং বত তে কৃতম্ । প্রতিষ্ঠিতা ক্রিয়া যস্মিন্ সাক্ষমম্মদাম হে ॥৫১॥  
তপসা বিদ্যা যুক্তো যোগেন হসমাধিনা । ঋষীন্মহিষীকেশঃ সমৰ্জ্জাভিমতাঃ প্রজাঃ ॥৫২॥  
তেভ্যশ্চৈকৈকশঃ স্বস্ত দেহস্তাংশমদাদজঃ । যতং সমাধিযোগার্দ্ধ-তপোবিদ্যাবিরক্তিমং ॥৫৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াম্ বৈরাগিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
বিদ্যুর্মৈত্রেয়-সংবাদে জগৎসৃষ্টিবিশোধাধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

হে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মন্ ! আপনি অতি উত্তম কৰ্ম্ম  
করিলেন, এই যে মনু সৃষ্ট হইল, ইহাতে অগ্নি-  
হোতাদি সমস্ত ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাতে  
আমরাও সকলে একত্র হবির্ভাগাদি ভক্ষণ করিতে  
সমর্থ হইব । ৫১

তদনন্তর ব্রহ্মা তপস্যা, উপাসনা, আসনাদি  
যোগ এবং বৈরাগ্য-ঐশ্বর্য্য-সমন্বিত সমাধি দ্বারা

ইন্দ্রিয়-নিচয় বশীভূত করিয়া অশ্রু এক  
প্রকার অভিমত প্রজা অর্থাৎ ঋষিগণের সৃষ্টি  
করিলেন । ৫২

এবং তাঁহাদিগকে এক এক করিয়া আপনার  
দেহের এক এক অংশ (যাহা সমাধি, যোগ, ঐশ্বর্য্য,

তপস্যা, উপাসনা, বৈরাগ্য-সমন্বিত ছিল) প্রদান

করিলেন । ৫৩

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে বিংশতিতম অধ্যায় ।



## একবিংশ অধ্যায়

ত্রিবিহুর উবাচ ।

স্বায়ম্ভুবস্ত চ মনোবংশঃ পরমসম্মতঃ । কথ্যতাং ভগবন্ যত্র মৈথুনেনৈধিরে প্রজাঃ ॥ ১ ॥  
প্রিয়ত্রতোত্তানপাদৌ স্ততো স্বায়ম্ভুবস্ত বৈ । যথা ধর্ম্যং জুগুপতুঃ সপ্তদ্বীপবতীং মহীম্ ॥ ২ ॥  
তস্ত বৈ চুহিতা ব্রহ্মান্ দেবহুতীতি বিশ্রুতা । পত্নী প্রজাপতেরুক্তা কর্দমস্তা স্তয়ানঘ ॥ ৩ ॥  
তস্তাং স বৈ মহাযোগী যুক্তায়াং যোগলক্ষণৈঃ । সমর্জ্জ কতিধা বীৰ্য্যং তন্মে শুক্রমবে বদ ॥ ৪ ॥  
রুচির্যো ভগবান্ ব্রহ্মান্ দক্ষো বা ব্রহ্মণঃ স্ততঃ । যথা সমর্জ্জ ভূতানি লক্ণ । ভার্য্যাঞ্চ মানবীম্ ॥ ৫ ॥  
ত্রিমৈত্রেয় উবাচ ।

প্রজাঃ সৃজেতি ভগবান্ কর্দমো ব্রহ্মণোদিতঃ । সরস্বত্যাং তপস্তপে সহস্রাণাং সমা দশ ॥ ৬ ॥  
ততঃ সমাধিযুক্তেন ক্রিয়াযোগেন কর্দমঃ । সংপ্রপেদে হরিং ভক্ত্যা প্রপন্নবরদাশ্রয়ম্ ॥ ৭ ॥  
তাবৎ প্রসম্মো ভগবান্ পুঙ্করাক্ষঃ কৃতে যুগে । দর্শয়ামাস তং ক্রন্তঃ শাকং ব্রহ্ম দধম্ ॥ ৮ ॥  
স তং বিরজমর্কভং সিতপদ্মোৎপলশ্রজম্ । স্নিগ্ধনীলালকত্রাত-বস্ত্রাজং বিরজাম্বরম্ ॥ ৯ ॥

কর্দম ঋষির দেবহুতির সহ বিবাহঘটনা

মুনিবর মৈত্রেয়কে সম্বোধন করিয়া বিহুর  
কহিলেন, ভগবন্ । স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ অতি মহনীয়,  
সাধু লোকে সর্বদাই তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন,  
ঐ বংশেই মিথুনধর্ম্য দ্বারা অর্থাৎ দম্পতিভাবে  
স্ত্রী-পুরুষের সংসর্গে প্রজাবৃদ্ধি হয়, তাহার সবিস্তার  
বৃত্তান্ত উল্লেখ করুন । ১

হে মহাশয় । স্বায়ম্ভুব মনুর দুই-পুত্র ;—প্রিয়ত্রত  
এবং উত্তানপাদ । ইঁহারা ধর্ম্য এবং সপ্তদ্বীপসমষ্টি  
এই পৃথিবী কি প্রকারে রক্ষা করিয়াছিলেন ? ২

হে ভূমন্ । আপনি কহিয়াছেন, মনুর দেবহুতি  
নামে যে চুহিতা ছিলেন, তিনি কর্দম প্রজাপতির  
পত্নী হয়েন । ৩

ঐ প্রজাপতি মহাযোগী এবং তাঁহার ঐ বনিভাও  
বমনিয়মাদি যোগলক্ষণে যুক্ত ছিলেন, তিনি স্ত্রীতে কত  
পুত্র উৎপন্ন করেন ? মুনৈ ! এ বিষয়ে আমার অভিশয়  
প্রাপণেচ্ছা জন্মিতেছে, অনুগ্রহ করিয়া বর্ণন করুন । ৪

অপর, ভগবান্ রুচি মনুকস্তা আকৃতিকে এবং

ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ প্রসূতিকে ভার্য্যা লাভ করিয়া যে  
প্রকারে প্রাণিসকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাও  
বলিতে আস্ত্রা হউক । ৫

মৈত্রেয় কহিলেন, বৎস বিহুর । ভগবান্ ব্রহ্মা  
কর্দম প্রজাপতিকে কহিয়াছিলেন, তুমি প্রজা সৃষ্টি  
কর, তাহাতে ঐ প্রজাপতি সরস্বতীর তীরে গমন  
করিয়া দশ সহস্র বৎসর তপস্তা করিলেন । ৬

তিনি ঐ তপস্তায় সমাধিযুক্ত পূজার উপকরণের  
দ্বারা ভগবান্ হরির আরাধনা করিতে লাগিলেন ।  
করণাময় হরি শরণাগত ভক্তজনের বরদাতা । ৭

কর্দম ঋষির তপস্তায় ভগবান্ তাঁহার প্রতি  
প্রসন্ন হইলেন এবং শব্দৈকবেত্তা যে ব্রহ্ম, তদ্ব্যয়রূপ  
ধারণ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন দিলেন । ৮

কর্দম ঋষি তপস্তা করিতে করিতে উর্দ্ধদৃষ্টি  
করাতে তাঁহার নয়নগোচর হইল, ভগবান্ বিষ্ণু শরীরী  
হইয়া সূর্য্যের স্থায় আকাশোপরি প্রকাশ পাইয়াছেন,  
তাঁহার গলদেশে দুই পার্শ্বে শ্বেতপদ্ম ও উৎপল-  
মালা, বদনকমলে স্নিগ্ধ নীলবর্ণ অলকাবলী, কটি-  
দেশে নিশ্চল অশ্বর । ৯



কিরীটিনং কুণ্ডলিনং শঙ্খচক্রগদাধরম্ । শ্বেতোৎপলক্ৰীড়নকং মনঃস্পর্শস্মিতেক্ষণম্ ॥ ১০ ॥  
 বিম্বস্তচরণাঙ্কোজমংসদেশে গরুড়াতঃ । দৃষ্টা খেহবস্থিতং বন্ধঃ শ্রিয়ং কৌস্তভকঙ্করম্ ॥ ১১ ॥

জাতহর্ষোহপতমুর্দ্ধা দ্বিতৌ লক্ষ্মনোরথঃ ।

গীর্ভিচ্চাত্যগুণাং শ্রীতি-স্বভাবাত্মা কৃতাজ্জলিঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীঋষিরুবাচ ।

জুষ্ঠং বতাত্মাখিলমঙ্গুরাশেঃ সাংসিদ্ধ্যামক্লোস্তব দর্শনারঃ ।

যদর্শনং জন্মভিরীড়্য সন্তিরাশাসতে যোগিনো রুঢ়যোগাঃ ॥ ১৩ ॥

যে মায়য়া তে হতমেধসম্বৎপাদারবিন্দং ভবসিদ্ধিপোতম্ ।

উপাসতে কামলবায় তেষাং রাসীশ কামান্ নিরয়েহপি যে হ্যহঃ ॥ ১৪ ॥

তথাপি চাহং পরিবোঢ়ুকামঃ সমানশীলাং গৃহমেধধেতুম্ ।

উপেয়িবান্ মূলমশেষমূলং চুরাশয়ঃ কামদুর্ঘাজ্জিপশ্য ॥ ১৫ ॥

তঁহার মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল এবং হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, শ্বেতপদ্ম ক্রীড়নকরূপে বিরাজমান, আর তিনি যে হস্ত দর্শন করিতেছেন, তাহা যেন সকলের মনে মহানন্দ জন্মাইতেছে । ১০

আপন বাহন গরুড়ের স্বক্কেদেশে তঁহার চরণদ্বয় বিম্বস্ত রহিয়াছে এবং বন্ধঃস্থলে লক্ষ্মী ও কণ্ঠদেশে কৌস্তভ মণি শোভা পাইতেছে । ১১

মুনিবর কর্দ্দম এইরূপ ভগবদ্রূপ দর্শন করিয়া হর্ষে পুলকিত হইলেন এবং মনোরথ পূর্ণ হইল মনে করিয়া মস্তক দ্বারা ভূতলে প্রণিপাতপুংসর শ্রীতি-যুক্ত চিহ্নে কৃতাজ্জলি হইয়া সবিনয়-বচনে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন । ১২

ঋষিবর কর্দ্দম কহিলেন, হে ভগবন্ ! আপনি সমগ্র সমুদ্রগণের মিথি, আপনার সন্দর্শনে অস্ত্র আমার লোচনদ্বয় সকল হইল । হে স্তম্ভ্য ! আপনার দর্শন কে পায় ? যোগীরাও উত্তরোত্তর প্রকর্ষপ্রাপ্ত বহুতর

জন্ম না হইলে ভবদায় সাক্ষাৎ লাভের আশা করিতে পারেন না । ১৩

হে ঈশ ! যে সকল ব্যক্তির বুদ্ধি আপনার মায়্য দ্বারা বিনষ্ট হয়, তাহারা ই সকাম হইয়া অকিঞ্চিৎকর ভোগ-প্রার্থনায় আপনার পদারবিন্দ সেবা করে । প্রভো ! তোমার চরণ ভবসাগরের তরঙ্গী, তাহার নিকটে কি ঐ সকল কাম প্রার্থনীয় ? উহা ত নরকেও প্রাপ্ত হওয়া যায় । ১৪

কিন্তু হে বিভো ! আমি আপনি সকাম ব্যক্তি-দিগের এইরূপ নিন্দা করিয়াও চুরাশয়তাপ্রযুক্ত স্বরূপ হইয়া গৃহাশ্রমের কামধেনু ত্রিকাদৌদ্ভী সমানশীলা ভার্ঘ্যা পরিণয় কামনায় আপনার পাদপদ্মকপ করপাদপের মূলে উপগত হইতেছি । হে ঈশ ! আমি সকাম হইলেও কামনা পূরণার্থ আপনি ব্যতীত আর কাহার উপাসনা করিব ? আপনার চরণমূলই অশেষ পুরুষার্থের মূল । ১৫

বিশ্রুতি—এই গরুড় ভগবানের নিত্যবাহন, গরুড় মাত্র বিনতার নন্দন নহেন, কারণ, শুধন

বিনতার স্রষ্টা হয় নাই, ইহাই শ্রীকীর গোদারীর অভিযুক্ত । ১১



প্রজাপতেস্তে বচসাধীশ তদ্ব্য্য লোকঃ কিলায়ং কামহতোহমুবন্ধঃ ।

অহং লোকানুগতো বহামি বলিঞ্চ শুক্লানিমিষায় তুভ্যম্ ॥ ১৬ ॥

লোকাংশ্চ লোকানুগতান্ পশুংশ্চ হিহা ত্রিতান্তে চরণাতপত্রম্ ।

পরম্পরং ব্রহ্মণবাদীধুপীযুষনির্ধাপিতমেহধর্ম্মাঃ ॥ ১৭ ॥

ন তেহজরাক্রমিরায়ুরেষাং ত্রয়োদশারং ত্রিশতং যষ্টি পর্ব্ব ।

যণ্ণেয়ানন্তচ্ছদি যৎ ত্রিনাভি করালভ্রোতো জগদাচ্ছিত্ত ধাবৎ ॥ ১৮ ॥

একঃ স্বয়ং সন্ জগতঃ সিস্ককয়া দ্বিতীয়য়াক্সমধিযোগমায়য়া ।

স্বজন্মদঃ পাসি পুনগ্রসিষ্যসে যথোর্ণনাভির্ভগবন্ স্বশক্তিভিঃ ॥ ১৯ ॥

নৈতত্ত্বাধীশ পদং তবেপ্সিতং যন্মায়য়া নন্তমুষে ভূতসুক্ষ্মম্ ।

অনুগ্রহায়ান্তুপি যর্হি মায়য়া লসন্তুলস্তা ভগবান্ বিলক্খিতঃ ॥ ২০ ॥

হে অধীশ ! আপনি প্রজাপতি, আপনার বাক্য-  
রূপ রজ্জু দ্বারা কামোপহত এই সমস্ত লোক পশুবৎ  
বদ্ধ আছে । হে ধর্ম্মমূর্ত্তে ! আমি ঐ সকল লোকেরই  
অমুবর্ত্তী, এই নিমিত্ত কালাত্মা যে তুমি, তোমার  
চরণে পূজোপহার আহরণ করিতেছি এবং ভার্য্যা  
লাভ করিতে অভিলাষ করিতেছি । প্রভো ! আমার  
পত্নী-প্রার্থনা কেবল লোকানুগমনার্থও নহে, ভার্য্যা  
বিনা দেব, ঋষি, পিতৃ এই তিন জনের ঋণ হইতে মুক্তির  
সম্ভাবনা নাই, তজ্জন্তই দার-প্রার্থনা করিতেছি । ১৬

হে ভগবন্ ! আপনি কাল-স্বরূপ, ইহাতে  
আপনাকে ভয় করিয়া আমরা কর্ম্ম করিয়া থাকি,  
কিন্তু বাঁহারা আপনার ভক্ত, তাঁহাদের কোন ভয়  
নাই, কেন না, তাঁহারা কাল কর্তৃক অভিভূত লোক-  
দিগকে এবং ঐ সকল লোকের অনুগত অস্বৎ-  
সন্থল কর্ম্মজড় পশুদিগকে উপেক্ষা করিয়া আপনার  
পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের  
মেহধর্ম্ম অর্থাৎ ক্ষুধা, পিপাসা আপনার গুণকথা-  
রূপ অমৃত পানই নিবারণিত হয় । ১৭

সুতরাং আপনার ত্রিনাভি কাল-চক্র এই  
জগৎকে আকর্ষণ করিয়া গমন করিতে থাকিলেও ঐ  
সকল ভক্তজনের আয়ুকে বল দ্বারা হরণ করিয়া  
ধাবমান হইতে পারে না । প্রভো ! আপনার এই

চক্র অতি আশ্চর্য্য ! অজর ব্রহ্মরূপ অক্ষের উত্তরে ইহা  
নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে, মলমাসের সহিত ত্রয়োদশ  
মাস ইহার ত্রয়োদশ অর, ইহাতে তিন শত যষ্টি  
অহোরাত্ররূপ তিন শত যষ্টি পর্ব্ব রহিয়াছে, বট ঋতু  
ইহার ছয়টি নেমি, অসংখ্য ক্ষণ-লবানি ইহাতে পত্রাকার  
ধারা, তিন চাতুর্দশ ইহার নাভি অর্থাৎ আধারস্বরূপ  
বলয়, ইহার বেগ অতি ভীত, অতএব দূরতিক্ষম্য । ১৮

হে ভগবন্ ! আপনি স্বয়ং এক হইয়াও জগতে  
স্বজনবাসনায় আত্মাতে অধিকৃত দ্বিতীয় বোগমারা-  
প্রভাবে সম্বাদি শক্তিত্রয় স্বীকার পূর্ব্বক সেই তিনটি  
শক্তি দ্বারা উর্ণনাভির স্তায়, এই বিশ্বের স্রষ্টি  
স্থিতি ও লয় করিতেছেন । ১৯

হে অধীশ ! আমরা আপনার উপাসক, ইহাতে  
আমাদের জন্ম দিব্যমুখ দ্বারা দ্বারা বিস্তার  
করিতে যদিও আপনার ইচ্ছা হইবে না, তথাচ  
আমরা প্রার্থনা করিতেছি—আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ  
করিয়া তাহা করুন, তাহাতে আমরা দেব, ঋষি ও  
পিতৃঋণ মোচন পুরসর মুক্তি লাভ করিতে পারিব ।  
প্রভো ! আমরা আপনাকে দ্বারা দ্বারা পরিচ্ছিন্ন  
তুলাবিলাসশালিনী তুলসীতে সমন্বিত অমলোকন  
করিয়াছি, এবম্বিধ ভগবদর্শনের কল ভোগ, মোক্ষ  
দুই হইয়া থাকে । ২০



তং স্বানুভূত্যোপরতক্রিয়ার্থং স্বমায়্যাবতিভলোকতন্ত্রম্ ।  
নমাম্যভীক্ষং নম্নীয়পাদসরোজমল্লীয়সি কামবর্ষম্ ॥ ২১ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

ইত্যব্যালীকং প্রণতোহজ্ঞনাভস্তমাবভাষে বচসামৃতেন ।  
স্বপর্ণপক্ষোপরি রোচমানঃ প্রেমশ্লিতোদীক্ষণবিভ্রমদ্রুঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

বিদিত্বা তব চৈত্ব্যং মে পুরৈব সমযোজি তৎ । যদর্থমাত্মনিয়মৈশ্চৈবাহং সমর্চিতঃ ॥ ২৩ ॥  
ন বৈ জাতু যুষেব শ্রীং প্রজাধ্যক্ষ মদর্হণম্ । ভবদ্বিষেধতিতরাং ময়ি সংগৃহীতাত্মনাম্ ॥ ২৪ ॥  
প্রজাপতিহৃতঃ সত্ৰাশ্বমুর্বিখ্যাতমঙ্গলঃ । ব্রহ্মাবর্তং যোহধিবসন্ শান্তি সপ্তার্ণবাং মহীম্ ॥ ২৫ ॥  
স চেহ বিপ্র রাজধির্মহিষা শতরূপয়া । আয়াশ্রুতি দিদ্ক্ষুস্ত্বাং পরম্বো ধর্মকোবিদঃ ॥ ২৬ ॥  
আত্মজামসিতাপানীং বয়ঃশীলগুণাশ্ৰিতাম্ । যুগয়স্তাং পতিং দাস্ত্যাত্মনুরূপায় তে প্রভো ॥ ২৭ ॥  
সমাহিতং তে হৃদয়ং যত্রেমান্ পরিবৎসরান্ । সা স্বাং ব্রহ্মন্ নৃপবধুঃ কামমাশু ভজিষ্যতি ॥ ২৮ ॥

হে ঈশ ! আপনার বিষয়ে জ্ঞান ভগ্নিলে  
কর্ণের কলভোগ উপরত হইয়া যাও, আর আপনি  
স্বীয় মায়া দ্বারা এই লোকতন্ত্র অর্থাৎ বিশোপ-  
করণকে সর্বদা আবর্তিত করিতেছেন, অধিকন্তু  
আপনি ক্ষুদ্রজনের অর্থাৎ সকাম পুরুষের অভিলাষ  
বর্ণন করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত কি সকাম, কি  
নিকাম সকল পুরুষই আপনার পাদপদ্মে নত হয়,  
অতএব আপনিই ভক্তি-মুক্তিদাতা, আমি আপনাকেই  
সর্বদা প্রণাম করি । ২১

মৈত্রেয় কহিলেন, পদ্মনাভ ভগবান্ গরুড়ের পক্ষ-  
পরি বিরাজ করিতে করিতে কর্দ্দমের এইরূপ স্তব  
শ্রবণ করিয়া ঈশৎ হস্ত করত কটাক্ষ নিক্ষেপ  
করিলেন, তাহাতে তাঁহার জ্বলয় বেন উদ্ভ্রান্ত হইল ।  
পরে তিনি স্ফুটামাধা বচনে বলিতে লাগিলেন । ২২

ভগবান্ কহিলেন, অহে মুনিবর কর্দ্দম ! তুমি যদর্থ  
আত্মনিয়ম দ্বারা সর্বপ্রকারে আমার আরাধনা  
করিলে, তোমার মনোভিলষিত অবগত হইয়া আমি  
পূর্বেই তাহার সংযোগ করিয়া রাখিয়াছি । ২৩

হে প্রজাধ্যক্ষ ! তোমার সদৃশ যে সকল পুরুষ  
স্ব স্ব চিন্তা আমাতে একাত্ম করিয়া আমার অর্চনা  
করেন, তাঁহাদের সেই অর্চনা কখন নিফলা হয় না,  
তুমি বাহা বাঞ্ছা করিতেছ, প্রাপ্ত হইবে । ২৪

প্রজাপতিদিগের পতি যে সত্ৰাট মনুর সপাচারাদি-  
রূপ মঙ্গল সর্বত্র বিখ্যাত, যিনি ব্রহ্মাবর্ত দেশে বাস  
করিয়া সসাগরা ধরা শাসন করিতেছেন । ২৫

সেই ধর্মজ্ঞ মনু তোমাকে দেখিবার বাসনার  
স্বীয় প্রেয়সী মহিষী শতরূপার সহিত পরম্ব আগমন  
করিবেন । ২৬

তাঁহার একটি সুরূপা কন্যা আছে, সে ভরুণ-  
বয়স্কা এবং শীল ও গুণসম্পন্না, আপনার অনুরূপ  
পতি অন্বেষণ করিতেছে, তুমিই তাহার উপযুক্ত  
পাত্র, মনু তোমাকেই সেই কন্যা সম্প্রদান  
করিবেন । ২৭

বৎস কর্দ্দম ! ভার্গ্যা-নিমিত্ত তোমার অন্তঃকরণ  
বহু বৎসরাবধি সমাহিত হইয়া আছে, সেই রাজকন্যা  
অচিরেই তোমাকে ভজন করিবেন । ২৮



যা ত আত্মভূতং বীৰ্য্যং নবদা প্রসবিষ্যতি । বীৰ্য্যে ত্বদীয়ে ঋধয় আধাত্ম্যস্ত্যগ্নসাম্ননঃ ॥ ২৯ ॥  
 ত্বঞ্চ সম্যগনুষ্ঠায় নিদেশং ম উশন্তমঃ । ময়ি তীৰ্থীকৃত্যশেষ-ক্রিয়ার্থো মাং প্রপৎসুসে ॥ ৩০ ॥  
 কৃতা দয়াঞ্চ জীবেষু দত্তা চাতয়মাত্মবান্ । ময্যাত্মানং সহ জগৎ ত্রেক্ষ্যস্তাত্মনি চাপি মাম্ ॥ ৩১ ॥  
 সহাহং স্বাংশকলয়া ত্বদ্বীৰ্য্যেণ মহামুনে । তব ক্ষেত্রে দেবহুত্যাং প্রণেয্যে তত্ত্বসংহিতাম্ ॥ ৩২ ॥  
 ত্রিমৈত্রেয় উবাচ ।

এবং তমনুভাষ্যাদ ভগবান্ প্রত্যগক্ষজঃ । জগাম বিন্দুসরসঃ সরস্বত্যা পরিশ্রিতাৎ ॥ ৩৩ ॥

নিরীকৃতস্তস্য যযাবশেষসিদ্ধেশ্বরভিক্ষুতসিদ্ধমার্গঃ ।

আকর্ষণন্ পত্ররথেন্দ্রপট্টৈরুচ্চারিতং স্তোমমুদীর্ণসাম ॥ ৩৪ ॥

অথ সংপ্রস্থিতে শুক্রে কর্দমো ভগবানৃষিঃ । আস্তে স্ম বিন্দুসরসি তং কালং প্রতিপালয়ন্ ॥ ৩৫ ॥  
 মনুঃ স্তন্দনমাত্মায় শাতকৌস্তপরিচ্ছদম্ । আরোপ্য স্বাং দুহিতরং সভার্য্যঃ পর্য্যটন্ মমীম্ ॥ ৩৬ ॥  
 তস্মিন্ হৃদয়ব্রহ্মহনি ভগবান্ যৎ সমাদিশৎ । উপায়াদাত্মমপদং যুনেঃ শাস্ত্রব্রতস্য তৎ ॥ ৩৭ ॥

তোমার যে বীৰ্য্য আত্মাতে ধৃত আছে, তাহা নয় প্রকারে প্রসব করিবেন । আর তোমার ঔরসে ঐ যে কণ্ডাগুলি জন্মিবে, ঋষিসকল তাহাদের গর্ভে পুত্রাধান করিবেন । ২৯

বৎস কর্দম ! তুমি আমার আজ্ঞা সম্যক্রূপে পালন পূর্বক আমাতে সকল কণ্ঠের ফল সমর্পণ কর, তাহা হইলে শুক্লসত্ত্ব হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে । ৩০

তুমি গৃহাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া জীবের প্রতি দয়া করিও, তদনন্তর সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন পূর্বক সকল ভূতে অভয় দান করিও, এইরূপ করিলেই শেষে আমাতে তোমার আত্মা ও জগৎ এই দুইকে একীভূত দেখিতে পাইবে এবং তোমার আত্মাতেও আমাকে দেখিতে পাইবে । ৩১

তাহার পরে আমিও তোমার বীৰ্য্যসহ আপনার অংশকলায় তোমার ক্ষেত্র দেবহুতির গর্ভে অবতীর্ণ হইয়া ভব-সংহিতা রচনা করিব । ৩২

মৈত্রেয় কহিলেন, কর্দমের স্তবে আবির্ভূত ভগবান্ এই প্রকার উপদেশ করিয়া সরস্বতী-নদীবেষ্টিত সেই বিন্দু-সরোবর হইতে প্রস্থান করিলেন । ৩৩

শ্রীকৃষ্ণ—কারণাণবশ্যী সহস্রবীৰ্য্য আমার যে রূপ আছে, সেইরূপে আমার রোমরূপে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড

কর্দম দেখিতে লাগিলেন—ভগবান্ তাঁহার সমক্ষেই তদুচ্চারিত সামবেদের ঋক্সকল শ্রবণ করিতে করিতে চলিলেন । ঐ সকল বেদধ্বনি গরুড়ের পক্ষবাত্তে সর্বতোভাবে ব্যক্ত হইতেছিল ; স্তবরাং স্তন্দনরূপে শ্রবণগোচর হইতে লাগিল । বৎস বিহ্বর ! কর্দম যে ভগবানের স্তবার্থ সামবেদীয় ঋক্ উচ্চারণ করিয়াছিলেন, ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিও না, মন্ত্রাদি-সিদ্ধ অস্ত্রান্ত্র সৈশ্বরগণ বাঁহার স্তব করেন এবং সিদ্ধজন বাঁহার বাক্য অন্বেষণ করেন, তাঁহার স্তুতি কে না করিবে ? ৩৪

সে যাহা হউক, ভগবান্ প্রস্থান করিলে ঋষিবর কর্দম সেই কাল প্রতীক্ষা করত বিন্দু-সরোবরের তীরেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । ৩৫

অহে বিহ্বর ! এই সময়ে আদিরাজ মনু ভার্য্যার সহিত স্তবর্ণময়ী সজ্জায় সুসজ্জিত রথে আরুঢ় হইয়া আপনার কণ্ঠকে তদুপরি আরোহণ করাইয়া তাহার বর অন্বেষণ নিমিত্ত পৃথ্বী পর্য্যটন করিতে করিতে ভগবান্ যে দিন নির্ণয় করিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন, সেই দিবসেই শাস্ত্রব্রত ঐ মূনির ( কর্দমের ) আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ৩৬-৩৭

সহিত আপনাকে দেখিতে পাইবে এবং আপনার হৃদয়েও অদ্ব্যয়ী পরমাত্মারূপে আমাকে দেখিতে পাইবে । ৩৯



যস্মিন্ ভগবতো নেত্রোদ্যাপতন্ হর্ষবিন্দবঃ । কৃপয়া সংপরীতস্ত প্রপল্লবপতিয়া ভূশম্ ॥ ৩৮ ॥  
 তর্ষে বিন্দুসরো নাম সরস্বত্যা পরিপ্লুতম্ । পুণ্যং শিবামৃতজলং মহর্ষিগণসেবিতম্ ॥ ৩৯ ॥  
 পুণ্যদ্রুমলতাজ্বলৈঃ কুজং পুণ্যমৃগম্বিজৈঃ । সর্বভূতফলপুষ্পাঢ্যং বনরাজিশ্রিয়াম্বিতম্ ॥ ৪০ ॥  
 মন্তব্জিগগৈশ্চুর্কৈঃ মন্তভ্রমরবিভ্রমম্ । মন্তবহ্নিনটোপমাহ্নয়ম্মন্তকোকিলম্ ॥ ৪১ ॥  
 কদম্বচম্পকাশোক করঞ্জবকুলাসনৈঃ । কুন্দমন্দারকুটজৈশ্চ তপোতৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ৪২ ॥  
 কারণ্ডবৈঃ প্লবৈর্হংসৈঃ কুররৈর্জলকুর্কটৈঃ । সারসৈশ্চক্রবাকৈশ্চ চকোরৈর্বক্স কুজিতম্ ॥ ৪৩ ॥  
 তর্ধেব হরিণৈঃ ক্রোড়ৈঃ শ্বাবিপগবয়কুঞ্জরৈঃ । গোপুচ্ছৈর্হরিভিমর্কৈর্নকুলৈর্নাভিভবিতম্ ॥ ৪৪ ॥

প্রবিশ্য ততীর্থবরমাদিরাজঃ সহানুগঃ ।

দদর্শ মুনিমাসীনং তস্মিন্ ছতছতাশনম্ । বিদ্যোতমানং বপুষা তপস্ব্যগ্রযুজা চিরম্ ॥ ৪৫ ॥  
 নাভিকামং ভগবতঃ স্নিদ্ধাপান্ধবলোকনাৎ । তদ্ব্যাহতায়ুতকলা-সীমুশ্রবণেন চ ॥ ৪৬ ॥

বিহর। ঐ আশ্রম সামাগ্র নহে, সে স্থানে  
 ঋষিবর কর্দম ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াতে তাঁহার  
 প্রতি ভগবানের চিন্ত করুণার্জ এবং নয়ন হইতে  
 আনন্দনীর পতিত হইয়াছিল । ৩৮

বিহর। ঐ আশ্রমেরই নাম বিন্দু-সরোবর,  
 উহাই সরস্বতীর জলে অভিষিক্ত হয়। বৎস। ঐ  
 স্থান সামাগ্র নহে, অতি পবিত্র, সেখানকার জল  
 রোগনাশক এবং অমৃততুল্য সুস্বাদু, মহর্ষিগণ  
 সদাই সেই সলিল সেবন করিয়া থাকেন । ৩৯

সে স্থান বহুবিধ পবিত্র পাদপ ও লতাসমূহ  
 দ্বারা সমাচ্ছন্ন, ঐ সকল তরু ও লতার শাখায় পক্ষি-  
 কুল এবং তলে মৃগগণ সুমধুর স্বরে নানা প্রকার  
 অব্যক্ত শব্দ করে, আর তথায় সকল ঋতুর ফল-  
 কুসুম সদাই সমৃদ্ধিশালী এবং সে স্থল বহু বহু বন-  
 স্থলীর শোভাসম্বিত । ৪০

সেখানে পক্ষিসকল মন্ত হইয়া গান করাতে  
 কতই কোলাহল হইয়া থাকে, তথায় ভ্রমরনিকর  
 মন্ত হইয়া নানা প্রকারে বিহার করে এক ভূরি  
 ভূরি মন্ত ময়ূর নটের তুল্য নৃত্য করিয়া বেড়ায়।  
 কোকিলকুলও মন্ত হইয়া পরস্পরের আহ্বান  
 নিমিত্ত কতই বাক্যবিত্তাস করে । ৪১

বৎস! সেই আশ্রম কুন্দ, কদম্ব, মন্দার,  
 কুটজ, করঞ্জ, চূড়, চম্পক, অশোক, অসন, বহুতর  
 বকুল বৃক্ষে অলঙ্কৃত । ৪২

সে স্থানে হংস, কারণ্ডব, কুরর জলকুর্কট,  
 সারস, চক্রবাক, চকোর এবং প্লব প্রভৃতি পক্ষি-  
 কুলের মনোহর কুজনে মুখরিত । ৪৩

উহার চারিদিকে বহু গবয়, কুঞ্জর, হরিণ,  
 শল্লক, সিংহ, শূকর, মর্কট, গোপুচ্ছ ( বানরবিশেষ )  
 এবং কস্তুরীমৃগ ভ্রমণ করিতেছে । ৪৪

সে বাহা হউক, আদিরাজ মনু অনুচরগণ  
 সহিত 'সেই তীর্থবরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,  
 সেখানে এক জন মুনি ত্রাচারীর বোধ্য ছতাশনে  
 আছতি প্রদানানন্তর অধ্যাসীন হইয়া আছেন। ঐ  
 মুনি বহুকাল তপস্যায় সমাহিত থাকিতে তাঁহার  
 শরীরে অনেক অনেক উগ্রযোগ হইয়াছিল, ইহাতে  
 তিনি দেহের জ্যোতিঃ দ্বারা যেন বলিতেছিলেন । ৪৫

যদিও তাঁহার কলেবর তপস্যায় সাত্ত্বিক কৃশ  
 হইয়াছিল, তথাপি ভগবান্ তাঁহার প্রতি স্নান  
 অপাঙ্গ নিবেদন পূর্বক যে বাক্য বলিয়া যান, বাহ্য  
 অমৃতমণ্ডলের কলাস্বরূপ, সীমূষপূর্ণ ছিল এবং ভাষা  
 শ্রবণগুণে পান করাতে তাঁহাকে কৃশ বোধ হইল না । ৪৬



প্রাপ্তং পদ্মপলাশাকং জটিলং চীরবাসসম্ । উপসংসৃত্য মলিনং যথার্হণমসংস্কৃতম্ ॥ ৪৭ ॥  
 অথোক্তমুপারাস্তং নৃদেবং প্রণতং পুরঃ । সপৰ্যয়া প্রত্যগ্ভ্রাতং প্রতিনন্দ্যামুরুপয়া ॥ ৪৮ ॥  
 গৃহীতার্হণমাসিনং সংযতং শ্রীণয়ন্ মুনিঃ । স্মরন্ ভগবদাদেশমিত্যাহ শ্রদ্ধয়া গিরা ॥ ৪৯ ॥  
 মুনঃ চংক্রমণং দেব সত্যং সংরক্ষণায় তে । বধায় চাসত্যং স ত্বং হবেঃ শক্তির্হি পালিনী ॥ ৫০ ॥  
 যোহর্কেন্দ্রমীন্দ্রবায়ুনাং যমধর্মপ্রচেতসাম্ । রূপাণি স্থান আধৎসে তস্মৈ শুক্লায় তেনমঃ ॥ ৫১ ॥  
 ন যদা রথমাস্রায় জৈত্রং মণিগণাপিতম্ । বিস্কৃর্জচ্চকোদণ্ডো রথেন ত্রাসয়ন্নয়ান্ ॥ ৫২ ॥  
 স্বসৈন্তচরণক্ষুণ্ণং বেপয়ন্ মণ্ডলং ভুবঃ । বিকর্ষন্ মহতীং সেনাং পর্যটন্তং শুমানিব ॥ ৫৩ ॥  
 তদৈব সেতবঃ সর্বৈ বর্ণাশ্রমনিবন্ধনাঃ । ভগবদ্ভূতিত রাজন্ ভিষ্ণোরন্ বত দম্ভ্যভিঃ ॥ ৫৪ ॥  
 অধর্মশ্চ সমেধেত লোলুপৈর্ব্যকুশৈর্নৃভিঃ । শয়ানে ত্বয়ি লোকোহয়ং দম্ভ্যগ্রস্তো বিনশ্যতি ॥ ৫৫ ॥  
 তথাপি পৃচ্ছে ত্বাং বীর যদর্থং ত্বমিহাগতঃ । তদ্বয়ং নির্ব্যলীকেন প্রতিপদ্যামহে হদা ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সাংহিত্যায় বৈরাগিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে মনুকর্দমসংবাদে একবিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

মনু দেখিলেন, তাঁহার শরীর উন্নত, চক্ষু পদ্ম পলাশতুল্য। স্তম্ভর, মস্তকে জটা এবং পরিধান চীরবসন। মনু নিকটে গিয়া পুনর্বার নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে অসংস্কৃত মণির দ্বায় ঈষৎ মলিন বোধ করিলেন। ৪৭

অনন্তর আদিরাজ মনু মূনিবর কর্দমের কুটীর সন্নিবর্তে গমনপূর্বক তাঁহার পাদাগ্রে প্রণত হইলেন, তিনিও আশীর্বচন দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং যথোচিত সপৰ্য্যা দ্বারা সৎকার করিলেন। মনু অর্চনা গ্রহণ পূর্বক নির্দিষ্ট আগনে উপবিষ্ট হইলে পর কৃষ্ণবর কর্দম ভগবানের সেই আদেশ স্মরণ করিয়া কোমল বচন প্রয়োগ করত কহিতে লাগিলেন। ৪৮-৪৯

হে রাজন্! বোধ করি, সাধুজনের পরিপালন ও অসামান্য ধনমানসেই তোমার এই পর্যটন আরম্ভ হইয়াছে, কেন না, তোমরা ভগবানের শক্তি, ভগবৎ-শক্তির লোকপালন ব্যতীত আর কি কার্য আছে? ৫০

মহর্ষি কর্দম আদিরাজ মনুকে এইরূপ বলিয়া ভবভাবী মনুকে শ্রোণ করত কহিলেন, ভগবন্! তুমিই তত্ত্বকার্য্যাবসরে চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, বসু, ধর্ম, এবং বরুণ ইত্যাদির আকার গ্রহণ করিয়া থাক, তোমাকে নমস্কার করি। ৫১

অনন্তর অভ্যাগত মনুকে সন্মোদন করিয়া বলিলেন, হে রাজন্, মূনিগণে ভূষিত জয়শালী রথে আরোহণ-পূর্বক ধনুর্বাণ গ্রহণ করিয়া যদি তুমি ভূমণ্ডল পর্য্যটন না কর, তবে সকল বিশৃঙ্খল হয়। প্রভো! তোমার ধনুকের টঙ্কারধ্বনিতেই পাণিগণ ভয় পায়। ৫২

হে রাজন্! তুমি যে মহতী সেনা সমভিব্যাহারে লইয়া দিনকরের তুল্য পর্য্যটন করিতেছ, ইহাতে তোমার সৈন্তগণের চরণে ক্ষুণ্ণ হইয়া এই পৃথিবীমণ্ডল কম্পিত হইতেছে। যদি তুমি একরূপে ভ্রমণ না করিতে, তাহা হইলে ভগবান্ বর্ণাশ্রম নিবন্ধনার্থ যে সকল সেতু রচনা করিয়াছেন, তাহা কি বর্তমান থাকিত? দম্ভ্যগণ কোন্ কালে তাহা ভাঙ্গিয়া কেলিত। ৫৩-৫৪

মহারাজ! তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ান থাকিলে লোলুপ লোকসকল নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিবে, তাহাতে অধর্ম অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, সুতরাং এই সংসার দম্ভ্যগ্রস্ত হইয়া একেবারে বিনষ্ট হইয়া বাইবে। ৫৫

অতএব যদিও তোমার এই পর্য্যটন নিম্প্রয়োজন নহে, তথাচ আমার জানিতে বাসনা হইতেছে—কি নিমিত্ত এখানে আগমন হইল, অভিপ্রায় ব্যক্ত কর, বাহা কহিবে, ভক্তচিত্তে তাহাই স্বীকার করিব। ৫৬

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়



## দ্বাবিংশ অধ্যায়

ত্রিমৈত্রেয় উবাচ ।

এবমাবিকৃতশেষ-গুণকর্মোদযো মুনিন্ । সত্রীড় ইব তং সত্রাড়ুপারতমুবাচ হ ॥ ১ ॥

ত্রিমনুরুবাচ ।

ত্রক্ষাস্বজ্ঞঃ স্বযুথতো যুজ্ঞানাত্মপরীপ্সয়া । ছন্দোমযন্তপোবিজ্ঞা-যোগযুক্তানলম্পটান্ ॥ ২ ॥

তত্রাণায়াস্বজ্ঞচাস্মান্ দোঃসহস্রাঃ সহস্রপাং । হৃদয়ং তস্ম হি ত্রক্ষা ক্ষত্রমগ্নং প্রচক্ষতে ॥ ৩ ॥

অতো হুন্তোন্তুমাআনং ত্রক্ষা ক্ষত্রঞ্চ রক্ষতঃ । রক্ষতি স্মাব্যযো দেব স যঃ সদসদাত্মকঃ ॥ ৪ ॥

তব সন্দর্শনাদেব চিহ্না-মে সর্বসংশয়াঃ । যৎ স্বয়ং ভগবান্ প্রীত্যা ধর্মমাহ রিরক্ষিষোঃ ॥ ৫ ॥

দিষ্ট্যা মে ভগবান্ দৃষ্টো দুর্দর্শো যোহকৃতাত্মনাম্ ।

দিষ্ট্যা পাদরজঃ স্পৃষ্টঃ শীঘ্রা মে ভবতঃ শিবম্ ॥ ৬ ॥

দিষ্ট্যা ত্বয়ানুশিষ্টোহহং কৃতশ্চানুগ্রহো মহান্ । অপারতৈঃ কর্ণরন্ধ্রৈর্জুফ্টা দিষ্ট্যোশগীগিরঃ ॥ ৭ ॥

মনু কর্তৃক কর্দম-হস্তে কন্যা-সম্প্রদান

মৈত্রেয় কহিলেন, কর্দম ঋষি এই প্রকারে  
আদিরাজ মনুর শেষ গুণ ও কর্মের উৎকম প্রকাশ-  
পুরঃসর প্রশংসা করিলে মনু স্বীয় প্রশংসায়  
লজ্জিতের দ্বায় হইলেন এবং আপনার অভিপ্রেত  
বিষয়ে প্রত্যাখ্যান আশঙ্কায় কহিতে লাগিলেন । ১

মনু কহিলেন, হে ত্রক্ষন ! বেদময় যে ত্রক্ষা  
আত্মপর্যাপ্তিবাসনায় অর্থাৎ বেদপ্রবর্তন মানসে  
আপনাদিগকে তপস্বী বিজ্ঞা এবং যোগযুক্ত ও  
অলম্পট করিয়া আত্মবদন হইতে সজ্ঞন করেন,  
সেই সহস্রপদযুক্ত প্রভু আপনাদিগের রক্ষণা-  
বেক্ষণ নিমিত্ত স্বীয় বাহু-সহস্র হইতে আমাদিগকে  
সৃষ্টি করিয়াছেন, এই নিমিত্ত লোকে আপনা-  
দিগকে (ত্রাক্ষণ জাতিকে) ত্রক্ষার জদয় এবং  
আমাদিগকে (ক্ষত্রিয়জাতিকে) তাঁহার অঙ্গ বলিয়া  
ধাকে । ২-৩

অতএব যদিও আমরা (ত্রাক্ষণ ও ক্ষত্রিয়)  
পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করি বলিয়া বোধ করি,  
তথাচ যিনি সৎ ও এসৎস্বরূপ হইয়াও নির্বিকার,  
সেই পরমেশ্বর হইতেই আমাদের বাস্তবিক রক্ষা  
হয় । ৪

হে মহাশয় ! ঐ বিষয়ে আমার যে যে সংশয়  
ছিল, এক্ষণে আপনার দর্শনেই সে সকল ছিন্ন হইল,  
যে হেতু, আমি রক্ষাকার্য্য করিতে ইচ্ছুক, আমার  
সৌভাগ্যক্রমে আপনি আমার ধর্ম্য কহিয়া দিলেন । ৫

প্রভো ! আমার অদৃষ্ট বড় প্রেম, তাহাতেই  
আপনার দর্শন পাইলাম, অকৃতাত্ম লোকে কি আপনার  
দর্শন পায় ? আমার এমন ভাগ্য যে, আপনার  
মঙ্গলপ্রদ পদধূলি নিজ মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিলাম । ৬

ভাগ্যপ্রভাবেই আমি আপনার অনুশাসন ও  
সুমহৎ অনুগ্রহ লাভ করিলাম । আর অনাবৃত্ত  
কর্ণরন্ধ্র দ্বারা যে আপনার কমনীয় বচনাবলী সেবিত  
হইল, ইহাও আমার মহৎ ভাগ্যের ফল । ৭

বিশুদ্ধি—ত্রক্ষার সহস্র বাহু ছিল না, এ স্থানে বিরাট পুরুষের সহিত ত্রক্ষার অভেদ করণা করিয়া ‘সহস্র-  
পাদ’ ও ‘সহস্রবাহু’ শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে । ৩



স ভবান্ দুহতিস্নেহ পরিক্রিষ্টোন্নো মম । শ্রোতুমর্হতি দীনস্ত্রাণ্ডিতং কৃপয়া মুনো ॥ ৮ ॥  
 প্রিয়ব্রতোত্তানপদোঃ স্বসেয়ং দুহিতা মম । অস্বিচ্ছতি পতিং যুক্তং বয়ঃশীলগুণাদিভিঃ ॥ ৯ ॥  
 যদা তু ভবতঃ শীল-শ্রুতরূপবয়োগুণাঃ । অশৃণোম্মারদাদেযা ত্বয়াসীৎ কৃতনিশ্চয়া ॥ ১০ ॥  
 তৎ প্রতীচ্ছ দ্বিজাগ্রোমাং শ্রদ্ধয়োপাহতাং ময়া । সর্বোন্নানামুরূপাং তে গৃহমেধিষু কন্মত্ন ॥ ১১ ॥  
 উত্ততস্ত হি কামস্ত প্রতিবাদো ন শশ্রুতে । অপি নিশ্চুর্তসঙ্গস্ত কামরক্তস্ত কিং পুনঃ ॥ ১২ ॥  
 য উত্ততমনাদৃত্য কীনাশমভিযাচতে । ক্রীয়তে তদ্যশঃ স্বীতং মানিশ্চাবজ্জয়া হতঃ ॥ ১৩ ॥  
 অহং ত্বাশৃণবং বিদম্নদ্বাহার্থং সমুত্তম । অতস্ত্বমুপকূর্ব্বাণঃ প্রভাং প্রতিগৃহাণ মে ॥ ১৪ ॥  
 শ্রীঋষিরুবাচ ।

বাচমুদ্বোক্তুকামোহহমপ্রভা চ তবাত্মজা । আবয়োরনুরূপোহসাবাত্তো বৈবাহিকো বিধিঃ ॥ ১৫ ॥

হে মহাশয় ! আপনি আমার প্রতি নানা প্রকারে অনুকম্পা করিলেন, নিজ দুহিতার প্রতি স্নেহবশতঃ আমার অন্তঃকরণ ক্লিষ্ট হওয়াতে আমি আপনাকে একটি নিবেদন করিতে বাঞ্ছা করি, দীনের প্রতি দয়া করিয়া শ্রবণ করুন । ৮

হে মহাশয় ! এইটি আমার কণ্ঠা, ইনি প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের ভগিনী, ইনি বয়ঃশীলাদিসম্পন্ন বর অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, নারদের প্রমুখাং আপনার কুলশীল, বয়স, বিজ্ঞা এবং রূপ-গুণের কথা শুনিয়া আপনাকেই পতিত্বে বরণ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন । ৯-১০

অতএব হে দ্বিজবর ! আপনি আমার এই কণ্ঠাটিকে স্বীকার করুন, আমি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উপহার-স্বরূপে ইহাকে সম্প্রদান করিতেছি । হে মহাশয় ! আমার এই দুহিতা সর্ব্বপ্রকারে আপনার অনুরূপা, ইহা হইতে আপনার গার্হস্থ্য ধর্ম্ম স্তম্বরূপ নির্ব্বাহ হইবে । ১১

মুনো ! যে ব্যক্তি সঙ্গত্যাগী, তাঁহার নিকটেও যদি ভোগ্য কোন বিষয় আপনা হইতে উপস্থিত হয়, তাঁহার পক্ষেও তাহা ত্যাগ করা শ্রেয়স্কর হয় না, কামাসক্ত ব্যক্তির কথা কি ? অর্থাৎ বিষয়ে দীহার

অভিলাষ আছে, তাঁহার পক্ষে ঐরূপে উপস্থিত বিষয়ে উপেক্ষা করা কোনক্রমেই মঙ্গলদায়ক নহে, অতএব আপনি এই কণ্ঠাটিকে গ্রহণ করুন । ১২

অহে দ্বিজ ! উপস্থিত বিষয়ে অনাদর করিয়া যে ব্যক্তি পশ্চাৎ কৃপণ-সম্বন্ধানে যাচঞা করে, তাহার সুবিস্তীর্ণ যশঃ থাকিলে, তাহাও পরিক্রীণ হয় এবং অবজ্ঞা দ্বারা মানও বিনষ্ট হইয়া যায় । ১৩

হে বিদ্বন্ ! আমি শুনিলাম—আপনি বিবাহ করিবার নিমিত্ত উত্তত হইয়াছেন, ইহাতেই এই কণ্ঠার পাণিগ্রহণ করাইতে আগ্রহ করিতেছি, আপনি ব্রহ্মচারী বটেন, কিন্তু আপনার ব্রহ্মচর্য্য ও সাবধিক, ত্রুত সমাপন পূর্ব্বক এই কণ্ঠা প্রাপ্তিগ্রহ করুন । ১৪

কর্দম ঋষি কহিলেন—ভালই হইল, আমিও বিবাহ ইচ্ছা করিতেছিলাম, তোমারও এই কণ্ঠা অদস্তা আছেন, এবং ইনিই আমাকে বরণ করিবার নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হওয়াতে তুমি অথ কোন ব্যক্তিকে সম্প্রদান করিতে স্বীকারও কর নাই, ইহাতে এ প্রথম বৈবাহিক বিধি আমাদের উভয়েরই অনুরূপ হইবে । ১৫



কামঃ স ভূয়াম্মরদেব তেহস্তাঃ পুজ্যাঃ সমান্নায়বিধৌ প্রতীতঃ ।

ক এব তে তনয়াং নাদ্রিষ্মেত স্বয়ৈব কাস্ত্য্য ক্ৰিপতীমিব শ্রিয়ম্ ॥ ১৬ ॥

যাং হর্ষ্যাপূৰ্ণে কণদজ্জিশোভাং বিক্রীড়তীং কন্দুকবিস্বলাক্ষীম্ ।

বিশ্বাবস্তুপতং স্বাধ্বিনাদবিলোক্য সম্মোহবিমুঢ়চেতাঃ ॥ ১৭ ॥

তাং প্রার্থয়ন্তীং ললনাললামসেবিতশ্রীচরণৈরদৃষ্টাম্ ।

বৎসাং মনোরুচ্যপদং স্বসারং কো নানুমন্তেত বুধোহভিযাতাম্ ॥ ১৮ ॥

অতো ভজিষ্যে সময়েন সাধ্বীং যাবৎ তেজো বিভূয়াদাত্মনো মে ।

অতো ধর্ম্মান্ পারমহংসমুখ্যান্ শুক্লপ্রোক্তান্ বহু মন্ত্বেহবিহিংস্রান্ ॥ ১৯ ॥

যতোহভবদ্বিশ্বমিদং বিচিত্রং সংস্থাস্ততে যত্র চ বাব তিষ্ঠতে ।

প্রজাপতীনাং পতিরেষ মহং পরং প্রমাণং ভগবাননন্তঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

স উগ্রধন্বন্নয়দেবাবতাষে আসীচ্চ তুষ্ণীমরবিন্দনাভম্ ।

ধিয়োপগৃহ্ণন্ স্মিতশোভিতেন মুখেন চেতো লুলুভে দেবহুত্যাঃ ॥ ২১ ॥

অতএব হে নরদেবনাথ ! বিবাহ-বিধিতে যে যে মন্ত্র প্রসিদ্ধ আছে, তাহা তোমার এই পুত্রীর প্রতি প্রয়োগ করা হউক, মহারাজ ! তোমার কন্যায় আমার অনুরাগ হইবে কি না, এ আশঙ্কাকে আপন অন্তঃকরণে স্থান দিবেন না, ইহার অসামান্য লাভ্য ধারা অলঙ্কারশ্রী অধিকৃত হয়, ইহাকে কে না আদর করিবে ? ১৬

মহারাজ ! তোমার কন্যা যখন হর্ষ্যাপূর্ণে কন্দুক লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল, তখন কন্দুকেই ইহার নয়ন সংলগ্ন ছিল, ক্রীড়ার্থ ধাবমানা হওয়াতে ইহার নূপুর শব্দায়মান হয়, তাহাতে চরণের মহা শোভা হয় । বিশ্বাবস্তু গন্ধর্ব্ব ইহাকে ঐ প্রকার অবলোকন করিবামাত্র সম্মোহে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া আপনার বিমান হইতে পড়িয়া গিয়াছিল । ১৭

অতএব ইনি কন্যারত্ন, কমলার চরণসেবন ব্যতিরেকে ইহার দর্শনলাভ হইতে পারে না ; অপর, তুমি আদিরাজ মনু, ইনি তোমার তনয়া এবং উত্তানপাদের ভগিনী, ইনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন, কোন্ বিজ্ঞ ব্যক্তি ইহার

প্রার্থনায় সম্মত না হইবেন ? কিন্তু আমি একটা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—যাবৎ সন্তানোৎপত্তি না হয়, তাবৎ গার্হস্থ্য করিব, অতএব যত দিন পর্য্যন্ত ইনি আপনার এবং আমার তেজ ধারণ না করিবেন অর্থাৎ গর্ভবতী না হইবেন, তাবৎ আমি ইহার সহিত বাস করিব । তাহার পরে ভগবান্ বিষ্ণু জ্ঞান বিষয়ে মুখ্য শমদমাদি যে সকল ধর্ম্ম প্রকৃষ্টরূপে কহিয়াছেন, তাহাই অনুষ্ঠেয়রূপে গণ্য করিব । ১৮-১৯

মহারাজ ! এই বিখ্য ষাঁহা হইতে হইয়াছে, ষাঁহাতে অবস্থিত রহিয়াছে, এবং শেষে ষাঁহাতে বিলীন হইবে, প্রজাপতিদিগের পতি সেই ভগবান্‌ই এ বিষয়ে আমার প্রমাণ, অর্থাৎ ভগবান্ আমাকে পিত্রাদির ঋণ মোচন-পূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিতেই আজ্ঞা করিয়াছেন । ২০

মৈত্রেয় কহিলেন, হে উগ্রধন্বন বিহুঁর ! ঋষিকর্দম এতাবমাত্র বলিয়া ভগবান্ পদ্মনাভকে মনো-মধ্যে স্মরণ করিয়া তুষ্ণীভূত হইলেন ; কিন্তু তাঁহার বদন দেবহুতির চিত্তকে লুক্ক করিতে লাগিল । ২১



সোহনু জ্ঞান্য ব্যবসিতং মহিষ্যা দুহিতুঃ ক্ষুটম্ । তস্মৈ গুণগণাঢ্যায় দদৌ তুল্যাং প্রহৰ্ষিতঃ ॥২২॥  
 শতরূপা মহারাজ্ঞী পারিবর্হান্ মহাধনান্ । দম্পত্যোঃ পর্য্যদাৎ প্রীত্যা ভূষাবাসঃপরিচ্ছদান্ ॥২৩॥  
 প্রভাং দুহিতরং সত্রাষ্ট্ৰ সদৃশায় গতব্যথঃ । উপগৃহ্য চ বাহুভ্যামৌৎকৰ্ণ্যোন্মথিতাশয়ঃ ॥২৪॥  
 অশঙ্কবৎস্তবিরহং মুঞ্চন্ বাম্পকলাং মুহঃ । আসিঞ্চদম্ব বৎসেতি নেত্রোদৈর্দুহিতুঃ শিখাঃ ॥২৫॥  
 আমন্ত্র্য তং মুনিবরমনুজাতঃ সহানুগঃ । প্রতস্থে রথমারুহ্য সভার্য্যঃ স্বপুরুং নৃপঃ ॥২৬॥  
 উভয়োৰ্ধ্ববিকূল্যায়াঃ সরস্বত্যাঃ স্তরোধসোঃ । ঋষীগামুপশাস্তানাং পশ্চাম্মাত্মমসম্পদঃ ॥২৭॥  
 তমায়াস্তমভিপ্রৈত্য ব্রহ্মাবর্তাৎ প্রজাঃপতিম্ । গীতসংস্কৃতিবাদিত্রৈঃ প্রভূদায়ুঃ প্রহৰ্ষিতাঃ ॥২৮॥  
 বর্হিষ্মতী নাম পুরী সর্বসম্পৎসমাম্বিতা । নৃপতন্ যত্র রোমাণি যজ্ঞস্থান্জং বিধুম্বতঃ ॥২৯॥  
 কুশাঃ কাশান্ত এবাসন্ শঙ্করিতবর্চসঃ । ঋষয়ো যৈঃ পরাভাব্য যজ্ঞান্ যজ্ঞমৌড়িরে ॥৩০॥  
 কুশকাশময়ং বর্হিরাস্তীর্য্য ভগবান্ মনুঃ । অবজদ্ যজ্ঞপুরুষং লব্ধ্বা স্থানং যতো ভুবম্ ॥৩১॥

অনন্তর মনু আপনার মহিষীর এবং দুহিতার  
 অভিপ্রায় অবগত হইয়া সানন্দমনে বহু গুণভূষিত  
 সেই বরে কন্যা সম্প্রদান করিলেন । ২২

বিবাহ সম্পন্ন হইলে মনুর মহিষী শতরূপা স্নেহ-  
 বশতঃ ভূরি ভূরি বহুমূল্য বসনভূষণ ও বিবিধ  
 গৃহোপকরণ কন্যা-জামাতাকে যোতুক দিলেন । ২৩

সদৃশ বরে কন্যা সম্প্রদান হওয়াতে মনুর চিত্ত  
 সুস্থির হইল, কিন্তু দুহিতাবিরহ সস্তাবনায় তাঁহার  
 অন্তঃকরণে অশ্রু প্রকার উৎকণ্ঠা জন্মিল, তাহাতে  
 নৃতন প্রকারে মনঃ ক্ষুব্ধ হইতে লাগিল, অতএব  
 স্নেহভরে কন্যাকে আলিঙ্গন করিলেন । ২৪

এবং তাহার অদর্শন সহ্য করিতে অশক্ত হইয়া  
 “মাতঃ” “বৎসে” এইরূপ বলিতে বলিতে বারম্বার  
 বাম্পবারি মোচন পূর্বক তাহার কেশ আর্দ্র করিতে  
 লাগিলেন । পরে মুনিবর কর্দ্দমকে সস্তাষণ করিয়া  
 তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ-পূর্বক পত্নীর সহিত  
 ব্রহ্মারূঢ় হইলেন এবং সহচরগণ সমভিব্যাহারে  
 আপনার পুরে প্রস্থান করিলেন । ২৫-২৬

ঋষি-নদী সরস্বতীর উভয় তটে প্রশান্ত মুনিগণের  
 নানাবিধ আশ্রয় ছিল, তাহাতে তাঁহার চিত্ত পরম  
 পরিভূক্ত হইল । ২৭

অনন্তর পুরের অদূরে আসিয়া উপস্থিত হইলে  
 তাঁহার প্রজাগণ সংবাদ পাইল, তাহাদের অধিপতি  
 প্রত্যাগমন করিতেছেন, অতএব তাহারা রাজদর্শন  
 মানসে হর্গোৎফুল্ল হইয়া বিবিধ গীতবাহু ও স্তর  
 করিতে করিতে আপনাদের দেশ ব্রহ্মাবর্ত  
 হইতে বহির্গমন পূর্বক অগ্রসর হইয়া আনিতে  
 আসিল । ২৮

বিভূর ! যেখানে সর্বসম্পত্তিযুক্তা বর্হিষ্মতী নামে  
 পুরী আছে, তাহাই ব্রহ্মাবর্ত দেশ । যে স্থানে বরাহ-  
 মূর্ত্তি ভগবান্ আপনার অজ্ঞ কম্পিত করাতে তাঁহার  
 শরীর হইতে রোম পতিত হইয়াছিল, সেই স্থানের  
 নাম বর্হিষ্মতী পুরী । ২৯

বিভূর ! ঐ পুরীতে যথেষ্ট হরিষ্ণ কুশ এবং কাশ  
 সর্বদা পাওয়া যায়, তাহাতে সততই ঋষিগণ যজ্ঞ-  
 বিদ্বাকারী রাক্ষসদিগের পরাভব করিয়া তথায়  
 যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্বক ভগবানের আরাধনা করিয়া  
 থাকেন । ৩০

আদিরাজ মনুও পৃথিবীর মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়া  
 ঐ স্থানে কুশ ও কাশ আন্তরণ-পূর্বক যজ্ঞপুরুষ  
 ভগবানের অর্চনা করিয়াছিলেন, অতএব ঐ দেশ  
 অতি শ্রেষ্ঠ । ৩১



বহিষ্যতীং নাম বিভূর্বাং নিবিশ্য সমাবসৎ । তন্ত্ৰাং প্রবিষ্টৌ ভবনং তাপত্রয়বিনাশনম্ ॥৩২॥

সভার্য্যঃ সপ্রজ্ঞঃ কামান্ বুভুজেহন্ত্যাবিরোধতঃ ।

সংগীয়মানসৎকীর্ত্তিঃ সস্ত্রীভিঃ সুরগায়কৈঃ । প্রত্যাষেধনুবুদ্ধেন হৃদা শৃণু হরেঃ কথাঃ ॥ ৩৩ ॥

নিষ্কাতং যোগমায়াসু মুনিং স্বায়ত্ত্বং মনুম্ । যদাভ্রংশয়িতুং ভোগা ন শেকুর্ভগবৎপরম্ ॥ ৩৪ ॥

অযাতযামাস্তস্তাসন্ যামাঃ স্বাস্তুরযাপনাঃ । শৃণুতো ধ্যায়তো বিষ্ণোঃ কুর্ক্বতো ক্রবতঃ কথাঃ ॥৩৫॥

স একং স্বাস্তরং নিশ্চে যুগানামেকসপ্ততিম্ । বাসুদেবপ্রসঙ্গেন পরিভূতগতিত্রয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

শারীরা মানসা দিব্যা বৈয়্যাসে যে চ মানুষাঃ । ভৌতিকাস্চ কথং ক্লেশা বাধেরন্ হরিসংশ্রয়ম্ ॥৩৭॥

যঃ পৃষ্টৌ মুনিভিঃ প্রাহ ধর্ম্মান্ নানাবিধান শুভান্ । নৃণাং বর্ণাশ্রমাণাঞ্চ সর্বভূতহিতঃ সদা ॥ ৩৮ ॥

এতৎ ত আদিরাজস্য মনোশ্চরিতমদ্রুতম্ । বর্ণিতং বর্ণনীয়স্য তদপত্যোদয়ং শৃণু ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে

দেবহুতিপ্রদানং নাম দ্বাবিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

সে বাহা ইউক, আদিরাজ মনু যে বহিষ্যতী পুরীতে বসতি করিলেন, তথায় প্রত্যাগমন করিয়া আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়নাশক আপন ভবনে প্রবেশ করিলেন । ৩২

তিনি তথায় পুঞ্জ-কলত্র-সময়িত হইয়া ধর্ম্মাদির অবিরোধে বিবিধ ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । প্রত্যহ প্রত্যাষে সস্ত্রীক সুরগায়কগণ তাঁহার সৎকীর্ত্তি গান করিত, নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি আপনার হৃদয় দ্বারা হরিকথাই শ্রবণ করিতেন, অর্থাৎ সর্বদা ভগবৎ-পরায়ণ হইয়াই ষাবতীয় বিষয় ভোগ করিতেন । ৩৩

স্বায়ত্ত্ব মনু এইরূপে ভগবৎপরায়ণ হইয়া ঐচ্ছিক ভোগরচনায় অবস্থিত হওয়াতে ভোগসকল তাঁহাকে অভ্যস্ত ও অভিভব করিতে পারিল না । ৩৪

অন্তএব কালের যে সকল অবয়ব তাঁহার আপনার মনস্তর পূর্ণ করিতেছিল, সে সকলের সার বিনষ্ট হইল না । ফলতঃ তিনি সর্বদা ভগবৎ-কথা-শ্রবণ, ভগবানের ধ্যান, এবং আপনার বাক্য দ্বারা ভগবৎ-কথা রচনা করিতেন, ইহাতে তাঁহার সময় কখন নষ্ট হইবার সম্ভাবনা কি ? ৩৫

বিদ্রু ! ঐ প্রকারে আদিরাজ মনুর আপনার সময় একসপ্ততি যুগ ব্যাপিত হইল । ভগবান্ বাসুদেবের কথাশ্রসঙ্গে সর্বদাই তাঁহার চিত্ত আসক্ত থাকাতে তিনি জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থাকে পরাভূত করিয়াছিলেন । ৩৬

হে ব্যাসনন্দন ! ঐ মনুকে কোন সময়ে কোন প্রকার ক্লেশ বাধা দেয় নাই । বৎস ! শরীরোচ্ছ, মানসোচ্ছ, অন্তরীক্ষাগত শত্রুপ্রভব এবং শীতোষ্ণাদি-প্রভব ইত্যাদি বহুবিধ ক্লেশ আছে সত্য, কিন্তু সে সকল কি ভগবদাশ্রিত ব্যক্তির পীড়া জন্মাইতে পারে ? ৩৭

এই মনুর জ্ঞানাতিশয়ের কথা কি কহিব ? মুনিগণ তাঁহাকে ধর্ম্মজিজ্ঞাসা করাতে তিনি সর্বপ্রাণীর প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া বিবিধ শুভাবহ ধর্ম্ম এবং মানবজাতির সাধারণ ধর্ম্ম, তথা বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম সম্যকপ্রকারে কহিয়াছিলেন । ৩৮

বৎস ! আদিরাজ মনুর এই অদ্ভুত চরিত্র তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, এক্ষণে তাঁহার কথা দেবহুতির প্রভাব-বিবরণ বলি, শ্রবণ কর । ৩৯

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায় ।



## ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

ত্রিমৈত্রেয় উবাচ ।

পিতৃভ্যাং প্রস্থিতে সাধ্বী পতিমিঙ্গিতকোবিদা । নিত্যং পর্য্যটরং প্রীত্যা ভবানীং ভবং প্রভুং ॥ ১ ॥  
 বিপ্রভ্রুণাঙ্গশৌচেন গৌরবেণ দমেন চ । শুশ্রূষয়া সৌহৃদেন বাচা মধুরয়া চ ভোঃ ॥ ২ ॥  
 বিন্ধ্যজ্য কামং দম্ভঞ্চ ধ্বেষং লোভমঘং মদম্ । অপ্রমত্তোত্ততা নিত্যং তেজীয়াং সমতোষয়ং ॥ ৩ ॥  
 স বৈ দেবধিবর্য্যস্তাং মানবীং সমনুভ্রতাম্ । দৈবাদাগরীয়সঃ পত্ন্যুরাশাসানাং মহাশিষ্যঃ ॥ ৪ ॥  
 কালেন ভূয়সা ক্ৰমাং কৰ্শিতাং ব্রতচর্য্যয়া । প্রেমগদগদয়া বাচা পীড়িতঃ কুপয়াব্রবীৎ ॥ ৫ ॥

শ্রীকৰ্দম উবাচ ।

তুষ্টিহৃৎ তব মানবি মানদায়াঃ শুশ্রূষয়া পরময়া পরয়া চ ভক্ত্যা ।  
 যো দেহিনাময়মতীং স্তূহং স দেহো নাবেক্ষিতঃ সমুচিতঃ ক্ষপিতুং মদৰ্থে ॥ ৬ ॥

বিমানে কৰ্দম ও দেবহুতির বিহার

মৈত্রেয় কহিলেন, বৎস বিহুর ! পিতামাতা  
 স্বদেশে প্রস্থান করিলে সাধ্বী দেবহুতি সন্তুষ্ট-চিন্তে  
 পতির অভিপ্রায়ানুসারে অহরহ তাঁহার পরিচর্যা  
 করিতে লাগিলেন । ভগবতী যে প্রকারে মহাদেবের  
 শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, অবিকল সেই প্রকারে স্বামি-  
 সেবায় তৎপর হওয়াতে কি বিশ্বাস, কি শৌচ, কি  
 গৌরব, কি ইন্দ্রিয়দমন, কি সৌজ্ঞেয়প্রদর্শন, কি  
 মধুর বাক্যপ্রয়োগ, কোন বিষয়েই তাঁহার ত্রুটি  
 হইল না । ১-২

তিনি কাম, কপট, ঘেব, লোভ, অহঙ্কার এবং  
 নিবিদ্ধাচরণ এ সকল বিসর্জন-পূর্ব্বক অবহিতা  
 হইয়া সেবা দ্বারা অহরহ কেবল সেই স্বামীর সন্তোষ  
 জন্মাইতে লাগিলেন । ৩

বৎস ! মমুকতা দেবহুতির দৈব অপেক্ষাও  
 গুরুতর পতির নিকট মহৎ আশীর্ব্বাদ প্রাপ্তির

প্রার্থনা ছিল, ইহাতে তিনি সর্ব্বপ্রকার সেবা-শুশ্রূষা  
 দ্বারা ভক্তার চিন্তানুবর্তনে প্রবর্ত্তমানা থাকিলেন । ৪

তাঁহার শরীর একে ব্রতাচরণ দ্বারা শীর্ণ হইয়া-  
 ছিল, তাহাতে আবার বহুকাল ঐরূপে গত হওয়াতে  
 আরও ক্ষীণ হইয়া পড়িল ।

ঐ সময়ে এক দিন মুনিবর কৰ্দম সহধর্ম্মচারিণীর  
 প্রতি নেত্রপাত করিলেন, অজনার অজ্ঞানি  
 অবলোকিত হওয়াতে কৰ্দমের অন্তঃকরণ করুণা-  
 সন্ধারে পীড়িত হইল, অতএব প্রেমগদগদবচনে  
 সম্বোধন করিয়া বলিলেন । ৫

প্রিয়ে মানবি ! তুমি অতি মানদা, তোমার এই  
 শুশ্রূষা এবং ভক্তিতে আমার পরম পরিতোষ জন্মিল ।  
 কি আশ্চর্য্য ! যে দেহ দেহিমাত্রের অভিশয় প্রিয়,  
 তুমি সেই শরীরকেও আমার নিমিত্ত ক্ষয় করিতে  
 উদ্বৃত্ত হইয়াছ, এ কি ! আমার সেবায় আসক্তি-  
 বশতঃ তুমি পরম স্নেহাস্পদ দেহেও উপেক্ষা করিয়া-  
 ছিলে ? ৬



যে মে স্বধর্মনিরতস্ত তপঃসমাধিবিদ্যাভ্যোগবিজিতা ভগবৎপ্রসাদাঃ ।  
 তানেব তে মননুসেবনয়াবরুদ্ধান্ দৃষ্টিং প্রপশ্য বিতরাম্যভয়ানশোকান্ ॥ ৭ ॥  
 অশ্রো পুনর্ভগবতো ভ্রুব উদ্ভিজ্জ্বলিতাংশিতার্থরচনাঃ কিমুরুক্রমশ্চ ।  
 সিদ্ধাসি ভুঙ্ক্ষু বিভবান্ নিম্নধর্মদোহান্ দিব্যান্ নরৈর্দুর্ধিগাম্ পবিক্রিয়াভিঃ ॥ ৮ ॥  
 এবং ভ্রুবাণমবলাখিলযোগমায়াবিদ্যাবিচক্ষণমবেক্ষ্য গতাদিরাসৌৎ ।  
 সংপ্রশ্রয়প্রণয়বিস্তলয়া গিরেষদ্বীড়াবলোকবিলসদ্ধিসিতাননাহ ॥ ৯ ॥

শ্রীদেবহুতিরুবাচ ।

রাঙ্কং বত বিজবৃষৈতদমোঘযোগমায়াধিপে ত্বয়ি বিভো তদবৈমি ভর্ত্তঃ ।  
 যন্তেহভ্যধায়ি সময়ঃ সকৃদঙ্গসঙ্গো ভূয়াদগরায়সি গুণঃ প্রসবঃ সভীনাং ॥ ১০ ॥  
 তত্রেতিকৃত্যমুপশিক্ষ যথোপদেশং যেনৈষ মে কশিতোহতিরিরংসয়াত্মা ।  
 সিধ্যেত তে কৃতমনোভবধর্মিতায়া দীনস্তদাশ ভগবন্ সদৃশং বিচক্ষুঃ ॥ ১১ ॥

সুন্দরি ! আমি স্বধর্মে নিরত থাকিয়া তপস্যা, সমাধি এবং উপাসনা এই সকল বিষয়ে চিন্তকে একাগ্র করত তুমি ভগবানের প্রসাদস্বরূপ শোক-ভয়হীন যে যে দিব্য ভোগ জয় করিয়াছি, তুমি আমার শুশ্রূষা দ্বারা সেই সমস্ত ভোগ আয়ত্ত করিলে । আমি তোমাকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করিতেছি, তুমি তুমি ঐ সকল দেখিতে পাইবে । ৭

প্রিয়ে ! অশ্রু অশ্রু অনেক ভোগ আছে সত্য, কিন্তু সে সকল কি তোমার ভোগ্য ? ভগবানের জ্ঞানস্রোতে সে সকলের প্রতি মনোরথ বিদ্রোহিত হয়, অতএব তৎসমুদায় তোমার যোগ্য নহে, তুমি সিদ্ধ হইয়াছ, আপনার ধর্মে উপার্জিত ঐ সকল দিব্য ভোগ ভোগ কর । হে সুন্দরি ! ঐ সকল ভোগ্য মানবগণের অভ্যাস দুর্ভেদ, “আমরা রাজা” এইরূপ বিক্রিয়া অর্থাৎ এই প্রকার যে ভাগ্যবিকৃতি, তাহার দ্বারা ঐ সকল ভোগ ভোগ্য হইতে পারে না । ৮

মুনিবর কর্দ্দম অখিল যোগমায়ায় এবং উপাসনায় সুনিপুণ ছিলেন, আত্মমুখে এই প্রকার কহিলে তাঁহাকে অবলোকন করিয়াই দেবহুতির মনের ব্যথা দূরীভূত হইল; তিনি ঈষৎ লজ্জা প্রকাশপূর্বক স্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, তাহাতে তাঁহার বদনের

সাতিশয় শোভা হইল । পরে স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বিনয় ও প্রণয়বশতঃ বলিতে আরম্ভ করিলেন । ৯

দেবহুতি কহিলেন, হে বিজবর ! হে স্বামিন ! আপনি অমোঘ যোগ ও মায়ায় অধিপতি, বাহা বাহা কহিলেন, সকলই আপনাতে সিদ্ধ আছে, সংশয় নাই, কিন্তু আপনি আমার পাণিগ্রহণ-কালে যে অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেইটি সম্পন্ন করুন, বাহাতে আমার গর্ভধারণ হয়, এবদ্বিধ অঙ্গসঙ্গ একবার হউক । প্রভো ! পতিব্রতা নারীরা শ্রেষ্ঠ পতি পাইয়া যদি সন্তান প্রসব করিতে পারে, তাহাই তাহাদের সুমহৎ লাভ । ১০

হে মহাশয় ! যদি অঙ্গীকৃতপালনার্থ অঙ্গসঙ্গ করিতে মানস হয়, তবে তদ্বিষয়ের সাধন কামনা করে উপদ্রষ্ট আছে, উপকল্পিত করিতে আজ্ঞা হউক অর্থাৎ ভোক্তাদের দ্বারা শরীরে বলাধান করিতে অনুমতি দিন, তাহা হইলে আমার দেহ রত্নদ্বীপ সমর্থ হইবে । প্রভো ! মনোভব কাম আপনার নিকট ক্ষোভ পাইয়া আমার উপরে প্রগল্ভ হইয়াছে, তজ্জন্ত আমার মনঃ রমণেচ্ছায় আকর্ষিত হওয়ার্তে মনীয় দেহ দীন হইয়া পড়িয়াছে, এই কারণে কলাপ্য করা আবশ্যক । অপর যেখানে আমাদের অঙ্গসঙ্গ হইতে পারে, এমন উপযুক্ত ভবনও নিরূপণ করুন । ১১



শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

প্রিয়ায়াঃ প্রিয়মম্বিচ্ছন্ কৰ্দমো যোগমাস্থিতঃ । বিমানং কামগং ক্তন্তুহে'বাবিরচীকরং ॥ ১২ ॥  
 সৰ্বকামদুঃখং দিব্যং সৰ্ববরত্বসমস্থিতম্ । সৰ্ববন্ধুপচয়োদৰ্কং মণিস্তন্তৈরুপস্কৃতম্ ॥ ১৩ ॥  
 দিব্যোপস্করণোপেতং সৰ্বকালস্থাবহম্ । পট্টিকাভিঃ পতাকাভিঃ বিচিত্রাভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ১৪ ॥  
 অগ্ণিবিচিত্রমাল্যাভির্মঞ্জুসিঞ্জংষড়জ্জিভিঃ । দুকূলকৌমকৌশেয়ৈর্নানাবস্ত্রৈর্বিরাজিতম্ ॥ ১৫ ॥  
 উপযু'পরিবিশস্ত-নিলয়েষু পৃথক্ পৃথক্ । ক্লষ্টৈঃ কশিপুভিঃ কাস্তং পর্য্যঙ্কব্যজনাসনৈঃ ॥ ১৬ ॥  
 তত্র তত্র বিনিক্ষিপ্ত-নানাপিল্লোপশোভিতম্ । মহামরকতস্থল্যা জুষ্টং বিদ্রুমবেদিভিঃ ॥ ১৭ ॥  
 দ্বারু' বিদ্রুমদেহল্যা ভাতং বজ্রকবাটবৎ । শিখরেষিস্ত্রনীলেষু হেমকুণ্ডৈরধিশ্রিতম্ ॥ ১৮ ॥  
 চক্ষুঃপদ্মরাগাণ্যৈর্বজ্রভিভিষু নিশ্চিতৈঃ । জুষ্টং বিচিত্রৈবেতানৈঃ সহ্যৈর্হেমতোরণৈঃ ॥ ১৯ ॥  
 হংসপারাবতত্রাতৈস্তত্র তত্র নিকুঞ্জিতম্ । কৃত্রিমানু মণ্ডমানৈঃ স্বানধিরুহাধিরুহ চ ॥ ২০ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন, মুনিবর কৰ্দম আপনার প্রেমসীর এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার সন্তোষ নিমিত্ত যোগে বসিলেন। মুনির যোগ-প্রভাবে তৎক্ষণাৎ কামগামী একটি বিমান সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ১২

সেই দিব্য বিমান সকল অভিলাষের দোহনকারী, তাহা বিবিধ রত্নসমষ্টিত এবং ভগ্নাধ্য সর্বপ্রকার সম্পত্তির উপচয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধিশীল হইতেছিল, আর তাহা মণিময় স্তম্ভে সুশোভিত ছিল। ১৩

অপর, তাহার মধ্যে বহু প্রকার সজ্জা সংগৃহীত ছিল, এবং পট্টিকা নামে বস্ত্রবিশেষ এবং বিচিত্র পতাকা ইত্যাদি দ্বারা তাহার অলঙ্কারিত্রী প্রকাশ পাইতেছিল। অতএব দর্শনমাত্রে বোধ হইল, ইহা সকল কালেই সুখ বিস্তার করিবে। ১৪

অপিচ, সেই বিমানমধ্যে বহুমূল্য বিচিত্র মালা এবং পুষ্প সজ্জিত ছিল, সে সকলের মধু-গন্ধে ভূরি-ভূরি ভ্রমর অঙ্ক হইয়া চারিদিকে ভ্রমণ করত মনোহর ধ্বনি করিতে লাগিল। আর তাহার সকল অংশই দুকূল, কৌম, কৌণ্ডেয় ইত্যাদি বিবিধ বসনে আবৃত ছিল। ১৫

বিদ্রুম। সেই বিমানে উপযু'পরিভাবে বে সমস্ত

গৃহ নিশ্চিত ছিল, সে সকলের মধ্যে উত্তমোত্তম শয্যাও বিরচিত রহিয়াছিল এবং পর্য্যঙ্ক, ব্যজন এবং আসন স্থানে স্থানে সুসজ্জিত থাকিতে সকল স্থানই অতিশয় কমণীয় বোধ হইল। আর স্থানে স্থানে, নানাবিধ শিল্প-কর্ম্ম এবং কোণ স্থানে মরকতমণির স্থল, কোথাও বা মনোহর বিদ্রুম দৃষ্ট হইল। অহে বিদ্রুম! সেই বিমানের দ্বারও অনেক ছিল, সে সকল দ্বার বিদ্রুম দ্বারা রচিত হওয়াতে তাহারই বা শোভা কত! তাহার কপাটে কতই বজ্র (রত্ন-বিশেষ) খচিত রহিয়াছিল। তাহার শিখর সকল ইন্দ্রনীল মণিময়, তাহার উপরে আবার স্বর্ণ কলস স্থাপিত ছিল। তাহার বজ্রময় ভিত্তি সকল বৃহৎ বৃহৎ জ্যোতির্ময় পদ্মরাগখচিত ছিল এবং বিচিত্র বিভান, হার এবং সুবর্ণ-তোরণ বর্ষা-স্থানে বিশস্ত থাকিতে সর্বপ্রকারে রমণীয় বোধ হইল। ১৬-১৯

অপিচ, তাহাতে বহুবিধ হংস, পারাবত প্রভৃতি পক্ষী এবম্প্রকারে চিত্রিত রহিয়াছিল যে, অকৃত্রিম হংসাদি তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া উৎসর্গি বারম্বার পতন পূর্বক স্বজাতীয় ভ্রমে অঙ্ক করিতে লাগিল। ২০



বিহারস্থানবিশ্রাম-সংবেশপ্রাজ্ঞাজিরৈঃ । যথোপজোসং রচিঠৈবিস্মাপনমিবান্ননঃ ॥ ২১ ॥  
 ঐদৃগ্গৃহং তৎ পশ্যন্তীং নাতিপ্রীতেন চেতস।। সর্বভূতাশয়াভিজ্ঞঃ প্রাবোচৎ কৰ্দমঃ স্বয়ম্ ॥ ২২ ॥  
 নিমজ্জ্যাম্বিন্ ব্রুদে ভীৰু বিমানমিদমারুহ । ইদং শুক্লকৃতং তীর্থমাশিষাং যাপকং নৃণাম্ ॥ ২৩ ॥  
 সা তন্তুভূঃ সমাদায় বচঃ কুবলয়েক্ষণ।। সরজং বিভ্রতী বাসো বেণীভূতান্ স্বমূৰ্দ্ধজান্ ॥ ২৪ ॥  
 অঙ্গণং মলপঙ্কেন সংছন্নং শবলস্তনম্ । আবিবেশ সরস্বত্যাঃ সরঃ শিবজলাশয়ম্ ॥ ২৫ ॥  
 সান্তঃসরসি বেশ্মস্থাঃ শতানি দশ কন্যকাঃ । সৰ্ব্বাঃ কিশোরবয়সো দদর্শোৎপলগন্ধয়ঃ ॥ ২৬ ॥  
 তাং দৃষ্ট্বা সহসোথায় প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ স্ত্রিয়ঃ । বয়ং কৰ্ম্মকরীস্তভ্যঃ শাধি নঃ করবাম কিম্ ॥ ২৭ ॥  
 জ্ঞানেন তাং মহার্হেণ স্নাপয়িত্বা মনস্বিনীম্ । ত্রুকূলে নির্মলে নৃত্তে দদুর্যশ্চ চ মানদাঃ ॥ ২৮ ॥  
 ভূষণানি পরাঙ্ক্যানি বরীযাংসি দ্র্যমস্তি চ । অম্নং সর্বগুণোপেতং পানৈকৈবায়ুতাসবম্ ॥ ২৯ ॥

বৎস বিদ্রু! অধিক কি বলিব, সেই বিমানে  
 বিহারস্থান, বিশ্রামস্থান, শয়নস্থান, প্রাঙ্গণ এবং  
 প্রাচীরের বহিঃস্থ অজির ইত্যাদি সর্বপ্রকার সুখদায়ক  
 স্থানই সুন্দররূপে রচিত ছিল, তাহা দর্শন করিলেও  
 মায়ারও পরম বিস্ময় তন্মিত। ২১

এ প্রকার মহাভূত রমণীয় ভবন-রূপ বিমান  
 সম্মুখে উপস্থিত হইলেও দেবহুতির দেহমালিগ  
 এবং পরিচারিকার অভাব প্রযুক্ত তাহা দেখিয়া  
 চিন্তা সাত্তিশয় প্রীত হইল না, তাঁহার স্বামী  
 কৰ্দম বোগবলে সকল প্রাণীরই মানস জানিভেন,  
 প্রেমসীর ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহাকে  
 কহিলেন। ২২

হে ভীৰু! এ ব্রুদে অবগাহম করি। আসিয়া  
 এই বিমানে আবোহণ কর। এ সরোবর উৎকৃষ্ট  
 তীর্থ, ভগবান্ বিষ্ণু এ তীর্থ নির্মাণ করিয়াছেন,  
 উহা আনন্দবিন্দুপাত দ্বারা মানবগণের অভিলাষ  
 প্রদান করে। ২৩

দেবহুতি আনন্দমনে ভক্তার এই বচন গ্রহণ  
 করিলেন, তাঁহার পরিধান মলিন এবং কেশসকল  
 সংস্কারবিহীন হইয়াছিল। ২৪

অঙ্গ মলরূপ পঙ্কে আচ্ছন্ন থাকিতে স্তন্য

পাণ্ডু বিবর্ণ হইয়াছিল। স্বামীর আদেশমাত্রে  
 সর্বশ্রীসরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। এ ব্রুদের  
 জলে শিবদ জলচরণ বাস করিত। ২৫।

জলপ্রবেশ করিয়া? দেবহুতির বিস্ময় জন্মিল।  
 তাঁহার নয়ং গোচর হইল, সরোবরের অভ্যন্তরস্থ গৃহে  
 দশ শত কন্যা রহিয়াছে, তাহাদের ভরণ বয়স,  
 সকলের গাত্র হইতে উৎপলগন্ধ বহির্গত হইতেছে।  
 এ সকল কন্যা তাঁহাকে দেখিয়া সসজ্জমে গাত্রোথান  
 করিল এবং কৃতাজলি হইয়া বলিতে লাগিল,  
 আমরা আপনার কৰ্ম্মকরী, আমরাগিকে আজ্ঞা  
 করুন কি করিব। ২৬-২৭

এই বলিয়া আপনাতাই স্নানযোগ্য মহা  
 তৈলাদি লইয়া তাঁহার অঙ্গে লেপনপূর্বক স্নান  
 করাইয়া দিল, তাহার পরে অতি সুন্দর দুইখানি  
 নুতন ত্রুকূল পরিধান করাইল। ২৮

যে সকল উত্তমোত্তম অলঙ্কার তিনি ভাল-  
 বাসিতেন এবং যাহা যাহা অতিশয় দীপ্তিবৃদ্ধ  
 ছিল, সে সকল ভূষণে তাঁহার সৰ্ব্বাঙ্গ  
 ভূষিত করিল। তদনন্তর সর্বগুণোপেত ভক্ষ্য,  
 পেয় এবং সুস্বাদু আসব আনিয়া সম্মুখে  
 রাখিল। ২৯



অধাদর্শে স্বমাত্মানং স্রষ্টিং বিরজাম্বরম্ ।

বিরজং কৃতস্বস্ত্যয়নং কণ্ঠাভির্বহু মানিতম্ ॥ ৩০ ॥

স্নাতং কৃতশিরঃস্নানং সর্বভরণভূষিতম্ ।

নিষ্কগ্রীবং বলয়িনং কুজংকাঞ্চননূপুরম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রোণোরধ্যাস্তয়া কাঞ্চ্যা কাঞ্চন্য বহুরত্নয়া ।

হারেণ চ মহার্হেণ রত্নচকেন চ ভূষিতম্ ॥ ৩২ ॥

সুদতা সুদ্রবা দ্বাক্ষস্বিন্ধাপাঙ্গেন চক্ষুযা । পদ্মকোশস্পৃধা নীলৈরলকৈশ্চ লসন্মুখম্ ॥ ৩৩ ॥

যদা সন্মার স্বাঘভযুগাং দয়িতং পতিম্ । তত্র চাস্তে সহ স্ত্রীভির্ষত্রাস্তে স প্রজাপতিঃ ৩৪ ॥

ভর্তুঃ পুরস্তাদাত্মানং স্ত্রীসহস্ররতং তদা । নিশাম্য তদযোগগতিং সংশয়ং প্রত্যপদ্যত ॥ ৩৫ ॥

স তাং কৃতমলস্নানং বিভ্রাজন্তীমপূর্ববৎ । আত্মনো বিভ্রতীং রূপং সংবীতরুচিরন্তনাম্ ॥ ৩৬ ॥

বিদ্যাধরীসহস্রেণ সেব্যমানাং স্তবাসসম্ । জাতভাবো বিমানং তদারোহয়দমিত্রহন ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর দেবহুতি তত্রস্থ আদর্শে আপনার প্রতিবিম্ব অবলোকন করিলেন, তাহাতে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল, গলদেশে সুশোভন মাল্য দোহলামান এবং অভিযয় নিশ্চল বসন পরিধান, শরীরের কোন অংশে কিঞ্চিদাত্ম্য পাংশু নাই, যে অঙ্গে ষেক্রপ মঙ্গলাবহ ভূষণ করিতে হয়, সমুদয় সম্পন্ন করিয়া দিয়া কতকগুলি কণ্ঠ্য প্রশংসা করিতেছে । ৩০

আরও দেখিলেন, আপনার কলেবর উত্তমাদি দ্বারা উত্তমরূপে মার্জিত ও ক্ষালিত, এবং মস্তক তৈল দ্বারা অভ্যক্ত হইয়াছে, আর সর্বত্র সর্ব-প্রকার ভূষণে ভূষিত অর্থাৎ কণ্ঠদেশে নিক, হস্তে বলয়, চরণে শঙ্কায়মান নূপুর । ৩১

নিভস্বদেশে ভূরি ভূরি রত্নখচিত সুবর্ণময় রশনা, এবং গলদেশে মহার্হ হার ও অসংখ্য মঙ্গলদ্রব্য শোভা বিস্তার করিতেছে । ৩২ ।

আরও দৃষ্টিগোচর হইল, শোভন দশন, সুন্দর ক্র, পদ্মকোষের সহিত স্পর্শাকারী শোভন অপাঙ্গাঘিত নয়ন, এবং বিলাসশালিনী অলকাবলী, এই সকল দ্বারা আপনার বদন সাতিশয় শোভা পাইতেছে । ৩৩

দেবহুতি আপনাকে এই প্রকার অবলোকন করিয়া ঋষিগ্রেষ্ঠ প্রিয় পতিকের স্মরণ করিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বামী যেখানে ছিলেন, ঋণমাত্রে সেই স্থানে ঐ সকল কণ্ঠ্যগণে পরিবৃত হইয়া আপনাকে উপস্থিত দেখিলেন । ৩৪ ।

কিন্তু ভর্তার অগ্রে গিয়া যখন স্ত্রী-সহস্রপরিবৃত আপনার প্রতি এবং যোগাসনে আসীন স্বামীর প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন, তখন তাঁহার মনোমধ্যে সংশয় জন্মিল—তিনি বিস্মিত হইলেন । ৩৫

মুনিবর কর্দম দেখিলেন, স্নানান্তে প্রেয়সীর পরম শোভা হইয়াছে, বিবাহের পূর্বে তাঁহার ষেক্রপ সুন্দর কাস্তি ছিল, পুনর্ব্বার সেইরূপ হইয়াছে । বসনাবরণে তাঁহার সুন্দর স্তনযুগল শোভা পাইতেছে । ৩৬

তাঁহার পরিধানে সুন্দর বসন এবং সহস্র বিদ্যাধরী তাঁহার সেবায় উচ্চত । প্রিয়তমাকে এইরূপে অবলোকন করিয়া ঋষিবরের হৃদ্যাস্তঃকরণে প্রেমের উদয় হইল, তিনি ভার্য্যার করধারণ করিয়া বিমানে আরোহণ করাইয়া নিজের তাহাতে আরোহণ করিলেন । ৩৭



তস্মিন্নলুপ্তমহিমা প্রিয়ানুরক্তো বিজ্ঞাধরীভিরূপচৌৰ্বপুৰ্বিমাণে ।

বজ্রাজ উৎকচকুমুদগণবানপীযুষ্তারাবিরাস্ত ইবোড়ুপতিৰ্ভঙ্কঃ ॥ ৩৮ ॥

তেনাষ্টলোকপবিহারকুলাচলেন্দ্রোদগীঘনঙ্গসখমারুতসৌভগাঙ্ঘ্র ।

সিদ্ধৈর্নুতো ছ্যধুনিপাতশিবস্বনাঙ্ঘ্র রেমে চিরং ধনদবল্ললনাবরুথী ॥ ৩৯ ॥

বৈশ্রস্তকে সুরসনে নন্দনে পুষ্পভদ্রকে । মানসে চৈত্ররথ্যে চ স রেমে রাময়া রতঃ ॥ ৪০ ॥

ভ্রাজিফুনা বিমানেন কামগেন মহীয়সা । বৈমানিকানত্যশেত চরৎল্লোকান্ যথানিলঃ ॥ ৪১ ॥

কিং ছুরাপাদনং তেষাং পুংসামুদামচেতসাম্ । যৈরাশ্রিতস্তৌৰ্ধপদশচরণো ব্যসনাত্যয়ঃ ॥ ৪২ ॥

প্রেক্ষয়িত্বা ভুবো গোলং পঠ্যৈ যাবান্ স্বসংস্থয়া । বহ্নাশ্চর্য্যং মহাযোগী স্বাশ্রয়ায় শ্রবর্তত ॥ ৪৩ ॥

বিভজ্য নবধাত্বানং মারবাং সুরতোংস্থকাম্ । রামাং নিরময়ন্ রেমে বর্ষপুংগান্ মুহুর্ভবৎ ॥ ৪৪ ॥

তস্মিন্ বিমান উৎকৃষ্টাং শয্যাং রতিকরীং শ্রিতা । ন সাবুধ্যত তং কালং পতাহপীব্যেন গঙ্গতা ॥ ৪৫ ॥

তিনি অনুরাগযুক্ত হইয়া প্রিয়তমার সহিত বিমানারোহণ করিলে অতিশয় স্তবমাসম্পন্ন হইলেন এবং তাঁহার মহিমারও কোমণ্ড অংশ লুপ্ত হইল না । বিজ্ঞাধরীগণ নানাপ্রকারে তাঁহার শারীরিক সেবা করিতে লাগিল । কুমুদগণের প্রকাশক তারানিকরে পরিবৃত আকাশ-মণ্ডলে পূর্ণচন্দ্রের বেরূপ শোভা হয়, ঐ মুনিরও ঠিক তদ্রূপ শ্রী প্রকাশিত হইল । ৩৮

তাঁহার পর তিনি স্ত্রীসমূহে পরিবৃত হইয়া সেই বিমানোপরি অনেক দিন জোড়া করিতে লাগিলেন, অষ্টলোকপালের বিহারস্থল স্রমের পরিত্যক্ত যে যে কন্দর সুশীতল, সুগন্ধ ও ধীর অনিল দ্বারা কমনীয় এবং যে স্থান সুরনদী মন্দাকিনীর পতনশব্দে শঙ্কায়মান, তথায়—কুবের ভ্রমণকালে সিদ্ধগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া বেরূপ প্রীতি লাভ করেন, মুনিবর কর্দ্দমও তদ্রূপ প্রীতি লাভ করিতে লাগিলেন । ৩৯

সেই বিমানে অবস্থিত হইয়া তিনি বৈশ্রস্তক, সুরসন, নন্দন, পুষ্পভদ্রক, চৈত্ররথ প্রমুখ বিবিধ দেবোচ্চান-সমূহে এক মানস সরোবর প্রভৃতি স্থানে নিজ প্রিয়ভমার সহিত শ্রীত হইয়া জোড়া করিতে লাগিলেন । ৪০

অনন্তর তিনি দৌণ্ডিশালী ও কামগামী সেই মহাবিমানযোগে বায়ুর আয় সকল লোকে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং অত্যন্তসময়ের মধ্যেই তিনি বৈমানিক লোক সকলকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । ৪১

হে বিহর ! কর্দ্দম ঋষির এইরূপ বৈমানিক লোক উল্লঙ্ঘনে আশ্চর্য্যান্বিত হইও না, কারণ, ভগবান্ তর্ধপাদ হরির যে চরণদ্বয় সুরগমাত্র সংসারনাশ হয়, সেই চরণকমল যে সকল ধীর ব্যক্তি আশ্রয় করেন, তাঁহাদের কি কিছু চুপ্তাপ্য থাকে ? ৪২

মহাযোগী কর্দ্দম ঐ প্রকারে ভ্রমণ করিতে করিতে অতি আশ্চর্য্যজনক অবনোমণ্ডলের দীপবর্ষাদি বাবতীয় অংশ প্রিয়তমাকে দর্শন করাইয়া স্বীয় আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন । ৪৩

অনন্তর মনুকৃতা দেবহুতিকে রমণার্থ উৎসুক দেখিয়া তিনি আপনাকে নয় প্রকারে ভাগ করিয়া তাঁহার সহিত রত্নজীড়ায় বহু বৎসর যুদ্ধভের আয় অতিবাহিত করিলেন । ৪৪

দেবহুতিও সেই বিমানে রতিকরী উৎকৃষ্ট শয্যায় পতির সহিত রত্নজীড়ায় ব্যাপ্ত থাকিয়া এত বৎসর বেগত হইল, তাহা জানিতে পারিলেন না । ৪৫



এবং যোগানুভাবেন দম্পত্যো রমমাণয়োঃ । শতং ব্যতীযুঃ শরদঃ কামলালসয়োর্ম'নাক্ ॥৪৬॥  
 তস্ত্যামাধস্ত রেতস্তাং ভাবয়ম্মাত্মনাত্মবিৎ । নোথা বিধায় রূপং স্বং সর্বসঙ্কল্পবিদ্বিভুঃ ॥ ৪৭ ॥  
 অতঃ সা হৃষুবে সন্তো দেবহুতিঃ স্ত্রিয়ঃ প্রজাঃ । সর্বাস্তাশ্চারুসর্বাক্ষ্যো লোহিতোৎপলগন্ধরঃ ॥৪৮॥  
 পতিং সা প্রব্রজিষ্যন্তং তদালক্ষ্যোশতী বহিঃ । স্ময়মানা বিক্লবেন হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ৪৯ ॥  
 লিখন্ত্যধোমুখী ভূমিং পদা নখমণিশ্রিয়া । উবাচ ললিতাং বাচং নিরুধ্যাক্ষকলাঃ শনৈঃ ॥৫০॥

শ্রীদেবহুতিরুবাচ ।

সর্বং তন্তুগবান্ মহমুপোবাহ প্রতিশ্রুতম্ । অথাপি মে প্রপন্নায়া অভয়ং দাতুমর্হসি ॥ ৫১ ॥  
 ব্রহ্মানু দুহিতৃভিস্তভ্যং বিয়ুগ্যাঃ পতয়ঃ সমাঃ । কশ্চিৎ শ্রাস্তে বিশোকায় ভূয়ি প্রব্রজিতে বনম্ ॥৫২॥  
 এতাবতালং কালেন ব্যতিক্রান্তেন মে প্রভো । ইচ্ছ্যার্থপ্রসঙ্গেন পরিত্যক্তপরাত্মনঃ ॥ ৫৩ ॥

ঐ দম্পতি যোগপ্রভাবে সুরভক্রীড়ায় আসক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া কামমুগ্ধতাহেতু তাঁহাদিগের শত সম্বৎসর অতি অল্পকালের স্থায় অতিবাহিত হইল । ৪৬

সর্বসঙ্কল্পবিদ্ ও আত্মতত্ত্বজ্ঞ ঋষি দেবহুতির বহু অপভ্রাত্যভের সংকল্প জানিতে পারিয়া নিজের ঐ কামনা পূর্ণ করিবার সামর্থ্য থাকায় স্বীয় প্রিয়-তমাকে স্বদেহের অর্ধরূপে ভাবনা পুরঃসর আপনাকে নয় প্রকারে বিভক্ত করত তদীয় গর্ভে বীৰ্য্যধান করিলেন । ৪৭

অনন্তর তাঁহার পত্নী দেবহুতি সন্তাই কতকগুলি কণ্ঠা প্রসব করিলেন—সেই কণ্ঠাগুলি সকলেই সর্বদ্বিজগন্দরী এবং তাহাদের সকলের অঙ্গ হইতেই রক্তোৎপলের সৌরভ বহির্গত হইতেছিল । ৪৮

অতঃপর দেবহুতি স্বামীকে প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বনে উচ্চ ১ দেখিয়া তিনি বাহ্যে বিস্মিতা ও অন্তরে অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন এবং তাঁহার হৃদয় শোকে নিতান্ত ব্যথিত হইল । ৪৯

তিনি নিদাক্ষ চিন্তায় আকুল হইয়া অশো-  
 মুখে নখমণিশোভিত চরণে ভূমি খনন করিতে  
 লাগিলেন এবং অশ্রুবারি নিরোধ কবিয়া কোমল  
 বচনে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন । ৫০

দেবহুতি কহিলেন, ভগবন্, আপনি আমার  
 নিকট যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, সে সমুদায়ই  
 সম্পন্ন করিয়াছেন, এক্ষণে আমি পুনরায় আপনার  
 শরণাগত হইলাম, আমাকে অভয় দান করুন । ৫১

হে ব্রহ্মানু! আপনি প্রব্রজ্যার্থে বনে গমন  
 করিলে আপনার এই কণ্ঠাদিগকে স্ব স্ব উপযুক্ত  
 পতি অধেষণ করিতে হইবে,—ইহা অপেক্ষা আমার  
 দৈন্ত্য আর কি আছে? আর আপনি প্রব্রজ্যা  
 অবলম্বন করিলে কে আমাকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান  
 করিবে? ৫২

এত কাল বিষয়ভোগে অতিবাহিত করিলাম,  
 এখন তাহা পূর্ণ হইয়াছে। আমি ইচ্ছিয়ভোগে এমন  
 আসক্ত ছিলাম যে, তাহাতেই আসক্ত হইয়া স্বীয়  
 পরমাত্মাকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলাম । ৫৩

বিস্তৃতি—পুরুষের গুণ অধিক পরিমাণ করিত হইলে  
 ঐ গর্ভে পুত্র এবং স্ত্রীর রেত অধিক পরিমাণ থাকিলে  
 তাহাতে কণ্ঠা জন্মিয়া থাকে। যাহার মনে অধিক আসক্তি

থাকে, তাহারই তেজ অধিক পরিমাণে নির্গত হয়। কর্দম  
 ঋষি আত্মতত্ত্বজ্ঞ হওয়ার তাঁহার ক্রীসঙ্গে অধিক আসক্তি ছিল  
 না; এই জন্য এই নয় গর্ভে নয়টি কণ্ঠার উৎপত্তি হইল । ৪



ইন্দ্রিয়ার্থেষু সজ্জন্ত্য। প্রসঙ্গস্থি মে কৃতঃ। অজানন্ত্য। পরং ভাবং তথাপ্যন্তুভয়ায় ক্তে ॥৫৪॥  
 সঙ্গো যঃ সংস্হতের্হেতুরসংস্হ বিহিতৌহধিয়া। স এব সাধুযু কৃতো নিঃসঙ্গহায় কল্পতে ॥ ৫৫ ॥  
 নেহ যৎকর্ম ধর্ম্যায় ন বিরাগায় কল্পতে। ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥৫৬ ॥  
 সাহং ভগবতে। নুনং বঞ্চিতা মায়য়া দৃঢ়ম্। যৎ ত্বাং বিমুক্তিদং প্রাপ্য ন মুমুক্শেয় বন্ধনাৎ ॥৫৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতাষাং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে

দেবহৃত্যনুতাপো নাম ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

আমি ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া আপনাতে অনুরক্ত  
 ছিলাম, ঐ জগৎ আপনার পবনভাবে আমার  
 বুদ্ধিতে উদয় হয় নাই, প্রার্থনা করি, আপনার  
 অনুগ্রহে ঐ সকল বিষয় আমাৎ অভয়াথৈই  
 হউক। ৫৪

হে মুনিবর! আমি শুনিয়াছি, অজ্ঞানবশতঃ  
 অসদ্বিশয়ে আসক্তি হইলে তাহা সংসারভয়ের কারণ  
 হয় বটে, কিন্তু সেই আসক্তি সাধু পুরুষে বিহিত

হইলে নিঃসঙ্গহের কারণ বলিয়া বিবেচি  
 হয়। ৫৫

প্রভো! যাহার কর্ম ইহলোকে ধর্ম্য, বৈরাগ্য  
 বা হরিসেবায় পর্য্যবসিত না হয়, সে ভাবিত হইলেও  
 মৃত। ৫৬

আমি ভগবানের মায়ায় অতিশয় বঞ্চিত  
 হইয়াছি, যেহেতু আপনার শ্রায় মোক্ষপ্রদ স্বামী  
 প্রাপ্ত হইয়াও মুক্তির জগৎ ইচ্ছামাত্রও করি নাই। ৫৭

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।



## চতুর্বিংশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

নির্বেদবাদিনীমেবং মনোহুঁহিতরং মুনিঃ । দয়ালুঃ শালিনীমাহ শুক্লাভিযাহতং স্মরন্ ॥ ১ ॥

শ্রীঋষিরুবাচ ।

ম্মা খিদো রাজপুত্রীখমাত্মানং প্রত্যনিন্দিতে । ভগবাংস্তেহঙ্করো গর্ভমদূরাং সংপ্রপৎস্ততে ॥ ২ ॥

ধৃতব্রতাসি ভদ্রং তে দমেন নিয়গেন চ । তপোদ্রবিণদানৈশ্চ শ্রদ্ধয়া চেশ্বরং ভজ ॥ ৩ ॥

স ত্বয়ারাধিতঃ শুরো বিতম্বন্ মামকং যশঃ । ছেতা তে হৃদয়গ্রাহিমাদর্ষ্যো ব্রহ্মভাবনঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

দেবহুতাপি সম্দেশং গৌরবেণ প্রজাপতেঃ । সম্যক্ শ্রদ্ধায় পুরুষং কূটস্থমভজদগুরুম্ ॥ ৫ ॥

তস্তাং বহুতিথে কালে ভগবান্ মধুসূদনঃ । কার্দমং বীৰ্য্যমাপম্নো জজ্ঞেহগ্নিরিব দারুণি ॥ ৬ ॥

অবাদয়ংস্তদা ব্যোম্নি বাদিত্রাণি ঘনাঘনাঃ । গায়ন্তি তং স্ম গন্ধর্বা নৃত্যন্ত্যপ্সরসো মুদা ॥ ৭ ॥

পেতুঃ স্মনসো দিব্যাঃ খেচরৈরপবর্জিতাঃ । প্রসেদুশ্চ দিশঃ সর্বা অন্তাংসি চ মনাংসি চ ॥ ৮ ॥

দেবহুতি-গর্ভে কপিলের জন্ম

শ্রীমৈত্রেয় করিলেন,—মণুহুতি। দেবহুতির এই প্রকার নির্বেদবাক্য শুনিয়া মুনিবর কর্দম করুণাপূর্ণ হৃদয়ে ভগবান্ যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া সেই সুশীলা রাজকন্যাকে কহিলেন । ১

ঋষি কহিলেন,—“হে অনিন্দিতে রাজপুত্রি ! তুমি নিজেকে ভাগ্যহীনা বলিয়া খেদ করিও না, অক্ষর ভগবান্ অচিরেই তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন । ২

তুমি ধৃতব্রতাই আছ, এক্ষণে ইন্দ্রিয়দমন, স্বধর্ম্মাচরণ, তপশ্চর্যা এবং ধনদানের দ্বারা শ্রদ্ধা-সহকারে ভগবানের আরাধনা কর । ৩

এরূপে তোমা দ্বারা আরাধিত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু আমার যশ বিস্তার করিয়া তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং তোমাকে পরমব্রহ্ম বিষয়ে

উপদেশ দান করিয়া তোমার হৃদয়গ্রাহি ছেদন করিবেন । ৪

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—দেবহুতিও প্রজাপতি কর্দমের এই প্রকার উপদেশ-বাক্য সগৌরবে গ্রহণ করিয়া পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাসহকারে কূটস্থ পরমপুরুষ জগদগুরু ভগবানের ভজনা করিতে লাগিলেন । ৫

এইরূপে বহুকাল অতিক্রান্ত হইলে কার্ত্তে যেমন অগ্নি উৎপন্ন হয়, ভগবান্ মধুসূদন কর্দমের বীৰ্য্য আশ্রয় করিয়া দেবহুতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন । ৬

যখন দেবহুতির গর্ভে ভগবান্ বিষ্ণু উৎপন্ন হইলেন, তখন গগনমণ্ডলে বর্ষণশীল মেঘসকল হইতে বিবিধ বাত্ম হইল এবং গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিল ও অপ্সরাসমূহ আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিল । ৭

আকাশ হইতে খেচরনিকর কর্তৃক পরিমুক্ত দিব্য পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল, আর দিক, জল ও সর্ব্ব-প্রাণীর মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল । ৮

বিস্তৃতি ।—হৃদয়গ্রাহি শব্দে উপনিষদাদিতে সমস্ত বাসনার মূলরূপ অহঙ্কারকে অভিহিত করা হইয়াছে । ৪



তৎ কৰ্দমাশ্রমপদং সরস্বত্যা পরিশ্রিতম্ । স্বয়ম্ভুঃ সাক্ষ্যমিতিমরীচাদিভিরভ্যয়াৎ ॥ ৯ ॥  
 ভগবন্তং পরং ব্রহ্ম সত্বেনাংশেন শত্রুহন । তত্ত্বসংখ্যানবিজ্ঞপ্ত্য জাতং বিদ্বানজঃ স্বরাট্ ॥ ১০ ॥  
 সভাজয়ন বিশুদ্ধেন চেতসা তচ্চিকীৰ্ষিতম্ । প্রহৃষ্যমাণৈরহুভিঃ কৰ্দমক্ষেদমভ্যধাৎ ॥ ১১ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ ।

হুয়া মেহপচিতিস্তাত কল্লিতা নির্ঝালীকতঃ । যশ্চে সংজগৃহে বাক্যং ভবান্ মানদ মানয়ন্ ॥ ১২ ॥  
 এতাবত্যেব শুশ্রূষা কার্য্যা পিতরি পুত্রকৈঃ । বাঢ়মিত্যনুমন্তোত গৌরবেণ গুরোর্বচঃ ॥ ১৩ ॥  
 ইমা দুহিতরঃ সত্যস্তব বৎস স্তম্ভায়াঃ । সর্গমেতং প্রভাবৈঃ শৈশবংহয়িম্যস্তি নৈকধা ॥ ১৪ ॥  
 অতস্ত্বম্ভিমুখ্যেভ্যো যথাশীলং যথারুচি । আত্মজাঃ পরিদেহ্যন্ত বিস্মৃণীহি যশো ভুবি ॥ ১৫ ॥  
 বেদাহমাণং পুরুষমবতারং স্বমায়য়া । ভূতানাং শেবধিং দেহং বিভ্রাণং কপিলং মূনে ॥ ১৬ ॥  
 জ্ঞানবিজ্ঞানযোগেন কৰ্ম্মণামুদ্রয়ন্ জটীঃ । হিরণ্যকেশঃ পদ্মাক্ষঃ পদ্মমুদ্রাপদাম্বুজঃ ॥ ১৭ ॥  
 এষ মানবি তে গৰ্ভং প্রবিষ্টঃ কটভার্দনঃ । অবিদ্যাসংশয়গ্রস্তিং ছিদ্ভা গাং বিচরিস্যতি ॥ ১৮ ॥

হে শত্রুহন! তদনন্তর মরীচি প্রভৃতি  
 মুনিগণ সমভিব্যাহারে ব্রহ্মা সরস্বতী নদী দ্বারা  
 পরিবেষ্টিত কৰ্দমাশ্রমে আগমন করিলেন । ৯

স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানপ্রভাবে ব্রহ্মা জানিতে পারিলেন  
 যে, বিশেষরূপে সাংখ্যজ্ঞান বিজ্ঞাপনার্থ পরব্রহ্ম  
 স্বয়ং ভগবান্ সত্ত্ব অংশে উৎপন্ন হইয়াছেন । ১০

বিশুদ্ধ চিত্ত দ্বারা ভগবানের ঐ চিকীৰ্ষিত অবগত  
 হওয়াতে ব্রহ্মা ওদীয় বাসনার প্রশংসা করিলেন ।  
 পরে প্রহৃষ্টেন্দ্রিয় হইয়া আনন্দ প্রকাশ পূর্বক কৰ্দম  
 এবং দেবহুতিকে বলিলেন । ১১

ব্রহ্মা প্রথমতঃ কৰ্দমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,  
 হে ভাত! তুমি সম্যকপ্রকায়ে আমার পূজা  
 করিলে, যেহেতু অকপটে আমার প্রতি মানদান-  
 পূর্বক আমার বাক্য গ্রহণ করিয়াছ । ১২

বৎস! পিতাদি গুরুলোকে কোন আদেশ  
 করিলে “বে আজ্ঞা” এই কথা বলিয়া গৌরব প্রদর্শন  
 পূর্বক যে মান্ত করা, ইহাই তো গুরুশ্রদ্ধা, পুত্রদের  
 পিতার প্রতি ঐ প্রকার সেবা করাই কর্তব্য । ১৩

হে বৎস! তোমার এই সকল দুহিতা পতিব্রতা  
 হইবেন এবং ইহার স্ব স্ব বংশ দ্বারা অনেক  
 প্রকারে সৃষ্টি বৃদ্ধি করিবেন । ১৪ ॥

অতএব এই সকল প্রধান ঋষি মরীচি প্রভৃতি  
 আমার সমভিব্যাহারে উপস্থিত আছেন, ইহার  
 যেকপ শীল বিবেচনা করিয়া ইচ্ছানুসারে অস্ত্রই  
 আপন কণ্ঠাদিগকে এই সকল পাত্রে সমর্পণ কর ।  
 ভূমণ্ডলে তোমার বংশ বিস্তীর্ণ হউক । ১৫

হে মূনে! তোমার এই যে বালকটি, ইনি  
 সাক্ষাৎ ঐশ্বর, দেখিয়াই আমি জানিতে পারিলাম,  
 আত্ম পুরুষ ভগবান্ স্বীয় মায়া দ্বারা প্রাণিগণের  
 সর্বাভীষ্টপ্রদ এই দেহ ধারণ করিয়া কপিলরূপে  
 তোমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন । ১৬

অনন্তর দেবহুতির প্রতি দৃষ্টি মিক্ষেপ পূর্বক  
 কহিলেন, বৎস! এই বালকটির চক্ষুর্ভর পদ্মমুদ্রা,  
 কেশ হিরণ্যবর্ণ, পাদপদ্মে পদ্মমুদ্রা রহিয়াছে, ইনি  
 সামান্য শিশু নহেন, শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞান ও পরোক্ষ-  
 জ্ঞানরূপ উপায় দ্বারা কৰ্ম্মমূল বাসনাকে সমূলে  
 উন্মূলিত করিবেন । ১৭

হে মানবি! ইনিই ভগবান্ কৈটভারি, তোমার  
 গর্ভে প্রবিষ্ট: হইয়াছিলেন, ইনি তোমার অবিদ্যা  
 অর্থাৎ স্বরূপজ্ঞান এবং সংশয় অর্থাৎ মিথ্যা-  
 জ্ঞানস্বরূপ হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করিয়া অবনীমণ্ডলে  
 জন্ম করিবেন । ১৮



অয়ং সিদ্ধগণাধীশঃ সাংখ্যাচার্য্যৈঃ হুসম্মতঃ । লোকে কপিল ইত্যখ্যাং গন্তা তে কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ ॥১৯

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

তাবাশ্বাস্ত্র জগৎস্রষ্টা কুমারৈঃ সহনারদঃ । হংসো হংসেন যানেন ত্রিধামপরমং যযৌ ॥ ২০ ॥

গতে শতধৃতৌ কৃতঃ কর্দমস্তেন চোদিতঃ । যথোচিতং স্বচুহিতঃ প্রাদাদ্বিশ্বস্বজাং ততঃ ॥২১॥

মরাচয়ে কলাঃ প্রাদাদনসূয়ামথাত্রয়ে । শ্রদ্ধামঙ্গিরসেহযচ্ছৎ পুলস্ত্যায় হবিভূবম্ ॥ ২২ ॥

পুলহায় গতিং যুক্তাং ক্রতবে চ ক্রিয়াং সতীম্ । খ্যাতিঞ্চ ভৃগবেহযচ্ছদ্বসিষ্ঠায়াপ্যরুদ্রতীম্ ॥২৩॥

অথর্ববেহেদদাচ্ছান্তিং যয়া যজ্ঞো বিতন্ততে । বিপ্রর্ষভান্ কৃতোদ্বাহান্ সদারান্ সমলায়ৎ ॥২৪॥

ততস্ত ঋষয়ঃ কৃতঃ কৃতদারা নিমন্ত্য তম্ । প্রতিষ্ঠান্ নন্দিমাপন্নাঃ স্বঃ স্বমাত্রমমণ্ডলম্ ॥২৫॥

স চাবতীর্ণং ত্রিযুগমাজ্ঞায় বিবুধর্ষভম্ । বিবিক্ত উপসঙ্গম্য প্রণম্য সমভাবত ॥ ২৬ ॥

শ্রীকর্দম উবাচ ।

অহো পাপচ্যমানানাং নিরয়ে শৈরমঙ্গলৈঃ । কালেন ভূয়সা নুনং প্রসীদন্তীহ দেবতাঃ ॥ ২৭ ॥

বৎসে । ইনি সিদ্ধগণের অধীশ্বর এবং সাংখ্যাচার্য্য কর্তৃক পূজিত হইয়া লোকে কপিল এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবেন, অতএব ইহা হইতে তোমার প্রশংসনীয় কীর্ত্তি বর্দ্ধিত হইবে । ১৯

মৈত্রেয় কহিলেন—কর্দম এবং দেবহুতিকে এই প্রকারে আশ্বাস প্রদান করিয়া ব্রহ্মা হংস-যানে আরোহণ পূর্বক নারদ ও অন্ত কতিপয় কুমার সহিত তৃতীয় স্বর্গের পরা সীমা সত্যলোকে গমন করিলেন । অর্থাৎ কর্দমের কন্যাগণের পাণিগ্রহণার্থ মরীচি প্রভৃতিকে সেই স্থানে স্থাপন করিয়া পাঁচ জন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । ২০

অহে বিহুর ! ব্রহ্মা গমন করিলে প্রজাপতি কর্দম তাঁহার নির্দেশানুসারে সেই সকল বিশ্বস্রষ্টা ঋষিগণকে যথাবিধি কন্যা সম্প্রদান করিতে প্ররূপিত হইলেন । মরীচিকে কলা, অত্রিকে অনসূয়া, অঙ্গিরাকে শ্রদ্ধা এবং পুলস্ত্যকে হবিভূবান্নী কন্যা প্রদান করিলেন । ২১-২২

পুলহকে তাঁহার উপযুক্ত গতিদানী কন্যাকে

এবং ক্রতুকে ক্রিয়া ও ভৃগুকে খ্যাতি এবং বসিষ্ঠকে অরুদ্রতী প্রদত্তা হইল । ২৩

আর যে শান্তি দ্বারা যজ্ঞ সমৃদ্ধ করা গিয়া থাকে, সেই শান্তি নামিকা কন্যা ঐ প্রকারে কর্দমের সম্প্রদানে মহামুনি অথর্ববার পত্নী হইলেন । প্রজাপতি কর্দম এই প্রকারে কন্যা সম্প্রদান করিয়া সদার ঐ সমস্ত জামাতা বিপ্রবর্ষ্যকে ক্রিয়াকাল লালন করিলেন । ২৪

তদনন্তর কৃতদার সেই সকল ঋষি স্বপ্তরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সহর্ষমনে স্ব স্ব আশ্রমে গমন করিলেন । ২৫

তাঁহারা সকলে বিদায় হইয়া গেলে মুনিবর কর্দম ভগবান্ বিষ্ণুকে স্বয়ং ভবনে অবতারণ জানিয়া নির্জ্ঞানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং প্রণামপূর্বক কহিতে লাগিলেন । ২৬

কর্দম কহিলেন, অহো, কি আশ্চর্য্য ! যে সকল ব্যক্তি এই সংসারে স্ব স্ব পাপরূপ অগ্নি দ্বারা অত্যর্ধ দহমান, তাহাদের প্রতি বহুকালে দেবতার প্রসন্নতা হয় । ২৭

বিস্তৃতি ।—এই কপিলদেবই মূল সাংখ্যাচার্য্য, পদ্মপুরাণে ইহার কথাই উল্লিখিত হইয়াছে, অন্ত নিরীশ্বর কপিল বেদবিরোধী বলিয়া তিনি আচার্য্যগণের

অনুমোদিত নহেন ; নিরীশ্বর কপিল অগ্নিবংশজ । বাহুদেবের অবতার কপিলের কথাই বেতাখতর প্রতিতে দেখা যায় । ১৯



বহুজন্মবিপকেন সম্যগ্‌যোগসমাধিনা । দ্রষ্টুং যতন্তে যতয়ঃ শূন্যাগারেণু যৎপদম্ ॥ ২৮ ॥  
 স এব ভগবানশ্চ হেলনং ন গণ্য নঃ । গেহেষু জাতো গ্রাম্যাণাং যঃ স্বানাং পক্ষপোষণঃ ॥ ২৯ ॥  
 স্বীয়ং বাক্যমুতং কর্তুমবতীর্ণোহসি মে গৃহে । চিকার্বুর্ভগবান্ জ্ঞানং ভক্তানাং মানবর্দ্ধনঃ ॥ ৩০ ॥  
 তান্বেব তেহভিরূপাণি রূপাণি ভগবন্তব । যানি যানি চ রোচন্তে স্বজ্ঞানানামরূপাণিঃ ॥ ৩১ ॥

হ্যাং সুরিভিস্তবুভুৎসয়াদ্ধা সদাভিবাদাইগপাদপীঠম্ ।  
 ঐশ্বর্য্যবৈরাগ্যযশোহববোধবোধ্যপ্রিয়াং পূর্তমহং প্রপত্তে ॥ ৩২ ॥  
 পরং প্রধানং পুরুষং মহান্তং কালং কবিং ত্রিবৃতং লোকপালম্ ।  
 আত্মানুভূত্যানুগতপ্রপঞ্চং স্বচ্ছন্দশক্তিং কপিলং প্রপত্তে ॥ ৩৩ ॥  
 আত্মাভিপৃচ্ছেহত পতিং প্রজানাং ত্বয়াবতীর্ণ উতাপ্তকামঃ ।  
 পরিব্রজৎপদবীমাশ্বিতোহহং চরিত্যে ত্বা হৃদি যুঞ্জন্ বিশোকঃ ॥ ৩৪ ॥

যতিগণ নির্জন স্থানে অবস্থিতি করিয়া বহুজন্মে  
 ভক্তিযোগ পূর্বক চিত্তের একাগ্রতা স্থাপন করিয়া  
 তদ্বারা বাঁহার পাদপদ্মের দর্শন প্রাপ্ত হন । ২৮

সেই এই ভগবান্ আমাদের লঘুতা গণ্য না  
 করিয়া আমরা গ্রাম্য অর্থাৎ নীচ হইলেও আমাদের  
 গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ! প্রভো ! তোমার ইহা  
 উচিতই বটে, যে হেতু, তুমি আপনার ভক্তদিগের  
 পক্ষ পরিপুষ্ট করিয়া থাক । ২৯ ॥

অপর, হে ভগবন্ ! বুঝিলাম, তুমি আপনার বাক্য  
 অর্থাৎ “তোমার পুত্র হই” এই অঙ্গীকার সত্য এবং  
 জ্ঞানসাধন সাধ্যশাস্ত্র উপদেশ করিবার নিমিত্তই এই  
 অবতার গ্রহণ করিয়াছ । তুমি ভক্তগণের মান-  
 বর্দ্ধনকারী, এইরূপ করিলে ভক্তদের সম্মান বৃদ্ধি  
 হইবে, এতদভিপ্রায়েই এই অবতার স্বীকার  
 করিয়াছ । ৩০

কিন্তু হে প্রভো ! যদিও আপনি বস্তুতঃ প্রাকৃত  
 আকৃতি-শূন্য, তথাচ আপনার যে সকল চতুর্ভুজাদি  
 রূপ অলৌকিক এবং যে বৈরূপ আপনার ভক্তজনেরা  
 বাঞ্ছা করে, সে সকল রূপই আপনার উপযুক্ত । ৩১

হে ঈশ ! পণ্ডিতগণ আত্মতত্ত্ব বোধ করিতে  
 ইচ্ছুক হইয়া সর্বদা আপনারই উপাসনা করিয়া

থাকেন, আপনার পাদপীঠই অভিবাদনের যোগ্য এবং  
 আপনি ঐশ্বর্য্য, বোধ্য, যশঃ, শ্রী এই সকলে পরিপূর্ণ,  
 অতএব আপনারই শরণাগত হইলাম । ৩২

প্রভো ! আপনি পরমেশ্বর, যেহেতু আপনার  
 শক্তি স্বাধীন, আপনিই প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতিস্বরূপ,  
 আপনিই পুরুষ অর্থাৎ প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা, আপনিই  
 মহৎ অর্থাৎ মহত্ত্ব, আপনিই কাল অর্থাৎ সকলের  
 ক্ষোভক, আপনিই কবি অর্থাৎ সূত্রতত্ত্বরূপ, আপনিই  
 ত্রিবৃত্ত অর্থাৎ অহঙ্কারস্বরূপ, আপনিই লোকপাল  
 অর্থাৎ ঐ অহঙ্কারের পালক, এবং এই প্রপঞ্চ  
 যাহাতে জ্ঞান-শক্তি দ্বারা লীন হই, আপনি সেই  
 সর্বজ্ঞ অর্থাৎ প্রধানাদির আবির্ভাব ও তিরোভাবের  
 সাক্ষী, অতএব আমি আপনারই শরণাগত  
 হইলাম । ৩৩

হে দেব ! তুমি পুত্ররূপে উৎপন্ন হইবামাত্র  
 আমার ঋণের নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহাতে যদিও আমি  
 প্রাপ্তকাম হইয়াছি, তথাপি তোমাকে কিঞ্চিৎ  
 জিজ্ঞাসা করিব । তাহার পরে আমি পরিব্রাজক-  
 দিগের ( সন্ন্যাসীদিগের ) পথ অবলম্বন করিয়া জন্ম-  
 মধ্যে তোমাকে স্মরণ পূর্বক নির্ভয়ে পর্য্যটন  
 করিব । ৩৪



শ্রীভগবানুবাচ ।

ময়া প্রোক্তং হি লোকশ্চ প্রমাণং সত্যলৌকিকে । অথাঙ্গনি ময়া তুভ্যং যদবোচমৃতং মূনে ॥৩৫॥  
এতন্মে জন্ম লোকেহস্মিন্ মুমুক্শুণাং দুরাশয়াৎ । প্রসংখ্যানায় তত্ত্বানাং সম্যতায়াজ্ঞদর্শনে ॥৩৬॥  
এষ আত্মপথোহব্যক্তো নষ্টঃ কালেন ভূয়সী । তং প্রবর্তয়িতুং দেহমিমং বিদ্ধি ময়া ভূতম্ ॥৩৭॥  
গচ্ছ কামং ময়াপৃষ্ঠৌ ময়ি সম্যস্তকর্ষণা । জিহ্বা হৃদুর্জয়ং মৃত্যুমমৃতত্বায় মাং ভজ ॥ ৩৮ ॥  
মামাত্মানং স্বয়ংজ্যোতিঃ সর্বভূতগুহাশয়ম্ । আত্মহোবাত্মনাস্বীক্ষন্ বিশোকোহভয়মুচ্ছসি ॥৩৯॥  
মাত্রে চাধ্যাত্মিকোং বিদ্যাং শমনীং সর্বকর্ষণাম্ । বিতরিষ্যে যয়া চার্সৌ ভয়ঞ্চাতিতরিষ্যতি ॥৪০॥  
শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

এবং সমুদিতস্তেন কপিলেন প্রজাপতিঃ । দক্ষিণীকৃত্য তং প্রীতো বনমেব জগাম হ ॥ ৪১ ॥  
ব্রতং স আস্থিতো মৌনমাত্মকশরণো মুনিঃ । নিঃসঙ্গো ব্যচরৎ ক্ষৌণীনগিরনিকেতনঃ ॥৪২॥  
মনো ব্রহ্মণি যুজ্ঞানো যৎ তৎ সদসতঃ পরম্ । গুণাবতাসে বিগুণ একভক্ত্যানুভাবিতে ॥ ৪৩ ॥

ভগবান্ কপিল কর্দ্দমের এই সমস্ত বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৈদিক এবং লৌকিক কৃত্যে আমার উক্তিই লোকের প্রমাণ হইয়া থাকে, ইহাতে আমি তোমাকে “তোমার পুত্র হইব” এই যে কথা বলিয়াছিলাম, তাহা সত্য করিবার নিমিত্ত তোমার গৃহে এই জন্ম স্বীকার করিয়াছি । ৩১

কিন্তু ইহলোকে আমার এই জন্ম দুরাশয় লিঙ্গ-দেহমোচনেচ্ছ লোকদিগের আশ্রয়দর্শনসম্বন্ধে তত্ত্ব-প্রসংখ্যানার্থই জানিবে । ৩৬

মূনে! আত্মজ্ঞানের এই সূক্ষ্ম মার্গ পূর্নাবধি সিদ্ধ আছে সত্য, কিন্তু কাল বশতঃ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল, আমি তাহা পুনর্বার প্রবর্ত করাইবার নিমিত্ত ময়া দ্বারা এই দেহ ধারণ করিয়াছি । ৩৭

তুমি আমার নিকট অনুজ্ঞা চাহিতেছ, ভাল, আজ্ঞা দিতেছি, যথা ইচ্ছা গমন কর, কিন্তু আমাতে কর্ম সমর্পণ পূর্বক হৃদয় মূঢ়া জয় করিয়া অমৃত হ নিমিত্ত আমার ভজনা করিও । ৩৮

এইরূপ করিলেই আত্ম-স্বরূপ স্বয়ংপ্রকাশক সর্বভূতের অন্তর্যামী যে আমি, আমাকে তোমার

আত্মাতে আত্ম দ্বারা অবলোকন পূর্বক শোকহান হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে । ৩৯

গিতঃ । আমি আমার মাতা দেবহৃতিকেও সর্ব-কর্মের উন্মূলনী আত্মবিজ্ঞা প্রদান করিব । তাহাতে তিনি একেবারে সংসার-ভয় হইতে নিস্তার পাইবেন এবং তাঁহার পরমানন্দলাভও হইবে । ৪০

মৈত্রেয় কহিলেন, বৎস বিদুর ! ভগবান্ কপিল এই প্রকার কহিলে পর প্রজাপতি কর্দ্দম তাঁহাকে এদক্ষিণ করিয়া প্রীত মনে অরণ্যে গমন করিলেন । ৪১

এইরূপে এক আত্মারই শরণাপন্ন হইয়া মুন-দিগের ব্রত অহিংসাদি হবলম্বন পূর্বক অবনীমণ্ডলে ভ্রমণ আরম্ভ করিলেন । কোন বিষয়েই তাঁহার আর অনুরাগ রহিল না, অগ্নি ও নিকেতন পর্য্যন্ত বিসর্জন দিলেন । ৪২

পরে সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন যে ব্রহ্ম গুণাতীত হইয়াও সগুণরূপে প্রকাশ পান, তাঁহার প্রতি মনঃসংযোগ করিলেন, এবং তাঁহাতে অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা অচিরে তাঁহার ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইল । ৪৩



নিরহঙ্কৃতির্নির্গমশ্চ নিব্বন্দ্বঃ সমদৃক্ স্বদৃক্ । প্রত্যক্ প্রশান্তধীর্ধীরঃ প্রশান্তোন্মিরিবোধিঃ ॥৪৪॥  
 বাসুদেবে ভগবতি সর্বক্ষে প্রত্যগাত্মনি । পরেণ ভক্তিভাবেন লঙ্কাত্মা মুক্তবন্ধনঃ ॥ ৪৫ ॥  
 আত্মানং সর্বভূতেষু ভগবন্তুস্বস্থিতম্ । অপশ্যৎ সর্বভূতানি ভগবতাপি চাত্মনি ॥ ৪৬ ॥  
 ইচ্ছাধ্বেষবিহীনেন সর্বত্র সমচেতসা । ভগবদ্ভক্তিযোগেন প্রাপ্তা ভগবতী গতিঃ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাং সংহিতায় বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
 কাণিলেয়ে কর্মমপ্রব্রজ্য নাম চতুর্বিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

অতএব নিরহঙ্কার অর্থাৎ দেহাদিতে অহংবুদ্ধি-  
 শূন্য, সুতরাং শীতোষ্ণাদিতে অনাকুল এবং নির্মল ও  
 ভেদবুদ্ধিবিহীন হইয়া, কেবল স্বরূপ মাত্রই দেখিতে  
 লাগিলেন । তাঁহার বুদ্ধি প্রত্যগাত্মমাত্র প্রবণা  
 হইয়া শান্তভাবে থাকিতে, যেমন তরঙ্গ প্রশান্ত হইলে  
 সাগর নিস্তব্ধ হয়, তদ্বৎ তিনি নিশ্চল ও নিঃশব্দ  
 হইয়া রহিলেন । ৪৪

তাঁহার পরই বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়াতে তাঁহার

চিত্ত পরম ভক্তিভাবে জীবাত্মা স্বরূপ ভগবান  
 বাসুদেবে সঙ্গত হইল । ৪৫

তাঁহাতে স্বয়ং ভগবৎস্বরূপ হইয়া সকল প্রাণীতে  
 ভগবৎরূপ আত্মাকে অবস্থিত এবং সকল ভূতকে  
 ভগবৎরূপ আত্মায় অবস্থিত দেখিতে পাইলেন । ৪৬

অতএব রাগধ্বেষবিহীন এবং সর্বত্র সমদর্শী চিত্ত  
 দ্বারা ভগবদ্ভক্তিযোগে ভগবৎস্বন্ধিনী গতি অচিরেই  
 লব্ধা হইল । ৪৭

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে চতুর্বিংশোধ্যায়ঃ ।



## পঞ্চবিংশ অধ্যায়

শ্রীশৌনক উবাচ ।

কপিলস্তদ্বসংখ্যাতা ভগবান্নাত্মায়য়া । জাতঃ স্বয়মজঃ সাক্ষাদাত্মপ্রজ্ঞপ্তয়ে নৃণাম্ ॥ ১ ॥  
ন হ্যস্মি বস্মিণঃ পুংসাং বরিস্বঃ সর্ববোগিণাম্ । বিশ্রুতৌ শ্রুতদেবস্ত ভূরি তৃপ্যন্তি মেহসবঃ ॥ ২ ॥  
যদ্যদ্বিধত্তে ভগবান্ স্বচ্ছন্দাত্মাত্মায়য়া । তানি মে শ্রদধানস্ত কীর্তন্যানুকীর্তয় ॥ ৩ ॥  
শ্রীসূত উবাচ ।

বৈপাশ্বনসখস্ত্রেবং মৈত্রেয়ো ভগবাংস্তথা । প্রাহেদং বিহুরং শ্রীত আশ্বোকিক্যাং প্রচোদিতঃ ॥ ৪ ॥  
শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

পিতরি প্রস্থিতের্গণাং মাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া । তস্মিন্ বিন্দুসরেহ বাৎসাং ভগবান্ কপিলঃ কিল ॥ ৫ ॥  
তমাসীনমকর্মাণং তত্ত্বমার্গাগ্রদর্শনম্ । স্বশ্রুতং দেবহুত্যা হ ধাতুঃ সংস্মরতি বচঃ ॥ ৬ ॥  
শ্রীদেবহুতিরুবাচ ।

নিবিন্ধা নিতরাং ভূম্নসদিন্দ্রিয়তর্ষণাৎ । যেন সম্ভাষ্যমাণেন প্রপন্নাক্ষং তমঃ প্রভো ॥ ৭ ॥  
তস্য ত্বং তমসোহঙ্কস্য দুষ্পারস্তাত্ত পারগম্ । সচক্ষুর্জন্মনামন্তে লব্ধং মে ত্বদনুগ্রহাৎ ॥ ৮ ॥

শ্রীশৌনক কহিলেন—জন্মরহিত অকস্মাৎ  
ষড়ৈখ্যশালী ভগবান্ মনুষ্যগণের আত্মবিষয়ক জ্ঞান  
প্রচার করিবার জন্য নিজমায়া অবলম্বনে স্বয়ং তদ্ব-  
সংখ্যাতা বা সাংখ্যাশাস্ত্রের প্রবর্তক কপিলরূপে জন্ম-  
গ্রহণ করিলেন । ১

পুরুষগণের মধ্যে উত্তম এবং সমস্ত বোগিগণের  
শ্রেষ্ঠ এই শ্রুতদেবের কীর্তিকথায় আমার ইন্দ্রিয়গণ  
কিছুতেই অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছে না । ২

ভক্তগণের ইচ্ছাবশতঃ দেহধারী ভগবান্ স্বীয়  
মায়া দ্বারা অথবা আত্মমায়া অবলম্বনে যে যে কার্য্য  
করিয়া থাকেন, আপনি সেই কীর্তনযোগ্য কার্য্যগুলি  
শ্রদ্ধালু আমার নিকট কীর্তন করুন । ৩

শ্রীসূত বলিলেন—এই প্রকার আত্মবিজ্ঞাবিষয়ে  
জিজ্ঞাসিত হইয়া বৈপাশ্বন-সখা ভগবান্ মৈত্রেয় হৃষ্ট  
হইয়া বিহুরকে ইহা কহিয়াছিলেন । ৪

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন, পিতা অরণ্যে প্রস্থান  
করিলে ভগবান্ কপিল মাতার প্রিয়সাধন  
করিবার জন্যই সেই বিন্দুসরোবরে বাস করিতে  
লাগিলেন । ৫

ব্রহ্মার বাক্য সম্যক্রূপে স্মরণ করিয়া দেবহুতি  
তত্ত্বমার্গের পারদ্রষ্টা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অবস্থিত নিজ  
পুলকে কহিলেন । ৬

শ্রীদেবহুতি কহিলেন—হে ভূমন্! অসৎ ইন্দ্রিয়ের  
বিষয়-বাসনায় আমি অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছি, হে  
প্রভো! ঐ ইন্দ্রিয়বাসনা পূর্ণ হওয়াতেও আমি  
অজ্ঞানান্ধকারে পতিত হইয়াছি । ৭

সেই অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া অন্ধপ্রাপ্ত  
অতএব পারসামর্থ্যহীন আমি তোমার অনুগ্রহে  
পারসামর্থ্যদায়ক সৎচক্ষুরূপ তোমাকে জন্মাদির  
নিবৃত্তির জন্য অস্ত্র প্রাপ্ত হইলাম । ৮

বিশ্রুতি—শ্রুতদেব শব্দে শ্রবণের দ্বারা ধাৰ্ম্মকে জানা যায় অথবা বহুস্থানে ধাৰ্ম্মের কথা শ্রুত হয়, সেই ভগবান্কে  
বুঝাইতেছে । ২



য আদ্যো ভগবান্ পুংসামীশ্বরো বৈ ভবান্ কিল। লোকস্য তমসান্ধস্য চক্ষুঃ সূর্য্য ইবোদিতঃ ॥৯॥  
অথ মে দেব সম্মোহমপাক্রম্যৎ স্বমর্হসি। যোহবগ্রহোহহংগমেতোত্যেতস্মিন্ যোজিতস্ত্বয়া ॥১০॥

তং ত্বা গতাং শরণং শরণ্যং স্বভূত্যসংসারতরোঃ কুঠারম্।

জিজ্ঞাসয়াহং প্রকৃতেঃ পুরুষস্য নমামি সন্ধর্ম্মবিদাং বরিষ্ঠম্ ॥ ১১ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইতি স্বমাতুনিরবদ্যম্পিতং নিশম্য পুংসামপবর্গবর্দ্ধনম্।

ধিয়াভিনন্দ্যাত্মবতাং সতাং গতির্বভায় ঈষৎশ্রিতশোভিতাননং ॥ ১২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

যোগ আধ্যাত্মিকঃ পুংসাং মতো নিঃশ্রেয়সায় মে। অত্যন্তোপরতির্থত্র দুঃখস্য চ সুখস্য চ ॥১৩॥  
তমিমাং তে প্রবক্ষ্যামি যমবোচং পুরানঘে। ধার্ম্মীণাং শ্রোতুকামানাং যোগং সর্ব্বাঙ্গনৈপুণম্ ॥১৪॥  
চেতঃ খল্বস্য বন্ধায় মুক্তয়ে চাত্মনো মতম্। গুণেষু শক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে ॥ ১৫ ॥  
অহংমমাভিমানোথৈঃ কামলোভাদিভির্মলৈঃ। বীতং যদা মনঃ শুদ্ধমদুঃখমসুখং সমম্ ॥ ১৬ ॥  
তদা পুরুষ আত্মানং কেবলং প্রকৃতেঃ পরম্। নিরন্তরং স্বয়ংজ্যোতিরগিমানমখণ্ডিতম্ ॥ ১৭ ॥  
জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিয়ুক্তেন চাত্মনা। পরিপশ্যতু্যদাসীনং প্রকৃতিঞ্চ হতোজসম্ ॥ ১৮ ॥

যিনি আত্ম ভগবান্ এবং সর্ব্বজীবের ঈশ্বর, সেই  
তুমিই অজ্ঞানাকারে অন্ধ জগতের চক্ষুঃ সূর্য্যরূপে  
উদিত হইয়াছ। ৯

হে দেব! এই দেহাদিতে আমি “আমার”  
ইত্যাদি এই যে আগ্রহ তোমা কর্তৃক যোজিত  
হইয়াছে, আমার সেই সম্মোহ তোমারই অপসারণ  
করা উচিত। ১০

প্রকৃতি ও পুরুষকে জানিবার ইচ্ছা করিয়াই  
আমি সন্ধর্ম্মবিদগণের পূজ্যতম নিজদাসগণের সংসার-  
ভরুর উন্মূলনকারী শরণীয় তোমার শরণ গ্রহণ করিয়া  
তোমার নিকট শিষ্যভাবে প্রণতা হইতেছি। ১১

স্বীয় মাতার এই অনিন্দনীয় ঈষ্পিত, জীবগণের  
মুক্তিবর্দ্ধক, ইহা অবগত হইয়া সেই আত্মবিদগণের  
গতি বুদ্ধির দ্বারা উহা অভিনন্দন করিয়া ঈষৎ হস্ত-  
শোভিত আননে বলিলেন। ১২

শ্রীভগবান্ কহিলেন—যাহাতে সুখ ও দুঃখের  
অত্যন্ত নিবৃত্তি ঘটে, সেই আত্মবিষয়ক যোগ জীবের

সর্ব্বোৎকৃষ্ট মঙ্গলের সাধক বলিয়া আমি মনে  
করি। ১৩

হে নিষ্পাপ! পূর্বের ভ্রবণাভিলাষী ঋষিগণকে  
যাহা বলিয়াছিলাম, সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যোগ  
তোমাকে বলিতেছি। ১৪

একমাত্র চিন্তাই এই জীবের বন্ধনের ও মুক্তির  
কারণ, উহা গুণসমূহে বদ্ধ হইলে বন্ধনের এবং পরম-  
পুরুষে আসক্ত হইলে মুক্তির কারণ হয়। ১৫

যখন ‘আমি’ ‘আমার’ এই অভিমান-উদ্ভিত  
মলবিরহিত হইয়া মন শুদ্ধ হয়, তখন উহা সুখবিহীন,  
দুঃখবিহীন ও সমভাবাবিহীন হয়। ১৬

তখন পুরুষ জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত এবং ভক্তিয়ুক্ত  
আত্মার দ্বারা স্ব স্বরূপের দ্বারা বা স্বভাবের দ্বারা  
পরমাত্মাকে বা পুরুষকে প্রকৃতির অতীত, নির্লিপ্ত,  
ভেদরহিত স্বপ্রকাশ সূক্ষ্মশক্তিসম্পন্ন অখণ্ডিত  
আসক্তিশূন্য এবং প্রকৃতিকে হীনবল দেখিতে  
পান। ১৭-১৮



ন যুক্ত্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যাখিলাত্মনি । সদৃশোহস্তি শিবঃ পশ্চা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে ॥১৯  
 প্রসঙ্গমজরঃ পাশমাশ্রয়নঃ কবয়ো বিহুঃ । স এব সাধুযু কৃতো মোক্ষদ্বারমপারতম ॥ ২০ ॥  
 তিতিক্ষুবঃ কারুণিকঃ স্নেহদঃ সর্বদেহিনাম্ । অজাতগত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥ ২১ ॥  
 মযানশ্চেন ভাবেন ভক্তিং কুর্বন্তি যে দৃঢ়াম্ । মৎকৃতে ত্যক্তকৰ্ম্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ ॥ ২২ ॥  
 মদাশ্রয়াঃ কথা মৃঢ়াঃ শৃণুস্তি কথয়ন্তি চ । তপস্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্ মদগতচেতসঃ ॥২৩॥  
 ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্বসঙ্গবিবৰ্জিতাঃ । সঙ্গস্তেষথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে ॥২৪ ॥

সতাং প্রসঙ্গশ্রম বীৰ্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।

তজ্জ্যামগাদাশ্বপবর্গবত্নানি শ্রদ্ধা রতিভক্তিরনুক্রমিয়াতি ॥ ২৫ ॥

ভক্ত্যা পুমান্ জাতবিরাগ ঐন্দ্রিয়াদৃষ্টশ্রুতান্মদ্রচনানুচিন্তয়া ।

চিন্তয় যতো গ্রহণে যোগযুক্তো যতিন্যতে ঋজুভিযোগমার্গৈঃ ॥ ২৬ ॥

অসেবয়ায়ং প্রকৃতেগুণানাং জ্ঞানেন বৈরাগ্যবিজ্জ্বলিতেন ।

যোগেন ময্যর্পিতয়া চ ভক্ত্যা মাং প্রত্যগাত্মানমিহাবরুদ্ধে ॥ ২৭ ॥

শ্রীদেবহুতিরূবাচ ।

কাচিং ত্রযুচিতা ভক্তিঃ কীদৃশী মম গোচরা । যয়া পদং তে নির্বাণমঙ্গসাম্বান্ববা অহম্ ॥ ২৮ ॥

অখিলের আত্মা ভগবানে যোজনাকর্ত্রী ভক্তির  
 সদৃশ যোগিগণের ব্রহ্মপ্রাপ্তির আর অণু কোনও  
 মঙ্গলকারক পথ নাই । ১৯

প্রসঙ্গই আত্মার অজর পাশ, সেই প্রসঙ্গ সাধু-  
 গণের প্রতি আচরিত হইলে মোক্ষদ্বার উন্মুক্ত হয়,  
 ইহাই তত্ত্বদর্শিগণ অবগত আছেন । ২০

সুন্দর চরিত্রই ষাঁহাদের অলঙ্কার, সেই সমস্ত  
 সাধুগণ সহিষ্ণু, দয়ালু, সর্বপ্রাণীর সুহৃৎ, শত্রু-  
 বিহীন এবং সমগুণযুক্ত হইয়া থাকেন । ২১

ষাঁহারা আমাতে একান্ত প্রীতিভরে দৃঢ় ভক্তি  
 করেন, আমার জগুই কৰ্ম্মত্যাগ করেন ও স্বজন-  
 বান্ধবগণকে পরিত্যাগ করেন এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া  
 আমার সম্বন্ধীয় কথা বলেন ও শ্রবণ করেন, মদগত-  
 চিন্ত এইরূপ সাধুগণকে নানাবিধ তাপ সন্তপ্ত  
 করে না । ২২-২৩

হে সাধ্বি ! এইরূপ সেই সাধুগণ সর্বসঙ্গবিবৰ্জিত  
 —সেই হেতু তাঁহারা সঙ্গদোষ হরণ করেন ; অতএব  
 তাঁহাদিগের সঙ্গই তোমার প্রার্থনীয় । ২৪

এইরূপ সাধুগণের সঙ্গলাভ ঘটিলে আমার  
 মাহাত্ম্যের সম্যক প্রকাশক হৃদয় ও কর্ণের সুখদায়ক  
 কথা উপস্থিত হয়, সেই সমস্ত কথা শ্রবণাদি দ্বারা  
 অবিজ্ঞানবুদ্ধির পঞ্চস্বরূপ ভগবানে নীত্রেই ক্রমানু-  
 সারে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি জন্মিয়া থাকে । ২৫

আমার সৃষ্টিাদি লীলার অনুচিন্তন দ্বারা জাত-  
 ভক্তি হেতু ঐহিক ও পারলৌকিক ইন্দ্রিয়স্বখে  
 জাতবিরাগ পুরুষ উত্তমশীল ও যোগযুক্ত হইয়া  
 অনায়াসসাধ্য বোগমার্গের দ্বারা চিন্তাসংবন্দের জগু  
 চেষ্টা করিয়া থাকে । প্রকৃতির গুণাদির অসেবনের  
 দ্বারা, বৈরাগ্যবিজ্জ্বলিত জ্ঞানের দ্বারা এবং আমাতে  
 অর্পিত ভক্তির দ্বারা জীব সর্বভূতের আত্মাস্বরূপ  
 আমাকে এই দেহেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ২৬-২৭

শ্রীদেবহুতি কহিলেন—যে প্রকার ভক্তির দ্বারা  
 অনায়াসে তোমার নির্বাণপদবীকে সর্বাত্মভাবে  
 প্রাপ্ত হইবে—সেই তোমাতে আচরণের বোগ্যা ভক্তি  
 কি প্রকার আর উহা কি প্রকারেই বা আমার স্থায়  
 শ্রীলোকের আচরণীয় ? ২৮



যো যোগো ভগবদ্ভাণো নিকৰ্ণাণর্থ(অং)স্বয়োদিতঃ । কীদৃশঃ কতি চাক্সানি যতন্তস্বাববোধনম্ ॥২৯  
তদেতন্মে বিজানীহি যথাহং মন্দধীর্হরে । স্তুতং বুধ্যৈয় দুৰ্বেধাং যোষা ভবদনুগ্রহাৎ ॥ ৩০ ॥  
শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

বিদিত্বার্থং কপিলো মাতুরিখং জাতেন্নেহো যত্র তস্মাভিজাতঃ ।

তস্মান্মায়ং যৎ প্রবদন্তি সাংখ্যং প্রোবাচ বৈ ভক্তিবিতানযোগম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ । দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ণণাম্ ।

সত্ত্ব এতৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা ।

অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধেগরীয়সী ॥ ৩২ ॥

জরয়ত্যাশু যা কোণং নিগীর্ণমনলো যথা ॥ ৩৩ ॥

নৈকাজ্ঞতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিন্মৎপাদসেবাভিরতা মদাহাঃ ।

যেহন্তোন্মতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি ॥ ৩৪ ॥

পশ্যন্তি তে মে কুচিরাণ্যশ্ব সন্তঃ প্রসন্নবক্তুরুণলোচনানি ।

রূপাণি দিব্যানি বরপ্রদানি সাকং বাচং স্পৃহণীয়াং বদাস্ত ॥ ৩৫ ॥

তুমি মোক্ষপ্রদ সেশ্বর ও যাহা হইতে তত্ত্বজ্ঞান  
জন্মে এমন যে যোগের কথা বলিলে, উহা কিরূপ ?  
উহার অজই বা কয়টি ? ২৯

হে হরে ! আমি স্ত্রীজাতি ও মন্দবুদ্ধি, যাহাতে  
তোমার অনুগ্রহে দুৰ্বেধ্য এই যোগ অনায়াসে  
বুঝিতে পারি, তুমি তরুণ করিয়া আমাকে উহা বিশেষ  
ভাবে জ্ঞাপন কর । ৩০

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—কপিল—যাঁহার শরীর হইতে  
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—সেই মাতার এই প্রকার  
প্রয়োজন অবগত হইয়া স্নেহপরবশ হইলেন এবং তত্ব-  
ক্রমানুসারী যাহা সাংখ্য নামে অভিহিত হয় তাহা ও  
বিস্তৃত ভাবে ভক্তি ও যোগের কথা বলিতে লাগিলেন। ৩১

যাহাদিগের দ্বারা বিষয়জ্ঞান জন্মে, সেই প্রকাশ-  
শীল ইন্দ্রিয়গণের বা তদধিষ্ঠাতা দেবগণের বেদবিহিত  
কৰ্ম্মানুগামী হওয়ার অশু শুদ্ধ সম্মুখি শ্রীহরিতে

স্বাভাবিক নিদাম যে বৃত্তির উদয় হয়, তাহাই ভাগবত  
ভক্তি, অবিকৃতচিত্ত অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব পুরুষের পক্ষে  
তাহা সিদ্ধ অর্থাৎ মুক্তির অপেক্ষা গরীয়সী । ৩২

এই প্রকার ভক্তি—জঠরানল যেমন ভুত জ্বল্যকে  
জীর্ণ করিয়া ফেলে, সেইরূপে লিঙ্গশরীরকে জাণ  
করিয়া ফেলে । এই প্রকার কেহ কেহ আমার  
পাদসেবাপরায়ণ ও সর্বদা সৎকৰ্ম্মপরায়ণ হইয়া  
আমার সহিত সাধুজ্য মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা করেন  
না । সেই ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিগণ আসক্তি সহকারে  
আমার বীৰ্য্যপ্রকাশক কথা অর্থাৎ ভগবৎ-  
লীলাদির শ্রবণ কীৰ্ত্তনাদি করিয়া থাকেন । ৩৩-৩৪

জননি ! সেই সাধুগণ আমার মনোজ্ঞ প্রসন্ন-  
বক্তৃ অরুণবর্ণ নেত্রসম্পন্ন বরপ্রদ অপ্রাকৃত জ্যোতির্দেয়  
রূপ সকল দর্শন করেন ও সেই সমস্ত রূপের সহিত  
বাহ্যনীয় বাক্যালাপও করিয়া থাকেন । ৩৫

শ্রীকৃষ্ণ—শুভ্র উচ্চারণের অনুসরণ করিয়া শ্রুত  
হয় এই অর্থে অনুগ্রহ শব্দে বেদ বুঝাইতেছে এবং অনুগ্রহিক  
শব্দে বেদবিহিত এই অর্থের প্রতীতি হইতেছে । ৩২

ইহা দ্বারা নিজেদের বহু ব্যতীত প্রসন্নতাই লিঙ্গ-  
মোক্ষের ক্ষেত্রে মুক্তি প্রাসঙ্গিক ঘটয়া থাকে, ইহাই  
বলিতেছেন । ৩৩



তৈর্দর্শনীয়াবয়বৈরুদারবিলাসহাসেক্ষিতবাহমসূক্তৈঃ ।

হতাত্মনো হতপ্রাণাংশ্চ ভক্তিরনিচ্ছতো গতিমণীং প্রযুক্তৈঃ ॥ ৩৬ ॥

অথো বিভূতিং মম মায়য়া চিতাগৈশ্বর্যমষ্টান্নমুপ্রবৃত্তম্ ।

শ্রিয়ং ভাগবতাং বাহস্পৃহয়ন্তি ভদ্রাং পরস্ত মে তেহম্মবতে তু লোকে ॥ ৩৭ ॥

ন কহিচিম্মং পরাঃ শাস্তরূপে নঙ্ক্যস্তি নো মেহনিমিষো লোঢ়ি হেতিঃ ।

যেষামহং প্রিয় আত্মা স্ততশ্চ সখা গুরুঃ সূহৃদো দৈবমিচ্ছম্ ॥ ৩৮ ॥

ইমং লোকং তথৈবামুজানমুভয়ান্নম্ । আত্মানমনু যে চেহ যে রায়ঃ পশাবো গৃহাঃ ॥ ৩৯ ॥

বিসৃজ্য সর্বানন্ত্যাংশ্চ মামেবং বিশ্বতোমুখম্ । ভজন্ত্যানন্ত্যা ভক্ত্যা তান্ মৃত্যোরতিপারয়ে ॥ ৪০ ॥

নান্যত্র মন্তগবতঃ প্রধানপুরুষেশ্বরাং । আত্মনঃ সর্বভূতানাং ভয়ং তীব্রং নিবর্ততে ॥ ৪১ ॥

মন্তয়াধ্বাতি বাতোহয়ং সূর্য্যস্তপতি মন্তয়াং । বর্ষতীন্দ্রে দহত্যগ্নিমৃদুশ্চরতি মন্তয়াং ॥ ৪২ ॥

জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিব্যোগেন যোগিনঃ । ক্ষেমায়া পাদমূলং মে প্রবিশন্ত্যকুতোভয়ম্ ॥ ৪৩ ॥

এতাবানেব লোকেহস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ । তীব্রেণ ভক্তিব্যোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরম্ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে

কাপিলেয়ে ভক্তিব্যোগো নাম পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

আমার এই মনোহর অবয়ব দর্শনে এব' করুণা-প্রদ লীলা-হাস্যময় দৃষ্টি ও মনোহর বাক্যে রুতচিত ও আকৃষ্টপ্রাণ এই সাধুগণকে তাঁহারা ইচ্ছা না করিলেও—মৎপ্রতি প্রযুক্তা ভক্তি মদীয় গতি প্রদান করিয়া থাকে । ৩৬

তাঁহারা এইরূপে আবিষ্ঠা-নিবৃত্তির পর আমার মায়াবচিত বিভূতি অর্থাৎ সত্যলোকাদিগত ভোগ-সম্পত্তি, ভক্তির দ্বারা স্বতঃপ্রাপ্ত অগ্নিমাди অষ্টাঙ্গ ঐশ্বর্য্য, মঙ্গলদায়ক ভগবদৈশ্বর্য্য অর্থাৎ বৈকুণ্ঠস্থিত সম্পত্তি ইত্যাদি কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না, পরন্তু তাঁহারা না কামনা করিলেও, সর্বশ্রেষ্ঠ আমার লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । ৩৭

হে শাস্তরূপে ! যাঁহাদিগের আমি প্রিয় আত্মা, পুত্র, সখা, গুরু, হিতকারী সূহৃদ ইষ্টদেব, তাঁহাদিগকে আমার অনিমিষ কালচক্র গ্রাস করিতে পারে না, যেহেতু মৎপরায়ণ ভক্তগণ কখনও বিনষ্ট হন না ॥ ৩৮ ॥

এই লোক অর্থাৎ এই ভোগপ্রধান সংসার

ইহলোক ও পরলোকের ভোগসাধক শোপাধিক আত্মা ও তদনুবর্ত ইহলোকের ধন, পশু, গৃহাদি ও অন্যান্য সমস্ত ভাগ করিয়া যে সর্বত্রস্থিত আমাকে ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে যাঁহারা ভজনা করেন, আমি তাঁহাদিগকে মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ করিয়া থাকি । ৩৯-৪০

প্রধানপুরুষেব ঈশ্বর সর্বভূতের আত্মা ভগবান্ যে আমি, সেই আত্মা ব্যতীত অন্য কোথাও তীব্র ভয়ের নিবৃত্তি হয় না । আমার ভয়েই এই বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, আমার ভয়েই সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইন্দ্র বর্ষণ করিতেছে, অগ্নি দগ্ধ করিতেছে, আমার ভয়েই মৃত্যু জগতে বিচরণ করিতেছে । ৪১-৪২

যোগিগণ জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিব্যোগের দ্বারা আমার ভয়হীন পাদমূলে মঙ্গলের জন্মই প্রবিষ্ট হন অর্থাৎ তাহা লাভ করেন । ৪৩

তীব্র ভক্তিব্যোগের দ্বারা আমাতে সমর্পিত মনের যে ঈশ্বর্য্য—ইহাকেই এই জগতে পুরুষগণের মঙ্গলোদয়ের শেষ সীমা বলা যাইতে পারে । ৪৪

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ।



## ষড়্বিংশ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ ।

অথ তে সংপ্রবক্ষ্যামি তত্ত্বানাং লক্ষণং পৃথক্ । যদ্বিদিদ্ধা বিমুচ্যেত পুরুষঃ প্রাকৃতৈত্ত্বগৈঃ ॥১॥  
জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সার্থায় পুরুষস্তাত্মদর্শনম্ । যদাহবর্ণয়ে তৎ তে হৃদয়গ্রন্থিভেদনম্ ॥২॥  
অনাদিরাগ্না পুরুষো নিষ্ঠুৰঃ প্রকৃতেঃ পরঃ । প্রত্যক্ষায়া স্বয়ংজ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্ ॥৩॥  
স এষ প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ । যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপত্তত নীলয়া ॥৪॥  
গুণৈর্বিচিত্রাঃ স্বজতীঃ সরূপাঃ প্রকৃতিং প্রজাঃ । বিলোক্য মুমুহে সত্ত্বঃ স ইহ জ্ঞানগৃহয়া ॥৫॥  
এবং পরাভিধ্যানেন কর্তৃত্বং প্রকৃতেঃ পুমান্ । কৰ্ম্মস্ব ক্রিয়মাণেষ্ণ গুণৈরাভ্যনি মগ্নতে ॥৬॥  
তদস্ত্য সংসৃতির্বন্ধঃ পারতন্ত্র্যঞ্চ তৎকৃতম্ । ভবত্যকর্তৃরীশস্ত্য সাক্ষিণো নির্বৃত্তাত্মনঃ ॥৭॥

সাংখ্যযোগ কথন

শ্রীভগবানু কহিলেন—অতঃপর যাহা জ্ঞাত হইলে  
পুরুষ প্রাকৃত গুণ হইতে নিমুক্ত হয়, সেই তত্ত্বসমষ্টির  
লক্ষণ পৃথক্ ভাবে আপনাকে সম্যকরূপে  
বলিতেছি । ১

আত্মসাক্ষাৎকাররূপ অতএব হৃদয়গ্রন্থিহ্রিকারী  
যে জ্ঞান পুরুষের পরম মঙ্গলজনক বলিয়া কথিত,  
তাহা আপনাকে বিস্তারিত ভাবে বলিতেছি । ২

বিশ্ব বাহ্য কর্তৃক প্রকাশিত হয়, সেই পুরুষ  
আদিশূন্য, স্বয়ং আত্মাই সেই পুরুষ—ইনি গুণশূন্য  
প্রকৃতির অতীত প্রতিগোম ক্রমে প্রকাশিত এবং  
স্বপ্রকাশ । ৩

সেই সর্বশক্তিমান পুরুষ যদৃচ্ছায় উপগতা  
গুণময়ী দৈবী সূক্ষ্মা প্রকৃতিকে নীলাবশতঃ গ্রহণ  
করিয়া থাকেন । ৪

সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণের দ্বারা রূপ-  
সমন্বিত নানাবিধ প্রজাসৃজনকারিণী প্রকৃতি বিলোকন  
করিয়া সেই পুরুষ সত্ত্বই অজ্ঞান হেতু মুগ্ধ হন । ৫

তৎপরে প্রকৃতির গুণে যে সকল কার্য্য হয়, এই  
প্রকারে প্রকৃতিতে আমি এই প্রকার জ্ঞান হওয়াতে  
তদ্বারা ঐ পুরুষ আপনাকে সেই সকল কার্য্যের কর্তা  
বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন । ৬

তদনন্তর সাক্ষিস্বরূপ সূক্ষ্মাত্মক অকর্তা ঈশ্বরের ঐ  
প্রকার অভিমান বশতঃ জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ, তাহা হইতে  
বন্ধন এবং সেই বন্ধন হেতু পরাধীনতা জন্মিয়া থাকে । ৭

বিস্তৃতি—শ্রীধর বাণিশাদ সাংখ্যশাস্ত্রের উৎপত্তি  
সম্বন্ধে বলিতেছেন—বিধাতা স্বীয় পুরুষকে সর্বপ্রথমে এই  
সাংখ্যের উপদেশ প্রদান করেন, পরে ইহা কপিলদেব স্বীয়  
মাতাকে প্রদান করেন । তাহার পরেই এই সাংখ্যশাস্ত্র  
নরলোকে প্রচারিত হয় । ১

আত্মজ্ঞান সাধারণ সাংসারিক জ্ঞানের ভায় হয় না—  
আত্মা বিপরীত ক্রমে প্রকাশিত হন অর্থাৎ সাধারণ  
সংসারজ্ঞানের বিপরীত মুখে তাহার জ্ঞান জন্মে । নিষ্ঠুৰ  
এই কথার দ্বারা জ্ঞানাদির গুণবশে নিবেদন করা হইতেছে ।

“স্বয়ং জ্যোতিঃ” এই কথার দ্বারা মীমাংসকাদির অভি-  
মতানুসারে আত্মা ও জ্ঞানের বিষয়—এই মতের নিবেদন  
করা হইয়াছে । আচরণ ও বিবেকশক্তিভেদে প্রকৃতি  
দ্বিবিধা । আচরণ শক্তির দ্বারা তিনিই জীবের উপাধি-  
স্বরূপা অবিজ্ঞা, বিবেকশক্তির দ্বারা তিনিই পরমেশ্বরী  
মায়ী । পুরুষ ও জীব এবং জীবের ভেদে দ্বিবিধ । জ্ঞানার্থে  
বাহ্যের প্রকৃতির অবিবেক বশতঃ সংসার হয়, তিনি জীব  
আর তিনি প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া বিশ্বস্থিতি প্রকৃতি  
করেন, তিনি পরমেশ্বর । ৩-৫



কার্যাকারণকর্তৃহে কারণং প্রকৃতিং বিদুঃ । ভোক্তৃহে স্বখদুঃখানাং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥৮॥  
শ্রীদেবভূতিরূপাচ ।

প্রকৃতেঃ পুরুষস্তাপি লক্ষণং পুরুষোত্তম । ক্রাহি কারণয়োঃ সনদসচ্চ যদাত্মকম্ ॥৯॥  
শ্রীভগবানুবাচ ।

যৎ তৎ ত্রিগুণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্ । প্রধানং প্রকৃতিং প্রাহরবিশেষং বিশেষবৎ ॥১০॥  
পঞ্চভিঃ পঞ্চভিব্রজ চতুর্ভির্দশভিস্তথা । এতচ্চতুর্বিংশতিকং গণং প্রাধানিকং বিদুঃ ॥১১॥  
মহাভূতানি পঞ্চৈব ভূরাপোহগ্নিমরুতমভঃ । তস্মাত্ত্রাণি চ তাবন্তি গন্ধাদীনি মতানি মে ॥১২॥  
ইন্দ্রিয়াণি দশ শ্রোত্রং স্বগৃহসননাসিকাঃ । বাক্করৌ চরণৌ মেঢ়ং পায়ুর্দশম উচ্যতে ॥১৩॥  
মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিন্তামিত্যন্তরাঙ্গকম্ । চতুর্দ্ধা লক্ষ্যতে ভেদো বৃত্ত্যা লক্ষণরূপয়া ॥১৪॥  
এতাবানেব সংখ্যাতো ব্রহ্মণঃ সগুণস্ত চ । সন্নিবেশো ময়া প্রোক্তো যঃ কালঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥১৫॥  
প্রভাং পৌরুষং প্রাহঃ কালমেকে যতো ভয়ম্ । অহঙ্কারবিমুক্তস্ত কৰ্ত্তুঃ প্রকৃতিমীযুষঃ ॥১৬॥  
প্রকৃতে গুণসাম্যস্ত নিৰ্ব্বিশেষস্ত মানবি । চেচ্চা যতঃ স ভগবান্ কাল ইত্যুপক্ষিতঃ ॥১৭॥  
অন্তঃ পুরুষরূপেণ কালরূপেণ যো বহিঃ । সমন্তেষ্যেব সত্বানাং ভগবানাত্মমায়য়া ॥১৮॥

কার্য, কারণ ও কর্তৃ অর্থাৎ কার্য বা শরীর, কারণ বা ইন্দ্রিয় এবং কর্তা অর্থাৎ তদধিষ্ঠাতা দেবতাবর্গ—এই তিন ব্যাপারের প্রকৃতিই হেতু বা কারণ; কিন্তু স্বখদুঃখাদির ভোক্তৃব্যাপারে অনুভূতিই প্রধান হওয়ায় পুরুষকে প্রকৃতির পর বা অভিগ বলিয়া বিদ্বান্গণ জ্ঞাত আছেন । ৮

শ্রীদেবভূতি কহিলেন—হে পুরুষোত্তম । এই বিশ্বের স্থূল ও সূক্ষ্ম পরিণতি যাহা হইতে হয়, সেই কারণরূপ প্রকৃতির ও পুরুষের লক্ষণ বলুন । ৯

শ্রীভগবান্ কহিলেন—নিজে অবিশেষ অথচ বিশেষের আশ্রয় যে প্রধান, তাহার নাম প্রকৃতি । উহা সত্বাদি গুণত্রয়ের সমাহাররূপ, অব্যক্ত, নিত্য ও সৎ ও অসদাত্মক অর্থাৎ কার্য ও কারণস্বরূপ । ১০

কার্যাত্মক প্রধানের যে চতুর্বিংশতি গণ আছে, পণ্ডিতগণ উপাসনার্থে তাহাকেই ব্রজ বলিয়া অবগত আছেন, উহা পাঁচ, পাঁচ, চারি এবং দশ সংখ্যাভেদে এইরূপে সংখ্যাত হইয়াছে । ১১

ভূমি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ—এই পাঁচটি

মহাভূত । গন্ধভস্মাত্র, রসভস্মাত্র, রূপভস্মাত্র, স্পর্শভস্মাত্র, শব্দভস্মাত্র এই পাঁচটি ভস্মাত্র এবং শ্রোত্র, দৃষ্, চক্ষু, জিহ্বা, শ্রাবণ ও বাক, পানি পাদ, পায়ু, উপস্থ—এই দশটি ইন্দ্রিয় । মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিন্তা এই চারি অন্তরীন্দ্রিয় তথাচ তাহার বৃত্তিভেদে উক্ত চারি প্রকারে লক্ষিত হয় । ১২-১৪

আমি যে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব বলিলাম, ঐ সকলের গণনায় তাহা সংখ্যাত হইয়াছে :—উহা ভিন্ন কাল পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব । ১৫

কোনও কোনও পণ্ডিত ঐশ্বরের বিক্রমকেই কাল কহিয়া থাকেন, ঐ কাল হইতে প্রকৃতিপ্রাপ্ত দেহে অহঙ্কারবিমুক্ত জীবের ভয় জন্মে । ১৬

যে মনুন্দিনি ! অন্তমতে যাহা হইতে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা রূপ প্রকৃতির চেচ্চা হয়, সেই ভগবান্ই কাল নামে বিখ্যাত । ১৭

যিনি আত্মমায়ী দ্বারা ভূতসমূহের অন্তরে নিয়ন্ত্বরূপে এবং বাহিরে কালস্বরূপে সম্যকরূপে অনুস্থাত আছেন—তিনিই ভগবান্ । ১৮



দৈবাত্ কুভিত্তধর্মিণ্যাং স্বস্ত্যাং যোনৌ পরঃপুমান্ । আধত্ত বীৰ্যাং সাহসৃত মহত্ত্বং হিরণ্যম্ ॥১৯॥  
বিশ্বমাত্মগতং ব্যঞ্জন কূটস্থো জগদকুরঃ । স্বতেজসাহপিবৎ তীব্রমাত্মপ্রস্থাপনং তমঃ ॥২০॥  
যত্তৎ সত্ত্বগুণং স্বচ্ছং শাস্তং ভগবতঃ পদম্ । যদাহবীহ্ননেবাখ্যাং চিত্তং তন্মহদাত্মকম্ ॥২১॥  
স্বচ্ছত্বমবিকারিত্বং শাস্তত্বমিতি চেতসঃ । বৃত্তিভিলক্ষণং প্রোক্তং যথাহপাং প্রকৃতিঃ পরা ॥২২॥

মহত্ত্বাধিকুর্বাণাভগবদ্বীৰ্য্যসম্ভবাৎ । ক্রিয়াশক্তিরহঙ্কারত্রিবিধঃ সমপত্তত ॥২৩॥

বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চ যতো ভবঃ । মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ভূতানাং মহতামপি ॥২৪॥  
সহস্রশিরসং সাক্ষাদ্যমনন্তং প্রচক্ৰতে । সঙ্কর্ষণাখ্যাং পুরুষং ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ম্ ॥২৫॥  
কর্তৃত্বং করণত্বঞ্চ কার্য্যত্বকেতি লক্ষণম্ । শাস্তবোরবিমূঢ়ত্বমিতি বা স্রাদহকৃতেঃ ॥২৬॥  
বৈকারিকাধিকুর্বাণামনন্তত্বমজায়ত । যৎসঙ্কল্পবিকল্পাভ্যাং বর্ততে কামসম্ভবঃ ॥২৭॥

দৈব অর্থাৎ জীবের অদৃষ্ট বশতঃ প্রকৃতির গুণ  
এক হইলে পরমপুরুষ সেই প্রকৃতির যোনিতে  
উভিবাক্তিহীন বীৰ্য্য অর্থাৎ স্বীয় বিস্মৃতির  
আধান করেন, তাহা দ্বারা সেই প্রকৃতি হইতে  
মহত্ত্ব উদ্ভূত হয়, ঐ মহত্ত্ব হিরণ্য বা প্রকাশ-  
বহুল । ১৯

ঐ তত্ত্ব লয়-বিক্ষেপহীন এবং জগতের অকুর-  
স্বরূপ—তাহা আগনাতে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত, এই বিশ্ব  
প্রকাশ করিয়া আপনার ভেজ দ্বারা প্রলয়কালীন  
তমঃ পান করিয়া থাকে অর্থাৎ অজ্ঞান দূরীভূত  
করিয়া থাকে । ২০

হে জননি ! সত্ত্বগুণযুক্ত বিশদ, রাগাদিরহিত  
এবং উপলব্ধিহীন যে চিত্ত তাহার নাম বাহুদেব,  
সেই চিত্তই ঐ মহত্ত্বের স্বরূপ অর্থাৎ ঐ মহত্ত্বেরই  
অধিত্বরূপে মহান্ এই সংজ্ঞা হয়, অধ্যাত্মরূপে  
তাহাই চিত্ত এবং উপাস্তরূপে উহাই বাহুদেব । ২১

ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি দ্বারা সেই চিত্তের স্বচ্ছ অর্থাৎ  
ভগবৎপ্রতিবিশ্বের গ্রাহকত্ব, অধিকারিত্ব অর্থাৎ লয়-  
বিক্ষেপরাহিত্য এবং শাস্তত্বরূপ লক্ষণ জানিবেন ।  
ফলতঃ যেমন জলের কেন তরলাদিরাহিত্য পরা

প্রকৃতি ভূমির সংসর্গভেদে মধুর স্বচ্ছ এবং নীতল হ'  
তাহার স্থায় চিত্তেরও বৃত্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ  
হইয়া থাকে । ২২

ভগবানের বীৰ্য্য হইতে উদ্ভূত হইয়া ঐ মহত্ত্ব  
বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে ক্রিয়াশক্তিপ্রধান  
ত্রিবিধ অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়া থাকে । ২৩

ঐ অহঙ্কার ত্রিবিধঃ—বৈকারিক, তৈজস এবং  
তামস । ঐ অহঙ্কার হইতে মন ইন্দ্রিয় ও মহাজ্ঞত  
সকলের উৎপত্তি হইয়া থাকে । ২৪

ভূতেন্দ্রিয় মনোময় এই অহঙ্কারকেই পশুভেরা  
সাক্ষাৎ সঙ্কর্ষণ নামক সহস্রশীর্ষা “অনন্তদেব”  
বলিয়া থাকেন । ২৫

ঐ অহঙ্কারের দেবতারূপে কর্তৃত্ব এবং ইন্দ্রিয়রূপে  
করণত্ব ও ভূতরূপে কার্য্যত্ব আছে আর শাস্তত্ব  
ঘোরত্ব ও বিমূঢ় কারণ গুণত্রয়রূপে অহঙ্কারে  
বিরাজিত । ২৬

বৈকারিক অহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ  
স্থিতি বাগারের জন্ত উন্মূখ হইলে তখন তাহা হইতে  
মনস্ত্বের উদ্ভব হয়, ঐ মনের সঙ্কল্প ও বিকল্প দ্বারা  
কামের উৎপত্তি হয় । ২৭

বিস্মৃতিঃ—এই স্থানে পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রানুসারে চতু-  
র্কূহের উপাসনাক্রম বলিলেন । চিত্তে বাহুদেব উপাস্ত  
এবং ক্ষেত্রজ অধিষ্ঠাতা, অহঙ্কার সঙ্কর্ষণ উপাস্ত এবং

কৃত্ত অধিষ্ঠাতা, মনস্ত্বের অনিরুদ্ধ উপাস্ত এবং চক্ষু  
অধিষ্ঠাতা এবং বুদ্ধিত্বের প্রহ্মার উপাস্ত এবং ব্রহ্মা  
অধিষ্ঠাতা । ২০



যদ্বিহুহ'নিরুজ্জাখ্যং হৃদীকাণামধীশ্বরম্। শারদেন্দীবরশ্যামং সংরাধ্যং যোগিভিঃ শনৈঃ ॥২৮॥  
 তৈজসাত্ তু বিকূর্বাণাদবুদ্ধিতত্ত্বমভূৎ সতি। দ্রব্যস্বরূপবিজ্ঞানমিস্ত্রিয়াণামনুগ্রহঃ ॥২৯॥  
 সংশয়োহথ বিপর্যাসো নিশ্চয়ঃ স্মৃতিরেব চ। স্বাপ ইত্যচ্যতে বুদ্ধেলক্ষণং বৃত্তিতঃ পৃথক্ ॥৩০॥  
 তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যেব ক্রিয়াজ্ঞানবিভাগশঃ। প্রাপশ্য হি ক্রিয়াশক্তির্বুদ্ধেবিজ্ঞানশক্তিতা ॥৩১॥  
 তামসাত্ত বিকূর্বাণাস্তগবদ্বীৰ্য্যচোদিতাৎ। শব্দমাত্রমভূৎ তস্মাত্তত্ত্বঃ শ্রোত্রস্ত শব্দগম্ ॥৩২॥  
 অর্থাশ্রয়ত্বং শব্দস্য দ্রষ্টুর্লিঙ্গত্বমেব চ। তস্মাত্রত্বঞ্চ নভসো লক্ষণং কবয়ো বিদুঃ ॥৩৩॥  
 জুতানাং ছিদ্ৰদাতৃত্বং বহিরন্তরমেব চ। প্রাণেন্দ্রিয়াত্মাধিক্যত্বং নভসো বৃত্তিলক্ষণম্ ॥৩৪॥  
 নভসঃ শব্দতস্মাত্রাৎ কালগত্যা বিকূর্বতঃ। স্পর্শোহভবৎ ততো বায়ুস্তক্ স্পর্শস্য চ সংগ্রহঃ ॥৩৫॥  
 যুদুহং কঠিনত্বঞ্চ শৈত্যযুক্তত্বমেব চ। এতৎ স্পর্শস্য স্পর্শত্বং তস্মাত্রত্বং নভস্বতঃ ॥৩৬॥  
 চালনং ব্যূহনং প্রাপ্তির্নেতৃত্বং দ্রব্যশব্দয়োঃ। সর্বেন্দ্রিয়াণামাত্মত্বং বায়োঃ কস্মাভিলক্ষণম্ ॥৩৭॥  
 বায়োশ্চ স্পর্শতস্মাত্রাদ্রুপং দৈবেরিতাদভূৎ। সমুখিতং ততন্তেজশ্চক্ষু রূপোপলভ্তনম্ ॥৩৮॥

তদ্বদশী ব্যক্তিরূপে ও মনস্তত্ত্বকেই ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর অনিরুদ্ধ বলিয়া জানেন, তিনি শরৎকালীন নীলোৎপলের স্থায় শ্যামবর্ণ; যোগিগণ তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে বশীভূত করিতে পারেন। ২৮

হে সাধিব! তৈজসতত্ত্ব যখন বিকার প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা হইতে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, উহা দ্রব্য স্বরূপক যে বিজ্ঞান, তৎস্বরূপ এবং উহা ইন্দ্রিয়-গণের অনুগ্রহ বা পশ্চাৎ গ্রহণ রূপও বটে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা যে বিষয়গ্রহণ ব্যাপার, তাহা পশ্চাৎ বুদ্ধির দ্বারাষ্ট দৃঢ়রূপে প্রভীত হয়। এই বুদ্ধির বৃত্তিভেদে সংশয় বিপর্যাস (মিথ্যাজ্ঞান) নিশ্চয় (প্রমাণজ্ঞান) স্মৃতি নিদ্রা এই কয়েকটি লক্ষণ। ২৯-৩০

ক্রিয়া ও জ্ঞানরূপ বিভাগ হেতু ইন্দ্রিয় দুই প্রকার, বর্ণা—কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়; এই দ্বিবিধই তৈজস অর্থাৎ রজোগুণপ্রধান অহংকার হইতে জাত। প্রাণের ক্রিয়াশক্তি ও বুদ্ধির জ্ঞানশক্তি, প্রাণ এবং বুদ্ধি উভয়ই তৈজস, এই হেতু কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয়ই তৈজস। ভগবদ্বীৰ্য্য অর্থাৎ কালপ্রভাবে প্রেরিত হইয়া তামস অহংকার বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে শব্দতস্মাত্র উৎপন্ন হয়, এবং ঐ তস্মাত্র হইতে আকাশ এবং শব্দগ্রাহক শ্রোত্র উৎপন্ন হয়। ৩১-৩২

আকাশের তস্মাত্র ও অর্থাশ্রয় বা অর্থ-বাচক এবং উচ্চারণকর্তার জ্ঞাপক—এই তিনটি পণ্ডিতেরা শব্দের লক্ষণ বলিয়া থাকেন। ৩৩

প্রাণিসকলের অবকাশ দান এবং বায়ু ও অভ্যন্তরে ব্যবহারাস্পদ, এবং প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মন এই তিনের আশ্রয় এই সকলই আকাশের বৃত্তি কর্তৃক সম্পাদিত লক্ষণ। ৩৪

উক্ত শব্দতস্মাত্ররূপ আকাশ কালবশে বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে স্পর্শতস্মাত্র এবং তৎপশ্চাৎ বায়ু ও তৎ উৎপন্ন হয়; ঐ তৎ হইতেই সম্যকরূপে স্পর্শজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। যুদুহ, কঠিনত্ব, শৈত্য এবং উষ্ণত্ব, ইহাই স্পর্শের লক্ষণ বা স্পর্শত্ব, ঐ স্পর্শত্বকেই বায়ুতস্মাত্র বলা হইয়া থাকে। ৩৫-৩৬

বৃক্ষশাখাদি সঞ্চালন করা, তৃণাদি একত্র সংযো-জিত ও মিলিত করা, গন্ধাদি দ্রব্যকে স্রাণের প্রতি, শৈত্যাদি গুণযুক্ত দ্রব্যকে স্পর্শের প্রতি, এবং শব্দকে শ্রোত্রের প্রতি লইয়া বাওয়া প্রভৃতি বায়ুর কর্ম, এত-দ্বিম সকল ইন্দ্রিয়ের সঞ্চালন ও তাহার কর্ম। ৩৭

উক্ত স্পর্শতস্মাত্ররূপ বায়ু যখন ভগবদ্বিচ্ছায় প্রেরিত হইয়া বিকার প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা হইতে তেজ, রূপ এবং রূপের গ্রাহক চক্ষুর উদ্ভব হয়। ৩৮



দ্রব্যাকৃতিঃ গুণতা ব্যক্তিসংস্হাত্মেব চ। তেজস্বঃ তেজসঃ সাক্ষি রূপমাত্রস্য বৃত্তয়ঃ ॥৩৯॥  
 ছোটনং পচনং পানমদনং হিমমর্দনম্। তেজসো বৃত্তয়স্তেতাঃ গোষণং ক্ষুত্ৰুড়ৈব চ ॥৪০॥  
 রূপমাত্রাধিকূর্বাণাং তেজসো দৈবচোদিতাং। রসমাত্রমভূৎ তস্মাদস্তো জিহ্বারসগ্রহঃ ॥৪১॥  
 কষায়ো মধুরস্তিক্তঃ কটুর্ল ইতি নৈকধা। ভৌতিকানাং বিকারেণ রস একো বিভিষ্ঠতে ॥৪২॥  
 ক্লেননং পিণ্ডনং তৃপ্তিঃ প্রাণনাপ্যায়নোন্দনম্। তাপাগনোদো ভূয়স্ত্বমস্তসো বৃত্তয়স্ত্রিমাঃ ॥৪৩॥  
 রসমাত্রাধিকূর্বাণাদস্তসো দৈবচোদিতাং। গন্ধমাত্রমভূৎ তস্মাৎ পৃথ্বী ত্রাণস্ত্ব গন্ধগঃ ॥৪৪॥  
 করস্তপুতিসৌরভ্য-শাস্তো গ্রান্নাদিভিঃ পৃথক্। দ্রব্যাবয়ববৈষম্যাদগন্ধ একো বিভিষ্ঠতে ॥৪৫॥  
 ভাবনং ত্রন্ধগঃ স্থানং ধারণং সন্ধিশেষণম্। সর্বসত্ত্বগুণোদ্ভেদঃ পৃথিবীস্থিতিলক্ষণম্ ॥৪৬॥  
 নভোগুণবিশেষোহর্থো যন্ত তচ্ছ্রোত্রমুচ্যতে। বায়োগুণবিশেষোহর্থো যন্ত তৎ স্পর্শনং বিদুঃ ॥৪৭॥

হে সাক্ষি! দ্রব্যকে অগ্নের সমর্পকত্ব দ্রব্যের গুণতা অর্থাৎ দ্রব্যের উপসর্জননের দ্বারা জ্ঞান, দ্রব্যের পরিণামের দ্বারা প্রভীতি এই সকলই তেজের অসাধারণ লক্ষণ এবং রূপতন্মাত্রের বৃত্তি। ৩৯

ছোটন অর্থাৎ প্রকাশকরণ, পচন অর্থাৎ তণ্ডুলাদি পাককরণ, ক্ষুধাপিপাসা ও তন্দ্বারা পান ও ভোজন, গোষণ, হিমমর্দন ইত্যাদিও ঐ তেজের বৃত্তি। ৪০

রূপতন্মাত্র স্বরূপ তেজ বধন ভগবদিচ্ছায় প্রেরিত হইয়া বিকৃত হয়, তখন তাহা হইতে রসতন্মাত্র উৎপন্ন হয়, এবং তাহা হইতে জল ও রসেন্দ্রিয় জন্মে, তন্দ্বারাই রসগ্রহণ হইয়া থাকে। ৪১

ঐ রস এক হইলেও সংসর্গী দ্রব্য সকলের বিকার বশতঃ কষায়, মধুর, কটু, তল, লবণ এইরূপে অনেক প্রকারে বিভিন্ন হয়। ৪২

রসন (আর্জীকরণ), পিণ্ডন (যুতিকাদির পিণ্ডীকরণ) তৃপ্তিদান, প্রাণন (জীবন), আপ্যায়ন (তৃষ্ণাদিজনিত বৈকল্যনিবারণ) উদন (মুদ্রকরণ), তাপনিবারণ, এবং ভূয়স্ব অর্থাৎ কৃপাদি হইতে উদ্ধৃত হইলেও পুনঃ পুনঃ উৎপত্ত হওয়া এই সকল জলের

বৃত্তি। রসতন্মাত্রস্বরূপ জল ঈশ্বরেচ্ছায় বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে গন্ধতন্মাত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে ভূমি ও গন্ধের গ্রহণকারী ত্রাণ জন্মিয়া থাকে। ৪৩-৪৪

ঐ গন্ধ এক হইয়া ও সংসর্গী দ্রব্যভেদ প্রযুক্ত মিশ্রগন্ধ, দুর্গন্ধ, কর্পূরাদিগন্ধ এবং লশুন ও হিঙ্গু প্রভৃতির গন্ধ—এইরূপে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রভীত হয়। ৪৫

উল্লিখিত ভূমিরও ভেদ আছে, যথা ত্রন্ধের ভাবন অর্থাৎ প্রতিমাদিরূপে সাকারতা সম্পাদন, স্থান অর্থাৎ জলাদির নৈরপেক্ষ স্থিতি ধারণ অর্থাৎ জলাদির আধাররূপে পরিণত হওয়া সন্ধিশেষণ অর্থাৎ আকাশাদির অবচ্ছেদকত্ব প্রাপ্তি, সর্বপ্রাণীর ও তাহাদের বিশেষ বিশেষ গুণের পরিণামাদির দ্বারা প্রকটীকরণ। ৪৬

হে মনুন্দ্দিনি! শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা শব্দাদি পূর্বোক্ত জ্ঞানই শ্রোত্রাদির লক্ষণ; যেহেতু অভ্যাসের গুণবিশেষ শব্দ বাহ্যর বিষয় পণ্ডিতেরা তাহাকে শ্রোত্র, এইরূপ বায়ুর গুণবিশেষ স্পর্শ বাহ্যর বিষয়, তাহাকে স্পর্শন বা শব্দ বলেন। ৪৭

বিশুদ্ধি—এইরূপ কারণায়ের জন্ত আকাশ একমাত্র শব্দগুণ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ এই দুই গুণ—তেজ শব্দ স্পর্শ ও রূপ, জলে শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস এবং ভূমিতে শব্দ,

স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ এই পাঁচটি গুণ পরিদৃষ্ট হয়। ইহার দ্বারা সযত্নে হৃদয় মহাকৃত হইতে হুল ভূতে পরিণতির বিধান সযত্নে সদানন্দ বোগীন্দের বোদ্ধব্য। ৪৮।



তেজোগুণবিশেষোহর্থো যস্য তচ্চক্ষুরুচ্যতে । অস্তোগুণবিশেষোহর্থো যস্য তদ্রসনং বিদুঃ ।

ভূমোগুণবিশেষোহর্থো যস্য ত্রাণঃ স উচ্যতে ॥৪৮॥

পরস্য দৃশ্যতে ধর্মো হুপরস্মিন্ সমম্বয়াৎ । অতো বিশেষো ভাবানাং ভূমাবেবোপলভ্যতে ॥৪৯॥

এতান্মসংহত্য যদা মহদাদৌনি সপ্ত বৈ । কালকর্ম্মগুণোপেতো জগদাদিরূপাবিশং ॥৫০॥

ততস্তেনানুবিক্লেভ্যো যুক্তেভ্যোহগমচেতনম্ । উখিতং পুরুষো যস্মাদ্ভূততিষ্ঠদসৌ বিরাট্ ॥৫১॥

এতদগুণঃ বিশেষাখ্যং ক্রমবুদ্ধৈর্দশোত্তরৈঃ । তোয়াদিভিঃ পরিবৃতং প্রধানেনানুতৈর্বহিঃ ।

যত্র লোকবিতানোহয়ং রূপং ভগবতো হরেঃ ॥৫২॥

হিরণ্যাদগুণকোষাদুখ্যায় সলিলেশয়াৎ । তথাবিষ্ণু মহাদেবো বহুধা নির্বিভেদ খম্ ॥৫৩॥

নিরভিভূতাস্ত প্রথমং মুখং বাণী ততোহভবৎ । বাণ্য বহ্নিরথো নাসে প্রাণোতো ত্রাণ এতয়োঃ ॥ ৪৪॥

ত্রাণাঘায়ুরভিভূতামক্ষিণী চক্ষুরেতয়োঃ । তস্মাৎসূর্য্যো অভিভূতাং কর্ণো ত্রোত্রং ততো দিশঃ ॥৫৫॥

নির্বিভেদ বিরাজন্ত্র্যগোমশ্চাদয়ন্ততঃ । তত ওষধয়শ্চাসন্ শিশ্নং নির্বিভিদ্বে ততঃ ॥৫৬॥

রেতস্তস্মাদাপ আসন্ নিরভিভূত বৈ গুদম্ । গুদাদপানোহপানাস্ত মৃত্যুলৌকভয়ঙ্করঃ ॥৫৭॥

আর ভেকের গুণবিশেষ রূপ বাহার বিষয় তাহাকে চক্ষু, জলের গুণবিশেষ রস বাহার বিষয়, তাহাকে রসনা এবং ভূমির গুণ বিশেষ গন্ধ বাহার বিষয়, তাহাকে ত্রাণ কহিয়া থাকেন । ৪৮

বায়ু ইত্যাদি এক এক পদার্থ অহঙ্কারাদির বিশেষ বিশেষ গুণ শব্দাদি করণাঘর হেতু কার্য্যে মিলিত হইয়া থাকে । এই কারণে আকাশাদি চারি পদার্থের গুণ ভূমিতেই দেখা যায় । পূর্ব্বোক্ত মহন্তর প্রভৃতি যখন পরস্পর মিলিত না হইয়া অবস্থিত হইল, তখন জগদাদির ঐশ্বর্য কাল কর্ম্ম ও গুণযুক্ত হইয়া ঐ সপ্ত পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । ৪৯-৫০

ঐ প্রবেশ হেতু ঐ সকল পদার্থ ক্ষুভিত হইয়া পরস্পর মিলিত হইল, তাহার পর সেই সকল হইতে একটি অচেতন অণু উৎপন্ন হইল, বিশেষ নামক সেই অণু হইতে বিরাট পুরুষ আবির্ভূত হন । ৫১

ঐ অণু বহির্ভাগে ক্রমশঃ নশগুণ বর্দ্ধিত প্রধানাত্ত জলাদি দ্বারা পরিবৃত্ত । সেই অণুই ভগবান হরির স্তুতিস্বরূপ লোকসমূহ বিধৃত আছে । ৫২

ঐ মহান্ দেব আবির্ভাবের পর জলশায়িত

সেই হিরণ্য অণুকোষ হইতে উখিত হইয়া ঔদাসীক্য পরিত্যাগ করিলেন, তিনি ঐ অণুে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বহু প্রকার হিত্র ভেদ করিয়া গিলেন । ৫৩

তাহাতে প্রথমতঃ তাঁহার মুখ উৎপন্ন হইল, তৎপরে বাক্য হইল, অতঃপর বাক্যের সহিত অগ্নি উৎপন্ন হইল, তৎপরে নাসিকাঘর নির্ভিন্ন হইল, তাহার পর ঐ দুই নাসিকা হইতে প্রাণবায়ুবিশিষ্ট ত্রাণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইল । ত্রাণের পর বায়ু প্রাণযুক্ত হইয়া উৎপন্ন হইল, অতঃপর তাহা হইতে চক্ষুর্ঘর নির্ভিন্ন হইল এবং তাহা হইতে সূর্য্যের উৎপত্তি হইল, তাহার পরে কর্ণ-বিবরণ্য বিভিন্ন হইল, এবং তাহা হইতে দিক্ সকল আবির্ভূত হইল । ৫৪-৫৫

অতঃপর বিরাট পুরুষের বৃক্ষ নির্ভিন্ন হইল । তাহা হইতে রোম, শ্মশ্রু, কেশ ও ওষধিসকল উৎপন্ন হইল ; তাহার পরে বিরাট পুরুষের শিশ্ন নির্ভিন্ন হইলে তাহা হইতে শুক্রের ও তৎপশ্চাৎ জলের উৎপত্তি হইল । তাহার পর পায়ু নির্ভিন্ন হইল এবং পায়ু হইতে অপান এবং অপান হইতে লোকসকলের ভয়জনক মৃত্যু প্রকাশ পাইল । ৫৬-৫৭



হস্তৌ চ নিরভিগ্ধেতাং বলং তাভ্যাং ততঃ স্মরাট্ ।

পাদৌ চ নিরভিগ্ধেতাং গতিস্তাভ্যাং ততো हरिः ॥৫৮॥

নাভ্যোহ্ অনিরভিগ্ধস্ত তাভ্যো লোহিতমাকৃতম্ । নদন্ততঃ সমভবদ্ভদ্রং নিরভিগ্ধত ॥৫৯॥

ক্ষুৎপিপাসে ততঃ স্মাতাং সমুদ্রস্বতয়োরুৎ । অথাস্ত হৃদয়ং ভিন্নং হৃদয়ান্মন উখিতম্ ॥৬০॥

মনসচ্চন্দ্রমা জাতো বুদ্ধিবুদ্ধির্গৈরাংপতিঃ । অহঙ্কারস্ততো রুদ্রশ্চিত্তং চৈত্যান্ততোহভবৎ ॥৬১॥

এতে হৃদ্যুখিতা দেবা নৈবাস্থোখাপনেশকন্ ।

পুনরাবিবিভুঃ খানি তমুখাপয়িতুং ক্রমাৎ ॥৬২॥

বহির্বাচা মুখং ভেজে নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ । দ্রাণেন নাসিকে বায়ুনোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ॥৬৩॥

অক্ষিণী চক্ষুষাদিত্যো নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ।

শ্রোত্রেণ কর্ণৌ চ দিশৌ নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ॥৬৪॥

হৃৎ রোমভিরোষথ্যো নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ । রেতসা শিশ্নমাংপস্ত নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ॥৬৫॥

শুদ্রং মৃত্যুরপানেন নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ । হস্তাবিস্ত্রো বলে নৈব নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ॥৬৬॥

তদনন্তর বিরাট পুরুষের হস্তদ্বয় নির্ভিন্ন হইল, এবং ঐ দুই হস্ত হইতে বল প্রকাশ পাইল, অনন্তর তাহা হইতে ইন্দ্রিয় আবির্ভাব হইল; অনন্তর তাহার চরণদ্বয় নির্ভিন্ন হইল এবং ঐ দুই চরণ হইতে গতি উৎপত্তি হইল; তৎপরে উহা হইতে বিষ্ণুর (শ্রীহরির আবেশাবতার—দেববিশেষের) আবির্ভাব হইল। ৫৮

অতঃপর বিরাট পুরুষের নাড়ীসকল নির্ভিন্ন হইল এবং পরে সে সমস্ত হইতে রক্ত জন্মিল। অনন্তর ঐ রক্ত হইতে নদীসকলের উৎপত্তি হইল, তৎপশ্চাতে উদর নির্ভিন্ন হইলে ক্ষুধা ও পিপাসা প্রকাশ পাইল এবং তাহা হইতে সমুদ্র উদ্ভূত হইলেন। অনন্তর বিরাট পুরুষের হৃদয় নির্ভিন্ন হইল, তাহা হইতে মন উৎপন্ন হইল। ৫৯-৬০

ঐ মন হইতে চক্রেয় উৎপত্তি হইল, তাহা হইতে বুদ্ধি এবং বুদ্ধি হইতে বাক্‌পত্তি ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন। পরে অহঙ্কারের জন্ম হইল। তাহা হইতে রুদ্র, তদনন্তর চিত্ত এবং চিত্ত হইতে চৈতন্য অর্থাৎ কেন্দ্রজ আবির্ভূত হইলেন। ৬১

এই সকল দেবতা আবির্ভাবের পরও বিরাট পুরুষকে উখিত করিতে পারিলেন না। ইহারা তাঁহাকে উখিত করিবার জন্য পুনর্বার নিজ নিজ ইন্দ্রিয়-রন্ধ্রে ক্রমশঃ প্রবেশ করিলেন। বহিঃ বাসিঙ্গিয়-পথে মুখে প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু তাহাতেও বিরাট পুরুষের উত্থান হইল না। পরে বায়ু শ্রোণেশ্রিয়ের দ্বারা নাসা-রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলেন, তাহাতেও বিরাট পুরুষের উত্থান হইল না। ৬২-৬৩

তৎপরে আদিত্য চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা অক্ষি-গোলকে প্রবেশ করিলেন, তাহাতেও বিরাট পুরুষ উখিত হইলেন না। তারপর দিক্‌সকল কর্ণেশ্রিয় দ্বারা কর্ণ-বিবরে প্রবেশ করিলেও বিরাট পুরুষ উঠিলেন না। তৎপরে ওষধি সকল লোম দ্বারা স্বকে প্রবেশ করিলেও বিরাট পুরুষ উঠিলেন না। অনন্তর জনসকল রেণুঃ দ্বারা শিল্পে প্রবিষ্ট হইলেও বিরাট পুরুষ উঠিলেন না; তদনন্তর মৃত্যু অপান দ্বারা পায়ুদেহে প্রবেশ করিলেও বিরাট পুরুষ উখিত হইলেন না, ইন্দ্র বল দ্বারা হস্তদ্বয়ে প্রবেশ করিলেও বিরাট পুরুষ উঠিলেন না। ৬৪-৬৬



বিষ্ণুগতিষ্য চরণৌ নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ।

নাড়ীর্নদ্রো লোহিতেন নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ॥৬৭॥

ক্ষুত্‌ভ্যাশ্বদরং সিঞ্চুর্নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ । হৃদয়ং মনসা চন্দ্রো নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ॥৬৮॥

বুদ্ধ্যা ব্রহ্মাপি হৃদয়ং নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ।

রুদ্রোহিভিমত্যা হৃদয়ং নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ॥৬৯॥

চিত্তেন হৃদয়ং চৈত্ব্যঃ ক্ষেত্রজঃ প্রাবিশদ্যদা । বিরাট্ তদৈব পুরুষঃ সলিলাদুদতিষ্ঠত ॥৭০॥

যথা প্রমুখং পুরুষং প্রাণেশ্বিয়মনোধিয়ঃ । প্রভবন্তি বিনা যেন নোখাপায়তুমোজসা ॥৭১॥

তদগ্নিন্ প্রত্যগাত্মানং ধিয়া যোগপ্রবৃত্তয়া । ভক্ত্যা বিরক্ত্যা জ্ঞানেন বিবিচ্যাত্মনি চিস্তয়েৎ ॥৭২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সর্থহতায়াং বৈরাগিকাং তৃতীয়স্কন্ধে কাশিলয়ে

তৎসম্বারায়ো নাম ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ । ২৬ ॥

পরে বিষ্ণু গতিশক্তি দ্বারা পদদ্বয়ে প্রবেশ করিলেও তাহাতে বিরাট পুরুষ উঠিলেন না। তৎপরে নদীসকল রক্ত দ্বারা নাড়ীতে প্রবেশ করিলেও বিরাট পুরুষের উত্থান হইল না, পরে সমুদ্র ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দ্বারা উদর আশ্রয় করিলেন, তখনও বিরাট পুরুষ উত্থিত হইলেন না, পরে চন্দ্রমা মন দ্বারা হৃদয়কে আশ্রয় করিলেও বিরাট পুরুষ উঠিলেন না, তৎপরে ব্রহ্মা বুদ্ধি দ্বারা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলেও বিরাট পুরুষ উঠিলেন না। পরে রুদ্র অভিমান

দ্বারা সেই হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলেও বিরাট পুরুষ উত্থিত হইলেন না। অবশেষে ক্ষেত্রজ যখন চিত্ত দ্বারা হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, তখন বিরাট পুরুষ সলিল হইতে উত্থিত হইলেন। ঐ ক্ষেত্রজ চিত্তের অধিকার ব্যতিরেকে প্রাণ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রমুখ পুরুষকে উত্থিত করিতে সমর্থ হইল না; এই কারণে যোগপ্রবৃত্ত বুদ্ধি, ভক্তি, বৈরাগ্য ও জ্ঞান ইত্যাদি দ্বারা এই আত্মাতেই বিবেচনা পূর্বক ক্ষেত্রজ আত্মার চিন্তা করিবে। ৬৭-৭২

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে ষড়্বিংশতি অধ্যায়ঃ ।



## সপ্তবিংশ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ ।

প্রকৃতিস্বোহপি পুরুষো নাজ্যতে প্রাকৃতৈশ্চৈতঃ । অবিকারাদকর্তৃত্বান্নিগুণত্বাজ্জলার্কবৎ ॥১॥  
স এষ যর্হি প্রকৃতেশ্চৈতঃস্বভিবিষজ্জতে । অহঙ্কারবিমুঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥২॥  
তেন সংসারপদবীমবশোহভ্যোত্যানিবৃত্তঃ । প্রাসঙ্গিকৈঃ কৰ্ম্মদোষৈঃ সদসম্মিশ্রয়োনিষু ॥৩॥  
অৰ্থে হুবিমুঢ়মানোহপি সংসৃতিৰ্ন নিবৰ্ত্ততে । ধ্যায়তো বিষয়ানশ্চ স্বপ্নেহ্নর্থগমো যথা ॥৪॥  
অতএব শনৈশ্চিন্ত্যং প্রসক্তমসতাং পথি । ভক্তিব্যোগেণ তীত্রেণ বিরক্ত্যা চ নয়েদ্বশম্ ॥৫॥  
যমাদিভির্যোগপথৈরভ্যাসন্ শ্রদ্ধয়াষিতঃ । যয়ি ভাবেন সত্যেন মৎকথাশ্রবণেন চ ॥৬॥  
সৰ্বভূতসমত্বেন নিৰ্ভৈর্যোগপ্রসক্ততঃ । ব্রহ্মচর্য্যেণ মোদেন স্বধৰ্ম্মেণ মহীয়সা ॥৭॥  
যদৃচ্ছয়োগস্থিতেন সমুচ্চৈঃ সিতভুগুনিঃ । বিবিক্তশরণঃ শাস্তো মৈত্রঃ করুণ আত্মবান্ ॥৮॥  
সানুবন্ধে চ দেহেহস্মিন্নকূৰ্ব্বমসদাগ্রহম্ । জ্ঞানেন দৃষ্টতত্বেন প্রকৃতেঃ পুরুষশ্চ চ ॥৯॥

### পুরুষ ও প্রকৃতির বিবেক

শ্রীভগবানু কহিলেন—পরম পুরুষ পরমাত্মা নিগুণ স্তরতাং অকর্তা ও অবিকার। দিবাকর জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত হইলেও যেমন সূর্য্য সলিল-ধর্ম্ম লক্ষণাক্রান্ত হন না, সেইরূপ ঐ পুরুষ দেহস্থ হইলেও প্রাকৃত গুণে লিপ্ত হন না, কিন্তু যখন সেইরূপ প্রকৃতির গুণে অর্থাৎ তজ্জন্ম সূত্র ও দুঃখাদিতে আসক্ত হন, তখন তাঁহার আত্মা অহঙ্কারে বিমুঢ় হওয়ায় তিনি আমি কর্তা এইরূপ অভিমান করিয়া থাকেন। ১-২

তখন তিনি অবশ হইয়া প্রাসঙ্গিক কৰ্ম্মদোষে সৎ অসৎ ও মিশ্রবোনিতে অর্থাৎ দেবতির্য্যাক্-নরাদিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারপদবী প্রাপ্ত হন। ৩

সংসারের অর্থসকলের বা বিষয়ের বাস্তবিক অস্তিত্ব না থাকিলেও সংসারের নিবৃত্তি হয় না, কারণ, বিষয়চিন্তা করিতে করিতে বস্তুরসকল না থাকিলেও স্বপ্নে যেমন তৎসহ সমাগম হয়, এ সংসারের ব্যাপারেও তাহাই হয়। ৪

অতএব যিনি সংসারপদবী অভিক্রম করিতে ইচ্ছুক, তিনি ইন্দ্রিয় সকলের বিষয়রূপ পথে চিন্তা প্রসক্ত হইলে সুদৃঢ় ভক্তিব্যোগ ও তীব্র বৈরাগ্য দ্বারা ক্রমে ক্রমে নিবৃত্ত করিয়া আপনার বশে আসিবেন। ৫

এইরূপ পুরুষই যমাদি যোগপথের অভ্যাসপূর্ব্বক একাগ্রচিন্তা ও শ্রদ্ধাষিত হইয়া আমার প্রতি নিকপট ভাব প্রকাশ ও আমার কথা শ্রবণ করেন। ৬

ঐরূপ পুরুষ সৰ্বভূতে সমদর্শিতার দ্বারা একেবারে বৈরাগ্য হইয়া সজ্ঞাত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য, মোদিত্রত অথবা ঐশ্বর্য্যপিত চিন্তের দ্বারা স্বধৰ্ম্মা-মুচ্ছান্নে রত হইয়া থাকেন। ৭

তিনি যদৃচ্ছালব্ধ দ্রব্যেই সন্তুষ্ট এবং পরিমিত-ভোজী, মননশীল, একান্তবাসী, শাস্ত, সৰ্ব্বজন-মিত্রভাবাপন্ন, কৃপাবান্ ও ধৃতিযুক্ত হন। ৮

এই দেহে অথবা দেহের আনুমানিক স্ত্রীপুত্রাদিতে তাঁহার ‘আমি’ ‘আমার’ এইরূপ অসৎ আগ্রহ থাকে না, পরন্তু যে জ্ঞানে প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্ব জানিতে পারা যায়, উক্ত যোগী পুরুষ কেবল সেই জ্ঞানেই সমন্বিত থাকেন। ৯



নিবৃত্তবুদ্ধ্যাবস্থানো দূরীভূতান্দ্ৰশর্শনঃ । উপলভ্যাত্মনাত্মানং চক্ষুষেবার্কমাত্মদৃক্ ॥১০॥  
 যুক্তলিঙ্গং সদাভাসমসতি প্রতিপদ্যতে । সতো বন্ধুমসচ্চক্ষুঃ সর্বানুসূতমদ্বয়ম্ ॥১১॥  
 যথা জলস্থ আভাসঃ স্থলস্থেনাবদৃশ্যতে । স্বাভাসেন তথা সূর্য্যো জলস্থেন দিবি স্থিতঃ ॥১২॥  
 এবং ত্রিবিদহঙ্কারো ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ৈঃ । স্বাভাসৈলক্ষিতোহনেন সদা ভাসেন সত্যদৃক্ ॥১৩॥  
 ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়মনো-বুদ্ধাদিবিহ নিদ্রয়া । লীনেষসতি যন্তত্র বিনিদ্রো নিরহংক্রিয়ঃ ॥১৪॥  
 মন্থমানস্তদাত্মানমন্যেচৈ নষ্টবশ্মশা । নষ্টেহহঙ্করণে দ্রষ্টা নষ্টবিত্ত ইবাতুরঃ ॥১৫॥  
 এবং প্রত্যবস্থ্যাসাবাত্মানং প্রতিপদ্যতে । সাহঙ্কারস্ত দ্রব্যস্ত বোহবস্থানমনুগ্রহঃ ॥১৬॥  
 শ্রীদেবভূতিরূপাচ ।  
 পুরুষং প্রকৃতিব্রহ্মান ন বিমুক্ততি কহিচিৎ । অন্তোন্তাপাশ্রয়ত্বাচ্চ নিত্যত্বাচ্চানয়োঃ প্রভো ॥১৭॥

ঐরূপ করাত্রে বুদ্ধির অবস্থাবিশেষ যে জাগ্রৎ-  
 স্বপ্নাদি তাহা নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং অস্ত্র দর্শন  
 দূরীভূত হয়, সুতরাং তখন ঐ পুরুষ আত্মদর্শী হইয়া  
 যেমন চক্ষুরবচ্ছিন্ন সূর্য্য দ্বারা যেমন গগনস্থ সূর্য্য দর্শন  
 হয় তদ্বৎ অহঙ্কারাবচ্ছিন্ন আত্মা দ্বারা শুদ্ধ আত্মাকে  
 উপলব্ধি করেন । ১০

ইহাতেই তিনি নিরুপাধি এবং মিথ্যাভূত  
 অহঙ্কারে সক্রপে ভাসমান ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন । এই  
 ব্রহ্ম শুদ্ধ, জীবের স্বরূপ হইতে ভিন্ন, যেহেতু ইনি  
 সতের অর্থাৎ প্রধানের বন্ধু অর্থাৎ অধিষ্ঠান এবং  
 অসতের অর্থাৎ তাহার কার্য্যের প্রকাশক । ফলতঃ  
 ইনি কার্য্য ও কারণ উভয়েই অনুষ্মাত হইয়া আছেন  
 অথচ স্বয়ং পরিপূর্ণস্বরূপ । ১১

যেমন জলস্থিত সূর্য্যপ্রতিবিম্ব গৃহাস্তর্বর্তী  
 ভিত্তির উপর পরিস্কুরিত হইলে, সেই গৃহের কোণ-  
 স্থিত পুরুষ স্থলস্থ ঐ সূর্য্যপ্রতিবিম্বস্কৃতি দ্বারা  
 জলস্থ সূর্য্য দেখিয়া থাকেন, অথবা জলস্থ সূর্য্য-  
 প্রতিবিম্ব দ্বারা আকাশের সূর্য্য দেখিয়া থাকেন,  
 সেইরূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন—এই তিনটি অবচ্ছিন্ন  
 আত্মপ্রতিবিম্ব দ্বারা ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কারে ব্রহ্মের  
 প্রতিবিম্ব দেখা যায় ; পরে সেই সদাভাসবিশিষ্ট  
 অহঙ্কার দ্বারা সত্যদৃক্ অর্থাৎ পরমার্থ বিজ্ঞপ্তিরূপ  
 আত্মা দৃষ্ট হন । ১২-১৩

এই আত্মা যে শুদ্ধ ও পরমার্থজ্ঞানস্বরূপ,  
 তাহা অনুভবের দ্বারাও সিদ্ধ হইতে পারে ; সুশৃণু  
 অবস্থায় যখন সূক্ষ্মভূত, ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ইত্যাদি  
 নিদ্রা দ্বারা অসত্ত্বল্য অব্যাকৃত প্রকৃতিতে লীন হয়,  
 তখন ঐ আত্মা বিনিদ্র ও অহঙ্কারশূন্য হইয়া স্বীয়  
 স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ১৪

তৎকালে সেই আত্মা দ্রষ্টারূপে অবস্থিত  
 থাকেন এবং আপনায় উপাধি অহঙ্কার নষ্ট  
 হওয়ায় স্বয়ং নষ্ট না হইলেও আপনাকে নষ্টত্বল্য  
 জ্ঞান করেন । এইরূপ উপাধির বিনাশে আপনায়  
 বিনাশজ্ঞান হওয়া অসম্ভব নহে, কারণ, যখন বিনষ্ট  
 হইলে আপনিই যেন নষ্ট হইল, লোককে প্রায়ই  
 এইরূপ দ্রুঃখিত হইতে দেখা যায় । ১৫

আত্মা ঐরূপ জ্ঞানে অহঙ্কারবিশিষ্ট বলিয়া  
 প্রতীয়মান হওয়াতে তদবস্থায় তাহাকে নিরহঙ্কার মনে  
 করা যাইতে পারে না । ঐ আত্মাই সাহঙ্কার দ্রব্যের  
 অর্থাৎ কার্য্য-কারণ-সংঘাতের প্রকাশক এবং তাহার  
 আশ্রয় । ঐরূপে অহঙ্কারদৃশ্য হয় বলিয়া অহঙ্কার ব্যতি-  
 রিক্ত অহঙ্কারদ্রষ্টা আত্মাকে জানিতে পারা যায় । ১৬

শ্রীদেবভূতি জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্রহ্মান । পুরুষ  
 ও প্রকৃতির পরস্পর নিত্যসংযোগ । এইকণ্ড  
 প্রকৃতি কখনও পুরুষকে পরিত্যাগ করে না, তবে  
 মুক্তি কি প্রকারে হইবে ? ১৭



যথা গন্ধস্থ ভূমেশ্চ ন ভাবো ব্যতিরেকতঃ । অপাং রসস্থ চ যথা তথা বুদ্ধেঃ পরস্থ চ ॥১৮॥  
অকর্তুঃ কৰ্ম্মবন্ধোহয়ং পুরুষস্থ যদাশ্রয়ঃ । গুণেষু সৎসু প্রকৃতেঃ কৈবল্যাং তেষতঃ কথম্ ॥১৯॥  
কচিৎ তদ্বাবমর্শেন নিবৃত্তং ভয়মুষণম্ । অনিবৃত্তনিমিত্তত্বাৎ পুনঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে ॥২০॥  
শ্রীভগবানুবাচ ।

অনিমিত্তানিমিত্তেন স্বধর্মেণামলাশ্রনা । তীত্রয়া ময়ি ভক্ত্যা চ শ্রুতসংভূতয়া চিরম্ ॥২১॥  
জ্ঞানেন দৃষ্টতত্বেন বৈরাগ্যেণ বলীয়সা । তপোযুক্তেন যোগেন তীত্রেণাত্মসমাধিনা ॥২২॥  
প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চেহ দহমানা ত্বহর্নিশম্ । তিরোভবিত্রী শনৈকরয়েধোনিরিবারণিঃ ॥২৩॥  
ভুক্তভোগা পরিত্যক্তা দৃষ্টদোষা চ নিত্যশঃ । নেশ্বরশ্চাশুভং ধত্তে স্যে মহিম্নি স্থিতস্ত চ ॥২৪॥  
যথা হ্যপ্রতিবুদ্ধস্ত প্রস্থাপো বহ্ননর্থভূৎ । স এব প্রতিবুদ্ধস্ত ন বিমোহায় কল্পতে ॥২৫॥  
এবং বিদিততত্ত্বস্ত প্রকৃতির্ময়ি মানসম্ । যুক্ততো নাপকুরুত আত্মারামস্ত কহিচিৎ ॥২৬॥  
যদৈবমধ্যাত্মরতঃ কালেন বহুজন্মানা । সর্বত্র জাতবৈরাগ্য আত্মক্লান্তবান্মুনিঃ ॥২৭॥  
মন্তুক্তঃ প্রতিবুদ্ধার্থো মৎপ্রসাদেন ভূয়সা । নিঃশ্রেয়সং স্বসংস্থানং কৈবল্যাখ্যং মদাশ্রয়ম্ ॥২৮॥

যেমন ভূমি ও গন্ধের কখনও বিচ্ছেদ নাই অথবা  
যেমন রস ও জলের মধ্যেও একটি অণুটি ভিন্ন থাকিতে  
পারে না, তেমনি প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যেও একের  
অভাবে অন্নের সত্তার উপলব্ধি হইতে পারে না । ১৮

আর পুরুষ অকর্তা হইলেও তাহার এই কৰ্ম্ম-  
বদ্ধ প্রকৃতির যে সকল গুণকে আশ্রয় করিয়া  
প্রবৃত্ত হইয়াছে, প্রকৃতির সেই সকল গুণ বিত্তমান  
থাকিতে পুরুষের কি প্রকারে মুক্তি হইবে ? ১৯

এই জগুই কখনও কখনও তত্ত্ববিচার দ্বারা  
কোন কোন পুরুষের সংসারভয় নিবৃত্তি হইলেও  
তৎকারণ একেবারে নিবৃত্ত না হওয়াতে পুনর্ব্বার  
সেই ভয়ের উদ্ভব দেখা গিয়া থাকে । ২০

শ্রীভগবান্ কহিলেন—যেমন কাষ্ঠ হইতে অগ্নি  
উদ্ভূত হইয়া সেই কাষ্ঠকেই দহ করে, সেইরূপ  
নিকাম ধর্ম্ম, নির্মূল মন, আমার কথা শ্রবণে  
পরিপূর্ণ মনোনিবেশিত তীত্র ভক্তিসংযোগ, তত্ত্বজ্ঞান, বলবান্  
বৈরাগ্য, তপোযুক্ত যোগ এবং তীত্র আত্মসমাধি  
দ্বারা অহর্নিশ পুরুষের প্রকৃতি পুনঃ পুনঃ অভিভূত-  
মান হইয়া তিরোহিত হইতে পারে । ২১-২৩

তখন পুরুষ সেই প্রকৃতির ভোগ ভুক্ত হইয়াছে  
বলিয়া মনে করেন এবং সততই তাহার দোষের প্রতি  
লক্ষ্য রাখেন, সুতরাং সে পরিত্যক্ত হওয়ায় পুরুষের  
আর অমঙ্গল উৎপাদনে সমর্থ হয় না, ফলতঃ যখন  
পুরুষ আপনার মহিমায় অবস্থিত থাকেন, তখন আর  
তাঁহার প্রতি প্রকৃতির প্রভুত্ব থাকে না । ২৪

যেমন পুরুষ নিদ্রিত হইলে প্রায়ই তাঁহার স্বপ্ন-  
যোগে নানা অর্থ সংঘটিত হয়, কিন্তু জাগরিত হইলে  
সংস্কার বশতঃ ঐ স্বপ্ন তাঁহার মনে উদ্ভিত হইলেও  
তাহা আর মোহ জন্মাইতে পারে না, সেইরূপ  
পুরুষ তত্ত্বজ্ঞ হইয়া আমাতেই মনঃসংযোগ করিয়া  
আত্মারাম হইলে তখন আর প্রকৃতি তাঁহার  
অপকারে সমর্থ হয় না । ২৫-২৬

এইরূপে পুরুষ বহু জন্মের পর যখন অধ্যাক্ষ-  
রত হইয়া ত্রিকালোকাবধি সর্বত্র জাতবৈরাগ্য  
হন এবং মুনি হইয়াও আমার প্রতি ভক্তিসংযোগ  
করিয়া আমার প্রসাদে আত্মভবে অভিজ্ঞ হন,  
তখন তিনি কৈবল্যাধামে দেহ ব্যতিরিক্তস্বরূপ  
মদাশ্রয়ে নিরভিশয় আনন্দলাভ করেন । ২৭-২৮



প্রাপ্তোত্তীহাঙ্গসা ধীরঃ স্বদৃশা চ্ছিন্নসংশয়ঃ । যদগত্বা ন নিবর্তেত যোগী লিঙ্গবিনির্গমে ॥২৯॥

যদা ন যোগোপচিতাস্থ চেতো মায়াস্থ সিদ্ধস্থ বিষজ্জতেহঙ্গ ।

অনন্তহেতুত্বম্ মে গতিঃ শ্রাদাত্যস্তিকী যত্র ন মৃত্যুহাসঃ ॥৩০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে প্রকৃতিবিবেকো নাম সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥২৭॥

৩৯কালে তাঁহার লিঙ্গশরীর বিনাশ হেতু তিনি  
ঐ আনন্দ লাভ করিয়াও পুনর্ববার আর  
তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে হয় না এবং আত্মজ্ঞান  
দ্বারা তাঁহার সংশয় সকলও ছিন্ন হইয়া  
যায় । ২৯

এইরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ তখন অণির্মান  
সিদ্ধিকে বিশ্বস্বরূপ মনে করেন, ফলতঃ ঐ সকল

সিদ্ধি যোগের দ্বারাই সমৃদ্ধ এবং যোগ ব্যতীত  
তাঁহাদের আর অন্য কারণ না থাকায় তাহাতে  
আর চিন্তা আসক্ত হয় না, কেবল এইরূপ বোধ  
হইতে থাকে যে, আমার অতিক্রমকারিণী আত্ম-  
সম্বন্ধিনী যে গতি—তাহাই আমার হউক এবং তাহা  
হইলে আর মৃত্যুর নিকট হস্তাস্পদ হইতে  
হইবে না । ৩০

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে সপ্তবিংশ অধ্যায়



## অষ্টাবিংশ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ ।

যোগস্য লক্ষণং বক্ষ্যে সবীজস্য নৃপাত্মজে । মনো যেনৈব বিধিনা প্রসন্নং যাতি সৎপথম্ ॥১॥  
 স্বধৰ্ম্মাচরণং শক্ত্যা বিধৰ্ম্মাচ্চ নিবর্তনম্ । দৈবান্নকেন সন্তোষ আত্মবিচ্চরণার্চনম্ ॥২॥  
 গ্রাম্যধৰ্ম্মনিবৃত্তিচ্চ মোক্ষধৰ্ম্মরতিস্তথা । মিতমেধ্যাদনং শশ্বদ্বিবিজ্ঞানসেবনম্ ॥৩॥  
 অহিংসা সত্যমস্তেয়ং যাবদর্থপরিগ্রহঃ । ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ শৌচং স্বাধ্যায়ঃ পুরুষার্চনম্ ॥৪॥  
 মৌনং সদাসনজয়শ্চৈর্য্যং প্রাণজয়ঃ শনৈঃ । প্রত্যাহারশ্চেন্দ্রিয়াণাং বিষয়ান্মনসা হৃদি ॥৫॥  
 স্বধিষ্ঠ্যানামেকদেশে মনসা প্রাণধারণম্ । বৈকুণ্ঠলীলাভিধানং সমাধানং তথাহ্মনঃ ॥৬॥  
 এতৈরন্যৈশ্চ পথিভির্মনো দুৰ্দ্ধমসৎপথম্ । বুদ্ধ্যা যুঞ্জীত শনকৈজিতপ্রাণো হৃতস্তিতঃ ॥৭॥  
 শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য বিজিতাসন আসনম্ । তস্মিন্ স্বস্তিকমাসীন ঋজুকায়ঃ সমভ্যাসেৎ ॥৮॥  
 প্রাণস্য শোধয়েন্মার্গং পূরকুস্তকরেচকৈঃ । প্রতিকূলেন বা চিত্তং যথা স্থিরমচঞ্চলম্ ॥৯॥

অষ্টাঙ্গযোগে নিরুপাধি স্বরূপজ্ঞান কথন

ভগবান কপিল কহিলেন, হে নৃপাত্মজে, এক্ষণে সাবলম্বন যোগের লক্ষণ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন । এই যোগ অনুষ্ঠানের দ্বারা মন প্রফুল্ল হইয়া সৎপথে গমন করিয়া থাকে ॥১॥

যথাসাধ্য স্বধৰ্ম্মাচরণ, বিরুদ্ধ ধৰ্ম্ম হইতে নিবর্তন, দৈবলব্ধ দ্রব্যে সন্তোষ, আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের চরণার্চন—॥২॥

ধৰ্ম্ম অর্থ ও কামবিষয়ক পথ হইতে নিবৃত্তি, মোক্ষ-ধৰ্ম্মে আসক্তি, পরিমিত অথচ বিশুদ্ধ ঋজুদ্রব্যভোজন, নিরন্তর বাশাশূন্য নির্জ্ঞান স্থানে অবস্থিতি—॥৩॥

অহিংসা, সত্যকথন, অত্যাগপূর্ব্বক পরধন গ্রহণ না করা, যৎপরিমিত বস্ত্র আবশ্যক তাহারই গ্রহণ, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, বাহ ও আভ্যন্তর শৌচ, বেদাধ্যয়ন, পরম পুরুষের অর্চন—॥৪॥

মৌনাবলম্বন, আসন জয় করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান, ক্রমে ক্রমে প্রাণবায়ু জয় করা, ইন্দ্রিয়গম্ভূহকে মন দ্বারা প্রত্যাহার করিয়া হৃদয়ে আনয়ন—॥৫॥

প্রাণের স্থান মূলাধারাদি কোনও একদেশে মনের সহিত প্রাণের ধারণ, ভগবানের লীলাসমূহের অবয়বাদি সহ ধ্যান এবং মনের সমাধান করণ—॥৬॥

এই সকল এবং এতদ্ব্যতীত অষ্টাঙ্গ ব্রতের দ্বারা অসৎপথে প্রবৃত্ত মনকে ক্রমে ক্রমে বুদ্ধির দ্বারা যোগ-সাধনে নিয়োগ করিবে এবং আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণবায়ুকেও জয় করিবে ॥৭॥

পরে জিতাসন হইয়া পবিত্র স্থানে যথাক্রমে উপ-যুঁপরি কুশ, অজিন, চেল ইত্যাদি আন্তরণ করিয়া আসন করিবে এবং তদুপরি স্বস্তিকাসন বা যাহাতে সুখবোধ হইবে এমন আসন করিয়া স্থায় শরীর ঋজু করিয়া প্রাণসংযমনের অভ্যাস করিবে ॥৮॥

প্রথমতঃ পূরক অর্থাৎ বায়ুবায়ুর অন্তঃপ্রবেশন, তৎপরে কুস্তক অর্থাৎ অন্তঃপ্রবেশিত বায়ুর ধারণ, তদনন্তর রেচক অর্থাৎ অন্তর্গত বায়ুর বহির্নিঃসরণ—এই তিনটি দ্বারা অমুলোমক্রমে বা প্রতিলোমক্রমে ঐ প্রকারে চিত্তকে একরূপ শোধান করিয়া লইবে যে, তাহা একেবারে স্থির হইয়া আর চঞ্চল হইবে না ॥৯॥



মনোহচিরাৎ শ্রাদ্ধিরজং জিতশ্বাসস্ত যোগিনঃ ।

বায়ুশিভ্যাং যথা লোহং দ্ব্যাতং ত্যজতি বৈ মলম্ ॥১০॥

প্রাণায়ামৈর্দেহদোষান্ ধারণাভিচ্চ কিঞ্চিৎ । প্রত্যাহারেণ সংসর্গান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্ ॥১১॥

যদা মনঃ স্থবিরজং যোগেন স্থসমাহিতম্ । কার্ণাং ভগবতো ধ্যায়েৎ শ্বনাসাশ্রাবলোকনঃ ॥১২॥

প্রসন্নবদনাস্তোজং পদ্মগজার্জুণেক্ষণম্ । নীলোৎপলদলশ্যামং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥১৩॥

লসৎপঙ্কজকিঞ্জল-পীতকৌশেয়বাসসম্ । শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎ-কৌস্তভামুক্তকঙ্করম্ ॥১৪॥

মত্তদ্বিরেকফলয়া পরীতং বনমালায় । পরাঙ্ঘ্যহারবলয়-কিরীটান্দনূপুরম্ ॥১৫॥

কাঞ্চীশৃণোল্লসৎশ্রোণিং হৃদয়াস্তোজবিস্তরম্ । দর্শনীয়তমং শাস্তং মনোনয়নবর্দ্ধনম্ ॥১৬॥

অপীব্যদর্শনং শঙ্খং সর্বলোকনমস্কৃতম্ । সন্তং বয়সি কৈশোরে ভূত্যানুগ্রহকাতরম্ ॥১৭॥

কীর্ত্তনতীর্থযশসং পুণ্যশ্লোকযশস্করম্ । ধ্যায়েদেবং সমগ্রাঙ্গং যাবন্ন চ্যবতে মনঃ ॥১৮॥

স্থিতং ব্রজস্তুমাসীনং শয়ানং বা গুহাশয়ম্ । প্রেক্ষণীয়েহিতং ধ্যায়েচ্ছুদ্ধভাবেন চেতসা ॥১৯॥

সুবর্ণ, বায়ু ও অগ্নিতে তপ্ত হইলে যেরূপ অচিরে মলিনত্ব ত্যাগ করে, সেইরূপ এই প্রকারে শ্বাস জয় হইলে যোগী ব্যক্তির মন শীঘ্র নির্মল হইবে ॥১০॥

প্রাণায়ামের দ্বারা যোগীর বাতশ্লেষাদি দেহদোষ ও ধারণার দ্বারা পাপ দক্ষ হয় ; প্রত্যাহারের দ্বারা বিষয়সম্মত সকল নিবৃত্ত হয় এবং ধ্যান দ্বারা অনীশ্বরগুণ রাগদ্বेषাদি উপশান্ত হইয়া থাকে ॥১১॥

এইরূপে মন যখন সম্যক প্রকারে নির্মল ও যোগ দ্বারা সুসমাহিত হইবে, তখন লয়-বিক্ষেপ পরিহারার্থ আপনার নাসাগ্রে দৃষ্টি সংযোগ পূর্বক ভগবানের মূর্ত্তি ধ্যান করিবে ॥১২॥

ঐ মূর্ত্তি এইরূপ :—তঁহার বদনকমল সুপ্রসন্ন, নয়নদ্বয় পদ্মগর্ভের ন্যায় অরুণবর্ণ, শরীর নীল উৎপলের ন্যায় শ্যামল এবং তঁহার চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম বিরাজমান ॥১৩॥

তঁহার কৌশেয় পীতবসন পদ্মের কিঞ্জলির তুল্য মনোহর, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন এবং তঁহার কঙ্করে দীপ্তিশালী কৌস্তভমণি শোভমান ॥১৪॥

তঁহার গলদেশে বনমালা ব্যাপ্ত এবং তাহাতে মত্ত মধুকরগণ গুন্ গুন্ রবে মধুর ধ্বনি করিতেছে,

এতদ্ব্যতীত তিনি মহামূল্য হার, বলয়, কিরীট, অঙ্গদ এবং নূপুর প্রভৃতি অলঙ্কারে বিভূষিত ॥১৫॥

তঁহার কটিদেশে চক্ৰল কাঞ্চিদামের দ্বারা দীপ্তিমান, তিনি ভক্তগণের হৃদয়পদ্মের আসনের উপরি-ভাগে সমাসীন এবং তঁহার সেই শাস্তমূর্ত্তি নয়ন ও মনেব আনন্দবর্দ্ধক এবং সমুদায় দর্শনীয় বস্তু হইতে উৎকৃষ্ট ॥১৬॥

তঁহার তত্ত্ববিষয়ক দর্শনও অতি সুন্দর এবং তিনি সর্বলোকনমস্কৃত, সত্তত কিশোরবয়স্ক এবং অনুগতগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্ত সর্বদা ব্যগ্র ॥১৭॥

তঁহার যশ সর্বপ্রকারে কীর্ত্তনযোগ্য ও তার্থস্বরূপ পবিত্র তঁাহা হইতেই বলিপ্রমুখ পুণ্যশ্লোকগণের যশ বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে ; যে পর্য্যন্ত মন আপনা হইতে শাস্ত না হয়, তাবৎ এইরূপ সমগ্র অঙ্গবিশিষ্ট ভগবানের ধ্যান করিবে ॥ ১৮

এরূপে ভাবশুদ্ধ চিত্ত দ্বারা সর্বাস্তুর্য্যামিভাব, মূর্ধিক উপবিষ্ট অথবা গমনশীল কিংবা শয়ানরূপে চিন্তা করিবে। তঁহার লীলা সকলেরই পরম স্বপ্নে দর্শনীয় ॥১৯॥



তস্মিন্ধরূপদং চিত্তং সর্বাবয়বসংস্থিতম্ । বিলকৈক্যকত্র সংযুক্ত্যাদঙ্গে ভগবতো মুনিঃ ॥২০॥

সকিস্তয়েস্তগবতশ্চরণারবিন্দং বজ্রাকুশধ্বজসরোরুহলাঙ্ঘনাত্যম্ ।

উত্তরুত্তরকবিলসম্বলচক্রবাল-জ্যোৎস্নাভিরাহতমহদ্ধৃদয়ান্ধকারম্ ॥২১॥

যচোচনিঃসৃতসরিংপ্রবরোদকেন তীর্থেন মূৰ্দ্ধাধিকৃতেন শিবঃ শিবোহভূৎ ।

ধ্যাতুর্মনঃশমলশৈলনিসৃষ্টবজ্রং ধ্যায়ৈচ্চিরং ভগবতশ্চরণারবিন্দম্ ॥২২॥

জামুদ্বয়ং জলজলোচনয়া জনন্যা লক্ষ্ম্যাখিলশ্চ সুরবন্দিতয়া বিধাতুঃ ।

উর্বোনিধায় করপল্লবরোচিমা যৎ সংলালিতং হৃদি বিভোরভবশ্চ কুর্য্যাৎ ॥২৩॥

উরু স্থপর্ণভূজয়োরধি শোভমানাবোজোনিধী অতসিকাকুশ্মাবভাসৌ ।

ব্যালম্বিতবরবাসসি বর্তমানকাঞ্চীকলাপপরিরস্তি নিতম্ববিশ্বম্ ॥২৪॥

নাভিহৃদং ভুবনকোশগুহোদরস্থং যত্রোত্তমোনিধিষণাখিললোকপদাম্ ।

ব্যুৎ হরিগ্নগিরিবস্তনয়োরমুখ্য ধ্যায়ৈদ্বয়ং বিশদহারমযুগগৌরম্ ॥২৫॥

বন্ধোহধিবাসমুষভশ্চ মহাবিভূতেঃ পুংসাং মনোনয়ননির্বৃতিমাদধানম্ ।

কণ্ঠঞ্চ কৌস্তভমণেরধিভূষণার্থং কুর্য্যান্মনশ্চখিললোকনমস্কৃতশ্চ ॥২৬॥

এই প্রকার যখন দেখিবে, ভগবানের সকল অবয়বে সমাক্রমকারে চিত্ত অধিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন এক এক অঙ্গে তাহা যোগ করিয়া দিবে ॥২০॥

সর্বপ্রাণে ভগবানের চরণারবিন্দ ধ্যান করিবে— তাহাতে ধ্বজ, বজ্র, অকুশ এবং সরোরুহের চিহ্ন বিরাজিত। অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগে উত্তরুত্তরকবল ও বিলাসযুক্ত নখরূপ চন্দ্রমণ্ডল শোভমান—তাহারই জ্যোৎস্নায় ধ্যানী পুঙ্খের হৃদয়ান্ধকার দূরীভূত হইয়া যায়। যে চরণনিঃসৃত সরিৎপ্রবরা গঙ্গার সংসার-তাপনাশক সলিল মন্তকোপরি ধারণ করিয়া শিবও শিব হইয়াছেন, সেই চরণে যে ব্যক্তি ধারণ করে, তাহার মনের পাপরূপ পর্বতে বজ্র নিক্ষিপ্ত হয়, ঐ চরণারবিন্দই চিরকাল ধ্যানের যোগ্য ২১-২২

ত্রস্তার জননী সুরবন্দিতা কমললোচনা লক্ষ্মী ভগবানের জামুদ্বয় আপনার উরুদ্বয়ে রাখিয়া স্বীয় করপল্লব দ্বারা স্পর্শচাতুর্য্য সহকারে সেবা করেন। যিনি সংসার-দুঃখ অভিক্রম করিতে ইচ্ছুক, তিনি ভগবানের ঐ জামুদ্বয় আপনার হৃদয়মধ্যে রাখিয়া ধ্যান

করিবেন। গরুড়ের স্কন্ধোপরি বিরাজমান, অভয়কুশুম সদৃশ কাস্তি দ্বারা দীপ্তিমান, বলের আধার সেই উরু-দ্বয় হৃদয়মধ্যে চিন্তা করিবেন, তাহার আগুলক লক্ষ-মান পীতবসনবিশিষ্ট ও কাঞ্চীকলাপে সংশ্লিষ্ট নিতম্ব-বিশ্ব হৃদয়মধ্যে স্থাপন পূর্বক চিন্তা করিবেন। ২৩-২৪

অনন্তর ভগবানের নাভিহৃদ এইরূপে ধ্যান করিবে যে, উদর ভুবনসমূহের অধিষ্ঠানস্থান, এই নাভি তাহাতে অবস্থিত এবং নাভিহৃদেই আত্মবোনি ত্রস্তার আসন অখিল লোকময় পদ্র উদ্ভিত হইয়াছিল; তৎপরে ভগবানের যে স্তনদ্বয় শ্রেষ্ঠ মরকতমণি তুল্য এবং বাহা বিশদ হারগণের কিরণে গৌরবর্ণ, তাহাও ধ্যান করিবে। ২৫

অনন্তর ভগবানের বক্ষঃস্থলে বাহা বাহা বিভূতি বা মহালক্ষ্মীর অধিবাসস্থল এবং কণ্ঠদেশ—বাহাতে ভূষণার্থ কৌস্তভমণি মূত হইয়া স্বয়ং অলঙ্কৃত হয়, সেই দুই অঙ্গও ধ্যান করিবে। অখিললোকনমস্কৃত ভগবানের বক্ষঃস্থল এবং কণ্ঠদেশ স্মরণ বা দর্শন করিলে চক্ষু ও মন অতিশয় আনন্দিত হয়। ২৬



বাহুঃশ্চ মন্দরগিরেঃ পরিবর্তনেন নির্নিবৃত্তবাহুবলয়ানবিলোকপালান্ ।  
 সঞ্চিস্তয়েদশশতান্নসহস্রভেজঃ শঙ্খাং তৎকরসরোরুহরাঙ্কহংসম্ ॥২৭॥  
 কোমোদকীঃ ভগবতো দয়িতাঃ স্মরন্ত দিক্কাষরাতিভটশোণিতকর্দমেন ।  
 মালাং মধুব্রতবরুণগিরোপঘূর্জাং চৈত্ৰ্যশ্চ তত্ত্বমমলং মণিমশ্চ কণ্ঠে ॥২৮॥  
 ভূত্যানুকম্পিত্বধিয়েহ গৃহীতমূর্ত্তেঃ সঞ্চিস্তয়েদন্তগবতো বদনারবিন্দম্ ।  
 যদ্বিস্মুরন্মকরকুণ্ডলবল্লিতেন বিদ্যোতিতামলকপোলমুদারনাসম্ ॥২৯॥  
 যচ্ছ্রীনিকেতমলিভিঃ পরিষেব্যমাণং ভূত্যা স্বয়া কুটিলকুন্তলবৃন্দজুষ্ঠম্ ।  
 মৌনদ্বয়াশ্রয়মধিক্শিপদজনেত্রং ধ্যায়ৈশ্বনোময়মতস্মিত উল্লসদৃক্ষ ॥৩০॥  
 চন্দ্ৰাবলোকমধিকং কুপয়াতিঘোরতাপত্রয়োপশমনায় নিশ্চক্ৰমক্লোঃ ।  
 স্নিগ্ধস্মিতানুগুণিতং বিপুলপ্রসাদং ধ্যায়ৈচ্ছিরং বিততভাবনয়া গুহায়াম্ ॥৩১॥  
 হাসং হরেরবনতাম্বিললোকভীষণশোকাশ্রুঙ্গাগরবিশোষণমতু্যদারম্ ।  
 সন্মোহনায় রচিতং নিজমায়য়াশ্চ ক্রমশ্চলং মুনিকৃতে মকরধ্বজশ্চ ॥৩২॥

ভগবানের বাহু দ্বারা মন্দরগিরি সঞ্চালিত হইয়াছিল। তাহাতে তত্রস্থ অঙ্গদ সকল সাতিশয় উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে এবং লোকপাল সকল ভ্রমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিচক্ষমান। ভগবানের এইকপ বাহুর চিন্তা করিয়া তদীয় হস্তে অসহ তেজঃশালী যে চক্র আছে এবং তদীয় করকমলে রাক্ষসং সদৃশ খেত বর্ণ যে শঙ্খ আছে, তাহা চিন্তা করিবে। ২৭

অতঃপবে তাঁহার হস্তে শঙ্খ-সেনার শোণিতকর্দমে লিপ্ত যে দয়িতাকপা কোমোদকী গদা আছে, তাহার চিন্তা করিবে এবং পবে তাঁহার কণ্ঠদেশের যে মালা মধুব্রতসমূহের গুঞ্জনরবে নাদিত এবং যে কোন্তভ-মণি জীবশক্তির তত্ত্বরূপ, তাহারও ধ্যান করিবে। ২৮

হরি—ভক্তগণের প্রতি অনুকম্পা বিতরণ বুদ্ধিতেই মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহার সমস্ত অব-য়বেরই ধ্যান যুক্তিযুক্ত। পূর্বোক্তরূপে চিন্তা করিয়া তাঁহার বদনকমলের চিন্তা করিবে। দীপ্তিশালী মকর-কুণ্ডল-দ্বয়ের সঞ্চালন দ্বারা সেই বদনের কপোলদ্বয়

সর্বদাই বিদ্যোভিত হইতেছে এবং তাহাতে উল্লত নাসিকা মনোহর শোভা বিস্তার করিতেছে। ২৯

ঐ বদন স্বীয় শোভা ও মধুকরনকরে সত্তত সেব্যমান এবং কুঞ্চিত কেশকলাপ সাতিশয় রমণীয় ও মৌনদ্বয়ের অধিক্ষেপকারী নয়নদ্বয়ে স্নুশোভিত, অতএব তাহা লক্ষ্মীর নিকেতন পদ্মের শোভাও হীন বোধ হইয়া থাকে। তাঁহার ক্রমশ্চল নিয়ত উল্লসিত হইয়াছে, তাঁহার ঐ বদনের শোভা সর্বদাই মনে পড়েন। ৩০

অনন্তর ভগবানের যে অবলোকন—স্নিগ্ধহাস্তযুক্ত, যাহা ধ্যাতৃজনের ঘোরতর আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় দূরী-ভূত করিবার জন্ত প্রযুক্ত এবং যাহাতে তাঁহার বিপুল প্রসাদ অনুভব করা যায়,—সেই অবলোকন হৃদয়মধ্যে সত্তত ধ্যান করিবে। অখিল অবনত লোকের স্তুতীত্র শোকাশ্রু-সাগরশোষণকারী ভগবানের যে অতু্যদার হাস্ত এবং মুনিগণের উপকারার্থ কন্দর্পকে মুগ্ধ করিবার জন্ত নিজ মায়ায় দ্বারা তাঁহার যে ক্রমশ্চল বিরচিত হইয়াছিল, তাহার ধ্যান করিবে। ৩১-৩২

বিস্তৃতি—ভক্তগণের অর্থাৎ সখ্য-বাৎসল্যাদি ভাবের ভক্তগণের ভগবানের বিরহজনিত যে শোকাশ্রু

উদ্ভব হয়, যে হান্তের দ্বারা তাহার অপগম হয় এইরূপ অর্থেরও এখানে প্রতীতি হইতে পারে। ৩২



ধ্যানায়নং প্রহসিতং বহুলাধরৌষ্ঠভাসারুণায়িততনুদ্বিজকুন্দপংক্তি ।  
 ধ্যায়েৎ স্বদঙ্কুহরেঃ বসিতস্ত বিধৌর্ভক্ত্যাঙ্গ্যাপিতমনা ন পৃথগিদৃক্ষেৎ ॥৩৩॥  
 এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলক্ভাবো ভক্ত্যা দ্রবদ্ধদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ ।  
 ঔৎকণ্ঠ্যবাস্পকলয়া মুহুরদ্যমানস্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈবিশুঙ্ক্ষে ॥৩৪॥  
 মুক্তাশ্রয়ং যর্হি নির্বিষয়ং বিরক্তং নির্বাণমুচ্ছতি মনঃ সহসা যথার্চিঃ ।  
 আত্মানমত্র পুরুষোহব্যবধানমেকমস্বীকৃতে প্রতিনিবৃত্তগুণপ্রবাহঃ ॥৩৫॥  
 সৌহৃদ্যপেতয়া চরময়া মনসৌ নিবৃত্ত্যা তস্মিন্ মহিম্নাবসিতঃ সুখদুঃখবাহে ।  
 হেতুহমপ্যসতি কৰ্ত্তরি দুঃখয়োৰ্যং স্বাস্ত্যনু বিধত্ত উপলকপরাঙ্গকার্ঠঃ ॥৩৬॥  
 দেহঞ্চ তং ন চরমঃ স্থিতমুখিতং বা সিদ্ধৌ বিপশ্যতি যতোহধ্যগমঃ স্বরূপম্ ।  
 দৈবাদপেতমথ দৈববশাদুপেতং বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদাঙ্কঃ ॥৩৭॥

অতঃপর ভগবানের উচ্চ হাস্ত ধ্যান করিবে ।  
 ঐ হাস্তে অধর ও ওষ্ঠের বহুল কান্তি দ্বারা কুন্দ-  
 মুকুল সদৃশ তদীয় দম্পতংক্তি অরুণবর্ণ হইয়া শোভা  
 পাইতেছে সুতরাং তাহা অনায়াসেই ধ্যানযোগ্য ।  
 এইরূপে ভগবান্ যখন হৃদয়াকাশে জ্ঞানরূপে প্রকাশ  
 পাইবেন, তখন প্রেমরসানুত ভক্তিবলে তাঁহার প্রতিই  
 মন অর্পিত হইবে এবং তখন তদ্যতিরিক্ত আর  
 কিছুই দেখিতে ইচ্ছা হইবে না । ৩৩

এই প্রকার ধ্যান-পথে অবস্থিত হইলেই  
 ভগবানের প্রতি যোগীর প্রেম জন্মে এবং ভক্তিবশতঃ  
 তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইতে থাকে ও প্রমোদ হেতু  
 তাঁহার অঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠে, যেন তিনি ঔৎসুক্য-  
 জনিত অশ্রুক্ষণ দ্বারা আনন্দস্বপ্নে নিমজ্জিত  
 হন, এইরূপে দ্বিবিগাহ ভগবানের গ্রহণ বিষয়ে  
 বড়িশ সদৃশ তাঁহার চিত্ত ক্রমে ক্রমে ধ্যেয় পদার্থ  
 হইতে বিযুক্ত হয় । ৩৪

চিত্ত ঐ প্রকার নির্বিষয় হইলে আশ্রয়হীন  
 হয়, কারণ, ধ্যেয় সম্বন্ধ ব্যতীত চিত্ত কেবল খ্যাতা  
 হইয়া থাকিতে পারে না এবং তদবস্থায় পরমানন্দ  
 অনুভব হওয়ার চিত্ত অশ্রয় বিষয় হইতে বিরক্ত হয়,  
 সুতরাং দীপশিখা যেমন তৈল ও বর্তিকাবিহীন

হইয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তাঁহার চিত্ত সহসা  
 লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতে যোগী ঐ অবস্থায়  
 দেহাদি উপাধিবর্জিত হইয়া ধ্যাভ্যেয় বিভাগশূন্য  
 অখণ্ড আত্মাকে অনুগত দেখিতে পান । ৩৫

সুপ্তোখিত ব্যক্তির স্থায় তাঁহার সংসারপ্রাপ্তি  
 হয় না । যোগাভ্যাসজনিত অবিস্তারবর্জিত চরম  
 নিবৃত্তি দ্বারা সুখদুঃখাতীত ব্রহ্মরূপ মহিমায় তাঁহার  
 অবসান প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যদিও সুখদুঃখ—  
 আত্মার ধর্ম, তথাপি তৎকালে ব্রহ্মের সহিত তাঁহার  
 আত্মার এক্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই, যেহেতু সুখ-  
 দুঃখের কারণস্বরূপ যে ভোকৃৎ পূর্বের আত্মগত ছিল,  
 অহঙ্কার বিনষ্ট হওয়াতে তৎকালে আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ  
 করিয়া যোগী তাহা তন্নিতই দেখিয়া থাকেন । ৩৬

মদমস্ত হতচেতন ব্যক্তি যেমন নিজ কটিতটে  
 পরিবেষ্টিত বস্ত্র আছে কি পড়িয়া গিয়াছে, তাহা  
 অনুসন্ধান করে না; সেইরূপ যোগীর দেহ আসন  
 হইতে উখিত হউক অথবা উখিত হইয়া তাহাতেই  
 থাকুক কিম্বা সেই স্থান হইতে অগ্জ্রই বা বাউক  
 অথবা দৈব কণ্ডঃ পুনর্বার স্থান প্রাপ্ত হউক—তিনি  
 স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়াতে স্বীয় দেহ বিষয়ে কোন  
 অনুসন্ধান রাখেন না । ৩৭



দেহোহপি দৈববশগঃ খলু কৰ্ম যাবৎ স্বারম্ভকং প্রতिसমীকৃত এব সাত্বঃ ।

তং সপ্রপঞ্চমধিরূঢ়সমাধিযোগঃ স্বাপ্নঃ পুনর্ন ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ ॥৩৮॥

যথা পুত্রাচ্চ বিভ্রাচ্চ পৃথগ্ভর্ত্তঃ প্রতীয়তে । অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্বেদাদেঃ পুরুষস্তথা ॥৩৯॥

যথোন্মুক্যাবিশ্লিষ্টাক্ষমাধ্বাপি স্বসম্ভবাৎ । অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্বেদাদেঃ পৃথগ্ভর্ত্তকাৎ ॥৪০॥

ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ প্রধানাজীবসংজ্ঞিতাৎ । আত্মা তথা পৃথগ্ভর্ত্তকা ভগবান্ ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ ॥৪১॥

সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি । ঈক্কেতানন্তভাবেন ভূতেষ্বিব তদাত্মতাম্ ॥৪২॥

স্বযোনিষু যথা জ্যোতিরেকং নানা প্রতীয়তে ।

যোনিনাং গুণবৈষম্যাৎ তথা আ প্রকৃতো স্থিতঃ ॥৩৯॥

তস্মাদিমাং স্বাং প্রকৃতিং দৈবীং সদসদাত্মিকাম্ । দুর্কিৰ্ভাব্যাং পরাভাব্য স্বরূপেণাবতিষ্ঠতে ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে

কাপিলেয়ৈ সাধনানুষ্ঠানং নামাষ্টাবিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

তাঁহার দেহও পূর্বসংস্কার হেতু স্বীয় ব্যাপার নির্বাহ করিয়া যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত জীবিত থাকে, সমাধি পর্য্যন্ত যোগপথে আরোহণ করিয়া তখন সে স্বপ্নাদি দেহতুল্য পুত্রাদি দেহ পুনর্বার প্রাপ্ত হয় না ; তখন সে আত্মতত্ত্ব অবগত হয় । ৩৮

লোক মায়াতে পুত্র ও বিস্তকে আত্মস্বরূপ মনে করিলেও যেমন বস্তুতঃ তাহা হইতে পৃথক্, তেমনি এ দেহ আত্মস্বরূপে অভিমত হইলেও ইহার ভ্রষ্টা পুরুষ ইহা হইতে পৃথক্ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছেন । ৩৯

যেমন জলন্ত কাষ্ঠ ও অগ্নি হইতে উৎপন্ন ধূম অগ্নিরূপে অভিমত হইলেও দাহক ও প্রকাশক অগ্নি, ঐ ধূম ও জলন্ত কাষ্ঠ হইতে পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হয় । ৪০

সেইরূপ ভূত, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ এবং জীব এ

সকল হইতে ভ্রষ্টা আত্মা পৃথক্ । জীবসংজ্ঞিত আত্মা হইতে ব্রহ্মসংজ্ঞিত আত্মা পৃথক্ । এইরূপ প্রধান অপেক্ষা তাঁহার প্রবর্ত্তক ভগবান্ও পৃথক্ । ৪১

লোক যেমন ভূতসমূহকে মহাভূতস্বরূপে দেখিয়া থাকে, যোগী সেরূপ সর্বভূতে আত্মাকে এবং আত্মাতে সকল ভূতকে অনন্তভাবে দর্শন করেন । ৪২

যেমন অগ্নি এক হইলেও আপনার উৎপত্তি-স্থান কাষ্ঠাদির দীর্ঘস্থিতি ভেদ হেতু নানা প্রকার বোধ হয়, সেইরূপ দেহাশ্রিত আত্মাও দেহের গুণ-বৈষম্য নিবন্ধন নানারূপে প্রতীয়মান হন । ৪৩

যোগী ব্যক্তি আত্মপ্রসাদ দ্বারা জীবের বন্ধকরণ ও বিমুক্ত শক্তিরূপা সদসদাত্মিকা এই দুর্কিৰ্ভাব্যা প্রকৃতিকে জয় করিয়া ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি করেন । ৪৪

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে অষ্টাবিংশ অধ্যায়ঃ ।



## একোনত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীদেবহুতিরূপাচ ।

লক্ষণং মহাদাদীনাং প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ । স্বরূপং লক্ষ্যতেহমীষাং যেন তৎ পারমার্থিকম্ ॥১॥

যথা সাংখ্যেষু কথিতং যদ্ব্যুৎ তৎ প্রচক্ষতে । ভক্তিয়োগস্য মে মার্গং ব্রহ্মি বিস্তরতঃ প্রভো ॥২॥

বিরাগো যেন পুরুষো ভগবন্ সর্বতো ভবেৎ । আচক্ষু জীবলোকস্য বিবিধা মম সংসৃতীঃ ॥৩॥

কালশ্চেশ্বররূপস্য পরেযাঞ্চ পরস্য তে । স্বরূপং বত কুর্বন্তি যদ্বৈতোঃ কুশলং জনাঃ ॥৪॥

লোকস্য মিথ্যাভিমতেরচক্ষুষশ্চিরং প্রসুপ্তস্য তমশ্বনাশ্রয়ে ।

শ্রাস্তস্য কৰ্ম্মস্বনুবিক্রয়া ধিয়া হ্রমাবিরাসীঃ কিল যোগভাস্করঃ ॥৫॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

ইতি মাতৃবচঃ শ্রদ্ধং প্রতিনন্দ্য মহামুনিঃ । আবভাসে কুরুশ্রেষ্ঠ প্রীতস্তাং করুণাদিতঃ ॥৬॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

ভক্তিয়োগো বহুবিধো মার্গৈর্ভাবিনি ভাব্যতে । স্বভাবগুণমার্গেণ পুংসাং ভাবো বিভিচ্যতে ॥৭॥

অভিসন্ধ্যায় যো হিংসাং দন্ত্য মাৎসর্যমেব বা । সংরস্তী ভিন্নদৃগুভাবঃ ময়ি কুর্যাৎ স তামসঃ ॥৮॥

কালপ্রভাব ও সংসার-ঘোর বর্ণন

শ্রীদেবহুতি কহিলেন—সাংখ্যশাস্ত্রের বর্ণনানুক্রমে মহাদাদিত্বের এবং প্রকৃতি ও পুরুষের লক্ষণ ত বর্ণনা করিলে, ঐ লক্ষণ দ্বারাই পরম্পর বিভক্ত মহাদাদির স্বরূপ লক্ষিত হইয়া থাকে ; কিন্তু ঐ সকলের মূল প্রয়োজন যে ভক্তিয়োগ তাহা কি প্রকার, তাহা আমাকে সবিস্তরে বল । ২

হে ব্রাহ্মণ ! জীবলোকের যে নানাবিধ সংসার-গতি আছে তাহাও আমাকে বল, কারণ, ঐ সংসারের আখ্যান দ্বারাই পুরুষের ভবিষ্যক রাগ সর্বতোভাবে অপগত হইয়া থাকে । ৩

তোমার কাল নামক অপর একটি স্বরূপ আছে, উহা শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং মহাপ্রভাববিশিষ্ট, কারণ, ইহারই ভয়ে লোক পুণ্যকর্ম্মের আচরণ করিয়া থাকে—তুমি এতৎসম্বন্ধেও বর্ণনা কর । ৪

যে সকল অজ্ঞলোক মিথ্যা দেহাদিতে “অহং”

বুদ্ধি করিয়া কৰ্ম্মাসক্ত বুদ্ধি দ্বারা ভ্রান্ত হওয়ায় অপর সংসারসাগরে চিরনিমগ্ন, তাহাদিগকে জাগরিত করিবার জন্যই তুমি যেন প্রকাশক ভাস্কররূপে আবির্ভূত হইয়াছ । ৫

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! ভগবান্ কপিল জননীর এই বাক্যে আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং করুণাদ্রিচক্ষে প্রীতি সহকারে কহিতে লাগিলেন । ৬

শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে ভাবিনি ! ভক্তিয়োগ নানা প্রকার, তাহা বিশেষ বিশেষ মার্গের দ্বারা প্রকাশ পাইয়া থাকে । স্বাভাবিক বৃত্তিতেই পুরুষের ভক্তিরও ভেদ হইয়া থাকে । ৭

হিংসা অথবা দন্ত কিংবা মাৎসর্য্যভাব ক্রোধী পুরুষ ভেদদর্শনে আমাকে ভক্তি করিলে তাহাকে তামস ভক্ত নামে অভিহিত করা যায় । ৮



বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা। অর্চাদাবর্চয়েদ্যো মাং পৃথগ্ভাবঃ স রাজসঃ ॥৯॥  
 কর্মনির্হারমুদ্दिष्ट্য পরস্মিন্ বা তদপর্ণম্। যজেদ্যক্টব্যমিতি বা পৃথগ্ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ ॥১০॥  
 মদগুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুণহাশয়ে। মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাস্তসোহম্মুখৌ ॥১১॥  
 লক্ষণং ভক্তিযোগস্ত নিগুণস্ত হ্যদাহতম্। অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥১২॥  
 সালোক্যসাপ্তিসামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥১৩॥  
 স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ। যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মস্তাবায়োপপত্ততে ॥১৪॥  
 নিষেবিতানিমিত্তেন স্বধর্মেণ মহীয়সা। ক্রিয়াযোগেণ শন্তেন নাতিহিংস্রেন নিত্যশঃ ॥১৫॥  
 মদ্বিস্ময়দর্শনস্পর্শ-পূজাস্তুভ্যভিৎ দনৈঃ। ভূতেষু মস্তাবনয়া সন্তেনাসঙ্গমেন চ ॥১৬॥  
 মহতাং বহুমানেন দীনানামনুকম্পয়া। মৈত্র্যা চৈবাত্মভুলোষু যমেন নিয়মেন চ ॥১৭॥

বিষয় অর্থাৎ আমায্যাতাত অম্ব ভোগ্য দ্রব্য, যশ অথবা ঐশ্বর্য্য কামনা করিয়া ভেদদর্শী হইয়া প্রতি-  
 মাতে আমাকে যে অর্চনা করে, সে রাজস ভক্ত। ৯

যে ব্যক্তি পাপকর্য্য মানসে বা ভগবানের প্রীতি  
 সম্পাদনের বাসনায় অথবা শাস্ত্রবিধি হেতু অবশ্যই  
 যজ্ঞ করিতে হইবে ইত্যাদি বিধি উদ্দেশ্য পূর্বক ভক্তির  
 আচরণ কবে, সে সাত্ত্বিক ভক্ত। ১০

সাগরে স্বতঃপ্রবাহিতা গঙ্গাসলিলধারার স্থায় যে  
 মনোগতি আমার গুণ শ্রবণমাত্র ফলামুসন্ধানরহিতা  
 ও ভেদদর্শনবর্জিত হইয়া সর্বাস্তব্যামী আমাতে  
 অর্থাৎ পুরুষোত্তমে অবিচ্ছিন্নভাবে নিহিত হয়,  
 সেই মনোগতিরূপা ভক্তিই নিগুণ ভক্তিযোগের  
 স্বরূপ। ১১-১২

ঈহাদের এইরূপ ভক্তি, আমি তাঁহাদিগকে  
 সালোক্য, সাপ্তি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং সাযুক্ত্য এই  
 পঞ্চবিধ মুক্তি দিলেও তাঁহারা আমার সেবা ভিন্ন আর  
 কিছুই গ্রহণ করেন না। ১৩

এই প্রকার ভক্তিযোগকেই আত্যন্তিক নামে  
 অভিহিত করা যায়, যেহেতু এইরূপ ভক্তির দ্বারাই  
 ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া আমার ভাব বা আমার প্রতি  
 প্রেম জন্মিয়া থাকে। এই প্রকার ভক্তির সাধন  
 কি তাহা বলিতেছি। ঐ প্রকার ভক্তিকামী  
 ব্যক্তি ফলকামনা না করিয়া নিত্যনৈমিত্তিক স্ব স্ব  
 ধর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং নিত্য শ্রদ্ধাঞ্জলিযুক্ত হইয়া  
 নিকামভাবে অনতিহিংস্র পঞ্চরাত্রায়ুক্ত পূজাদি  
 করিতে হইবে। ১৪-১৫

আমার প্রতিমাদির দর্শন, স্পর্শ, পূজা, স্তব,  
 বন্দনা প্রভৃতি করিতে হইবে, সকল প্রাণীতে আমার  
 ভাব চিন্তা করিতে হইবে, ধৈর্য্য ও বৈরাগ্যশীল হইতে  
 হইবে। ১৬

মহৎ ব্যক্তিদিগকে বহুমান প্রদর্শন, দানে দয়া,  
 আত্মসদৃশ ব্যক্তিতে মিত্রতা, বাহ্যেন্দ্রিয়ের  
 নিগ্রহ এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের দমন করিতে  
 হইবে। ১৭

বিস্তৃতি—তামস, রাজস এবং সাত্ত্বিক—ভক্তির  
 প্রকৃতগক্ষে এইরূপ ভেদ হইতে পারে না—কিন্তু তাহার  
 আচরণকারী পুরুষেরই ঐরূপ ভেদ হইয়া থাকে। এইজন্য  
 ভক্তিভেদই গুণভেদ আরোপ করিয়া ভক্তিকে তামস, রাজস  
 ও সাত্ত্বিক এই তিন প্রকারে বিভক্ত করা হয়। এই  
 তিন আবার উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে নয় প্রকার  
 হইয়া থাকে। ঐ নবধা ভক্তিই আবার শ্রবণ কীর্তনাদি

নবপ্রকার ভেদের দ্বারা একাশ্রীতি প্রকারে ভিন্ন।  
 মূল যে নিগুণ ভক্তির এই সকল বিলাস, সে ভক্তি  
 কিন্তু মাত্র একরূপ, তাহার আর কোনও ভেদ  
 নাই। ১৮

ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল এই ভক্তির আনুভবিক ফল, এইজন্য  
 এই প্রকার ভক্ত সাক্ষাৎভাবে সেবা ব্যতীত অন্য কিছুই  
 অভিলাষ করেন না। ১৯



আধ্যাত্মিকানুশ্রবণামাসকীর্তনাদ মে । আৰ্জ্জবোনার্যাসঙ্গেন নিরহংক্রিয়ত্বা তথা ॥১৮॥  
 মঙ্গল্যণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংস্কৃত আশয়ঃ । পুরুষশ্রবণাভ্যেতি শ্রুতমাত্রগুণং হি মাম্ ॥১৯॥  
 যথা বাতরথো শ্রাণমারুণ্ডন্তে গন্ধ আশয়াৎ । এবং যোগরতং চেত আত্মানমবিকারি যৎ ॥২০॥  
 অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা । তমবজ্জায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেহর্চ্যাবিড়ম্বনম্ ॥২১॥  
 যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাস্তানমীশ্বরম্ ।

হিত্বার্চ্যং ভজতে মৌঢ্যাস্তস্মাত্তেব জুহোতি সঃ ॥২২॥

দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ ।

ভূতেষু বদ্ধবৈরশ্চ ন মনঃ শাস্তিমুচ্ছতি ॥২৩॥

অহমুচ্চাবচৈর্দ্রবৈঃ ক্রিয়য়োঃ পন্নয়ানঘে । নৈব তুম্যেহর্চিতোহর্চ্যায় ভূতগ্রামাবমানিনঃ ॥২৪॥  
 অর্চাদাবর্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্মকৃৎ । যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্বভূতেষবস্থিতম্ ॥২৫॥  
 আত্মনশ্চ পরশ্চাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্ । তস্য ভিন্নদৃশো যুত্যাবিদধে ভয়মুদ্বগম্ ॥২৬॥  
 অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্ । অহ্মৈন্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুধা ॥২৭॥

আত্মবিষয়ক শ্রবণ, আমার নামসকীর্তন ও সর-  
 লতা আচরণ করিতে হইবে এবং সত্তের সঙ্গগ্রহণ এবং  
 নিরহঙ্কারতা প্রদর্শন করিতে হইবে । ১৮

ঐ সকল গুণ দ্বারা ভাগবদ্ধর্মানুষ্ঠানকারী  
 পুরুষের চিত্ত সর্বতোভাবে শুদ্ধ হয় এবং সেই পুরুষ  
 অন্যায়সে আমার গুণ শ্রবণমাত্র আমাকে প্রাপ্ত  
 হয় । ১৯

যেমন গন্ধ সমীরণযোগে নিজস্থান হইতে আসিয়া  
 শ্রাণকে আশ্রয় করে, তেমনই ভক্তিয়োগযুক্ত  
 অধিকারীর চিত্ত অক্লেণেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া  
 থাকে । ২০

আমি সকল ভূতের আত্মস্বরূপ হইয়া সর্বভূতে  
 সত্তত বিরাজমান, কোন কোন ব্যক্তি এতাদৃশ  
 আমাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিমাদিতে পূজারূপ বিড়-  
 ম্বন করিয়া থাকে । ২১

পরন্তু আমি সর্বপ্রাণীতে বর্তমান, সকলের আত্মা  
 এবং ঈশ্বর, যে ব্যক্তি যুত্যা প্রযুক্ত আমাকে উপেক্ষা  
 করিয়া প্রতিমা পূজা করে, তাহার কেবল ভয়ে  
 আতঙ্কিত প্রদান করা হয় । ২২

যে পরদেহে আমাতে ঘেষকারী এবং অভিমানী,  
 সে ভিন্নদর্শী ও সকল ভূতের প্রতি বদ্ধবৈর, তাহার  
 মন শাস্তি পায় না । ২৩

হে অনঘে ! যে লোকনিন্দক, সেনানা-  
 প্রকার দ্রব্য দ্বারা এবং নানা দ্রব্যোৎপন্ন ক্রিয়া  
 দ্বারা আমার প্রতিমাতে আমার অর্চনা  
 করিলেও আমি তাহার প্রতি প্রীত হই  
 না । ২৪

আমি সর্বভূতেই অবস্থিত, তবে পুরুষ যে  
 পর্য্যন্ত আমাকে হৃদয়মধ্যে জানিতে না পারে,  
 সে পর্য্যন্ত স্বকর্মনিষ্ঠ হইয়া প্রতিমাদি পূজা  
 করিবে । ২৫

যে আত্ম-পরে সামান্য মাত্রও ভেদ দর্শন করে,  
 আমি যুত্মস্বরূপ হইয়া সেই ভিন্নদর্শী ব্যক্তির বোরতর  
 ভয় বিধান করিয়া থাকি । ২৬

এ কারণ পুরুষমাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য আমাকে  
 সর্বপ্রকার অন্তর্ধ্যানী ও সর্বভূতে অবস্থিত জানিয়া  
 দান মান মৈত্রী ও সমদর্শিতা দ্বারা সকলেরই অর্চনা  
 করা । ২৭



জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হুজীবানাং ততঃ প্রাণভূতঃ শুভে । ততঃ সচিন্তাঃ প্রবরাস্ততঃ চেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ ॥২৮॥  
 তত্রাপি স্পর্শবেদিত্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ । তেভ্যো গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ শব্দবিদো বরাঃ ॥২৯॥  
 রূপভেদবিদস্তত্র ততঃ চোভয়তোদতঃ । তেষাং বহুপদাঃ শ্রেষ্ঠাশ্চতুস্পাদস্ততো দ্বিগাং ॥৩০॥  
 ততো বর্ণাশ্চ চত্বারস্তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ । ব্রাহ্মণেষপি বেদজ্ঞে হর্থজ্ঞোহভ্যধিকস্ততঃ ॥৩১॥  
 অর্থজ্ঞাং সংশয়চ্ছেদ্য ততঃ জ্ঞেয়ান্ স্বধর্মকৃৎ । মুক্তসঙ্গস্ততো জ্ঞানদোক্ষা ধর্মমাত্মনঃ ॥৩২॥  
 তস্মান্ময্যর্পিতাশেষ-ক্রিয়ার্থাত্মা নিরন্তরঃ । ময্যর্পিতাশ্রয়ঃ পুংসো ময়ি সংশ্রুতকর্মণঃ ।

ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্তুঃ সমদর্শনাং ॥৩৩॥

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহু মানয়ন্ । ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥৩৪॥  
 ভক্তিব্যোগশ্চ যোগশ্চ ময়া মানবুদীরিতঃ । যয়োরেকতরৈণৈব পুরুষঃ পুরুষং ব্রজেৎ ॥৩৫॥

হে কল্যাণি ! অচেতন পদার্থ অপেক্ষা সচেতন পদার্থ শ্রেষ্ঠ, সচেতন পদার্থ হইতে প্রাণবৃত্তিমান ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, প্রাণধারী অপেক্ষা জ্ঞানবান্ জীব এবং তদপেক্ষা ইন্দ্রিয়বৃত্তিবিশিষ্ট জীব শ্রেষ্ঠ । ২৮

স্পর্শবেদী জীব অপেক্ষা রসবেদী জীব অর্থাৎ মৎস্তাদি শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা গন্ধবিদ অর্থাৎ ভ্রমরাদি জীব শ্রেষ্ঠ, তাহাদের অপেক্ষা আবার শব্দবেদী সর্পাদি শ্রেষ্ঠ । ২৯

শব্দবেদী সর্পাদি অপেক্ষা আবার রূপভেদবেত্তা কাকাদি শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা তাহাদের বদনের উপর পার্শ্বে দস্ত আছে, তাহারা শ্রেষ্ঠ । তদপেক্ষা আবার বহুপদ জীব শ্রেষ্ঠ, বহুপদ হইতে চতুস্পদ জীব শ্রেষ্ঠ, চতুস্পদ হইতে আবার দ্বিপদ জীব অর্থাৎ মনুষ্যাদি শ্রেষ্ঠ । ৩০

মনুষ্যের মধ্যে আবার চারিবর্ণ শ্রেষ্ঠ, তাহাদিগের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা বেদের অর্থজ্ঞ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ । ৩১

অর্থজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা সংশয়চ্ছেদক অর্থাৎ

মীমাংসাকারী ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা আবার স্বধর্মনিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ । মুক্তসঙ্গ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । কারণ, তাঁহার নিজানুষ্ঠিত ধর্মের ও ফললাভের আকাঙ্ক্ষা নাই । ৩২

এরূপ ব্যক্তি আপনার অশেষ কর্ম ও সেই কর্মের ফল এবং দেহ আমাতে সমর্পণ করেন । অতএব তিনি আমাতেই অব্যবহিত হইয়া থাকেন । তাঁহার কর্মফল আমাতেই ফল হওয়ায় ও তিনি সর্বত্র সমদর্শী ও কর্তৃত্বাভিমানশূন্য হওয়ায় তাঁহার অপেক্ষা কোন জীবকেই আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ করি না । ৩৩

ঈশ্বর অন্তর্যামিরূপে সকল ভূতেই প্রবিষ্ট, অতএব ভগবৎসম্বন্ধ জ্ঞানে বহুমান প্রদর্শন পূর্বক মনে মনে সমস্ত প্রাণীকেই প্রণাম করা উচিত । ৩৪

হে মনুন্দিনি ! আমি আপনাকে ভক্তিব্যোগ ও অফোজ্যোগ উভয়ই বলিলাম, এই দুইয়ের মধ্যে কোনও একটি দ্বারা পুরুষ পরম পুরুষ বা পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হইতে পারে । ৩৫

**বিশ্রুতি**—অচেতন জীব বলিতে এখানে জীর্ণ শতাদি এবং সচেতন অজীর্ণ শতাদি; প্রাণবৃত্তিমান পক্ষতাদি, কারণ, পূর্বে ইহাদের উজ্জয়নাদি বৃত্তি ছিল, পরন্তু ইহা

বজ্রের দ্বারা ইহাদের পক্ষচ্ছেদন করার ইহাদের অন্তরে জ্ঞান থাকিলেও বাহ্যে শুদ্ধ ভাব দেখা যায়; যুগাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তি-বিশিষ্ট । ২৮



এতদ্ভগবতো রূপং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ । পরং প্রধানপুরুষং দৈবং কৰ্ম্মবিচেষ্টিতম্ ॥৩৬॥  
রূপভেদাম্পদং দিব্যং কাল ইত্যভিধীয়তে । ভূতানাং মহদাদীনাং যতো ভিন্নদৃশাং ভয়ম্ ॥৩৭॥

যোহন্তঃ প্রবিশ্য ভূতানি ভূতৈরভ্যখিলাশ্রয়ঃ ।

সবিষ্মাখ্যোহধিষজ্জোহসৌ কালঃ কলয়তাং প্রভুঃ ॥৩৮॥

ন চাস্ম কশ্চিদয়িতো ন ঘেষ্যো ন চ বান্ধবঃ ।

আবিশত্যপ্রমত্তোহসৌ প্রমত্তঃ জনমন্তকৃৎ ॥৩৯॥

যন্তয়াদ্বাতি বাতোহয়ং সূর্য্যাস্তপতি যন্তয়াৎ । যন্তয়াদ্বর্ষতে দেবো ভগণো ভাতি যন্তয়াৎ ॥৪০॥  
যদ্বনম্পত্যো ভীতা লতাশ্চৌধধিভিঃ সহ । স্বে স্বে কালেহভিগৃহ্ণন্তি পুষ্পানি চ ফলানি চ ॥৪১॥  
অবন্তি সরিতো ভীতা নোৎসর্পভূদধির্ঘতঃ । অগ্নিরিক্কে সগিরিভির্ভূন' মজ্জতি যন্তয়াৎ ॥৪২॥  
অদো দদাতি শ্বসতাং পদং যন্নিয়মান্নভঃ । লোকং স্বদেহং তনুতে মহান্ সপ্তভিরাবৃতম্ ॥৪৩॥  
গুণাভিমানিনো দেবো সর্গাদিষস্য যন্তয়াৎ । বর্ভন্তেহনুযুগং যেষাং বশ এতচ্চরাচরম্ ॥৪৪॥

সর্ব্বনিয়ন্তা পরমাত্মা পরব্রহ্ম ভগবান্ প্রধান পুরুষস্বরূপ এবং এই প্রধান পুরুষাত্মক ও ভদ্রপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা তদ্ব্যতিরিক্ত বৈরূপ—যাহা হইতে নানাবিধ সংসাররূপ কৰ্ম্মের বিবিধ চেষ্টা হয়, তাহাই দৈব । ৩৬

ভগবানের এই রূপকেই বহুকালের অগ্ৰথাশ্রয়ের আম্পদ ও আশ্রয় অদ্বুতপ্রভাব কাল নামে অভিহিত করা হয়, ঐ কাল হইতেই মহাদি অভিমানী ভিন্নদর্শী জীব সকলের ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে । ৩৭

অধিলের আশ্রয় ঐ কাল অন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক ভূত দ্বারাই ভূত সকলকে সংহার করেন, পরন্তু এই কালই বিষ্ণুর সংজ্ঞাবিশেষ, তিনিই যজ্ঞকলের দাতা এবং বাহারা অগ্ৰকে বশীভূত করে, তিনি তাহাদিগেরও প্রভু । ৩৮

তাহার কেহ প্রিয় নাই, কেহ অপ্রিয়ও নাই এবং কেহ বান্ধবও নাই ; তিনি স্বয়ং অপ্রমত্ত হইয়া প্রমত্ত জনের অন্ত বিধান করিয়া থাকেন । ৩৯

তাহার ভয়েই বায়ু সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, তাহার ভয়েই

ইন্দ্র বর্ষণ করিতেছেন এবং নক্ষত্রগণ দীপ্তি পাইতেছে । ৪০

তাহার ভয়েই বৃক্ষগণ ভীত হইয়া লতা ও ওষধিগণের সহিত স্বয়ং স্বয়ং যথানির্দিষ্ট কালে ফল পুষ্প গ্রহণ করিতেছে । ৪১

তাহার ভয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হইতেছে, জলধি তাহার ভয়ে ভীত হইয়া কুল অভিক্রম করে না, তাহার ভয়েই অগ্নি দীপ্তি পাইতেছে এবং এই পৃথিবী পর্ব্বত সহ জলমগ্ন হইতেছে না । ৪২

তাহারই ভয়ে এই আকাশ জীবিত প্রাণীদিগকে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের অবকাশ দিতেছে এবং তাহারই আজ্ঞায় এই মহন্তত্ব, সপ্ত পদার্থে আবৃত হইয়া অহঙ্কারভঙ্গাত্মক স্বীয় দেহকে লোকরূপে বা চতুর্দশ-ভুবনরূপে বিস্তার করিতেছে । ৪৩

তাহারই ভয়ে গুণনিয়ন্তা ব্রহ্মাদি দেবগণ বারম্বার এই বিশ্বের স্ফট্যাদি কৰ্ম্মে প্রবর্তমান হইতেছেন এবং এই কারণেই এই চরাচর জগৎকে ঐ সকল দেবতার বশবর্তী বলা হইয়া থাকে । ৪৪



সোহনস্তোহস্তকরঃ কালোহ্নাদিরাদিকৃদব্যয়ঃ ।

জনং জনেন জনয়ন্ মারয়ন্ যুভ্যানাস্তকম্ ॥৪৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈষ্ণবিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
কাপিলেয়ে ভক্তিবোগো নার্মকোনত্রিশোধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

---

সেই কাল পিত্রাদির দ্বারা পুত্রাদিকে উৎপন্ন করিয়া	অতএব তিনিই সকলের আদিকর্তা এবং সকলের
থাকেন এবং যুভ্য দ্বারা তিনি যমকে ও মারিয়া থাকেন,	অস্তক অর্থচ তিনি স্বয়ং অনাদি, অনন্ত ও অব্যয় ৷৪৫

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে উনত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

---



## ত্রিংশ অধ্যায়

ত্ৰিভগবানুবাচ ।

তস্মৈতস্ম জ্ঞানো নুনং নায়ং বেদোক্তবিক্রমম্ । কাল্যমানোহপি বলিনো বায়োবিব ঘনাবলিঃ ॥১॥  
 যং যমর্থমুপাদত্তে দুঃখেন সূখহেতবে । তং তং ধুনোতি ভগবান্ পুমাঞ্ছোচতি যৎকৃতে ॥২॥  
 যদধ্ৰুবস্য দেহস্য সানুবন্ধস্য দুৰ্ম্মতিঃ । ধ্রুবাণি মন্যতে মোহাদ্ গৃহক্ষেত্রবসূনি চ ॥৩॥  
 জস্তুর্বৈভব এতস্মিন্ যাং যাং যোনিমমুত্রজেৎ । তস্মাং তস্মাং স লভতে নিৰ্ব্বৃতিং ন বিরজ্যতে ॥৪॥  
 নরকস্ৰোহপি দেহং বৈ ন পুমাংস্ত্যক্তুমিচ্ছতি । নারক্যাং নিৰ্ব্বৃত্তৌ সত্যং দেবমায়াবিমোহিতঃ ॥৫॥  
 ( সৎসঙ্গরহিতো মর্ত্যো বুদ্ধসেবাপরিচ্যুতঃ । মামনারাধ্য দুঃখার্ভঃ কুটুম্বাসক্তমানসঃ ॥ )

আত্মজায়াস্তাগাব-পশুদ্রবিবন্ধু । নিরুণ্মূলহৃদয় আত্মানং বহু মন্যতে ॥৬॥

স দহমানসৰ্ব্বাঙ্গ এষানুধনধিনা । করোত্যবিরতং মূঢ়ো ছুরিতানি ছুরাশয়ঃ ॥৭॥  
 আক্ষিপ্তোহেদ্রিয়ঃ স্ত্রীণামসতীনাঞ্চ মায়য়া । রহোরচিত্রালাপৈঃ শিশুনাং কলভাষিণাম্ ॥৮॥  
 গৃহেষু কূটধর্ম্মেষু দুঃখতন্ত্ৰেষুতদ্রিতঃ । কুৰ্ব্বন্ দুঃখপ্রতীকারং সূখবন্মন্যতে গৃহী ॥৯॥

### অধ্যাত্মিকগণের তামসীগতি

ভগবান্ কপিল কহিলেন—মেঘপঙ্ক্তি যেমন বায়ু কর্তৃক বিচালিত হইয়াও বায়ুর বেগ জানে না, তেমনই এই সকল লোক সেই বলবান্ কাল কর্তৃক নিরন্তর বিচাল্যমান হইয়াও কালের দুরভিক্রম বিক্রম জানিতে পারে না । ১

অতএব ইহারা সূখের নিমিত্ত অতিকষ্টে যে যে অর্থ উৎপাদন করে, কাল তাহা সকলই বিনষ্ট করিয়া ফেলেন, এবং ভগ্নমিস্ত পুঙ্খ শোকার্ত্ত হয় । ২

ঐ দুৰ্ম্মতি ব্যক্তি মোহমুগ্ধ হইয়া পুল-কলত্রাদি-সম্বলিত অনিত্য দেহ, গৃহ, ক্ষেত্র এবং ধনাদিকে নিত্য বলিয়া মনে করে । ঐ জীব সংসারে যে যে যোনি প্রাপ্ত হয়, সেই সেই যোনিতেই সূখলাভ করে কিন্তু তাহাতে তাহার বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় না । ৩-৪

সে ব্যক্তি দেবমায়াতে একরূপ বিমোহিত হয় যে, নরকস্থ হইয়া নারকীয় সূখেই তৃপ্তি বোধ করে এবং তখনও সে দেহভাগ করিতে ইচ্ছা করে না । ৫

(যেব্যক্তি সৎসঙ্গবহিত এবং বুদ্ধসেবায় পরায়ুগ্ধ, কেবল কুটুম্বতেই আসক্তচিত্ত, কখনও আমার আরাধনা করে না, তাহারই ঐ প্রকার দুর্গতি হয়) ।

দেহ, কলত্র, পুল, গৃহ, পশু, দ্রাবিণ এবং বন্ধুবান্ধবে তাহার হৃদয় প্রসক্ত হওয়াতে নানা মনোরথের উৎপত্তি হয়, তাহাতেই সে আপনাকে বহু করিয়া মানে অর্থাৎ আমি কৃতার্থ হইলাম বলিয়া গ্লাধা বোধ করে । ৬

তখন ঐ পুত্র-কলত্রাদির ভরণ-পোষণ, বিবাহাদির চিন্তায় তাহার সৰ্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইতে থাকে, স্ত্রীরাং তখন ঐ ছুরাশয় মূঢ় দুৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হয় । ৭

তাহার আত্মা এবং ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে আক্ষিপ্ত হওয়াতে সে পুংস্টলীদিগের নির্জনে বিরচিত সন্তো-গাদিরূপ মায়া ও মধুরভাবী শিশুদিগের স্তম্ভুর আলাপের দ্বারা আপনাকে সূখার শ্রায় মনে করে এবং বিস্তার্যাদি কাপট্যবহুল ও দুঃখপ্রধান গৃহস্থা-ত্ৰমে আদক্ত হইয়া আলস্য পরিহার পূর্বক নিরন্তর দুঃখের প্রতীকারে বস্ত্রবান্ হয় । ৮-৯



অর্থৈরাপাদিতৈর্জীর্বাং হিংসয়েতস্ততশ্চ তান্ । পুষ্যাতি যেমাং পোষণেণেষভুগ্‌যাত্যধঃস্বয়ম্ ॥১০॥  
 বার্ভায়াং লুপ্যমানায়ামারক্যাং পুনঃপুনঃ । লোভাভিভূতো নিঃসত্ত্বঃ পরার্থে কুরুতে স্পৃহাম্ ॥১১॥  
 কুটুস্বভরণেহকল্যো মন্দভাগ্যো ব্রুথোগ্রমঃ । শ্রিয়া বিহীনঃ কৃপণো ধায়ন্ স্বসিতি মূঢ়ধীঃ ॥১২॥  
 এবং স্বভরণাকল্যং তৎকলত্রাদয়স্তদা । নাদ্রিয়ন্তে যথা পূর্বং কীনাণা ইব গোজরম্ ॥১৩॥  
 তত্রাপ্যজাতনির্বৈদো ভ্রিয়মাণঃ স্বয়ম্ভূতৈঃ । জরয়োপাত্তবৈরূপেণ মরণাভিমুখো গৃহে ॥১৪॥  
 আন্তেহবমত্যোপন্যস্তং গৃহপাল ইবাহরন্ । আময়াব্যপ্রদোপ্তাগ্নিরল্লাহারোহল্লচেষ্টিতঃ ॥১৫॥  
 বায়ুনোৎক্রমতোত্তারঃ কফসংরুদ্ধনাড়িনা । কাসখাসকৃতায় সঃ কঠো ঘুরঘুরায়তে ॥১৬॥  
 শয়ানঃ পরিশোচন্তিঃ পরিবীতঃ স্ববন্ধুভিঃ । বাচ্যমানোহপি ন ক্রতে কালপাশবশং গতঃ ॥১৭॥  
 এবং কুটুস্বভরণে ব্যাপ্তাত্মাজিতেন্দ্রিয়ঃ । ত্রিয়তে রুদতাং স্বানাম্বরবেদনয়াহস্তধীঃ ॥১৮॥  
 যমদূর্তো তদা প্রাপ্তৌ ভীমৌ সরভসেকর্ণৌ । স দৃষ্টৌ ত্রস্তহৃদয়ঃ সঙ্কণ্ডত্রং বিমুঞ্চতি ॥১৯॥

বাহাদের পোষণে অধোগতি হয়, সাংসারিক ক্রেশ দূরীকরণার্থ মোহাক ব্যক্তি গুরুতর হিংসা দ্বারা নানাস্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহাদেরই পোষণ করে এবং সকলকে ভোজন করাইয়া বাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই নিজে ভোজন করিয়া থাকে । ১০

জীবিকা বিলুপ্ত হইলে এবং অল্প জীবিকা অবলম্বনে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া বিফলপ্রয়াস হইলে সে তখন লোভাভিভূত হইয়া অশ্রের ধনে স্পৃহা করিয়া থাকে । ১১

সেই হতভাগ্য তখন বিফলপ্রযত্ন হইয়া হতশ্রী ও দীন হইয়া পড়ে, তখন সে কুটুস্বপোষণে অসমর্থ হইয়া চিন্তাকুলিত হয় এবং বিমূঢ়বুদ্ধি হইয়া এক একবার দার্বখাস ত্যাগ করে । ১২

বলীবর্দ বৃদ্ধ হইলে নির্দয় কৃষকেরা যেরূপ আর যত্ন করে না, সেইরূপ কলত্রাদির ভরণ-পোষণে অক্ষম হইলে পুত্র-কলত্রাদি পূর্বের স্থায় আর তাহার আদর করে না, কিন্তু তাহাতেও তাহার নির্বেদ জন্মে না । ১৩

তখন সে সেই পূর্বপোষিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক পোষ্যমান হইয়া গৃহেভেই অবস্থিতি করে । ক্রমে সে জরা দ্বারা অত্যন্ত বৈরূপ্য প্রাপ্ত হইয়া মরণাভিমুখী হইতে থাকে । ১৪

গৃহপালিত কুকুরের মত তাহার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া যথাকালে যৎকিঞ্চিৎ যে খাদ্যদ্রব্য তাহার সম্মুখে রাখা হয়, সে তাহাই আহার করে । ক্ষুধামান্দ্য হেতু তাহার অল্লাহার ও অল্লচেষ্টা হয়, স্তূতরাং সে রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে । ১৫

ক্রমে তাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে বায়ুর উৎক্রমণ আরম্ভ হয়, তখন তাহার চক্ষু বাহির হইয়া পড়ে, বায়ুর মার্গরূপ নাড়ীসমূহ কফ দ্বারা রুদ্ধ হইয়া যায়, তাহাতে নিঃখাস ফেলিতে অথবা কাসিতেও কষ্ট হয় এবং গলায় একপ্রকার ঘুর ঘুর শব্দ হয় । ১৬

সে যখন ঐ অবস্থায় শায়িত থাকে, তখন তাহার বন্ধুগণ শোকভরে তাহাকে পুনঃ পুনঃ ডাকিলেও সে কালপাশের বশবর্তী হওয়ায় কিছুই বলিতে পারে না । ১৭

এইরূপে ইন্দ্রিয়জয়ে অক্ষম, কুটুস্বভরণে অক্ষম ব্যক্তি রোরুত্তমান আত্মীয়স্বজনের কাতরতায় মৃত্যুকালেও তাহার হৃদয়ে গুরুতর বেদনা উপস্থিত হয়, তাহাতে সে জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রাণত্যাগ করে । ১৮

তাহার মৃত্যু হইবামাত্র সক্রোধনয়ন দুইজন যমদূত আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাদিগকে দেখিয়াই সে ত্রস্তহৃদয়ে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া ফেলে । ১৯



যাতনাদেহ আবৃত্ত্য পাশৈর্বদ্ধা গলে বলাৎ । নয়তো দীর্ঘমধ্বানং দণ্ড্যং রাজভট্টা যথা ॥২০॥  
তয়োনিভিন্নহৃদয়স্তর্জ্জনৈর্জাতবেপথুঃ । পথি স্বভির্ভক্ষ্যমাণ আভৌহঘং স্বমমুস্মরন্ ॥২১॥

ক্ষুভ্ৰুট্পরীতোহর্কদধানলানিলৈঃ সন্তপ্যমানঃ পথি তপ্তবালুকে ।

কৃচ্ছ্রেণ পৃষ্ঠে কষয়া চ তাড়িতশ্চলত্যশস্তোহপি নিরাশ্রমোদকে ॥২২॥

তত্র তত্র পতন্ শ্রান্তো মুচ্ছিতঃ পুনরুত্থিতঃ । পথা পাপীয়সা নীতস্তমসা গমসাদনম্ ॥২৩॥

যোজনানাং সহস্রাণি নবতিং নব চাধ্বনঃ । ত্রিভিমু'হুর্ভৈর্দ্বাভ্যাং বা নীতঃ প্রাপ্নোতি যাতনাঃ ॥২৪॥

আদীপনং স্বগাত্রাণং বেষ্টয়িত্বোপ্লু কাদিভিঃ । আত্মমাংসাদনং কাপি স্বকৃত্তং পরতোহপি বা ॥২৫॥

জীবতশ্চাত্ত্রাভ্যুদ্বারং স্বগৃষ্টৈর্ঘমসাদনে । সর্পবৃশ্চিকদংশাদিৈর্দংশস্তিষ্ঠাত্ত্রাবৈশসম্ ॥২৬॥

কুন্তনঞ্চাবয়বশো গজাদিভ্যো ভিদাপনম্ । পাতনং গিরিশৃঙ্গেভ্যো রোধনঞ্চানুগভ্রয়োঃ ॥২৭॥

যাস্তামিষ্মাক্তামিষ্ম-রৌরবাশ্চ যাতনাঃ । ভুঙ্ক্বে নরো বা নারী বা মিথঃসঙ্গেন নির্মিতাঃ ॥২৮॥

অত্রৈব নরকঃ স্বর্গ ইতি মাতঃ প্রচক্ষ্যতে । যা যাতনা বৈ নারক্যস্তা ইহাপ্যুপলক্ষিতাঃ ॥২৯॥

অনন্তর যমদূতেরা তাহাকে স্থলদেহ হইতে যাতনাদেহে আবদ্ধ করিয়া যেমন রাজপুরুষেরা দণ্ডাই লোককে বন্ধন করে, তাহার স্থায় গলদেশে পাশবন্ধনপূর্বক স্থদীর্ঘ পথে লইয়া যায় । ২০

সেই দুইজনের তর্জ্জনে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হয় এবং অতিশয় কম্প উপস্থিত হইতে থাকে ; পরে তাহাকে কুকুরে থাইতে আসে এবং তখন সে নিজ পাপ স্মরণ করিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়ে । ২১

একে ক্ষুধাতৃষ্ণায় ক্লিষ্ট, তাহাতে আবার পৃষ্ঠদেশে কশাঘাত—তাহার পর তপ্ত বালুকাময় পথ, সূর্য্যকিরণ, দাবানল ও উষ্ণ বায়ুতাপে তাপিত পথে আশ্রম বা জল কিছুই নাই, তথাপি কশাঘাতে তাড়িত হইয়া তাহাকে অশস্ত হইয়াও চলিতে হয় ! ২২

চলিবার শক্তি না থাকায় সে শ্রান্তিবশতঃ বার-বার মুচ্ছিত হইয়া পড়ে, আবার মুচ্ছা ভঙ্গে আপনিই গাত্রোত্থান করে, এইরূপে নানা যাতনা ভোগ করিতে করিতে সে শমনসদনে নীত হয় । ২৩

যমভবনে গমনের পথের পরিমাণ নিরানব্বই-সহস্র যোজন—এ পথ এই ব্যক্তিকে দুই বা তিনমুহূর্ত্তে অতিক্রম করিয়া উপনীত হইতে হয় এবং সেখানে উপস্থিত হইবামাত্রই সে যাতনাভোগে সমপিত হয় । ২৪

কোন স্থানে স্থলস্থ কাষ্ঠ গাত্রবেষ্টন করিয়া দগ্ধ করিতে থাকে, আর কোথাও বা আপনার দ্বারা বা অশ্ব দ্বারা ছিন্ন আপনার মাংস ভক্ষণ করিতে হয় । ২৫

যমালয়ে কুকুর, গৃধ্রপ্রমুখ মাংসাহারী জীবগণ জীবন থাকিতেই তাহার অঙ্গ টানিয়া বাহির করে এবং কোনস্থানে সর্প, বৃশ্চিক-দংশাদি তাহাকে নিষ্ঠুর-রূপে দংশন করিতে আরম্ভ করে ; ইহাতে সে অতিশয় বেদনাক্লিষ্ট হইয়া পড়ে । ২৬

কোথাও দেহসকলের কর্তন, কোথাও বা গজালি দ্বারা বিদারণ, কোথাও বা পর্ব্বতচূড়া হইতে পতন এবং কোথাও বা জল ও গর্ভের মধ্যে অবরোধ ইত্যাদি যাতনায় তাহাকে নিরতিশয় নিপীড়িত হইতে হয় । তামিষ্ম, অন্ধতামিষ্ম, রৌরব—যে সকল নরক পরস্পার আল দ্বারা নির্মিত হয়—এ যত নর বা নারীকে ভুৎ-সমুদয়ও ভোগ করিতে হয় । ২৭-২৮

হে মাতঃ ! এই যে সকল নরকের কথা কহিলাম, ইহা অসম্ভব নহে ; কারণ, পণ্ডিতেরা ইহলোকেও নরক ও স্বর্গ বিদ্যমান দেখিতে পান । বস্তৃতঃ নরকে যে সমস্ত যন্ত্রণা, তাহা এখানেও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । ২৯



এবং কুটুম্বং বিভ্রাণ উদরস্তর এব বা । বিসৃজ্যোহোভয়ং প্রেত্য ভুঙ্ক্বে তৎফলমীদৃশম্ ॥৩০॥  
 একঃ প্রপত্তে ধ্বাস্তং হিহ্নেহ স্বং কলেবরম্ । কুশলেতরপাথেয়ো ভূতদ্রোহেণ যদৃভূতম্ ॥৩১॥  
 দৈবেনাসাদিতং তস্য শমলং নিরয়ে পুমান্ । ভুঙ্ক্বে কুটুম্বপোষস্তু হতবি (চি)ত্ত ইবাতুরঃ ॥৩২॥  
 কেবলেন হৃদ্ষর্শেণ কুটুম্বভরণোৎসুকঃ । যাতি জীবোহন্ধতামিশ্রং চরমং তমসঃ পদম্ ॥৩৩॥  
 অখস্তামরলোকস্য যাবতীৰ্যাতনাস্তু তাঃ । ক্রমশঃ সমনুক্রম্য পুনরত্রোত্রজেচ্ছুচিঃ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াম্ বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
 কাণিলেয়ে কশ্যপিনাকে। নাম ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

কুটুম্বপোষণে বিব্রত থাকুক অথবা উদরভরণ  
 কর্মে নিযুক্ত হউক, মৃত্যুর পর এই স্থানেই দেহ ও  
 কুটুম্ব পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে কেবল আপনাকে  
 ঐ সকল কর্মের ফলভোগ করিতে হয়। ৩০

জীবদ্রোহের দ্বারা সে আপনার যে কলেবর  
 পোষণ করিত, সে সেই কলেবর ও পাপাভিজ্ঞত ধন এই  
 পৃথিবীতেই ত্যাগ করিয়া একাকী পাপরূপ পাথের  
 লইয়া সে ঘোর অন্ধকারময় নরকে প্রবিষ্ট হয়। ৩১

তাহার অজ্ঞায়রূপে কুটুম্বপোষণের পাপ পর-  
 কালে ঈশ্বর কর্তৃক উপস্থাপিত হয় অর্থাৎ ইহলোকে  
 ধনাদির স্থায় তাহা ত্যাগ করিয়া যাওয়া চলে না ;

এবং তখন সে আত্মরের স্থায় হতজ্ঞান হইয়া নরকেও  
 তাহার ফলভোগ করে। ৩২

কুটুম্বপোষণ বিহিত বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল  
 অধর্মের দ্বারা তাহাদের ভরণার্থ উৎসুক, তাহাকে  
 নরকের চমকপ্রদ অন্ধতামিশ্রে গমন করিতে  
 হইবে। ৩৩

সেই নরকভোগের পর কুকুর শূকরাদি ষোনিতে  
 যত প্রকার যাতনা ভোগ হইতে পারে, তৎসমুদয়  
 ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত হইয়া যখন ভোগ দ্বারা ক্ষীণপাপ  
 হইবে, তখন সে শুচি হইয়া পুনর্ববার এখানে আগ-  
 মন পূর্বক নরহ প্রাপ্ত হয়। ৩৪

বিস্তৃতি—যে ব্যক্তি পাপাচরণের দ্বারা ধন অর্জন  
 করিয়া রাখিয়া যায়, তাহা ভোগ করিবার জন্য বহু ব্যক্তিই

থাকে কিন্তু পাপাচরণের ফল একাকী তাহাকেই ভোগ  
 করিতে হয়। ৩০

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে ত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।



## একত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ ।

কৰ্মণা দৈবনেত্রেণ জন্তুর্দেহোপপত্তয়ে । স্ত্রিয়াঃ প্রবিষ্ট উদরং পুংসো রেতঃকণাশ্রয়ঃ ॥১॥  
কললস্বেকরাশ্রেণ পঞ্চরাত্রেণ বৃদ্ধদম্ । দশাহেন তু কর্ককুঃ পেণ্ডগুং বা ততঃ পরম্ ॥২॥  
মাসেন তু শিরো দ্বাভ্যাং বাহুভ্যুত্থ্যাত্তঙ্গবিগ্রহঃ । নখলোমান্বিমর্মাণি লিঙ্গচ্ছিদ্রোদ্রবজ্রিভিঃ ॥৩॥  
চতুর্ভির্ধাবতঃ সপ্ত পঞ্চভিঃ ক্ষুত্ৰুডুস্তবঃ । ষড়্ভির্জরায়ুণা বীতঃ কুক্ষৌ ভ্রাম্যতি দক্ষিণে ॥৪॥  
মাতৃর্জঙ্ঘামপানাত্তৈরেখন্ধাতুরসস্মতে । গেষ্টে বিথ্যত্রয়োর্গন্তে স জন্তুর্জন্তুসন্তবে ॥৫॥  
কুমিভিঃ ক্ষতসর্ব্বাঙ্গঃ সৌকুমার্যাং প্রতিক্ষণম্ । মূর্ছামাপ্নোত্থারুরেশস্তত্রৈত্যে ক্ষুধিতৈর্মূহঃ ॥৬॥  
কটুতীক্ষ্ণোফলবণ-ক্ষারান্নাদিভিরুজ্জ্বলৈঃ । মাতৃভূক্তৈরুপস্পৃষ্টঃ সর্ব্বাঙ্গেস্থিতবেদনঃ ॥৭॥  
উল্লেব সংব্রতস্তস্মিন্নস্ত্রেণ বহিরাব্রতঃ । আস্তে কৃহা শিরঃ কুক্ষৌ ভূগ্ধপৃষ্ঠশিরোধরঃ ।

অকল্যঃ স্বাস্ত্ৰচেষ্টায়াং শকুন্ত ইব পঞ্জরে ॥৮॥

তত্র লক্ষ্মণ্মুতির্দৈবাৎ কৰ্ম্ম জন্মশতোদ্রবম্ । স্মরন দীর্ঘমমুচ্ছাসং শশ্ম কিং নাম বিন্দতে ॥৯॥

### মনুষ্যযোনিপ্রাপ্তি

ভগবান্ কর্ণিল কহিলেন—জীবের পূর্ব্বকৃত কৰ্ম্ম  
ঈশ্বর হইতেই প্রবর্ত্তিত হয়, ইহাতে জীব সেই কৰ্ম্ম-  
নিবন্ধন দেহধারণের জন্ত পুরুষের রেতঃকণা আশ্রয়  
করিয়া স্ত্রীলোকের উদরে প্রবেশ করিয়া থাকে । ১

রেতঃকণা গর্ভমধ্যে পতিত হইলে একরাত্রে  
তাহার কলন অর্থাৎ শোণিতের সহিত মিশ্রণ হয়, এই-  
রূপ অবস্থায় পাঁচরাত্রি থাকিলে তাহা বৃদ্ধদাকারে  
পরিণত হয়, পরে দশদিনে তাহা বদরীকলের আকার  
প্রাপ্ত হইয়া কঠিন হয় এবং অতঃপর তাহা পেশী  
অর্থাৎ মাংসপিণ্ডের আকার অথবা অণ্ডাকার হয় । ২

একমাস গত হইলে তাহার শিরোদেশ, দুইমাসে  
তাহার হস্তপদাদি অঙ্গবিভাগ এবং নখ, লোম, অস্থি  
ও চর্ম্মের সঞ্চার এবং তিনমাসে তাহার লিঙ্গ ও ছিদ্র  
উৎপন্ন হয় । চারিমাসে খণ্ডখাতু, পাঁচমাসে ক্ষুধা-  
ভুক্ষার উৎপত্তি এবং ছয়মাসে জরায়ুর দ্বারা আবৃত  
হইয়া দক্ষিণ কুক্ষিতে ভ্রমণ করে । ৩-৪

সেই সময় হইতে মাতৃভুক্ত অন্ন-পানাদি দ্বারা  
তাহার খাতু সকল বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং ইচ্ছা  
না থাকিলেও তাহাকে জন্তু সকলের উৎপত্তি স্থানরূপ  
সেই বিষ্ঠামূত্রের গর্ভমধ্যে শয়ন করিয়া থাকিতে হয় । ৫

ভ্রমণে তত্রস্থ ক্ষুধিত কুমিসকল তাহার শরীর  
ভক্ষণ করিয়া ক্ষতবিক্ষত করে ও তাহাতে সে অভ্যস্ত  
যাতনা পাইয়া ক্ষণে ক্ষণে মূচ্ছিত হয় । ৬

মাতা যে কটু তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লবণ, ক্ষার, অন্ন প্রভৃতি  
ভক্ষণ করেন, সে সকলের দুঃসহ রসে স্পৃষ্ট হওয়ার  
তাহার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা উপস্থিত হয় । ৭

সে ভিতরে জরায়ু এবং বাহিরে অন্ন দ্বারা আবৃত  
হওয়াতে পিঞ্জরস্থ পক্ষীর স্থায় স্থায় অন্ন চেষ্টাতেও  
অশক্ত হয়, সুতরাং সে কুক্ষিদেখে মন্তক দিয়া পৃষ্ঠ  
এবং গ্রোবা কুটিলীকৃত করিয়া অবস্থান করে । ৮

অনন্তর দৈবানুগ্রহে জীবের পূর্ব্বস্মৃতি লাভ  
হয়, তখন দীর্ঘকাল অমুচ্ছাসপ্রায় হইয়া অবস্থিতি  
করিয়া শত শত জন্মের কৰ্ম্ম স্মরণ করিতে করিতে সে  
কিছুতেই মুখলাভ করিতে পারে না । ৯

বিশ্রুতি—পুরুষ হইলে মাতার দক্ষিণ কুক্ষিতে ও স্ত্রী হইলে মাতার বাম কুক্ষিতে অবস্থান করে ইহা স্মরণীয় । ১০



আরভ্য সপ্তমাসান্নকবোধোহপি বেপিতঃ । নৈকত্রাস্তে সূতিবাতৈর্বিষ্ঠাভূরিব সোদরঃ ॥১০॥  
নাধমান ঋষিভীতঃ সপ্তবধিঃ কৃতাঞ্জলিঃ । স্তবীত তং বিক্লবয়া বাচা যেনোদরেহপি তঃ ॥১১॥  
জীব উবাচ ।

তস্তোপসন্নমবিতুং জগদিচ্ছ্যাত্ত নানাতনোভূবি চলচ্চরণারবিন্দম্ ।  
সোহং ব্রজামি শরণং হকুতোভয়ং মে যেনেদৃশী গতিরদর্শ্যসতোহনুরূপা ॥১২॥  
যন্তুত্র বদ্ধ ইব কৰ্ম্মভিরারতাত্মা ভূতেন্দ্রিয়াশয়ময়ীমবলম্ব্য মায়াম্ ।  
আন্তে বিশুদ্ধমবিকারমখণ্ডবোধ-মাতপ্যমানহৃদয়েহবসিতং নমামি ॥১৩॥  
যঃ পঞ্চভূতরচিতো রহিতঃ শরীরে চ্ছমোহযথেন্দ্রিয়গুণার্থচিদাত্মকোহহম্ ।  
তেনাবিকুণ্ঠমাহমানমৃষিঃ তমেনং বন্দে পরং প্রকৃতিপুরুষয়োঃ পুমাংসম্ ॥১৪॥  
যন্মায়য়োরুণ্ডণকৰ্ম্মনিবন্ধনেহস্মিন্ সাংসারিকে পথি চরংস্তুদতিশ্রমেণ ।  
নষ্টস্মৃতিঃ পুনরয়ং প্রবৃণীত লোকং যুক্ত্য। কয়া মহদনুগ্রহমন্তরেণ ॥১৫॥  
জ্ঞানং যদেতদদধাৎ কতমঃ স দেবত্বৈকালিকং স্থিরচরেশ্বনুবর্তিতাংশম্ ।  
তং জীবকৰ্ম্মপদবীমনুবর্তমানান্তাপত্রয়োপশমনায় বয়ং ভজেম ॥১৬॥

পরে জ্ঞান পাইলেও সে সপ্তম মাস হইতে আবার প্রসব জন্ম বায়ুর দ্বারা সঞ্চালিত হইতে থাকে, তাহাতে সে আপনার সমানোদরজন্মা বিষ্ঠাজাত কুমির স্থায় একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না । ১০

অতএব ঐ জীব দেহাত্মদর্শী হইয়া পুনর্ব্বার গর্ভ-বাসের ভয়হেতু ঘাচমান হইয়া করপুটে আকুলচিত্তে যে ঈশ্বর তাহাকে উদরে অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারই স্তব করিতে থাকে । ১১

জীব তখন বলিতে থাকে—আমি সেই ভগবানের ভয়হীন চরণারবিন্দের শরণগ্রহণ করি, তিনি নিকট-বর্তী জগতের রক্ষণার্থ নানামূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন ; আমি যেমন অসৎ, তাহাতে এই গতিই যে আমার উপযুক্ত, তিনিই ইহা দেখাইয়াছেন । ১২

এই মাতৃদেহে দেহাকারে পরিণতা মায়াকে আশ্রয় করিয়া কৰ্ম্ম দ্বারা আবৃত হইয়া এই যে আমি রহিয়াছি, সেই আমার সমুপ্ত হৃদয়ে যিনি প্রভীত হইতেছেন সেই তিনিও এইস্থানে রহিয়াছেন, কিন্তু তিনি অখণ্ড-বোধসম্পন্ন বিশুদ্ধ এবং নির্বিকার, আমি তাঁহাকেই

সম্ভাসন করিতেছি । আমি বস্তুতঃ শরীরহীন ও অমঙ্গল হওয়াতে এই পঞ্চভূতনির্ম্মিত দেহে মিথ্যা আচ্ছন্ন, স্তুতরাং আমারও ইন্দ্রিয়বিষয় ও চিদাভাসস্বরূপ হওয়া মিথ্যা, কিন্তু আমার বন্দনীয় পুরুষের মহিমা—এই শরীর দ্বারাও অবিকৃষ্ট । তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং প্রকৃতি পুরুষের নিয়ন্তা, আমি তাঁহারই বন্দনা করি । ১৩-১৪

এই সংসার সম্বন্ধীয় পথে গুণনির্ম্মিত নানা কৰ্ম্ম আছে, সে সকলই বন্ধন, সংসার-পথে তাঁহার মায়া দ্বারা এই জীব স্মৃতি হারাইয়া বিচরণ করিতেছে, সেই মহৎ পুরুষের অনুকম্পা ভিন্ন কোন্ প্রকারে এ জীব নিজস্বরূপ লোককে সম্যক প্রকারে উপাসনা করিতে সমর্থ হইবে ? ফলতঃ ঈশ্বর-প্রসাদ ভিন্ন এই জ্ঞান লাভ হয় না স্তুতরাং তিনিই উপাস্ত । ১৫

সেই ঈশ্বরই আমাতে ত্রৈকালিক জ্ঞান বিধান করিয়াছেন, আমরা জীবরূপ কৰ্ম্ম-পদবীর অনুবর্তী, অতএব স্বাভাবে ও জন্মে বাঁহার অংশ অনুবর্তমান—আমরা আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের উপশমের জন্য তাঁহারই ভজনা করি । ১৬



দেহশূদ্রেহবিবরে জঠরাগ্নিনাহস্গবিক্তকূপপতিতো ভূশতপুদেহঃ ।  
 ইচ্ছামিতো বিবসিতুং গণয়ন্ স্বমাসান্ নির্বস্তুতে ক্লপণধীর্ভগবন্ কদা হু ॥১৭॥  
 যেনেদৃশীং গতিমসৌ দশমাস্ত্র ঈশ সংগ্রাহিতঃ পুরুষদয়েন ভবাদৃশেন ।  
 স্বেনৈব তুষ্যতু কৃতেন স দীননাথঃ কো নাম তৎ প্রতি বিনাজ্জলিমস্ত কুর্য্যাৎ ॥১৮॥  
 পশ্যত্যয়ং ধিষায়া ননু সপ্তবধিঃ শারীরকে দমশরীয়াপরঃ স্বদেহে ।  
 যৎস্বর্কয়াস তমমহং পুরুষং পুরাণং পশ্যে বহির্হৃদি চ চৈত্ৰ্যমিব প্রভীতম্ ॥১৯॥  
 সোহহং বসন্নপি বিভো বহুদুঃখবাসং গর্ভান্ন নির্জিগমিষে বহিরঙ্ককূপে ।  
 যত্রোপযাতমুপসর্পতি দেবমায়া মিথ্যামতির্যদনু সংসৃতিচক্রমেতৎ ॥২০॥  
 তস্মাদহং বিগতবিক্রব উদ্ধারিষ্যে আত্মানমাশু তমসঃ স্তুহদাত্মনৈব ।  
 ভূয়ো যথা ব্যসনমেতদনেকরক্ৰুং মা মে ভবিষ্যদুপসাদিতবিষ্ণুপাদঃ ॥২১॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

এবং কৃতমতিগর্ভে দশমাস্ত্রঃ স্ববম্ যিঃ । সন্তঃ ক্ষিপত্যবাচীনং প্রসূত্যে সূতিগারুতঃ ॥২২॥

হে ভগবন্ ! এই দেহা আমি, অণু দেহ-বিনরে অর্থাৎ মাতার উদরকুহরে শোণিত ও বিষ্ঠা-মূত্রের কূপে পতিত হইয়া রহিয়াছি, এখানে কেবল বিষ্ঠা-মূত্রজনিত ক্লেশভোগ ও জঠরাগ্নি দ্বারা দেহ অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছে, ইহাতে আমি অতিশয় দীনভাবে এস্থান হইতে বহির্গমনের কামনায় আপনার মাস গণনা করিতেছি। কখন বহির্গত হইব ? ১৭

হে ঈশ ! ভবাদৃশ অসীম দয়াবান্ যে পুরুষ দশ মাসমাত্র বয়স্ক এই দেহীকে এইরূপ স্তানদান করিয়াছেন, সেই দীননাথ স্বকৃত কষ্টের দ্বারা সন্তোষ লাভ করুন, করবোড় বিনা তাঁহার কৃত উপকারের প্রভী-কার করিতে কাহার সাধ্য আছে ? ১৮

প্রভো ! পশ্বাদি অপর জীব স্ব স্ব দেহে শরীরোৎপন্ন স্তুখ-দুঃখাদিই দেখিতে পায় কিন্তু আমি তাঁহার কৃত শমদমাদি বিবেক স্তান দ্বারা শরীরগিশিষ্ট হইয়াছি, সেই অনাদি পরিপূর্ণ পুরুষকে বাহিরে ও অন্তরে দর্শন করি, তিনিই অপরোক্ষরূপে প্রভীত চিত্তের অধিষ্ঠাতৃ-স্বরূপ । ১৯

হে বিভো ! দুঃখাবস্থায় এই গর্ভে বাস করিয়াও আমার বহির্গত হইতে ইচ্ছা হইতেছে না, কেন না, বাহিরে ইহা অপেক্ষাও অন্ধকূপ আছে। যে প্রাণী যেখানে যায়, সে আপনার মায়ায় আচ্ছন্ন হয় এবং সেই মায়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মিথ্যা মতি অর্থাৎ দেহে অহংবুদ্ধি এবং পুত্র-কলত্রাদি সম্বন্ধজনিত এই সংসারচক্র তাহাকে আচ্ছন্ন করে। ২০

আমি ব্যাকুলিত চিত্তে এই স্থানে থাকিয়াই স্তুহৎ-স্বরূপ আত্মার দ্বারা অর্থাৎ সারথীরূপ বুদ্ধিযোগে সংসার হইতে আত্মাকে উদ্ধার করিব, নানা গর্ভবাস-রূপ এই দুঃখ পুনরায় যেন না হয় ; কারণ, আমি ভগবান্ বিষ্ণুর পাদদ্বয় হৃদয়ের মধ্যে আনয়ন করিয়াছি। ২১

শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে জননি ! দশমাস বয়স্ক জীব যখন এই প্রকারে কৃতসংকল্প হইয়া মাতৃগর্ভে পরমেশ্বরকে স্তব করিতে থাকে, তখন প্রসবের মূল কারণ বায়ু তাহাকে অবাস্থ্য করিয়া প্রসবার্থ প্রেরণ করে। ২২



তেনাবশৃষ্ঠঃ সহসা কৃতা বাক্শির আতুরঃ । বিনিজ্ঞানমতি কৃচ্ছ্রেণ নিরুদ্ধাসৌ হতশ্রুতিঃ ॥২৩॥  
 পতিতো ভূব্যস্থিপ্রো বিষ্ঠাভূরিব চেষ্টতে । রোরয়তি গতে জ্ঞানে বিপরীতাং গতিং গতঃ ॥২৪॥  
 পরচ্ছন্দমবিদুষা পুষ্যমাণো জনেন সঃ । অনভিপ্রেতমাপন্নঃ প্রত্যাখ্যাতুমনীশ্বরঃ ॥২৫॥  
 শায়িতোহশুচিপৰ্য্যঙ্কে জন্তুঃ শ্বেদজদূষিতে । নেশঃ কণ্ডূয়নেহঙ্গানামাসনোপানচেষ্টনে ॥২৬॥  
 তুদন্ত্যামত্বচং দংশা মশকা মৎকুণাদয়ঃ । রুদন্তঃ বিগতজ্ঞানঃ কুময়ঃ কুমিকং যথা ॥২৭॥  
 ইত্যেবং শৈশবং ভুক্ত্বা দুঃখং পৌগণ্ডমেব চ । অলকাভীপ্সিতোহজ্ঞানাদিহ্মন্যুঃ শুচাপিতঃ ॥২৮॥  
 সহ দেহেন মানেন বর্জমানেন মনু্যনা । করোতি বিগ্রহং কামী কামিষ্মন্তায় চান্ননঃ ॥২৯॥  
 ভূতৈঃ পঞ্চভিরারকৈ দেহে দেহবুধোহসকৃৎ । অহং মমেত্যসদগ্রাহঃ করোতি কুমতির্মতিম্ ॥৩০॥  
 তদৰ্থং কুরুতে কৰ্ম যদ্বন্ধো যাতি সংশ্রুতিম্ । যোহনুযাতি দদৎ ক্লেশমবিদ্বাকৰ্ম্মবন্ধনঃ ॥৩১॥  
 যদ্যদন্তিঃ পথি পুনঃ শিম্বোদরকৃতোদনৈঃ । আশ্রিতো রমতে জন্তুস্তমো বিশতি পূর্ববৎ ॥৩২॥

ঐ বায়ু কর্তৃক জীব যখন অধঃক্ষিপ্ত হয়, তখন সে অতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া অধঃশিরা হইয়া অতিকন্টে বাহির হইতে থাকে, সেই সময়ে তাহার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ এবং স্মরণশক্তি লুপ্ত হয় । ২৩

তদনন্তর ঐ জীব রক্তাক্তকলেবরে কুমির স্থায় ভূমিতে পড়িয়া অঙ্গ-সঞ্চালন করে, তদনন্তর জ্ঞান বিগত হইলে পর বিপরীত গতি প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে থাকে । ২৪

তখন বাহারা তাহার পোষণ করে, তাহারা তাহার কি অভিপ্রায় জানিতে পারে না, আর তাহারা তাহার অনভিপ্রেত বস্তু দিলেও সে তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হয় না । ২৫

যদিও সে শ্বেদজ কীট-দূষিত অশুচি শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে, ওথাপি সে আপনার গাত্র কণ্ডূয়ন করিতে বা উপবেশন ও উত্থানাদি করিতে পারে না । ২৬

কুমিসমূহ যেমন কুমিকে দংশন করে, দংশক মশক মৎকুণাদি সেইরূপ তাহার কোমল ত্বকে দংশন করে, গর্ভাবস্থা হইতে জ্ঞানোদয় হওয়াতে তাহার ক্লেশানুভব হইলেও সে তাহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হয় না । ২৭

মাতঃ । ঐ প্রকার পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত শৈশব-দুঃখ

ভোগ করিতে হয় ; পরে পৌগণ্ড অবস্থায় অধ্যয়নাদি দুঃখ অনুভব করিতে হয়, পরে যৌবন দশায় যখন অভীপ্সিত অর্থলাভ না হয়, শৌকে ব্যাকুল হইয়া পড়ে এবং অজ্ঞান বশতঃ তাহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইতে থাকে । ২৮

অনন্তর ঐ কামী দেহের বুদ্ধির সহিত অভিমান ও ক্রোধ বৃদ্ধি হওয়ায়, অশ্রু কামাদিগের সহিত বিরোধ করিয়া আপনার বিনাশসাধন করে । ২৯

প্রকৃত জ্ঞান না থাকাতে পঞ্চভূতে আরক্ত এই দেহের প্রতি তাহার পুনঃ পুনঃ “আমি আমার” এই প্রকার অসৎ আগ্রহ হয়, হুতরাং তখন সে কুবুদ্ধি-বশতঃ তাহাতে আত্মবুদ্ধি আরোপণ করিয়া থাকে । ৩০

অতএব যে কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া তাহাকে আবার সংসার প্রাপ্ত হইতে হইবে, ঐ দেহের জন্ত সে সেই সকল কর্ম্মে অশুরক্ত হয়, কারণ, অবিজ্ঞা ও কর্ম্মবন্ধন, ক্লেশ প্রদান করিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার অনুবর্তন করিয়া থাকে । ৩১

পরন্তু ঐ জীব যদি সংপথে অবস্থিত থাকিয়া ও শিম্বোদরপরাগণ অসৎ পুরুষের সংসর্গ করে, তাহা হইলেও তাহাকে যাতনা-দেহ প্রাপ্ত হইয়া পূর্বোক্ত প্রকারে নরকে প্রবেশ করিতে হয় । ৩২



সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হীঃ শ্রীর্ষশঃ ক্রমা ।

শমো দমো ভগ্গ্বেতি যৎসঙ্গাদ্ভাতি সংক্ষয়ম্ ॥৩৩॥

তেষশাস্তেষু যুটেষু খণ্ডিতান্ধসাদ্ধুযু । সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেযু যোষিৎক্ৰীড়ায়ুগেষু চ ॥৩৪॥

ন তথাস্ত ভবেম্মোহো বন্ধশ্চান্ধপ্রসঙ্গতঃ । যোষিৎসঙ্গাদ্ভাতি পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥৩৫॥

প্রজাপতিঃ স্বাং দুহিতরং দৃষ্টা তদ্রূপধর্ষিতঃ । রোহিদ্ভূতাং সোহিব্রথাবদ্ব্যক্লপী হতত্ৰপঃ ॥৩৬॥

তৎসৃষ্টসৃষ্টসৃষ্টেষু কো যথশ্রুতিধীঃ পুমান্ । ঋষিঃ নারায়ণমুতে যোষিৎসংযোহ মায়ায়া ॥৩৭॥

বলং মে পশ্য মায়ায়াঃ শ্রীময়া জয়িনো দিশাম্ ।

যা করোতি পদাক্রান্তান্ ক্রবিজ্জ্বলন্তেণ কেবলম্ ॥৩৮॥

সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ প্রমদাস্ত জাতু যোগস্য পারং পরমারুণক্ষুঃ ।

সৎসেবয়া প্রতিলক্সাত্নাভো বদন্তি যা নিরয়দ্বারমস্ম ॥৩৯॥

যোগযাতি শনৈর্মায়া যোষিদেবাবিনির্গিতা । ভামাক্ষেভাত্নানো যুত্যাং তৃণৈঃ কুপগিবাবৃতম্ ॥৪০॥

যাং মন্যতে পতিং মোহান্মন্যায়াম্ভভায়তীম্ ।

শ্রীস্বঃ শ্রীসঙ্গতঃ প্রাপ্তো বিত্তাপত্যগৃহপ্রদম্ ॥৪১॥

অসৎসঙ্গ হেতু সত্য, শৌচ, দয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, শ, ক্রমা, শম, দম, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সকলই নষ্ট হইয়া থাকে । ৩৩

দেহে আত্মবুদ্ধিকারী অশক্ত ঐ সকল যুটক্রীড়া-  
য়ুগের শ্রায় রমণীদিগের বশীভূত হইয়া থাকে, অতএব  
ঐ সকল দুঃখদায়ক অসৎ লোকের সঙ্গ কদাচ  
বিধেয় নহে । ৩৪

যোষিৎ-সঙ্গের দ্বারা এবং যোষিৎসঙ্গের সঙ্গের  
দ্বারা পুরুষের বেরূপ মোহ ও বন্ধন হয়, অশ্রু কিছু  
দ্বারাই সেরূপ হয় না । ৩৫

প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বীয় দুহিতাকে দেখিয়া যখন মুগ্ধ  
হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার সেই দুহিতা যুগীর রূপ  
ধারণ করিয়া ধাবমানা হইয়াছিলেন, ব্রহ্মাও নির্লজ্জ  
হইয়া যুগরূপে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া-  
ছিলেন । ৩৬

অতএব স্বয়ং স্রষ্টারই যখন এই অবস্থা, তখন  
তৎসৃষ্ট মরীচ্যাদি এবং মরীচ্যাতির সৃষ্ট কশ্যপাদি  
এবং কশ্যপাদির সৃষ্ট দেব মনুষ্যাদির মধ্যে নারায়ণ

ঋষি ব্যভূত কোন অশ্রুধী পুরুষের মন রমণী  
মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হয় ? ৩৭

আমার এই শ্রোময়ী মায়ার বল দেখুন । এই মায়া  
দিগ্বিজয়ী বীরদিগকেও ক্রভঙ্গিমাতে আপনার পদা-  
নত করিয়া থাকে । ৩৮

অতএব যে ব্যক্তি যোগের পরপারে বাইতে ইচ্ছা  
করেন, তাঁহার প্রমদাসঙ্গ কদাপি বিধেয় নহে । এই  
জগুই যোগিগণ বলিয়া থাকেন, বাঁহার আত্মস্বরূপ  
লাভ হয়, তাঁহার পক্ষে নারী নরকের দ্বারস্বরূপ । ৩৯

যোষিৎরূপা দেবনির্মিতা মায়া শুভ্রাবাদি হলে  
ধীরে ধীরে নিকটে গমন করে, কিন্তু বুদ্ধিমান পুরুষ  
তাহাকে তৃণাবৃত কূপের শ্রায় আপনার যুত্মস্বরূপ  
দেখিবেন । ৪০

জীব শ্রীসঙ্গবশতঃ অর্থাৎ অস্তুকালে অভ্যন্ত আস-  
ক্তর জগু শ্রী-খ্যান-নির্মিত জীব প্রাপ্ত হইয়া মোহ-  
প্রযুক্ত পুরুষসদৃশ আচরণকারিণী আমার মায়াকে  
বিত্ত, অপত্য, ও গৃহপ্রদ পতিরূপে মাগু করিয়া  
থাকে । ৪১



তামাত্মনো বিজানীয়াৎ পত্যপত্যগৃহাত্মকম্ । দৈবোপসাদিতং মৃত্যুং যুগয়োর্গায়নং যথা ॥৪২॥  
 দেহেন জীবভূতেন লোকাল্লোকমমুভজন্ । ভুঞ্জান এব কৰ্ম্মাণি কৰোত্যবিরতং পুমান্ ॥৪৩॥  
 জীবো হস্তানুগো দেহো ভূতেন্দ্রিয়মনোমঃ । তন্নিরোধস্থ মরণমাবির্ভাবস্ত সন্তবঃ ॥৪৪॥

দ্রব্যোপলব্ধিস্থানস্থ দ্রব্যোপযোগ্যতা যদা ।

( তৎপঞ্চত্বমহমানাত্ত্বংপন্নিদ্রব্যদর্শনম্ । যথাক্কোদ্রব্যাবয়বদর্শনাযোগ্যতা যদা । )

তদৈব চক্ষুষোদ্রষ্টুদ্রষ্ট্বাযোগ্যতানয়োঃ ॥৪৫॥

তস্মান্ন কার্য্যঃ সন্ত্রাসো ন কার্ণণ্যং ন সন্ত্রমঃ । বুদ্ধা জীবগতিং ধীরো মুক্তসঙ্গচ্চরেদিহ ॥৪৬॥  
 সম্যগদর্শনয়া বুদ্ধ্যা যোগবৈরাগ্যযুক্তয়া । মায়াবিরচিত্তে লোকে চরেন্ন্যস্ত কলেবরম্ ॥৪৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে

কাপিলেন্নৈ জীবগতির্নামৈকত্রিশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

ব্যাধের সঞ্জীত যুগের পক্ষে ষেরূপ মৃত্যুস্বরূপ, সেইরূপ জীবপ্রাপ্ত মুক্তিকামী জীব—পতি, পুত্র, গৃহস্বরূপ মায়াকে দৈব কর্তৃক রচিত আপনার মৃত্যু-স্বরূপ জ্ঞান করিবে । ৪২

জীবের উপাধিস্বরূপ একটি লিঙ্গদেহ আছে, সেই দেহের সহিত জীব এক লোক হইতে অগ্নি লোকে গমন করে এবং ফলভোগপুরঃসর অবিরত কৰ্ম্ম করিতে থাকে । ৪৩

জীবের উপাধি লিঙ্গদেহ এবং আত্মার অনুবর্তী শূল ভূতাদির বিকাররূপ ভোগায়তন এই শূলদেহ—এই দুইয়ের যে বিরোধ অর্থাৎ কার্য্যের অযোগ্যতা তাহাকেই জীবের মরণ এবং উহার আবির্ভাবকে জন্ম বলিয়া থাকে । ৪৪

দ্রব্যের উপলব্ধি স্থান যে এই শূলশরীর, ইহার যখন দ্রব্যদর্শনে অযোগ্যতা হয়, আর “আমি” এই রূপ অভিমান শূলশরীরের যখন দর্শন হয়, তখন

জীবের জন্ম হইল বলা হয় । ফলতঃ যেহেতু দ্রব্যোপ-লব্ধি স্থান যে নেত্র-গোলোকাদির কাচ-কামলাদি-দোষ হেতু রূপাদি দর্শনে যখন অসামর্থ্য জন্মে, তখনই চতুরিঙ্গিয়ের অযোগ্যতা এবং জীবের দ্রষ্টৃ বিষয়ে অক্ষমতা জন্মে, সেইরূপ দ্রব্যের উপলব্ধি স্থানস্বরূপ শূলদেহে দ্রব্যদর্শনে অযোগ্যতা জন্মিলেই জীবের মরণ হইয়া থাকে । ৪৫

অতএব যদি বস্তুঃ জীবের জন্ম-মরণ না হয়, তবে মৃত্যু হইতে ভয় পাওয়া এবং জীবনে দৈন্ত ৭ জীবনার্থ যত্ন করা উচিত নহে ; ধীর ব্যক্তি জীবের এই প্রকার গতি বিদিত হইয়া সঙ্গত্যাগ করিয়া ইহলোকে বিচরণ করিবেন । ৪৬

ভিনি যোগ ও বৈরাগ্যযুক্ত সম্যকরূপে বিচারশীল বুদ্ধির দ্বারা আপনার কলেবর এই মায়াবিরচিত লোকে গৃহস্থ করিয়া অর্থাৎ দেহ শক্তিশূন্য হইয়া বিচরণ করিবেন । ৪৭

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে একত্রিশ অধ্যায় ।



## দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ ।

অথ যো গৃহমেধীয়ান্ ধৰ্ম্মানাবাসন গৃহে । কামমর্থঞ্চ ধৰ্ম্মান স্বান্দোদ্ধি ভূয়ঃ পিপৰ্শিত্তি তান্ ॥১॥  
স চাপি ভগবন্ধৰ্ম্মাং কামমুঢ়ঃ পরাধ্বুখঃ । যজতে ক্রতুভির্দেবান্ পিতৃশ্চ শ্রদ্ধয়াশ্রিতঃ ॥২॥  
তৎশ্রদ্ধয়াক্রান্তমতিঃ পিতৃদেবত্রয়তঃ পুমান্ । গচ্ছা চান্দ্রমসং লোকং সোমপাঃ পুনরেষ্যতি ॥৩॥  
যদা চাহীন্দ্রশয্যায়াং শেতেহনন্তাসনো হরিঃ । তদা লোকা লয়ং যাস্তি ত এতে গৃহমেধিনাম্ ॥৪॥  
যে স্বধৰ্ম্মং ন চুহুস্তি ধীরাঃ কামার্থহেতবে । নিঃসঙ্গা হস্তকৰ্ম্মাণঃ প্রশাস্তাঃ শুদ্ধচেতসঃ ॥৫॥  
নিরুত্তিধৰ্ম্মনিরতা নির্মমা নিরহঙ্কৃতাঃ । স্বধৰ্ম্মাভেন সত্বেন পরিশুদ্ধেন চেতসা ॥৬॥  
সূর্য্যদ্বারেণ তে যাস্তি পুরুষঃ বিশ্বতোমুখম্ । পরাবরেশং প্রকৃতিমশোংপত্যন্তুভাবনম্ ॥৭॥  
দ্বিপারাদ্ধাবাসানে যঃ প্রলয়ো ব্রহ্মণস্ত তে । তাবদধ্যাসতে লোকং পরশ্চ পরিচিস্তকাঃ ॥৮॥

স্মাস্তোনলানিল বিয়ম্ননইন্দ্রিয়ার্থভূতাদিভিঃ পরিবৃতং প্রতিসঞ্জিহীৰুঃ ।

অব্যাকৃতং বিশতি যর্হি গুণত্রয়াত্মা কাশং পরাগ্যমমুভূয় পরঃ স্বভূতঃ ॥৯॥

### উর্দ্ধগতি ও পুনরারুতি

ভগবান্ কপিল কহিলেন, যে ব্যক্তি গৃহাশ্রমী হইয়া ধৰ্ম্ম হইতে কাম, অর্থ স্বীয় অধিকারানুযায়ী ধৰ্ম্ম দোহন করিয়া পুনর্বার সে সকলকে পূর্ণ করে, সে ব্যক্তি কামবিমুঢ় ও ভগবন্ধৰ্ম্মে পরাধ্বুখ, সে শ্রদ্ধা-সহকারে বিবিধ যজ্ঞে প্রকৃত দেবতা ও পিতৃগণের অর্চনা করে। ১-২

ঐ সকল দেব ও পিতৃগণের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা দ্বাণ তাহার বুদ্ধিও আচ্ছন্ন হয়, সেইজন্য সে তাহাদের নিমিত্তই ত্রতাচরণে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহার ফলে চন্দ্রলোকে গমন করিয়া তথায় সোমরস পান করিয়া তাহাকে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয়। ৩

যখন অনন্তাসন হরি অনন্তশয্যায় শয়ন করেন, তখন এই গৃহস্থাত্মাদিগের গৃহ-ধৰ্ম্মানুষ্ঠান জন্ত লব্ধ সমস্ত লোকই লয় পাইয়া থাকে। ৪

কিন্তু যে সকল ধীর ব্যক্তি কাম ও অর্থের জন্ত স্বধৰ্ম্মকে দোহন করেন না, পরম্ব সজরহিত হইয়া

ঈশ্বরে কৰ্ম্ম সমর্পণ পূর্বক প্রশান্ত শুদ্ধচিত্ত হন; এইরূপ ব্যক্তিগণ স্বধৰ্ম্মাচরণ লব্ধ ও শুদ্ধ চিত্তের দ্বারা নিরুত্তিধৰ্ম্মরত নির্মম ও নিরহঙ্কৃত হন। ৫-৬

এবং তাঁহারা সূর্য্যরশ্মিধারযোগে বিশ্বের প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান ও নিমিত্তের কারণ সেই পরাবরেশ পরিপূর্ণ পুরুষকে পাইয়া থাকেন। ৭

যে সকল পুরুষ পরমেশ্বর বৃত্তিতে হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন, তাঁহাদেরও ক্রমে ক্রমে তৎপ্রাপ্তি হয়। তাঁহারা দ্বিপারাদ্ধের অবসানে যাবৎকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মার লয় না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত ঐ লোকে বাস করেন। ৮

ভূমি, জল, অনল, অনিল, আকাশ, মন, ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়ের অর্থ, শব্দ, স্পর্শাদি এবং অহঙ্কার ইত্যাদি দ্বারা পরিবৃত্ত ব্রহ্মাণ্ড সংহার করিতে যখন ব্রহ্মার অভিপ্রায় হয়, গুণত্রয়াত্মা অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া দ্বিপারাদ্ধ পরিমিতকাল ভোগ পূর্বক অব্যাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতির অন্তর্ধ্যামী পরমেশ্বরে প্রবেশ করেন। ৯

বিস্তৃতি—এইরূপে বিধিপূর্বক সকাম কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও জ্ঞানের জন্ত গোপালনকারী বেধন ধৰ্ম্মলাভ করিতে পারে না, পরম্ব নিবন্ধীয় হয়,

সেইরূপ পরমার্থপাতে বিমুখ সেই ব্যক্তি ধৰ্ম্মাচরণের মংজ্ঞদেহ জন্মজন্ম করিতে পারে না বলিয়া সে নিবন্ধীয়। ১-২



এবং পরেত্য ভগবন্তমনুপ্রবিষ্টা যে যোগিনো জিতমরুত্মনসো বিরাগাঃ।

তেনৈব সাকময়তং পুরুষং পুরাণং ব্রহ্ম প্রধানমুপযান্ত্যগতাভিমানাঃ ॥১০॥

অথ তৎ সর্বভূতানাং হংপদেষু কৃতালয়ম্। ঐশ্বতানুভাবং শরণং ব্রজ ভাবেন ভাবিনি ॥১১॥  
 আত্মঃ স্থিরচরাণাং যো বেদগর্ভঃ সহস্রিভিঃ। যোগেশ্বরৈঃ কুমারাদ্যৈঃ সিন্ধৈর্যোগপ্রবর্তকৈঃ ॥১২॥  
 ভেদদৃষ্ট্যাভিমানেন নিঃসঙ্গেনাপি কৰ্ম্মণা। কর্তৃত্বাৎ সগুণং ব্রহ্ম পুরুষং পুরুষর্ষভম্ ॥১৩॥  
 স সংসৃত্য পুনঃ কালে কালেনেশ্বরমূর্তিনা। জাতে গুণব্যতিকরে যথাপূর্বং প্রজায়তে ॥১৪॥  
 ঐশ্বর্য্যং পারমার্থ্য্যঞ্চ তেহপি কৰ্ম্মবিনিশ্চিতম্। নিমেষ্য পুনরায়াতি গুণব্যতিকরে সতি ॥১৫॥  
 যে ত্বিহাসক্তগনসঃ কৰ্ম্মসু অন্ধয়াস্বিতাঃ। কুর্বন্ত্যপ্রতিষিদ্ধানি নিত্যানুপি চ কৃত্বন্মশঃ ॥১৬॥  
 রজসা কুণ্ঠমনসঃ কামাত্মানোহজিতেন্দ্রিয়াঃ। পিতৃন্ যজন্ত্যনুদিনং গৃহেষভিরতাশয়াঃ ॥১৭॥  
 ত্রৈবর্গিকাস্তে পুরুষা বিমুখা হরিমেধসঃ। কথায়্য কথনীয়োরুবিক্রমস্তা মধুর্ধ্বমঃ ॥১৮॥  
 নূনং দৈবেন বিহতা যে চাচ্যুতকথাস্বধাম্। হিহ্না শৃণুস্ত্যসদগাথাঃ পুরীষামিব বিড়্ভুঃ ॥১৯॥  
 দক্ষিণেন পথার্য্যম্নঃ পিতৃলোকং ব্রজন্তি তে। প্রজামনু প্রজায়ন্তে শ্মশানাস্তক্রিয়াকৃতঃ ॥২০॥

এই প্রকারে দূরে গমন করিয়া যে সকল যোগী ভগবান হিরণ্যগর্ভে অনুপ্রবিষ্ট হন, প্রাণ ও মন জিত এবং রাগ বিগত হওয়ায় তাঁহারা সেই হিরণ্যগর্ভের সহিতই সর্বোৎকৃষ্ট পুরাণপুরুষ ব্রহ্মাকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু তৎপূর্বের তাঁহাদের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না; কারণ, তখনও তাঁহাদের অভিমান বর্তমান থাকে। ১০

কিন্তু ভগবন্তে সাক্ষাৎ ব্রহ্মাকে লাভ করেন; অতএব হে ভাবিনি! অর্থাৎ আমাতে পুঞ্জভাববতি! সর্বভূতের সদয়পদে যিনি অধিষ্ঠিত এবং যাহার প্রভাব সর্বত্র প্রাপ্ত হইতেছে, আপনি ভক্তিভাবে তাঁহারই শরণ গ্রহণ করুন। ১১

সহাদি গুণত্রয়ের ব্যতিকর অর্থাৎ পরস্পর সংশ্লেষ হইলে স্ভাব্য জন্মের আত্মপ্রকট যে বেদগর্ভ ব্রহ্মা, তিনি ও মরীচ্যাদি ঋষিগণ এবং সনৎকুমারাদি যোগেশ্বর, তথা সিদ্ধ ও যোগপ্রবর্তকগণ নিকাম কৰ্ম্ম দ্বারা আপন কৰ্ম্মবিনিশ্চিত পারমার্থ্য্য ও ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া প্রলয়কালে গুণাধিষ্ঠাতা ও প্রথমাবতাররূপ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন; কিন্তু ভেদ দর্শন পূর্বক উপাসনা হেতু তাঁহারাও ঐশ্বর্য্যরূপী কালের প্রভাবে ব্রহ্মার

সহিত পূর্বের স্থায় স্ব স্ব অধিকারে প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকেন। যাহারা কৰ্ম্মে আসক্তচিত্ত হইয়া ব্রহ্মাপূর্বক কাম্য ও নিত্যকৰ্ম্ম সকল সম্যক্রূপে অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, অথচ কামাত্মতা ও অজিতেন্দ্রিয়তা প্রযুক্ত রজোগুণপ্রভাবে কুণ্ঠিতমনা এবং নিরন্তর গৃহাদিতে অমুরক্ত হইয়া পিতৃগণের অর্চনা করে। ১২-১৬

এবং যে সকল পুরুষ কেবল ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গসাধনার্থ তৎপর, কিন্তু যে মধুরিট ভগবানের মহৎ বিক্রমের কথা সকলেবই কীটনীয়, সেই তাঁহার কথায় বিমুগ্ধ হয়; যাহারা ভগবান অচ্যুতের কথায় পরিত্যাগ করিয়া শৃকর যেমন ক্ষীরমণ্ডাদি পরিত্যাগ করিয়া পুরীষাহারে অনুরাগী হয়, সেইরূপ অসৎ কথা শ্রবণ করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই দৈব কর্তৃক নিহত বলিয়া জানিবেন। ১৭-১৯

তাহারা সূর্য্যের দক্ষিণ পথ অর্থাৎ পিতৃবানের দ্বারা পিতৃলোকে গমন করে, এবং পরে তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্ব স্ব পুত্রাদিতে জন্মগ্রহণ পূর্বক পুনর্ববার গর্ভাধান হইতে শ্মশানাগত ক্রিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধান করিয়া থাকে। ২০



ততস্তে ক্লীণশুকৃতাঃ পুনর্লৌকমিমং প্রতি । পতন্তি বিবশা দেবৈঃ সচ্চোবিলংশিতোদয়াঃ ॥২১॥  
 তস্মাৎ ত্বং সর্বভাবেন ভজস্ব পরমেশ্বিনম্ । তদগুণাশ্রয়য়া ভক্ত্যা ভজনীয়পদান্বজম্ ॥২২॥  
 বাহুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ । জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং যদব্রহ্মদর্শনম্ ॥২৩॥  
 যদাস্ত চিত্তমর্থেষু সমেশ্বিন্দ্রিয়বৃন্তিভিঃ । ন বিগৃহ্ণতি বৈষম্যং প্রিয়মপ্রিয়মিত্যুত ॥২৪॥  
 স তদৈবাত্মনাত্মানং নিঃসঙ্গং সমদর্শনম্ । হেয়োপাদেয়রহিতমাকুতং পদমাকুতে ॥২৫॥  
 জ্ঞানমাত্রং পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেশ্বরঃ পুমান্ । দৃশ্যাদিভিঃ পৃথগ্ভাবৈর্ভগবানেক ঈয়তে ॥২৬॥  
 এতাবানেব যোগেন সমগ্ৰেণেহ যোগিনঃ । যুজ্যতেহভিমতো হৃথো যদসঙ্গস্ত কুৎসশঃ ॥২৭॥  
 জ্ঞানমেকং পরাচীনৈরিস্ত্রিযৈব্রহ্ম নিগুণম্ । অবভাত্যর্থরূপেণ ভ্রান্ত্যা শব্দাদিধর্মণা ॥২৮॥  
 যথা মহানহংরূপস্ত্রিযুৎ পঞ্চবিধঃ স্বরাট্ । একাদশবিধস্তস্যা বপুর্গুণং জগদাতঃ ॥২৯॥

তাহাদের শূকৃতি সকল কালক্রমে ক্লীণ হইয়া গেলে, সাধন বিনষ্ট হওয়ায় দৈব বশতঃ পিতৃ-লোক হইতে বিবশ হইয়া পুনর্বাব এই লোকে পতিত হয়। ২১

অতএব আপনি সর্বাস্তঃকরণে সেই ভগবদ্গুণা-শ্রয়া ভক্তিযোগ সহকারে পরমেশ্বর হরির ভজনায় প্রবৃত্ত হউন, যেহেতু তাঁহার পদান্বজই জীবের এক মাত্র ভজনীয়। ২২

ভগবান্ বাহুদেবে ভক্তিযোগ প্রযুক্ত হইলে তাহাতে অবিলম্বে বৈরাগ্য ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকারক জ্ঞান উপাদান হইয়া থাকে। ২৩

ভগবানের গুণানুরাগ দ্বাৰা যখন ভক্তচিত্ত তাঁহা-তেই নিশ্চল এবং বস্তৃতঃ একতাবাপন্ন হয়, এবং ইন্দ্রিয় বিষয়েও প্রিয় ও অপ্রিয় এই ভেদজ্ঞানের বৈষম্য গ্রহণ না করে। ২৪

তখনই সেই ভক্তচিত্ত আশ্রয়দ্বারা স্বপ্রকাশ আত্মাকে নিঃসঙ্গ, হেয় উপাদানরহিত, সর্বত্র সমান ও জ্ঞানস্বরূপ পরমানন্দময় পদ বা অবস্থা দর্শন করিয়া থাকে, অথবা “আমিই পরম'নন্দ” এই জ্ঞানে

অবস্থিত হইয়া থাকে। জ্ঞানমাত্রস্বরূপ ভগবান্ই পবনজ, পরমাত্মা, পরমেশ্বর এবং পরম পুরুষ ইত্যাদি শব্দে প্রসিদ্ধ—এবং তিনি এক হইয়াও সমান পদার্থেও পৃথক্ ভাবে পৃথক্ রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ২৪-২৬

সম্পূর্ণরূপে সঙ্গহীন আমার প্রাপ্তিই যোগীর সমগ্র যোগের অভিমত অর্থ অর্থাৎ প্রপঞ্চ-সঙ্গ নিবৃত্তিই যোগের ফল। ২৭

প্রপঞ্চের প্রতীতিই ভ্রান্তিমাত্র—; জ্ঞানরূপ নিগুণ ব্রহ্ম বহিস্মুখ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা ভ্রান্তিবশতঃ শব্দাদি ধর্মযুক্ত অর্থরূপে অবভাসমান হন, বাস্তবিক পৃথক্ অর্থ মাত্র নাট। ২৮

যেমন এক মহন্তত্ব অহঙ্কাররূপে সত্ত্ব, রজঃ, তম এই ত্রিগুণ স্বরূপ হইয়া পুনর্বীর ভূতরূপে পঞ্চপ্রকার এবং ইন্দ্রিয়রূপে একাদশ প্রকার হইয়াছে ও ঐ মহাদাদি হইতে স্বরাট্ অর্থাৎ জীব এবং জীবের শরীর এই ব্রহ্মাণ্ড ও জগৎ প্রকাশমান হইতেছে, তাহার আয় পবনজ্ঞেও এই প্রপঞ্চ অর্থরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ২৯

বিস্তৃতি—যাহারা ব্রহ্মজ্ঞান ইচ্ছা করেন বা বৈরাগ্য ইচ্ছা করেন, তাঁহাদেরও ভগবান্ বাহুদেবে ভক্তি করিলে সহজেই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে,

আর যাহারা অল্প উদ্দেশ্য না রাখিয়া ভগবানে ভক্তি করেন, তাঁহারা শ্রীভগবান্কেই পাইয়া থাকেন। ২২



এতদ্বৈ শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা যোগাভ্যাসেন নিত্যশঃ । সমাহিতাত্মা নিঃসঙ্কে বিরক্তঃ পরিপশ্যতি ॥৩০॥  
 ইত্যেতৎ কথিতং গুর্বিজ্ঞানং তদ্ব্রহ্মদর্শনম্ । যেনাববুধ্যতে তত্ত্বং প্রকৃতে: পুরুষশ্চ ॥৩১॥  
 জ্ঞানযোগশ্চ মন্বির্তো নৈগুণ্যো ভক্তিলক্ষণঃ । ষায়োরপ্যেক এবার্থো ভগবচ্ছব্দলক্ষণঃ ॥৩২॥  
 যথেন্দ্রিয়ৈ: পৃথগ্‌দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ । একো নানেষতে তদ্ব্যবস্থান্ শাস্ত্রবদ্ব্যভি: ॥৩৩॥  
 ক্রিয়য়া ক্রতুভির্দানৈস্তপ:স্বাধ্যায়মর্শনৈ: । আত্মেন্দ্রিয়জয়েনাপি সম্যাসেন চ কর্মণাম্ ॥৩৪॥  
 যোগেন বিবিধাঙ্গেন ভক্তিয়োগেন চৈব হি । ধর্ম্মেণোভয়চিহ্নেন য: প্রবৃতিনিবৃতিমান্ ॥৩৫॥  
 আত্মতত্ত্বাববোধেন বৈরাগ্যেণ দৃঢ়েন চ । জয়তে ভগবানেভি: সগুণো নিগুণঃ স্বদৃক্ ॥৩৬॥  
 প্রাবোচ ভক্তিয়োগশ্চ স্বরূপং তে চতুর্বিধম্ । কালশ্চ চাব্যক্তগতের্যোহস্তদ্ব্যবতি জন্তুয় ॥৩৭॥  
 জীবন্ত সংসৃতীর্বহ্নীরবিদ্যাকর্ম্মনির্ম্মিতা: । যাস্ত্ব প্রবিশস্তাত্মা ন বেদ গতিমাত্মন: ॥৩৮॥  
 নৈতং খলায়োপদিশেম্মাবিনীতায় কহিচিৎ । ন স্তকায় ন ভিন্নায় নৈব ধর্ম্মধ্বজায় চ ॥৩৯॥  
 ন লোলুপায়োপদিশেম্ গৃহারূঢ়চেতসে । নাভক্তায় চ মে জাতু ন মন্তুক্তদ্বিষামপি ॥৪০॥

যে ব্যক্তির মন সমাহিত, যিনি সঙ্গরহিত ও সংসারে বিরক্ত, তিনি শ্রদ্ধা, ভক্তি, ও যোগাভ্যাস দ্বারা নিত্য ব্রহ্মকেই দেখিতে পান। ৩০

হে মাতঃ! আমি এই ব্রহ্মদর্শনের জ্ঞান কহিলাম, এই জ্ঞান দ্বারাই শ্রুতি ও পুরুষের তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়। ৩১

নিগুণ জ্ঞানযোগ এবং মন্বির্তক ভক্তিরূপ এই উভয়ের ফলেই যদি আমাতে নির্লভ হয়, তাহা হইলে এই উভয়ের দ্বারা একই প্রয়োজন লাভ হয়। এই দুয়েতেই আমি যে ভগবান—সেই আমাকে লাভ করিতে পারা যায়। ৩২

যেমন রূপ-রসাদি বহু গুণাশ্রয় দ্রব্যাদি এক বিষয় হইলেও পৃথক পৃথক মার্গপ্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা নানা প্রকারে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। ৩৩

পূর্ত্তকর্ম্মাদি, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, মীমাংসাকরণ, আত্মা ও ইন্দ্রিয় জয় অর্থাৎ নিষিদ্ধ বর্জন সম্যাস। ৩৪

বিবিধ অজযুক্ত যোগ, ভক্তিবোগ, প্রবৃতি ও নিবৃতি

পথের সকাম ও নিকাম কর্ম্ম, আত্মতত্ত্বজ্ঞান ও দৃঢ় বৈরাগ্যের দ্বারা স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম বা যিনি নিগুণ হইয়াও সগুণ, সেই সর্বব্রহ্ম। ভগবান্ প্রতীয়মান হন। ৩৫-৩৬

হে মাতঃ! ভক্তিবোগের যে চতুর্বিধ স্বরূপ অর্থাৎ সত্বাদি গুণত্রয়ভেদে ত্রিবিধ এবং নিগুণ-রূপে এক—এই চারিপ্রকার স্বরূপ এবং যে কালের দ্বারা সকল জন্তুর উৎপত্তি ও নিধনাদি হইরা থাকে অথচ যাহার গতি অব্যক্ত, সেই কালেরও স্বরূপ কহিলাম। ৩৭

জীবের অবিত্তা কর্ম্মনির্ম্মিত বহুপ্রকার সংসার আছে, হে মাতঃ! তৎসমুদায়ে মন প্রবিষ্ট হইলে আত্মার গতি কখনও অবনত হইতে পারে না। ৩৮

এই বিষয় পর-উদ্ভেদক খল এবং অবিনীত অর্থাৎ শিষ্যের উপযুক্ত মর্যাদারহিত, অতি গর্ব্ব-শীল দুরাচার ধর্ম্মধ্বজী। ৩৯

লোভী, পুত্র, দার, ধনাদিতে অত্যাশক্ত, আমাতে ভক্তিহীন, অথবা আমার ভক্তের ঘেবী, এ সকল ব্যক্তিকে কদাচ কহিবেন না। ৪০



অদধানায় ভক্তায় বিনীতায়ানসূয়ে । ভূতেষু কৃতমৈত্রায় শুশ্রূষাভিরতায় চ ॥৪১॥  
 বহির্জাতবিরাগায় শাস্তুচিত্তায় দীয়তে । নির্মৎসরায় শুচয়ে যস্তাহং প্রেমসাং প্রিয়ঃ ॥৪২॥  
 য ইদং শৃণুয়াদম্ব অন্ধয়া পুরুষঃ স কৃৎ । যো বাভিধতে মচ্ছিত্তঃসছেতি পদবীক্ মে ॥৪৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে  
 কাপিলেন্নে কৰ্মবিপাকো নাম দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাশীল, আমার ভক্ত, বিনীত, অসূয়া-  
 শূন্য, সর্বপ্রাণীতে কৃতমিত্র, শুশ্রূষারত, বাহ্যবিষয়ে  
 জাতবৈরাগ্য, শাস্তুচিত্ত, নির্মৎসর এবং শুচি এবং  
 যে যে আমাকে প্রিয় হইতে প্রিয় বোধ করে,  
 তাহাকেই ইহা প্রদান করিবে । ৪১

হে মাতঃ । যে একা সঙ্কারে একবার মাত্র  
 ইহা শ্রবণ করে, অথবা যে ব্যক্তি আমাতে চিত্ত  
 সমর্পণ করিয়া ইহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, সে  
 নিশ্চয় আমার পদবী অর্থাৎ মদ্যে স্থান প্রাপ্ত  
 হয় । ৪২-৪৩

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে দ্বাত্রিংশ অধ্যায় ।



## ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

এবং নিশম্য কপিলস্ত বচো জনিত্রী সা কৰ্দমস্ত দয়িতা কিল দেবহুতিঃ ।

বিস্তম্ভমোহপটলা তমভিপ্রণম্য তুষ্ঠাব তত্ত্ববিষয়াক্তিসিক্কিভূমিঃ ॥১॥

শ্রীদেবহুতিরুবাচ ।

অথাপ্যজ্যোহন্তঃসলিলে শয়ানং ভূতেন্দ্রিয়ার্থাত্ময়ং বপুস্তে ।

গুণপ্রবাহং সদশেষবীজং দধ্যৌ স্বয়ং যজ্ঞচরাজজাতঃ ॥২॥

স এব বিশ্বস্ত ভবান্ বিধন্তে গুণপ্রবাহেণ বিভক্তবীৰ্য্যঃ ।

সর্গাণ্মনীহোহবিতথাভিসন্ধিরাত্নেশ্বরোহ তর্ক্যসহস্রশক্তিঃ ॥৩॥

স ত্বং ভূতো মে জঠরেণ নাথ কথং নু যন্তোদর এতদাসীৎ ।

বিশ্বং যুগান্তে বটপত্র একঃ শেতে স্ম মায়াশিশুরজ্জিপানঃ ॥৪॥

ত্বং দেহতন্ত্রঃ প্রশমায় পাপ্মনাং নিদেশভাজাঞ্চ বিভো বিভূতয়ে ।

যথাবতারাস্তব শূকরাদয়স্তথায়মপ্যাগ্নপথোপলব্ধয়ে ॥৫॥

দেবহুতির জ্ঞানলাভ

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—ভগবান্ কপিলের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার জননী কৰ্দম-বনিতা দেবহুতির মোহরূপ আবরণ দূরীভূত হইল। তখন তিনি সাংখ্যজ্ঞানপ্রবর্তক ঐ ভগবান্ কপিলকে প্রণামপূর্বক স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ১

শ্রীদেবহুতি কহিলেন—হে ভগবন্! তোমার এই ব্যক্ত বপু ভূত, ইন্দ্রিয়, আত্মা ও মন এই সকলে ব্যাপ্ত, ইহা অশেষ কার্যের বীজ, ইহাতে সকল গুণের প্রবাহ বর্তমান—অজ ত্রজ্ঞা তোমার নাস্তিপদ্য হইতে উদ্ভূত হইয়া তোমার সলিলমধ্যশায়ী এই বপুকেই চিন্তা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা দেখিতে পান নাই। ২

বিভো! তুমি স্বয়ং নিষ্ক্রিয় হইয়াও গুণ-প্রবাহরূপে আপনার শক্তি বিভাগ করিয়া—এই

বিশ্বের স্পর্শ, স্থিতি ও লয় বিধান করিয়া থাক। তুমি সত্যসকল ও জীবসকলের ঈশ্বর, জীবগণের ভোগের নিমিত্তই এইরূপ বিধান কর, হে বিভো! তুমি এক হইলেও তোমা হইতে বিচিত্র—ভোগবিহিত হওয়া অসম্ভব নহে, যে হেতু তোমার সহস্র শক্তি অন্তর্ক্য। ৩

প্রলয়কালে এই বিশ্ব তুমি তোমার উদরে ধারণ করিয়াছিলে, অতএব সেই তোমাকে আমি যে কি প্রকারে জঠরে ধারণ করিয়াছিলাম, ইহাতে আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। তোমার শিশুত্বও আশ্চর্য্য মায়া অর্থাৎ শক্তিপ্রধান ও অন্তর্ক্য, তুমি আপন পদাঙ্গুষ্ঠ পান করিতে করিতে একাকী বটপত্রে শয়ান দিলে। ৪

বরাহাদি অবতার যেমন তোমার ইচ্ছা বশতঃ হইয়া থাকে, তেমনই তুমি দুর্ভাগিগের দমন ও আজ্ঞাবর্তী লোকদিগের বিভূতি ও জ্ঞানমার্গ পরি-দর্শন করাইবার জন্য স্বেচ্ছায় এই মূর্ত্তি স্বীকার করিয়াছ। ৫



যন্মাদেয়শ্রবণানুকীর্ণনাং যৎপ্রহ্লাদাৎ যৎস্মরণাদপি কচিৎ ।  
 স্বাদোহপি সত্যঃ সর্বনাং কল্পতে কৃতঃ পুনস্তে ভগবন্তু দর্শনাৎ ॥৬॥  
 অহোবত স্বপচোহতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাশ্রে বর্ততে নাম ভূভ্যম্ ।  
 তেপুস্তপস্তে জুহুঃ সন্মুরার্যা ব্রহ্মানুচূর্ণাম গৃণন্তি যে তে ॥৭॥  
 তং হ্রামহং ব্রহ্ম পরং পুমানসং প্র চ্যক্শ্বোতস্তাত্মনি সংবিভাব্যম্ ।  
 স্বতেজসা ধ্বস্তগুণপ্রবাহং বন্দে বিষ্ণুং কপিলং বেদগর্ভম্ ॥৮॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

ঈড়িতো ভগবানেবং কপিলাখ্যঃ পরঃ পুমান্ । বাচাবিক্রবয়েত্যাহ মাতরং মাতৃবৎসলঃ ॥৯॥  
 শ্রীভগবানুবাচ ।

মার্গেণানেন মাতস্তে স্নসেব্যোনোদিতেন মে । আশ্বিতেন পরাং কাষ্ঠামচিরাদবরোৎশ্রুতি ॥১০॥  
 শ্রক্বেশ্বেতম্মতং মহং জুষ্ঠং যদব্রহ্মবাদিভিঃ । যেন মামভয়ং যায়া যুত্ব্যমুচ্ছন্ত্যতদ্বিদঃ ॥১১॥  
 শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

ইতি প্রদর্শ্য ভগবানুশতোমাত্মনো গতিম্ । স্বমাত্রা ব্রহ্মবাদিন্যা কপিলোহনুমতো যযৌ ॥১২॥  
 সা চাপি তনয়োক্তেন যোগাদেশেন যোগযুক্ত । তস্মিন্নাশ্রম আপীড়ে সরস্বত্যাঃ সমাহিতা ॥১৩॥

হে ভগবন! যদি কুকুরমাংসভোজী চণ্ডালও তোমার নাম ধ্যান, শ্রবণ ও কীর্তন করে কিম্বা তোমাকে নমস্কার করে অথবা তোমাতে স্মরণ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ শুচি হইয়া সোমবাগের যোগ্যতা লাভ করে—তোমার দর্শনে যে পবিত্র হইবে, এ কথা কি আর বলিতে হয়? ৬

যাহার জিহ্বাশ্রে তোমার নাম বর্তমান, সে স্বপচ হইলেও এই কারণেই জগৎপুত্র হইয়া থাকে। যাহারা তোমার নাম লন, তাঁহারা ই বার্থ তপস্তা করিয়াছেন, তাঁহারা ই বার্থ অগ্নিতে হোম করিয়াছেন, তাঁহারা ই তীর্থে স্নান করিয়াছেন, তাঁহারা ই সত্য সত্যচারী, তাঁহারা ই সার্থক বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। ৭

তুমিই পরম ব্রহ্ম, তুমিই পরম পুরুষ, তুমিই প্রত্যাশ্রয় মনে চিন্তনীয়, তোমারই তেজে গুণপ্রবাহের কিনাশ হয়, প্রলয়কালে তোমারই গর্ভে বেদসকল নিহিত ছিল, তুমিই কপিল নামক বিষ্ণু, অতএব আমি তোমাকেই বন্দনা করি। ৮

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—পরমপুরুষ ভগবান্ কপিল এই প্রকারে স্তব্ব হইয়া মাতৃবৎসলহেতু গদগদ-বচনে মাতাকে কহিলেন। ৯

শ্রীভগবান্ কহিলেন—মা! আমি এই যে উপদেশ করিলাম, ইহা আপনার স্নসেব্য; আপনি ইহার অনুষ্ঠান করুন, ইহার দ্বারা অচিরেই আপনি জীবমুক্তি প্রাপ্ত হইবেন। ১০

মাতঃ! ব্রহ্মবাদী মূনগণ আমার এই মতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, আপনিই ইহাতে শ্রদ্ধা করুন, ইহাতেই বার্থ অভয়স্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইবেন। যাহারা ইহা অবগত নহে, তাহারা ই যুত্ব্য-মুখে পতিত হয়। ১১

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—ভগবান্ কপিল এইরূপে স্বীয় কমনীয় মার্গপ্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মবাদিনী মাতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। দেবভূতিও তনয়োক্ত যোগপথ দ্বারা যোগযুক্ত হইয়া সরস্বতীর পুষ্পমুকুটলব্ধ আশ্রমেই সমাধি অভ্যাস করিতে লাগিলেন। ১-২১৩



অভীক্লাবগাহকপিশান্ জটিলান্ কুটিলালকান্ । আত্মানকো গতপসা বিভ্রতী চীরিণং কৃশম্ ॥ ১৪ ॥  
 প্রজাপতে: কর্দমশ্চ তপোযোগবিজ্জিতম্ । স্বগার্হস্থ্যমনোপম্যং প্রার্থ্যং বৈমানিকৈরপি ॥ ১৫ ॥  
 পয়ঃফেননিভাঃ শয্যা দাস্তা রুহ্মপরিচ্ছদাঃ । আসনানি চ হৈমানি স্পর্শান্তরগানি চ ॥ ১৬ ॥  
 স্বচ্ছক্ষটিককুড্যেষু মহামারকভেষু চ । রত্নপ্রদীপা আভাস্তি ললনা রত্নসংযুতাঃ ॥ ১৭ ॥  
 গৃহোত্তানং কুশ্মিতৈ রম্যং বহুমরদ্ৰুমৈঃ । কূজদ্বিহঙ্গমিথুনং গায়ন্যন্তমধুভ্রতম্ ॥ ১৮ ॥  
 যত্র প্রবিষ্টমাত্মানং বিবুধানুচরা জগুঃ । বাপ্যামুৎপলগন্ধিত্যাং কর্দমেনোপলালিতম্ ॥ ১৯ ॥  
 হিহ্না তদীপ্সিততমমপ্যাখণ্ডলযোষিতাম্ । কিঞ্চিচ্চকার বদনং পুঞ্জবিপ্লেষণাতুরা ॥ ২০ ॥  
 বনং প্রব্রজিতে পত্যাবপত্যাবিরহাতুরা । জাততত্বাপ্যভ্রুশ্চৈ বৎসে গৌরিব বৎসলা ॥ ২১ ॥  
 তমেব ধ্যায়তী দেবমপত্যং কপিলং হরিম্ । বভূবাচিরতো বৎস নিঃস্পৃহা তাদৃশে গৃহে ॥ ২২ ॥  
 ধ্যায়তী ভগবজ্জপং যদাহ ধ্যানগোচরম্ । স্ততঃ প্রসন্নবদনঃ সমস্তব্যস্তচিন্তয়া ॥ ২৩ ॥

তিন সন্ধ্যা অবগাহন করাতে তাঁহার কৃষ্ণিত  
 কেশ জটিল এবং এবং বর্ণ কপিল হইল এবং উগ্র  
 তপস্যায় তাঁহার চিরধারী দেহ অতিশয় কৃশ হইতে  
 হইতে লাগিল । ১৪

প্রজাপতি কর্দমের স্বীয় গার্হস্থ্যশ্রম তাঁহার  
 তপোযোগে বুদ্ধিশীল হওয়াতে একরূপ অনুপম  
 হইয়াছিল যে, বিমানচারিগণও তাহা প্রার্থনা  
 করিত । ১৫

তাঁহার গৃহের শয্যাসকল দুগ্ধফেনায়িত শুভ্র,  
 মক্সকল হস্তিদন্তনির্মিত, তাহার উপরে আবার  
 স্বর্ণময় পরিচ্ছদে সজ্জিত আর আসন সকল স্বর্ণ-  
 নির্মিত, তাহাতে আবার সুখস্পর্শ আন্তরগ বিস্তৃত  
 থাকিত । ১৬

গৃহের ভিত্তিসকল নির্মল ক্ষটিক ও মরকত-  
 মণিতে খচিত ছিল, তন্মধ্যে রত্নময় প্রদীপ জ্বলিত এবং  
 তত্ৰস্থ ললনাসকল নানা প্রকার রত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃত  
 থাকিত । ১৭

তাঁহার গৃহের নিকটবর্তী উত্তানে নানাবিধ কুশুম  
 শোভিত এবং অমরদ্ৰুমে মনোহর ; তাহাতে বিহঙ্গ-  
 মিথুন মনোহর কূজন ও মন্তমধুকর স্তমধুর স্বরে  
 গান করিত । ১৮

দেবহুতি উত্তানস্থ উৎপলগন্ধবাসিত সর্বোবরে  
 যখন প্রবেশ করিতেন, তখন দেবানুচর গন্ধর্বগণ  
 তাঁহার যশ গান করিত এবং তাঁহার স্বামী কর্দম সর্ব-  
 দাই তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন । ১৯

ঐ গার্হস্থ্য ইন্দ্র যোষিতগণেরও প্রার্থনীয় ছিল,  
 কিন্তু দেবহুতি অনায়াসেই তাহা পরিত্যাগ করিলেন,  
 তন্নিমিত্ত তাঁহার ক্ষোভমাত্র হইল না ; কেবল পুঞ্জ-  
 বিচ্ছেদের জন্ম আতুর হওয়াতে তাঁহার বদন কিঞ্চিৎ  
 বিষন্ন হইল । ২০

একে ত' তাঁহার পতি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ পূর্বক  
 বনে গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে আবার সেই সময়  
 অপত্যাবিরহ উপস্থিত হইল । সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান লাভ  
 করিয়াও পুঞ্জবিরহে বৎসহারা খেমুর ছায় কাতরা  
 হইয়াছিলেন । ২১

বৎস ! দেবহুতি আপনার তনয় সেই ভগবান্  
 কপিলের ধ্যানে আসক্ত হইয়াছিলেন, ইহাতে তিনি  
 আচিরে তাদৃশ গৃহেও নিঃস্পৃহা হইয়াছিলেন । ২২

প্রসন্নবদন কপিল, ভগবানের ধ্যানগোচর  
 রূপের বিষয়ে বাহা বাহা বলিয়াছিলেন, দেবহুতি তাহা  
 সমস্ত ও ব্যস্তভাবে চিন্তা করিয়া ধ্যান করিতে  
 লাগিলেন । ২৩



ভক্তিপ্রবাহযোগেন বৈরাগ্যেণ বলীয়সা । যুক্তানুষ্ঠানজাতেন জ্ঞানেন ব্রহ্মহেতুনা ॥২৪॥  
বিশুদ্ধেন তদাত্মানমাভ্যাসা বিশ্বতোমুখম্ । স্থানুভূত্যা তিরোভূত-মায়াগুণবিশেষণম্ ॥২৫॥

ব্রহ্মণ্যবস্থিতমতির্ভগবত্যাভ্যাসংশ্রয়ে ॥২৬॥

নিবৃত্তজীবাপত্তিহাকীনক্লেশাণুনির্বৃতিঃ । নিত্যারূঢ়সমাধিহ্মাং পরাবৃত্তগুণভ্রমা ।

ন সম্মার তদাত্মানং স্বপ্নে দৃষ্টমিবোখিতঃ ॥২৭॥

তদেহঃ পরতঃপোষোহ্যাকৃশশ্চাধ্যাসম্ভবাৎ । বর্ভো মলৈরবচ্ছন্নঃ সধূম ইব পাবকঃ ॥২৮॥  
স্বাস্তং তপোযোগময়ং মুক্তকেশং গতাস্বরম্ । দৈনন্তপ্তং ন বুৰুধে বাহুদেবপ্রবিষ্টধীঃ ॥২৯॥  
এবং সা কপিলোক্তেন মার্গেণাচিরতঃ পরম্ । আত্মানং ব্রহ্ম নির্বাপং ভগবন্তং তমাপ হ ॥৩০॥  
তদ্বীরাসীৎ পুণ্যতমং ক্লেত্রং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ । নান্না সিদ্ধপদং যত্র সা সংসিদ্ধিমুপেয়সী ॥৩১॥  
তস্তাংদ্যোগবিধূত-মার্ভ্যং মর্ত্যমভূৎ সরিৎ । শ্রোতসাং প্রবরা সৌম্য সিদ্ধিদা সিদ্ধসেবিতা ॥৩২॥

কপিলোহপি মহাযোগী ভগবান্ পিতুরাশ্রমাৎ ।

মাতরং সমনুজ্ঞাপ্য প্রাণদীচীং দিশং যযৌ ॥৩৩॥

তিনি ভক্তিপ্রবাহযোগপ্রবণ বৈরাগ্য, পরিমিত  
আহার বিহারাদির অনুষ্ঠান, এবং ব্রহ্মহোৎপাদক  
জ্ঞান—এই সকল দ্বারা বিশুদ্ধ মনে ঐহার  
মায়াকৃত পরিচ্ছেদ স্বরূপ প্রকাশ দ্বারা তিরোহিত  
হয়, সর্বগত সেই আত্মার ধ্যান করিতে  
লাগিলেন । ২৪-২৫

বৎস । ঐ দ্বিবিধ ধ্যান দ্বারাই জীবগণের আশ্রয়-  
স্বরূপ ভগবান্ ব্রহ্মে দেবহুতির বুদ্ধি অবস্থিত  
হইল । ২৬

তল্লিবন্ধন তাঁহার জীবভাব নিবৃত্ত হওয়াতে তাঁহার  
ক্লেশ মোচন ও নির্বৃতি লাভ হইল । যেমন স্থপ্তো-  
খিত পুরুষের স্বপ্ননৃষ্টি বিষয়ের স্মৃতি হয় না,  
তেমনই তাঁহার সেইরূপ স্বীয় দেহের স্মরণ হইল  
না । ২৭

কিন্তু তাঁহার দেহ পতি কর্দমস্থল বিজ্ঞাধরীগণ  
কর্জুক পোষিত হইতে লাগিল, মনোগ্রানি না থাকাতে  
তাহা অকৃশই রহিল, অতএব মন দ্বারা আচ্ছন্ন  
হওয়াতে তাহা সধূম পাবকের স্থায় দীপ্তি পাইতে  
লাগিল । ২৮

তাঁহার তপস্যা ও যোগযুক্ত অঙ্গ কখনও মুক্ত-  
কেশ অথবা বিগতবসন হইলেও ভগবান্ বাহুদেবে  
তাঁহার চিত্ত নিয়ত সংলগ্ন থাকাতে তাহা তিনি  
জানিতেও পারিতেন না, ফলে তাঁহার শরীর আরক  
কর্মেতেই রক্ষিত হইতে লাগিল । ২৯

দেবহুতি এইরূপে কপিলোক্ত মার্গ দ্বারা অচিরেই  
নিত্যমুক্ত আত্মস্বরূপ সেই ভগবান্কে প্রাপ্ত  
হইলেন । ৩০

তিনি যে স্থানে সিদ্ধি প্রাপ্ত হন, সে স্থান “সিদ্ধি-  
পদ” নামে ত্রিলোকে বিখ্যাত পুণ্যতম ক্লেত্র হই-  
য়াছে । ৩১

তাঁহার শরীরের যে ধাতুমল যোগ দ্বারা বলীন  
হয়, তাহা নদা হইয়া রহিয়াছে ;—হে সৌম্য ! ঐ নদী  
সকল শ্রোতস্বতীর শ্রেষ্ঠা ও সিদ্ধিদায়িনী, সিদ্ধগণ  
সর্বদা তাহার বিশুদ্ধ সলিল সেবা করিয়া  
থাকেন । ৩২

বিতুর ! মহাযোগী কপিল মাতার আজ্ঞা প্রাপ্ত  
হইয়া পিতার আশ্রম হইতে প্রথমতঃ উত্তরদিকে গমন  
করিয়াছিলেন । ৩৩



সিদ্ধচারণগন্ধর্বৈষ্মনিভিচ্চাপ্সরোগণৈঃ । স্তূয়মানঃ সমুদ্রেণ দত্তার্হণনিকেতনঃ ॥৩৪॥

আন্তে যোগং সমাস্থায় সাংখ্যাচার্যৈরভিস্কৃতঃ । ত্রয়াণামপি লোকানামুপশান্ত্যৈ সমাহিতঃ ॥৩৫॥

এতন্নিগদিতং তাত যৎ পৃষ্ঠোহহং তবানঘ । কপিলস্ত চ সংবাদো দেবহুতেশ্চ পাবনঃ ॥৩৬॥

য ইদমনুশৃণোতি যোহভিধত্তে কপিলমুনের্মতমাত্মযোগগুহম্ ।

ভগবতি কৃতধীঃ সুপর্ণকেতাবুপলভতে ভগবৎপদারবিন্দম্ ॥৩৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈকাসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে

কপিলোপাখ্যানং নাম ত্রয়ত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

তাঁহার গমনসময়ে সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, মুনি এবং অপ্সরাগণ স্তব করিয়াছিলেন এবং সমুদ্র তাঁহাকে অর্ঘ্য ও বাসস্থান প্রদান করিয়াছিলেন । ৩৪

তিনি এ পর্য্যন্ত ত্রিলোকীর উপশমার্থ যোগ অবলম্বন করিয়া সমাহিত হইয়া আছেন, অতাপি সাংখ্যা-চার্য্যগণ তাঁহার স্তব করিয়া থাকেন । ৩৫

বৎস ! তুমি আমাকে যাণ জিজ্ঞাসা

করিয়াছিলে, তাহা এই कहिलাম, হে অনঘ ! কপিল এবং দেবহুতির এই সম্বন্ধ অভিশয় পবিত্র । ৩৬

যে ব্যক্তি মুনিবর কপিলের এই মতশ্রবণ অথবা পাঠ করেন, ভগবান্ গরুড়ধ্বজে তাঁহার মতি স্থিরা থাকে, এবং তিনি অন্তিমকালে ভগবানের চরণারবিন্দ লাভ করিয়া থাকেন । ৩৭

ইতি তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায় ।

তৃতীয় স্কন্ধ সমাপ্ত ।



# সীমাহ্তাগবত

## চতুর্থস্কন্ধঃ

### প্রথম অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

মনোস্ত শতরূপায়াং তিস্রঃ কন্যাশ্চ জজিগ্নে ।  
আকুতিং রুচয়ে প্রাদাদপি ভ্রাতৃমতীং নৃপঃ ।  
প্রজাপতিঃ স ভগবান্ রুচিস্তস্তামজীজনৎ ।  
যন্তয়োঃ পুরুষঃ সাক্ষাদ্বিস্ময়জ্ঞস্বরূপধৃক্ ।  
আনিন্তে স্বগৃহং পুত্র্যাঃ পুত্রং বিততরোচিষম্ ।  
ত্বাং কাময়ানাং ভগবানুবাহ যজুবাং পতিঃ ।

আকুতির্দেবহুতিশ্চ প্রসূতিরिति বিশ্রুতাঃ ॥১॥  
পুত্রিকাধর্মগাশ্রিত্য শতরূপানুমোদিতঃ ॥২॥  
মিথুনং ব্রহ্মবর্চস্বী পরমেণ সমাধিনা ॥৩॥  
যা স্ত্রী সা দক্ষিণা ভূতেরংশভূতাহনপায়িনী ॥৪॥  
স্বায়ন্তুবো মুদা যুক্তো রুচির্জগ্ৰাহ দক্ষিণাম্ ॥৫॥  
তুষ্ঠীয়াং তোবমাপমোহজনয়দ্ধাদশাত্মজান্ ॥৬॥

#### মনুকন্যাগণের বংশ

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—মনুর শতরূপা নারী  
ভাৰ্য্যাতে তিনটি কন্যা উৎপন্ন হয়। তাঁহারা ক্রমে  
আকুতি, দেবহুতি ও প্রসূতি নামে বিখ্যাত। এতদ্ভা-  
তীত তাঁহার দুইটি পুত্রও ছিল। ১

মনু স্বীয় পত্নী শতরূপার সম্মতিক্রমে ভ্রাতৃমতী  
জ্যেষ্ঠা কন্যা আকুতিকে পুত্রিকা-ধর্ম অবলম্বন পূর্বক  
প্রজাপতি রুচির হস্তে সমর্পণ করিলেন। ২

ভদ্রীর জামাতা প্রজাপতি রুচি ব্রহ্মভেজঃসম্পন্ন  
ছিলেন, আকুতিকে ভাৰ্য্যাক্রমে গ্রহণ করিয়া তিনি  
তাঁহার গর্ভে একটি পুত্র ও একটি কন্যা উৎপাদন  
করিলেন। ৩

বিশ্রুতি—পুত্র না থাকিলে কন্যাকে জামাতার হস্তে  
সম্পাদনের সময় যদি এইরূপ প্রতিশ্রুতি করাইয়া দেওয়া যায়  
বে ‘এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, সে পুত্র আমার’ তবে

এ দুই স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যিনি পুরুষ, তিনি  
সাক্ষাৎ বিষ্ণু যজ্ঞরূপ ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,  
আর যিনি স্ত্রী, তাঁহার নাম দক্ষিণা, তিনি স্বয়ং লক্ষ্মীর  
অংশস্বরূপা এবং সর্বপ্রাণীর মঙ্গলকারিণী। ৪

বংশ বিহর ! মনুর এই ব্যাপারে আর আনন্দের  
সীমা থাকিল না ; তিনি সেই বিষ্ণুস্বরূপ যজ্ঞপুরুষকে  
স্বীয় ভবনে লইয়া আসিলেন এবং প্রজাপতি রুচি  
দক্ষিণাকে নিজের নিকট রাখিলেন। ৫

কিছুকাল অতীত হইলে দক্ষিণা যজ্ঞ-পুরুষকেই  
বিবাহ করিতে অভিলাষ করিলে, ভগবান্ যজ্ঞ  
তাঁহাকেই বিবাহ করিলেন এবং সন্তুষ্ঠা সেই পত্নীর  
প্রতি ভূষ্ট হইয়া তাঁহার গর্ভে ষাটটি পুত্র উৎপাদন  
করিলেন। ৬

সেই কন্যাকে ‘পুত্রিকা’ বলা হইয়া থাকে। অপুত্রক ব্যক্তিরই  
এইরূপে কন্যাকে পুত্রিকা করিবার বিধান আছে, কিন্তু মনুর  
পুত্র থাকিলেও জ্যেষ্ঠা কন্যাকে এইরূপে পুত্রিকা করিলেন। ২



তোষঃ প্রতোষঃ সন্তোষো ভদ্রঃ শান্তিরিডম্পতিঃ ।

ইথাঃ কবিবিভুঃ স্বাহুঃ স্তদেবো রোচনো দ্বিষট্ ॥৭॥

তুষ্টিতা নাম তে দেবা আসন্ স্বায়ম্ভুবাস্তরে । মরীচিমিশ্রা ঋষয়ো যজ্ঞঃ সুরগণেশ্বরঃ ॥৮॥  
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ মনুপুত্রৌ মহৌজসৌ । তৎপুত্রপৌত্রনপুংগামনুব্রতং তদন্তরম্ ॥৯॥  
দেবহুতিমদাং তাত কর্দমায়াঅজাঃ মনুঃ । তৎসম্বন্ধি ত্রুতপ্রায়ং ভবতা গদতো মম ॥১০॥  
দক্ষায় ব্রহ্মপুত্রায় প্রসূতিং ভগবান্ মনুঃ । প্রায়চ্ছদযৎকৃতঃ সর্গান্নিলোক্যাং বিততোমহান্ ॥১১॥  
যাঃ কর্দমন্তাঃ প্রোক্তা নব ব্রহ্মর্ষিপত্নয়ঃ । তাসাং প্রসূতিপ্রসবং প্রোচ্যমানং নিবোধ মে ॥১২॥  
পত্নী মরীচেষ্ট কলা স্তম্ভবে কর্দমাঅজা । কশ্যপং পূর্ণিমানঞ্চ যয়োরাপুরিতং জগৎ ॥১৩॥  
পূর্ণিমানসূত বিরজং বিশ্বগঞ্চ পরস্তপ । দেবকুল্যাং হরেঃ পাদশৌচাদ্ যাভুৎসরিদ্বিষঃ ॥১৪॥  
অত্রেঃ পত্ন্যানসূয়া ত্রীন্ জজ্ঞে স্তম্ভসং স্ততান্ । দত্তং দুর্ব্বাসসং সোমমাজ্জেশব্রহ্মসন্তান্ ॥১৫॥  
শ্রীবিদুর উবাচ ।

অত্রের্গৃহে সুরশ্রেষ্ঠাঃ স্থিত্যৎপত্যস্তহেতবঃ । কিঞ্চিচ্চিকীর্ষবো জাতা এতদাখ্যাহি মে শুরো ॥১৬॥

দ্বাদশ পুত্রের নাম—তোষ, প্রতোষ, সন্তোষ, ভদ্র, শান্তি, ইডম্পতি, ইথা, কবি, বিভু, স্বাহু, স্তদেব ও রোচন । ৭

প্রজাপতি রুচির এই দ্বাদশটি দৌহিত্রই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুষ্টিতা নামে দেবতা হইয়াছিলেন ; এই মন্বন্তরে মরীচি এভূতি সপ্তর্ষি, যজ্ঞপুরুষ ভগবানের আংশ অবতার এবং তিনিই ইন্দ্র হইয়াছিলেন । ৮

প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ এই দুই মহাতেজস্বী রাজা মনুর পুত্র, মহাবীর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ এই উভয়েই পৃথিবীপালক, ইহাদের বংশ জগতে ব্যাপ্ত হইয়া এই মন্বন্তরকে পালন করিয়াছিলেন । ৯

অতঃপর মনু স্বীয় মধ্যমা কন্যা দেবহুতিকে কর্দমের হস্তে সমর্পণ করেন । আমি তাঁহাদের দুই জনের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছি, তাহাতেই তৎসম্বন্ধীয় প্রায় সকল কথাই তোমার শ্রুত হইয়াছে । ১০

মনু স্বীয় কনিষ্ঠা কন্যা প্রসূতিকে প্রজাপতি দক্ষের মহিষ বিবাহ দিয়াছিলেন ; ঐ প্রসূতির সন্তানসন্ততিগণই এই ত্রিলোকমধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছে । ১১

বৎস বিদুর ! প্রজাপতি কর্দমের যে নয়টি কন্যা ব্রহ্মর্ষিগণের পত্নী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের পুত্র-পৌত্রাদির বংশবিস্তার বর্ণন করিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর । মরীচির সহিত কর্দমের জ্যেষ্ঠা কন্যা কলার বিবাহ হয়, তাঁহার গর্ভে কশ্যপ ও পূর্ণিমা নামে দুই পুত্র জন্মে—ইহাদের দুই জনের বংশ দ্বারাই এই জগৎ পূর্ণ হইয়াছে । ১২-১৩

ঐ পূর্ণিমার বিরাজ ও বিশ্বগ নামে দুই পুত্র এবং দেবকুল্যা নামে এক কন্যা হয়, এই কন্যাই জন্মাস্তরে ভগবান্ হরির পাদশৌচ দ্বারা স্বর্গনদী গঙ্গা নামে প্রসিক্ত হইয়াছেন । কর্দমের অপর দুহিতা অনসূয়া মর্ঘি অত্রির পত্নী হন, অত্রি তাঁহার গর্ভে, বিষ্ণু, রুদ্র ও ব্রহ্মার অংশে দত্ত, দুর্ব্বাসা এবং সোম নামে তিনটি মহাঘনশ্রী সন্তান জন্মগ্রহণ করে । ১৪-১৫

শ্রীবিদুর কহিলেন—হে ব্রহ্মন ! সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতুরূপ ঐ তিন সুরশ্রেষ্ঠ কি অভিলাষে অত্রির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, অনুগ্রহ করিয়া তাহা বর্ণনা করুন । ১৬

সিদ্ধান্তি—প্রত্যেক মন্বন্তরে এক এক মনু, দেবতা, মনুপুত্র, ইন্দ্র ও ভগবান্ বিষ্ণুর অংশাবতার এই ছয় প্রকার

সৃষ্টি হইয়া থাকে । প্রতি মন্বন্তরে ভগবানের যে অংশাবতার আবির্ভূত হন, তিনি মন্বন্তরাবতার নামে বিখ্যাত । ৯



শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

ব্রহ্মণা চোদিতঃ স্বক্কাবজ্জিহ্বাংবিদাং ববঃ । সহ পত্ন্যা যযাবকং কুলাদ্রিং তপসি স্থিতঃ ॥১৭॥  
তস্মিন্ অসূনস্তবক-পলাশাশোককাননে । বার্ভিঃ শ্রবন্তিরুদযুষ্ঠে নির্বিক্রিয়ায়াঃ সমস্ততঃ ॥১৮॥  
প্রাণায়ামেন সংযম্য মনো বর্ষণতং মুনিঃ । অতিষ্ঠদেকপাদেন নিব্বন্দ্বোহনিলভোজনঃ ॥১৯॥  
শরণং তং প্রপদেহহং য এব জগদীশ্বরঃ । প্রজামাত্মসমাং মহং প্রযচ্ছত্বিতি চিন্তয়ন্ ॥২০॥  
তপ্যমানং ত্রিভুবনং প্রাণায়ামৈধসায়িনা । নির্গতেন মূর্নেমূর্দ্ধুঃ সমাক্য প্রভবজয়ঃ ॥২১॥  
অঙ্গরোমুনিগন্ধর্ব্ব-সিন্ধুবিজ্ঞাধরোরগৈঃ । বিতায়মানযশসস্তনাত্মপদং যমুঃ ॥২২॥  
তৎপ্রাচুর্ভাবসংযোগ-বিজ্ঞোতিতমনা মুনিঃ । উত্তিষ্ঠন্নেকপাদেন দদৃশে বিবুধর্বভান্ ॥২৩॥  
প্রণম্য দণ্ডবজ্জুমাৰুপাতস্বেহর্হাঞ্জলিঃ । রযহংসম্পর্গস্থান্ শ্বৈঃ শ্বৈশ্চিহ্নৈশ্চ চিহ্নি গান্ ।

কৃপাবলোকেন হসদ্বদনেনোপলস্তিতান্ ॥২৪॥

তচ্ছোচিষা প্রতিহতে নিমীল্য মুনিরক্ষিণী । চেতন্তুৎপ্রবাং যুঞ্জন্নস্তাবোং সংহতাজ্জলিঃ ।

শ্লক্কয়া সূক্কয়া বাচা সর্বলোকগরীয়সঃ ॥২৫॥

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—বিবু ! ভগবান্ ব্রহ্মা, ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ প্রজাপতি অত্রিকে প্রজাস্রষ্টেব নিমিও আদেশ করেন, তাহাতে ঐ প্রজাপতি তপস্তা অবলম্বন পূর্বক স্বীয় পত্নী অনসূয়ার সহিত ঋক নামক কুলাচলে গমন করিলেন । ১৭

সেই পর্বতের এক প্রদেশে যে রমণীয় কানন ছিল, তাহাতে পলাশ ও অশোক বৃক্ষসমূহে স্তবকে স্তবকে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া সেই কাননের শোভা বৃদ্ধি করিত এবং তাহার অদূরে নির্বিক্রিয়া নান্দী নদীর বারিগতনে সেই স্থান সতত নিনাদিত হইত । ১৮

তিনি প্রাণায়াম দ্বারা মনঃসংযম করিয়া “যিনি জগতের ঈশ্বর, আমি সেই প্রভুর শরণ গ্রহণ করিলাম, সেই প্রভু আমাকে আত্মজুলা প্রজা প্রদান করুন”—এই চিন্তাপুরঃসর শতবর্ষ একপদে দণ্ডায়মান হইয়া তপস্তা করিলেন । ঐ কাল মধ্যে তাঁহার শীতোষ্ণাদি দৃশ্য জ্ঞান দুঃখামুভব হয় নাই এবং ঐ সময়ে তিনি কেবল বায়ুমাত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেন । ১৯-২০

ঐরূপ তপস্তা করিতে করিতে মুনির মস্তক হইতে একদা স্বলস্ত অনল বহির্গত হইল এক তাঁহার প্রাণা-

য়াম দ্বারা ঐ অগ্নি উদ্দীপিত হইতে লাগিল । তাহাতে ত্রিভুবন দহমান দেখিয়া ঐ তিম প্রভু, অর্থাৎ ( ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র—) । ২১

অঙ্গরা, মুনি, গন্ধর্ব্ব, ঋক, বিজ্ঞাধর, সিন্ধু ও উরগগণ যেখানে তাঁহার যশোগান করিতেছিলেন, সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । ২২

ঐ প্রভুত্রয়ের প্রাচুর্ভাব হইবামাত্র মহর্ষি অত্রির মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল ; তিনি পূর্ববৎ একপদেই দণ্ডায়মান থাকিয়া ঐ দেবশ্রেষ্ঠগণকে দর্শন করিতে থাকিলেন । পরে ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম পুরঃসর অঞ্জলি দ্বারা পুষ্পাদি গ্রহণ পূর্বক তাঁহাদের পূজা করিলেন । ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র স্বীয় স্বীয় বাহন হংস, গরুড় ও কুব্জে আরুঢ় হইয়া স্বীয় স্বীয় চিহ্ন কমণ্ডলু, চক্র এবং ত্রিশূলে চিহ্নিত ছিলেন ; তাঁহাদের বদনে করুণা ও হাস্ত দেদীপ্যমান থাকায় স্পর্কই বোধ হইল যে, তাঁহারা প্রসন্ন হইয়াছেন । ২৩-২৪

মহর্ষি অত্রির নয়নযুগল সেই দেবত্রয়ের জ্যোতির দ্বারা প্রতিহত হইলে, তিনি তাহা নিমীলন পূর্বক স্বীয় হৃদয় তাঁহাদের প্রতি সংযুক্ত করিয়া মধুর ও গভীর বচনে তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন । ২৫



শ্রীঅত্রিরূবাচ ।

বিশ্বোক্তবহ্নিতিলয়েষু বিভজ্যগানৈর্মায়াগুণৈরনুযুগং বিগৃহীতদেহাঃ ।

তে ব্রহ্মবিষ্ণুগিরিশাঃ প্রণতোহস্ম্যহং বস্তুভ্যঃ ক এব ভবতাং ম ইহোপহৃতঃ ॥২৬॥

একো ময়েহ ভগবান্ বিবিধপ্রধানৈশ্চিন্তীকৃতঃ প্রজননায কথং নু যুয়ম্ ।

অত্রাগতান্তনুভূতাং মনসোহপি দূরা ক্রত প্রসীদত মহানিহ বিস্ময়ো মে ॥২৭॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা ত্রয়স্তে বিবুধর্ষভাঃ । প্রত্যাহুঃ শ্লক্ষ্ময়া বাচা প্রহস্ম তমুষিং প্রভো ॥২৮॥

শ্রীদেবদেবা উচুঃ ।

যথা কৃতস্তে সঙ্কল্পো ভাব্যং তেনৈব নানুথা । সৎসঙ্কল্পস্য তে ব্রহ্মান্ যদৈ ধ্যায়তি তে বয়ম্ ॥২৯॥

অথাস্মদংশভূতান্তে আত্মজা লোকবিশ্রুতাঃ ।

ভবিতারোহঙ্গ ভদ্রং তে বিশ্রাম্যন্তি চ তে যশঃ ॥৩০॥

এবং কামবরং দত্ত্বা প্রতিজগ্মুঃ সুরেশ্বরঃ । সভাজিতান্তয়োঃ সম্যাদপত্যোন্মিমতোস্ততঃ ॥৩১॥

সোমোহভূদ্ব্রহ্মাণোহংশেন দত্তোবিষ্ণোস্ত্রয়োগবিৎ ।

দুর্বাসাঃ শঙ্করস্তাংশো নিবোধাজিরসঃ প্রজাঃ ॥৩২॥

শ্রীঅত্র বলিলেন—হে দেবোত্তমত্রয় ! কল্পে কল্পে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় নির্মিত মায়ায় গুণ বিভাগ করিয়া আপনারা দেহ ধারণ করিয়া থাকেন ; আপনারাই সেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র, আমি আপনাদিগকে প্রণাম করি, কিন্তু আমি আপনাদিগের তিন জনের মধ্যে এক জনকে এখানে আহ্বান করিতে ছিলাম, সেই এক জন আপনাদের মধ্যে কে ? তাহা আপনারাই বলুন । ২৬

কি আশ্চর্য্য ! আমি পুত্রোৎপাদন করিবার জন্ত দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্কেই মনোমধ্যে চিন্তা করিতেছিলাম, আপনারা দেহীর মনেরও অগোচর হইয়া কি জন্ত তিন জনেই এককালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ? প্রশ্ন হইয়া এ বিষয় বলিতে আত্মা হউক, আমি ইহাতে বিস্ময়াবিস্ত হইয়াছি । ২৭

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন, বিদ্বৎ ! সেই দেবত্রয় মহর্ষি অত্রি এই কথা শুনিয়া সহাস্তবদনে মধুর বচনে ঋষিকে কহিলেন । ২৮

সেই দেবশ্রেষ্ঠগণ বলিলেন—হে ব্রহ্মান্ ! তুমি

যে প্রকার সংকল্প করিয়াছ, তাহা অতি উত্তম, তাহার কদাচ অশ্রুতা হইবে না ; তুমি এক জনের ধ্যান করিতেছিলে, কিন্তু আমরা তিন জনে আসিয়াই উপস্থিত হইলাম, কারণ, তুমি যে জগদীশ্বরার্থ্য ভবের ধ্যান করিতেছিলে, আমরা এই তিনজনেই সেই একভব । ২৯

হে অত্রি ! তোমার মঙ্গল হউক । আমাদের তিন জনের অংশেই তোমার তিন পুত্র উৎপন্ন হইবে । সেই পুত্রগণ ত্রিলোকবিখ্যাত হইয়া তোমার বশঃ বিস্তার করিবে । ৩০

সেই তিন সুরেশ্বর এই প্রকার অত্রিকে বাঞ্ছানুরূপ বর প্রদান করিয়া তাঁহাদের ত্রী-পুরুষকৃত বধা-বিধি পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সাক্ষাতেই অন্তহিত হইলেন । ৩১

অত্রিপত্নীর গর্ভে ব্রহ্মার অংশে সোম, বিষ্ণুর অংশে যোগবিদ্র দত্ত, এবং রুদ্রের অংশে দুর্বাসা জন্ম-গ্রহণ করিলেন ; অভঃপন্ন অঙ্গিরায় সন্তানগণের বিষয় শ্রবণ কর । ৩২



শ্রদ্ধা স্বঙ্গিরসঃ পত্নী চতস্রোহসূত কন্যকাঃ । সিনীবালী কুহু রাকা চতুর্থ্যনুমতিস্তথা ॥৩৩॥

তৎপুত্রাবপরাবাস্তাঃ খ্যাতৌ স্বারোচিষেহস্তরে ।

উতথ্যো ভগবান্ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মকীৰ্ত্তনচ বৃহস্পতিঃ ॥৩৪॥

পুলস্ত্যোহজনয়ৎ পত্ন্যামগস্ত্যঞ্চ হবিভূঁবি । সোহন্যজন্মনি দহ্মায়িবিপ্রবাশ্চ মহাতপাঃ ॥৩৫॥  
তস্য যক্ষপতির্দেবঃ কুবেরস্তিলবিলামৃতঃ । রাবণঃ কুম্ভকর্ণশ্চ তথান্যস্তাঃ বিভীষণঃ ॥৩৬॥  
পুলহস্য গতির্ভার্য্য ত্রীনসূত সতী সূতান্ । কৰ্ম্মশ্রেষ্ঠং বরীয়াংসং সহিষ্ণুঞ্চ মহামতে ॥৩৭॥  
ক্রতোরপি ক্রিয়া ভার্য্য্য বালিখিল্যানসূয়ত । ধামীন্ যষ্টিসহস্রানি স্বলতো ব্রহ্মতেজসা ॥৩৮॥  
উৰ্জ্জায়াং জজ্ঞিরে পুত্রা বসিষ্ঠস্য পরম্পর । চিত্রকেতুপ্রধানান্তে সপ্ত সপ্তর্ষয়োহমলাঃ ॥৩৯॥  
চিত্রকেতুঃ স্বরোচিষ্চ, বিরজা মিত্র এব চ । উল্লগে বহুভূদ্যানো দ্যুমান্ শস্ত্রাদয়োহপরে ॥৪০॥  
চিতিস্তথর্ষণঃ পত্নী লেভে পুত্রং ধৃতব্রতম্ । দধ্যাঞ্চমশ্বশিরসং ভৃগোর্বংশং নিবোধ মে ॥৪১॥  
ভৃগুঃ খ্যাত্যাং মহাভাগঃ পত্ন্যাং পুত্রানজীজনৎ । ধাতারঞ্চ বিধাতারং প্রিয়ঞ্চ ভগবৎপরাম্ ॥৪২॥  
আধতিং নিয়তিঞ্চৈব স্মৃতে মেরুস্বয়োরদাৎ । তাভ্যাং তয়োৰভবতাং যুকণ্ডঃ প্রাণ এব চ ॥৪৩॥

অঙ্গিরার পত্নী শ্রদ্ধা, তিনি সিনী, কুহু, রাকা ও অনুমতি নামে চারিটি কন্যা প্রসব করেন । ৩৩

তদ্বিন্ন তাঁহার দুই পুত্রও উৎপন্ন হইয়াছিল—  
তাঁহার স্বারোচিষ মন্বন্তরে বিখ্যাত হন । তাঁহাদের  
মধ্যে একের নাম উতথ্য, তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্—  
অপরের নাম ব্রহ্মকীৰ্ত্তনচ বৃহস্পতি । ৩৪

ঋষিবর পুলস্ত্যের পত্নী হবিভূঁর গর্ভে অগস্ত্য জন্ম-  
গ্রহণ করেন, ঐ অগস্ত্যই জন্মান্তরে জঠরাগ্নিরূপে  
প্রাদুর্ভূত হন,—মহর্ষি পুলস্ত্যের অপর পুত্রের নাম  
মহাতপস্বী বিশ্রবস্ । ৩৫

সেই বিশ্রবসের ইলাবিলা নাম্নী ভার্য্যায় যক্ষপতি  
কুবের জন্মগ্রহণ করেন এবং অপর ত্রাতে অর্থাৎ  
কেশিনীতে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ উৎপন্ন হন । ৩৬

হে মহামতে ! পুলহের ভার্য্যায় নাম গতি । তিনি  
তিনটি পুত্র প্রসব করেন, তাঁহাদের নাম কৰ্ম্মশ্রেষ্ঠ,  
বরীয়াস্ ও সহিষ্ণু । ৩৭

ক্রতুর পত্নীর নাম ক্রিয়া । তিনি ব্রহ্মতেজ দ্বারা  
প্রকাশমান বালখিল্য নামে যষ্টিসহস্র পুত্র প্রসব  
করেন । ৩৮

হে পরম্পর ! বশিষ্ঠের স্ত্রীর নাম উৰ্জ্জা । তিনি  
চিত্রকেতু প্রমুখ অমলচক্ৰি সপ্তর্ষি নামে খ্যাত সাতটি  
পুত্র প্রসব করেন । ৩৯

ইহাদের নাম—চিত্রকেতু, স্বরোচি, বিরজা, মিত্র,  
উল্লগ, বহুভূদ্যান এবং দ্যুমান্ । বশিষ্ঠের এতদ্বিন্ন যে  
পত্নী ছিলেন তাঁহাতে শক্তি, ইত্যাদি অসংখ্য পুত্র  
উৎপন্ন হইয়াছিলেন । ৪০

মহর্ষি অথর্ব্বার পত্নী চিতি, তাঁহার গর্ভে দধীচি  
নামে এক পুত্র জন্মে ; তাঁহার অন্য এক নাম অশ্ব-  
শিরা । ইনি তপোনিষ্ঠ ছিলেন, অতঃপর ভৃগুর বংশ  
বলিতেছি শ্রবণ কর । ৪১

মহাভাগ ভৃগু আপনার পত্নী খ্যাতির গর্ভে  
ধাতা ও বিধাতা নামে দুই পুত্র এবং ভগবৎ-  
পরায়ণা জীনারী. একটি কন্যা উৎপাদন  
করেন । ৪২

ধাতা ও বিধাতা মেরুর আরতি ও নিয়তি নামে  
দুইটি কন্যাকে বিবাহ করেন । ঐ ধাতা ও বিধাতা  
হইতে যুকণ্ড ও প্রাণ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ  
করেন । ৪৩



মার্কণ্ডেয়ো যুকশ্চ প্রাণাচ্ছেদশিরা মুনিঃ । কবিশ্চ ভার্গবো যশ্চ ভগবানুশনা স্ততঃ ।

সৰ্বৈ তে মনয়ঃ কন্তলোকান্ সর্গৈরভাবয়ন্ ॥৪৪॥

এষ কর্দমদৌহিত্রসন্তানঃ কথিতস্তব । শৃণুতঃ শ্রদ্ধধানশ্চ সত্যঃ পাপহরঃ পরঃ ॥৪৫॥  
 প্রসূতিং মানবোং দক্ষ উপযেমে হৃজাক্ষজঃ । তস্তাং সসর্জ ছহিতৃঃ ষোড়শামললোচনাঃ ॥৪৬॥  
 ত্রয়োদশাদাক্ষ্মায় তথৈকাময়া বিভুঃ । পিতৃভ্য একাং যুক্তৈভ্যো ভবায়ৈকাং ভবচ্ছিদে ॥৪৭॥  
 শ্রদ্ধা মৈত্রী দয়া শান্তিস্তৃষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্রিয়োন্নতিঃ । বুদ্ধির্মোহা তিতিকা ত্রীমূর্তির্ধর্মশ্চ পদ্ময়ঃ ॥৪৮॥  
 শ্রদ্ধাসূত স্বাতং মৈত্রী প্রসাদমভয়ং দয়া । শান্তিঃ স্থখং মুদং তুষ্টিঃ স্মরণং পুষ্টিরসূয়ত ॥৪৯॥  
 যোগং ক্রিয়োন্নতির্দর্পমর্থং বুদ্ধিরসূয়ত । মেধা স্মৃতিং তিতিকা তু ক্ষেমং ত্রীঃ প্রশ্রয়ং সূতম্ ॥৫০॥  
 মূর্তিঃ সর্বগুণোৎপত্তির্নরনারায়ণায়ত্নী । যয়োর্জন্মদো বিশ্বমভ্যনন্দং স্থনির্বৃত্তম্ ॥৫১॥  
 মনাসি ককূভো বাতাঃ প্রসেছুঃ সরিতোহদ্রয়ঃ । দিব্যবাগ্নস্ত তূর্য্যাণি পেতুঃ কুসুমবৃক্ষয়ঃ ॥৫২॥  
 মুনয়স্তকুবুস্তকী জগুর্গন্ধর্বকিম্বরাঃ । নৃত্যন্তি স্ম ত্রিয়ো দেব্য আনীং পরমমঙ্গলম্ ॥৫৩॥  
 দেবা ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব উপতস্থুরভিকটবৈঃ ॥৫৪॥

বৎস ! ঐ যুকেশ্বর পুত্র মার্কণ্ডেয় এবং প্রাণের পুত্র বেদশিরা । উক্ত ভৃগুর কবি নামে অগ্ন এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ; তাঁহারই পুত্র ভগবান্ উশনা । ঐ সকল পুত্র সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া এই সমস্ত লোক প্রকাশ করিয়াছেন । ৪৪

বিদ্বান্ । এই ত প্রজাপতি কর্দ্দমের দৌহিত্রবংশের বৃত্তান্ত তোমার নিকট বলিলাম, বৎস ! শ্রদ্ধা সহকায়ে ইহা শ্রবণ করিলে সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়া যায় । ৪৫

ব্রহ্মপুত্র দক্ষ মনুকন্যা প্রসূতিকে বিবাহ করিয়া তাঁহার গর্ভে অমললোচনা ষোলটি কন্যা উৎপাদন করেন । ৪৬

দক্ষ ঐ ষোড়শ কন্যার মধ্যে তেরটি ধর্ম্মকে, একটি অগ্নিকে, একটি যাবতীয় পিতৃগণকে এবং অগ্ন একটি ভগবান্ শঙ্করকে প্রদান করেন । ৪৭

ঐ সকল কন্যার নাম শ্রবণ কর—শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিকা, লজ্জা ও মূর্ত্তি—এই ত্রয়োদশ জন ধর্ম্মের পত্নী । ৪৮

ইহাদের মধ্যে—শ্রদ্ধা সত্যকে, মৈত্রী প্রসাদকে, দয়া অভয়কে, শান্তি শমকে, তুষ্টি হর্ষকে, পুষ্টি গর্ব্বকে, ক্রিয়া যোগকে, উন্নতি দর্পকে, বুদ্ধি বোধকে, মেধা স্মৃতিকে, তিতিকা ক্ষেমকে ও লজ্জা বিনয়কে প্রসব করেন । ৪৯-৫০

বৎস ! সর্বগুণোৎপাদিনী মূর্ত্তির গর্ভে নর ও নারায়ণ নামে দুইজন ঋষি উৎপন্ন হইলেন, ইহাদের জন্মসময়ে এই বিশ্বের সুমহৎ (স্বাস্থ্য) ও আনন্দ জন্মিয়াছিল । ৫১

সকল প্রাণীর মন, দিক্, বায়ু, নদী ও পর্ব্বত সকল প্রসন্ন হইয়াছিল ; সে সময় স্বর্গে বাস্ত হয় এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে থাকে । ৫২

মুনিগণ সন্তুষ্টচিত্তে স্তব, গন্ধর্ব্ব ও কিম্বরগণ আনন্দিত মনে গান এবং দিব্যজনাগণ নৃত্য করিয়াছিলেন । তৎকালে সমুদ্রায়ই সুপ্রসন্ন ও পরম মঙ্গলজনক হইয়াছিল । ৫৩

অধিক কি বলিব, ব্রহ্মাদি দেবগণও স্তব দ্বারা ঐ দুই বালকের উপাসনা করিয়াছিলেন । ৫৪



শ্রীদেবা উচুঃ ।

যো মায়য়া বিরচিতং নিজয়াত্মনীদং খে রূপভেদমিব তৎপ্রতিচক্ষণায় ।

এতেন ধর্মসমনে ঋষিমূর্তিনাং প্রাচুশ্চকার পুরুষায় নমঃ পরমৈঃ ॥৫৫॥

সোহয়ং স্থিতিব্যতিকরোপশমায় সৃষ্টান্ সন্তেন নঃ সুরগণানমুমেয়তত্ত্বঃ ।

দৃশ্যাদদ্রবকরুণেন বিলোকনেন যচ্ছ্রীনিকেতনমলং ক্ষিপতারবিন্দম্ ॥৫৬॥

এবং সুরগণৈস্তাত ভগবন্তাবতিষ্ঠুতো । লক্কাবলোকৈক্যযতুরর্চিতো গন্ধমাদনম্ ॥৫৭॥

তাবিমৌ বৈ ভগবতো হররংশাবিহাগতো । ভারব্যায় চ ভুবঃ কৃষ্ণো যদুকুরুদ্রহৌ ॥৫৮॥

স্বাহাভিমানিনশ্চামেরাঅজ্ঞাঃস্ত্রীনজীজনৎ । পাবকং পবমানঞ্চ শুচিঞ্চ হতভোজনম্ ॥৫৯॥

তেভ্যোহয়ং সমভবংশ্চহারিংশ্চ পঞ্চ চ । ত এবৈকোনপঞ্চাশং সাকং পিতৃপিতামহৈঃ ॥৬০॥

বৈতানিকে কশ্মণি র্যম্মাভিত্রক্সাদিভিঃ । আগ্নেয়া ইক্ষ্যো যজ্ঞে নিরূপ্যন্তেহয়ংস্ত তে ॥৬১॥

অগ্নিষাতা বর্হিবদঃ সৌম্যাঃ পিতর আজ্যপাঃ । সাগ্নয়োহনয়ন্তেবাং পত্নী দাক্ষায়ণী স্বধা ॥৬২॥

শ্রীদেবগণ বলিলেন—যে আত্মা নিজ মায়ার দ্বারা আকাশে রূপভেদ অর্থাৎ গন্ধবর্ণনগরের দ্বারা এই বিশ্ব বিরচিত হইয়াছে, সেই আত্মার প্রকাশ নিমিত্ত যিনি ধর্মের ভবনে ঋষিরূপে আপনাকে প্রকটিত করিবেন, সেই পরম পুরুষকে নমস্কার করি । ৫৫

সেই এই ভগবান্ লোচন দ্বারা আমাদিগকে অবলোকন করুন, তাঁহার নয়ন কমলার নিকেতন নির্মল কমলকেও তিরস্কৃত করিয়া থাকে । তাঁহার তত্ত্ব আমাদিগের অপরোক্ষ নহে, নানা শাস্ত্রবিচারের দ্বারা তাহা অবগত হইতে হয় । আমরা তাঁহার অনুগ্রহ পাত্র, এই নিমিত্ত এই প্রার্থনা করিতেছি । তিনি এই জগতের নিয়ম-ব্যতিক্রমের উপশমার্থ সঙ্কট দ্বারা আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন ; অতএব তাঁহা হইতেই আমরা দেবতা হইয়াছি । ৫৬

হে তাত ! সেই দুই ভগবান্ নর ও নারায়ণ এই প্রকারে সুরগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন দিয়াছিলেন । পরে দর্শনলাভে সন্তুষ্ট সেই সকল দেবতার প্রদত্ত পূজা গ্রহণ পূর্বক দুইজনেই গন্ধমাদন পর্বতে প্রস্থান করেন । ৫৭

সিদ্ধান্তি—এই সকল অগ্নি লৌকিক অগ্নি নহেন, অতএব তাহাদের সংখ্যার বহুত্বের কোনও অর্থ নাই একমাত্র মনে করা উচিত নহে । ৬১

বৎস ! ভগবান্ হরির সেই দুই অংশ অবনীর দ্বারা হরণার্থ এই দুই কৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইঁহাদের মধ্যে একজন বহুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ, অগ্ন জন পুরুষ-প্রবীর অর্জুন । ৫৮

একগণে অবশিষ্ট দক্ষকণ্ডারের নাম ও বংশ বর্ণন শ্রবণ কর, অগ্নির পত্নীর নাম স্বাহা ; তিনি ঐ দেব হইতে পাবক, পবমান ও শুচি নামে হতভোগী তিনটি পুত্র প্রসব করেন । ৫৯

ঐ পাবকত্রয় হইতে পঞ্চচহারিংশ অগ্নি উৎপন্ন হন । তাঁহারা পিতৃ-পিতামহের সহিত একোনপঞ্চাশং সংখ্যক হইয়াছেন । ৬০

বৈদিক কশ্মে অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদিতে ত্রাক্ষবাদী ত্রাক্ষণেরা বাঁহাদের নাম দ্বারা অগ্নি সম্বন্ধীয় আহুতি সকল প্রদান করেন, তাঁহারা এই সকল অগ্নি । ৬১

অগ্নিষাতা, বর্হিবদ, সৌম্য, আজ্যপ—ইঁহারা পিতৃগণ নামে অভিহিত ; ইঁহাদের মধ্যে বাঁহাদের অগ্নৌকরণ কশ্ম আছে, তাঁহারা সাগ্নি, বাঁহাদের ঐ কশ্ম নাই তাঁহারা অনগ্নি—স্বধা এই সকলের পত্নী । ৬২



ভেভ্যো দধার কন্ঠে স্বে বয়ুনাং ধারিণীং স্বধা । উভে তে ব্রহ্মবাদিন্যৌ জ্ঞানবিজ্ঞানপারগে ॥৬৩॥  
 ভবন্ত্য পত্নী তু সতী ভবং দেবমমুভ্রতা । আত্মনঃ সদৃশং পুত্রং ন লেভে গুণশীলতঃ ॥৬৪॥  
 পিতর্য্যপ্রতিক্রমে স্বে ভবায়ানাগসে রুধা । অপ্ৰোঁঢ়ৈরাত্মনাত্মানমজহাদ্যোগসংযুতা ॥৬৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতার্নীং বৈরাগিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে

দাক্ষায়ণং নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

ইহাদের ঔরসে স্বধা দুই কন্যা প্রসব করিয়া-  
 ছিলেন। তাঁহাদের নাম ;—বয়ুনা ও ধারিণী ; কিন্তু  
 ঐ দুই কন্যা জ্ঞান-বিজ্ঞানের পারগামিনী হইয়া ব্রহ্ম-  
 বাদিনী হন। জীবমুক্ততা প্রযুক্ত তাঁহাদের সম্ভান হয়  
 নাই। ৬৩

মহাদেব সতী নাম্নী দক্ষকন্যার পাণিগ্রহণ করেন,

কিন্তু তিনি পতিপরায়ণা হইয়াও গুণে নীলে  
 আত্মসদৃশ পুত্রলাভ করিতে পারে নাই। ৬৪

কারণ, পিতা দক্ষ বিনা দোষে তাঁহার স্বামী  
 মহাদেবের নিন্দা করাতে তিনি রোষ বশতঃ যৌবন-  
 কালেই যোগাবলম্বন পূর্বক স্বীয় দেহ পরিত্যাগ  
 করিয়াছিলেন। ৬৫

ইতি প্রথম অধ্যায়ঃ ।



## দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীবিহুর উবাচ ।

ভবে শীলবতাং শ্রেষ্ঠে দক্ষো হুহিত্ববৎসলঃ । বিবেচমকরোং কস্মাদনাদৃত্যাস্তজ্ঞাং সতীম্ ॥১॥  
কন্তং চরাচরগুরুং নিৰ্বৈরং শাস্তির্বিগ্রহম্ । আত্মারামং কথং হৃষ্টি জগতো দৈবতং মহৎ ॥২॥  
এতদাখ্যাহি মে ব্রহ্মান্ জামাতুঃ শশুরস্ত চ । বিবেচমস্ত যতঃ প্রাণাংস্তত্যাজ্য হুন্ত্যজান্ সতী ॥৩॥  
শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

পুরা বিশ্বস্বজ্ঞাং সত্রে সমেতাঃ পরমর্ষয়ঃ তথামরগণাঃ সর্বৈ সামুগা মুনয়োহয়মঃ ॥৪॥  
তত্র প্রবিষ্টমুখয়ো দৃষ্টাকর্মিব রোচিষা ভ্রাজমানং বিতিমিরং কুর্বন্তঃ তং মহৎ সদঃ ॥৫॥  
উদতিষ্ঠন্ সদস্যাস্তে স্বধিক্ষেভ্যঃ সহায়ঃ ঋতে বিরীক্ষাচ্ছর্কাক্ষ তস্তাসাক্ষিণ্ডচেতসঃ ॥৬॥  
সদসম্পত্তিভিদক্ষো ভগবান্ সাধু সংকৃতঃ অজং লোকগুরুং নহা নিষসাদ তদাস্তয়া ॥৭॥  
প্রাণ্ডিষঞ্চ যুড়ং দৃষ্টা নামুশ্যৎ তদনাদৃতঃ । উবাচ বামং চক্ষুর্ভ্যামভিবীক্য দহম্বিষ ॥৮॥  
ক্রায়তাং ব্রহ্মর্ষয়ো মে সহদেবাঃ সহায়ঃ । সাধুনাং ক্রবতো বৃত্তং নাজ্ঞানাম চ মৎসরাং ॥৯॥

শিব ও দক্ষের বিবেচনারস্ত

শ্রীবিহুর কহিলেন ব্রহ্মান্ ! প্রজাপতি দক্ষ হুহিত্ব-  
বৎসল ছিলেন । ভবে তিনি কি নিমিত্ত স্বীয় কন্যা  
সতীকে অনাদর করিয়া শীলবান্গণের শ্রেষ্ঠ ভগবান্  
ভবের প্রতি বিবেচ করেন ? ১

হে মুনো ! মহাদেব ত কাহারও বিবেচযোগ্য  
নহেন, তিনি চরাচর জগতের গুরু ; আত্মাতেই তাঁহার  
রতি, ভদীয় দেহ শাস্তিময়, কাহারও সহিত তাঁহার  
শত্রুতা নাই, তবে দক্ষ তাঁহার বিবেচ করিল কেন ? ২

হে ব্রহ্মান্ ! জামাতার এবং শশুরের যে কারণে  
পরম্পর ঘেষ-ভাব হয়, তাহা আমার নিকট বর্ণন  
করুন । শুনিয়াছি, ঐ বিবেচের জন্মই সতী আপনার  
হুন্ত্যজ প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন । ৩

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—পূর্বকালে বিশ্বস্বকাদিগের  
যজ্ঞে দেবগণ, মহর্ষিগণ, সামুচর মুনিগণ ও বাবতীয়  
অগ্নিগণ মিলিত হইয়াছিলেন । ৪

ঐ সময়ে প্রজাপতি দক্ষ দিবাকরের স্থায় স্বীয়  
ভেজে দেবীপ্যমান হইয়া তাঁহাদের সভায় প্রবেশ

করিলেন । দক্ষের জ্যোতিতে সেই প্রশস্ত পরিষদ  
বিগতাক্ষকার হইল । ৫

ব্রহ্মা ও শিব ব্যতীত অগ্ৰাণ্ড সভাসদগণ তাঁহাকে  
অবলোকন করিবামাত্র স্ব স্ব আসন হইতে উত্থিত  
হইলেন । কারণ, দক্ষের শরীরপ্রভায় তাঁহাদের চিত্ত  
আকৃষ্ট হইয়াছিল । সভাসদগণ কর্তৃক ভগবান্ দক্ষ  
যথোপযুক্তরূপে সংকৃত হইলে পর তিনি লোকগুরু  
ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ  
পূরঃসর আসনে উপবেশন করিলেন । ৬-৭

দক্ষের আসন পরিগ্রহের পূর্বাধি ভগবান্ শঙ্কর  
স্বীয় আসনে উপবিষ্ট ছিলেন ; দক্ষ তাঁহার প্রতি  
বারংবার দৃষ্টিপাত করিয়া মনে করিলেন, ইনি আমার  
আদর করিলেন না, এই অনাদর সহ করিতে না  
পারিয়া দুই চক্ষুর্ভায়া কুটিলভাবে অবলোকন পূর্বক  
যেন দক্ষ করিতে করিতে কহিলেন— । ৮

হে ব্রহ্মর্ষিগণ ! আমি সাধুদিগের আচরণের কথা  
বলিব, আপনারা এই সমস্ত দেবতা ও অগ্নির সহিত  
আমার বচন শ্রবণ করুন । আমি মাৎসর্য্য অর্থবা  
অজ্ঞানের বশবর্তী হইয়া কহিব না, বথার্থই কহিব । ৯



অয়ন্ত লোকপালানাং যশোম্মো নিরপত্রপঃ । সন্তিরাচরিতঃ পশ্বা যেন স্তকেন দূষিতঃ ॥১০॥  
 এষ মে শিষ্যতাং প্রাপ্তো যস্মৈ দুহিতুরগ্রহীৎ । পাণিং বিপ্রাণ্মিষুখতঃ সাবিত্র্যা ইব সাধুবৎ ॥১১॥  
 গৃহীত্বা যুগশাবাক্য্যঃ পাণিং মৰ্কটলোচনঃ । প্রত্যাখানাভিবাদার্হে বাচাপ্যকৃত নোচিতম্ ॥১২॥  
 লুপ্তক্রিয়ায়াশ্চচয়ে মানিনে ভিন্নসেতবে । অনিচ্ছমপ্যদাং বালাং শূদ্রায়েবোশতীং গিরম্ ॥১৩॥  
 প্রেতাবাসেষু যো ঘোরৈঃ প্রেতৈতৃৎগণৈরুতঃ । অটুভ্যশ্মন্তবম্মো ব্যুপ্তকেশো হসন্ রুদন্ ॥১৪॥

চিতাভস্মকৃতস্নানঃ প্রেতশ্চন্দ্ৰন্থিভূষণঃ । শিবাপদেশো হুশিবো মত্তো মত্তজনপ্রিয়ঃ ।

পতিঃ প্রমথনাথানাং তমোমাত্রাত্মকাস্থনাম্ ॥১৫॥

তস্মা উন্মাদনাথায় নম্বেশোচায় দুর্হাদে । দত্তা বত ময়া সাধ্বী চোদিতো পরমোষ্ঠিনা ॥১৬॥  
 শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

বিনিন্দ্যেবং স গিরিশমপ্রতাপমবস্থিতম্ । দক্ষোহথাপ উপস্পৃশ্য ক্রুদ্ধঃ শপ্তুং প্রচক্রমে ॥১৭॥  
 অয়ন্ত দেবযজ্ঞন ইন্দ্রোপেন্দ্রাদিভির্ভবঃ । সহ ভাগং ন লভতাং দেবৈর্দেবগণাধিপৈঃ ॥১৮॥

হে সভ্যগণ! এই নিরাজ পায়ু হইতে লোক-পালদিগের বশঃ বিনষ্ট হইল, কারণ, এ ব্যক্তি উচিত ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া সাধুজনের আচরিত পথ দূষিত করিতেছে । ১০

এ মৃত ব্রাহ্মণদিগের এবং অগ্নির সমক্ষে আমার সাবিত্রীতুল্যা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছে, ইহাতে এ এক প্রকার আমার শিষ্য কিন্তু ইহার আচরণ দেখিলে ? ১১

এই মৰ্কটলোচন আমার যুগনয়না কন্যার পাণি-গ্রহণ করে, ইহাতে আমার প্রতি ইহার প্রত্যাখ্যান ও অভিবাদন করা উচিত, কিন্তু এ বাক্য দ্বারাও আমার উচিত সন্মান করিল না । ১২

হায়! আমার কি দুর্দৈব! এ ব্যক্তি লুপ্তক্রিয়, অশুচি, অস্তিমানী ও মর্যাদাজ্ঞানহীন, ইহাকে জামাতা করিতে ইচ্ছা ছিল না, তথাপি শূদ্রকে যেমন বেদবাণী প্রদান করা যায়, সেইরূপ ব্রহ্মার আদেশে ইহাকে আমি কন্যা সম্প্রদান করিয়াছি । ১৩

ইহার কৰ্ম্ম কি জানেন? বিবস্ত্র ও বিকীর্ণকেশ হইয়া ভয়ঙ্কর ভূত-প্রেতগণের সঙ্গে কখন হান্ত, কখনও রোদন করিয়া সর্বদা স্মরণে স্মরণে

উন্মত্তের স্থায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় । অমঙ্গল চিতাভস্ম দ্বারা ইহার স্নান হয়, ইহার গলায় প্রেতের মালা, মৃত নরের অস্থি ইহার অলঙ্কার, ইহার নামমাত্র শিব, বস্ত্রভঃ এ নিজে অশিব পরন্তু সর্বদাই মাদক সেবনে মত্ত এবং মত্তজনেরাই ইহার প্রিয়পাত্র; অপিত বাহাদের স্বভাব কেবল তমোরূপ, এ ব্যক্তি তাদৃশ প্রমথনাথদিগের পতি । ১৪-১৫

এ উন্মাদ নামক ভূতগণের অধিনায়ক, এ স্বয়ং সর্বদাই অশুচি ও দুর্ভুজিত; হায়, কি পরিতাপের বিষয় যে, আমি কেবল ব্রহ্মার আজ্ঞাপালনার্থই এইরূপ অধম ব্যক্তির হস্তে সত্যী নাস্তী কন্যাকে সম্প্রদান করিয়াছি । ১৬

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—দেববর গিরীশ দক্ষের কোনও অনিষ্ট করেন নাই, স্থির হইয়া বলিয়া ছিলেন, তথাচ দক্ষ এইরূপ নিন্দা পুরস্কার ক্রোধে প্রকলিত হইয়া জলস্পর্শ পূর্বক অভিশাপ প্রদান করিলেন । ১৭

দেবতাদিগের বধন সময়ে এই দেবগণের অধম শিব ইন্দ্র ও উপেন্দ্রাদি দেবগণের সহিত যেন বজ্র-ভাগ না পায় । ১৮



নিবিধ্যমানঃ স সদস্তমুখৈর্দক্ষো গিরিজায় বিমুখ্য শাপম্ ।

তস্মাদ্বিনিজ্জম্য বিবুদ্ধমম্বুর্জগাম কৌরব্য নিজং নিকেতনম্ ॥১৯॥

বিজ্ঞায় শাপং গিরিশানুগাগ্রীর্ণন্দীশ্বরো রোষকষায়দূষিতঃ ।

দক্ষায় শাপং বিসর্জ্য দারুণং যে চাশ্বমোদংস্তদবাচ্যতাং দ্বিজাঃ ॥২০॥

য এতস্মর্ত্যমুদ্दिष्ट ভগবত্যাশ্রিতঃ । দ্রুহত্যস্তঃ পৃথগ্দ্দৃষ্টিস্তত্ত্বতো বিমুখো ভবেৎ ॥২১॥

গৃহেষু কূটধর্মেষু সন্তো গ্রাম্যস্থখেচ্ছয়া । কর্মতন্ত্রং বিতনুতান্নেদবাদবিপন্নধাঃ ॥২২॥

বুদ্ধ্যা পরাভিধ্যায়িত্বা বিম্বুতান্নগতিঃ পশুঃ । স্ত্রীকামঃ সৌহৃদ্বিতিতরাং দক্ষো বস্তমুখোহচিরাৎ ॥২৩॥

বিদ্যাবুদ্ধিরবিদ্যায়াঃ কর্মমব্যামসাবজঃ । সংসরন্তিহ যে চামমনু শর্ক্বাবমানিনম্ ॥২৪॥

গিরঃ শ্রুতায়্যাঃ পুষ্পিণ্যা মধুগন্ধেন ভূরিণা ।

মধু চোন্মধিতাত্মানঃ সংমুহন্ত হরদ্বিষঃ ॥২৫॥

সর্বভক্ষা দ্বিজা বৃত্তৌ ধৃতবিদ্যাতপোব্রতাঃ । বিভ্রদেহেদ্রিয়ারামা যাচকা বিচরন্তিহ ॥২৬॥

তস্মৈবং বদতঃ শাপং শ্রুত্বা দ্বিজকূলায় বৈ । ভৃগুঃ প্রত্যশ্চক্ষাপং ব্রহ্মদণ্ডং দুরত্যয়ম্ ॥২৭॥

হে বিতর ! সেই সভাস্থ প্রধান প্রধান সভ্যগণ নানাপ্রকারে দক্ষকে নিষেধ করিলেও কথা না শুনিয়া শিবকে ঐ প্রকার শাপ দিয়া ক্রোধভরে সে স্থান হইতে বহির্গত হইয়া নিজ নিকেতনে গমন করিল ॥১৯॥

এদিকে গিরীশানুচরণের প্রধান নন্দীশ্বর শাপের বিষয় অবগত হইলে ক্রোধে তাঁহার নেত্রদ্বয় আরক্ত হইয়া উঠিল । তিনি দক্ষ এবং যে সকল ব্রাহ্মণ ঐ সভায় থাকিয়া দক্ষের বাক্যে অনুমোদন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে প্রতিশাপ দিয়া কহিলেন ॥২০॥

ভগবান্ ভব কখনও কাহারও অনিষ্ট করেন না, কিন্তু যে মুঢ় এই ভেদদর্শী দক্ষকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া শিবের অনিষ্টোচরণে প্রবৃত্ত হইবে, তাহার কখনই পরমার্থ সিদ্ধ হইবে না । ২১

বেদে যে সমস্ত অর্থবাদ আছে, সেই অস্ত্র ব্যক্তির বুদ্ধি তাহাতেই বিনষ্ট হইয়াছে, অতএব সে গ্রাম্য হুখের অভিলাষে কূটধর্মযুক্ত প্রবঞ্চনাদিবহল গৃহাশ্রমে আসক্ত হইয়া কর্মকাণ্ডে বিভ্রান্ত করুক ॥২২॥

এই দক্ষের বুদ্ধি দেহকে আত্মা বলিয়া ধ্যান করে, তাহাতে এ আত্মতত্ত্ব বিম্বৃত হইয়াছে, অতএব

এ ব্যক্তি পশুর সমান নিতান্ত শ্রীকামী হউক, এবং অচিরে ইহার ছাগতুল্য মুখ হউক । ২৩

বস্ত্তঃ এই দক্ষের ছাগতুল্য বদন হওয়াই উপযুক্ত । বেহেতু, কর্মময়ী যে অধিষ্ঠা, এ তাহাকে ব্রহ্মবিজ্ঞা বোধ করিয়া থাকে ; অতএবই এ বস্ত্তঃ ছাগ । যে সকল ব্রাহ্মণ এই শিবের অপমানকারক দক্ষের অনুবর্তী হইয়াছে, তাহারাও এই সংসারে জন্মমরণাদি অনুভব করুক । শিববিষেবী ঐ সকল ব্রাহ্মণ কর্মকাণ্ডে আসক্ত হইয়া বেদোক্ত অর্থবাদরূপ পুণ্যের মধুগন্ধে অর্থাৎ মধুগন্ধতুল্য প্রাণে কোতক প্ররোচনায় ঐ সকল ব্যক্তির বুদ্ধি উন্মথিত হওয়ায় তাহারা সম্যক প্রকার মোহ প্রাপ্ত হউক । ২৪-২৫

ঐ সকল ব্রাহ্মণ সর্বভক্ষ হউক, বৃত্তির নিমিত্ত অর্থাৎ দেহাদি পোষণ নিমিত্ত বিজ্ঞা, ভগ্নতা ও ব্রতধারী হউক এবং ধনজন দেহ ইত্যাদিতেই অনুরাগী ও যাচক হইয়া ইত্যন্তঃ বিচরণ করিতে থাকুক । ২৬

নন্দী বিপ্রকুলের উপর এইরূপ অভিলাষ প্রদান করিলে ভৃগু ব্রহ্মদণ্ড রূপ দূর্ভজ্য প্রতিশাপ প্রদান করিয়া কহিলেন । ২৭



ভবত্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুভ্রতাঃ । পাবণ্ডিনস্তে ভবন্ত সচ্ছান্দ্রপরিপস্থিনঃ ॥২৮॥  
 নষ্টশৌচা মূঢ়ধিয়ো জটাতস্মাস্থিধারিণঃ । বিশস্ত শিবদীক্ষায়াং যত্র দৈবং স্মরাসবম্ ॥২৯॥  
 ত্রক্ষ চ ত্রাক্ষণাংশ্চৈব যদযুগং পরিনিন্দথ । সেতুং বিধরণং পুংসামতঃ পাবণ্ডমাজ্জিতাঃ ॥৩০॥  
 এষ এব হি লোকানাং শিবঃ পদ্মাঃ সনাতনঃ । যং পূর্বৈ চানুসং তদুর্ধ্বং প্রমাণং জনার্দনঃ ॥৩১॥  
 তদ্ব্রজ্য পরমং শুদ্ধং সতাং বজ্র সনাতনম্ । বিগর্হ্য যাত পাবণ্ডং দৈবং বো যত্র ভূতরাট্ ॥৩২॥  
 শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

তত্শিবং বদতঃ শাপ ভূগোঃ স ভগবান্ ভবঃ । নিশ্চক্রাম ততঃ কিঞ্চিদ্ভিমনা ইব সানুগঃ ॥৩৩॥  
 তেহপি বিশ্বসৃজঃ সত্রং সহস্রং পরিবৎসরান্ । সংবিধায় মহেষ্বাস যত্রেজ্য ঋষভো হরিঃ ॥৩৪॥  
 আগ্নুত্যাবভূথং যত্র গঙ্গা যমুনয়াস্থিতা । বিরজেনাজ্জনা সর্বৈ স্বং স্বং ধাম যযুস্ততঃ ॥৩৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াক্যং চতুর্থস্কন্ধে

দক্ষশাপো নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

যে সকল ব্যক্তি মহাদেবের ত্রত ধারণ করিবে  
 অথবা বাহারা তাহার অনুমামী হইবে, তাহারা সৎ  
 শাস্ত্রের প্রতিকূলাচারী ও পাবণ্ড হউক । ২৮

যেখানে গোড়ী পৈণ্টী ও মাধ্বী সুরা এবং  
 তালাদিসম্ভব আসব দেববৎ আদরণীয়—এই সকল  
 নষ্টশৌচ মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিরা জটী ভস্ম ও অস্থিধারী  
 হইয়া তথায় প্রবেশ করুক । ২৯

যেহেতু তোমরা শাস্ত্রের মর্যাদারূপ, বর্ণা-  
 প্রমাচারবিশিষ্ট পুরুষদিগের ধারণকারী বেদসকলের  
 এবং বেদপ্রবর্তক ত্রাক্ষণদিগের নিন্দা করিতেছ, সেই  
 হেতু তোমাদিগকে পাবণ্ডপ্রিত হইতে হইবে । ৩০

বেদই লোকদিগের সনাতন মঙ্গলের পথ, পূর্ব-  
 তন ঋষিগণ এই বেদকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং  
 ভগবান্ জনার্দন ইহার প্রমাণ বা মূল । ৩১

তোমরা সেই পরম শুদ্ধ ও সাধুগণের বজ্ররূপ  
 সনাতন বেদের নিন্দা করিলে, অতএব যেখানে

তামস ভূতদিগের পতি অবস্থিত করিতেছে, তোমরা  
 সেই স্থানেতে গমন করিয়া সেই পাবণ্ড দেবকে  
 প্রাপ্ত হও । ৩২

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—ভৃগু এইরূপ অভিশাপ  
 দিতে আরম্ভ করিলে, মহাদেব পরম্পরের শাপে  
 উভয় পক্ষের বিনাশ বিবেচনা করিয়া যেন কিঞ্চিৎ  
 বিমনস্ক হইয়া নিজ অনুচরগণের সহিত তথা হইতে  
 বহির্গত হইলেন । ৩৩

তদনন্তর সেই বিশ্বসৃষ্টিগণ ও যে বৈ বজ্রে  
 সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবান্ হরি পূজিত হইয়াছিলেন, সেই  
 বজ্র সহস্র বৎসর বাবৎ সম্যক্ প্রকারে  
 করিলেন । ৩৪

পরে পবিত্র প্রয়াগে যে স্থানে সরিষা গঙ্গা  
 যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছেন, সেই স্থানে বজ্রস্নান  
 করিয়া নির্মলান্তঃকরণে সকলে স্ব স্ব স্থানে  
 প্রত্যাগত হইলেন । ৩৫

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায় ।



## তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

সদা বিধিযতোরেবং কালো বৈ ধ্রুয়মাণয়োঃ । জামাতুঃ শ্বশুরস্তাপি স্তমহানতিচক্রমে ॥১॥  
যদাভিষিক্তো দক্ষস্ত ব্রহ্মণা পরমেশ্তিনা । প্রজাপতীনাং সর্বেষামাধিপত্যে স্ময়োহভবৎ ॥২॥  
ইক্টা স বাজপেয়েন ব্রহ্মিষ্ঠানভিভূয় চ । বৃহস্পতিসং নাম সমারেতে ক্রতুভূময় ॥৩॥  
তস্মিন্ ব্রহ্মর্ষয়ঃ সর্বৈ দেবর্ষিপিতৃদেবতাঃ । আসন্ কৃতশ্রুত্যান্তং পত্ন্যশ্চ সভর্তৃকাঃ ॥৪॥  
তদুপশ্রুত্য নভসি খেচরাণাং প্রজন্মতাম্ । সতী দাক্ষায়ণী দেবী পিতৃযজ্ঞমহোৎসবম্ ॥৫॥  
ব্রহ্মন্তীঃ সর্বতো দিগ্ভ্য উপদেববরস্ত্রিঃ । বিমানযানাঃ সপ্রেষ্ঠা নিককষ্ঠীঃ স্ববাসসঃ ॥৬॥  
দৃষ্ট্বা স্বনিলয়াভ্যাসে লৌলাক্ষীমৃকুকুণ্ডলাঃ । পতিং ভূতপতিং দেবমৌৎসুক্যাদভ্যভাষত ॥৭॥  
শ্রীসত্যুবাচ ।

প্রজাপতেস্তে শ্বশুরস্ত সাম্প্রতং নির্যাপিতো যজ্ঞমহোৎসবঃ কিল ।

বয়ঞ্চ তত্রাভিনরাম বাম তে যতুর্ধিতামী বিবুধা ব্রজন্তি হি ॥৮॥

সতীর দক্ষালয়ে গমনের প্রার্থনা ।

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—শ্বশুর দক্ষ এবং জামাতা শিব সতত এই রূপে পরস্পরের বিশেষ করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহাদের অনেক কাল অভি-বাহিত হইল । ১

কিছুকাল পরে পরমেশী—ব্রহ্মা, দক্ষকে সকল প্রজাপতির আধিপত্যে অভিষিক্ত কবিলে দক্ষের চিত্তে অভ্যস্ত গর্বের উদয় হইল । ২

তিনি ঐ গর্ব বশতঃ ব্রহ্মিষ্ঠদিগকে বাজপেয় যজ্ঞের দ্বারা পরাভূত করিয়া—বৃহস্পতি যজ্ঞ নামে উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন । ৩

সেই যজ্ঞে সমগ্র ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, পিতৃ ও দেবতাদিগের পূজা হইল এবং তাঁহাদের পত্নীগণও স্ব স্ব স্বামীর সহিত বধাযোগ্য পূজা প্রাপ্ত হইলেন । ৪

খেচরগণ আকাশে বিচরণ করিতে করিতে ঐ বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিল ; তাহাদিগের

মুখে সতী পিতৃ-যজ্ঞ-মহোৎসবের কথা শুনিতে পাইলেন । ৫

তিনি নিজের গৃহ-সমীপেই দেখিতে পাইলেন যে, নানাদিকৃ হইতে গন্ধর্ব্ব-মহিলাগণ স্ব স্ব পতিসহ বিমান-যানে আরোহণ করিয়া গমন করিতেছেন । ৬

সেই বরাজনাগণের কণ্ঠদেশে পদক, পরিধানে শোভন বসন, কর্ণে উজ্জ্বল কুণ্ডল, চক্ষু অভিশয় চকল, তাঁহাদিগকে দেখিয়া সতীর যজ্ঞদর্শনার্থ ঔৎসুক্য জন্মিল, তিনি আপনার পতি ভূতপতি ভগবান্ শিবকে কহিলেন । ৭

শ্রীসতী কহিলেন—নাথ ! আপনার শ্বশুর প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ-মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে চলুন—আমরা সকলে তথায় গমন করি । বোধ হইতেছে, ঐ যজ্ঞ এখনও শেষ হয় নাই ; কেন না, ঐ দেখুন, এই সকল দেবগণ তথায় গমন করিতে-ছেন । ৮



তস্মিন্ ভগিন্যো মম ভর্তৃভিঃ স্বকৈর্ধ্বং গমিষ্যন্তি স্নুহৃদ্বিদৃকবঃ ।  
 অহঞ্চ তস্মিন্ ভবতাভিকাময়ে সহোপনীতং পরিবর্হমর্হিতুম্ ॥১০॥  
 তত্র স্বসূর্মে ননু ভর্তৃসম্মিতা মাতৃস্বসূঃ ক্লিম্মধিয়ঞ্চ মাতরম্ ।  
 দ্রক্ষ্যে চিরোৎকণ্ঠমনা মহর্ষিভিরুন্মীয়মানঞ্চ মৃড়াধ্বরংধ্বজম্ ॥১১॥  
 ত্রযেতদাশ্চর্য্যমজ্ঞাত্বমায়য়া বিনিশ্চিতং ভাতি গুণত্রয়াত্মকম্ ।  
 তথাপ্যহং যোষিদতত্ববিচ্ছ তে দীন্য দিদৃক্ষে ভব মে ভবক্ৰীতিম্ ॥১২॥  
 পশ্য প্রয়াস্তীরভবান্ত্রয়োষিতোহপ্যলঙ্কৃতাঃ কান্তসখা বরুণধনঃ ।  
 যাসাং ব্রজন্তিঃ শিতিকণ্ঠ মণ্ডিতং নভো বিমানৈঃ কলহংসপাণ্ডুভিঃ ॥১৩॥  
 কথং স্নুতয়াঃ পিতৃগেহকৌতুকং নিশম্য দেহং হ্রবর্য্য নেঙ্গতে ।  
 অনাহুতা অপ্যভিযন্তি সৌহদং ভর্তৃগুরোর্দেহকৃতশ্চ কেতনম্ ॥১৪॥  
 তস্মৈ প্রসীদেদমমর্ত্যবাস্ত্বিতং কর্তুং ভবান্ কারুণিকো বতাইতি ।  
 ত্রয়াস্ত্রনোহর্কেহমদভ্রচক্ষুষা নিরূপিতা মানুগৃহাণ যাচিতঃ ॥১৫॥

আমার ভগিনীরা স্ব স্ব পতির সহিত নিশ্চয়ই স্নুহৃজ্জনের দর্শনাভিলাষে সেই যজ্ঞস্থানে গমন করিবেন। ঐ যজ্ঞে পিতা-মাতার প্রদত্ত অলঙ্কারাদি তাঁহারা বেরূপে গ্রহণ করিবেন, আমিও আপনার সহিত সেইরূপ প্রতিগ্রহ স্বীকার করিতে বড়ই ইচ্ছা করিতেছি। ৯

হে শস্ত্রো! স্নেহময়ী চিরোৎকণ্ঠিতা মাতা, মাতৃস্বসা এবং প্রাণের ভগিনীগণকে তথায় দেখিতে পাইব। তাঁহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত বহুদিন হইতেই আমার মন চঞ্চল হইয়াছে; মহর্ষিগণ পিতৃ-যজ্ঞে যে ধ্বজ উত্তীর্ণ করিয়াছেন, তাহাও দেখিতে পাইব। ১০

হে অজ! ত্রিগুণস্বরূপ এই আশ্চর্য্য বিশ্ব আপনার আত্মমায়া দ্বারা বিনিশ্চিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, যদিও আপনার আশ্চর্য্যকর কিছুই নাই সত্য, তথাচ আমি ত্রীলোক, ওৎসুক্যই আমার স্বভাব, বিশেষতঃ আমি আপনার তত্ত্বও জানি না, তাই এত কাতরা হইয়া জন্মভূমি দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি। ১১

হে শিতিকণ্ঠ! আপনি জন্মরহিত, স্নুতরাং স্নুহৃদ্বিয়োগ-দ্রুত আপনি কখনও অনুভব করেন নাই, দেখুন, যে রমণীদিগের সহিত প্রজাপতির কোনও সম্বন্ধ নাই, তাঁহারা পর্য্যন্ত স্ব স্ব পতির সহিত অলঙ্কৃত হইয়া যুগ্মে যুগ্মে আমার পিতৃযজ্ঞে গমন করিতেছেন। ঐ দেখুন তাঁহাদের কলহংসের তুল্য শুভ বিমানশ্রেণী দ্বারা নভোমণ্ডল কি অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইয়াছে। ১২

হে দেবশ্রেষ্ঠ! পিতৃগৃহে উৎসবের কথা শ্রবণ করিয়া চুহিতার দেহ কেনই বা না উহা দর্শন করিবার জন্ম প্রচলিত না হয়? বন্ধু, স্বামী, স্বপুত্র ও পিতৃভবনে বিনা আহ্বানেও গমন করা যায়। ১৩

অতএব হে অমর্ত্য! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আপনি দয়ালু, কৃপা পূর্ব্বক আমার এই বাসনা পূর্ণ করুন। আপনি পরম জ্ঞানী হইয়াও আমাকে স্বীয় অর্দ্ধাঙ্গিনী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, অতএব আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন, আমি আপনার কৃপা ভিক্ষা করিতেছি। ১৪



শ্রীঋষিরূবাচ ।

এবং গিরিত্রঃ প্রিয়য়াভিভাষিতঃ প্রত্যভ্যধত্ত প্রহসন্ সুহৃৎপ্রিয়ঃ ।  
সংস্মারিতো মৰ্ম্মভিদঃ কুবাগিধূন যানাহ কো বিশ্বস্বজাং সমক্ৰতঃ ॥১৫॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

ত্বয়োদিতং শোভনমেব শোভনে অনাহুতা অপ্যভিযন্তি বন্ধুযু ।  
তে যদ্বশুংপাদিতদৌষদৃক্ষ্যো বলীয়সাহনাগ্ন্যমদেন মনুনা ॥১৬॥  
বিদ্যাতপোবিশ্ববপূর্বঘঃকুলৈঃ সতাং গুণৈঃ ষড়্ভিরসত্তমেতরৈঃ ।  
স্মৃতৌ হত্যায়াং স্তুতমানদুর্দৃশঃ স্তুত্বা ন পশ্যন্তি হি ধাম ভূয়সাম্ ॥১৭॥  
নৈতাদৃশানাং স্বজনব্যপেক্ষয়া গৃহান্ প্রতীয়াদনবস্থিতানাম্ ।  
যেহভ্যাগতান্ বক্রধিয়াভিচক্ৰতে আরোপিতক্রভিরমৰ্ষণাক্ৰিভিঃ ॥১৮॥  
তথারিভির্ন ব্যথতে শিলীমুখৈঃ শেতেহদ্ভিতাক্সো হৃদয়েন দূয়তা ।  
স্বানাং যথা বক্রধিয়াঃ দুৰুক্তিভির্দিবানিশং তপ্যতি মৰ্ম্মতাড়িতঃ ॥১৯॥  
ব্যক্তং ত্রুমুৎকৃষ্টগতেঃ প্রজাপতেঃ প্রিয়াজ্ঞানামসিহুত্র মে মতা ।  
তথাপি মানং ন পিতুঃ প্রপৎস্বসে মদাশ্রয়াৎ কঃ পরিতপ্যতে যতঃ ॥২০॥

শ্রীমৈত্রেয় ঋষি কহিলেন,—হে বিদুরা! সুহৃৎসল  
প্রিয়ার এই প্রার্থনা শুনিয়া শম্ভু হস্ত করিলেন এবং  
প্রজাপতি দক্ষ বিশ্বশ্রুৎগণের সম্মুখে তাঁহার প্রতি  
যে সবল মৰ্ম্মভেদী কুবাক্যরূপ বাণ প্রয়োগ করিয়া-  
ছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া করিতে লাগিলেন । ১৫

শ্রীভগবান্ মহাদেব কহিলেন—হে শোভনে!  
যদি দেহাদিতে অহঙ্কার তত্ত্ব মদ এবং ক্রোধ দ্বারা  
বন্ধুগণের দৌষদৃষ্টি না জন্মে, তাহা হইলে অনাহুত  
হইয়াও বন্ধুগৃহে গমন করা যায়, তোমার এই উক্তি  
যুক্তিসঙ্গত হয় । ১৬

বিদ্যা, তপস্বী, ধন, সুন্দর দেহ, যৌবন ও  
আভিজাত্য এই ছয়টি সাধু ব্যক্তিমিগেরই গুণ, কিন্তু  
এই ছয়টিই আবার অসাধু পুরুষদিগের হইলেই দৌষ  
হইয়া উঠে । ঐ সকল গুণের দ্বারা অভিমান বৃদ্ধি  
হওয়ার অসাধুগণের বিবেকজ্ঞান লুপ্ত হয়, সুতরাং  
তাঁহারা অভিমানদৃষ্ট হইয়া মহাজনের ভেদ দর্শন  
করিতে পারে না । ১৭

স্বজন বোধে এইরূপ অসংযতচিত্ত ব্যক্তিগণের  
গৃহে দূষণাত করাও কর্তব্য নহে, ইহারা কুটিল বুদ্ধি  
বশতঃ অভ্যাগত ব্যক্তিগণকে ক্রুকটিকরাল দৃষ্টিতে  
ক্রোধভরে নিরীক্ষণ করে । ১৮

কুটিলবুদ্ধি আত্মীয়গণের দুর্বাক্য দ্বারা মৰ্ম্মবিক্ত  
হইয়া লোকে যেরূপ ব্যথা পায়, শত্রুগণের তীক্ষ্ণবাণের  
দ্বারা গাত্র বিদ্ধ হইলেও সেকপ ব্যথিত হয় না ;  
কারণ, বাণবিদ্ধাদি ব্যক্তিও নিজের-সুখ লাভ  
করিতে পারে, কিন্তু বাক্য-বাণ দ্বারা ব্যথিতহৃদয়  
ব্যক্তি দিবানিশি শাস্তি লাভ করিতে পারে  
না । ১৯

হে শোভনে ! দক্ষের মর্যাদা অতি উৎকৃষ্ট আর  
তুমিও তাঁহার সকল কথায় অপেক্ষা আদরের কথায়,  
ইহাও আমি জানি ; কিন্তু তুমি আমার সম্বন্ধবশতঃ  
তোমার পিতার নিকট হইতে সম্মান লাভ করিতে  
পারিবে না ; যেহেতু প্রজাপতি ঐ সবকিছু বশতঃই  
পরিভ্রমণ ভোগ করিতেছেন । ২০



পাপচ্যমানেন হৃদাতুরেন্দ্রিয়ঃ সমুদ্বিভিঃ পুরুষবুদ্ধিসাক্ষিণাম্ ।  
 অকল্য ঐশামধিরোদ্গুম্ভসা পরং পদং দ্বৈষ্টি যথাহুহরা হরিম্ ॥২১॥  
 প্রত্যুদগমপ্রশ্রয়ণাভিবাদনং বিধীয়তে সাধু মিথঃ স্তমধ্যমে ।  
 প্রাজ্ঞঃ পরস্মৈ পুরুষায় চেতসা গুহ্যশায়্যৈব ন দেহমানিনে ॥২২॥  
 সত্ত্বঃ বিত্ত্বাৎ বহুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপারতঃ ।  
 সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাহুদেবো হৃদোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে ॥২৩॥  
 তৎ তে নিরীক্ষ্যো ন পিতাপি দেহকৃদদক্ষো মম দ্বিট্ তদনুভ্রাতাশ্চ যে ।  
 যো বিশ্বস্বগ্য়জ্ঞগতং বরোরু মামনাগসং দুর্ব্বচসাহকরোৎ তিরঃ ॥২৪॥  
 যদি ত্রজিষ্যন্ততিহায় মম্বচো ভদ্রে ভবত্যা ন ততো ভবিষ্যতি ।  
 সম্ভাবিতস্ত স্বজনাৎ পরাভবো যদা স সচ্ছো মরণায় কল্পতে ॥২৫॥  
 ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে

উমাকুটসংবাদে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

নিরহঙ্কার পুরুষগণের পুণ্যকীর্তি প্রভৃতি দর্শন  
 করিয়া বাহাদের হৃদয় ঈর্ষ্যানলে দগ্ধ ও ইন্দ্রিয় প্রায়  
 বিবশ হয়, তাহারা অমুরগণ যেমন শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যালাভে  
 অসমর্থ হইয়া কেবল শ্রীহরির দ্বেষই করিয়া থাকে,  
 তজ্জগৎ অগরের প্রতি দ্বেষ করিয়া থাকে । ২১

হে স্তমধ্যমে ! লোকে পরস্পর যে প্রত্যাখ্যান,  
 বিনয় ও অভিবাদন করিয়া থাকে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ঐ  
 সকল ব্যবহারই সূচারুরূপে অশ্রু প্রকারে নির্বাহ  
 করেন, কারণ, তাঁহারা সর্ব্বাস্থ্যার্থী পরম পুরুষ  
 ভগবান্ বাহুদেবের প্রতি অন্তঃকরণ দ্বারা তাহা  
 করিয়া থাকেন, দেহাভিমানী পুরুষের প্রতি করেন  
 না । ২২

অপ্রাকৃত বিত্ত্বাৎ অন্তঃকরণ বা শুদ্ধ সত্ত্বই বহুদেব  
 শব্দের দ্বারা উক্ত হয় ; কারণ, আচরণশূন্য বা নির্মল

পুরুষ সেই সত্ত্বে প্রকাশিত হন বলিয়া তাঁহার নাম  
 বাহুদেব । তিনি ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবান্ এবং ইন্দ্রিয়-  
 জ্ঞানের অতীত পুরুষ—আমি সেই ভগবান্কে মন  
 দ্বারা সতত অর্চনা পূর্ব্বক নমস্কার করি । ২৩

হে বরাজনে ! দক্ষ তোমার দেহের জন্মদাতা  
 পিতা হইলেও তিনি আমার শত্রুতা করিয়া থাকেন,  
 অতএব তিনি বা তাঁহার অনুগামী লোকদিগের মুখা-  
 বলোকন করা তোমার উচিত নহে ; তিনি বিশ্বশ্রুতা-  
 দিগের সঙ্গে আমাকে বিনা অপরাধে বিবিধ দুর্ব্বাক্য  
 দ্বারা তিরস্কার করিয়াছিলেন । ২৪

যদি আমার বাক্য লক্ষন করিয়া ভণ্ডায় গমন কর,  
 তাহা হইলে কখনই তোমার মঙ্গল হইবে না ।  
 সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির স্বজনসন্নিধানে পরাভব সম্বন্ধে  
 মরণের নিমিত্তই কল্পিত হয় । ২৫

বিস্তৃতি—সত্ত্ব শব্দে অন্তঃকরণ বা শুদ্ধ-সত্ত্ব গুণ বিত্ত্বাৎ  
 অর্থে—চৈতন্যবৃত্তিময় অপ্রাকৃত । চৈতন্যবৃত্তিময় অপ্রাকৃত

সত্ত্বই ভগবানের জনক বহুদেব নামে কথিত, যিনি বিত্ত্বাৎ  
 সত্ত্বে প্রকাশিত হন, তিনিই বাহুদেব । ২৩

ইতি তৃতীয় অধ্যায় ।



## চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

এতাবদুত্থা বিররাম শঙ্করঃ পত্ন্যঙ্গনাশং হ্যভয়ত্র চিন্তয়ন্ ।  
 স্নহাদিদৃক্ষুঃ পরিশঙ্কিতা ভবাম্বিক্রামতী নির্বিশতী দ্বিধাস সা ॥১॥  
 স্নহাদিদৃক্ষাপ্রতিঘাতদুর্শ্বনাঃ স্নেহাক্রমত্যাশ্রকলাতিবিম্বলা ।  
 ভবং ভবান্ধপ্রতিপুরুষং রুমা প্রধক্ষ্যতীবৈক্ষত জাতবেপথুঃ ॥২॥  
 ততো বিনিশ্চন্ত্য সতী বিহায় তং শোকেন রোয়েণ চ দুয়তা স্থগা ।  
 পিত্রোরগাং জ্যৈষ্যবিমূঢ়ধীর্হান্ প্রেম্নাঘ্ননো যোহর্কমদাং সতাং প্রিয়ঃ ॥৩॥  
 তামম্বগচ্ছন্ দ্রুতবিক্রমাং সতীমেকাং ত্রিনেত্রানুচরাঃ সহস্রশঃ ।  
 সপার্বদযক্ষা মণিমম্বদাদয়ঃ পুরোরবেশ্রান্তরসা গতব্যথাঃ ॥৪॥  
 তাং সারিকাকন্দুকদর্পণাসুজৈঃ খেতাতপত্রব্যজনস্রগাদিভিঃ ।  
 গীতায়নৈর্দুন্মুভিশ্চবেণুভির্ষেস্ত্রমারোপ্য বিটঙ্কিতা যযুঃ ॥৫॥

### সতীর দেহত্যাগ

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে বিদ্বৎ! মহাদেব এই কথা বলিয়া “গমনে অনুমতি করি আর নিবারণই করি, পত্নীর অঙ্গনাশ অবশ্যজ্ঞাবী” এই কথা চিন্তা করিয়া নীরব হইলেন। এদিকে সতীও পিত্রাদি স্নহদগণের দর্শনবাসনায় শিবের ভয়ে একবার গৃহ হইতে নির্গত হন, আবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন—এইরূপ দৌরল্যমান অবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১

ক্রমে বন্ধুজনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রবল ইচ্ছায় ব্যাঘাত ঘটায় সতীর মন বড়ই বিমর্ষ হইয়া উঠিল, তিনি বন্ধুবর্গের প্রতি প্রেমাতিশয় বশতঃ রোদন করিতে করিতে অশ্রুধারায় ব্যাকুল হইলে ক্রোধভরে তাঁহার অঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল; বোধ হইল যেন তিনি সেই রোষাঘ্নি দ্বারা সেই অমুগম পুরুষ তবকে যেন ভষ্মসাৎ করিবেন—এইরূপ ভাবেই তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ২

অনন্তর সতী শোকে ক্রোধে অত্যন্ত কাতরচিত্তা হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক—যে সাধুজন-প্রিয় শঙ্কর স্নেহনিবন্ধন তাঁহাকে স্বীয় দেহার্দ্ধ প্রদান করিয়াছেন—স্ত্রী-স্বভাব প্রযুক্ত তাঁহার বুদ্ধি এত বিমূঢ় হইয়া পড়িল যে, সেই সতী আজ সেই স্বামীকে ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে পিতৃগৃহে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৩

সতী একাকিনী অতি বেগে বাইতে আরম্ভ করিলে মণিমান ও মদ প্রমুখ ত্রিলোচনের সহস্র সহস্র যক্ষপার্বদ ও অনুচরবৃন্দ রূষেস্ত্রকে অগ্রে করিয়া সতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। ৪

অনন্তর তাঁহার দেবীর সমীপবর্তী হইয়া তাঁহাকে সেই রূষে আরোহণ করাইলেন এবং সারিকা, কন্দুক, দর্পণ, পদ্ম প্রভৃতি ক্রীড়োপকরণ, খেতচ্ছত্র, ব্যজন, মালাদি রাজোচিত ঐ দ্রব্যসম্ভার এবং সঙ্গীতসাধন দুন্দুভি, শঙ্খ ও বেণু প্রভৃতি নানাবিধ বাস্তবস্ত্র দ্বারা সুশোভিতা ও সুসজ্জিতা করিয়া সতী দেবীর সহিত গমন করিতে লাগিলেন। ৫



আত্রক্কাঘোষোজ্জ্বলিতযজ্ঞবৈশম্যঃ বিপ্রবিজুহুঃ বিবুধৈশ্চ সৰ্বশঃ ।  
 যুদ্ধাৰ্ববয়ঃকাঞ্চনদৰ্ভচৰ্ম্মভিনিস্কৃতাণ্ডঃ যজনং সমাবিশৎ ॥৬॥  
 তামাগতাঃ তত্র ন কশ্চনাদ্রিয়দুৰ্বিমানিতাঃ যজ্ঞকৃতো ভয়াজ্জনঃ ।  
 ঋতে স্বসূৰ্যৈ জননীঞ্চ সাদরাঃ প্রেমাশ্ৰকণ্ঠ্যঃ পরিষস্বজুয়ুদা ॥৭॥  
 সৌদৰ্য্যসংপ্রসঙ্গমর্থবার্ত্তয়া মাত্ৰা চ মাতৃস্বসৃভিষ্চ সাদরম্ ।  
 দত্তাং সপৰ্য্যাং বরমাসনঞ্চ সা নাদত্ত পিত্ৰাহপ্রতিনিদ্দিতা সতী ॥৮॥  
 অরুদ্রভাগং তমবেক্ষ্য চাধ্বরং পিত্ৰা চ দেবে কৃতহেলনং বিভৌ ।  
 অনাদৃতা যজ্ঞসদশ্বধীশ্বরী চুকোপ লোকানিব ধক্ষ্যতী রুমা ॥৯॥  
 জগর্হ সামৰ্ঘ্যবিপন্নয়া গিরা শিবদ্বিষং ধূমপথশ্রমশ্রয়ম্ ।  
 স্বতেজসা ভূতগগান্ সমুথিতান্ নিগৃহ্য দেবী জগতোহভিশৃণুতঃ ॥১০॥

শ্রীদেব্যাচ ।

ন যশ্চ লোকেহন্ত্যতিশায়নঃ প্রিয়স্তথাহপ্রিয়ো দেহভূতাং প্রিয়াত্মনঃ ।  
 তস্মিন্ সমস্তাত্মনি যুক্তবৈরকে ঋতে ভবন্তু কতমঃ প্রতীপয়েৎ ॥১১॥

সতী পিত্রালয়ে যজ্ঞস্থলীতে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, তথায় যজ্ঞীয় পশুবধের কোলাহল বেদ-পাঠের শব্দমিশ্রিত হইয়া অপূর্ব মধুরভাবে শ্রুতি-গোচর হইয়াছিল । চতুর্দিকে ব্রহ্মর্ষি ও দেবগণ উপস্থিত আছেন এবং যজ্ঞিকা, কাষ্ঠ, লৌহ, কাঞ্চন, দর্প এবং চৰ্ম্মাদিরচিত ভাণ্ডসকল সর্বত্র সুসজ্জিত রহিয়াছে । ৬

কিন্তু দক্ষ সতীকে আদর অন্ত্যর্থনা করিলেন না দেখিয়া সতীর জননী ও ভগিনীগণ ব্যতীত অশ্রু কোনও ব্যক্তিই তাঁহাকে সমাদর করিলেন না । কেবল তাঁহার মাতা ও ভগিনীগণ প্রেমাশ্রর দ্বারা নিরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন । ৭

সতী দেখিলেন, পিতা ও কণ্ঠার দ্বারাও আদর করিলেন না, অতএব তিনি সহোদরাদিগের কুশল-প্রশ্নাদিতে কর্ণপাতও করিলেন না এবং মাতা ও মাতৃস্বসাগণ স্নেহপূরঃসর তাঁহাকে যে সকল উৎকৃষ্ট আসন ও অলঙ্কারাদি প্রদান করিলেন, তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না । ৮

এই যজ্ঞে রুদ্রের কোন অংশ নাই এবং এই যজ্ঞে দেবদেব রুদ্রকে তাঁহার পিতা অবমাননা করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া এবং নিজেও এই যজ্ঞে অনাদৃতা হইয়া গৃহেশ্বরী সতী সেই যজ্ঞসভায়ই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং ক্রোধ দ্বারা যেন চতুর্দশ ভুবন দহ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ৯

তাঁহার সহিত আগত ভূতগণ যজ্ঞে উপদ্রব করিতে উজ্জত হইলে, তিনি নিজের আস্ত্রার দ্বারা ভাহাদিগকে নিবারণ করিলেন, এবং শিবদেবী দক্ষ কর্ম্মমার্গে বহুতর পরিশ্রম করিয়া গর্বিভ হওয়ায় জগতের লোককে শুনাইয়া তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিলেন । ১০

শ্রীদেবী কহিলেন—পিতঃ । ইহলোকে বাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, বাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় কেহ নাই, যিনি দেহধারী জীবগণের আত্মস্বরূপ প্রিয়তম, যিনি সকল জগতের কারণস্বরূপ, বাঁহার কাহারও সহিত শত্রুতা নাই, আপনি ভিন্ন অশ্রু কোন ব্যক্তি সেই শিবের প্রতিকূলাচরণ করিবে ? ১১



দোষান্ পরেবাং হি গুণেষু সাধবো গৃহুস্তি কেচিন্ন ভবাদৃশা দ্বিজ ।  
 গুণাংশ্চ ফলগুন বহুলোকরিষ্যবো মহত্তমাস্তেষবিদম্ভবানধম ॥১২॥  
 নাশ্চর্য্যমেতদ্যদসংস্র সর্ব্বদা মহর্ষিনিন্দা কুণপান্নবাদিষু ।  
 সের্য্যং মহাপুরুষপাদপাংশুভিনিরন্ততেজঃস্র তদেব শোভনম্ ॥১৩॥  
 যদ্যক্ষরং নাম গিরেরিতং নৃণাং সক্রুং প্রসঙ্গাদঘমাশু হস্তি তৎ ।  
 পবিত্রেকীর্ত্তিঃ তমলজ্যশাসনং ভবানহো দ্বেষ্টি শিবং শিবেরতরঃ ॥১৪॥  
 যৎপাদপদ্মং মহতাং মনোহলিভিনিষেবিতং ব্রহ্মরসাসবার্থিভিঃ ।  
 লোকস্ত যদ্বর্ষতি চাশিষোহর্ষিনস্তস্মৈ ভবান্ দ্রুহতি বিশ্ববন্ধবে ॥১৫॥  
 কিং বা শিবাখ্যমশিবং ন বিদুস্তদন্তে ব্রহ্মাদয়স্তমবকীর্য্য জটাঃ শ্মশানে ।  
 তস্মাল্যভস্মনৃকপাল্যবসৎ পিশাচৈর্ষে মূর্দ্ধভির্দধতি তচ্চরণাবস্থকম্ ॥১৬॥  
 কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াৎ যদকল্প ঈশে ধর্ম্মাবিতর্য্যশৃণিভিন্ ভিরশ্রুতমানে ।  
 ছিন্দ্যাৎ প্রসম্ভ ক্রমতীমসতাং প্রভুশ্চেৎ জিহ্বামসুনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ ॥১৭॥

হে দ্বিজবর ! কোনও কোনও সাধু পুরুষ  
 অপরের দোষসমূহকেও গুণমধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকেন  
 কিন্তু আপনার স্থায় (অসুয়াপরবশ) ব্যক্তি পরের  
 গুণেও দোষ দর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহারা যথার্থ  
 দোষ-গুণের বিচার করেন, তাঁহারা মধ্যম, আর  
 যাঁহারা তুচ্ছ গুণকেও মহৎ বলিয়া প্রশংসা করেন,  
 তাঁহারা মহত্তম। আপনি তাদৃশ মহত্তম শিবের প্রতিও  
 দোষ আরোপ করিয়াছেন। ১২

অথবা যাঁহারা এই ভড়দেহকেই আত্মা বলিয়া  
 মনে করে, তাদৃশ পুরুষেরা ঈর্ষ্যাবশতঃ ঐ প্রকার  
 মহাজনদিগের নিন্দা করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ?  
 যদিও সাধু ব্যক্তিগণ স্বীয় নিন্দা সহ্য করিয়া থাকেন,  
 তথাপি তাঁহাদের পদরেণুসমূহ মহত্তের নিন্দা সহ্য  
 করিতে সমর্থ হন না, তাঁহারা নিন্দকের তেজ নাশ  
 করিতে থাকেন, অতএব সন্তঃপ্রতিকূল পাণ্ডর্য্যতে অসৎ  
 পুরুষের পক্ষে মহাজনদের নিন্দা করাই ভাল। ১৩

অহো ! যাঁহার প্রসিদ্ধ শিব এই চুই অক্ষর  
 সমন্বিত নাম একবার কথার দ্বারা উচ্চারিত হইলেও  
 তৎক্ষণাৎ মানবের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়, যাঁহার  
 কীর্ত্তি অতি পবিত্র, যাঁহার শাসন কাহারও লঙ্ঘনীয়

নহে, আপনি নিজে অমঙ্গলস্বরূপ ইহঁরা সেই মঙ্গলরূপ  
 শিবের ঘেব করিতেছেন ! ব্রহ্মানন্দ মকরন্দলোভী মহা-  
 পুরুষগণের মনোভূত যাঁহার পদকমল নিরন্তর ভজনা  
 করেন, এবং যাঁহার পাদপদ্ম সকাম পুরুষগণের অভি-  
 লষিত মঙ্গল বর্ষণ করিয়া থাকে, কি আশ্চর্য্য, আপনি  
 বিশ্ববন্ধু শিবের প্রতি জ্রোহাচরণ করিতেছেন। ১৪-১৫

যিনি জটা আলুলায়িত করিয়া—পিশাচগণের  
 সহিত শ্মশানে বাস করেন এবং যিনি শ্মশানের মালা,  
 ভস্ম ও মৃতকপাল ভূষণার্থ ধারণ করিয়া থাকেন,  
 সেই শিবাধ্য মঙ্গলস্বরূপ শিব যে অমঙ্গলস্বরূপ, ইহা  
 আপনি ব্যতীত অপর কেহই জানেন না। পরন্তু  
 তাঁহারা সেই শিবের চরণবিগলিত নির্ম্মালা মন্তকে  
 ধারণ করিয়া থাকেন। ১৬

উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি যদি ধর্ম্মরক্ষক প্রভুর নিন্দা করে,  
 তবে তাহাকে মারিতে বা নিজের প্রাণত্যাগ করিবার  
 সামর্থ্য না থাকিলে বর্ণঘর আচ্ছাদন করিয়া  
 প্রভুভক্তের সেই স্থান হইতে চলিয়া যাওয়া উচিত ;  
 আর যদি সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে ঐ অসভ্যের  
 অকল্যাণ-বাদিনী জিহ্বাকে বলপূর্ব্বক ছেদন করাই  
 উচিত—ইহাই প্রভুভক্তের ধর্ম্ম। ১৭



অতন্তুবোৎপন্নমিদং কলেবরং ন ধারয়িষ্যে শিতিকণ্ঠগর্হিণঃ ।  
 জগন্ত্ৰ মোহাক্ষি বিশুদ্ধিমক্সসো জুগুপ্সিতস্তোদ্ধরণং প্রচক্ষতে ॥১৮॥  
 ন বেদবাদাননুবর্ত্ততে মতিঃ স্ব এব লোকে রমতো মহামুনেঃ ।  
 যথা গতির্দেবমনুষ্যয়োঃ পৃথক্ স্ব এব ধর্ম্মে ন পরং ক্ষিপেৎ স্থিতঃ ॥১৯॥  
 কর্ম্ম প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তমপ্যতং বেদে বিবিচ্যোভয়লিঙ্গমাত্রিতম্ ।  
 বিরোধি তদ্যোগপদৈককর্ত্তরি দ্বয়ং তথা ব্রহ্মণি কর্ম্ম ন চ্ছতি ॥২০॥  
 মা বঃ পদব্যঃ পিতরশ্বদাস্থিতা যা যজ্ঞশালাসু ন ধূমবজ্রাভিঃ ।  
 তদমৃত্তপ্তৈরহুভুস্তিরোড়িতা অব্যক্তলিঙ্গা অবধূতসেবিতাঃ ॥২১॥  
 নৈতেন দেহেন হরে কৃতাগসো দেহোন্তবেনালমলং কুজম্মনা ।  
 ব্রীড়া মমাত্মং কুজনপ্রসঙ্গতন্তুজ্জন্ম খিগ্‌যো মহতামহত্ত্বকৃৎ ॥২২॥  
 গোত্রং ত্বদীয়ং ভগবান্ বৃষধ্বজো দাক্ষায়ণীত্যাহ যদা স্তুত্বর্মনাঃ ।  
 ব্যপেতনর্ম্মস্মিতমাশু তদ্ব্যহং ব্যুৎস্রক্ষ্য এতৎ কুণপং ত্বদঙ্গজম্ ॥২৩॥

অতএব শিববিষেধী আপনার ঔরসজাত এই কলেবর আমি আর ধারণ করিব না। যদি অজ্ঞান বশতঃ কেহ কোনও নিন্দিত বস্তু ভক্ষণ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে বমন দ্বারাই তাহার বিশুদ্ধি হইয়া থাকে, ইহাই পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। ১৮

যে পুরুষ আত্মানন্দ সন্তোগেই পরিতৃপ্ত, তাহার বুদ্ধি কখনও বিধিনিষেধরূপ বেদবাক্যের অনুগামী হয় না, দেব ও মনুষ্য—এই দুয়ের গতি যেমন পৃথক্, সেইরূপ যাঁহার যে ধর্ম্ম—তিনি তাহাতেই অবস্থিত থাকিয়া অশ্রু ধর্ম্মের বা অশ্রু ব্যক্তির কখন নিন্দা করিবেন না। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি—এই দুই প্রকার কর্ম্মই সত্য, কারণ, বিশেষ বিচারের পর বেদে এই উভয়বিধ কর্ম্মেরই বিধান আছে। আবার ঐ দুই কর্ম্ম একই কালে একই কর্ত্তাতে পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু সাক্ষাৎব্রহ্ম শিবে এই উভয়বিধ কর্ম্মের কোনটিরই প্রাপ্তি নাই। ১৯-২০

আমরা অগ্নিমাধি যে সমস্ত ঐশ্বর্য্য আশ্রয় করিয়াছি, আপনাদিগের মধ্যে তাহা নাই; আপনাদিগের ঐশ্বর্য্য ত কেবল যজ্ঞশালাতেই আবদ্ধ থাকে,

অগ্নিগণই সেই ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন এবং কর্ম্মকাণ্ড-পথাপ্রিত পুরুষেরাই তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকে, এবং যজ্ঞামৃত্তপ্ত মানবগণই তাহার প্রশংসা করিয়া থাকে; কিন্তু আমাদের ঐশ্বর্য্য আমাদেরই ইচ্ছাধীন; চতুঃসন নারদাদি অবধূতগণ—ইচ্ছা না করিলেও সেই ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অধিক কি—আপনি ভগবান্ শিবের নিকট অপরাধী, আপনার দেহ হইতে আমার এই যে দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার জন্ম অতি কুৎসিৎ; অতএব ইহাতে কোনও প্রয়োজন নাই। আপনি কুজন, আপনার সহিত সম্বন্ধ থাকায় আমি বড়ই লজ্জিত হইয়াছি, মহাজ্ঞানের অপ্রিয়কর্ত্তা হইতে যে জন্ম হয়, সে জন্মে শিখ্। ২১-২২

ভগবান্ বৃষধ্বজ পরিহাসচ্ছলে যখন আমাকে ‘দাক্ষায়ণি!’ বলিয়া সম্বোধন করেন, তখন আমি আপনার সহিত সম্বন্ধের কথা মনে করিয়া একরূপ দুঃখিতচিত্তা হইয়া পড়ি যে, ব্রহ্মের সময় হইলেও আমি হাস্ত করিতে পারি না। অতএব আপনার জন্ম হইতে উৎপন্ন এই স্থগিত দেহকে যতদেহের স্তায় নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করিব। ২৩



শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

ইত্যধ্বরে দক্ষমনুচ্চ 'শক্রহন্ কিতাবুদীচীং নিষসাদ শাস্তবাক্ ।  
 স্পৃষ্টা জলং পীতদ্রুকুলসংবৃত্তা নিমীল্য দৃগ্‌যোগপথং সমাবিশৎ ॥২৪॥  
 কৃৎস্না সমানাবনিলৌ জিতাসনা সোদানমুখাপ্য চ নাভিচক্রতঃ ।  
 শনৈর্হৃদি স্থাপ্য ধিয়োরসি স্থিতং কণ্ঠাদ্রুবোর্মধ্যমনিন্দিতানয়ৎ ॥২৫॥  
 এবং স্বদেহং মহতাং মহীয়সা মুহুঃ সমারোপিতমক্ষমাদরাৎ ।  
 জিহাসতী দক্ষরুয়া মনস্বিনী দধার গাত্রেষ্বনিলায়িধারণাম্ ॥২৬॥  
 ততঃ স্বভর্তৃশ্চরণাম্বুজাসবং জগদ্‌গুরোশ্চিস্তয়তী ন চাপরম্ ।  
 দদর্শ 'দেহো হতকল্মষঃ সত্য সত্যঃ প্রজ্জ্বাল সমাধিজায়িনা ॥২৭॥  
 তৎ পশ্যতাং খে ভুবি চাঙ্কুতং মহদ্বাহেতি বাদঃ স্তমহানজায়ত ।  
 হস্ত প্রিয়া দৈবতমস্ত দেবী জহাবসূন্ কেন সত্য প্রকোপিতা ॥২৮॥  
 অহো অনাত্ম্যং মহদস্ত পশ্যত প্রজাপতের্বস্ত চরাচরং প্রজাঃ ।  
 জহাবসূন্ যদ্বিমতাত্মজা সত্যী মনস্বিনী মানমভীক্ষমর্হতি ॥২৯॥

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে শক্রনাশন বিদুর ! সত্যী  
 বজ্রস্থানে এই প্রক'রে দক্ষের প্রতি নিন্দাবাক্য  
 প্রয়োগ করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্বক উত্তরমুখা হইয়া  
 ক্ষিতিতে উপবিষ্ট হইলেন, তৎপরে জলস্পর্শ  
 পুরঃসর আচমন পূর্বক পীতাবরে দেহ আচ্ছাদিত  
 করিয়া মুদ্রিত চক্রে যোগপথের পথিক হইলেন । ২৪

জিতাসনা সেই অনিন্দিতা সাক্ষী প্রাণ ও অপান  
 বায়ুকে নিরোধ দ্বারা সমান করিয়া নাভিচক্রে স্থাপন  
 করিলেন ; পরে উদান বায়ুকে ধীরে ধীরে উত্তোলন  
 করিয়া বুদ্ধির সহিত হৃদয়ে স্থাপন করিলেন, পশ্চাৎ  
 কণ্ঠমার্গ দ্বারা ঐ বায়ুকে ক্রমবধের মধ্যস্থলে লইয়া  
 গেলেন । ২৫

মহৎ ব্যক্তিদিগের পূজ্যতম ভগবান্ রুদ্র যে  
 দেহকে আদর করিয়া পুনঃ পুনঃ ক্রোড়ে স্থাপন  
 করিতেন, মনস্বিনী সত্যী দক্ষের প্রতি ক্রোধ করিয়া  
 এইরূপে সেই দেহ পরিত্যাগ করিবার বাসনার  
 সর্বদা বায়ুকে রুদ্ধ করিলেন । ২৬

অনন্তর তিনি জগদ্‌গুরু স্বীয় পতির পদারবিন্দমধু  
 ধ্যান করিতে করিতে অশ্রুদর্শনরহিতা হইলেন,  
 এদিকে তাঁহার পাপশূন্য দেহ সমাধিসমুৎপন্ন অনল  
 দ্বারা সত্ত্বঃ প্রজ্বলিত হইল । ২৭

আকাশে ও ভূতলে যাহারা এই অদ্ভুত ঘটনা  
 অবলোকন করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে স্তমহান্  
 'হা হা' রব উত্থিত হইল ; সকলেই কহিতে  
 লাগিলেন,—হায় ! কি খেদের বিষয় ! পূজ্যতম  
 মহাদেবের—প্রিয়া সত্যী দেবী দক্ষ কর্তৃক  
 অপমানিতা হইয়া রোধে আপনার প্রাণ ত্যাগ  
 করিলেন । ২৮

অহো ! দক্ষের দুর্জ্ঞানতা দেখ । ইনি প্রজাপতি  
 —এই চরাচর বিশ্ব ইঁহার প্রজা, সকলের প্রতি  
 ইঁহার স্নেহ করা উচিত, কিন্তু স্নেহভাজন হইলেও  
 ইঁহার আত্মজা ও বহু সন্মানের বোগ্যপাত্রী  
 মনস্বিনী সত্যী ইঁহারই অবমাননায় প্রাণত্যাগ  
 করিলেন । ২৯



সোহয়ং দুর্নয়ঃসদয়ো ব্রহ্মকৃৎ চ লোকে চ কীর্তিমসতীমবাপ্যতি ।

যদঙ্গজাং স্বাং পুরুষবিড়্ভুতাং ন প্রত্যষেধমৃতয়েহপরাধতঃ ॥৩০॥

বদত্যেবং জনে সত্য। দৃক্‌স্মৃত্যাপমদুতম্ । দক্ষং তংপার্বদা হস্তমুদতিষ্ঠমদ্যুধাঃ ॥৩১॥

তেষামাপততাং বেগং নিশাম্য ভগবান্ ভৃগুঃ । যজ্ঞস্বপ্নেন যজুষা দক্ষিণায়ৌ জুহাব হ ॥৩২॥

অধ্বর্যুণা হুধমানে দেবা উৎপেতুরোজসা । ঋভবো নাম তপসা সোমং প্রাপ্তাঃ সহস্রশঃ ॥৩৩॥

তৈরলাতায়ুধৈঃ সর্বেষঃ প্রমথ্যঃ সহগৃহকাঃ । হস্তমানা দিশৌ ভেজুরুশস্তি ব্রহ্মতেজসা ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে

সতীদেহোৎসর্গো নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

এই নিষ্ঠুরসদয় দক্ষ ব্রহ্মজ্ঞদ্রোহী ও শিবদ্রোহী, ইনি জনসমাজে অসতী কীর্তি ও পরলোকে নরক প্রাপ্ত হইবেন, যেহেতু ইঁহার নিজকৃত অপমান হেতু ইঁহার আত্মজা কন্যা ইঁহার সমক্ষে দেহত্যাগে উত্ততা দেখিয়াও ইঁনি তাঁহাকে নিবারণ করিলেন না । ৩০

সকলে সতীর ঐরূপ অদ্বুত প্রাণত্যাগ দেখিয়া ঐ প্রকার কহিতে আরম্ভ করিলে সতীর পার্শ্বদগণ স্ব স্ব যুদ্ধাস্ত্র উত্তোলন করিয়া দক্ষবধার্থ উত্তত হইল । ৩১

অনন্তর ভগবান্ ভৃগু, সতীর পার্শ্বদগণকে আক্রমণোন্মুখ দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং যে মন্ত্র দ্বারা

যজ্ঞবিঘ্নকারীদিগের বিনাশ হয়, সেই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক দক্ষিণায়িতে আর্হতি প্রদান করিলেন । ৩২

ভৃগু অধ্বর্যু ছিলেন, তিনি আর্হতি প্রদান করিবামাত্র তপস্যা প্রভাবে সোমহ প্রাপ্ত সহস্র সহস্র ‘ঋভু’ নামক দেবতাগণ যজ্ঞকুণ্ড হইতে বেগে উৎখত হইলেন । ৩৩

তাঁহারা ব্রহ্মতেজে দেদীপ্যমান হইয়া প্রকলিত কাষ্ঠ ধারণ পূর্বক প্রমথ ও গৃহকগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন, সূতরাং প্রহারে প্রপীড়িত হইয়া তাহারা চতুর্দিকে পলায়ন করিল । ৩৪

ইতি চতুর্থ অধ্যায়



## পঞ্চম অধ্যায়

ত্রিমৈত্রেয় উবাচ ।

ভবো ভবাশ্চা নিধনং প্রজাপতেরসংকৃতায়। অবগম্য নারদাং ।  
 স্বপার্ষদসৈন্যঞ্চ তদধ্বরভূতিবিদ্রাবিতং ক্রোধমপারমাদধে ॥১॥  
 ক্রুদ্ধঃ স্তদকৌষ্ঠপুটঃ স ধূৰ্জ্জটীজটাং তড়িহ্বলিসটোগ্রোরোচিষম্ ।  
 উৎকৃত্য রুদ্ধঃ সহসোথিতো হসন্ গভীরনাদো বিসসজ্জ তাং ভুবি ॥২॥  
 ততোহতিকায়ন্তনুবা স্পৃশন্ দিবং সহস্রবাহুর্ধনরূপক্ ত্রিসূর্যাদৃক্ ।  
 করালদংশ্ট্রো জ্বলদগ্নিমূৰ্জ্জঃ কপালমালো বিবিধোদ্রতায়ুধঃ ॥৩॥  
 তং কিং করোমাতি গৃণন্তমাহ বদ্ধাঞ্জলিং ভগবান্ ভূতনাথঃ ।  
 দক্ষঃ সযজ্ঞঃ জহি মন্তটানাং ত্বমগ্রী রুদ্ধ তটাংশকো মে ॥৪॥  
 আজ্ঞপ্ত এবং কুপিতেন মন্যুনা স দেবদেবং পরিচক্রমে বিভূম্ ।  
 মেনে তদাত্মানমসঙ্গরংহসা মহীয়সাং তাত সহঃ সহিযুঃ ॥৫॥

দক্ষবধ

ত্রিমৈত্রেয় কহিলেন—হে বিহর ! ভবানী  
 প্রজাপতি দক্ষের নিকট অপমানিতা হইয়া প্রাণত্যাগ  
 করিয়াছেন, এবং সেই যজ্ঞে সমুৎপন্ন ঋতু নামক  
 দেবতাগণ তাঁহার পার্শ্বদ সৈন্যগণকে যজ্ঞভূমি হইতে  
 বিতাড়িত করিয়াছেন—মহর্ষি নারদের মুখে এই  
 কথা শ্রবণ করিয়া রুদ্ধ অভিশয় ক্রোধান্বিত  
 হইলেন । ১

সেই ধূৰ্জ্জটী তখন দারুণ ক্রোধে আপনার ওষ্ঠপুট  
 দংশন পূর্বক তৎক্ষণাৎ মস্তক হইতে তড়িৎ ও বহ্নি-  
 শিখার স্থায় উগ্রদোপ্তিশালিনী একটি জটা উৎপাটিত  
 করিলেন এবং গাত্রোত্থান করিয়া গভীর শব্দে অট্টহাস্ত  
 করিতে করিতে ঐ জটাকে ভূমিতে নিক্ষেপ  
 করিলেন । ২

অনন্তর ঐ জটা হইতে মহাকাল বীরভদ্র উৎপন্ন  
 হইলেন, তাঁহার কলেবর এত উচ্চ যে, তিনি উহার  
 দ্বারা আকাশ স্পর্শ করিলেন, তাঁহার মেঘের স্থায়

কৃষ্ণবর্ণ সহস্র বাহু, সূর্য্যের স্থায় জ্বলন্ত তিনটি চক্ষু,  
 তাঁহার দ্রংষ্ট্রা অভিশয় করাল এবং তাঁহার কেশ-  
 কলাপ জ্বলন্ত অনলের স্থায় প্রজ্বলিত হইতেছিল,  
 তাঁহার গলায় নরকপালের মালা এবং তাঁহার হস্তে  
 বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র উদ্ভূত ছিল । ৩

বীরভদ্র কৃতাজ্ঞলিপুটে কহিলেন—“প্রভো !  
 আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে।” ভগবান্ ভূতপতি  
 তখন তাঁহার বাণ্য শুনিয়া কহিলেন, “হে রুদ্ধজট !  
 তুমি অতিশয় যুদ্ধকুশল, তুমি মৎপক্ষীয় যোদ্ধৃবৃন্দের  
 অধিনায়ক হইয়া দক্ষকে তাঁহার যজ্ঞের সতিত বিনাশ  
 কর, তুমি আমার অংশ—অতএব ত্রাসাতেজে ভীত  
 হইও না” । ৪

দুৰ্জ্জয় ভগবান্ মহাদেব কোপান্বিত হইয়া এই  
 প্রকার আজ্ঞা করিলে বীরভদ্র মহেশ্বরকে প্রণাম  
 পূর্বক প্রদক্ষিণ করিলেন, সেই সময় তাঁহার অপ্রতি-  
 হত বেগের আবির্ভাব হইল, তাহাতে তিনি আপনাকে  
 অভিশয় বলিষ্ঠ ব্যক্তিরও বল সঙ্করণে সমর্থ বলিয়া  
 বোধ করিলেন । ৫



অস্বীয়মানঃ স তু রুদ্রপার্বিদেভূষণং নদন্তির্ব্যানদং স্তম্ভৈরবম্ ।  
 উদ্ভম্য শূলং জগদন্তকাস্তকং সংপ্রাদ্রবদেবায়ণভূষণাজিঃ ॥৬॥  
 অথর্ষিজো যজমানঃ সদস্তাঃ ককুভ্যদীচ্যাং প্রসমীক্ষ্য রেণুম্ ।  
 তমঃ কিমেতৎ কুত এতদ্রজোহুদিত্তি বিজা বিজপত্ন্যশ্চ দধ্যুঃ ॥৭॥  
 বাতা ন বাস্তি ন হি সস্তি দস্তবঃ প্রাচীনবর্হিজীবতি হোত্রদণ্ডঃ ।  
 গাবো ন কাল্যস্ত ইদং কুতো রজো লোকোহধুনা কিং প্রলয়ায় কল্পতে ॥৮॥  
 প্রসূতিমিশ্রাঃ স্ত্রিয় উদ্বিগ্ধচিত্তা উচুর্বিপাকো বৃজিনস্তৈব তস্তা ।  
 যৎ পশ্যতীনাং ছহিতৃণাং প্রজেশঃ স্ততাং সতীমবদধ্যাবনাগাম্ ॥৯॥  
 যন্তুস্তকালে ব্যুপজটাকলাপঃ স্বশূলসূচ্যর্পিতদিগ্গজেন্দ্রঃ ।  
 বিতত্য নৃত্যত্বাদিতান্ত্রদোক্ষর্জাসূচ্যট্টহসন্তনয়িত্বুভিন্নদিক্ ॥১০॥  
 অমর্ষয়িত্বা তমসহতেজসং মন্যুপ্লুতং ছনির্নীক্ষ্যং ভ্রুকুট্যা ।  
 করালদংষ্ট্রাভিরুদন্তভাগণং স্ম্যৎ স্বস্তি কিং কোপয়তো বিধাতুঃ ॥১১॥

অনন্তর সেই বীরভদ্র ভীষণ শব্দকারী রুদ্রের  
 অনুচরবর্গের সহিত মিলিত হইয়া ভয়ানক গম্ভীৰ্ব  
 নিনাদ করিলেন এবং জগদন্তক যত্নরও যত্নস্বরূপ  
 ত্রিশূল উত্তোলন করিয়া দক্ষযজ্ঞের প্রতি প্রবল বেগে  
 ধাবিত হইলেন, তৎকালে তাঁহার চরণদ্বয়ের নুপুরাদি  
 ভূষণের ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল । ৬

এদিকে যজ্ঞসভাস্থ ঋষিক, যজমান ও সদস্তসকল  
 এবং বিজ ও বিজপত্নীগণ উত্তরদিকে ভয়ানক ধূলি  
 উড়িতেছে দেখিয়া সবিস্ময়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন  
 —“এ কি—অন্ধকার ? না—এ ধূলি—! কোথা  
 হইতে এইরূপ ধুলিরাশি উখিত হইল ?” ৭

বায়ু ত’ প্রচণ্ড বেগে বহিতেছে না, উগ্রদণ্ড  
 প্রাচীনবর্হিও ত’ জীবিত আছেন, অতএব দম্য ও  
 তক্ষরাদিরও ত’ উৎপাতের সম্ভাবনা নাই অথবা কেহ  
 গো-সকলকেও ত’ শীঘ্র তাড়না করিয়া লইয়া যাই-  
 তেছে না ! তবে কোথা হইতে এই ধুলিরাশি উখিত  
 হইল, লোকের কি এখনই প্রলয়কাল উপস্থিত হইল ?

দক্ষপত্নী প্রসূতিপ্রমুখ স্ত্রীগণ উদ্বিগ্ধচিত্তা হইয়া  
 বলিতে লাগিলেন—প্রজাপতি দক্ষ তাঁহার স্ত্রীয় তনয়া  
 নিরপরাধা সতীকে অশ্রান্ত কষ্টাগণের সম্মুখে অবজ্ঞা  
 করিয়াছিলা, আমাদের নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে,  
 ইহা সেই পাপেরই ফল । ৯

যিনি প্রলয়কালে ভটাকলাপ বিকীর্ণ করিয়া  
 আপনার শূলের অগ্রভাগে দিগ্গজেন্দ্রগণকে বিদ্ধ  
 কবেন এবং নানা শস্ত্রবিভূষিত বাহুরূপ, ধ্বজসমূহ  
 বিস্তার পুরঃসর আহ্লাদে নৃত্য করিতে করিতে  
 মেঘগর্জনে সদৃশ ভীষণ অট্টহাস্তে দিগ্‌মণ্ডল বিদীর্ণ  
 করিয়া থাকেন । ১০

ঈশ্বর তেজ অসহনায়, যিনি সত্তাবঃই ক্রোধ-  
 যুক্ত, ঈশ্বর ভ্রুকুটি বিকৃত মুখ নিরীক্ষণ করা  
 কাহারও সাধ্যাত্ত নহে, এবং ঈশ্বর ভীষণ ভ্রংষ্ট্রী  
 দ্বারা আশ্রিত হইয়া নক্ষত্রগণ কক্ষচ্যুত হইয়া পড়ে,  
 সেই উগ্রমুষ্টি রুদ্রকে প্রকোপিত করিয়া স্বয়ং  
 ব্রহ্মাও কি নিস্তার পাইতে পারেন ? ১১

বিস্মৃতি—যিনি প্রতি ঋতুতে যজ্ঞ করেন, তাঁহাকে  
 ঋষিক (ঋতু + যজ্ + ক্রি.) বা যজ্ঞের প্রবর্তক পুরোহিত  
 কহিয়া থাকে । যজ্ঞকালে হোতা, অধ্বর্য, ব্রহ্মা ও উদগাতা

এই চারিজন মুখ্য ঋষিক বা পুরোহিত থাকেন ।  
 ইহাদের প্রত্যেকের অব্যবহিত তিন তিন জন করিয়া আরও  
 বাদশ জন ঋষিক থাকেন । ৭



বহুবমুদ্রিয়দৃশ্যোচ্যমানে জনেন দক্ষশ্চ মুহূর্মহাঙ্গনঃ ।

উৎপেতুৰুৎপাততমাঃ সহস্রশো ভয়াবহা দিবি ভূমৌ চ পর্য্যক্ ॥১২॥

তাৰং স রুদ্রানুচরৈর্মহামথো নানায়ুধৈর্বাগনকৈরুদায়ুধৈঃ ।

পিতৈঃ পিশঙ্গৈর্মকরোদরাননৈঃ পর্য্যাদ্রবন্তিবিহুৱাস্বরুধ্যত ॥ ৩॥

কেচিভক্তাঃ প্রাথং পত্নীশালাং তথাপরে । সদ আয়ীধুশালাঞ্চ তদ্বিহারং মহানসম্ ॥১৪॥

রুদ্রজুৰ্জন্তপাত্রাণি তথৈকেহয়ীননাশয়ন্ । কুণ্ডেশ্বমুদ্রয়ন্ কেচিদ্ভিত্তিহুর্বেদমেখলাঃ ॥১৫॥

অবাধস্ত মুনীনন্তে একে পত্নীরতর্জয়ন্ । অপরে জগৃহর্দেবান্ প্রত্যাসন্নান্ পলায়িতান্ ॥১৬॥

ভৃগুং ববন্ধ মণিমান্ বীরভদ্রঃ প্রজাপতিম্ । চণ্ডেশঃ পূমণং দেবং ভগং নন্দোশ্বরোহগ্রহীৎ ॥১৭॥

সর্ব এবদ্বিজো দৃষ্ট্বা সদস্তাঃ সদিবোকসঃ । তৈরদ্যমানাঃ হুভুশং গ্রাবভিনৈকধাহ্রবন্ ॥১৮॥

জুহবতঃ স্রবহস্তশ্চ শ্মশ্রাণি ভগবান্ ভবঃ । ভৃগোলু লুকে সদসি যোহহসৎ শ্মশ্রু দর্শয়ন্ ॥১৯॥

যজ্ঞসভায় সমস্ত ব্যক্তিও উদ্বিগ্ন চিন্তে চকিত-  
লোচন হইয়া বারম্বার এইরূপ কহিতে লাগিল ।  
অকস্মাৎ গগনমণ্ডলে ও অবনীতলে সহস্র সহস্র  
ভয়াবহ ঘোরতর উৎপাত সমুখিত হইতে লাগিল —  
তাহাতে অতি ধীর দক্ষেরও ভয় জন্মিল । ১২

হে বিহর ! অনতিবিলম্বে রুদ্রানুচরগণ  
স্ব স্ব নানাবিধ অস্ত্র উত্তোলন পূর্বক চতুর্দিক্ হইতে  
বেগে আগমন করিয়া সেই যজ্ঞসভা বেটন করিয়া  
ফেলিল । তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ খর্বা কৃতি,  
কেহ কেহ কপিলবর্ণ, কেহ বা পীতবর্ণ, কাহারও  
উদয় মকরের স্থায়, কাহারও বদনমণ্ডল মকরের  
মুখের স্থায় । ১৩

তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ যজ্ঞশালায় পূর্ব-  
পশ্চিম স্তম্ভের উপরিস্থিত পূর্ব-পশ্চিমায়ত কণ্ঠ  
ভাজিয়া ফেলিল, কেহ বা যজ্ঞশালায় পশ্চিমদিকস্থিত  
পত্নীশালা ভগ্ন করিয়া দিল, কেহ বা যজ্ঞশালায়  
পুরোভাগে অবস্থিত মণ্ডপ ও তৎসমূহস্থ স্নাত রাধিবার  
স্থান, কেহ বা তদন্তরস্থ আয়ীধুশালা, কেহ বজ্রমান-  
গণের গৃহ এবং কেহ বা পাকশালা ভগ্ন করিয়া  
দিল । ১৪

কেহ কেহ যজ্ঞপাত্র ভগ্ন করিল, কেহ বা আয়

নন্ট করিয়া ফেলিল, কেহ বা যজ্ঞীয় বেদীর মেখলা  
বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল । ১৫

কতকগুলি রুদ্রানুচর মুনিদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ  
ধাবিত হইল, কেহ কেহ বা মুনিপত্নীদিগকে তর্জজন  
গর্জজন করিতে লাগিল, অত্যাগু রুদ্রানুচরগণ নিকটবর্তী  
পলায়মান দেবগণকে ধরিতে লাগিল । ১৬

মণিমান নামক রুদ্রপার্দভ ভৃগুকে ধরিয়া বন্ধন  
করিলেন, বীরভদ্র দক্ষকে, যজ্ঞেশ সূর্য্যদেবকে এবং  
নন্দোশ্বর ভগদেবকে বন্ধন করিলেন । ১৭

ঋষিকৃগণ ও দেবতাগণের সহিত সমস্তগণ  
সকলেই পূর্বোক্ত প্রকার উপদ্রব নিরীক্ষণ করিয়া  
চতুর্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন,  
রুদ্রানুচরগণ তাঁহাদিগের প্রতি প্রস্তর-নিক্ষেপ  
করিতে লাগিল, তাহারা তাহাতে অতিশয় ব্যথিত  
হইলেন । ১৮

মহর্ষি ভৃগু যজ্ঞস্থলে বসিয়া স্রব নামক যজ্ঞ-  
পাত্র হস্তে করিয়া হোম করিতেছিলেন ; ঐ সময়ে  
ভগবান্ রুদ্রের অংশ বীরভদ্র তাঁহার শ্মশ্রুৱাজি  
উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন ; কারণ, ঐ ভৃগু সভা-  
স্থলে মহাদেবকে শ্মশ্রু প্রদর্শন করিয়া হাস্ত  
করিয়াছিলেন । ১৯



ভগশ্চ নেত্রে ভগবান্ পাতিতশ্চ রুধা ভুবি । উজ্জহার সদঃশ্চোহঙ্কা যঃ শপস্তুমসূচৎ ॥২০॥  
 পৃষ্ণো হৃপাতয়দন্তান্ কলিঙ্গশ্চ যথা বলঃ । শপ্যামানে গরিমণি যোহহসদর্শয়ন্ দতঃ ॥২১॥  
 আক্রম্যোরসি দক্ষশ্চ শিতধারেণ হেতিনা । ছিন্দমপি তদুদ্বর্ত্তং নাশকোং ত্র্যম্বকস্তদা ॥২২॥  
 শত্রৈরস্ত্রাশ্নিতরৈনমানাভিন্নহুতঃ হরঃ । বিস্ময়ং পরমাপমো দধ্যৌ পশুপতিশ্চিরয় ॥২৩॥  
 দৃষ্ট্বা সংজ্ঞপনং যোগং পশূনাং স পতির্মথৈ । যজমানপশোঃ কশ্চ কাযাং তেনাহরচ্ছিরঃ ॥২৪॥  
 সাধুবাদস্তদা তেমাং কৰ্ম্ম ৩৭ তস্ত পশুতাম্ । ভূতপ্রেতপিশাচানামন্যেমাং তদ্বিপৰ্য্যয়ঃ ॥২৫॥  
 জুহাবৈতচ্ছিরস্তস্মিন্ দক্ষিণায়াংমর্ষিতঃ । তদেবযজ্ঞনং দক্ষা প্রাতিষ্ঠদুদ্বাহকালয়ন্ ॥২৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং

চতুর্থস্কন্ধে দক্ষযজ্ঞবিধিসনং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

দক্ষ যখন সভাস্থলে শিবনিন্দা করিতেছিলেন, ভগদেব তখন চক্ষুর দ্বারা দক্ষের কবিতা তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, এই কারণে ভগবান বীরভদ্র ক্রোধভরে তাঁহাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার চক্ষুর্ঘ্য উৎপাটন করিলেন । ২০

বলভদ্র যেমন কলিঙ্গরাজ দন্তবক্রের দন্তসকল উৎপাটিত করিয়াছিলেন, বীরভদ্র সেইকপে পৃথার দন্তসকল উৎপাটন করিলেন । কাবণ, দক্ষ যখন পরমশ্রদ্ধা মহাদেবের নিন্দা করেন, তখন তিনি দন্ত দেখাইয়া হাস্ত করিয়াছিলেন । ২১

অতঃপর কদ্রাংশ বীরভদ্র দক্ষের বক্ষঃস্থল আক্রমণ করিয়া গীক্ষধার খড্গেদ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিতে আবৃত্ত করিলেন, কিন্তু পুনঃ পুনঃ আঘাতেও দক্ষের শরীর হইতে তাঁহার মস্তক বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেন না । ২২

যখন নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্রের প্রহারে দক্ষের চর্ম্ম

মাত্রও ছিন্ন হইল না, তখন সেই পশুপতির অংশ বীরভদ্র অতিশয় বিস্মিত হইয়া অনেককাল ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন । ২৩

অনন্তর সেই পশুপতি-বীরভদ্র যজ্ঞস্থানে সংজ্ঞপন যোগ অর্থাৎ কণ্ঠনিপীড়নের দ্বারা পশু-মাবণোপায় যজ্ঞ দর্শন করিয়া তাহার দ্বারা যজমানকণ পশু প্রজাপতি দক্ষের শরীর হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন । ২৪

তখন তাঁহার এই কৰ্ম্ম দেখিয়া ভূত-প্রেত-পিশাচগণ সাধুবাদ করিয়া কোলাহল করিয়া উঠিল, কিন্তু যজ্ঞস্থানস্থিত দক্ষপক্ষীয় অন্ত্র সকলের মুখ হইতে তদ্বিপন্নতা অসাধুবাদ উথিত হইল । ২৫

তখন ক্রোধপ্রদীপ্ত বীরভদ্র দক্ষের ছিন্ন মস্তক দক্ষিণাশ্রিতে আছতি প্রদান করিলেন এবং যজ্ঞশালা দক্ষ কবিগণ কৈলাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন । ২৬

ইতি পঞ্চম অধ্যায় ।



## ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

অথ দেবগণাঃ সৰ্ব্বৈ রুদ্রানীকৈঃ পরাজিতাঃ । শূলপাট্টশনিদ্বিশংগদাপবিঘমুদগারৈঃ ॥ ১ ॥

সংছিন্নভিন্নসৰ্ব্বাঙ্গাঃ সৰ্ব্বিক্‌সভ্যা ভয়াকুলাঃ । স্বয়ম্ভুবে নমস্কৃত্য কাংশ্চৈত্ম্যেনৈতম্যবেদয়ন্ ॥ ২ ॥

উপলভ্য পুরৈবৈতদ্ভগবানজসম্ভবঃ । নারায়ণশ্চ বিশ্বাত্মা ন কশ্যাপধরমীয়তুঃ ॥ ৩ ॥

তদাকর্ণ্য বিভুঃ প্রাহ তেজীয়সি কৃতাগসি । ক্ষেমায় তত্র সা ভূয়াম প্রায়েণ বুদ্ধমতাম্ ॥ ৪ ॥

অথাপি যুয়ং কৃতকিঞ্চিয়া ভবং যে বর্হিষো ভাগভান্নং পরাদুঃ ।

প্রসাদয়ধ্বং পরিশুদ্ধচেতসা ক্ষিপ্রপ্রসাদং প্রগৃহীতাজ্জি পদ্যম্ ॥ ৫ ॥

আশামানা জীবিতমধ্বরশ্চ লোকঃ সপালঃ কুপিতে ন যশ্নিন্ ।

তমাশু দেবং প্রিয়য়া বিহীনং ক্ষমাপয়ধ্বং হৃদি বিদ্ধং দুৰুজৈঃ ॥ ৬ ॥

নাহং ন যজ্ঞো ন চ যুয়মশ্চে যে দেহভাজো মুনয়শ্চ তদ্বম্ ।

বিভুঃ প্রমাণং বলবীৰ্য্যযোৰ্বা যস্তাত্ততস্তশ্চ ক উপায়ং বিধিৎসেৎ ॥ ৭ ॥

শিবের নিকট দক্ষ প্রভৃতির জীবন প্রার্থনা

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—অনন্তর ভগবান্ রুদ্রের সৈন্যগণ দেবভাগণকে পরাভূত করিয়া শূল, পাট্টিশ, নিদ্বিশ, গদা, পরিঘ ও মুদগার ইত্যাদি অস্ত্রের দ্বারা তাঁহাদের সৰ্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলে তাঁহারা ভয়ে ব্যাকুল হইয়া ঋত্বিক্ ও সদশুগণের সহিত ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দক্ষযজ্ঞের সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তার নিবেদন করিলেন । ১-২

ভগবান্ কমলযোনি এক বিশ্বাত্মা নারায়ণ পূর্ক হইতেই জানিতেন যে, দক্ষযজ্ঞে এইরূপ হইবে ; এই জন্ত তাঁহারা দুইজনে দক্ষযজ্ঞে গমন করেন নাই । ৩

ব্রহ্মা দেবতাদিগের ঐ সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, মহাভেদস্বী পুরুষের নিকট অপরাধ করিয়া তাঁহারা প্রাণধারণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সে ইচ্ছা প্রায়ই মঙ্গলজনক হয় না । ৪

ভগবান্ ভব বস্ত্তভাগভোগী, তোমরা তাঁহার ভাগ রহিত করিয়া তাঁহার নিকটে মহা অপরাধী হইয়াছ, অতএব এখন পরিশুদ্ধ চিত্তে তাঁহার চরণ-কমল গ্রহণ পূর্বক সেই আশুতোষকে প্রসন্ন করিতে বদ্ধ কর । ৫

যিনি ক্রুদ্ধ হইলে লোকপাল সহিত সমস্ত লোক বিনষ্ট হইয়া যায়—তিনি একে প্রিয়তমার বিয়োগে কাতর, তাহাব পর দক্ষের দুর্ব্যবহার দ্বারা তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ হইয়াছে, অতএব তোমরা যজ্ঞের পুনরুদ্ধার প্রার্থনা করিয়া শীঘ্রই সেই দেবদেবের নিকট গমন পুরসের তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর । ৬

আমি, ইন্দ্র, তোমরা ও অন্যান্য যে সকল দেহ-ধারী মূনি আছেন, তাঁহারা কেহই সে দেবদেবের বধার্থ তব বা তাঁহার বলবীৰ্য্যের ইয়ত্তা করিতে পারেন না, সেই স্বতন্ত্র পুরুষ ভগবান্ ভবের নিকট কোন ব্যক্তি উপায়বিধানের বাসনা করিতে পারে ? ৭



স ইথমাদিশ্য সুরানজন্তু তৈঃ সমন্বিতঃ পিতৃভিঃ সপ্রজৈশৈঃ ।

যযৌ স্বধিষ্যাৎমিলয়ঃ পুরষিষঃ কৈলাসমদ্রিপ্রবরং প্রিয়ং প্রভোঃ ॥৮॥

জন্মোষধিতপোগজ্ঞ-যোগসিদ্ধৈর্নরৈতৈঃ । জুহুং কিমরগন্ধকৈর্বরপ্সরোভিরুতং সপা ॥৯॥

নানামণিময়ৈঃ শৃঙ্গৈর্নানাধাতুবিচিত্রিতৈঃ । নানাঙ্গমলতাশুল্কৈর্নানামৃগগণাবৃতৈঃ ॥ ১০ ॥

নানামলপ্রশ্রবণৈর্নানাকন্দরসানুভিঃ । রমণং বিহরন্তীনাং রমণৈঃ সিদ্ধবোধিতাম্ ॥১১॥

ময়ূরকেকাভিরুতং মদাঙ্কালিবিমুচ্ছিতম্ । প্লাবিতৈ রক্তকণ্ঠানাং কৃজিতৈশ্চ পতঞ্জিণাম্ ॥১২॥

আহ্বরন্তুমিবোদ্ধৈস্তেজিজ্ঞান্ কামদুর্ঘৈর্দ্রুমৈঃ । ব্রজস্তুমিব মাতঙ্গৈর্গুণস্তুমিব নিবর্তৈঃ ॥১৩॥

মন্দারৈঃ পারিজাতৈশ্চ সরলৈশ্চোপশোভিতম্ ।

তমালৈঃ সালতালৈশ্চ কোবিদারাসনার্জুনৈঃ ॥১৪॥

চূতৈঃ কদম্বৈর্নাপৈশ্চ নাগপুন্নাগচম্পকৈঃ । পাটলাশোকবকুলৈঃ কুন্দৈঃ কুরবকৈরপি ॥১৫॥

স্বর্ণাংশতপত্রৈশ্চ বীররেণুকজাতিভিঃ । কুজকৈর্মল্লিকাভিশ্চ মাধবীভিশ্চ মণ্ডিতম্ ॥১৬॥

পনসোড়ম্বরাস্থপ্লব্ধক্যগ্রোধহিঙ্গুভিঃ । ভূজ্জরোষধিভিঃ পূগৈ রাজপূগৈশ্চ জম্বুভিঃ ॥১৭॥

খর্জুরাত্রাতকাত্রাতৈঃ পিয়ালমধুকেশুদৈঃ । দ্রুমজাতিভিরনৈশ্চ রাজিতং বেণুকীচকৈঃ ॥১৮॥

ভগবান্ কমলযোনি অমরগণকে এই প্রকার আদেশ প্রদান করিয়া প্রজাপতিগণ ও দেবগণের সহিত স্বধাম ভইতে ত্রিপুরারির প্রিয়তম আশ্রয় গিরিরাজ-কৈলাসে যাত্রা করিলেন। সেই কৈলাস পর্বতে জম্বু, ওষধি, ংপ্তা,—মস্ত্র এবং বোগ দ্বারা সিদ্ধ, কিম্বর দেবগণ তথায় বাস করিতেছেন এবং বক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অঙ্গরোগণের দ্বারা সেই স্থান পরিবৃত্ত। ৮-৯

ঐ পর্বতের মণিময় শৃঙ্গ সকল বিবিধ ধাতু দ্বারা চিত্রিত, বহুবিধ বৃক্ষ, লতা, গুল্ম তাহার চারিপার্শ্বে উৎপন্ন হইয়া তাহার শোভাবৃদ্ধি করিতেছে এবং নানা মৃগ তদুপরি বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। ১০

সেই পর্বতে নানা প্রকার অমল প্রশ্রবণ, বিবিধ কন্দর ও সানু থাকতে, উহা কান্তগণের সহিত বিহারাসক্ত সিদ্ধ-কামিনীগণের অনুরাগ বর্দ্ধন করিতেছে। ১১

ময়ূরগণের কেকারবে ঐ পর্বত নিনাদিত, মদাঙ্ক ভ্রমরগণের গুনগুন ধ্বনিতে উহা মুখরিত, উহার উপরিভাগস্থ নানাবিধ কামদোহী কল্পবৃক্ষের উচ্চ

শাখা-প্রশাখায় রক্তকণ্ঠ কোকিলকুল ও অশ্রান্ত বিবিধ পক্ষী প্লুতস্ববে গান করাতে বোধ হইল, যেন ঐ পর্বতরাজ স্বয়ং হস্ত উত্তোলন করিয়া বিহঙ্গম-দিগকে আহ্বান করিতেছেন। সেখানে অসংখ্য মাতঙ্গ ইত্যন্ততঃ ভ্রমণ করাতে বোধ হইতেছিল যেন, ঐ পর্বত গমন করিতেছে ; এবং নিবর্ত হইতে সশব্দে বারিপাত হওয়ায় বোধ হইতেছিল, যেন ঐ কৈলাস মধুরভাবে সস্তাবণ করিতেছেন। ১২-১৩

ঐ পর্বত মন্দার, পারিজাত, সরল, তমাল, শাল, তাল কোবিদার, আসন, অর্জুন, চূত, কদম্ব, নীপ, নাগপুন্নাগ, চম্পক, পাটল, অশোক, বকুল, কুন্দ ও কুরুকের দ্বারা পরম রমণীয়রূপে শোভিত। ১৪-১৫

উহা সুবর্ণবর্ণ শতপত্রৈ, বীর, বেণুক, জাতি, কুজক, মল্লিকা ও মাধবী দ্বারা অলঙ্কৃত এবং পনস, উড়ম্বর, অস্থপ্ল, প্লব্ধ, ক্যগ্রোধ, হিঙ্গু, ভূজ্জ, বিবিধ ওষধি, পূগ, রাজপূগ, জম্বু, খর্জুর, আত্রাতক, আত্র, পিয়াল, মধুর, ইন্দ্রদ ও অশ্রান্ত দ্রুম জাতিতে বিশেষতঃ বেণু ও কীচক বৃক্ষে বিশোভিত ছিল। ১৬-১৮



কুমুদোৎপলকফলার-শতপত্রসমৃদ্ধিভিঃ । নলিনীষু কলং কুজং-খগবৃন্দোপশোভিতম্ ॥১৯॥  
মৃগৈঃ শাখামৃগৈঃ ক্রোড়ৈর্মৃগেন্দ্রেভকর্শল্যটকৈঃ । গবয়ৈঃ শরভৈর্ব্যাট্রৈ রুরুভির্মহিষাদিভিঃ ।

কর্ণোর্ধ্বৈকপদাশ্বাশ্চৈর্নির্জঙ্ঘকৈঃ বৃকনাভিভিঃ ॥২০॥

কদলীষুশুসংরুদ্ধ-নলিনীপুলিনশ্রিয়ম্ ॥ ২১ ॥

পর্যন্তং নন্দয়া সত্যাঃ স্নানপুণ্যতরোদয়া । বিলোক্য ভূতেশগিরিং বিবুধা বিশ্বয়ং যযুঃ ॥২২॥  
দদৃশুস্তত্র তে রম্যামলকাং নাম বৈ পুরীম্ । বনং সৌগন্ধিকঞ্চাপি যত্র তন্মাম পঙ্কজম্ ॥২৩॥  
নন্দা চালকনন্দা চ সরিতৌ বাহুতঃ পুরঃ । তীর্থপাদপদান্তোজ-রজসাতীব পাবনে ॥ ২৪ ॥  
ঋগোঃ সুরস্রিয়ঃ ক্ষতরবরুহ স্বধিক্ষ্যতঃ । ক্রীড়ন্তি পুংসঃ সিঞ্চন্ত্যো বিগাহ রতিকর্ষিতাঃ ॥২৫॥  
যয়োস্তৎস্নানবিভ্রষ্ট নবকুকুমপিঞ্জরম্ । বিভ্রষোহপি পিবন্ত্যস্তঃ পায়য়ন্তো গজা গজীঃ ॥২৬॥  
তারহেমমহারত্ন-বিমানশতসঙ্কল্যাম্ । জুষ্ঠাং পুণ্যজনন্তীভির্বধা খং সতড়িদ্ভবনম্ ॥২৭॥  
হিত্বা যক্ষেশ্বরপুরীং বনং সৌগন্ধিকঞ্চ তৎ । দ্রুমৈঃ কামরূর্ধৈর্হৃদ্যং চিত্রমালাফলচ্ছদৈঃ ॥২৮॥  
রক্তকণ্ঠখগানীক-স্বরমণ্ডিতষট্ পদম্ । কলহংসকুলপ্রোষ্ঠ-খরদণ্ডজলাশয়ম্ ॥ ২৯ ॥

তত্রত্য সরোবরসমূহে বিবিধ জলচর বিহঙ্গগণ  
কুমুদ, উৎপল, পদ্ম প্রভৃতি বিকসিত জলজ পুষ্পের  
মকরন্দ ও সৌরভ-সমৃদ্ধির হেতু মধুর কুঞ্জন করিতে  
থাকায় ঐ গিরির সান্নিধ্য শোভা হইয়াছিল । ১৯

যেখানে মৃগ, শাখামৃগ, বরাহ, সিংহ, গজ, ভল্লুক,  
শল্যক, গবয়, শরভ, ব্যাঘ্র, রুরু, মহিষ, কর্ণ, উর্গ,  
একপদ, অশ্বমুখপ্রমুখ বিবিধ পশু বিশেষতঃ বৃক ও  
কন্তুরীমৃগ সর্বদা চরিয়া বেড়াইত । সরসীপুলিনে  
কদলীশ্রেণী অপূর্ব শোভা বিস্তার করিতেছিল, সতীর  
স্নানের জন্ত পুণাতোয়া সুরধুনী সেই গিরিরাজের  
চতুর্দিক বেষ্টিত করিয়া প্রবাহিতা হইতেছিলেন । ২০-২১

ভূতপতির আবাসস্থল কৈলাস গিরি দেখিয়া  
দেবগণ বিশ্বয় প্রাপ্ত হইলেন । অনন্তর দেবগণ  
পর্বভোগপরি অলকা নামে একটি পুরী ও সৌগন্ধিক  
নামক এক বন দেখিতে পাইলেন, ঐ বনে সৌগন্ধিক  
নামক গন্ধপুষ্প জন্মিয়া থাকে । ২২-২৩

ঐ পুরীর বহির্ভাগে তীর্থপাদ শ্রীহরির পাদপদ্মের  
রেণুস্পর্শে অতীব পবিত্রা নন্দা ও অলকানন্দা নাম্নী  
দুইটি স্রোতস্বতী প্রবাহিতা । ২৪

হে বিহুর ! সন্তোষশ্রাস্তা সুরকামিনীগণ স্ব স্ব  
অধিষ্ঠান হইতে অবতরণ করিয়া ঐ স্রোতস্বতীদ্বয়ে  
অবগাহন করেন এবং কান্তগণের গাত্রে জলসেচন  
পূর্বক নানা প্রকার ক্রীড়া করিয়া থাকেন । ঐ নদীর  
জলে দিব্যাঙ্গনাগণ স্নান করাতে তাঁহাদের গাত্রভ্রষ্ট  
নব কুকুমে উহাদের জল গীতবর্ণ হয়, স্তম্ভরাং শিলাসা  
না থাকিলেও হস্তিগণ করিগীগণকে ঐ জল পান  
করাইয়া নিজেরাও পান করিয়া থাকে । ২৫-২৬

দেবগণ রজতময় ও স্বর্ণময় মণিমাণিক্যখচিত  
শত শত বিমানে পরিবাণ্ড, বিভ্রাস্তাসিত মেঘযুক্ত  
নভোমণ্ডলের ন্যায় ষষ্-রমণীগণ কর্তৃক নিষেবিত  
অলকাপুরী অতিক্রম করিয়া সৌগন্ধিক বনে উপনীত  
হইলেন । ঐ বন বিচিত্র সৌন্দর্য্যপূর্ণ, তাহাতে  
কামপ্রদ কল্লবৃক্ষ সকল নানাবিধ পুষ্প ও পত্রে বিভূ-  
ষিত হইয়া বিরাজ করিতেছে । তথায় শিকাদি  
বিহঙ্গমগণের মধুর স্বরের সহিত ভ্রমরাবলীর গুঞ্জন  
মিশ্রিত হইয়া অধিকতর সুশ্রাব্য হইয়াছিল । তত্রত্য  
জলাশয় সকল কলহংসকুলের প্রিয় কমলসমূহে  
সততই শোভা পাইতেছিল । ২৭-২৯



বনকুঞ্জরসংস্কৃৎ হরিচন্দনবায়ুনা । অধি পুণ্যজ্ঞনস্ত্রীণাং মুহুরন্মথয়ন্মনঃ ॥ ৩০ ॥  
 বৈদূর্য্যকৃতসোপানা বাপ্য উৎপলমালিনীঃ । প্রাপ্তং কিম্পুরুষৈর্দৃষ্ট্বা ত আরাদদৃশুর্বটম্ ॥ ৩১ ॥  
 স যোজনশতোৎসেধঃ পাদোনপিটপায়তঃ । পর্য্যাকৃতাচলচ্ছায়া নিরীড়স্তাপবর্জিতঃ ॥ ৩২ ॥  
 তস্মিন মহাযোগময়ে যুমুক্ষুশরণে সুরাঃ । দদৃশুঃ শিবমাসীনং ত্যক্তামর্ষমিবাস্তকম্ ॥ ৩৩ ॥  
 সনন্দনাট্যমর্হাসিকৈঃ শাস্তৈঃ সংশাস্তবিগ্রহম্ । উপাস্তমানং সখ্যা চ ভক্তা গৃহ্যকরক্ষসাম্ ॥ ৩৪ ॥  
 বিদ্যাতপোযোগপথমাস্থিতং তমধীশ্বরম্ । চরন্তং বিশ্বস্রুদং বাৎসল্যাক্লোকমঙ্গলম্ ॥ ৩৫ ॥  
 লিঙ্গঞ্চ তাপসাভীকং ভস্মদণ্ডজটাজিনম্ । অঙ্গেন সক্ষ্যাত্রুচা চন্দ্রলেখাঞ্চ বিভ্রতম্ ॥ ৩৬ ॥  
 উপবিষ্টং দর্ভময্যাং বৃষ্যাং ব্রহ্ম সনাতনম্ । নারদায় প্রবোচন্তং পৃচ্ছতে শৃণুতাং সতাম্ ॥ ৩৭ ॥  
 কৃত্বোরৌ দক্ষিণে সব্যং পাদপদ্মঞ্চ জানুনি । বাহুং প্রকোঠেহক্ষমালামাসীনং তর্কমুদ্রয়া ॥ ৩৮ ॥

তং ব্রহ্মনির্ব্বাণসমাধিমাশ্রিতং ব্যুপাশ্রিতং গিরিণং যোগকক্ষাম্ ।

সলোকপালা মুনয়ো মনুনামাগ্নং মনুং প্রাজ্ঞলয়ঃ প্রণেয়ুঃ ॥ ৩৯ ॥

বনকুঞ্জরগণ হরিচন্দনবৃক্ষে গাত্রকণ্ঠয়ন করিতে-  
 ছিল এবং সেই ঘর্ষিত অংশের সংযোগে তত্রস্থ পবন  
 এমন মৌরভযুক্ত হইয়া প্রবাহিত হয় যে, সেই বায়ুর  
 স্পর্শে ব্রহ্মাঙ্গনাদিগের মনও বাবংবার উন্মগিত হইয়া  
 পড়ে । কাননমধ্যস্থ বাপীসমূহের সোপানশ্রেণী  
 বৈদূর্য্যমণি দ্বারা বিরচিত এবং তন্মধ্যে প্রস্ফুটিত  
 উৎপলমালা বিরাজিত । সেই বনে কিয়ৎবগণ নিহার  
 করিতেছে, দেবগণ সেই বন-সমীপে একটি বটবৃক্ষ  
 দেখিতে পাইলেন । ৩১

ঐ বটবৃক্ষ শত যোজন উচ্চ, তাহার শাখাসকল পঞ্চ-  
 সপ্ততি যোজন পরিমাণ বিস্তৃত । উহার চারিদিকে অচল  
 ছায়া বিস্তারিত, কিন্তু উহার উপরে একটিও পক্ষীর  
 নীড় নাই এবং উহার অধোভাগে উদ্ভাপের লেশও  
 নাই । দেবগণ দেখিলেন, সেই মহাযোগময় যুমুক্ষু  
 জনের আশ্রয়স্বরূপ তরুমূলে মহাদেব ত্যক্তক্রোধ হইয়া  
 সাক্ষাৎ অন্তর্য্যমিরূপে উপবিষ্ট আছেন । ৩২-৩৩

তৎকালে তাঁহার মূর্ত্তি অতিশয় প্রশান্ত এবং  
 চারিদিকে সনন্দাদি মহাসিদ্ধ ঋষিগণ এবং গৃহ্যক  
 ও রক্ষোগণের পালক ও সখা কুবেব তাঁহার স্তব  
 করিতেছেন । ৩৪

তখন সেই বিশ্বের অধীশ্বর, বিদ্যা, তপস্তা ও  
 সমাধির পথ আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং বিশ্বের  
 স্রুদ হওয়াতে বাৎসল্য বশতঃ লোকসকলের মঙ্গল-  
 বিধানার্থ তপস্তাদির অনুষ্ঠান করিতেছিলেন ৩৫ ।

সক্ষ্যাকাশান আকাশের প্রভার দ্বারা তাঁহার  
 রক্তিমাত অঙ্গে তপস্বিজনের অভীষ্ট চিহ্ন ভস্ম, দণ্ড,  
 জটা ও অজিনাদি এবং ললাটে চন্দ্রলেখা ধারণ  
 করিয়াছিলেন । ব্রতচারিগণ বেক্রপ আসনে বসিয়া  
 থাকেন, শঙ্কর সেইরূপ কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া  
 শ্রোতৃগণের সমক্ষে দেবর্ষি নারদকে সনাতন বেদতত্ত্ব  
 উপদেশ করিতেছিলেন । ৩৬-৩৭

তাঁহার বামপদ তাঁহার দক্ষিণ উরুর উপরে,  
 বামহস্ত বামজানুতে বিগৃহ্য এবং অক্ষমালা মণিবন্ধে  
 সংলগ্ন ছিল ; তিনি তর্কমুদ্রাবিশিষ্ট হইয়া বীরাসনে  
 উপবিষ্ট ছিলেন । ৩৮

বাস্তবিক তিনি যোগপট আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মানন্দ  
 সমাধি অবলম্বন করিয়া অবস্থিত ছিলেন ; লোকপাল-  
 সহ যুনিগণ তথায় গমন করিয়া কৃতাজ্ঞ লিপুটে মনন-  
 শীলগণের অগ্রগণ্য সেই ভগবান ভবকে ব্রহ্মাঞ্জলি  
 হইয়া প্রণাম করিলেন । ৩৯



স তুপলভ্যাগতমাত্মনোনিং সুরাসুরেশৈরতিবন্দিতাঙ্গিঃ ।  
 উথায় চক্রে শিরসাভিবন্দনমহঁতমঃ কস্ম যথৈব বিষ্ণুঃ ॥৪০॥  
 তথাপরে সিদ্ধগণা মহর্ষিভির্ষে বৈ সমস্তাদনু নীললোহিতম্ ।  
 নমস্কৃতঃ প্রাহ শশাঙ্কশেখরং কৃতপ্রণামং প্রহসম্বিত্ত্বভূঃ ॥৪১॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ ।

জানে ত্বামোশং বিশ্বস্ত জগতো যোনিবীজয়োঃ ।

শক্তেঃ শিবস্ত চ পরং বৎ তদ্ব্রহ্ম নিবন্তরম্ ॥৪২॥

ত্বমেব ভগবন্তেতাচ্ছবশক্ত্যোঃ সরূপয়োঃ । বিধং সৃজ্যসি পাত্ত্ব্যাস ক্রৌড়ম্ নৃপটো যথা ॥৪৩॥

ত্বমেব ধর্ম্মার্থত্বার্থাভিপত্তয়ে দক্ষিণ সূত্রং সমজ্জিৎথাধরম্ ।

ত্বয়েব লোকেহবসিতাশ্চ সেতবে। যান্ ব্রাহ্মণাঃ প্রদধতে ধৃতব্রতাঃ ॥৪৪॥

ত্রং কস্মণাং মঙ্গলমঙ্গলানাং কত্তুঃ স্লোকং তনুমে স্বঃ পরং বা ।

অমঙ্গলানাঞ্চ ত্রিমিস্রমঙ্গলং বিপর্য্যয়ঃ কেন তদেব কস্মচিৎ ॥৪৫॥

ভগবান বিষ্ণু বামনমূর্ত্তি ধারণ করিয়া—পূজ্য-  
 ব্যক্তিদিগের পূজা হইয়াও যেমন প্রজাপতি কস্যপকে  
 অভিবাদন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ভগবান মহাদেব  
 ও দেবাসুরগণ কর্তৃক অভিবন্দিতচরণ হইয়া  
 আত্মযোনি ব্রহ্মা আগমন করিয়াছেন জানিয়া  
 গাত্রোপাধান পূর্ববৎ অবনত মস্তকে প্রণাম  
 করিলেন । ৪০

অনন্তর বে সিদ্ধগণ মহর্ষিদিগের সহিত মিলিত  
 হইয়া ভগবান নীললোহিতের অনুবর্তন ও চতুর্দিকে  
 অবস্থান করিতেন, অর্থাৎ শিব্যবৎ সেবা করিতেন,  
 তাঁহাবাও ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন । আগযোনি  
 ব্রহ্মা এইরূপে সকলের নিকট নমস্কৃত হইয়া ও শশাঙ্ক  
 শেখরকে প্রণাম করিতে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে  
 কহিলেন । ৪১

শ্রীব্রহ্মা কহিলেন—প্রভো ! আমি আপনার  
 ঐশ্বর্য্য অবগত আছি, আপান প্রকৃত ও অপ্রকৃত  
 সমগ্র বিশ্বের ঈশ্বর, আপনিই এই জগতের যোনি  
 এবং বীজ—প্রকৃতি এবং পুরুষ ; লোকে ইহাদিগকে  
 শিব ও শক্তি বলিয়া থাকে ; আপনি সেই শিব ও

শক্তির কারণকর্তা যে নির্ভুগ ব্রহ্ম, তাহাও আমি  
 অবগত আছি । ৪২

আপনিই স্বায় অংশভূত পুরুষ ও প্রকৃতির  
 অমৃত্যুমায়িকপে ওর্ণনাভের ন্যায় অবিভক্ত শিব ও  
 শক্তিতে ক্রোড়া করিয়া এই বিশ্বের সৃজন, পালন  
 ও সংহার করিতেছেন । ৪৩

হে দেব ! আপনিই ধর্ম্মার্থপ্রসবিনী ত্রয়ার অর্থাৎ  
 ঋক্, যজু ও সামের রক্ষণের জন্য দক্ষকে নিমিত্তভূত  
 করিয়া যজ্ঞ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহলোকের ব্রাহ্মণগণ  
 ব্রতধারী হইয়া শ্রদ্ধাপূর্বক যে সমস্ত বর্ণাশ্রমে ধর্ম্মের  
 অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, আপনিই সেই সকলের  
 বর্ণাশ্রমের সেতু নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন । ৪৪

হে মঙ্গলময় ! সে সকল ব্যক্ত শুভকর্ম্ম  
 কবেন, আপনিই তাঁহাদের স্বর্গ, অথবা মোক্ষ বিস্তার  
 করিয়া থাকেন । যাঁহারা শুভ কর্ম্মকাব্য, আপনিই  
 তাহাদিগের পক্ষে ভীষণ নবক বিধান করিয়া  
 থাকেন, কিন্তু প্রভো ! তথাপি কোন কোন  
 ব্যক্তির পক্ষে এই নিয়মের বিপর্য্যয় দেখিতে  
 পাই কেন ? ৪৫



ন বৈ সত্যং ত্বচ্চরণাং পিতৃভ্যাম্ভূতেষু সর্বেষু ভিষ্মাং তব ।  
 ভূতানি চাত্মানুপৃথগিদৃকতাং প্রায়ৈণ রোবোহভিভবেদ্যথা পশুন্ ॥৪৬॥  
 পৃথগ্ভিষ্মঃ কৰ্ম্মদৃশো দুরাণয়াঃ পরোদয়েনাপিতহুদ্রজোহনিগম্ ।  
 পরান্ দুৰ্জ্ঞৈর্বিভূদন্ত্যরুস্তদাত্তান্ মাৰ্বদীন্দেববদান্ ভবদ্বিধঃ ॥৪৭॥  
 যস্মিন্ যদা পুষ্করনভমায়া দুৰন্তয়া স্পৃষ্টধিয়ঃ পৃথগ্ভিষ্মঃ ।  
 কুৰ্ব্বন্তি তত্র হনুকম্পয়া কৃপাং ন সাধবো দৈববলাং কৃতে ক্রমম্ ॥৪৮॥  
 ভবাংস্ত পুংসঃ পরমশ্চ মায়ায়া দুৰন্তয়াহস্পৃষ্টমতিঃ সমন্তদৃক্ ।  
 তয়া হতাত্মশনুকৰ্ম্মচেতঃশ্বনুগ্রহঃ কৰ্ত্তমিহাহসি প্রভো ॥৪৯॥  
 কুৰ্ব্বধ্বরশ্চোদ্ধরণং হতশ্চ ভোন্তুয়াহসমাগুশ্চ মনো প্রজাপতেঃ ।  
 ন যত্র ভাগং তব ভাগিনো দদুঃ কুযাজিনো যেন মথো নিনীয়তে ॥৫০॥

জীবতাদ্যজমানোহয়ং প্রপদ্যেতাক্ষিণী ভগঃ ।

ভূগোঃ শ্মশ্রুগি রোহন্ত পৃথো দন্তাশ্চ পূৰ্ব্ববৎ ॥৫১॥

দেবানাং ভয়গাত্ৰাণামুদ্ভিজ্জাফায়ুধাশ্মভিঃ । ভবতানুগৃহীতানাশ্মাশ্চ মন্তোহস্থনাতুরম্ ॥৫২॥

যে সকল সাধুপুৰুষ আপনার চরণে আত্ম-  
 সমর্পণ করিয়া সকল প্রাণীর মধ্যে আপনাকে  
 অবলোকন করেন এবং আপনার আশ্রিতে সকল  
 প্রাণীকে অভিন্নরূপে দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা অজ্ঞ  
 দক্ষের শ্রায় কখনও আপনার রোষে অভিভূত হইয়া  
 পড়েন না । ৪৬

যে সকল ব্যক্তি ভেদদর্শী, যাহাদের আশ্রয় চুই,  
 যাহাদের কেবল কৰ্ম্মেই আসক্তি, পরের উন্নতিতে  
 যাহাদের স্বেচ্ছায় বেদনা বোধ হয়—এ সকল ব্যক্তি  
 দৈব হইতেই হত হইয়া আছে, ভবাদৃশ নিরুপম সাধু  
 পুরুষদিগের তাহাদিগকে বধ করা উচিত হয় না । ৪৭

হে প্রভো ! যদিও কোন দেশে কোনও কালে  
 পুরুষ পশুনাভের চরিত্রক্রমা মায়ায় মোহিতচিত্ত হইয়া  
 ভেদ দর্শন নিবন্ধন কোনও অপরাধ করিয়া ফেলে,  
 তথাপি সাধুরা অপরাধীর ঐ কার্য্যকে দৈবকৃত মনে  
 করিয়া তাহার প্রতি কৃপাই করিয়া থাকেন, কদাচ  
 তাহার নশার্থ পরাক্রম প্রকাশ করেন না । ৪৮

হে প্রভো ! আপনি পরমপুরুষ ভগবানের

চরিত্রক্রমণীয়া মায়া দ্বারা বিমোহিতচিত্ত হন না,  
 সুতরাং আপনি সর্বজ্ঞ । অতএব ভগবন্মায়া কর্তৃক  
 মোহিত হইয়া যাহার চিত্ত কেবল কৰ্ম্মেই আসক্ত  
 তাদৃশ ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করা ভবাদৃশ জনেব  
 নিতান্তই যোগ্য হইতেছে । ৪৯

হে শিব ! আপনি যজ্ঞকল-দাতা এবং যজ্ঞাংশ-  
 ভাগী ; দক্ষযজ্ঞে কু যাজ্ঞিকেরা আপনাকে আপনার  
 অংশ প্রদান না করায় প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ  
 আপনা কর্তৃক হত হইয়া অসমাপ্ত হইয়াছে, অনুগ্রহ  
 করিয়া আপনি সেই যজ্ঞ উদ্ধার করুন । ৫০

আপনার কৃপায় এই যজ্ঞমান দক্ষ পুনরায়  
 জ্ঞানিত হউক, ভগদেব আপনার চক্ষুর্য পুনঃ প্রাপ্ত  
 হউন, ভৃগুর শ্মশ্রু ও পুষার দন্ত পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ  
 হউক । ৫১

হে কৃত্ত ! অস্ত্রের দ্বারা এক প্রস্তরাদির  
 আঘাতে যে সকল দেবতা ও যজ্ঞ-পুরোহিতগণের  
 গাত্র ভগ্ন হইয়াছে, আপনার অনুগ্রহে তাঁহারা শীঘ্র  
 আরোগ্য লাভ করুন । ৫২



এষ তে রুদ্র ভাগৌহস্ত যদুচ্ছিফৌহধরস্ত বৈ । যজ্ঞস্তে রুদ্র ভাগেন কল্পতাম্র যজ্ঞহন্ ॥৫৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে

রুদ্রসাম্বনং নাম ষষ্ঠোধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

হে দেব! এই আপনার যজ্ঞভাগ	ভাগরূপে পরিগণিত হইবে। আপনার
আপান গ্রহণ করুন। অস্তাবধি যজ্ঞের যাহা	ভাগ গ্রহণ করিয়া এখন যজ্ঞ সম্পন্ন
কিছু অবশেষ থাকিবে, তৎসমস্তই আপনার	করুন। ৫৬

[ইতি চতুর্থ স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়।



## সপ্তম অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

ইত্যজেনানুনীতেন ভবেন পরিতুষ্যতা । অভ্যধায়ি মহাবাহো প্রহস্য শ্রয়তামিতি ॥১॥

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

নাঘং প্রজেশ বালানাং বর্ণয়ে নানুচিস্তয়ে । দেবমায়াভিভূতানাং দণ্ডস্তত্র ধৃতো ময়া ॥২॥

প্রজাপতেদন্ধশীর্ষে । ভবত্বজ্জমুখং শিরঃ । মিত্রস্য চক্ষুযেক্ষেত ভাগং স্বং বহিমো ভগঃ ॥৩॥

পৃষা তু যজমানস্য দদ্বির্জঙ্কতু পিষ্টভুক্ত । দেবাঃ প্রকৃতসর্বাক্ষা যে ম উচ্ছেদ্যং দদুঃ ॥৪॥

বাহুভ্যামগ্নিনোঃ পৃষো হস্তাভ্যাং কৃতবাহবঃ । ভবত্বধ্ব্যবচ্চান্যে বস্তৃশাশ্রুর্ভূর্ভবেৎ ॥৫॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

তদা সর্বাণি ভূতানি শ্রুত্বা মীঢ়মৌদিতম্ ।

পরিতুষ্টাভিস্তাত সাধু সাক্ষিত্যথাকুবন্ ॥৬॥

ততো মীঢ়াঃ সমামন্ত্র্য স্নানাসীরাঃ সহস্রিভিঃ ।

ভূয়স্তদেবযজ্ঞনং সমৌঢ়দ্বৈধসো বযুঃ ॥৭॥

বিধায় কাৎ স্নেয়ন চ তদ্যদাহ ভগবান্ ভবঃ ।

সন্দধুঃ কস্য কায়েন সবনীয়পশোঃ শিরঃ ॥৮॥

সন্ধীয়মানেন শিরসি দক্ষো রুদ্রাভিবোক্ষিতঃ ।

সদ্যঃ হুপ্ত ইবোত্তম্বে দদৃশে চাগ্রতো মৃড়ম্ ॥৯॥

### বিষ্ণু কর্তৃক যজ্ঞসম্পাদন

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে মহাবাহো বিহুর ! ত্রক্ষা এইরূপে মহাদেবের স্তব করিলে তিনি ঐ অনুনয়ে পরিতুষ্ট হইয়া হাত পূর্বক কহিলেন, তোমণা শ্রবণ কর । ১

শ্রীমহাদেব কহিলেন—হে প্রজাপালক ! দক্ষের গায় দেবমায়াবিমোহিত বালকগণের অপরাধ আমি কখনও মুখে আনি না ; অধিক কি, উহাদের চিন্তাও আমার মনে উদ্ভিত হয় না, তবে মর্যাদারক্ষার জন্তই আমাকে দণ্ডধারণ করিতে হইয়াছে । ২

প্রজাপতি দক্ষের মুণ্ড দক্ষ হহয়াছে, এখন ছাগের মুণ্ড তাহার মুণ্ডরূপে পরিণত হউক, এবং ভগদেব মিত্রদেবতার চক্ষুর দ্বারা স্বীয় যজ্ঞভাগ দর্শন করুন । ৩

পৃষা কেবল পিষ্টকভোজী হইয়া যজমানের দন্তরাজির দ্বারা ভক্ষণ করুক । যে সকল দেবতা আমাকে যজ্ঞভাগ প্রদান করিলেন, তাহাদের ভয় অজ সকল সম্পূর্ণ স্নাহাবস্থা প্রাপ্ত হউক । ৪

যে সকল ঋষিকের অঙ্গ একেবারেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, অশ্বিনাকুমারদ্বয়ের বাহু দ্বারা তাহারা বাহুবিশিষ্ট এবং সূর্য্যের হস্ত দ্বারা হস্তবান্ হউন । অগ্ন্যাগ্ন ঋষিকগণও এইরূপ অঙ্গবিশিষ্ট হউন এবং ছাগের শাশাই ভৃগুর শাশ্রু হউক । ৫

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে বৎস বিহুর ! চন্দ্রশেখরেব এই কথা শুনিয়া সকলে পরিতুষ্ট হইয়া “সাধু সাধু” বলিয়া উঠিল । ৬

অনন্তর দেবগণ চন্দ্রশেখরকে আমন্ত্রণ করিয়া শিব ও ত্রক্ষাকে সঙ্গে লইয়া ঋষিগণের সহিত পুনর্ব্বার সেই যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন । ৭

অনন্তর দেবগণ ভগবান্ শিবের কথামুসারে সমস্ত কাব্য সম্যকরূপে সম্পাদন করিয়া দক্ষের দেহে ছাগগুণ্ড বোজনা করিয়া দিলেন । ৮

দক্ষের মস্তক সংলগ্ন হইলে রুদ্র তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, রুদ্রের দর্শনমাত্রে দক্ষ যেন নিদ্রাপগমে জাগরিত হইয়া সন্মুখে ভগবান্ রুদ্রকে দেখিতে পাইলেন । ৯



তদা বুধধ্বজেষু-কলিলাত্মা প্রজাপতিঃ । শিবাবলোকাদভবচ্ছরদ্ধদ ইবামলঃ ॥ ১০ ॥  
ভবন্তবায় কৃতধীনাংক্লোদনুরাগতঃ । ঔৎকণ্ঠ্যবাস্পকলয়া সংপরেতাঃ স্ততাং স্মরন্ ॥ ১১ ॥

কৃচ্ছ্রাৎ সংস্তভ্য চ মনঃ প্রেমবিহ্বলিতঃ স্তম্বীঃ ।

শশংস নির্ব্যলীকেন ভাবেনেশং প্রজাপতিঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীদক্ষ উবাচ ।

ভূয়ানমুগ্রহ অহো ভবতা কৃতো মে দণ্ডস্তয়া ময়ি ভূতো যদপি প্রলক্ঃ ।

ন ব্রহ্মবক্ষুযু চ বাৎ ভগবন্নবজ্ঞা তুভ্যং হরেশ্চ কৃত এব ধৃতব্রতেষু ॥ ১৩ ॥

বিদ্যাতপোব্রতধরান্ মুখতঃ স্ম বিপ্রান ব্রহ্মাত্মতত্ত্বমবিতুং প্রথমং ব্রহ্মস্রাক্ ।

তদব্রাহ্মণান্ পরম সৰ্ববিপৎস্ত পাসি পালঃ পশূনিব প্রভো প্রগৃহ্যতদণ্ডঃ ॥ ১৪ ॥

যোহসৌ ময়াবিদিততত্ত্বদৃশা সভায়াং ক্ষিপ্তো দুৰ্ব্রাক্ষবিশিষ্টে বিগণয়া ত মাং ।

অৰ্ব্বাক্ পতন্তুমর্হন্তমনিন্দয়াপাং দৃষ্টোদ্দয়া স ভগবান্ স্বকৃতেন তুষ্যেৎ ॥ ১৫ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

ক্ষমাপ্যেবং স মীঢ়াংস ব্রাহ্মণা চানুমজ্জিতঃ । কৰ্ম্ম সন্তানয়ামাস সোপাধ্যায়ত্বিগাদিভিঃ ॥ ১৬ ॥

দক্ষের আত্মা পূর্বে ভগবান্ বুধধ্বজের প্রতি  
বেশ করতে কলুষিত হইয়াছিল, এক্ষণে শিব-সন্দর্শনে  
শরৎকালীন সরসীর স্নায় সেই আত্মা নিৰ্ম্মল  
হইল । ১০

তখন দক্ষ শিবের স্তব কবিত্তে কৃতসংকল্প  
হইলেন, কিন্তু আপনার মৃত তনয়াব স্মরণ হওয়াতে  
উৎকণ্ঠাজনিত বাষ্পকণায় তাঁহার কণ্ঠরুদ্ধ হওয়ায়  
তিনি আর স্তব করিতে সমর্থ হইলেন না । ১১

কণ্ঠাগ্নেহ বশতঃ তাঁহার চিত্ত বিহ্বল হইয়া  
উঠিল, অবশেষে সেই শুদ্ধবুদ্ধি দক্ষ অতি কষ্টে  
কোনও প্রকারে চিত্তসংগম করিয়া অকপটভাবে  
মহাদেবের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন । ১২

শ্রীদক্ষ কহিলেন—হে ভগবন্ ! আমি আপনাকে  
ভিন্নস্বাকর করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি আমার  
প্রতি এই যে দণ্ড বিধান করিলেন, ইহাতে আমার  
প্রতি মহা অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছে, কেন না,  
উপেক্ষা না করিয়া আমাকে শিক্ষা দিলেন, আপনাদের  
এইরূপ করা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে ; কারণ, আপনি  
এক ভগবান্ হরি যখন অধম ব্রাহ্মণকেও উপেক্ষা

করেন না, তখন মাদৃশ যজ্ঞদীক্ষিত ব্যক্তির কথা  
আর কি বলিব ? ১৩

হে বিভো ! হে পরমপুরুষ ! আপনি বেদ ও  
আত্মতত্ত্ব রক্ষা করিবার জন্ত বিদ্যা, তপস্বী এবং  
ব্রতধারী বিপ্রদিগকে প্রথমে মুগ্ধ হইতে সৃষ্টি  
করিয়াছেন, সেই জন্তই পশুপালক যেমন দণ্ডধারণ  
করিয়া পশুগণকে রক্ষা করে, আপনিও সেইরূপ সৰ্ব-  
বিপৎ হইতে ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিতেছেন । ১৪

আমি ভক্তজ্ঞানহীন বলিয়াই যজ্ঞসভায় আপনার  
উপর দুৰ্ব্বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, আপনি  
পৃথিব্যাক্তিগণের শ্রেষ্ঠ, আপনার নিন্দা করিয়া  
আমি অধঃপতিত হইতেছিলাম, কিন্তু আপনি আমার  
অপরাধ গ্রহণ না করিয়া কৃপাপূর্ণ দৃষ্টি দ্বারা তাহা  
হইতে আমাকে রক্ষা করিলেন, এতাদৃশ ভগবান্  
আপনি—নিঃশঙ্কে নিজে পরিতুষ্ট হউন । ১৫

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—দক্ষ এই প্রকারে মহা-  
দেবকে সান্ত্বনা করিয়া ব্রহ্মার আজ্ঞায় উপাধ্যায়  
ও ঋষিগণের সহিত পুনরায় যজ্ঞ-কার্য আরম্ভ  
করিলেন । ১৬



বৈষ্ণবং যজ্ঞসমুত্তৈ ত্রিকপালং বিজোভমাঃ । পুরোডাশং নিরবপন্ বীরসংসর্গশুদ্ধয়ে ॥১৭॥  
অধ্বয্যুগাত্তহবিষা যজমানো বিশাংপতে । ধিয়া বিশুদ্ধয়া দধৌ তথা প্রাচুরভূদ্ধরিঃ ॥১৮॥

তদা স্বপ্রভয়া তেষাং দ্যোতয়ন্ত্যা দিশো দশ ।

মুখ্যঃস্তেজ উপানীতস্তাক্ষেণ স্তোত্রবাজিনা ॥১৯॥

শ্যামো হিরণ্যরশনোহর্ককিরীটজুটো নীলালকভ্রমরমণ্ডিতকুণ্ডলাস্ত্রঃ ।

শঙ্খাজ্জক্রশরচাপগদাসিচর্মব্যঠৈহিরণ্যভূজৈরিব কণিকারঃ ॥২০॥

বক্ষস্থধিশ্রিতবধূর্বনমান্যদারহাসাবলোককলয়া রময়ংচ্চ বিশ্বম্ ।

পার্শ্বভ্রমদ্ব্যজনচামররাজহংসঃ খেতাতপত্রশশিনোপরি রজ্যমানঃ ॥২১॥

তমুপাগতমালক্য সর্বৈ স্বরগণাদয়ঃ । প্রণেমুঃ সহসোথায় ব্রহ্মেন্দ্রব্রহ্মনাথকাঃ ॥২২॥

তত্তেজসা হতরুচঃ সমজিহ্বাঃ সমান্বসাঃ । মূর্দ্ধা কুতাজ্জলিপুটা উপতস্থরধোক্ষজম্ ॥২৩॥

অপ্যর্কবাগব্রতয়ো যস্ত মহি ত্বাত্ত্বভবাদয়ঃ । যথাগতি গুণস্তি স্য কৃতানুগ্রহবিগ্রহম্ ॥২৪॥

ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ-বিস্তারার্থ এবং রুদ্রপার্বদ  
মথগণের সংসর্গজনিত দোষশুদ্ধির জন্তু বিষ্ণু  
সম্বন্ধীয় ত্রিকপাল ও পুরোডাশ দ্বারা হোম  
করিলেন । ১৭

হে বিদুর ! তখন যজমান দক্ষ যজুর্বেদমন্ত্র  
পুরোহিতের সহিত যজ্ঞীয় হবিঃ গ্রহণ পুরঃসর  
বিশুদ্ধচিত্তে ধ্যানস্থ হইবামাত্র সেইরূপে অর্থাৎ যে  
রূপের ধ্যান করা হইল, সেইরূপে—প্রাচুর্ভূত  
হইলেন । ১৮

তখন শ্রীহরির শরীরপ্রভার দ্বারা দশদিক্  
সমুজ্জ্বল এবং তত্রস্থ ব্যক্তিগণের প্রভাব ধর  
করিয়া বৃহত্তথস্তর পক্ষযযিষিষ্ট গরুড়ের  
পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক তথায় উপনীত  
হইলেন । ১৯

সেই শ্রীহার শ্যামবর্ণ, কটিদেশে হিরণ্যের দ্বারা  
কাঞ্চিদাম দোহুলামান, তাঁহার মস্তকে সূর্য্যভুলা  
কিরীট শোভিত এবং মুখমণ্ডল কুণ্ডলে মণ্ডিত এবং  
নীলবর্ণ অলকাবলীরূপ অলিকূলে অলঙ্কৃত, তাঁহার  
হিরণ্য বাহু সকলে ভূত্যরক্ষণার্থ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম,  
ধনুর্বাণ ও খড়্গচর্ম উত্তত হওয়াতে শ্রীহরি প্রস্তুতি

কণিকার পুষ্পের বৃক্ষের দ্বারা শোভা ধারণ করিয়া  
ছিলেন । ২০

তাঁহার বক্ষঃস্থলে স্বয়ং লক্ষ্মী বিরাজিতা, তিনি  
বনমালাধারী হইয়া উদার হাস্য এবং কটাক্ষলেশ দ্বারা  
বিশ্বের প্রীতি জন্মাইতেছিলেন, তাঁহার উভয় পার্শ্বে  
ব্যজন এবং চামর রাজহংসের দ্বারা আন্দোলিত হইতে-  
ছিল এবং তাঁহার মস্তকোপরি শশিভুলা খেতচ্ছত্র  
শোভাতিশয্য বিস্তার করিতেছিল । ২১

সেই শ্রীভগবান্ শ্রীহরিকে সমাগত দেখিয়া ব্রহ্মা,  
ইন্দ্র ও ত্রিলোচন প্রমুখ দেবতাবৃন্দ সসজ্জমে  
গাত্রোথান পূর্বক নমস্কার করিলেন । ২২

শ্রীহরির তেজে সকলেরই প্রভাব ম্লান হইয়া  
পড়িল, তাঁহার মাহিমাগান্ধীর্ঘ্যে ভয়বিহ্বলচিত্ত  
হইয়া গদগদ বাক্যে অঞ্জলি বন্ধন পূর্বক অধোক্ষজ  
শ্রীহরির স্তব করিতে লাগিলেন । ২৩

ব্রহ্মাদি দেবতা বাঁহার মাহিমার নিকট ক্ষুদ্রবৃষ্টি-  
সম্পন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হন, যিনি ভক্তগণকে অনুগ্রহ  
করিবার জন্ত কৃপাপূর্বক স্বীয় বিগ্রহ প্রকটিত  
করেন, সেই শ্রীহরিকে দেবতাগণ যথাশক্তি স্তব  
করিতে লাগিলেন । ২৪



দক্ষো গৃহীতর্হিণসাদনোত্তমং যজ্ঞেশ্বরং বিশ্বসৃজাং পরং গুরুম্ ।

অনন্দনন্দাত্মগুণৈরুতং মুদা গুণং প্রাপেদে প্রবতঃ কৃতাজ্জলিঃ ॥২৫॥

শ্রীদক্ষ উবাচ ।

শুদ্ধং স্বধান্যুপরতাগিলবুদ্ধাবস্থং চিন্মাত্রমেকমভয়ং প্রতিষিধ্য মায়াম্ ।

তিষ্ঠন্তুয়ৈব পুরুষহ্মুপেত্য তস্তামাস্তে ভবানপরিশুদ্ধ ইবাত্মতত্ত্বঃ ॥২৬॥

শ্রীঋষিজ উচুঃ ।

তত্ত্বং ন তে বয়মনুগুন রুদ্রশাপাৎ কর্মণ্যবগ্রহধিষো ভগবন্ বিদ্যাগঃ ।

ধম্মোপলক্ষণমিদং ত্রিবিদধবরাখ্যং জ্ঞাতং বদর্থমধিদৈবমদো ব্যবস্থাঃ ॥২৭॥

শ্রীসদশ্চা উচুঃ ।

উৎপত্ত্যধ্বশ্যারণ উরুরেশজগৎস্বকোপ্রদালাঘিকে বিষয়মুগত্ম্যাত্মগেতোরুভারঃ ।

দ্বন্দ্বশ্চৈব খলমুগভয়ে শোকদাবেহজ্ঞসার্থঃ পার্দৌকন্তে শরণাদ কদা যাতি কামোপসৃষ্টঃ ॥২৮॥

প্রজাপতি দক্ষ সংঘর্ষচক্রে হৃতাঞ্জলি ইহা উত্তমপাত্রে পূজার দ্রব্যাদি গ্রহণ পুরস্কার বিদ্য-  
অষ্টগুণের পরমগুরু ও অনন্দাদি দেবর্ষিগণে পরিবৃত্ত  
ভগবান্ ঐহারিকে আনন্দভরে স্তব করিতে করিতে  
তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন । ২৫

শ্রীদক্ষ কহিলেন,—হে ভগবান্, আপনি স্বায়  
স্বরূপ শক্তি-বৈভবে বুদ্ধির সমস্ত অবস্থাকে অতিক্রম  
করিয়া অবস্থান করিতেছেন । আপনি শুদ্ধ চৈতন্য-  
স্বরূপ, আপনি অদ্বিতীয় এবং অভয়স্বরূপ, আপনি  
মায়াকে অভিভূত করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে  
অবস্থান করিলেও পুরুষরূপে প্রকৃতি ঐক্ষণাদিতে  
নিবৃত্ত থাকেন বলিয়া প্রাকৃত লোকের নিকট অগরি-  
স্তকের স্থায় প্রতীয়মান হন । ২৬

শ্রীঋষিকেরা কহিলেন—হে নিরঞ্জন ! নন্দীশ্বরের  
শাপে আমাদের বুদ্ধি কর্ম্মে আসক্ত হওয়ায় আমরা  
আপনার ভদ্র অবগত নহি, কিন্তু আমরা বেদ-  
প্রতিপাল ও ধর্ম্মের উপলক্ষণভূত যজ্ঞ নামক আপনার

মূর্ত্তিকে বিশেষরূপে অবগত আছি । আপনি  
সিদ্ধির জগুই বিভিন্ন দেবতাদিকারে যথোচিত যজ্ঞ-  
ভাগাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন । ২৭

শ্রীসদস্তগণ বলিলেন—হে আশ্রয়পদ ! এই  
সংসার-পথ দুর্গম, ইহাতে বিশ্রামের স্থান মাত্র নাই ;  
গুরুতর ক্রেশ্বরূপ দুর্গমস্থানে ইহা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত,  
অন্তরূপ ভীষণ কালসর্প নিরন্তর ইহার প্রতি লক্ষ্য  
করিয়া আছে । বিষয়রূপ অগণ্য মুগতৃষিকা  
এখানে জীবকে নিয়ত প্রলোভিত করিতেছে, সুখ-  
দুঃখাদি গর্ভে ইহা পরিপূর্ণ, তাহাতে আবার খলরূপ  
ব্যাত্রাদির ভয় সর্বদা এখানে বর্তমান, এবং শোক-  
রূপ দাবায়ি এখানে নিয়ত প্রজ্বলিত । অজ্ঞ ব্যক্তিগণ  
জন্মমরণাদি লক্ষণযুক্ত এই সংসারমার্গে দেহে ও  
গেহে গুরুতররূপে আক্রান্ত ও কামপ্রদীপ্ত  
হইয়া বাস করিতেছে । আহা, তাহারা কত-  
দিনেই বা আপনার চরণরূপ আশ্রয়স্থল প্রাপ্ত  
হইবে ? ২৮

বিস্তৃতি—শ্রীধর স্বামী শ্রীভগবানের তিনটি পুরুষা-  
বতারের কথা বলিয়াছেন—প্রথম পুরুষ—মহতের স্রষ্টা,  
কারণাধিপতি ; দ্বিতীয় পুরুষ—ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী গর্ভো-  
দকশারী ; তৃতীয় পুরুষ—প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী

ক্ষীরোদকশারী । এই তিন পুরুষ মায়ার অবলম্বনে সৃষ্টি  
প্রভৃতি কার্য করিলেও ইহারা মায়ার অধীন নহেন । ২৬

ঋষিগণের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ভগবান্‌ই পৃথক্  
পৃথক্‌রূপে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন । শ্রীমদ্ভাগ্য



শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

তব বরদ বরাজ্জ্বাশিষেহাখিলার্থে হুপি মুনিভিরসকৈরাদরেণাহীগীয়ে ।

যদি রচিতধিয়ং মাবিদুলোকোহপবিক্রং জপতি ন গণয়ে তৎ স্বংপরানুগ্রহেণ ॥২৯॥

শ্রীভৃগুরুবাচ ।

যস্মায়য়া গহনয়াপহুতাত্ত্ববোধা ব্রহ্মাদয়ন্তুভূতস্তমসি স্বপন্তঃ ।

নাঅনু শ্রিতং তব বিদন্ত্যধুনাপি তত্ত্বং সোহয়ং প্রসীদতু ভবান্ প্রণতাজ্জবন্ধুঃ ॥৩০॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ ।

নৈতৎ স্বরূপং ভবতোহসৌ পদার্থভেদগ্রহৈঃ পুরুষো যাবদীক্ষেৎ ।

জ্ঞানস্ত চার্থস্ত গুণস্ত চাশ্রয়ো মায়াময়াদ্যতিরিক্তো মতস্তস্ম ॥৩১॥

শ্রীইন্দ্র উবাচ ।

ইদমণ্যচ্যুত বিশ্বভাবনং বপূরানন্দকরং মনোদৃশাম্ ।

স্বরবিষিট্ক্ষপণৈরুদায়ুধৈর্ভূজদৈগুরুপপন্নমষ্টভিঃ ॥৩২॥

শ্রীপদ্ম উচুঃ ।

যজ্ঞোহয়ং তব যজ্ঞায় কেন যজ্ঞো বিধ্বস্তঃ পশুপতিনাও দক্ষকোপাৎ ।

তং নস্ত্বং শবশয়নাভ শান্তমেধং যজ্ঞাত্মন নলিনরুচা দৃশা পুনীহি ॥৩৩॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে বরদ ! আপনার বর-চরণ পুরুষার্থের সাধক, এই নিমিত্ত নিকাম মুনিরাও পরম সমাদরে তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, আপনার সেই সর্ববাসীকৃতপ্রদ চরণে আমার চিত্ত সংলগ্ন রহিয়াছে ; সেই কারণে মুখ লোকসমূহ আমাকে সদাচারহীন বলিয়া জল্পনা করে—কিন্তু তাহাও আমি আপনার কৃপায় কিছুমাত্র গ্রহণ করি না । ২৯

শ্রীভৃগু কহিলেন—যাঁহার দ্রুতর মায়া দ্বারা তত্ত্ব-জ্ঞান অপহৃত হওয়ায় ব্রহ্মাদি ও দেহিগণও অজ্ঞানাক্রমারে শয়ন করিয়া আছেন, যাঁহার তত্ত্ব তাঁহাদের আত্মাতে অনুগত হইলেও এখনও তাহা জানিতে পারিতেছেন না—সেই প্রণত জনগণের আত্মা ও বন্ধু আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । ৩০

শ্রীব্রহ্মা কহিলেন,—হে বিভো ! পদার্থের ভেদ-গ্রাহী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পুরুষ বাহ্য দর্শন করে, তাহার

কিছুই আপনার স্বরূপ নহে, আপনি বিষয়, ইন্দ্রিয় ও জ্ঞানের আশ্রয় ; অতএব আপনি মায়াময়, অন্য পদার্থ হইতে বিভিন্ন—ইহাই সাধুদিগের অভিমত । ৩১

শ্রীইন্দ্র কহিলেন—হে অচ্যুত ! আপনার এই শরীর প্রত্যক্ষসিদ্ধ, ইহা দেবদেবী অসুরগণের নাশকারী, উত্তমাত্ম আর্টটি ভুজদণ্ডে সুশোভিত ; ইহা নয়ন ও মনের আনন্দকর এবং বিশ্বের সুখদায়ক । ৩২

ঋত্বিকপত্নীগণ কহিলেন—হে যজ্ঞেশ্বর ! এই বজ্র তোমার অর্চনার্থে পূর্বে ব্রহ্মা প্রবর্তন করিয়া-ছিলেন, কিন্তু দক্ষের প্রতি কোপবশতঃ মহাদেব এই বজ্র নষ্ট করিয়াছেন । হে পদ্মনাভ ! এক্ষণে উহার পশুহিংসাদি রূপ উৎসব নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে, অতএব আপনি নলিননয়ন দ্বারা কৃপা দৃষ্টি পূর্বক উহাকে পবিত্র করুন । ৩৩

বলিতেছেন—পুরুষোত্তম ভগবান্‌ই পৃথক পৃথক দেবশরীর অবলম্বন করিয়া পৃথক পৃথক দেবতায় আবিষ্ট হইয়া বজ্র-ভাগ ভোগ করিয়া থাকেন । ২৭



শ্রীঋষয় উচুঃ ।

অনন্তিতঃ তব ভগবন্ বিচেষ্টিতঃ যদাঙ্গনাচরসি হি কৰ্ম্ম নাজ্যসে ।

বিভূতয়ে যত উপসেদুরীশ্বরীং ন মন্যতে স্বয়মনুবর্ততাং ভবান্ ॥৩৪॥

শ্রীসিদ্ধা উচুঃ ।

অয়ং ত্বৎকথামৃষ্টপীযুষনদ্যাং মনোবারণঃ ক্লেশদাবাগ্নিদগ্ধঃ ।

ত্ববার্ত্তোহবগাঢ়ো ন'সম্মার দাবং ন নিক্রাম্যাত ব্রহ্মসম্পন্নবয়ঃ ॥৩৫॥

শ্রীযজমান্যুবাচ ।

স্বাগতং তে প্রসাদেশ তুভ্যং নমঃ শ্রীনিবাস শ্রিয়া কান্তিয়া ত্রাহি নঃ ।

ত্বায়ত্বেদধীশ নাস্মৈর্মথঃ শোভতে শীর্ষহীনঃ কবক্ষো বথা পুরুষ ॥৩৬॥

শ্রীলোকপালা উচুঃ ।

দৃষ্টঃ কিং নো দৃগ্ভিরসদগ্রহৈস্ত্ব প্রত্যগ্দ্দষ্টা দৃশ্যতে যেন বিশ্বম্ ।

মায়া হোষা ভবদীয়া হি ভূনন্ যৎ ত্বং যষ্ঠঃ পৰ্ণাভর্ত্তাসি ভূতৈঃ ॥৩৭॥

শ্রীযোগেশ্বর উচুঃ ।

প্রোয়ান্ ন তেহন্যোহন্ত্যমুঃস্বয়ি প্রভো বিশ্বাত্মনোক্ষেম পৃথগ্ য আত্মনঃ ।

অথাপি ভক্ত্যেব তয়োপধাবতামনন্তরূপ্যামুগ্ৰহাণ বৎসল ॥৩৮॥

শ্রীঋষগণ কহিলেন—হে ভগবন্ ! আপনার আচরণ অচিন্ত্যপূর্ব্ব, যেহেতু, আপনি নিজে কৰ্ম্ম করিয়াও উহাতে লিপ্ত হন না, আবার অগ্নে সম্পদলাভের জন্য যে লক্ষ্মাদেবীর ভজনা করিয়া থাকেন, সেই লক্ষ্মী স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আপনার সেবার জন্য লালায়িতা, কিন্তু তথাপি তাঁহাকে আপনি আদর করেন না । ৩৪

শ্রীসিদ্ধগণ কহিলেন—হে দেব ! আমাদের মনোমাতঙ্গ ক্লেশরূপ দাবানলে দগ্ধ এবং ত্বয়াদ্ব্য কাতর হইয়াছে ; তাহার কারণ আপনার কথারূপ অমৃতনদীতে অবগাহন করিলে সংসার-তাপস্বরূপ দাবানল একেবারে বিন্যত হইয়া ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইবার মত হইয়া আর নির্গত হইবে না । ৩৫

শ্রীদক্ষপতি প্রস্তুতি কহিলেন—হে ঈশ ! আপনি স্নেহে আসিয়াছেন ত ? আপনাকে নমস্কার করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন । হে শ্রীনিবাস ! আপনি স্বায় ভাধ্যা লক্ষ্মীদেবীর সহ আমাদের গকে পরিভ্রাণ করুন ।

হে অধীশ ! মন্তকবিহীন কবক্ষ পুরুষ যেমন সুশোভন করচরণাদি দ্বারাও শোভা পায় না, তদ্রূপ আপনা ব্যতীত যজ্ঞ শোভা পাইতে পারে না । ৩৬

শ্রীলোকপালগণ বলিলেন—হে ভগবন্ ! আপনি সর্ব্বসাক্ষী, সুতরাং নিখিল বিশ্বসংসার সর্ব্বদা পরিদর্শন করিতেছেন, আমরা এতাদৃশ বিষয়াভিভূত ইন্দ্রিয় দ্বারা কি প্রকারে আপনাকে দেখিতে পাইব ? আপনি যে পঞ্চভূতের অতিগ যষ্ঠভূতবিশেষরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তাহাও আপনারই মায়াপ্রভাবে । ৩৭

শ্রীযোগেশ্বরগণ কহিলেন—হে প্রভো ! নিখিল জীবের আশ্রয়স্বরূপ আপনাতে অবস্থিত জানিয়া ভীষণগকে যে পৃথকরূপে দর্শন না করে, তাহা হইতে আপনার আর অধিক প্রিয় কেহ নাই । কিন্তু তথাপি হে ভক্তবৎসল ! আমরা আপনাতে অব্যভিচারিণী ভক্তি করিয়া থাকি, অতএব আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন । ৩৮



জগদুদ্ভবস্থিতিলয়েষু দৈবতো বহুভিগুমানগুণয়াত্মায়য়া ।

রচিতাত্মভেদমতয়ে স্বসংস্থয়া বিনিবর্তিতভ্রমগুণাত্মনে নমঃ ॥৩৯॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ ।

নমস্তে শ্রিতসত্বায় ধর্মাধীনাক্ষ সূতয়ে । নিগুণায় চ যৎকার্ত্তাং নাহং বেদাপরেহপি চ ॥৪০॥

শ্রীঅগ্নিরুবাচ ।

যত্তেজসাহং স্তসমিদ্ধতেজা হব্যং বহে স্বধ্বর আজ্যসিক্তম্ ।

তং যজ্জিয়ং পঞ্চবিধঞ্চ পঞ্চভিঃ স্থিষ্টং যজুভিঃ প্রণতোহস্মি যজ্ঞম্ ॥৪১॥

শ্রীদেবা উচুঃ ।

পুরা কল্পাপায়ে স্বকৃতমুদরীকৃত্য বিকৃতং ত্রমেবাগুস্তাস্মিন্ সলিল উরগেন্দ্রাধিশয়নে ।

পুমান্ শেবে সিদ্ধৈর্হৃদি বিম্বশিতাধ্যাত্মপদবিঃ স এবাথাক্ষোৰ্যঃ পথি চরসি ভূত্যানবসি নঃ ॥৪২॥

শ্রীগন্ধর্ব্বাপ্সরস উচুঃ ।

অংশাংশাস্তে দেব মরীচ্যাদয় এতে ব্রহ্মেন্দ্রাঢ়া দেবগণা রুদ্রপুরোগাঃ ।

ক্রীড়াভাণ্ডং বিশ্বামদং যন্ত বিভূমংস্তস্মৈ নিত্যং নাথ নমস্তে করবাম ॥৪৩॥

জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় প্রভৃতির নিমিত্ত আপনার মায়ায় অশেষগুণ জীব সকলের অদৃষ্টবশতঃ বহু প্রকারে ভিন্ন হইয়া থাকে, আপনি সেই মায়ার দ্বারাই সৃষ্টাদি কার্যের জন্য আপনার স্বরূপে জীবের ভেদমতি জন্মাইয়া থাকেন—আবার আপনি আপনার স্বরূপে অবস্থানের দ্বারা বিশেষরূপে সমস্ত ভ্রমের ও তাহার হেতুভূত গুণাবলীর নিবৃত্তিসাধন করিয়া থাকেন; অতএব আপনাকে নমস্কার করি। ৩৯

শ্রীব্রহ্মা কহিলেন—যিনি নিগুণ বা গুণাতীত হইয়াও শুদ্ধ সৎগুণ স্বাকার করিয়াছেন, এবং তৎকেতু ধর্ম্মাদিরও যিনি উৎপত্তি-কর্ত্তা—আমি তাঁহাকে নমস্কার করি, তাঁহার তত্ত্ব আমিও জানি না, অপর কেহও জানেন না। ৪০

শ্রীঅগ্নি কহিলেন—যাঁহার তেজ দ্বারা আমার তেজ সমাক্ প্রকারে প্রকাশিত হওয়ায় আমি প্রশস্ত যজ্ঞ সকলে দ্রুতসিক্ত হব্যসামগ্রী বহন করিয়া থাকি, যিনি অগ্নিহোত্র, দর্শ-পৌর্ণমাস, চাতুর্দশ্য

ও পশুসোম এই পঞ্চবিধ যজ্ঞের স্বরূপ এবং যিনি পঞ্চবিধ যজ্ঞমন্ত্র দ্বারা সুন্দররূপে অচ্চিত হইয়া থাকেন, আমি সেই যজ্ঞমূর্ত্তি ত্রাহিরিকে প্রণাম করিতেছি। ৪১

শ্রীদেবগণ কহিলেন—যে আত্মপুরুষ পুরাকালে কল্পান্ত-সময়ে ভিন্নাকারে পরিণত নিখিল কার্য্যকে স্বীয় উদরভ্যন্তরে লীন করিয়া কারণার্গবে অনন্ত-শস্যায় শয়ন করেন, সনকাদি সিদ্ধগণ হৃদয়मध्ये বাহার জ্ঞানমার্গ বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া থাকেন—তিনিই অত্ম আমাদের লোচনপথের পঞ্চিক হইয়া বিচরণ করিতেছেন এবং ভূতাবোধে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। ৪২

শ্রীগন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরোগণ কহিলেন—হে বিভো! হে দেব! পুরোবর্ত্তী এই মরীচি প্রমুখ প্রজাপতিগণ, এবং রুদ্র প্রমুখ ব্রহ্মেন্দ্রাদি দেবগণ আপনার অংশের অংশ। এই বিশ্ব আপনার ক্রীড়াভাণ্ড, অতএব হে নাথ! আমরা আপনাকে সর্ব্বদা নমস্কার করিতেছি। ৪৩



শ্রীবিষ্ণুধরা উচুঃ ।

ত্বমায়ম্বার্মভিপদ্য কলেবরেহস্মিন্ কৃত্বা মমাহমিতি দুঃস্মিতক্ৰুৎপথৈঃ সৈঃ ।

ক্ষিপ্তোহপ্যসম্বিস্ময়লালস আত্মমোহং যুগ্মৎকথামৃতনিবেবক উদ্ব্যুদস্ত্রেণ ॥৪৪॥

শ্রীব্রাহ্মণা উচুঃ ।

ত্বং ক্রতুস্ত্বং হবিস্ত্বং হতাশঃ স্বয়ং ত্বং হি মন্ত্রঃ সমিদর্ভপাত্রাণি চ ।

ত্বং সদস্ত্রভিজো দম্পতী দেবতা অগ্নিহোত্রঃ স্বধা সোম ঞ্জ্যঃ পশুঃ ॥৪৫॥

ত্বং পুরা গাং রসায়ী মহাশুকরো দংষ্ট্রয়া পদ্বিনীং বারণোস্ত্রো যথা ।

স্তূয়মানো নদল্লীলয়া সোণিভব্যজ্জহর্থ ত্রয়ীগাত্র যজ্ঞক্রতুঃ ॥৪৬॥

স প্রসাদ ত্বমস্মাকমাকাজ্ঞতাং দর্শনং তে পরিভ্রম্যসৎকম্মণাম্ ।

কৌতু্যমানে নৃভিনীম্মি যজ্ঞেশ তে যজ্ঞবিদ্যাঃ ক্ষয়ং বান্ধি তস্মৈ নমঃ ॥৪৭॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

ইতি দক্ষঃ কবির্যজ্ঞং ভদ্র রুদ্রাভিমর্শিতম্ । কার্ত্যমানে হৃষীকেশে সংনিষ্ঠে যজ্ঞভাবনে ॥৪৮॥

ভগবান্ শ্বেন ভাগেন সর্বাত্মা সর্বভাগভুক্ । দক্ষঃ বভাস আভাম্য শ্রীয়মাণ ইবানঘ ॥৪৯॥

শ্রীবিষ্ণুধবগণ কহিলেন—হে ভগবন্ ! দুঃস্মিত মনুষ্য পুরুষার্থসাধনের উপায়স্বরূপ এই কলেবর প্রাপ্ত হইয়াও উন্মাদগম্য স্বকীয় পুত্রাদি দ্বারা দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তথাপি উহার এই দেহে ‘আমি’ ও ‘আমার’ অভিমান করিয়া অনিত্য বিষয়ে লালসায়ুক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু যাহারা আপনার কথাবৃত্তের পিপাসু হন, কেবল তাঁহাবাই ঐ মোহ দূরে নিক্ষেপ করিতে পারেন—অন্য কেহ পারেন না। ৪৪

শ্রীব্রাহ্মণগণ কহিলেন—আপনিই যজ্ঞ, আপনিই হবিঃ, আপনিই অগ্নি, আপনিই মন্ত্র, আপনিই সমিধ্, আপনিই ঋশি, আপনিই যজ্ঞপাত্র, আপনিই সদস্ত্র, আপনিই ঋত্বিক্, আপনিই যজ্ঞমান ও তাহার স্ত্রী, আপনিই দেবতা, আপনিই অগ্নিহোত্র, আপনিই স্বধা, আপনিই সোমরস, আপনিই হবনীয় দ্রব্য এবং আপনিই যজ্ঞীয় পশু। ৪৫

হে বেদমুগ্ধে ! আপনিই যুগযুক্ত যজ্ঞ অথবা যজ্ঞসঙ্কল্পরূপী, গজেন্দ্র যেমন অবলীলাক্রমে পদ্বিনীকে

উত্তোলন করে, আপনিও সেইরূপ লীলাক্রমে মহাশুকরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গর্জন করিতে আরম্ভ করিতে পারেন। ৪৬

৫৭কালে যোগিগণ আপনার স্তব কবিতেছিলেন। ৪৬

হে যজ্ঞেশ্বর ! এক্ষণে আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন, আমাদের যজ্ঞকর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়াছিল, এই জন্ত আমরা আপনার দর্শন-আকাজক্ষা করিতেছিলাম, পুরুষগণ তাহার নাম কীর্তন করিলে তাঁহাদের যাবগীয় যজ্ঞবিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া যায়, আমরা তাদৃশ প্রভাবশালী আপনাকে নমস্কার করি। ৪৭

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে বিহুর ! এই প্রকার সকলেই সর্বযজ্ঞেশ্বর ভগবান্ হৃষীকেশের গুণকীর্তন করিতে থাকিলে সমাগদর্শী দক্ষ বীরভদ্র কর্তৃক বিনষ্ট যজ্ঞের পুনঃ প্রবর্তন করিলেন। ৪৮

হে নিষ্পাপ বিহুর ! সর্বজীবের আত্মা, অতএব সকলেরই ভাগভোজী ভগবান্ স্বীয় ভাগের দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়াই যেন দক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন। ৪৯



শ্রীভগবানুবাচ ।

অহং ব্রহ্মা চ শর্ব্বশ্চ জগতঃ কারণং পরম্ । আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ংদুর্গবিশেষণঃ ॥৫০॥  
 আত্মমায়াং সমাবিশ্ণু সোহহং গুণময়াং দ্বিজ । সৃজনং রক্ষনং হরনং বিশ্বং দধে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্ ॥৫১॥  
 তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যদ্বিতীয়ে কেবলে পরমাত্মনি । ব্রহ্মরূদ্রৌ চ ভূতানি ভেদেনাজ্জোহনুপশ্যতি ॥৫২॥  
 যথা পুমান্ ন স্বাক্ষেষু শিরঃপাণ্যাদিষু কচিৎ । পারক্যবুদ্ধিং কুরুত এবং ভূতেষু মৎপরঃ ॥৫৩॥  
 ত্রয়াণামেকভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাম্ । সর্বভূতাত্মনাং ব্রহ্মন্ স শাস্তির্মধিগচ্ছতি ॥৫৪॥  
 শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

এবং ভগবতাদিষ্টঃ প্রজাপতিপতিহরিম্ । অচ্চিস্তা ক্রতুনা স্মেন দেবানুভবতোহযজৎ ॥৫৫॥  
 রুদ্রঞ্চ স্মেন ভাগেন হ্যুপাধাবৎ সমাহিতঃ । কশ্মণোদবসানেন সোমপানিতরানপি ।  
 উদবস্তু সহস্রিগুভিঃ সন্মাববভূৎ ততঃ ॥৫৬॥

তস্মা অপানুভাবেন যেনৈবাপ্তরাধসে । ধম্ম এব মতিং দত্ত্বা ত্রিদশাস্তে দিবঃ ॥৫৭॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন—আমিই জগতের কারণ, আত্মা, ঈশ্বর, সাক্ষা, স্বপ্রকাশ এবং উপাদিশৃঙ্খ, এবং আমিই ব্রহ্মা ও শিবরূপ ধারণ করিয়া থাকি । ৫০

হে দ্বিজ ! আমিই গুণময়ী আত্মমায়াকে আশ্রয় করিয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের নিমিত্ত কার্যোপযুক্ত খড়্গ ধারণ করিয়া থাকি । ৫১

সেই অদ্বিতীয় নিঃসঙ্গ পরমাত্মাস্বরূপ পরমব্রহ্ম আমাতেই অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভেদবুদ্ধি বশতঃ পৃথকরূপে ব্রহ্মা, রুদ্র ও অগ্ন্যাশ্রয় জীবগণের স্বাতন্ত্র্য দেখিতে পাইয়া থাকে । ৫২

পুরুষ যেমন মস্তক ও হস্ত-পদাদিরূপ স্বায় অজ্ঞে কখনও পরকীয় বুদ্ধি করে না, সেইরূপ মৎ-পরায়ণ ভক্তও অশ্রু প্রাণীতে ভেদবুদ্ধি করেন না । ৫৩

হে ব্রহ্মন্ ! একই স্বরূপভূত সর্বভূতের আত্মাস্বরূপ আমাদের তিনজনের মধ্যে যিনি ভেদ

দর্শন না করেন, তিনিই শান্তিলাভ করিয়া থাকেন । ৫৪

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—শ্রীভগবান্ কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া প্রজাপতিগণের প্রধান দক্ষ ত্রি-কপাল নামক যজ্ঞ দ্বারা ভগবান্ শ্রীহারর অর্চনা করিয়া ‘অজ’ ও ‘প্রধান’ এই উভয়বিধ যজ্ঞের দ্বারা দেবতারূপের অর্চনা করিলেন । অনন্তর তিনি সমাহিত চিত্তে রুদ্রের ও নিজভাগ প্রদানরূপ পূজা করিয়া যজ্ঞসমাপক কশ্ম দ্বারা সোমপানী ও অগ্ন্যাশ্রয় দেবতাদিগের অর্চনায় প্রবৃত্ত হইলেন । তাহার পর কশ্ম সমাপ্ত হইলে তিনি ঋত্বিক্গণের সহিত অবভূত বা যজ্ঞাস্তম্নান করিলেন । ৫৫-৫৬

যদিও স্বায় ভগবদারাধনারূপ প্রভাবের দ্বারা ইন্দ্রের যজ্ঞে সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল, তথাপি দেবব্রহ্ম তাঁহাকে “ধর্ম্মে মতি হউক”—এই বর প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন । ৫৭

বিশ্লেষিত—ব্রহ্মাদি গুণাবতার শ্রীভগবানের গুণেরই অধিষ্ঠাতা এবং তাঁহার অবতার এইজন্য তাঁহা হইতে অভিন্ন । জীবও ভগবানের শক্তি, অতএব শক্তিমানের সহিত তৎবাংশে অভিন্ন কিন্তু লীলাংশে ভিন্ন । এইজন্য শ্রীচরিতামৃতের বলা হইয়াছে—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিভাদাস ।

কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০ পরিচ্ছেদ ।

জীব সমষ্টিক্রমে শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন এবং ব্যষ্টিক্রমে ভিন্ন । ৫৪



এবং দাক্ষায়ণী হিত্বা সতী পূর্বকলেবরম্ । জপ্তে হিমবতঃ ক্লেবে মেনায়ামিতি শুশ্রূষ ॥৫৮॥  
 তমেব দয়িতং ভূয় আরঙ্ত্তে পতিমশ্বিকা । অনন্তভাবৈকগতিং শক্তিঃ স্থপ্তেব পুরুষম্ ॥৫৯॥  
 এতদ্ভগবতঃ শম্ভোঃ কৰ্ম্ম দক্ষাধরদ্রহঃ । শ্রুতং ভাগবতাচ্ছিন্যাতুদ্ববাণ্মে বৃহস্পতেঃ ॥৬০॥

ইদং পবিত্রং পরমোশচেষ্টিতং যশস্ক্রমায়ুষ্যামঘৌষমৰ্ষণম্ ।

যো নিত্যদাকৰ্ণ্য নরোহ্মুকীৰ্ত্তয়েদধুনোত্যং কৌরব ভক্তিভাবেতঃ ॥৬১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈষ্ণবাং চতুর্থস্কন্ধে

দক্ষস্বপ্নসঙ্ক্ৰান্তং নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥৭॥

হে বিদুর ! আমরা একপা শুনিয়াছি যে, দক্ষ-  
 নন্দিনী সতী এইরূপে পূর্বকলেবর ত্যাগ করিয়া  
 হিমালয়ের পত্নী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া-  
 ছিলেন । ৫৮

প্রলয়কালীন সুপ্ত প্রকৃতি যেমন পুরুষকেই  
 আশ্রয় করে, সেইরূপ সতীও পুনরায় অন্ত্যাত্ম  
 ভজনপরায়ণগণের একমাত্র গতি, প্রিয়তম পতি  
 শত্ৰুকেই ভজনা করিয়াছিলেন । ৫৯

দক্ষস্বপ্ননাশক ভগবান্ শত্ৰুর এই চরিত্র  
 আমি বৃহস্পতির শিষ্য পরমভাগবত উদ্ধবের  
 নিকট শ্রবণ করিয়াছি । ৬০

হে বিদুর ! এই পরমপবিত্র, যশস্কর, আয়ুর্লব্ধক,  
 পাপনাশক, মহেশ্বরের এই পবিত্র চরিত্র যে ব্যক্তি  
 সবদা শ্রবণ পূর্বক কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন, তিনি  
 ভক্তিভাবে আধর্জিত হইয়া নিজের ও অপরের  
 সংসারক্লেশ বিনাশ করিতে সমর্থ হন । ৬১

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায় ।



## অষ্টম অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

সনকাত্ম নারদশ্চ ঋভুহংসোহরুণিৰ্যতিঃ । নৈতে গৃহান্ ব্রহ্মহতা হ্যাবসমুর্দ্ধিরেতসঃ ॥১॥  
 যুযাধিৰ্ম্মস্য ভাৰ্য্যাসীদন্তঃ মায়াঞ্চ শত্রুহন । অসূত মিথুনং তৎ তু নিখতিৰ্জগৎপ্রজাঃ ॥২॥  
 তয়োঃ সমভবল্লোভো নিকৃতিশ্চ মহামতে । তাভ্যাং ক্রোধশ্চ হিংসা চ যদুরুক্তিঃ স্বসা কলিঃ ॥৩॥  
 দুৰুক্তো কলিরাধন্ত ভি(ভ)য়ং যুভূয়ঞ্চ সন্তম । তয়োশ্চ মিথুনং জজ্ঞে যাতনা নিরয়ন্তথা ॥৪॥  
 সংগ্রহেণ ময়াখ্যাতঃ প্রতिसর্গস্তবানঘ । ত্রিঃ শ্রুত্বৈতৎ পুমান্ পুণ্যং বিধুনোভ্যাত্মনোমলম্ ॥৫॥  
 অথাতঃ কীর্তয়ে বংশং পুণ্যকীর্তেঃ কুরুবহ । স্বায়ম্ভুবস্ত্যাপি মনোহীরেরংশাংশজন্মনঃ ॥৬॥  
 প্রিয়ব্রতোভানপাদৌ শতরূপাপতেঃ স্ততো । বাসুদেবস্ত কল । রক্ষায়াং জগতঃ স্থিতৌ ॥৭॥  
 জায়ে উভানপাদস্ত স্মনীতিঃ স্মরুচিস্তয়োঃ । স্মরুচিঃ প্রেয়সী পত্ন্যর্নেতরা যৎস্তুতৌ ক্রবঃ ॥৮॥  
 একদা স্মরুচেঃ পুত্রমক্ষমারোপ্য লালয়ন । উত্তমং নারুরুক্ষস্তং ক্রবং রাজাভ্যনন্দত ॥৯॥

### ক্রব-চরিত্র

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে বিদুর ! চতুঃসন, নারদ, ঋভু, হংস, অরুণি ও যতি—ব্রহ্মার এই সকল উর্দ্ধরেতা পুত্র গৃহাশ্রম আশ্রয় করেন নাই । ১

হে জিতেন্দ্রিয় বিদুর ! অধর্ম্মের মিথ্যা নামে এক ভাৰ্য্যা ছিল, ঐ মিথ্যা দম্ভনামে পুত্র এবং মায়া নামী কন্যা প্রসব করিলে, তাহারা দাম্পত্য সম্বন্ধবিশিষ্ট হইল এবং নিখতি সম্ভানরহিত থাকায় তিনি ইহা-দিগকে অপত্যরূপে গ্রহণ করিলেন । ২

হে মহামতে ! সেই দম্ভ ও মায়া হইতে লোভ নামে এক পুত্র এবং নিকৃতি ( শঠতা ) নামী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিল । তাহাদের মিলনের ফলে ক্রোধ নামক পুত্র এবং হিংসানামী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিল । এই দুই জন হইতে কলি নামক পুত্র এবং দুৰুক্তি নামক কলির সহোদরা উৎপন্ন হইল । ৩

হে সাধুশ্রেষ্ঠ বিদুর ! কলি দুৰুক্তির গর্ভে ভীতি নামী কন্যা ও যুভূয় নামক পুত্র উৎপাদন করেন । এই দুই জন হইতে যাতনা নামী কন্যা ও নরক নামে পুত্র উদ্ভূত হইলে তাহারাও দাম্পত্যভাব প্রাপ্ত হয় । ৪

হে নিষ্পাপ বিদুর ! আমি প্রলয়ের হেতুভূত এই অধর্ম্মবংশ তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, অধর্ম্ম-বংশের এই আখ্যান পুণ্যময় ; কারণ, অধর্ম্ম বর্জন করিলেই পুণ্য হইয়া থাকে । যে পুরুষ ইহা বারংবার শ্রবণ করেন, তাঁহার আত্মমল বিদূরিত হইয়া যায় । ৫

হে কুরুকুলচূড়ামণি বিদুর ! অতঃপর আমি পুণ্যকীর্তি শ্রীহরির অংশাংশ স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ কীর্তন করিতেছি । ৬

শতরূপাপতি মনুর প্রিয়ব্রত ও উভানপাদ এই পুত্রদ্বয় ভগবান্ বাসুদেবের অংশে অবতীর্ণ হইয়া জগতের পালনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন । ৭

উভানপাদের স্মরুচি ও স্মনীতি নামী দুই পত্নী ছিলেন ; তন্মধ্যে স্মরুচি স্বামীর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন, স্মনীতি সেরূপ হইতে পারেন নাই, ক্রব সেই স্মনীতির পুত্র । ৮

একদা রাজা উভানপাদ স্মরুচির পুত্র উত্তমকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করিতেছিলেন, এমন সময়ে ক্রবও পিতার ক্রোড়ে উঠিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু রাজা স্মরুচির ভয়ে তাঁহাকে আদর করিতে পারিলেন না । ৯



তথা চিকীর্ষমাণং তং সপত্ন্যাস্তনয়ং ধ্রুবম্ । স্বকৃচিঃ শৃণুতো রাজ্ঞঃ সের্বমাহাতিগর্বিতা ॥১০॥  
 ন বৎস নৃপতেধিষ্যৎ ভবানারোঢ়ুমর্হতি । ন গৃহীতো ময়া যৎ ত্বং কুক্ষাবপি নৃপা গুহ্যঃ ॥১১॥  
 বালোহসি বত নাত্মানমশ্রুত্বীগর্ভসংভূতম্ । নুনং বেদ ভবান্ যত্র দুর্লভত্বার্থে মনোরথঃ ॥১২॥  
 তপসারাদ্য পুরুষং তশ্চৈবানুগ্রহেণ মে । গর্ভে ত্বং সাবয়ান্নানং নদোচ্ছসি নৃপাসনম্ ॥১৩॥  
 শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

মাতুঃ সপত্ন্যাঃ স্বদুর্যুক্তিবিদ্ধঃ শ্বসন্ রক্ষা দণ্ডহতো নৃপাহিঃ ।  
 হিত্বা মিশস্তং পিতরং সম্বাচং জগাম মাতুঃ স রুদন্ সকাশম্ ॥১৪॥  
 তং নিশ্বসন্তং স্ফুরিতাধরোষ্ঠং স্তনীতিরুৎসঙ্গমুদ্রহ বালম্ ।  
 নিশম্য তং পৌরযুগ্মিতান্তং সা বিব্যধে যদগদিতং সপত্ন্যাঃ ॥১৫॥  
 সোৎসজ্য ধৈর্য্যং বিললাপ শোকদাবাগ্নিনা দাবনত্বেব বালা ।  
 বাক্যং সপত্ন্যাঃ স্মরতী সর্বোজশ্রিয়া দৃশ্য বাষ্পকলামুবাহ ॥১৬॥  
 দীর্ঘং শ্বসন্তী বৃদ্ধনশ্চ পারম্পশ্যতী বালকমাহ বালা ।  
 মামঙ্গলং তাত পরেণ মংস্থা ভুঙ্ক্তে জনো যৎ পরদুঃখদস্তম্ ॥১৭॥

ঐ ভাবে সপত্ন্যাস্তনয় ধ্রুবকে রাজক্রোড়ে যাঁতে ইচ্ছক দেখিয়া তিনি অশ্রিয় গর্বিতা হইলেন এবং বাজাব সম্মুখেই সৈন্যেরে কহিতে লাগিলেন । ১০  
 বৎস ধ্রুব ! তুমি রাজপুত্র হইলেও তুমি যখন আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ কর নাই, তখন তুমি কোনও ক্রমে রাজার ক্রোড়ে (সিংহাসনে) বসিবার যোগ্য নহ । ১১  
 হায় ! তুমি বালক, তুমি যে অশ্রু দ্বারা গর্ভে জন্মিয়াছ, তাহা তুমি নিশ্চয়ই জান না—তাহা জানিলে তোমার এই দুর্লভ বিষয়ে অভিলাষ হইত না । ১২  
 বৎস ! যদি তুমি রাজসিংহাসন লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তবে তপস্কার দ্বারা ভগবানেব আরাধনা করিয়া তাঁহারই অনুগ্রহে আমার গর্ভে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর । ১৩  
 শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—বালক ধ্রুব বিমাতার এই দুর্ভাবাব্যাপ্তিতে বিদ্ধ হইয়া দণ্ডহত সর্পের স্থায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক কাঁদিতে লাগিলেন । পিতা দেখিয়াও কোন কথা বলিতে পারিলেন না—তাঁহার ঘন বাকরোধ হইল । ধ্রুব তখন পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জননীর নিকট গমন করিলেন । ১৪  
 বালক ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে—বিগলিত বাষ্পে তাঁহার অধরোষ্ঠ বারংবার কম্পিত হইতেছে, ইহা দেখিয়াই স্তনীতি তাহাকে কোলে লইলেন । সপত্নী যে সকল দুর্ভাব্য বলিয়াছেন—পৌরজনের মুখে যখন তাহা শুনিতে পাইলেন, তখন তিনি অতিশয় ব্যথিত হইলেন । শোকরূপ দাবানল প্রজ্বলিত হওয়াতে স্তনীতি দাবাগ্নিগত বনলতার স্থায় পরিমান হইলেন এবং তিনি ধৈর্য্য বিসর্জন পূর্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন । সপত্নীর কথা স্মরণ হওয়াতে তাঁহার কমসভূল্য সুন্দর নয়নযুগল হইতে দরদর ধারে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল । ১৫-১৬  
 তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে চঃখের পার দেখিতে না পাইয়া সম্মানকে কহিলেন—বৎস ! এ বিষয়ে অশ্রুর অপবাধ আছে, মনে করিও না—যে ব্যক্তি পরকে চঃখ দান করে, ভবিষ্যতে সে সেই চঃখই ভোগ করিয়া থাকে । ১৭



সত্যং সুরূচ্যাভিহিতং ভবান্ মে যদুর্ভগায়াদ উদরে গৃহীতঃ ।  
 স্তন্থেন বৃদ্ধশ্চ বিলজ্জতে যাং ভার্য্যেতি বা বোচুর্মিড়ম্পতির্মাম্ ॥১৮॥  
 আতিষ্ঠ তৎ তাত বিগৎসরস্তমুক্তং সমাত্রাপি যদবলীকম্ ।  
 আরাধয়াধোক্জপাদপদ্মং যদীচ্ছসেহধ্যাসনমুত্তমো যথা ॥১৯॥  
 যন্তাজ্জিপদ্মং পরিচর্য্য বিশ্ববিভাবনায়াত্তপ্তাভিপত্তেঃ ।  
 অজোহধ্যতিষ্ঠৎ খলু পারমেষ্ঠ্যং পদং জিতাশ্বসনাভিবন্দ্যম্ ॥২০॥  
 তথা মনুর্বো ভগবান্ পিতামহো যমেকমত্যা পুরুদক্ষিণৈর্মথৈঃ ।  
 ইক্ষ্ণুভিপেদে দূরবাপমন্যতো ভৌমং স্তথং দিব্যমথাপবর্গ্যম্ ॥২১॥  
 তমেব বৎসশ্রয় ভূত্যবৎসলং মুমুকুভিম্'গ্যপদাজ্জপক্ৰতিম্ ।  
 অনন্যভাবে নিজধর্ম্মভাবিতে মনস্তবস্থাপ্য ভজস্ব পুরুষম্ ॥২২॥  
 নান্যং ততঃ পদ্মপলাশলোচনাদুঃখচ্ছিদং তে যুগয়ামি কঞ্চন ।  
 যো যুগ্যতে হস্তগৃহীতপদ্ময়া শ্রিয়েতরৈরঙ্গ বিমুগ্যমাণয়া ॥২৩॥

সুরূচি সত্যই বলিয়াছে, আমি নিতান্ত দুর্ভগা, তুমি আমার গর্ভে জন্মিয়াছ এবং আমার স্তনদুগ্ধের দ্বারা পুষ্ট হইয়াছ, সুতরাং কিরূপে নৃপাসন পাইবার যোগ্য হইবে ? বৎস ! আমি এমনই হতভাগিনী যে, আমাকে ভার্য্যা স্বীকার করিতেও রাজার লজ্জাবোধ হয়। ১৮

বৎস ! তোমার বিমাতা যথার্থই বলিয়াছেন যে, তপস্তা দ্বারা যদি তুমি উত্তমের দ্বারা রাজসিংহাসন লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তিনি তোমাকে যে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত শ্রীহরির পাদপদ্ম আরাধনা করিতে বলিয়াছেন, তুমি মাৎসর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার অনুষ্ঠান কর। ১৯

বৎস ! সেই ভগবান্ বিশ্বপালনের জন্ত সর্ব্বগুণের অধিষ্ঠান স্বীকার করিয়াছেন। জিতাস্তংকরণ ও জিতাসন হইয়া যোগিগণ ঐহার শ্রীপাদপদ্মের সর্ব্বভোভাবে বন্দনা করিয়া থাকেন, ত্র্যম্বা তাঁহারই পাদপদ্ম আরাধনা করিয়া পারমেষ্ঠ্য পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ২০

ত্র্যম্বা হইয়া তোমার পিতামহ ভগবান্ মনুও তাঁহাকেই সর্ব্বান্তর্ধ্যামী জানিয়া একান্তভাবে প্রচুর দক্ষিণাবিশিষ্ট যজ্ঞের দ্বারা অর্চনা পূর্ব্বক অশ্বের চুস্ত্রাপ্য ঐহিক, পারত্রিক ও অপবর্গ সুখ লাভ করিয়াছিলেন। ২১

বৎস ! মুক্তিকামী পুরুষগণও ঐহার পাদপদ্ম-রূপ মার্গ অন্বেষণ করিয়া থাকেন, তুমি অণু বস্ত্র মাত্রে আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় ভক্তিধর্ম্ম-শোধিত চিত্ত সেই ভক্তবৎসল শ্রীহরিতে স্থাপন করিয়া তাঁহারই ভজনা কর। ২২

সেই পদ্মপলাশলোচন ভগবান্ ব্যতীত অণু কেহই তোমার দুঃখ দূর করিতে পারিবেন, এরূপ সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাঁহার দর্শন লাভ অতীব দুর্লভ ; কারণ, ত্র্যম্বাদি দেবতাগণ যে কমলার অনুসন্ধান করেন, সেই কমলবাসিনী লক্ষ্মীই স্বীয় হস্তে দীপতুল্য কমল গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। ২৩



শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

এবং সংজ্ঞিতং মাতুরাকর্ণ্যার্থাগমঃ বচঃ । সংনিয়ম্যাত্মনাত্মানং নিশ্চক্রাম পিতুঃ পুরাং ॥২৪॥  
নারদস্তদুপাকর্ণ্য জ্ঞাত্বা চাস্ত চিকীর্ষিতম্ । স্পৃষ্ট্বা মূৰ্দ্ধন্যঘ্নেন পাণিনা প্রাহ বিস্মিতঃ ॥২৫॥  
অহো তেজঃ ক্ষত্রিয়াণাং মানভঙ্গমমুদ্যতাম্ । বালোহপ্যয়ং হৃদা ধত্তে যৎ সমাতুরসম্বচঃ ॥২৬॥

শ্রীনারদ উবাচ ।

নাধুনাপ্যবমানং তে সম্মানকাপি পুত্রক । লক্ষ্যামঃ কুমারস্য সক্তস্য ক্রীড়নাদিষু ॥২৭॥  
বিকল্পে বিদ্যমানেহপি ন হ্যসন্তোষহেতবঃ । পুংসে মোহযুতে ভিন্না যল্লোকে নিজকৰ্ম্মভিঃ ॥২৮॥  
পরিতুষ্যেৎ ত হস্তাত ভাবম্মাত্রেণ পুরুষঃ । দৈবোপসাদিতঃ যাবদ্বীক্ষ্যেৎশরণগতিং বুধঃ ॥২৯॥  
অথ মাত্রোপদিষ্টেন যোগেনাবরুহুংসসি । যৎ প্রসাদং স বৈ পুংসাং দুরারাদ্যো মতো মম ॥৩০॥  
মুনয়ঃ পদবীং যস্য নিঃসঙ্গেনোরুজন্মভিঃ । ন বিদুর্মৃগয়ন্তোহপি তীত্রযোগসমাধিনা ॥৩১॥  
অতো নিবর্তিতামেগ নিব্বন্ধস্তব নিষ্ফলঃ । যতিস্যতি ভবান্ কালে শ্রেয়সাং সমুপস্থিতে ॥৩২॥

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে বিদুর ! জননী এই থাকে, তবে মোহ ব্যতীত অসন্তোষের ত' অন্য প্রকার বিলাপ এবং অর্থসাধক বাক্য শ্রবণ করিয়া কোনও হেতু নাহি, কারণ, লোকের কৰ্ম্মই তাহার ক্রব মন ধারাই মনকে সংযম পুংসের পিতৃগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন । ২৪

দেবর্ষি নারদ ঋবের গৃহ হইতে নিজকর্মণের কথা শ্রবণ করিয়া এবং ঋবের অভীষ্টের বিষয় জানিতে পারিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার পাপাবিনাশক হস্তের দ্বারা ঋবের মস্তক স্পর্শ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন । ২৫

অহো ! ক্ষত্রিয়দিগের কি তেজ ! ইহারা কি ক্ষিপ্রাত্রও মানভঙ্গ সহিতে পারে না ! ঋব বালক হইয়াও বিমাতার সেই দুর্বাক্য এখনও হৃদয়ে ধারণ করিতেছে । ২৬

অনন্তর দেবর্ষি নারদ ঋবকে কহিলেন—বৎস ঋব ! তুমি ত এখনও পঞ্চমবর্ষীয় বালক, ক্রীড়াদিতে আসক্ত, এ সময়ে তোমার সম্মান বা অসম্মান কিছুই ত' দেখিতে পাইতেছি না । ২৭

আর যদি মানাপমানের বিবেচনাই হইয়া

থাকে, তবে মোহ ব্যতীত অসন্তোষের ত' অন্য প্রকার বিলাপ এবং অর্থসাধক বাক্য শ্রবণ করিয়া কোনও হেতু নাহি, কারণ, লোকের কৰ্ম্মই তাহার ক্রব মন ধারাই মনকে সংযম পুংসের পিতৃগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন । ২৪

অতএব হে বৎস ! ঈশ্বরের আনুকূল্য ব্যতীত কোন উত্তমই ফলপ্রসূ হইতে পারে না, ইহা বিবেচনা করিয়া দৈব হইতে যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, বুদ্ধিমান পুরুষের তাহাতেই পরিতৃপ্ত থাকা উচিত । ২৯

এতদ্বিম তোমার এ উত্তম অতীব দুষ্কর । তুমি জননীর উপদেশে যোগপথে যাহার প্রসাদ লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, আমার মনে হয়, তিনি মনুষ্যমাত্রেই দুরারাদ্য । ৩০

কারণ, মুনিগণ সর্বপ্রকারে অসংস্কারহিত হইয়া তীত্র যোগযুক্ত সমাধি দ্বারা বহু বহু জন্ম অশ্রবণ করিয়াও সেই ভগবানের পদবী জানিতে পারেন না । ৩১

অতএব তুমি এই নিষ্ফল উত্তম পরিত্যাগ কর, ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগী বয়স হইলে তখন এ বিষয়ের জন্ম যত্ন করিবে । ৩২



যস্য যদৈববিহিতং স তেন স্মৃৎস্থঃখয়োঃ । আত্মানং তোষয়ন্ দেহী তমসঃ পারমুচ্ছতি ॥৩৩॥  
 গুণাধিকান্মুদং লিপ্সেদনুক্ৰোশং গুণাধমাং । মৈত্রীং সমানাদবিচ্ছেদ্য তাপৈরভিভূয়তে ॥৩৪॥  
 শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

সৌহৃদ্যং শমো ভগবতা স্মৃৎস্থঃখহতাত্মনাম্ । দর্শিতঃ কৃপয়া পুংসাং দুর্দর্শোহস্মদ্বিধৈস্ত যঃ ॥৩৫॥  
 তথাপি মেহবিনীতস্য ক্রান্তং ঘোরমূপেযুষঃ । স্মরচ্যা দুর্দ্বচোবাণৈর্ন ভিন্নে শ্রয়তে হৃদি ॥৩৬॥  
 পদং ত্রিভুবনোৎকৃষ্টং জিগীসোঃ সাধু বজ্র মে । ক্রহস্মৎপিতৃভিত্ত্বান্নৈরপ্যনধিষ্ঠিতম্ ॥৩৭॥  
 নুনং ভবান্ ভগবতো বোহঙ্গজঃ পরমোষ্ঠিনঃ । বিনুদন্নটতে বীণাং হিতায় জগতোহর্কবৎ ॥৩৮॥  
 শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

ইতু্যদাহতমাকণ্য ভগবান্ নারদস্তদা । প্রীতঃ প্রত্যাহ তং বালং সদাক্যমনুকম্পয়া ॥৩৯॥  
 শ্রীনারদ উবাচ ।

জনন্যভিহিতঃ পত্ন্যঃ স বৈ নিঃশ্রেয়সশ্চ তে । ভগবান্ বাহুদেবস্ত্বং ভজ তং প্রবাক্সনা ॥৪০॥

বৎস ! স্মৃৎ ও দুঃখের মধ্যে যে ব্যক্তি যাহা  
 দৈববশে প্রাপ্ত হয়, সে ব্যক্তি তাহাতেই সমুদ্র  
 পার্শ্বকালে, সে ক্রমশঃ সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ  
 হইতে পারে । ৩৩

নিজাপেক্ষা গুণাধিক পুরুষকে দেখিয়া আনন্দিত  
 হইবে এবং নিজাপেক্ষা গুণহীন পুরুষকে দেখিয়া  
 তাহার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিবে, এবং সমান  
 গুণসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি মৈত্রী করিবে—কারণ, এইরূপ  
 কারনে মনুষ্য কখনও সমুদ্রে অভিভূত হয় না । ৩৪

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—প্রভো ! স্মৃৎস্থঃখ দ্বারা  
 হতবুদ্ধি লোকের প্রতি কৃপা করিয়া আপনি যে  
 শান্তিপথ দর্শন করাইলেন, তাহা মাদৃশ ব্যক্তির  
 পক্ষে নিতান্ত দুর্লভ । ৩৫

কিন্তু আমি পৈর্য্যহীন ক্ষান্তস্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছি,  
 সুতরাং আমি স্বভাবতঃই দুর্দ্বিনীত, তাহাতে আবার  
 স্মরচির দুর্দ্বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া আপনি এই  
 উপদেশ স্থান পাইতেছেন না । ৩৬

হে ব্রহ্মণ ! আমার পিতৃ-পিতৃগ্রামহরণ কেহই যে  
 ত্রিভুবনোৎকৃষ্ট পদে আবোদ্ধ করিতে সমর্থ হইন না,  
 আমি সেই পদলাভ করিতে অভিলাষ করিয়াছি ।  
 আপনি আমাকে তাহারই সহজ পথ বলিয়া দিন । ৩৭  
 আপনি ভগবান্ ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন  
 পুত্র, আপনি নিশ্চয়ই জগতের মঙ্গলসম্পাদনার্থ  
 বাণাবাদন করিতে করিতে সূর্য্যের স্থায় ত্রিভুবন  
 পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন । ৩৮

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—এই প্রকার বাক্য শ্রবণ  
 করিয়া ভক্তরাজ নারদ বিশেষ প্রীত হইলেন  
 এবং কৃপা করিয়া সেই বালক ক্রমশঃ হিতবাক্য  
 উপদেশ করিলেন । ৩৯

শ্রীনারদ কহিলেন—তোমার জননী সুনীতি দেবী  
 তোমাকে যে চরম কল্যাণের বিষয় বলিয়াছেন,  
 তাহাই একমাত্র দুষ্কর পথ, ভগবান্ বাহুদেবই সেই  
 পথ, তুমি ভক্তিভাবে একাগ্রচিত্তে সেই বাহুদেবকেই  
 ভজনা কর । ৪০

বিস্তৃতি—প্রারম্ভ কল্প ক্ষয় না হইলে সংসার হইতে  
 উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নাই । এই জন্ত পাপ ও পুণ্য  
 সমানভাবেই অভিলষিত । কারণ, উভয়েই কর্মের জনক ;  
 এইজন্ত দুঃখ পাইলে আমার পাপজনিত কর্ম ক্ষয় পাইতেছে

এবং সুখ পাইলে আমার পুণ্যজনিত কর্ম ক্ষয় হইতেছে,  
 ইহা ভাবিয়া অবচলিত ভাবে ভগবানে মন রাখিয়া  
 যে কালের অপেক্ষা করে, তাহার নূতন কর্মবন্ধন  
 না হওয়ার সে যোক লাভ করিতে পারে । ৩৩



ধর্মার্থকামমোক্ষার্থ্যং য ইচ্ছেচ্ছেয় আত্মনঃ । একং হেব হরেন্তত্র কারণং পাদসেবনম্ ॥৪১॥  
 তৎ তাত গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনাস্তটং শুচি । পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ ॥৪২॥  
 স্নাত্বানুসবনং তস্মিন্ কালিন্দ্যাঃ সলিলে শিবে । কৃহোচিতানি নিবসন্নাত্মনঃ কল্লিতাসনঃ ॥৪৩॥  
 প্রাণায়ামেন ত্রিহতা প্রাণেশ্রিয়মনোমলম্ । শনৈর্ব্যদস্ত্যভিধ্যায়েন্নমনসা গুরুণা গুরুম্ ॥৪৪॥  
 প্রসাদাভিমুখং শশ্বৎ-প্রসন্নবদনেক্ষণম্ । হ্রনসং হ্রস্রবং চারু কপোলং হ্রস্রসুন্দরম্ ॥৪৫॥  
 তরুণং রমণীয়ামরুণোষ্ঠেক্ষণাধরম্ । প্রণতাশ্রয়ণং নৃনং শরণ্যং করুণার্ণবম্ ॥৪৬॥  
 শ্রীবৎসাক্ষং বনশ্যামং পুরুষং বনমালিনম্ । শঙ্খচক্রগদাপদৈরভিব্যক্তচতুর্ভুজম্ ॥৪৭॥  
 কীরীটিনং কুণ্ডলিনং কেয়ুরবল্লভিতম্ । কৌস্তভাভরণগ্রীবং পীতকোণেশ্বরবাসনম্ ॥৪৮॥  
 কাঞ্চীকলাপপর্যন্তং লসৎকাঞ্চনপুত্রম্ । দর্শনীয়তমং শান্তং মনোনরনবদনম্ ॥৪৯॥  
 পদ্ম্যং নখমণিশ্রেণ্যা বিলসদ্ভ্যা সমর্চ্চিতাম্ । হ্রৎপদ্মকর্গিকাবিধ্যমাক্রম্যাগ্নস্তবস্থিতম্ ॥৫০॥  
 স্নয়মানগভিধ্যায়েৎ সানুরাগাবলোকনম্ । নয়তেনৈকভূতেন মনসা ববদর্ষভম্ ॥৫১॥

যিনি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ আপনার মঙ্গল  
 ইচ্ছা করিবেন, শ্রীহরির পাদপদ্মে সেবাই তাঁহার  
 একমাত্র গতি—তদ্বিত্ত আর দ্বিতীয় পথ নাই । ৪১

অতএব হে বৎস ! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি  
 যমুনাতটস্থিত পরম পুণ্যময় মধুবনে গমন কর,  
 কারণ, শ্রীহরির সেই মধুবনেই নিত্য অবস্থিতি । ৪২

সে স্থানে গমন করিয়া কালিন্দীর পুণ্যময় সলিলে  
 ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিবে এবং আপনাব উচিত নিত্য-  
 কর্ম সকল সম্পাদন করিয়া কৃশাদি দ্বারা আপন  
 বিরচণ পূর্বক তাহাতে স্বস্তিকাদি আসনক্রমে  
 উপবেশন করিবে । পরে বেচক, পূবক, কুস্তকরূপ  
 ত্রিবিধ প্রাণায়াম করিয়া তদ্বারা প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও  
 মনের চাকলা নিরসন পূর্বক হিরচিত্তে ক্রমশঃ  
 জগদ্বৃক্ষ শ্রীহরির ধ্যান করিতে থাকিবে । ৪৩ ৫২

ভগবান্ শ্রীহরি দেবগণের মধ্যে পরমসুন্দর,  
 তাঁহার নাসিকা এবং ক্রমুগল রমণীয়, কপোল  
 মনোহর, বদন ও নয়ন সর্বদাই প্রসন্ন ; তাঁহাকে  
 দেখিলে বোধ হয় যেন তিনি প্রসাদদানে উজ্জ্বল । ৪৫

তাঁহার ওষ্ঠ ও চক্ষু অরুণবর্ণ, তিনি নববোঁবন-  
 সম্পন্ন, তাঁহার প্রতি অঙ্গ রমণীয়, তিনি প্রতি ভনের

আশ্রয়দাতা ও সকলের সর্বপুণ্যার্থের আকরস্বরূপ ।  
 তিনি শরণাগতপ্রতিপালক এবং দয়াব সাগর । ৪৬

তিনি শ্রীবৎসচিত্তে ভূষিত, নবীন নীরদের স্থায়  
 শ্যামবর্ণ, বনমালাধারী পুরুষ, তাঁহার বাহুচতুষ্টয়  
 শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মে সর্বদা শোভমান । ৪৭

তাহাব মস্তকে কীরীট, কর্ণে কুণ্ডল, বাহুতে  
 কেয়ুর ও বলয়, গলদেশে গৌস্তভমণি এবং পরিধানে  
 পীতবর্ণ পটবস্ত্র । ৪৮

তাঁহার নিত্যস্বদেশ কাঞ্চীদামে পরিবেষ্টিত,  
 চরণে স্বর্ণনুপুর দেদীপ্যমান ; দর্শনীয় যে কিছু সুন্দর  
 দ্রব্য আছে, তিনি তাঁহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ—তাঁহার  
 রূপ ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধনকারী । ৪৯

বৎস ! যে ব্যক্তি তাঁহার অচ্চনা করে, নখের  
 স্থায় মণিশ্রেণীতে দেদীপ্যমান চরণদ্বয় দ্বারা তিনি  
 সেই ভক্তের হ্রৎপদ্মের মধ্যভাগ অধিকার করিয়া  
 তাঁহার মনোমধ্যে অবস্থিতি করিয়া থাকেন । ৫০

তিনি তথায় যুগ্মমুদ্র হস্ত ও অনুরাগরঞ্জিত  
 দৃষ্টি দ্বারা ভক্তগণকে রূপা করিতেছেন, হে বৎস !  
 সেই বরদশ্রেষ্ঠ শ্রীহরিকে পূর্বোক্ত ধারণা দ্বারা  
 হৃৎসংযত একাত্মচিত্তে বিশেষরূপে ধ্যান করিবে । ৫১



এবং ভগবতো রূপং হৃদয়ং ধ্যায়তো মনঃ । নির্বৃত্ত্যা পরয়া তূর্ণং সম্পন্নঃ ন নিবর্ততে ॥৫২॥

জপশ্চ পরমো গুহ্যঃ শ্রয়তাং মে নৃপাত্মজ ।

যং সপ্তরাত্রং প্রপঠন্ পুমান্ পশুতি খেচরান্ ॥৫৩॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ।

মন্ত্ৰেণানেন দেবস্য কুর্যাদ্ভব্যময়ীং বুদ্ধিঃ । সপরিয়াং বিবিধৈর্দ্রব্যৈর্দেবদেবকালবিভাগবিৎ ॥৫৪॥

সলিলৈঃ শুচিভির্মালৈর্বনৈর্মূলফলাদিভিঃ । শতাকুরাংশুশৈবশ্চার্চয়েৎ তুলস্যা প্রিয়য়া প্রভৃন্ম ॥৫৫॥

লব্ধ্বা দ্রব্যময়ীমর্চ্যং ক্ষিত্যান্ধাদিষু বার্ষিক্যেৎ । আভূতান্না মুনিঃ শান্তো যতবান্নিতবন্মভুক্ ॥৫৬॥

শ্বেচ্ছাযতোরচরিতৈরচিন্ত্যানি জগায়য়া । করিয়াতুভমঃশ্লোকস্তদ্ধায়েদ্ধৃদয়ঙ্গমম্ ॥ ৫৭ ॥

পরিচর্যা ভগবতো যাবত্যাঃ পূর্বসেবিতাঃ । তা মন্ত্ৰহৃদয়েনৈব প্রযুক্ত্যান্মন্ত্ৰমূর্তয়ে ॥৫৮॥

এবং কায়েন মনসা বচসা চ মনোগতম্ । পরিচর্য্যমাণো ভগবান্ ভক্তিমং পরিচর্য্যয়া ॥৫৯॥

পুংসামমারিণাং সম্যগুভজতাং ভাববন্ধনঃ । শ্রেয়ো দিশত্যভিমতং যদ্ধগ্নাদিষু দোহিনাম্ ॥৬০॥

বিরক্তশ্চেচ্ছিয়রতো ভক্তযোগেন ভূয়সা । তং নিরন্তরভাবেন ভজ্যেতাক্কা বিমুক্তয়ে ॥৬১॥

এইরূপে ভগবানের মন্ত্ৰরূপ ধ্যান করিলে, তোমার মন অচিরেই পরম শান্তিলাভ করিবে, আর তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে না । ৫২

হে নৃপনন্দন ! পরম গুহ্যমন্ত্ৰও তোমাকে বলিতেছি—আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর, এই মন্ত্ৰ সপ্তরাত্র প্রকৃষ্টরূপে জপ করিলে মানব গগনবিহারী ভগবৎপারদগণের দর্শন লাভ করিতে পারে । ৫৩

সেই মন্ত্ৰ এই—“ও নমো ভগবতে বাসুদেবায়” । দেশকালের ভেদবেগে পণ্ডিত ব্যক্তি এই মন্ত্ৰ দ্বারা বিবিধ দ্রব্য প্রদান করিয়া ভগবানের দ্রব্যময়ী অচ্চনা করিবে । ৫৪

পবিত্র জল, মাংস, বগ্ন ফলমূল, প্রশস্ত দূর্বাঙ্কুর, ভূজ্জঙ্ঘকরূপ বস্ত্র এবং হরিপ্রিয়া তুলসাদি উপকরণ দ্বারা তাহার অচ্চনা করিবে । ৫৫

সংযতচিত্ত, শান্ত, মননশীল, বাগ্‌জয়া এবং পরিমিত ফলমূলহারী অর্চক দ্রব্যময়ী অর্থাৎ শিলাদিনির্মিতা প্রতিমা হইলে তাহাতেই, তদভাবে মুক্তিকা জলাদিতেও অর্চনা করিবে । ৫৬

স্বায় অচিন্ত্য শক্তি আশ্রয় করিয়া শ্রীভগবান্

স্বতন্ত্র ইচ্ছাবশে যে যে অবতার ও লীলাদি প্রকট করিয়া থাকেন, উক্তমন্ত্ৰোক ভগবানেব সেই সেই অবতার ও সেই সেই মনোহর চরিত্রসমূহ ধ্যান করিবে । ভগবানের স্বত প্রকার পরিচর্য্যার বিষয় পূর্ব-ভক্তগণ নিদ্দিষ্ট করিয়াছেন, পূর্বোক্ত দ্বাদশাকর মন্ত্ৰের দ্বারা তৎসমুদয়ই মন্ত্ৰমূর্ত্তি ভগবানের প্রতি প্রয়োগ করিবে । ৫৭ ৫৮

এংস ! পূর্বোক্ত রীতিক্রমে কায়, মন ও বাক্য দ্বারা ভক্তিপূর্বক পরিচর্যা দ্বারা উপাসনা করিলে ভগবান্ অকপট উপাসকগণকে—ধর্ম্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষ ইহাব মধ্যে যাহা উপাসকের বাঞ্ছিত শ্রেয়ঃ, সেইটি প্রদান করিয়া থাকেন । কিন্তু যাহারা সম্যকরূপে ভজনা করেন, ভক্তের ভাববন্ধনকারী ভগবান্ তাহাদিগকে প্রেমভক্তি প্রদান করেন । ৫৯-৬০

যিনি ইঞ্জিয়-ভোগাদিতে বিবর্ত্ত, তিনি ঐকান্তিক ভক্তিযোগের দ্বারা সাক্ষাৎ বিশেষরূপা মুক্তি অর্থাৎ সখ্যবাৎসল্যাদি ভাবরূপা প্রেমভক্তি লাভের জন্য সেই শ্রীহরির ভজনা করিবেন । ৬১



ইত্যুক্তস্তং পরিক্রম্য প্রণম্য চ নৃপার্ভকঃ । যযৌ মধুবনং পুণ্যং হরেশ্চরণচ্চিত্ততম্ ॥৬২॥  
তপোবনং গতে তস্মিন্ প্রবিক্টোহস্তঃপুং মুনিঃ । অর্হিতার্হণকো রাজা স্থখাসীন উবাচ হ ॥৬৩॥  
শ্রীনারদ উবাচ ।

রাজন্ কিং ধ্যায়সে দীর্ঘং মুখেন পরিশুষ্যতা ।  
কিংবা ন রিষ্যতে কামো ধর্মো বার্ধেন সংযুতঃ ॥৬৪॥

শ্রীরাজোবাচ ।

সুতো মে বালকো ব্রহ্মন্ স্ত্রৈশ্চেনাকরুণাশ্রনা ।  
নির্বাসিতঃ পঞ্চবর্ষঃ সহ মাত্রা মহান্ কবিঃ ॥৬৫॥

অপ্যনাথং বনে ব্রহ্মন্ মাস্মাদন্ত্যর্ভকঃ বৃকাঃ । শ্রাস্তং শয়ানং ক্ষুধিতং পরিস্নানমুখান্মুজম্ ॥৬৬॥  
অহো মে বত দৌরাত্ম্যং স্ত্রীজিতশ্চোপধারয় । যৌহঙ্কং প্রেমারুরুক্ষন্তং নাভ্যনন্দনমস্তমঃ ॥৬৭॥  
শ্রীনারদ উবাচ ।

মা মা শুচঃ স্বতনয়ং দেবশুশ্রুং বিশাম্পতে । তৎপ্রভাবমবিজ্ঞায় প্রারঙ্ক্তে যদ্যশো জগৎ ॥৬৮॥  
সুহৃদ্বরং কর্ম কৃহা লোকপালৈরপি প্রভুঃ । এষ্যত্যচিরতো রাজন্ যশো বিপুলয়ন্তব ॥৬৯॥  
শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

ইতি দেবর্ষিণা প্রোক্তং বিশ্রুতং জগতাপতিঃ । রাজলক্ষ্মীমনাদৃত্য পুত্রমেবাবচিস্তয়ৎ ॥৭০॥

দেবর্ষি নারদ এইরূপ উপদেশ করিলে রাজ-  
নন্দন ঐব প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া শ্রীহরির চরণ-  
চিহ্নে বিভূষিত পুণ্যতম মধুবনে গমন করিলেন । ৬২

ঐব তপোবনে গমন করিলে দেবর্ষি নারদ  
উত্থানপাদ রাজার পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং  
রাজ কর্তৃক অর্ঘ্যাদির দ্বারা সংকৃত হইয়া সুখাসনে  
উপবেশন পূর্বক রাজাকে কহিতে লাগিলেন । ৬৩

শ্রীনারদ কহিলেন—হে রাজন্ ! আপমি স্নান-  
মুখে দীর্ঘকাল ধরিয়া কি চিন্তা করিতেছেন ?  
আপনার অর্ধসংযুক্ত ধর্ম কি কাম নষ্ট হইয়াছে  
কি ? ৬৪

রাজা কহিলেন—আমি পত্নীর বশবর্তী পুরুষ,  
আমার হৃদয়ে দয়ার লেশমাত্র নাই ; আমি পঞ্চমবর্ষীয়  
মহামতি সুবোধ বালক ঐবকে তাহার জননী  
সহিত নির্বাসিত করিয়াছি । ৬৫

হে ব্রহ্মণ ! সেই অনাথ, ক্ষুধিত শ্রাস্ত বালকের

মুখকমল এতক্ষণ স্নান হইয়াছে, সেই বালককে কি  
এতক্ষণ ব্যাগ্রগণে ভক্ষণ করিয়া ফেলে নাই ? ৬৬

অহো ! স্ত্রীজিত আমার দুর্বৃত্ততা দেখুন ।  
আমার সেই বালকটি প্রেমভরে আমার ক্রোড়ে  
আরোহণ করিতে চাহিলে—আমি এমনই নরাধম  
যে, আমি তাহাকে একবারও আদর করি নাই । ৬৭

শ্রীনারদ কহিলেন—হে প্রজানাথ ! দেবতারা  
তোমার পুত্রকে রক্ষা করিতেছেন । তুমি তাহার  
প্রভাব না জানিয়া দুঃখ করিও না, তাহার বশে জগৎ  
পূর্ণ হইবে । ৬৮

হে রাজন্ ! ঐব লোকপালদিগের সুহৃদ্বর  
কর্ম সাধন পূর্বক তোমার বশ বিস্তার করিয়া  
শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবে । ৬৯

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন, দেবর্ষির কথিত এই সকল  
বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা রাজলক্ষ্মীর প্রতি অনাদর  
পুরঃসর কেবল পুত্রকেই চিন্তা করিতে লাগিলেন । ৭০



তত্রাভিষিক্তঃ প্রয়তস্তানুপোষ্য বিভাবরীম্ । সমাহিতঃ পর্য্যচরদৃষ্যাদেশেন পুরুষম্ ॥৭১॥

ত্রিরাত্রান্তে ত্রিরাত্রান্তে কপিথবদরাশনঃ । আত্মরত্যানুসারেণ মাসং নিশ্চৈর্চয়ন্ হরিম্ ॥৭২॥

দ্বিতীয়ঞ্চ তথা মাসং যষ্ঠে যষ্ঠেহর্ভকো দিনে ।

তৃণপর্ণাদিভিঃ শীর্ণৈঃ কৃতান্নোহভ্যর্চয়ন্ বিভূম্ ॥৭৩॥

তৃতীয়ধানয়ন্ মাসং নবমে নবমেহহনি । অন্ত্রক উত্তমঃশ্লোকমুপাধাবৎ সমাধিনা ॥৭৪॥

চতুর্থমপি বৈ মাসং দ্বাদশে দ্বাদশেহহনি । বায়ুভক্ষো জিতশ্বাসো ধ্যায়ন্ দেবমধারণৎ ॥৭৫॥

পঞ্চমে মাসানুপ্রাপ্তে জিতশ্বাসো নৃপাত্মজঃ । ধ্যায়ন্ ব্রহ্ম পদৈকেন তস্থৌ শ্বাণুরিবাচলঃ ॥৭৬॥

সর্ব্বতো মন আকৃষ্য হৃদি ভূতেন্দ্রিয়াশয়ম্ ।

ধ্যায়ন্ ভগবতো রূপং নাদ্রাক্ষীৎ কিঞ্চনাপরম্ ॥৭৭॥

আধারঃ মহাদাদীনাং প্রধানপুরুষেশ্বরম্ । ব্রহ্ম ধারণমাগম্য ত্রয়ো লোকাশ্চকম্পিরে ॥৭৮॥

যদৈকপাদেন স পাথিবাত্মজস্তস্থৌ তদঙ্গুষ্ঠনিপীড়িতা মহী ।

ননাম তত্রাৰ্দ্ধমিভেষ্প্রাধিষ্ঠিতা তরাব সব্যেতরতঃ পদে পদে ॥৭৯॥

এদিকে ঐব কালিন্দাতে স্নানানন্তর  
পবিত্র ও সংযত হইয়া সেই রাত্রি উপবাস  
করিয়া থাকিলেন এবং তৎপরে দেবর্ষির উপ-  
দেশানুসারে পুরুষোত্তম শ্রীহরির আরাধনায় প্রবৃত্ত  
হইলেন । ৭১

প্রতি তৃতীয় দিবসে তিনি মাত্র কপিথ ও বদরী  
ফল ভোজন করিয়া কোন প্রকারে শরীরযাত্রা  
নির্ব্বাহ পূর্ব্বক শ্রীহরির আরাধনায় প্রথম মাস  
অতিবাহিত করিলেন । ৭২

এইরূপে প্রতি ষষ্ঠদিনে বৃক্ষ হইতে স্বয়ং  
পতিত শুষ্ক তৃণপত্রাদি আহার করিয়া  
ভগবানের অর্চনায় তিনি দ্বিতীয় মাস যাপন  
করিলেন । ৭৩

তাহার পর তৃতীয় মাসে তিনি প্রতি নবমদিনে  
জলমাত্র পান করিয়া সমাধিবোধে উত্তমঃশ্লোক  
ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন । ৭৪

চতুর্থমাসে তিনি শ্বাস জয় পূর্ব্বক প্রতি দ্বাদশ  
দিনে বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া দেব নারায়ণকে ধ্যান-  
যোগে হৃদয়ে ধারণ করিলেন । ৭৫

পঞ্চমমাসে জিতপ্রাণ সেই নৃপনন্দন একপদে  
শ্বাণুর আয় নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া পরব্রহ্মের  
ধ্যান করিতে লাগিলেন । ৭৬

শব্দাদি ভূতের ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিশ্রামস্থান  
মনকে সর্ব্বপ্রকার বিষয় হইতে হৃদয়মধ্যে আকর্ষণ  
করিয়া তিনি কেবল ভগবান্ নারায়ণের রূপের ধ্যানে  
তৎপর হইলেন—তদন্তর তিনি আর কিছু দেখিতে  
পাইলেন না । ৭৭

এইরূপে ঐব প্রকৃতি ও পুরুষের ঈশ্বর  
মহাদেবের ও আধার পরমব্রহ্মকে ধ্যান করিলে  
ত্রিভুবন তাঁহার দুঃসহ ভেজ সঙ্ক করিতে অসমর্থ  
হইয়া কম্পিত হইয়া উঠিল । ৭৮

ঐব যখন একপদে, তখন তাঁহার অঙ্গুষ্ঠ-  
পীড়নে নিপীড়িতা হইয়া ধরণী অর্দ্ধাংশে  
অবনত হইয়া পড়িলেন, বোধ হইল যেন  
গজরাজ ঐরাবত একখানি ক্ষুদ্র তরণীতে  
আরোহণ করিবার সময় তাহার প্রতি বাম ও  
দক্ষিণ পদের ভরে উহা অর্দ্ধাংশে নত হইয়া  
পড়িয়াছে । ৭৯



তস্মিন্মভিধায়তি বিশ্বমাত্মনো দ্বারং নিরুধ্যাস্তমনন্তয়া ধিয়া ।  
লোকা নিরুচ্ছাসনিপীড়িতা ভৃশং সলোকপালাঃ শরণং যযুর্হরিম্ ॥৮০॥

শ্রীদেবা উচুঃ ।

নৈবং বিদামো ভগবন্ প্রাণরোধং চরাচরস্তাখিলসঙ্কধান্নঃ ।  
বিধেহি তম্মো বৃজিনাদ্বিমোক্ষং প্রাপ্তা বয়ং ত্বাং শরণং শরণ্যম্ ॥৮১॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

মা ভৈষ্ট বালং তপসো দুরত্যাম্ভিবর্তয়িষ্যে প্রতিযাত স্বধাম ।  
যতো হি বঃ প্রাণিনিরোধ আসাদৌত্তানশাদির্ময়ি সঙ্গতাত্মা ॥৮২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈষ্ণবিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
ঐবচরিতে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

ঐব যখন প্রাণ ও প্রাণদ্বাব নিরোধ পূর্বক । মুক্ত করুন । যেহেতু, আপনি শরণাগতরক্ষক এবং  
বিশ্বাত্মা শ্রীবিষ্ণুকে অভিধান করিতে লাগিলেন, আমরা আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম । ৮১  
তখন লোকপালসহিত যাবতীয় লোক নিশ্বাস- শ্রীভগবান্ কহিলেন—যে বালক হইতে তোমা-  
রোধে নিপীড়িত হইয়া শ্রীহরির শরণাপন্ন দেব এইরূপ শ্বাসরোধ হইয়াছে—সেই উত্তানপাদের  
হইলেন । ৮০ পুত্র ঐব বিশ্বাত্মস্বরূপ আমাব সহিত সংযুক্তচিত্ত

শ্রীদেবগণ কহিলেন—হে ভগবন্ ! আমরা চরা- হইয়া আছে ; আমি তাহাকে এই দুরূহ তপস্তা  
চর সকল প্রাণীর এইরূপ শ্বাসবোধ আব কখন দেখি হইতে নিবৃত্ত করিতেছি । তোমরা ভীত হইও না,  
নাই । অতএব এই ক্রেশ হইতে শীঘ্র আমাদিগকে স্বধামে গমন কর । ৮২

বিস্তৃতি—ঐব অনন্তচিত্তে ব্যষ্টি ও সমষ্টিব ঐক্য- তদেকাত্ম বশতঃ সেই অবস্থায় পতিত হইল । ইহাই  
বুদ্ধির দ্বারা নিজে যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বিশ্বও নিখিল লোকের শ্বাসরোধের কারণ । ৮০

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায় ।



## নবম অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

ত এবমুৎসন্নভয়া উরুক্রমে কৃতাবনায়াঃ প্রযযুক্তিপিষ্টপম্ ।  
 সহস্রশীর্ষাপি ততো গরুত্মতা মধোর্বনং ভূত্যাদিদৃক্ষয়া গতঃ ॥১॥  
 স বৈ ধিয়া গোপবিপাকতাত্রয়া হুৎপদ্যকোষে স্কুরিতং তড়িৎপ্রভম্ ।  
 তিরোহিতং সহস্রৈবোপলক্ষ্য বহিঃ স্থিতং তদবস্থং দদর্শ ॥২॥  
 তদদর্শনেনাগতসাপ্রসং ক্রিতাববন্দতাসং বিনময়া দগুৰ্বৎ ।  
 দৃগ্ভ্যা' প্রপশ্যন্ প্রপিবন্নিবার্তকশ্চ স্মিবাশ্চেন ভূতৈঃ পরিবাশ্লিষন্ ॥৩॥  
 স তং বিবক্ষন্তমতর্হিৎ হরিজ্ঞাতাত্ম্য সর্বস্ব চ হৃদ্যবস্থিতঃ ।  
 কৃতাজ্জলিং ব্রহ্মময়েন কম্বুনা পস্পর্শ বাণং কৃপয়া কপোলে ॥৪॥  
 স বৈ তদৈব প্রতিপাদিতাং গিরং দৈবীং পরিজ্ঞাতপরাত্মনির্ঘয়ঃ ।  
 তং ভক্তিভাবোহভ্যাগ্যাদসদ্বরং পরিশ্রুতোরুশ্রবসং ধ্রুবক্ৰিতিঃ ॥৫॥

ধ্রুবের বরপ্রাপ্তি ও রাজ্যলাভ

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—এইরূপে সেই ইন্দ্রাদি  
 লোকপালগণ শ্রীহরির বাক্যে ভয়হীন হইয়া তাহাকে  
 বন্দনা পূর্বক স্বর্গধামে গমন করিলেন । তদনন্তর  
 সহস্রশীর্ষা শ্রীনারায়ণ নিজ সেবক ধ্রুবকে দর্শন  
 করিবার ইচ্ছায় গরুড়পৃষ্ঠে সমাসীন হইয়া মধুবনে  
 আগমন করিলেন । ১

তখন ধ্রুব সুদৃঢ় ধ্যানযোগ দ্বারা স্থিরাকৃত চিত্তে  
 হুৎপদ্যকোষে বিলসিত বিদ্রাৎপ্রভসম শ্রীহরির রূপ  
 দর্শন করিতেছিলেন, কিন্তু সহসা সেই রূপকে  
 তিরোহিত দেখিয়া চক্ষুরুন্মীলন করিলেন এবং  
 অন্তরে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, বহির্ভাগেও সেইরূপ  
 শ্রীভগবান্কে দেখিতে পাইলেন । ২

তাহার দর্শনে ধ্রুবের তখন আনন্দজনিত সস্ত্রম  
 জন্মিল ; তিনি স্বায় অঙ্গ অবনত করিয়া ভূমিতে  
 দগুৰ্বৎ হইয়া প্রণাম করিলেন ; অনন্তর সেই বালক

যেন ভগবান্কে চক্ষু দ্বারা পান, মুখ দ্বারা চুষ্মন  
 এবং বাহুব দ্বারা আলিঙ্গন করিতেছিলেন বোঝ  
 হইল । ৩

ভগবান্ হরি তাঁহার এবং সকলেরই অন্তর্যামী ;  
 অতএব বুঝিতে পারিলেন যে, ধ্রুব তাঁহার স্তব করিতে  
 ইচ্ছা করিতেছে । কিন্তু কিরূপে স্তব করিতে হয়,  
 তাহা জানে না ; কেবল বন্ধাজলি হইয়া গবস্থান  
 করিতেছে । শ্রীহরি তখন কৃপাপরবশ হইয়া  
 বেদময় শব্দ দ্বারা তাঁহার কপোলদেশ স্পর্শ  
 করিলেন । ৪

তখন ধ্রুব জীব ও ঈশ্বরের তত্ত্ব জানিতে  
 পারিলেন এবং তাঁহার ভগবদ্বিশিষ্ট বাক্শাক্তির  
 উদয় হওয়ায় ভক্তিজনিত প্রেমে আপ্ত হইয়া  
 সর্বত্র বিখ্যাত বিপুলকীর্তি ভগবানের স্তব  
 সম্যগ্ ভাবে ধীরে ধীরে করিতে লাগিলেন ;  
 এই স্তবের দ্বারাই ধ্রুবের ধ্রুবলোক প্রাপ্তি  
 হয় । ৫



শ্রীধ্রুব উবাচ ।

নোহন্তঃ প্রবিষ্টা মম বাচমিমাং প্রহৃষ্টাং সঞ্জীবয়ত্যখিলশক্তিবরঃ স্বধাম্মা ।  
 অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণহৃগাদীন্ প্রাণান্ নমো ভগবতে পুরুষায় তু ভ্যম্ ॥৬॥  
 একস্তমেব ভগবান্নিদমাত্মশক্ত্যা মায়াখ্যযোদ্ধুগুণয়া মহদাংশেষম্ ।  
 সৃষ্টানুবিশ্ণু পুরুষস্তদসদৃশেষু নানৈব দারুণ্য বিভাবন্তবদ্বিভাসি ॥ ৭ ॥  
 ত্বদভয়া বহ্নয়েদমচর্চ্য বিংশং স্তম্ভপ্রবদ্ধ ইব নাথ তবৎপ্রপন্নঃ ।  
 তস্মাপবর্গ্যশরণং তব পাদমূলং বিস্মর্য্যতে ক্লতবিদা কথমার্তিবন্ধো ॥৮॥  
 নূনং বিমুক্তমতঃস্তুতং মায়ায়া তে মে হ্যং ভবাপ্যয়বিমোক্ষমগ্ন্যম্বতোঃ ।  
 অর্চন্তি কল্পকতরুং কুণপোপভোগ্যমিচ্ছন্তি যঃ স্পর্শজং নরকেহপি নৃণাম্ ॥৯॥  
 যা নির্দীপ্তিতত্ত্বভূতাং তব পাদপদ্য্যানাদ্ভবত্জনকথাশ্রবণেন বা স্মৃতাং ।  
 সা ব্রহ্মাণি সমহিমন্তাশ নাথ মা ভূৎ কিম্বদুকাশিলুলিতাং পততাং বিমানাং ॥১০॥

শ্রীশ্রীমদভিলেখন—যে পুরুষ যাবতীয় চক্ষুরাদি জ্ঞানশক্তি দাবণ করেন, স্তম্ভাং যিনি আমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া স্তম্ভ বা ক-শক্তিতে এবং কব-চরণ-কর্ণ-দৃষ্টি প্রভৃতি অগ্ন্যাগ্নি ইন্দ্রিয় সকলকে সঞ্জীবিত করিতেছেন, আপনি সেই পবনপুরুষ ভগবান, গতএব আপনাকে নমস্কার। ৬

৭ ভগবন্ ! আমি যেমন এক হইয়াও বিভিন্ন কার্ঠে বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ আপনিও একমাত্র পুরুষ হইয়াও নিজের বিচিত্র গুণশালিনী মায়াখ্যা নিজ শক্তির দ্বারা মহদাদি অশেষ বিশ্বের সৃষ্টি পুরসের উহার অভ্যন্তরে অন্তর্ধ্যামিরূপে প্রবেশ করিয়া সেই মায়ার নানা প্রকার অসদৃশ্যে নানা প্রকারে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ৭

হে আর্তিবন্ধো ! ব্রহ্মা আপনার শরণাগত হইলে আপনার প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা তিনি নির্দোষিত পুরুষের স্থায় এই বিশ্ব অবলোকন করেন। হে নাথ ! আপনার পাদপদ্য মুক্ত পুরুষেরও আশ্রয়, স্তম্ভাং

যাহারা আপনার দ্বারা সর্বভাবে উপকৃত, সেই সকল মুক্ত পুরুষ কি প্রকারে আপনার পাদপদ্য বিস্মৃত হইবেন ? ৮

জন্ম-মরণের মোচনের কাবণস্বরূপ বাঙালিকল্পতরু আপনাকে যাহারা অগ্নি কাবনে অর্থাৎ কামাদ বিষয় ভোগের জগৎ উপাসনা কবে, তাহারা শব্দমূল্য শব্দভোগ্য বিষয়ের উপভোগার্থে লালায়িত ; তাহারা নিশ্চয়ই মায়া দ্বারা বশীভূত। কাবণ, ঐরূপ বিষয়ভোগজনিত সুখ নরকেও লাভ হইয়া থাকে। ৯

হে নাথ ! আপনার আচরণকমল ধ্যানের দ্বারা বা আপনার নিজজনের সহিত আপনার কথা শ্রবণ করিয়া যে আনন্দ লাভ হয়, ব্রহ্মানন্দেও সেইরূপ আনন্দ হয় না। অতএব স্বর্গস্থ অতি তুচ্ছ, কারণ—কাল-রূপ খড্গের দ্বারা স্বর্গারোহণ-বান খণ্ডিত হইলেও দেবতারও মর্ত্যলোকে পতিত হইয়া থাকেন, স্তম্ভাং তাঁহাদের কথা আর কি বলিব ? ১০



ভক্তিঃ মুখঃ প্রবহতাং হুয়ি মে প্রসঙ্গো ভূয়াদনন্ত মহতামমলাশয়ানাম্ ।  
 যেনাঙ্গসৌম্যগমুরুব্যাসনং ভবাকিং নেয্যে ভবদৃগ্গণকথায়ুতপানমন্তঃ ॥১১॥  
 তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্যং যে চাশ্বদঃ স্ততস্বহৃদগৃহবিস্তদারাঃ ।  
 যে স্বজনাভ ভবদীয়পদারবিন্দসৌগন্ধ্যালুকহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ ॥১২॥  
 তির্য্যঙ্নগদ্বিজসরীস্পদেবদৈত্যমর্ত্যাদিভিঃ পরিচিতঃ সদসদ্বিশেষম্ ।  
 রূপং স্ববিস্তমজ্ঞ তে মহদাঘনেকং নাতঃ পরং পরম বেদ্বি ন যত্র বাদঃ ॥১৩॥  
 কল্লাস্ত এতদখিলং জঠরেণ গৃহ্নন্ শেতে পুমান্ স্বদৃগনস্তসখস্তদক্ষে ।  
 যম্মাভিসিঙ্কুরুহকাঞ্চনলোকপদ্মগর্ভে দ্যুমান্ ভগবতে প্রণতোহস্মি তস্মৈ ॥১৪॥  
 ত্বং নিত্যযুক্তপরিশুদ্ধবিবুদ্ধ আত্মা কূটস্থ আদিপুরুষো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ ।  
 যদবুদ্ধ্যবস্থিতিমখণ্ডিতয়া স্বদৃষ্ট্যা দ্রষ্টা স্থিতাবধিমথো ব্যতিরিক্ত আসসে ॥১৫॥  
 যস্মিন্ বিরুদ্ধগত্যো হনিশং পতন্তি বিদ্যাদয়ো বিবিধগন্তয় আনুপূর্ব্য ।  
 তদব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনস্তমাগ্ধমানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপণ্ডে ॥১৬॥

হে অনন্ত ! যে সকল নির্মলচিত্ত সাধু পুরুষ  
 আপনার প্রতি সত্ত ভক্তি করেন, সেই সকল  
 মহাপুরুষের সহিত যেন আমার প্রকৃষ্টরূপে সঙ্গ  
 হয়, তাহা হইলে আমি তাঁহাদের সঙ্গলাভে আপনার  
 গুণকথায়ুত পানে মত্ত হইয়া এই দুঃখময় দুস্তর  
 ভয়ঙ্কর ভবসাগর অনায়াসে পার হইতে পারিব । ১১

হে ভগবন্ ! হে কমলনাভ ! আপনার চরণ-  
 কমলের গন্ধে যাহাদের হৃদয় অতিশয় লোলুপ, যে সকল  
 ব্যক্তির তাঁহাদের সঙ্গলাভ হয়, তাঁহারা নিরতিশয়  
 প্রিয় এই দেহ ও ভদ্রগামী গৃহ, ধন, পুত্র-কলত্রে  
 ইহারা কিছুতেই আবিষ্টচিত্ত হয়েন না । ১২

হে অজ ! হে পরমেশ ! আপনার এই বিরাট  
 রূপ—তির্য্যক্, নগ, বিহগ, সরীসৃপ, দেব, দৈত্য,  
 মনুষ্য দ্বারা যাহা পরিব্যাপ্ত, সৎ ও অসৎ বাহার  
 বিশেষ, মহাদি অনেকে যাহার কারণ—আমি  
 কেবল তাহাই অবগত আছি । কিন্তু এতদ্বিন্ন যে  
 ঈশ্বরস্বরূপ, এবং বাহাতে বাদাদিবাক্যের অভিগ,  
 তাহা আমি অবগত নহি । ১৩

যে পুরুষ কল্লাস্তে অনন্ত নাগকে সহায় করিয়া

এই অখিল বিশ্ব স্বায় জঠরে গ্রহণ পূর্বক যোগনিদ্রা  
 অবলম্বন করেন ও আপনার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ  
 করিয়া ঐ অনন্তনাগের উৎসঙ্গরূপ পর্য্যক্ শয়ান  
 ছিলেন এবং সেই সময় যাহার নাভিরূপ সমুদে  
 স্বর্ণময় লোকপদ্মের গর্ভে তেজস্বী ব্রহ্মা উৎপন্ন  
 হইয়াছিলেন, আমি সেই ভগবানকে প্রণাম করি । ১৪

আপনি নিত্যযুক্ত, আপনি সর্বতোভাবে শুদ্ধ,  
 আপনি সর্বজ্ঞ, আপনি পরমাত্মা, আপনি কূটস্থ অর্থাৎ  
 বিকারশূন্য, আপনি আদিপুরুষ, আপনি পরমৈশ্বর্য-  
 শালী, আপনি গুণত্রয়ের অধীশ্বর । যেহেতু আপনি  
 অখণ্ডিত, চিন্ময় দৃষ্টি দ্বারা বুদ্ধির অবস্থার দ্রষ্টা হইতে-  
 ছেন এবং আপনি বিশ্বপালনের নিমিত্ত যজ্ঞাধিপতি  
 বিশ্বরূপে বিরাজমান, অতএব আপনি জীব হইতে  
 সর্বপ্রকারে বিলক্ষণ, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে । ১৫  
 যাহাদের গতি পরম্পর বিরুদ্ধ এবং যাহাদের শক্তি  
 নানাবিধ—সেই সকল বিদ্যা দি যাহা হইতে নিরন্তর  
 উদ্ভূত হইতেছে, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই এই বিশ্বের  
 কারণভূত, অদ্বিতীয়, অনাদি, অনন্ত, অবিকার এবং  
 আনন্দমাত্র—আমি তাঁহারই শরণাগত হইলাম । ১৬



সত্যশিষো হি ভগবন্তব পাদপদ্মশীলস্তথানুভজতঃ পুরুষার্থমূর্ত্তেঃ ।

অপ্যেবমৰ্য্য ভগবান্ পরিপাতি দীনান্ বাঞ্ছেব বৎসকমনুগ্রহকাতরোহ্মান্ ॥১৭॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

অথাভিক্ষুত এবং বৈ সংসক্লেন্নে ন ধীমতা । ভৃত্যানুরক্তো ভগবান্ প্রতিপদ্যেদমব্রবীৎ ॥১৮॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

বেদাহং তে ব্যবসিতং হৃদি রাজশ্রবালক । তৎ প্রযচ্ছামি ভদ্রং তে দুরাপমপি স্তত্রত ॥১৯॥

নাশ্চৈরধিষ্ঠিতং ভদ্রে যদ্ভ্রাজ্ষিষু ধ্রুবকৃতি । যত্র গ্রহকর্তারাণাং জ্যোতিষাং চক্রমাহিতম্ ।

মেধ্যাং গোচক্রবৎ শ্বাস্ত্র পরস্তাং কল্পবাসিনাম্ ॥২০॥

ধর্মোহগ্নিঃ কশ্যপঃ শক্রেণ মুনয়ো যে বনৌকসঃ । চরন্তি দক্ষিণীকৃত্য ভ্রমন্তো যৎ সত্যারকাঃ ॥২১॥

প্রস্থিতে তু বনং পিত্রা দত্ত্বা গাং ধর্মসংশ্রয়ঃ । মট্‌ত্রিংশদ্বর্ষসাহস্রং রক্ষিতাহব্যাহতেন্দ্রিয়ঃ ॥২২॥

তদ্ভ্রাতর্যুত্তমে নষ্টে যুগয়ায়াস্ত তস্মনাঃ । অশ্বেষন্তী বনং মাতা দাব্যাগ্নিং সা প্রবেক্ষ্যতি ॥২৩॥

ইষ্টা মাং যজ্ঞহৃদয়ং যজ্ঞৈঃ পুঙ্কদক্ষিণৈঃ । ভুক্ত্বা চেহাশিষঃ সত্যা ভস্তু মাং সংস্মরিস্যসি ॥২৪॥

হে ভগবন্ ! যে সকল ব্যক্তি পরমানন্দস্বরূপ আপনাকেই পুরুষার্থ জানিয়া ভজনা করবেন, তাঁহাদের পক্ষে আপনাব পাদপদ্মই নিশ্চিত রাজ্যাদি হইতেও পরমার্থ ফলস্বরূপ । কিন্তু হে স্বামিন্ ! যেসু যেমন স্নেহবিশ্বল হইয়া নবপ্রসূত বৎসকে ক্ষীরাদি পান করাইয়া পরিপালন করে, আপনি সেইরূপ অনুগ্রহপরবশ হইয়া মাদৃশ দীনগণকে সংসারভয় হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন । ১৭

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—অনন্তর দৃঢ়সংকল্প ধীমান্ ধ্রুব কর্তৃক এই প্রকারে স্তত্র হইয়া ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ ধ্রুকের প্রার্থনায় অনুমোদন করিয়া কহিতে লাগিলেন । ১৮

শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে রাজশ্রবালক, আমি তোমার সংকল্প অবগত হইয়াছি ; হে স্তত্রত ! তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমাকে দুর্লভ স্থান প্রদান করিলাম । ১৯

হে ভদ্র ! সে স্থান সততই সমৃদ্ধল এবং তাহা হইতে কোনও দিন তুমি বিচ্যুত হইবে না—এ পর্য্যন্ত অস্ত্র কেহই সে স্থান অধিকার করিতে

সমর্থ হয় নাই । গ্রহ-মন্ডলাদি জ্যোতিষ্চক্র সর্বদা তাহাতে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে । যাহারা মেধী-স্বস্ত্যনিবন্ধ বলীবর্দের শ্রায় কল্পের অন্ত পর্য্যন্ত অবস্থান করিবেন, তাঁহারা বিনষ্ট হইলেও তোমার ঐ বাসস্থান বিনষ্ট হইবে না । ধর্ম, অগ্নি, কশ্যপ, ইন্দ্র, সপ্তর্ষিগণ—তারকাগণের সহিত নিরন্তর ঐ স্থানকে প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন । ২০-২১

তোমার পিতা তোমাকে পৃথিবী শাসনের ভার দান করিয়া শীঘ্রই বনে গমন করিলে, তুমি ধর্ম সমাশ্রয় পূর্বক অব্যাকুলিত চিত্তে ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ সহস্র সেই রাজ্য রক্ষা করিবে । ২২

তোমার ভ্রাতা উত্তম যুগয়ায় গমন করিয়া নিরুদ্ধিষ্ট হইলে ভদ্রগতচিত্তা তদীয়া মাতা স্করুচি তাহার অন্বেষণ কহিতে করিতে বনমধ্যে দাবানলে প্রবেশ করিবে । ২৩

বৎস ! যজ্ঞই আমার প্রিয়মুর্ত্তি, দক্ষিণাবল্লভ যজ্ঞের দ্বারা তুমি আমার অর্চনা করিয়া ইহলোকে নিশ্চয় আমার আশীর্বাদস্বরূপ সকল ভোগপূর্বক অন্তকালে আমাকে স্মরণ করিতে সমর্থ হইবে । ২৪



ততো গন্তাসি মৎস্থানং সর্বলোকনমস্কৃতম্ । উপরিষ্ঠাদৃষিত্যস্ত্বং যতো নাবর্ততে যতিঃ ॥২৫॥  
শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

ইত্যর্চিতঃ স ভগবানতিদিষ্টাত্মনঃ পদম্ । বালস্ত পশ্যতো ধাম স্বমগাদ্গুরুভূধ্বজঃ ॥২৬॥  
সোহপি সঙ্কল্পজং বিষ্ণোঃ পাদসেবোপসাদিতম্ । প্রাপ্য সঙ্কল্পনির্ব্বাণং নাতিপ্রীতোহভ্যগাৎ পুরম্ ॥২৭॥  
শ্রীবিহুর উবাচ ।

সুদূর্লভং যৎ পরমং পদং হরের্ময়াবিনতচরণার্চনার্কিতম্ ।

লক্ষ্যাপ্যসিদ্ধার্থমিবৈকজন্মনা কথং সমান্নানমমন্ত্যার্থবিৎ ॥২৮॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

মাতুঃ সপত্ন্যা বাগ্ধাণৈর্হৃদি বিদ্ধস্ত তান্ স্মরন্ । নৈচ্ছন্মুক্তিপতেমুক্তিং পশ্চাত্তাপনুপেয়িবান্ ॥২৯॥  
শ্রীশ্রব উবাচ ।

সমাধিনা নৈকভবেন যৎপদং বিদুঃ সনন্দান্য উদ্ধরেতসঃ ।

মাসৈরহং যড়্ভিরমুখ্য পাদয়োশ্ছায়ানুপেত্যাগতঃ পৃথগ্ভতিঃ ॥৩০॥

অহোবত মমানাত্ম্যং মন্দভাগ্যস্ত পশ্যত । ভবচ্ছিদঃ পাদমূলং গত্রাহঘাচে বদন্তবৎ ॥৩১॥  
মতিবিদূষিতা দেবৈঃ পতন্তিরসহিসৃভিঃ । যো নারদবচস্তথ্যং নাগ্রহীয়মসত্তমঃ ॥৩২॥

তদনন্তর সর্বলোকনমস্কৃত এবং ঋষিগণেরও করিয়া তিনি মুক্তিপতি শ্রীহরির নিকট গিয়া ইচ্ছা  
স্থানের উপরিষ্ঠিত গামার ধামে গমন করিতে করেন না, এই কথাই তৎপশ্চাৎ তাহার মনস্তাপ  
পারিবে—যতিগণ এই স্থানে একবার গমন করিলে উপস্থিত হইয়াছিল। ২৮-২৯

সেই স্থান হইতে আর করিয়া আসিতে হয় না। ২৫

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—এই প্রকারে সেই বালক  
কর্তৃক সম্যক্রূপে অর্চিত হইয়া ভগবান্ গুরুভূধ্বজ  
সেই ক্ষণে নিজ পদ দানপূর্বক স্বীয় ধামে গমন  
করিলেন। এবং শ্রীহরির পাদপদ্ম সেবার দ্বারা আপনার  
মনোরথ প্রাপ্ত হইয়াও—ভগবৎসাক্ষাৎকার বশতঃ  
সর্বসংকল্প সমাপ্তি হওয়ায় অনতিপ্রীত চিত্তে  
পিতার গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ২৬-২৭

শ্রীবিহুর জিজ্ঞাসা করিলেন—যে শ্রীহরির  
পরম পদ কপটীচারী সকামব্যক্তির পক্ষে দূর্লভ,  
তদ্বজ্ঞ এবং এক জন্মেই সেই শ্রীহরির পরমপদ লাভ  
করিয়াও কি জন্ম আপনাকে অপরিপূর্ণাভিষ্ট মনে  
করিলেন? শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—বিমাতার বাক্যরূপ  
বাণ এবং হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া রাখিয়াছিল, তাহা স্মরণ

শ্রীশ্রব অনুতাপপূর্বক কহিলেন—হায়! কি  
কষ্ট! সনন্দ প্রমুখ উদ্ধরেতা মুনিগণ বহু জন্মের  
সুপক সমাধি দ্বারা যে পদ জানিতে সমর্থ হন না,  
আমি ছয় মাসের মধ্যে শ্রীহরির সেৱ চরণযুগলের  
দ্বায়ায় উপস্থিত হইলেও ভেদদৃষ্টিবশতঃ আমার  
অধঃপতন হইল। ৩০

অহো! আমি বড়ই মন্দভাগ্য, আমার মূর্থতা  
দেখ, আমি ভবনাশন ভগবানের পাদমূলে উপস্থিত  
হইয়াও বিনশ্বর বস্তুর প্রার্থনা করিয়াছি। ৩১

হায়! দেবতাগণ আমার অপেক্ষা নিম্নস্থান প্রাপ্ত  
হইয়াছিলেন, তাই তাঁহারা ঈর্ষাবশতঃ অসহিষ্ণু  
হইয়াই আমার বুদ্ধি বিকৃত করিয়া দিয়া থাকিবেন,  
তাহা না হইলে আমার স্থায় অসত্তম ব্যক্তি মহর্ষি  
নারদের হিতকর কথা অগ্রাহ্য করিবে কেন? ৩২



দৈবীং মায়ামুপাশ্রিত্য প্রস্তুত ইব ভিন্নদৃক্ । তপ্যে দ্বিতীয়েহপ্যসতি ভ্রাতৃভ্রাতৃব্যহ্নক্ষজা ॥৩৩॥  
ময়েতৎ প্রার্থিতং ব্যর্থং চিকিৎসেব, গতায়ুষি । প্রসাত্ত জগদাত্মনাং তপসা দুঃপ্রসাদনম্ ।

ভবচ্ছিদমবাচেহং ভবং ভাগ্যবিবর্জিতঃ ॥৩৪॥

স্বারাজ্যং যচ্ছতো গোচ্যাত্মানো মে ভিক্ষিতো বত । ঈশ্বরাং ক্ষীণপুণ্যেন কলীকারানিবাধনঃ ॥৩৫॥  
শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

ন বৈ মুকুন্দস্য পদারবিন্দয়ো রজোজুবন্তাত ভবাদৃশা জনাঃ ।

বাঙ্ধ্যন্তি তদাস্তমুতেহর্থমাত্মনো ঃদৃচ্ছয়া লক্ষমনঃসমৃদ্ধয়ঃ ॥৩৬॥

আকর্ণ্যাত্মজমায়ান্তং সম্পরৈত্যা যথাগতম্ । রাজা ন শ্রদধে ভদ্রমভদ্রম্ কুতো মম ॥৩৭॥  
শ্রদ্ধায় বাক্যং দেবর্ষেৰ্গবেগেন ধ্যিতং । বার্তাহন্তুরতিশ্রীতো হারং প্রাদান্মহাধনম্ ॥৩৮॥  
সদস্যং রথমারুহ্য কার্ত্তস্বরূপরিঙ্কতম্ । ব্রাহ্মণৈঃ কুলরুদ্ধৈশ্চ পর্যাস্তোহমাত্য-দুভিঃ ॥৩৯॥  
শঙ্কাজুদ্ভুতিনাদেন ব্রহ্মঘোষণেণ বেণুভিঃ । নিশ্চক্রাম পুরাং তূর্ণমাত্মজাবেক্ষণোৎসুকঃ ॥৪০॥

‘নির্দিষ্ট ব্যক্তি যেমন স্বপ্নে ভেদদৃষ্টি নিবন্ধন  
রূপা ভয়াদিজনিত দুঃখ অনুভব করে, সেইরূপ  
আমিও দৈবী মায়া আশ্রয় পূর্বক ভিন্নদৃষ্টি বশতঃ  
দ্বিতীয় বস্তু না থাকিলেও ভ্রাতাকে শত্রু বোধ  
করিয়া মনস্তাপে তাপিত হইতেছি । ৩৩

জগতের অজ্ঞানস্বরূপ ভবচ্ছেদকারী তপস্যা দ্বারাও  
মীহাকে প্রসন্ন করা দুঃসাধ্য, কিন্তু আমি তাঁহাকে  
প্রসন্ন করিয়াও সেই ভববন্ধনই প্রার্থনা করি-  
য়াছি । গতায়ুঃ ব্যক্তিভে চিকিৎসা যেমন  
নিষ্ফল হইয়া থাকে, আমার প্রার্থিত বিষয়ও সেই  
রূপ নিরর্থক হইয়াছে । ৩৪

হায় ! নির্ধন ব্যক্তি রাজচক্রবর্তীর নিকট  
যেমন সত্ব তপুলকণা প্রার্থনা করে, তদ্রূপ আমিও  
এমনি দুষ্কৃতিশালী যে, শ্রীহরি আমাকে স্বারাজ্য প্রদান  
করিতে উত্তত হইলেও আমি মৃত্যু বশতঃ তাঁহার  
নিকট অভিমানের বস্তু প্রার্থনা করিয়াছি । ৩৫

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—বৎস বিহুর ! তোমার  
স্থায় যে সকল ব্যক্তি মুকুন্দের পাদপদ্মপরাগের  
রেণুর ভজনা করেন, তাঁহারা জগবানের নিত্যদাস্ত  
ব্যতীত অজ্ঞ কিছুই চাহেন না ; কারণ, তাঁহারা

যদচ্ছাক্রমে যে বস্তু উপস্থিত হয়, তাহাকেই  
শ্রীহরির প্রসাদ জ্ঞান করিয়া চিত্তপ্রসাদ লাভ  
করিয়া থাকেন । ৩৬

এদিকে রাজা উত্তানপাদ শ্রবণ করিলেন যে, পুত্র  
দ্রব ফিরিয়া আসিতেছেন ; কিন্তু মৃত ব্যক্তি ফিরিয়া  
আসিতেছে বলিলে একথা যেমন কেহ বিশ্বাস করে  
না, সেইরূপ সে কথায় রাজার বিশ্বাস হইল না ।  
তিনি ভাবিলেন—আমি নিতান্ত অভদ্র, আমার মঙ্গল  
হইবার সম্ভাবনা কোথায় ? ৩৭

কিন্তু দেবর্ষি নারদ বলিয়াছিলেন—“শীঘ্রই  
তোমার পুত্র প্রত্যাগমন করিবে”—সেই বাক্যের  
উপর শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়া রাজা হর্ষাবেগবশতঃ  
প্রথমে নিজেকে ধিকার প্রদান পূর্বক অতীব প্রীত  
হইয়া দূতকে মহামূল্য হার পুরস্কার দিলেন । ৩৮

অনন্তর উত্তম অশ্বযুক্ত স্বর্ণভূষিত রথে আরোহণ  
পূর্বক সেই রাজা ব্রাহ্মণ, কুলবৃদ্ধ, অমাত্য ও বন্ধুবর্গ  
সমভিব্যাহারে শঙ্খ, দুন্দুভি ও বেণুনিবাদ এবং  
উচ্চবেদধ্বনি করিতে করিতে পুত্রদর্শনার্থ সমুৎসুক  
হইয়া পুর হইতে দ্রুতগতিতে বাহির  
হইলেন । ৩৯-৪০



সুনীতিঃ সুরুচিশ্চাস্ত্র মহিম্যো রুদ্রভূষিতে । আরুহ্য শিবিকাং সার্কীয়ুতমেনাভিজগ্মতুঃ ॥৪১॥  
 তং দৃষ্ট্বোপবনাভ্যাংসে আয়াস্তুং তরসা রথাৎ । অবরুহ্য নৃপস্তুৰ্ণমাঙ্গাণ্ড প্রেমবিহ্বলঃ ॥৪২॥  
 পরিরেভেহঙ্গজং দোৰ্ভ্যাং দীর্ঘোৎকৰ্ণমনাঃ শ্বসন্ । বিষক্সেনাজিহ্বী সংস্পর্শ-হতাশেষাববন্ধনম্ ॥৪৩॥  
 অথাজিত্বান্ মুহূৰ্মুন্ধি শাষ্টেন্নয়নবারিভিঃ । অপয়ামাস তনয়ং জাতোদামমনোরথম্ ॥৪৪॥  
 অভিবন্দ্য পিতুঃ পাদাবাশীভিশ্চাভিমদ্রিতঃ । ননাম মাতরৌ শীঘ্রা সৎকৃতঃ সজ্জনাগ্রগীঃ ॥৪৫॥  
 সুরুচিস্তুং সমুত্থাপ্য পাদাবনতমর্ভকম্ । পরিষজ্যাহ জীবেতি বাঙ্গগদগদয়া গিরা ॥৪৬॥  
 যস্য প্রসম্মো ভগবান্ গুণৈর্মৈত্র্যাদিভির্হরিঃ । তস্যৈ নমস্তি ভূতানি নিম্নমাপ ইব স্বয়ম্ ॥৪৭॥  
 উত্তমশ্চ ধ্রুবশ্চোভাবন্তোন্ম্যং প্রেমবিহ্বলৌ । অঙ্গসঙ্গাদুৎপুলকাবশ্রোণঃ মুহূরুহভুঃ ॥৪৮॥  
 সুনীতিরস্য জননী প্রাণেভ্যোহপি প্রিয়ং স্ততম্ । উপগুহ্য জহাবাধিঃ তদঙ্গস্পর্শনির্ব্বতা ॥৪৯॥  
 পয়ঃ স্তনভ্যাং স্তস্ত্রাং নৈত্রজৈঃ সলিলৈঃ শিথৈঃ । তদাভিষিচ্যমানাভ্যাং বীর বীরস্রবো মুহুঃ ॥৫০॥  
 তাং শশংসুর্জনা রাজ্ঞীং দিষ্ট্যা তে পুত্র আতিহা । প্রতিলক্শিচরং নক্টো রক্ষিতা মণ্ডলং হ্রুবঃ ॥৫১॥

স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা সুনীতি ও সুরুচি—রাজ-  
 হিষীষয় এক শিবিকায় আরোহণ করিলেন এবং  
 উত্তমকে সঙ্গে লইয়া ধ্রুবকে দর্শন করিবার জন্ত গমন  
 করিলেন । ক্রমে উত্তানপাদ দেখিতে পাইলেন যে, ধ্রুব  
 উপবনের সন্নিকটে আগমন করিয়াছেন, তখন তিনি  
 স্নেহবিহ্বল হইয়া অতি শীঘ্র রথ হইতে অবতরণ  
 করিলেন এবং সুদীর্ঘকাল-সমুত্ত দর্শনোৎসুক্যবশতঃ  
 দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে বেগের সহিত  
 বাহুদ্বয় দ্বারা পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন । ভগবানের  
 চরণস্পর্শে যাবতীয় ভাববন্ধন বিনষ্ট হওয়ায় ধ্রুবের  
 তখন রাগদ্বেষ ছিল না । অনন্তর রাজা পূর্ণমনোরথ  
 আত্মজের মস্তক আশ্রণ করিলেন এবং আনন্দাশ্রু  
 দ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইলেন । ৪১-৪৪

সজ্জনাগ্রগণ্য ধ্রুবও প্রথমে পিতার চরণযুগল  
 বন্দনা করিলেন । উত্তানপাদ আশীর্ব্বাদ এবং কুশল  
 প্রশ্নাদির দ্বারা পুত্রকে সম্ভাষণ করিলেন । ধ্রুবও  
 তদনন্তর মাতৃদ্বয়কে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন । ৪৫

সুরুচি সেই পদানন্ত বালককে প্রীতি পূর্ব্বক  
 উত্তোলন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং বাঙ্গগদগদ  
 স্বরে কহিলেন, “বৎস ! চিরজীবী হইয়া থাক ।” ৪৬

“শ্রীহরি মৈত্রাদি গুণ দ্বারা যাহার প্রতি প্রস  
 হন, জল যেমন নিম্নদেশে গমন করে সেইরূপ নিখিঃ  
 জীৱ তাহার নিকট অবনত হইয়া থাকে ।” ৪৭

অনন্তর উত্তম ও ধ্রুব উভয় ভ্রাতায় পরস্পর  
 প্রেমবিহ্বল হইয়া পরস্পরের অঙ্গ আলিঙ্গনে  
 পুলকিত হইলেন এবং উভয়েই অবিরত আনন্দাশ্রু  
 গিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন । ৪৮

ধ্রুবজননী সুনীতি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম তনয়কে  
 কোলে লইয়া আপনার মানসিক সম্ভ্রান্ত পরিত্যাগ  
 করিলেন । সম্ভ্রান্তের সুকোমল অঙ্গ-স্পর্শে সুনীতির  
 পরম সুখানুভব হইল এবং তিনি সমস্ত মনঃপীড়া  
 পরিত্যাগ করিলেন । ৪৯

হে বিহর ! তৎকালে বীরপ্রসবিনী সুনীতির  
 পবিত্র নয়ন-বারিতে বিধৌত স্তনদ্বয় হইতে বারংবার  
 দুগ্ধ স্রবিত হইতে লাগিল । ৫০

পুরবাসিগণ বলিতে লাগিল—“হে রাজ্ঞি ! বহু  
 সুরুভিকলে বহুদিনের অদর্শনের পর আজ আপনার  
 এবং আমাদের সম্ভ্রাপহারী এই পুত্রকে পুনরায়  
 প্রাপ্ত হইলেন । আপনার এই পুত্রই পৃথিবী পালন  
 করিবে । ৫১



অভ্যর্চিতস্ত্বয়া নুনং ভগবান্ প্রণতার্হিহা । যদমুখ্যায়িনো ধীরা যুত্যাং জিণ্ড্যঃ স্তুত্বর্জয়ম্ ॥৫২॥  
 লাল্যমানং জনৈরেবং ধ্রুবং সম্রাটরং নৃপঃ । আরোপ্য করিণীং হৃষ্টঃ স্তুষ্মানোহবিশং পুরম্ ॥৫৩॥  
 তত্র তত্রোপসংক্রিষ্টৈলসম্মকরতোরৈঃ । সরস্তৈঃ কদলীস্তম্ভৈঃ পূগপোতৈশ্চ তদ্বিধৈঃ ॥৫৪॥  
 চূতপল্লববাসঃসমুস্তাদামবিলম্বিভিঃ । উপকৃতং প্রতিদ্বারমপাং কুন্তৈঃ সদৌপটৈঃ ॥৫৫॥  
 প্রাকারৈর্গোপুরাগারৈঃ শাতকুস্তপরিচ্ছদৈঃ । সর্বতোহলঙ্কৃতং শ্রীমদ্বিমানশিখরদ্ব্যভিঃ ॥৫৬॥  
 মুষ্টিচহররথঃ। ট্রিমাং চন্দনচর্চিতম্ । লাজাক্টৈঃ পুষ্পফলৈস্তুগুণৈর্বলিভির্যুতম্ ॥৫৭॥  
 ধ্রুবায় পথি দৃষ্টায় তত্র তত্র পুরস্ত্রিয়ঃ । সিদ্ধার্থাঈতদধ্যমু-দূর্বাশুপ্পকলানি চ ।

উপজহুঃ প্রযুক্তানা বাৎসল্যাদাশিষঃ সতীঃ ॥৫৮॥

শৃণুংস্তদগুণগীতানি প্রাবিশদুবনং পিতুঃ ॥ ৫৯ ॥

মহামণিভ্রাতময়ে স তস্মিন্ ভবনোত্তমে । লালিতো নিতরাং পিত্রা শ্রবসদ্বিবি দেববৎ ॥৬০॥  
 পয়ঃফেননিভাঃ শয্যা দান্তা রুক্ষপরিচ্ছদাঃ । আসনানি মহার্হাণি যত্র রৌদ্রা উপস্করাঃ ॥৬১॥  
 যত্র স্ফটিককুণ্ডেষু মহামারুতেষু চ । মণিপ্রদাপা আভাস্তি ললনারত্নসংযুতাঃ ॥৬২॥

“যাহার ধ্যান কবিয়া যোগিগণ স্তুতজ্ঞান সূত্রেও জয় করিয়া থাকেন, আমাদের নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আপন সেই প্রণতজনের ক্লেশহারী শ্রীভগবানের বিশেষকপে আরাধনা কবিয়াছিলেন ।” ৫২

এইরূপে পৌরজন কর্তৃক সমাদৃত ধ্রুবকে ভ্রাতা উত্তমের সহিত হস্তিপৃষ্ঠে আয়োজন করাইয়া রাজা উত্তানপাদ সানন্দ-চিত্তে পুরাভিমুখে যাত্রা কবিলেন । তখন তত্রত্য সকল লোকেই তাঁহার স্তুতিগান করিতে লাগিল । ৫৩

পুরমধ্যস্থ প্রত্যেক প্রাসাদ-দ্বারে রচিত মকরাকার তোরণ রচিত হইয়াছিল, তাহাতে ফল-মঞ্জরীযুক্ত কদলীস্তম্ভ, নবীন গুবাকবৃক্ষ, আশ্রয়পল্লব, বস্ত্র, মালা ও মুস্তাদাম সুসজ্জিত এবং বাহির্দেখে সারি সারি জলপূর্ণ কুস্ত ও দীপাবলী শোভা পাইতেছিল । ৫৪-৫৫

প্রাচীর, গোপুর এবং আলয়ে সেই পুরী চতুর্দিকে অলঙ্কৃত এবং তাহা স্বর্ণময় পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া বিমানশিখরের ম্যায় দেদীপ্যমান । ৫৬

সেই পুর্বের অঙ্গন, বাজপথ, এবং উচ্চ হর্ম্যোপরি নিম্নিত রমা ভূমিকা সৎল সম্মার্জিত এবং চন্দন দ্বারা চর্চিত । তথায় লাজ, অঙ্কত, পুষ্প, ফল, তুণ্ড ও নানাবিধ পূজোপহার সর্বদা সুসজ্জিত । ৫৭

পুরললনাগণ ধ্রুবকে পথে আসিতে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে আশীর্বাদ করিতে করিতে খেতসর্গপ, ধব, দধি, দ্রাবী, পুষ্প, ফল প্রভৃতি বর্ষণ করিতে লাগিলেন । ধ্রুব সেই গান শ্রবণ করিতে করিতে স্বীয় পিতৃভবনে প্রবেশ কবিলেন । ৫৮-৫৯

ধ্রুব সেই মহামণিসনূহে খচিত অত্যাশ্রয় ভবনে পিতা উত্তানপাদ কর্তৃক লালিত হইয়া দেবতা যেমন স্বর্গে বাস করেন, সেইরূপ পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন । ৬০

সেই ভবনে গজদন্ত-নির্ম্মিত পর্য্যবেক্ষকেননিভ শয্যা, স্বর্ণময় পরিচ্ছদ, মহামূল্য আসন এবং স্বর্ণময় সম্মার্জনা বিরাজমান ছিল । ৬১

তথায় ইন্দ্রনীলমণিখচিত স্ফটিকময় প্রাচীরগাত্রে প্রতিকলিত ত্রৌরত্নসমূহ কর্তৃক ধৃত মণিময় প্রদীপ দীপ্তি পাইতেছিল । ৬২



উদ্যানানি চ রম্যানি বিচিত্রৈরমরজনৈঃ । কৃষ্ণদ্বিহঙ্গমিথুনৈর্গায়ন্তমধুত্রতৈঃ ॥৬৩॥  
 বাপ্যো বৈদূর্য্যসোপানাঃ পদ্মোৎপলকুমুদভীঃ । হংসকারগুবকুলৈর্জুঁকৈশ্চক্রাঙ্ঘসারসৈঃ ॥৬৪॥  
 উত্তানপাদো রাজর্ষিঃ প্রভাবং তনয়স্ত তম্ । শ্রুত্বা দৃষ্ট্বাদুততমং প্রপেদে বিস্ময়ং পরম্ ॥৬৫॥  
 বীক্ষ্যোঢ়বয়সং পুত্রং প্রকৃতীনাঞ্চ সম্মতম্ । অনুরক্তপ্রজং রাজা ধ্রুবং চক্রে ভুবঃ পতিম্ ॥৬৬॥  
 আত্মানঞ্চ প্রবয়সমাকল্য বিশাংপতিঃ । বনং বিরক্তঃ প্রাতিষ্ঠদ্বিম্শশ্রমাত্মনো গতিম্ ॥৬৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে

ধ্রুবচরিতে নবমোধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

ভবনের নিকটস্থ মনোহর উদ্যান সকল বিচিত্র রাজা উত্তানপাদ পুত্রের ঐ সকল অত্যাশ্চর্য্য দেবভরতে বড়ই রমণীয় ছিল, সেই সকল প্রভাব দর্শন ও শ্রবণ করিয়া বড়ই বিস্ময়াপন্ন বৃক্ষোপরি বিহঙ্গমিথুন মধুর স্বরে আলাপ এবং হইলেন। ৬৫

মধুকরনিকর গুণ্ণগুণ্ণ রবে গান করিঃ- অনন্তর রাজা উত্তানপাদ ধ্রুবকে প্রাপ্তযৌবন, ছিল। ৬৩ মন্ত্রী ও প্রজাবৃন্দের সম্মত এবং প্রজারঞ্জন অনুরক্ত

ঐ উদ্যানস্থ বাপী সকলের সোপান বৈদূর্য্যমণি- দেখিয়া তিনি তাঁহাকে পৃথিবীর অধঃস্বর নির্মিত। জলমধ্যে কমল, উৎপল, কুমুদবৃন্দ করিলেন। ৬৬

পরম শোভা বিস্তার করিতেছিল। তথায় হংস, 'পরিশেষে নিজেরও বার্দ্ধক্য উপস্থিত দেখিয়া রাজা উত্তানপাদ নিজের পরিণাম বিচার পুরঃসর জলকেলিতে প্রবৃত্ত ছিল। ৬৪ বিষয়ভোগে বিরক্ত হইয়া বনে গমন করিলেন। ৬৭

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে নবম অধ্যায় ।



## দশম অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

প্রজাপতেহুহিতরং শিশুমারস্ত বৈ ধ্রুবঃ । উপযেমে ভ্রমিং নাম তৎস্বতো কল্পবৎসরৌ ॥১॥  
 ইলায়ামপি ভার্য্যায়াং বায়োঃ পুত্র্যাং মহাবলঃ । পুত্রযুৎকলনামানং যোষিদভ্রমজীজনৎ ॥২॥  
 উত্তমস্বকৃতোহাহো যুগয়ায়াং বলীয়সা । হতঃ পুণ্যজনেনাঙ্গৌ তস্মাতাস্ত গতিং গতৌ ॥৩॥  
 ধ্রুবো ভ্রাতৃবধঃ শ্রুত্বা কোপামর্ষশূচাপিতঃ । জৈত্রং স্তান্দনমাস্থায় গতঃ পুণ্যজনাগ্নয়ম্ ॥৪॥  
 গজোদাটীং দিশং রাজা রুদ্রানুচরসেবিতাম্ । দদর্শ হিমবদ্দ্রোণ্যাং পুরীং গুহ্যকসঙ্কলাম্ ॥৫॥  
 দর্শ্যো শঙ্খাং বৃহদ্বাহুঃ খং দিশশ্চাত্তনাদয়ন্ । যেনোদ্বিগ্নদৃশঃ ক্ষতরূপদেব্যোহত্রসন্ ভূগম্ ॥৬॥  
 ততো নিষ্কম্য বলিন উপদেবমহাতটাঃ । অসহস্তুত্তমিনাদমতিপেতুরূপায়ুধাঃ ॥৭॥  
 স তানাপততো বারানুগ্রহস্বা মহারথঃ । একৈকং যুগপৎ সর্বানহন্ বাণৈস্ত্রিভিঃ ॥৮॥  
 তে বৈ ললাটলগ্নৈস্তৈরিষাভিঃ সর্ব এৱ হি । মত্না নিরস্তমাস্তানমাশংসন্ কর্ম তস্য তৎ ॥৯॥  
 তেহপি চামুমম্ব্যস্তঃ পাদম্পর্শামবোরগাঃ । শরৈরবিধ্যন্ যুগপদ্ দ্বিগুণং প্রচিকীর্ষবঃ ॥১০॥

ধ্রুবের যক্ষগণেব সহিত যুদ্ধ

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে বিদ্বৎ ! ধ্রুব প্রজাপতি শিশুমাবের তনয়া ভ্রমিকে বিবাহ করিয়াছিলেন ;  
 ঐ ভ্রমির কল্প ও ৭২সর নামে দুইটি পুত্র হইয়াছিল । ১

মহাবল ধ্রুব তাঁহার অশ্ব ভার্য্যা বায়ুপুত্রী ইলার গর্ভে উৎকল নামক এক পুত্র ও মহিলাকুলের রত্ন-স্বরূপা এক কন্যা উৎপাদন করেন । ১

উত্তম দারপরিগ্রহ করেন নাই, তিনি যুগযার্থ হিমাচলে গমন করিয়া তথায় এক বলবান্ যক্ষ কর্তৃক নিহত হন । তাঁহার মাতাও ( তাঁহার অনুসন্ধানে গমন করিয়া ) তাঁহারই দশা প্রাপ্ত হন । ৩

ধ্রুব ভ্রাতৃবধের কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধ ও অমর্ষজনিত শোকে অধীর হইয়া জয়শীলরথে আরোহণ পূর্বক যক্ষালাভিমুখে যাত্রা করিলেন । ৪

রাজা ধ্রুব উত্তরাভিমুখে গমন পূর্বক রুদ্রানুচর-সেবিত হিমালয় পর্বতের সান্নিদেশে গুহ্যকগণেব দ্বারা পরিব্যাপ্ত অলকানাম্না পুরী দেখিতে পাইলেন । ৫

হে বিদ্বৎ ! মহাবাহু ধ্রুব ঐ পুরীর সম্মুখানে গমন পূর্বক সমস্ত দিগ্গগুল প্রতিধ্বনিত করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন । উহাতে যক্ষরমণীগণ অভিশয় ভীত হইলেন । ৬

মহাবল কুবেরের সৈন্যগণ সেই শঙ্খধ্বনি সহ্য করিতে না পারিয়া অস্ত্র-শস্ত্র উত্তোলন পূর্বক পুরী হইতে বহির্গমন পুরঃসর ধ্রুবের অভিমুখে ধাবিত হইল । ৭

মহাধনুর্ধারী মহারথ ধ্রুব তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া এক এক জনকে তিন তিন বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া সেই যক্ষগণের সকলকেই আহত করিলেন । ৮

যক্ষসৈন্যগণ সকলেই সেই ললাট-সংলগ্ন বাণ দ্বারা আপনাদিগকে নিরাকৃত মনে করিয়া ধ্রুবের বীরত্বের প্রশংসা করিতে লাগিল । ৯

অনন্তর পাদম্পর্শ সহনে অসমর্থ সর্পের স্ত্রায় তাহারাজ্যে ধ্রুবের সেই প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া প্রতীকারের অভিপ্রায়ে প্রত্যেকেই তাঁহার প্রতি এককালে ছয়টি করিয়া বাণ নিক্ষেপ করিল । ১০



ততঃ পরিঘনিত্রিংশৈঃ প্রাসশূলপরম্বধৈঃ । শত্ৰুপ্ৰতিভিতুঁশুভীভিশ্চত্ৰবার্জৈঃ শরৈরপি ॥১১॥

অভ্যবৰ্ধনং প্রকুপিতাঃ সরথঃ সহসারধিম্ । ইচ্ছন্তস্তৎ প্রতীকত্ৰুমযুতানাং ত্রয়োদশ ॥১২॥

ঔত্তানপাদিঃ স তদা শস্ত্রবর্ষণে ভূরিণা । নো এবাদৃশ্যতাচ্ছন্ন আসারেণ যথা গিরিঃ ॥১৩॥

হাহাকারন্তদৈবাসীং সিদ্ধানাং দিবি পশ্যতাম্ ।

হতোহয়ং মানবঃ সূর্য্যো ময়ঃ পুণ্যজনার্গবে ॥১৪॥

নদংস্থ যাতুধানেষু জয়কাশিষথো যুধে । উদতিষ্ঠদ্রথস্তস্য নীহারাদিব ভাস্করঃ ॥১৫॥

ধনুর্বিম্বকৃজয়মুগ্রং দ্বিষতাং খেদমুদহন্ । অস্ত্রোঘঃ ব্যধমদ্বাগৈর্ঘনানীকমিবানিলঃ ॥১৬॥

তস্য তে চাপনির্ম্মুক্তা ভিত্ত্বা বর্ষ্মাণি রক্ষসাম্ । কায়ানাবিশুস্তিষ্ঠা গিরোনশনয়ো যথা ॥১৭॥

ভল্লৈঃ সংছিগ্ধমানানাং শিরোভিশ্চারুকুণ্ডলৈঃ । উরুভির্হেমতালাভৈর্দৌর্ভিবলয়বজ্জুভিঃ ॥১৮॥

হারকেয়ুরমুকুটেক্ষ্মণীবেশচ মহাধনৈঃ । আশ্রুতান্তা রণভুবো রেজুবীর মনোহরাঃ ॥১৯॥

হতাবশিষ্টা ইতরে রণাজিরাদক্ষোগণাঃ ক্ষত্রিয়বয়স্যায়ৈকৈঃ ।

প্রায়োবিরক্রাবয়বা বিদুদ্রবুমুগেন্দ্রবিজ্ঞাবিতযুথপা ইব ॥২০॥

তদনন্তর প্রতীকার কামনায় প্রকুপিত সেই ত্রয়োদশ অযুত যক্ষসৈন্য রথ, সারথি, এবং রথী ঐবের উপর এককালে পরিঘ, নিত্রিংশ, প্রাস, শূল, পরম্বধ, শক্তি, ঋষ্টি, ভুশুভী ও বিচিত্র পক্ষ-বিশিষ্ট শর তাঁহার উপর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল । ১১-১২

পর্বত যেমন বারিধাণ-সম্পাতে সমাচ্ছন্ন হইয়া দৃষ্টির অন্তবালবন্তী হয়, সেই উত্তানপাদনন্দন এবং সেইরূপ অসংখ্য শস্ত্রসম্পাতে আচ্ছন্ন হইয়া দৃষ্টি-গোচর হইলেন না । ১৩

সেই সময় যে সিদ্ধগণ স্বর্গে থাকিয়া যুদ্ধ দর্শন করিতেছিলেন, তাঁহারা সহসা হাহাকার করিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন—“আহা, এই মনুপৌত্র সূর্য্যবৎ তেজস্বী ঐব যক্ষসাগরে নিমগ্ন হইলেন ।” ১৪

অনন্তর রাক্ষসেরা সেই “রণভূমিতে যুদ্ধ জয় কবিশাম” বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলে নীহারমধ্য হইতে সমুদিত ভাস্করের ন্যায় রণস্থলী হইতে ঐবের রথ প্রকাশ পাইল । ১৫

ঐব তাঁহার উগ্র শরাসনে টঙ্কার দিয়া শত্রুকুলের খেদ বর্ধন করিতে লাগিলেন এবং বায়ু যেমন মেঘমালাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়, তজ্জপ স্বীয় বাণ দ্বারা বৈরিগণের সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র চূর্ণ করিয়া দিলেন । ১৬

তাহার ধনুর্নিশ্চুত সেই সুভীক্ষ বাণসমূহ রাক্ষসদিগের কবচ বিদীর্ণ করিয়া--বজ্র যেমন পর্বত-মধ্যে প্রবিষ্ট হয়--সেইরূপ তাহাদিগের শরীরমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল । ১৭

হে বীর বিহুর! ভল্লাস্ত্রছিন্ন যক্ষগণের সুন্দর কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক, স্বর্ণময় তালবৃক্ষ সদৃশ উরুদেশ, বলয়শোভিত মনোহর বাহু, এবং মহামূল্য হার, কেয়ুর, মুকুট ও উক্ষীষের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া সেই রণভূমি মনোহর শোভা ধারণ করিয়া-ছিল । ১৮-১৯

হতাবশিষ্ট যক্ষগণ সেই ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ঐবের বাণের দ্বারা বহলাংশে বিকলাঙ্গ হওয়ায় অল্প রাক্ষ-সেরা সিংহতাড়িত গজের ন্যায় রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন-পরায়ণ হইল । ২০



অপশ্যমানঃ স তদাততায়িনং মহামুখে কঞ্চন মানবোত্তমঃ।

পুরীং দিদৃক্ষমপি নাবিশদ্বিষাং ন মায়িনাং বেদ চিকীর্ষিতং জনঃ ॥২১॥

ইতি ক্রবৎশ্চিৎত্ররথং স্বসারথিং যন্তঃ পরেষাং প্রতিযোগশঙ্কিতঃ।

শুশ্রাব শব্দং জলধেরিবেরিতং নভস্বতো দিস্কু রজোহৃদ্যশ্চত ॥ ২২॥

ক্ষণেনচ্ছাদিতং ব্যোম ঘনানীকেন সর্বতঃ। বিস্কুরভড়িতা দিস্কু ত্রাসয়ন্তনখিত্বনা ॥২৩॥

ববুধু রুধিরৌষাস্ক-পৃথবিধু ত্রমেদসঃ। নিপেতুর্গগনাদশ্চ কবক্ষান্ত্রতোহনঘ ॥২৪॥

ততঃ খেহদ্যশ্চ গিরিনিপেতুঃ সর্বতো দিশম্। গদাপরিঘনিস্ত্রিংণ মুঘলাঃ সান্মবর্ষিণঃ ॥২৫॥

অহয়োহশানিশ্বাসা বমন্তোহ্মিং কৃষাক্ষিভিঃ। অভ্যধাবন্ গজা মত্তাঃ সিংহব্যাঘ্রাশ্চ যুথশঃ ॥২৬॥

সমুদ্রে উন্মিভিভীমঃ প্লাবয়ন্ সর্বতো ভুবম্। আসসাদ মহাহ্রাদঃ কল্লাও ইব ভীষণঃ ॥২৭॥

এবং বিধাশ্চনেকানি ত্রাসনান্ধমনশ্বিনাম্। সমুজ্জুপ্তখাতয আশ্বর্য্যা মায়দ্বাস্তরাঃ ॥২৮॥

ক্রবে প্রযুক্তামহুরৈস্তাং মায়ামতিদ্রুস্তরান্। নিশম্য তশ্চ মুনয়ঃ শমাশংসন্ সমাগতাঃ ॥২৯॥

মানবোঃম সেই গ্রব তখন যুদ্ধস্থলে শব্দহস্ত  
কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, পরন্তু সন্নিহিত  
অলকাপুরী দর্শন করিবার ইচ্ছা হইলেও তাহাতে  
প্রবেশ করিলেন না; কারণ, লোকে মায়াবিগণের  
অভিপ্রায় কি, তাহা জানিতে পারে  
না। ২১

বিচিন্তনবশালা গ্রব সারথিকে এই প্রকা  
বলিয়া শত্রুদিগের পুনরাক্রমণ আশঙ্কা করিয়া  
সাবধানে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় জলধিব  
ধ্বনি তুল্য গম্ভীর এক শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং  
পরক্ষণেই দেখিতে পাইলেন যে, প্রচণ্ড বায়ুবেগে  
চতুর্দিকে ধূলিরাশি সমুখিত হইল। ২২

ক্ষণমধ্যেই আকাশমার্গ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল,  
ঘন ঘন বিদ্রাং চমকিতে লাগিল এবং ভীষণ অশনি-  
গর্জনে প্রাণিকুলের হৃদয় ত্রাসের সঞ্চার হইতে  
লাগিল। ২৩

হে অনঘ বিদুর! তখনই মহাত্মা ক্রবের সন্মুখে  
আকাশ হইতে রক্ত, গ্লেখা, পুথ, বিষ্ঠা, মূত্র ও মেদ  
বর্ষণ হইতে লাগিল এবং বহু শিরোরহিত দেহ পতিত  
হইতে লাগিল। ২৪

তখনস্তর আকাশে একটি পর্বত দেখা গেল  
এবং তাহা হইতে চতুর্দিকে প্রসূরবর্ষী গদা,  
পরিঘ, নিস্ত্রিংণ ও মুঘলাদি বৃষ্টি হইতে  
লাগিল। ২৫

ভয়ঙ্কর সর্প সকল ক্রোশ অশনিতুল্য নিশ্বাস  
ফেলিতে ফেলিতে নয়ন দ্বারা অগ্নি বমন করিতে  
আরম্ভ করিল এবং সিংহ, ব্যাঘ ও মদমত্ত হস্তিগণ  
দলে দলে ক্রবেব অভিযুগ্মে ধাবিত হইতে আরম্ভ  
করিল। ২৬

ভাগমূর্ত্তি জলধি যেন প্রলয়কালীন মহাভয়ঙ্করতা  
প্রাপ্ত হইয়াই প্রবল তরঙ্গমালা-সংযোগে নিখিল  
ভুবন প্লাবিত করিতে করিতে ভীষণ গর্জনে  
লাগিল। ২৭

ক্রুরপ্রবৃতি বক্ষগণ আসুরী মায় দ্বারা শৌর্য্যশূন্য  
ব্যক্তিগণের ভীতিপ্রদ এবম্বিধ অনেক ব্যাপারের  
সৃষ্টি করিল। ২৮

অসুররা ক্রবের প্রতি ঐরূপ মায় বিস্তার  
কবিলে মুনীগণ তাহা অবগত হইয়া তাঁহার সন্নিধানে  
আগমন করিলেন এবং কলাপ প্রার্থনা করিতে  
লাগিলেন। ২৯



শ্রীমুনেয় উচুঃ ।

ঔত্তানপাদ ভগবাংস্তব শাস্ত্রধৰ্ম্মা দেবঃ ক্রিণোত্ববনতর্জিহরো বিপক্ষান্ ।

যন্মামধেয়মভিধায় নিশম্য বাক্তা লোকোহঞ্জসা তরতি দুস্ত্যজমঙ্গ মৃত্যুম্ ॥৩০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে ঐবচরিতে

যক্ষমারাদানং নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

মুনিগণ কহিলেন—হে ঔত্তানপাদতনয় ! বৎস | উত্তীর্ণ হইতে পারে, সেই প্রণতজনের আন্তিহারী  
ঐব ! যাঁহার নাম উচ্চারণ বা শ্রবণমাত্রেই জীব | শাস্ত্রধৰ্ম্মা-ভগবান্ তোমার শত্রুকুলের ক্ষয়সাধন  
তৎক্ষণাৎ অনায়াসে দুর্নিবার মৃত্যুকে পর্য্যস্ত | করুন। ৩০

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে দশম অধ্যায় ।



## একাদশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

নিশম্য গদতামেব মৃণীণাং ধনুযি ধ্রুবঃ । সন্দেহেহস্তমুপস্পৃশ্য যম্মারায়ণনির্মিতম্ ॥১॥

সন্ধায়মান এতস্মিন্ মায়া গুহ্যকনির্মিতাঃ । ক্ষিপ্ৰং বিনেশুর্বিভুর ক্লেণা জ্ঞানোদয়ে যথা ॥২॥

তস্তার্থীজ্ঞঃ ধনুযি প্রযুক্ততঃ স্তবর্ণপুঙ্খাঃ কলহংসবাসসঃ ।

বিনিঃসৃত্য আবিবিশুর্দ্বিষদ্বলং যথা বনং ভীমরবাঃ শিখণ্ডিনঃ ॥৩॥

তৈস্তিগ্মধারৈঃ প্রধনে শিলীমুখৈরিতস্ততঃ পুণ্যজনা উপদ্রুতাঃ ।

তমভ্যধাবন্ কুপিণা উদাযুধাঃ স্পর্শমুন্মদকনা ইবাহংসঃ ॥৪॥

স তান্ পুনঃকৈরভিধাবতো যুধে নিকৃভবাহুরুশিরোদরোদরান্ ।

নির্নায় লোকং পরমর্কমণ্ডলং ব্রজস্তি নির্ভিগ্ন যমূর্দ্ধরেতসঃ ॥৫॥

তান্ হস্তমানানভিবীক্য গুহ্যকাননাগসশ্চিহ্নরথেন ভুরিণঃ ।

উত্তানপাদিং কুপয়া পিতামহো মনুজ্জগাদোপগতঃ সহর্ষিভিঃ ॥৬॥

শ্রীমনুরূবাচ ।

অলং বৎসতিরোষণে তমোদ্বারেণ পাপুনা । যেন পুণ্যজনানেতানবধীস্বমনাগসঃ ॥৭॥

মনুর তত্বোপদেশ ও ধ্রুবের রণনিবৃত্তি

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—ঋষিগণের পূর্বোক্ত কথা শ্রবণ করিয়া ধ্রুব আচমন পূর্বক স্বীয় ধনুকে নারায়ণাত্ম সন্ধান করিলেন । ১

তাঁহার ধনুকে শরসন্ধান মাত্রেই—জ্ঞানোদয় হইলে রাগাদি ক্লেণ যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হয়, গুহ্যক-নির্মিতা মায়া সকল সেইরূপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া গেল । ২

ঐ অস্ত্র হইতে শত শত স্তবর্ণপুঙ্খ কলহংসেব পক্ষের জ্বায় শর সকল নিঃসৃত হইয়া ভীমরব ময়ুরযুধ বেক্স বনে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ বিপক্ষপক্ষের সৈন্যদলमध्ये প্রবেশ করিতে লাগিল । ৩

ঐ সকল ভীক্ধার শর দ্বারা যক্ষগণ যুদ্ধক্ষেত্রে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল, অবশেষে সকলে কুপিত হইয়া উঠিল এবং সর্পগণ যেমন ফণা উন্নত করিয়া গরুড়ের অভিমুখে খাণ্ডিত হয়, তাহারও সেইরূপ স্ব

য অস্ত্র উত্তোলন করিয়া ধ্রুবের প্রতি খাণ্ডিত হইল । ৪

ধ্রুব সেই যক্ষগণকে যুদ্ধস্থলে আগমন করিতে দেখিয়া বাণ দ্বারা কাহারও বাহু, কাহারও উরু, কাহারও কঙ্কর, এবং কাহারও উদর ছেদন পূর্বক তাহাদিগকে পরলোকে প্রেরণ করিলেন । উদ্ধরেতা মহর্ষিগণ সূর্য্যামণ্ডল ভেদ করিয়া ঐ লোকে গমন করিয়া থাকেন । ৫

মহারথ ধ্রুবকে এই প্রকার অসংখ্য নিরপরাধ যক্ষ বিনাশ করিতে দেখিয়া পিতামহ মনু কুপাপরবশ হইয়া মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে সেই স্থানে আগমন পুরঃসর উত্তানপাদভনয় ধ্রুবকে কহিতে লাগিলেন । ৬

শ্রীমনু কহিলেন—বৎস ! তুমি যে ক্রোধের বশবর্তী হইয়া এই সকল নিরপরাধ গুহ্যকে বিনাশ করিলে, সেই ক্রোধ মহাপাপ এবং নরকের দারদ্রকপ, অতএব ঐ ক্রোধে প্রয়োজন নাই । ৭



নাশ্বৎকুলোচিতং তাত্ কঠৈর্গতং সদিগর্হিতম্ । বধো যদুপদেবানামারকস্তেহঁকৃতৈনসাম্ ॥৮॥  
 নশ্বেকশ্যাপরাধেন তৎসঙ্গাদ্ভবো হতাঃ । ভ্রাতৃবধাভিতপ্তেন হযাপ্ত ভ্রাতৃবৎসল ॥৯॥  
 নাং মার্গো হি সাধুনাং অমোকেশানুবর্তিনাম্ । যদাঙ্গানং পরাগং পশু বহুতবেশসম্ ॥১০॥  
 সর্বভূতাত্মভাবেন ভূতাবাসং হরিং ভবান্ । আরাধ্যাপ ছরারাদ্যং বিষ্ণোস্তং পরমং পদম্ ॥১১॥  
 স ত্বং হরেরনুধ্যাতন্তং পুংসামপি সন্মতঃ । কথন্তুব্যঃ কৃতবাননুশিক্ষন্ সতাং ব্রতম্ ॥১২॥  
 তিতিক্ষ্যাং করুণয়া মৈত্র্যা চাখিলজস্তুয । সগত্বেন চ সর্বাত্মা ভগবান্ সম্প্রদাদতি ॥১৩॥  
 সম্প্রসন্নো ভগবতি পুরুষঃ প্রাকৃতৈশ্চ গুণৈঃ । বিমুক্তো জীবনির্মুক্তো ব্রহ্ম নির্বাণমুচ্ছতি ॥১৪॥  
 ভূতৈঃ পঞ্চভিবারকৈর্যোষিৎ পুরুষ এব হি । তয়োর্ব্যবায়ং সমুত্তির্যোষিৎ পুরুষয়োরিহ ॥১৫॥  
 এবং প্রবর্ত্ততে সর্গঃ স্থিতিঃ সংযম এব চ । গুণব্যতিকরাদ্রাজন্ মায়য়া পরমাত্মনঃ ॥১৬॥  
 নিমিত্তমাত্রং তত্রাসামিগুণাঃ পুরুষস্বভঃ । ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিংশং যত্র ভ্রমতি লৌহবৎ ॥১৭॥

তুমি সেই যে নিরপরাধ গুণস্বরূপের বধ করিতে  
 প্রবৃত্ত হইয়াছ, ইহা সাধুজনাবগাহিত কাণ্ড, সুতরাং  
 উহা আমাদের কুলের উচিত কণ্ঠ নহে । ৮

হে ভ্রাতৃবৎসল ধ্রুপ ! তোমার ভ্রাতাকে এক জন  
 বিনাশ করিয়াছে, কিন্তু তুমি সেই ভ্রাতৃবধজনিত  
 শোকে অভিভূত হইয়া একজনের অপবাদের জ্ঞাত  
 তৎসঙ্গ হেতু বহু যক্ষকে বিনাশ করিয়াছ । ৯

এই প্রত্যক্ষ পবিত্রদৃশ্যমান দেহকে আত্মা বোধ  
 করিয়া পশুগণের ন্যায় পরস্পরকে হত্যা কবা—  
 সর্বোপদ্রিয়পাতি ভগবান্ অমোকেশের অমুবর্ত্তী সাধু-  
 দিগের পথ নহে । ১০

তুমি সর্বপ্রাণীর আবাসভূমিরূপ উরারাদ্য  
 ভগবান্ শ্রীহরিকে সর্বভূতের আত্মাভাজনে আরাধনা  
 করিয়া সেই সর্বব্যাপী ভগবানের পরম পদ  
 প্রাপ্ত হইয়াছ । ১১

তুমি নিরন্তর শ্রীহরির হৃদয়ে বিরাজ করিতেছ,  
 এবং হরিভক্তগণ তোমাকে সাধু বলিয়া মানিয়া  
 থাকেন, অতএব তুমি সাধু পুরুষগণের আচরণ শিক্ষা  
 করিয়া কি প্রকারে একরূপ নিন্দনীয় কার্যে প্রবৃত্ত  
 হইলে ? ১২

যিনি মহত্যাগের প্রতি তিতিক্ষা, অহমত্বের প্রতি

কণ্ঠা, সমান ব্যক্তির প্রতি মিত্রতা এবং সর্ব-  
 প্রাণীকে সমভাবে দর্শন করেন, সর্বাস্ত্রযামী  
 শ্রীভগবান্ তাঁহাব প্রতি প্রসন্ন হইয়া  
 থাকেন । ১৩

ভগবান্ সুপ্রসন্ন হইলেই পুরুষ প্রাকৃত গুণসমূহ  
 হইতে বিমুক্ত হন, সুতরাং গুণের কাব্যস্বরূপ  
 লিঙ্গদেহ হইতে নির্মুক্ত হইয়া সুখাত্মক ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত  
 হইয়া থাকেন । ১৪

পঞ্চভূত দেহাকারে পরিণত হইয়া স্ত্রী ও পুরুষ-  
 রূপে উৎপন্ন হয়, এবং ঐ স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের  
 মিলনে এই সংসারে অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষ উদ্ভূত হইয়া  
 থাকে । ১৫

হে বৎস ! এইরূপে পরমাত্মার মায়া দ্বারা  
 গুণসমূহের বৈষম্য হেতু এই জগতে পূর্বোক্তরূপে  
 সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্য প্রবর্ত্তিত  
 হয় । ১৬

সৃষ্টি প্রভৃতি কার্যে সেই নিগুণ পুরুষশ্রেষ্ঠ  
 নিমিত্তমাত্র ; লৌহ যেরূপ নিশ্চেচ্চ হইয়াও অয়স্কাস্ত-  
 মণির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমণ করে, সেইরূপ এই  
 ব্যক্তাব্যক্ত বিংশ ভগবদীক্ষণ প্রভাবে বিবিধ প্রকার  
 পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ১৭



স খন্দিং ভগবান্ কালশক্ত্যা গুণপ্রবাহেন বিভক্তবীৰ্য্যঃ ।

করোত্যকর্তৈব নিহন্ত্যহন্ত্য চেষ্টা বিভ্রমঃ খলু চ্ছব্বিভাব্য। ১৮॥

গোহনন্তোহন্তকরঃ কাগোহনাদিরাদিক্রদব্যঃ । জনং জনেন জনয়ন্ মারয়ন্ মৃত্যুনাস্তকম্ ॥১৯॥

ন বৈ স্বপক্ষোহস্ত্য বিপক্ষ এব বা পদস্ত্য মৃত্যোবিশতঃ সমা প্রজাঃ ।

তং ধাবমানমুখাধন্ত্যনীশা যথা রজাংস্তনিলং ভূতসজ্জাঃ ॥২০॥

আয়ুবোহপচয়ং জন্তোন্তথৈবোপচয়ং বিভূঃ । উভাভ্যাং রহিতঃ স্বস্তো দঃস্বস্ত্য বিদধাত্যসৌ ॥২১॥

কেচিৎ কর্ম্য বদন্ত্যনং স্বভাবমপরে নৃপ । একে কালং পরে দৈবং পুংসঃ কামমৃত্যুপরে ॥২২॥

অব্যক্তস্তাপ্রমেয়স্ত নানাশক্ত্যুদয়স্য চ । ন বৈ চিকীর্ষিতং তাত কো বেদাথ স্বসম্ভবম্ ॥২৩॥

ন চৈতে পুত্রক ভ্রাতুর্হস্তারো ধনদামুগাঃ । বিসর্গাদানয়োস্তাত পুংসো দৈবঃ হি কারণম্ ॥২৪॥

স এব বিশ্বং স্বজতি স এবাবতি হন্তি চ । তথাপি হনহকারো নাজাতে গুণকর্ম্মভিঃ ॥২৫॥

কালশক্তিপ্রভাবে গুণপ্রবাহে ভগবানেণ  
স্বচ্যাদিশক্তি বিভক্ত হইয়া গেলে সেই সর্বশক্তিমান  
ভগবান্ অকর্তা হইয়াও এই বিশ্বের স্বচ্যাদি করিয়া  
ধাবেন, এবং হস্তা না হইয়াও বিনাশ করিয়া থাকেন।  
সেই মহত্তম ভগবানের কালশক্তি সবপ্রকারেই  
অচিপ্তনোয়া। ১৮

সেই কালরূপী ভগবান্ স্বয়ং অনাদি (জন্মরহিত),  
অনন্ত (অবিনাশী) ও অব্যয় (ক্ষয়রহিত); তিনি  
পিতৃাদির দ্বারা পুত্রাদির সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টিকর্তারূপে  
এবং মৃত্যু দ্বারা যমকেও সংহার করিয়া সংহারকর্তা-  
রূপে প্রতিভাত হন। ১৯

মৃত্যুরূপী কালের স্বপক্ষ অথবা বিপক্ষ কেহ  
নাই, তিনি সমভাবে সর্বজ্ঞাবে প্রবেশ করিতেছেন।  
যে রূপ ধূলিসমূহ অনিলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান  
হয়, সেইরূপ জীব স্ব স্ব কর্ম্মের অধীন হইয়া সেই  
কালরূপী ঈশ্বরের অনুগামী হইয়া থাকে। ২০

সর্বশক্তিমান্ কাল অপচয় বা উপচয়বিহীন  
হইয়া আপনিই আপনাতে অবস্থান করিতেছেন;  
তিনি কর্ম্মাধীন জীবগণের কাহারও বা অকালমৃত্যুর  
বিধান করিতেছেন এবং কাহাকেও বা কালমৃত্যু  
হইতেও রক্ষা করিতেছেন। ২১

হে রাজন্! মোমাংসকগণ এই কালকে ‘কর্ম্ম’,  
লোকাযত বা চার্ব্বাকগণ ইহাকে ‘সভাব’,  
বাবহারিকগণ ইহাকে ‘কাল’, জ্যোতিষবিদগণ  
ইহাকে গ্রহাদিরূপ ‘দৈব’ এবং বাৎস্তায়নাদি  
ঋষিগণ ইহাকে “কাম” নামে অভিহিত করিয়া  
থাকেন। ২২

হে বৎস! ঈশ্বর অব্যক্ত—মৃতরাং অপ্রমেয়,  
তাঁহা হইতে মহত্ত্বাদি নানাশক্তির উদয় হইয়া  
থাকে, এই নিমিত্ত তিনি আছেন—এইমাত্র বলা  
যাইতে পারে; তাঁহার যে কি অভীপ্সিত, তাহা কে  
বলিতে পারে? মৃতরাং স্বসম্ভব ভগবান্কে কে  
জানিতে পারিবে? ২৩

হে পুত্রক! এই কুবেরামুচরগণ তোমার ভ্রাতৃ-  
হস্তা নহে, এবং তুমিও ইহাদিগের বিনাশকর্তা নহ।  
বৎস! প্রাণীর যে জন্ম ও মৃত্যু হইয়া থাকে, দৈবই  
তাঁহার কারণ। ২৪

সেই ভগবান্ই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই  
বিশ্বের রক্ষা করিতেছেন, এবং তিনিই বিশ্বের  
ধ্বংসসাধন করিতেছেন, কিন্তু তথাপি নিরহঙ্কার  
হওয়ায় তিনি কোনও প্রকারে গুণ ও কর্ম্মের সহিত  
লিপ্ত নছেন। ২৫



এষ ভূতানি ভূতাত্মা ভূতেশো ভূতভাবনঃ । স্বশক্ত্যা মায়ায়া যুক্তঃ স্বজ্যতি চ পাতি চ ॥২৬॥

তমেব মৃত্যুমমৃতং তাত দৈবং সর্বাত্মনোপৈহি জগৎপরায়ণম্ ।

মৈস্মৈ বলিং বিশ্বসৃজো হরন্তি গাবো যথোতা নসি দামযজ্ঞিতাঃ ॥ ২৭ ॥

যঃ পঞ্চবর্ষো জননীং ত্বং বিহায় মাতুঃ সপত্ন্যা বচসা ভিন্নমশ্মী ।

বনং গতস্তপসা প্রত্যগক্ষমারাধ্য লেভে মৃদ্ধি পদং ত্রিলোক্যাঃ ॥ ২৮ ॥

তমেনগঙ্গাত্মনি মুক্তবিগ্রহে ব্যাপাশ্রিতং নিগুণমেকমক্ষরম্ ।

আত্মানমগ্নিচ্ছ বিমুক্তমাত্মদৃগ্যগ্নিমিদং ভেদমসং প্রতীয়তে ॥ ২৯ ॥

ত্বং প্রত্যগাত্মনি এদা ভগবত্যানন্ত আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশক্তো ।

ভক্তিং বিধায় পরমাং শনৈকৈরবিচ্ছাগ্রস্থিং বিভেৎস্বসি মমাহমিতি প্ররুঢ়ম্ ॥ ৩০ ॥

সংযচ্ছ রোষণং ভদ্রং তে প্রতাপং শ্রেয়সাং পরম্ । অহং তেন ভূয়সা রাজস্গদেন বধাময়ম্ ॥৩১॥

যেনোপসৃষ্টাং পুংসামল্লোক উদ্বিজতে ভূশাম্ । ন বুধস্তদ্বশং গচ্ছেদিচ্ছন্নভয়মশ্বিনঃ ॥৩২॥

হেলনং গিরিশভ্রাতৃধনদস্ত্য ভয়া কৃতম্ । যজ্ঞগ্নিবান্ পুণ্যজনান্ ভ্রাতৃহানিত্যমযিতঃ ॥৩৩॥

এই ভগবান্ সর্বভূতের নিয়ন্তা, সর্বভূতের অন্বেষণ কর তিনি নির্বিরোধ অন্তঃকরণে বসতি পালক ও সর্বপ্রাণীর আত্মা বা কারণ । তিনিই স্বীয় শক্তিরূপা মায়ার দ্বারা এই স্বাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকেন । ২৬

হে বৎস ! তিনি অভক্তজনের মৃত্যুরূপী এবং ভক্তজনের অমৃতস্বরূপ, তিনিই এই বিশ্বের পরমেশ্বর এবং জগদ্বাসীর সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়, তুমি সর্বাস্তঃকরণে তাঁহারই শরণাগত হও । নাসাবন্ধ বলীবর্দসমূহ বেক্রপ প্রভুর কার্য্য করিতে বাধ্য হয়, তদ্রূপ ত্রাসাদি প্রজাপতিগণও তাঁহার নিমিত্ত পূজোগহার আহরণ করিয়া থাকেন । ২৭

হে বৎস ! পঞ্চবর্ষ বয়সেই বিমাতার দুর্ব্বাক্যবাণে ভোমার হৃদয় বিদীর্ণ হওয়াতে, তুমি স্বীয় জননীকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়াছিলে, সেই সময় তুমি যোগিগণের আরাধ্য ঐশ্বর্য্যভগবান্কে তপস্যা দ্বারা আরাধনা করিয়া ত্রিলোকের মন্তকোপরি স্থান লাভ করিয়াছ । ২৮

হে বৎস ঋষ ! এক্ষণেও তুমি আত্মদর্শী হইয়া সেই নিগুণ, মহাত্মা, অবিনশ্বর, নিত্যমুক্ত পরমাত্মার

অন্বেষণ কর তিনি নির্বিরোধ অন্তঃকরণে বসতি করেন । তাঁহাকে অন্বেষণ করিলে এই ভেদময় বিশ্ব অসত্তের দ্বায় প্রতীয়মান হয় । ২৯

সেই ভগবান্ সর্বাস্তুরাজা, অনন্ত ও আনন্দ-মাত্রৈকরস, তাহা সেই সর্ববশক্তিসম্পন্ন ভগবানে ঐকান্তিক ভক্তি বিধান করিবে, “আমি ও আমার” এই সুদূর অজ্ঞানগ্রস্থি ক্রমশঃ ছেদন করিতে সমর্থ হইবে । ৩০

হে রাজন ! ক্রোধ শ্রেয়ঃসাধনের পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল, সুতরাং ঔষধপ্রয়োগে বেক্রপ রোগ নিরাময় হইয়া থাকে, সেইরূপ তুমি প্রভূত শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা উহার প্রতীকার কর, উহাতে ভোমার মঙ্গল হইবে । লোকে ক্রোধাভিভূত পুরুষ হইতে অত্যন্ত উবেগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং স্বীয় মঙ্গল-সাধনেচ্ছা পণ্ডিত ব্যক্তি কখনও ক্রোধের বশীভূত হইবেন না । ৩১-৩২

বৎস ! ধনাধিপ কুবের ভগবান্ গিরিশের ভ্রাতা, তুমি অসংখ্য বক্ষকে ভ্রাতৃহন্তাবোধে বধ করিয়া তাঁহারই অবজ্ঞা করিয়াছ । ৩৩



তং প্রসাদয় বংশান্তে সন্নত্যা প্রণয়োক্তিভিঃ । ন যাবন্মহতাং তেজঃকুলং নোহভিভবিস্যতি ॥৩৪॥  
 এবং স্বায়ম্ভুবঃ পৌত্রমনুশাস্ত্ব মনুধ্রুবম্ । তেনাভিবন্দিতঃ সাক্ষয়িষিভিঃ স্বপুত্রং যযৌ ॥৩৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সাংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
 ঋষচরিতে মনুবাচ্যং নার্মকাদিশোঃধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

হে বংশ ! যাবৎ মহতের তেজোদ্বারা আমাদের স্বায়ম্ভুব মনু এই প্রকারে স্বীয় পৌত্র ঋষকে  
 বংশ অভিভূত না হয়, তাবৎ তুমি শীঘ্রই ধনপতি উপদেশ প্রদান করিয়া উৎকর্ষক - সংস্কৃত  
 কুবেরকেও নমস্কার ও স্তবাদির দ্বারা প্রসন্ন করিয়া ঋষিগণ-সমভিব্যাহার স্বস্থানে প্রস্থান  
 কর। ৩৪  
 করিলেন। ৩৫

চিতি চতুঃ স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ঃ ।



## দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

ধ্রুবং নিরন্তরং প্রতিবুধ্য বৈশাসাদপেতমন্যং ভগবান্ ধনেশ্বরঃ ।

তত্রাগতশ্চারণযক্ষকিন্নরৈঃ সংস্তুয়মানো শ্রবদৎ কৃতাজ্জলিম্ ॥১॥

শ্রীধনদ উবাচ ।

ভো ভোঃ ক্ষত্রিয়দায়াদ পরিভূকৌহস্মি তেহনঘ ।

যৎ স্বং পিতামহাদেশাশ্রয়ং দুস্ত্যজমত্যজঃ ॥২॥

ন ভবানবদ্যক্ষান্ ন যক্ষা ভ্রাতরং তব । কাল এব হি ভূতানাং প্রভুরপ্যভাবয়োঃ ॥৩॥

অহং হ্মিত্যপার্থা ধীরজ্ঞানাং পুরুষশ্চ হি । স্বাপ্নাবাভাত্যতক্ষ্যানাদযয়া বক্ষ্যবিসর্ধ্যয়ো ॥৪॥

তদগচ্ছ ধ্রুব ভদ্রং ৎ ভগবন্তমধোক্ৰজম্ । সর্বভূতাত্মভাবেন সর্বভূতাত্মবিশ্রম্ ॥৫॥

ভজস্ব ভজনীয়াজ্জিমভবায় ভবচ্ছিদম্ । যুক্তং বিরহিতং শক্ত্যা গুণময্যাত্মমায়য়া ॥৬॥

ব্রণীহি কামং নৃপ যন্মনোগতং মন্তস্থমৌত্তমানপদেহবিশঙ্কিতং ।

বরং বরাহৌহিন্মুজনাভপাদয়োরনন্তরং স্বাং বয়মঙ্গ শশ্রমঃ ॥৭॥

ধ্রুবের বিমুখান-প্রাপ্তি

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—ধ্রুব বিগতক্রোধ হইয়া যক্ষহত্যা কার্যে বিরত হইয়াছেন বুঝিয়া কুবের-চারণ যক্ষ-কিন্নরগণের দ্বারা সংস্তুয়মান হইয়া যেখানে ধ্রুব কৃতাজ্জলি হইয়া গবস্থান করিতেছিলেন, সেখানে আগমন করিয়া বলিতে লাগিলেন । ১

শ্রীকুবের বলিলেন,—হে ক্ষত্রিয়নন্দন ! হে নিম্পাপ ধ্রুব ! যেহেতু তুমি পিতামহ মনুর আদেশে দুস্ত্যাজ শত্রু্য পরিত্যাগ করিয়াছ, এইজন্য আমি তোমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি । ২

তুমি যক্ষগণকে বিনষ্ট কর নাই, যক্ষগণও তোমার ভ্রাতাকে বিনষ্ট করে নাই । কালই প্রাণি-গণের জন্মমৃত্যুর একমাত্র কারণ । ৩

পুরুষের অজ্ঞানবশতঃ স্বপ্নকালীন জ্ঞানের স্থায় “আমি” “তুমি” এইরূপ মিথ্যাবুদ্ধি জন্মিয়া থাকে

এবং ঐ বুদ্ধির দ্বারা দেহে অভিমান হওয়াতে বন্ধ ও দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে । ৪

অতএব হে ধ্রুব ! এইস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া সর্বভূতে পরমাত্মভাব দর্শন করিয়া অতীন্দ্রিয় সর্ব-ভূতাত্মরূপী সংসারহর শ্রীভগবানের পাদপদ্ম লাভ করিবার জন্য তাঁহার ভজনা কর । তাঁহার পাদপদ্মই জীবের একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু ও সংসার-নিবর্তক । তিনি স্বরূপভূত অন্তরঙ্গাসক্তিয়ুক্ত, কিন্তু তাঁহাতে ত্রিগুণময়ী অধীন মায়ায় অধিষ্ঠান নাই—তিনি মায়াধীন । তাঁহাকে সর্বাত্মভাবে ভজনা করিলেই তোমার মঙ্গল হইবে । ৫-৬

হে উত্তমানপাদনন্দন রাজন্ ! আমি হইতে যদি কোনও বর প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা কর, তবে নির্ভয়ে তাহা প্রার্থনা কর । হে বৎস ! আমরা শুনিয়াছি যে, তুমি পদ্মনাভ শ্রীহরির পাদপদ্মের সমীপে উপস্থিত হইয়াছ, অতএব তুমি বর পাইবার উপযুক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই । ৭



শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

স রাজরাজেন বরায়'চোদিতো ধ্রুবো মহাভাগবতো মহামতিঃ ।

হরৌ স বত্রেহচলিতাং স্মৃতিং যয়া তরত্যত্বেন ছরত্যয়ং তমঃ ॥৮॥

তস্মা শ্রীতেন মনসা তাং দদৈলবিলস্ততঃ । পশ্যতোহস্তদধে সৌহপি স্বপুং প্রত্যপদ্যত ॥৯॥  
অথায়জত যজ্ঞেশং ক্রতুভিভূ'রিদক্ষিণৈঃ । দ্রব্যক্রিয়াদেবতানাং কশ্য কশ্যফলপ্রদম্ ॥১০॥  
সর্ব্বাঙ্ঘ্র্যচ্যুতেহসর্বেতীত্রৌঘাং ভক্তিযুদ্ধহনৃ । দর্শাত্মনি ভূতেষু তমেবাবস্থিতং দিভূম্ ॥১১॥  
তমেব শীলসম্পন্নং ব্রহ্মণ্যং দীনবৎসলম্ । গোপ্তারং ধর্ম্মসেতুনাং মেনিরে পিতরং প্রজাঃ ॥১২॥  
বটত্রিংশদ্বর্ষসাহস্রং শশাস ক্ষিতিমণ্ডলম্ । ভোগৈঃ পুণ্যক্ষয়ং কুর্ব্বন্তভোগৈরশুভক্ষয়ম্ ॥১৩॥  
এবং বহুসবং কালং মহাত্মাহবিচলেন্দ্রিয়ঃ । ত্রিবর্ণোপয়িকং নীত্বা পুত্রায়াদাম্ পাসনম্ ॥১৪॥  
মন্তমান ইদং বিশ্বং মায়া'রচিতমাত্মনি । অবিচারচিত্তস্বপ্ন-গন্ধর্ব্বনগরোপমম্ ॥ ১৫ ॥

আত্মস্বাপত্যস্বদ্রুমো বলযুদ্ধকোষমন্তঃপুরং পরিবিহারভূমন্ত রম্যাঃ ।

ভূমণ্ডলং জলধিমৈথলমাকলযা কালোপদৃষ্টমিতি স প্রযযৌ বিশালাম্ ॥১৬॥

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,— এইরূপে মহাভাগবত মহামতি ধ্রুব লোকপাল কুবের কর্তৃক বরলাভের জন্ত প্রেরিত হইয়া শ্রীহরির প্রতি যাহাতে অচলা স্মৃতি লাভ পূর্ব্বক অনায়াসেই চুস্তর অজ্ঞানরাশির পারে গমন করিতে পারেন, তাহা প্রার্থনা করিলেন । ৮

ইলবিলানন্দন কুবের শ্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে ধ্রুবকে অচলাভগবৎ-স্মৃতি প্রদান পূর্ব্বক, তাঁহার সম্মুখেই অস্তহিত হইলে ধ্রুব নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন । ৯

অনন্তর ধ্রুব প্রচুর দক্ষিণা দ্বারা যজ্ঞেশ বিষ্ণুর অর্চনা করিতে লাগিলেন । বৎস বিহুর । ঐ ভগবান্ বিষ্ণু—দ্রব্য, ক্রিয়া ও দেবতার কর্ম্মসাধ্য ফলরূপ ও সর্ব্বকর্ম্মের ফলপ্রদানকর্তা । ১০

তিনি সর্ব্বজীবের আত্মাস্বরূপ সর্ব্বোপাধিবর্জিত শ্রীঅচ্যুতে ঐকান্তিক ভক্তি করিয়া তাঁহাকে, আপনাতে এবং সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত বলিয়া দর্শন করিলেন । ১১

বৎস ! তাঁহাকে শীলসম্পন্ন, বাঞ্ছনগণের তিত্তকামী, দীনদয়ার্জ ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রক্ষক দেখিয়া সমস্ত প্রজা তাঁহাকে পিতার স্থায় বোধ করিতে লাগিলেন । ১২

এইরূপে ধ্রুব ভোগের দ্বারা পুণ্যক্ষয় এবং যজ্ঞাদির দ্বারা অশুভ ক্ষয় পূর্ব্বক হুত্রিশসহস্র বৎসর অবনৌমণ্ডল পাসন করিয়াছিলেন । ১৩

এইরূপে সংযতেন্দ্রিয় ও শুদ্ধচিত্ত ধ্রুব এই দেহাদি বিশ্বকে ভগবানের মায়া'রচিত আত্মায় অবিভা কর্তৃক স্বপ্নদৃষ্ট গন্ধর্ব্বনগরের স্থায় অসত্য মনে করিয়া বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ত্রিবর্ণ-সাধনে বহুকাল অভিযাহিত করিলেন এবং অবশেষে পুত্রকে রাজসিংহাসন দান করিলেন । ১৪-১৫

তখন তিনি দেহ, পুত্র-কলত্র মিত্র, সৈন্তাদি, সম্রাজ রাষ্ট্রকোষ, অস্তঃপুর, রমণীয় বিহারভূমি, আসমুদ্র ভূমণ্ডল ইত্যাদিকে কালোপদৃষ্ট অনিত্য, ইহা চিন্তা করিয়া শ্রীভগবদা'রধনার জন্ত বদরিকা-শ্রমে গমন করিলেন । ১৬



তত্ৰাং বিশুদ্ধকরণঃ শিববাণিগাং বন্ধাসনং জিতমক্শ্মনসাহতাকঃ ।

স্থূলে দধার ভগৎপ্রতিরূপ এতদ্ব্যায়ংস্তদব্যবহিষ্ঠো ব্যস্জং সমাধৌ ॥১৭॥

ভক্তিং দরৌ ভগবতি প্রবহন্নজস্রমানন্দবাষ্পকলয়া মুহুরদ্যমানঃ ।

বিক্রিগুমানহৃদয়ঃ পুলকাচিতাক্ষৌ নান্নানমস্রদগাবিতি মুক্তলিঙ্গঃ ॥১৮॥

স দদর্শ বিমানাণ্যং নভসোহবতরদ্বন্দ্বঃ । বিভ্রাজয়দশ দিশো রাকাপতিমিবোদিতম্ ॥১৯॥

তত্রানু দেবপ্রবরৌ চতুর্ভুজৌ শ্যামৌ কিশোরাবরশাষ্মুজেক্ষণৌ ।

স্থিতাববর্তভ্য গদাং স্ববাসসৌ কিরীটহারাজদচারুকুণ্ডলৌ ॥২০॥

বিজ্ঞায় তাবুত্তমগায়কিঙ্গরাবভ্যুত্থিতঃ সাধ্বসবিস্মৃতক্রমঃ ।

ননাম নামানি গৃণন্ মধুস্বিষঃ পার্শ্বপ্রধানাবিতি সংহতাজ্জলিঃ ॥২১॥

তং কৃষ্ণপাদাভিনিবিষ্টচেতসং বন্ধাজ্জলিং প্রশ্রয়নব্রকন্ধরম্ ।

সুনন্দনন্দাণ্যপসৃত্য সন্মিতং শ্রীত্যাচতুঃ পুঙ্করনভসস্মরতো ॥২২॥

সেই বদরিকাশ্রমে ঐব পবিত্রে বাঁধিতে অবগাহন করিলেন এবং বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে সন্তুকাদি আসন বন্ধন পূর্বক জিতপ্রাণ হইয়া মনোব দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে আতরণ পুরঃসর শ্রীভগবানের প্রতিনিধিভূত বিরাটকপের ধাবণা করিতে লাগিলেন । ঐরূপ ধ্যান করিতে ক্রমে তন্নিষ্ঠ হইয়া তিনি সমাধিস্থ হইয়া স্থূলরূপ বিস্মৃত হইলেন । ১৭

এইরূপে ঐবের শ্রীভগবান হইতে নিঃসৃত ভক্তি-প্রবাহ বর্জিত হইতে থাকায় আনন্দাশ্রমে তিনি পুনঃপুনঃ অভিভূত হওয়ায় তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল এবং অঙ্গ পুলকে ব্যাপ্ত হইল । সুতরাং তিনি শরীরান্তিমান হইতে মুক্ত হইলেন এবং তাঁহার দেহ-জ্ঞানেরও বিস্মৃতি ঘটিল । ১৮

ঐব ঐ অবস্থায় পুণিয়ার চন্দ্রের শ্যায়নশব্দ উজ্জ্বল করিয়া একখানি বিমান নভোমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইতেছে, ইহা দেখিতে পাইলেন । ১৯

অনন্তর তিনি দেখিতে পাইলেন যে, সেই বিমানে চতুর্ভুজ শ্যামবর্ণ কিশোরাকৃতি অরুণবর্ণ কমলের শ্যায়নযনয়ন দুইটি দেবশ্রেষ্ঠ গদা অবলম্বন করিয়া অংশুমান করিতে ন । তাঁহাদিগের পরিধানে সুন্দর বসন এবং তাঁহাদের অঙ্গে কিরীট, হার ও মনোহর কুণ্ডল শোণা পাইতে । ২০

ঐব তাঁহাদিগকে উত্তমঃশ্লোক ভগবানের কিঙ্কর এবং মধুরিপু শ্রীহরির পার্শ্বপ্রধান অবগত হইয়া অতিশয় সম্মমবশতঃ তাঁহাদের যথোপযুক্ত পূজাক্রম বিস্মৃত হইলেন এবং কৃতাজ্জলি হইয়া শ্রীহরির নামকীর্তন পূর্বক তাঁহাদিগের বন্দনা করিলেন । ২১

পুঙ্করনভ . শ্রীহরির সমাদৃত সুনন্দ ও নন্দ ঐকৃষ্ণচরণে অভিনিবিষ্টচিত্ত কৃতাজ্জলিপুটে অবস্থিত বিনয়াননত ঐবের নিকট উপস্থিত হইয়া মুহূর্ত্ত-পূর্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন । ২২

বিস্মৃতি—চতুর্দশভুবনাঙ্ক ব্রহ্মাণ্ডরূপ স্থলশরীরাকৃতি বিরাটরূপেই ধ্যানের দ্বারা বাহ্য বিষয়কে ভগবানে গীন করিলে সহজেই আত্মব্রহ্মের জ্ঞান হইয়া থাকে, ইহা ভক্তির স্বরূপ কলিল ও দেহহৃতিকে উপদেশ দিয়াছেন । ১৭



শ্রীসুন্দরনন্দাবচনঃ ।

ভো ভো রাজন স্তব্ধং তে বাচো নোহবহিঃ শৃণু ।

যং পঞ্চবর্ষস্তপসা ভবান্ দেবমভ্যতৃপহং ॥২৩॥

তস্মাখিলজগদ্ধাতুরাবাং দেবস্য শাস্তিগঃ । পার্শদাবিহ সম্প্রাপ্তৌ নেতুং হ্যং ভগবৎপদম্ ॥২৪॥

সুদুর্জয়ং বিষ্ণুপদং জিতং ত্বয়া যৎ সরয়োহপ্রাপ্য বিচক্রেতে পরম্ ।

আতিষ্ঠ তচ্চন্দ্রদিবাকরাদয়ো গ্রহক্ষতারাঃ পরিযন্তি দক্ষিণাম্ ॥২৫॥

অনাস্থিতং তে পিতৃভিরশৈরপ্যঙ্গ কহিচিৎ । আতিষ্ঠ জগতাং বন্দ্যং তদ্বিষেঃ পরমং পদম্ ॥২৬॥

এতদ্বিমানপ্রবরগুহমঃশোকনৌলিনা । পিস্যসি তমাংগমমিরোচং হমহসি ॥২৭॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

নিশম্য বৈকুণ্ঠনিযোজ্যমুণ্যমোংগধ চ্যুতং বাচমুৎকমপ্রিয়ঃ ।

কৃতার্থমেব কঃ কুর্ভানত্যমঙ্গলো যুনীন্ প্রণম্য শিশিরমভ্যবাদয়ৎ ॥২৮॥

পরীঃ্যোভ্যচ্চ ধিম্যাগ্ৰ্যং পার্শদাবিহ বন্দ্য চ । উষম তদদিক্ষাভুং বিভ্রদ্রপং হিরণ্যম্ ॥২৯॥

তদোভানপদং পুত্রো দদর্শাস্তকমাংসম্ । মৃত্যোর্গাঙ্কি পদং দত্ত্বা গারুরোহাশ্রুতং গৃহম্ ॥৩০॥

শ্রীসুন্দর ও নন্দ বহির্হেন—হে রাজন । আপনার মঙ্গল ইউক, আপনি একাগচিত্তে জামাদিগের কথা শ্রবণ করুন । আপনি পঞ্চবষবয়সে তপস্যার দ্বারা সেই দেবদেবকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন । ২৩

আমরা সেই দেবদেব বিষ্ণুর পার্শদ, আমরা আপনাকে সেই ভগবৎপদে লইয়া বাইবার জন্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি । ২৪

সপ্তর্ষিগণ যে শ্রেষ্ঠপদ লাভ করিতে না পারিয়া বাহ্য দিকে বিশেষভাবে সাভিলাষ দৃষ্টি করিয়া থাকেন, চন্দ্র-সূর্যাদি গ্রহভারকাগণ যে স্থানকে নিরন্তর প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন, আপনি সেই সুদুর্লভ বিষ্ণুপদ জয় করিয়াছেন । আপনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত হউন । ২৫

হে রাজন ! আপনার পিতৃপিতামহগণ অথবা অন্য কোনও তপস্বী ব্যক্তি কখনও বাহ্যতে আরোহণ করিতে পারেন নাই, আপনি সর্বভগবতের বন্দনীয় সেই বিষ্ণুর পরমপদে আরোহণ করুন । ২৬

হে আয়ুগন্য ! মহান্নাগণের মুকুটমণি এই শ্রেষ্ঠ বিমান আপনার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, আপনি ইহাতে আরোহণ করুন । ২৭

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথের সেই মুখ্য পার্শদঘরের অমৃতবর্ষিণী সেই বাণী শ্রবণ করিয়া শ্রীভগবানের প্রিয় সেই ঐব স্নান ও মিত্য কর্তব্য মাজলিক ক্রিয়া সমাপন পূর্বক মুনিগণকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন । ২৮

অনন্তর তিনি ঐ বিমানশ্রেষ্ঠকে প্রদক্ষিণ ও অর্চনা এবং পার্শদঘরকে অভিবাদন করিয়া হিরণ্ময় রূপ ধারণ পূর্বক সেই বিমানে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন । ২৯

ঐ সময়ে উস্তানপাদতনয় ঐব মৃত্যুকে সমাগত দেখিতে পাইলেন এবং মৃত্যুর মস্তকে পদার্পণ পূর্বক অর্থাৎ মৃত্যুকে অগ্রাহ করিয়া সেই অদ্বুত বিমানে আরোহণ করিলেন । ৩০



তদা দুন্দুভয়ো নেতুয়দঙ্গপণবাদয়ঃ । গন্ধর্ব্বমুখ্যাঃ প্রজগুঃ পেতুঃ কুহুমবৃক্ষয়ঃ ॥৩১॥

স চ স্বর্লোকমারোক্যান্ সুনীতিং জননীং ধ্রুবঃ ।

অশ্বস্মরদগং হিত্বা দোনাং গাস্ত্রে ত্রিপিষ্টপম্ ॥৩২॥

ইতি ব্যবসিতং তস্ত ব্যবসায় সুরোভ্রমো । দর্শয়ামাসতুর্দেবোং পুরো যানেন গচ্ছতীম্ ॥৩৩॥

তত্র তত্র প্রশংসন্তিঃ পথি বৈমানিকৈঃ সুরৈঃ । অবকীর্যমাণো দদৃশে কুহুমৈঃ ক্রমশো গ্রহান্ ॥৩৪॥

ত্রিলোকোং দেবযানেন সোহতিব্রজ্য যুনীনপি । পরস্তাদৃষদধ্রুবগতিবিষেণাঃ পদমথাভ্যাগাৎ ॥৩৫॥

যদ্ভ্রাজমানঃ স্বরূটেব সর্ব্বতো লোকাস্ত্রয়ো হনু বিভ্রাজন্ত এতে ।

যমাত্রজন জন্তু য়েহননুগ্রগ ব্রজন্তি ভদ্রাণি চরন্তি য়েহনিশম্ ॥৩৬॥

শাস্তাঃ সমদৃশাঃ শুদ্ধাঃ সর্ব্বভূতানুরঞ্জনাঃ । যান্ত্যঙ্গসাত্ত্য তপদমচ্যুতপ্রিয়বাক্ধবাঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতু্যতানপদঃ পুত্রো ধ্রুবঃ কৃষ্ণপরায়ণঃ । ৬ভুৎ ত্রয়াণাং লোকানাং চূড়ামণিরিবামলঃ ॥৩৮॥

গম্ভীরবেগোহনিমিষঃ জ্যোতিমাং চক্রমাহিতম্ ।

যস্মিন ভ্রমতি কোরব্য মেধ্যাগিব গবাং গণঃ । ৩৯॥

মাহমানঃ বিলোক্যাস্ত নারদো ভগবানুসিঃ ।

আভোচ্যং বিনুদন্ শ্লোকান্ সত্রেহগাংসং প্রচেতসাম্ ॥৪০॥

এ সময়ে দুন্দুভি, যুদজ, পণবাদি বাজযন্ত্রাদি তাহার কিরণে নিম্নস্থিত লোকসমূহ সর্ব্বতোভাবে বাজিতে লাগিল এবং প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্বগণ গান দীপ্তি পাইতেছে। নিষ্ঠুর ব্যক্তি কখনও সেইখানে করিতে আবস্ত করিলেন এবং পুষ্পরষ্টি হইতে আবস্ত বাইতে পারে না, যাঁহার নিরন্তর জীবের মঙ্গল করিল। ৩১

সেই ধ্রুব বিষ্ণুপদে আরোহণোত্তম হইয়া দুঃখিনী কবিতা থাকেন। ৩৫-৩৬

সুনীতিকে ভ্যাগ করিয়া কিকপে এই সুদুর্লভ বিষ্ণু- যাঁহার শাস্ত, সমদর্শী, পবিত্র এবং সর্ব্বজীবের পদে গমন করিব, ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৩২ মনোরঞ্জক, ভগবান বিষ্ণু যাঁহাদের প্রিয়বাক্য,

তাঁহার এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া সেই ভগবৎ- তাঁহারই ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হন। ৩৭

পার্ষদদ্বয় ধ্রুবের অগ্রোই গমনকারিণী সুনীতিদেবীকে এইকপে উত্তানপাদরাজার পুত্র, কৃষ্ণপরায়ণ দেখাইয়া দিলেন। ৩৩ নিষ্পাপ ধ্রুব বিষ্ণুপদে উপস্থিত হইয়া ত্রিলোকের

ধ্রুব সেই পথে যাঁহার সময় তাঁহার প্রশংসা- চূড়ামণিস্বরূপ হইলেন। ৩৮

কারী বিমানস্ব দেবগণ কর্তৃক কুহুমে আবৃতাজ হইয়া ধ্রুব যে স্থান লাভ করিলেন, সেইস্থানে অনলস জ্যোতিষচক্র স্থাপিত হইয়া মেধি-যোজিত গো-সমূহের

ক্রমশঃ গ্রহগণকে দেখিতে পাইলেন। ৩৪ শ্রায় নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। ৩৯

সেই ধ্রুবগতি ধ্রুব দেবযানমার্গে ত্রিলোক ভগবান সেবর্ষি নারদ ধ্রুবের এতাদৃশ মহিমা

ও সপ্তর্ষিগণকে অতিক্রম করিয়া তাহার বিলোকন করিয়া প্রচেতাদিগের স্বস্তে বীণাবাদন

পরবর্তী সেই বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন। করিতে করিতে তিনটি শ্লোক গান করিয়াছিলেন। ৪০

এ বিষ্ণুপদ স্বীয় জ্যোতিঃবারা সত্ততই দীপ্তমান



নুনং স্ননীতে: পতিদেবতায়ান্তপ:প্রভাবশ্চ স্ততশ্চ তাং গতিম্ ।  
 দৃষ্টোভূতপায়ানপি বেদবাদিনো নৈবাধিগন্তুং প্রভবন্তি কিং নৃপা: ॥৪১॥  
 য: পঞ্চবর্ষো গুরুদারবাক্শরৈর্ভিমেন যাতো হৃদয়েন দূয়তা ।  
 বনং মদাদেশকরোহজিতং প্রভুং জিগায় তন্তুতুগুণৈ: পরাজিতম্ ॥৪২॥  
 য: ক্ষত্রবক্ষুর্ভূবি তস্তাধিরুঢ়ম্ভারুক্ষুদপি বর্ষপুণৈ: ।  
 ঘটপঞ্চবর্ষো যদহোভিরলৈ: প্রসাধ্য বৈকুণ্ঠমবাপ তৎপতম্ ॥৪৩॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

এতৎ তেহভিহিতং সর্বং যৎ পৃষ্ঠোহহমিহ ব্রূয়ামি ।  
 ধন্যং যশস্তমায়ুস্য পুণ্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ ।  
 স্বর্গাং প্রোবাং সৌম্যনশ্চং প্রশংসমঘর্ষণম্ ॥৪৪॥  
 ধন্যং যশস্তমায়ুস্য পুণ্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ ।  
 স্বর্গাং প্রোবাং সৌম্যনশ্চং প্রশংসমঘর্ষণম্ ॥৪৫॥  
 শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।  
 ভক্তির্ভবেদগবতি যদা স্মাৎ ক্লেশসংক্ষয়: ॥৪৬॥  
 মহত্তমিহ ততীর্থং শ্রোতু: শীলাদয়ো গুণা: ।  
 যত্র তেজস্তদিচ্ছনাং মনো যত্র মনস্বিনাম্ ॥৪৭॥  
 প্রবত: কীর্ত্তয়েৎ প্রাত: সমবায়ৈ নিকশ্মনাম্ ।  
 সাযঞ্চ পুণ্যলোকস্তত্র ব্রবন্ত চরিতং মহৎ ॥৪৮॥

তাহা এই :—পতিপরায়ণা স্ননীতির পুত্র ঐশ্বর্যের  
 তপস্তার কি প্রভাব, আমার বোধ হয় বেদাধ্যয়নশীল  
 ব্রহ্মবিগণও ভগবদ্বাক্য দর্শন করিয়াও ঐক্লপ ফললাভ  
 করিতে পারেন না, অপরাপর রাজগণের কথা  
 আর কি বলিব ? ৪১

ঐব পাঁচ বৎসর বয়সে বিমাতার বাক্যবাণে  
 বিদর্গহৃদয় হইয়া, বনগমন পূর্বক আমার আদেশ  
 অনুসারে অজিত শ্রীহরিকে ভক্তিধারা বশীকৃত  
 করিয়াছিলেন—কারণ, শ্রীহরি অজিত হইলেও স্বীয়  
 ভক্তের গুণের দ্বারা সর্বদা পরাজিত হইয়া  
 থাকেন । ৪২

তিনি যে পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, পৃথিবীতে এমন  
 কে ক্ষত্রিয় আছে, বহু বৎসরেও সেই পদে আরোহণ  
 করিতে ইচ্ছুক হইতে পারে ? কিন্তু ঐব পাঁচ  
 বা ছয় বৎসর বয়সে তপস্তায় প্রবৃত্ত হইয়া অত্যন্ত-  
 দিবসের মধ্যেই ভগবানকে প্রসন্ন করিয়া তদীয়  
 পাদপদ্ম লাভ করিয়াছিলেন । ৪৩

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—বৎস বিদূর ! তুমি আমাকে  
 সাধুজনসম্মত, বিপুলকীর্ত্তি ঐশ্বর্যের যে চরিত্র জিজ্ঞাসা

করিয়াছিলে, তাহা আমি তোমার নিকট সকলই  
 এই বর্ণন করিলাম । ৪৩

ঐবচরিত্র ধনবর্দ্ধক, যশোবর্দ্ধক, আয়ুবর্দ্ধক,  
 পবিত্র, পাপনাশক, এবং মহাশস্ত্রায়নস্বরূপ, ইহা  
 মনের শুদ্ধি-জনক, প্রশংসনীয় ও স্বর্গলোকের  
 প্রাপ্তিকারক । ৪৫

অচ্যুতের প্রিয় ঐশ্বর্যের এই চরিত্র, যে ব্যক্তি  
 অন্ধাধিত হইয়া শ্রবণ করিয়া থাকেন, তাঁহার  
 ভগবানের প্রতি পরমভক্তি জন্মিয়া থাকে এবং  
 তদ্বারা তাঁহার সকল ক্লেশের বিনাশ হইয়া  
 থাকে । ৪৬

যিনি মহত্ত্বলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে,  
 তিনি ঐবচরিত্র শ্রবণ করিলে তাঁহার বাসনাপূর্ণ  
 হইবে, ইহা শ্রবণ করিলে শ্রোতার শীলাদিগুণ,  
 তেজ:প্রার্থীর তেজ: এবং মনস্বী ব্যক্তির উদারহৃদয়  
 লাভ হইয়া থাকে । ৪৭

পুণ্যলোক ঐশ্বর্যের এই মহৎচরিত্র শ্রোতে ও  
 সাংসকালে বিজাতিগণের সভায় সংবতভাবে কীর্ত্তন  
 করিবে । ৪৮



পৌর্ণমাস্যং সিনাবাল্যাং দ্বাদশ্যাং শ্রবণেহথ বা ।

দিনক্ৰয়ে ব্যতীপাতে সংক্রামেহর্কদিনেহপি বা ॥৪৯॥

শ্রাবয়েৎ শ্রাদধানানাং তীর্থপাদপ্রিয়াশ্রয়ঃ । নেচ্ছংস্তত্রাজ্ঞানাত্মানং সম্ভুষ্ট ইতি সিধ্যতি ॥৫০॥

জ্ঞানমজ্ঞাততদ্বায় যো নদ্যাৎ সংপথেহয়ু তম্ । কৃপালোদৌর্নানাথস্য দেবাস্তস্তানুগৃহ্ণতে ॥৫১॥

ইদং ময়া তেহভিহিতং কুরুষ্বহ ঞ্চবস্ত্য বিখ্যাত বিশুদ্ধকৰ্ম্মণঃ ।

হিত্বার্ভকক্ৰীড়নকানি মাতৃগৃহঞ্চ বিষ্ণুং শরণং জগাম ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্ত্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে ঞ্চবচরিতং

নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

পূর্ণিমায়, অমাবস্তায়, দ্বাদশীতিথিতে, শ্রবণ-  
নক্ষত্রে, ত্র্যম্পর্শে, ব্যতীপাতে, সংক্রান্তিদিনে ও  
রবিবারে ইহা একাগ্রভাবে কীর্তন করিবে। ৪৯

ভগবৎপরায়ণ শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিদ্বিগকে ইহা শ্রবণ  
করাইবে। বুদ্ধি ইচ্ছা না করিয়া, নিকামভাবে ইহা  
শ্রবণ বা কীর্তন করিলে, আপনা আপনিই সম্ভুষ্ট  
হইবে এবং অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। ৫০

যে ব্যক্তি অজ্ঞাততত্ত্ব, তাহাকে যিনি ভগবৎপথের

পক্ষে অমৃতস্বরূপ জ্ঞান দান করেন, দেবগণ সে  
কৃপালু দীনোদ্ধারকে সর্বদা অনুগ্রহ করিয়া  
থাকেন। ৫১

হে কুরুবংশাবতংস! তোমার নিকট বিখ্যাত ও  
বিশুদ্ধকৰ্ম্মা ঞ্চবের এই চরিত্র কীর্তন করিলাম,  
এই ঞ্চব বাল্যকালেই ক্রীড়নকাদি এবং মাতৃসদন  
পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়া-  
ছিলেন। ৫২

ইতি চতুর্থস্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ঃ ।



## ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীমূত উবাচ ।

নিশম্য কৌশারিণোপবর্ণিতং ধ্রুবস্ত বৈকুণ্ঠপদাধিরোহণম্ ।

প্রকৃতাভাবো ভগবত্যধোক্ষজে প্রক্টং পুনস্তং বিহুরঃ প্রচক্রে ॥১॥

শ্রীবিহুর উবাচ ।

কে তে প্রচেতসো নাম কস্তাপত্যানি স্তত্রত । কস্তাস্ববায়ে প্রথ্যাতাঃ কুত্র বা সঃসাসত ॥২॥

মন্ত্রে মহাভাগবতং নারদং দেবদর্শনম্ । যেন প্রোক্তঃ ক্রিয়াযোগঃ পরিচর্য্যাবিধির্হরেঃ ॥৩॥

স্বধর্ম্মশীলৈঃ পুরুষৈর্ভগবান্ যজ্ঞপুরুষঃ । ইজ্যমানো ভগবতা নারদেনোড়িতঃ কিল ॥৪॥

যাস্তা দেবযিণা তত্র বর্ণিতা ভগবৎকথাঃ । মহ্যং শুশ্রুমবে এক্সন্ কাং স্নেয়নাচক্ৰুমর্হসি ॥৫॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

ধ্রুবস্ত চোৎকলঃ পুত্রঃ পিতরি প্রস্থিতে বনম্ । সার্বভৌমশ্রিয়ং নৈচ্ছদধিরাজাসনং পিতুঃ ॥৬॥

স জন্মনোপগাম্যাস্তা নিঃসঙ্গঃ সমদর্শনঃ । দদর্শ লোকে বিততমাত্মানং লোকমাত্মনি ॥৭॥

অঙ্গের প্রব্রজ্যা

শ্রীমূত কহিলেন,—মৈত্রেয় কর্তৃক বর্ণিত ধ্রুবের বৈকুণ্ঠপদে আধিরোহণেব কথা শুনিয়া ভগবান্ অধোক্ষজেব প্রতি বিহুবাব গাঢ় ভক্তি জন্মিল। তিনি পুনরায় মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন । ১

শ্রীবিহুর কহিলেন,—ও স্তত্রত ! আপনি যে প্রচেতাগণের কথা বলিলেন, তাহাব কে ? তাঁহারা কোন্ বংশে কাহার অপত্যরূপে জাত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন ? তাঁহার কোথায় বা যজ্ঞ করিয়াছিলেন ? ২

হে মুনৈ ! আমি দেবতুল্য মূর্তিশালী দেবযি নারদকে মহাভাগবত বলিয়া অবগত আছি। তিনি শ্রীভগবানের আরাধনারূপ ক্রিয়াযোগ বর্ণনা করিয়াছেন । ৩

বিস্তৃতি—এখানে ‘নারদ-পাক্ষরাজ’ নামে সুপ্রসিদ্ধ ক্রিয়াযোগসারকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রীহরির পরিচর্য্যাবিধির কথা বলা হইয়াছে। শ্রীনারদ ঋষি ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারক

আপনার নিকট শুনিয়াছি, ধর্ম্মশীল প্রচেতাগণ যজ্ঞে যজ্ঞপুরুষ ভগবান্ নারায়ণের অর্চনা করিতে- ছিলেন, সেট সময় ভগবান্ নারদ নারায়ণের স্তুতি- গান বরিয়াছিলেন । ১

হে ব্রহ্মন্ । তথায় নারদ যে যে ভগবৎকথা বর্ণনা করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় শুনিতে আমার অভিলাষ হইতেছে, আপনি আমার নিকট তাহা সবিস্তরে কাহিন ককন । ২

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—পিতা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলে ধ্রুবের পুত্র উৎপল পিতৃপালিত সার্বভৌম রাজ্য ও পিতাব রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াও তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না । ৩

কারণ, জন্মাবধিই তিনি স্ত্রানী, সঙ্গরহিত ও সমদর্শী ছিলেন ; তিনি সর্বভূতেই পরমাত্মাকে ব্যাপ্ত এবং পরমাত্মার সর্বভূতকে দর্শন করি- তেন । ৪

ঋষিগণের অগ্রগণ্য। এই ভাগবতের শ্রীনারদের উপদেশে ব্যাসদেব কর্তৃক রচিত হইয়াছে—‘ক্রিয়াযোগসার’ নারদ- পাক্ষরাজের নামান্তর ৩



আত্মানং ব্রহ্ম নির্বাণং প্রত্যন্তমিতবিগ্রহম্ । অববোধরসৈকাভ্যমানন্দমনুসন্ততম্ ॥ ৮ ॥  
 অব্যবচ্ছিন্নযোগাগ্নি-দগ্ধকর্ম্মমলাশয়ঃ । স্বরূপমবরুক্ষানো নাভ্যনোহন্তঃ তদৈক্যত ॥ ৯ ॥  
 জড়াক্ষবধিরোম্মত্ত-মুকাকৃতিরতম্মতিঃ । লক্ষিতঃ পথি বালানাং প্রশান্তার্চিরিবানলঃ ॥ ১০ ॥  
 মহা তং জড়মুন্মত্তং কুলবৃদ্ধাঃ সমজ্জিগঃ । বৎসরং ভূপতিং চক্রুর্ষবীয়াংসং ভ্রমেঃ স্ততম্ ॥ ১১ ॥  
 সুবোধী বৎসরশ্চেচ্চ ভাৰ্য্যাসূত বড়াভজান্ । পুষ্পার্ণং তিগ্নকেতুঞ্চ ইষমূৰ্জ্জং বসুং জয়ম্ ॥ ১২ ॥

পুষ্পার্ণস্ত প্রভা ভাৰ্য্য । দোষা চ হে বভূবতুঃ ।

প্রাতর্মধ্যান্নিনং সায়াম্ভিতি হাসন্ প্রভাস্তাতাঃ ॥ ১৩ ॥

প্রদোষো নিশিথো ব্যুচ্চ ইতি দোষাস্তাত্ত্রয়ঃ । ব্যুচ্চঃ স্ততং পুষ্করিণ্যাং সর্ব্বতেজসমাদধে ॥ ১৪ ॥  
 স চক্ষুঃ স্ততমাকুত্যাং পত্ন্যাং মনুম্বাপ হ । মনোরসূত মহিষী বিরজান্ নডুলা স্ততান্ ॥ ১৫ ॥  
 পুরুং কৃৎস্নসূতং দ্যাম্নং সত্যবন্তং ধৃতং ব্রতম্ । অগ্নিকৌমমতীরাত্রং প্রদ্যাম্নং শিবিময়্য কয় ॥ ১৬ ॥

উল্লুকোহজনয়ৎ পুজান্ পুষ্করিণ্যাং বড়ুতমান্ ।

অস্মৎ স্তমনসং স্বাতিং ক্রতুমঙ্গিরসং গয়ম্ ॥ ১৭ ॥

তিনি অবিচ্ছিন্ন যোগরূপ অগ্নি দ্বারা কর্ম্মবাসনা-  
 সম্বৃত মলসমূহকে দগ্ধ করায় তাঁহার আত্মা  
 প্রশান্ত হইয়া জ্ঞানরূপ রসের সহিত মিশ্রিত  
 হইয়া এক হইয়াছিল, স্ততয়াঃ তিনি ঐরূপ  
 আনন্দময় সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে স্বীয় স্বরূপ পরম-  
 ব্রহ্ম জ্ঞানে আত্ম ভিন্ন অন্য কোনও বস্তু দর্শন  
 করিতেন না। ৮-৯

পথিমধ্যে বিচরণকালে বালকগণ তাঁহাকে জড়,  
 অক্ষ, বধির, উন্মত্ত ও অগথা মুক বলিয়া বিবেচনা  
 করিত, কিন্তু বস্ত্রতঃ সন্দেহ হেতু তাঁহার বুদ্ধি  
 জড়াদির স্থায় ছিল না। তিনি প্রশান্তাশিখ অনলের  
 স্থায় অবস্থান করিতেন। ১০

মজ্জিগণ ও কুলবৃদ্ধগণ তাঁহাকে জড় ও  
 উন্মত্ত মনে করিয়া ভ্রমির পুত্র তদীয় কনিষ্ঠ  
 ভ্রাতা বৎসরকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত  
 করিলেন। ১১

অনন্তর বৎসরের প্রিয়া ভাৰ্য্যা সুবোধী, পুষ্পার্ণ,

তিগ্নকেতু, ইষ, উৰ্জ্জ, বসু ও জয় নামে ছয়টি  
 পুত্র প্রসব করিলেন। ১২

উহাদিগের মধ্যে পুষ্পার্ণের প্রভা এবং দোষা  
 নামে দুই ভাৰ্য্যা, তন্মধ্যে প্রভার প্রাতঃ, মধ্যান্নিন  
 এবং সায়াহ্ন নামে তিন পুত্র। ১৩

দোষারও প্রদোষ, নিশীথ, ব্যুচ্চ এই তিন পুত্র।  
 ব্যুচ্চ পুষ্করিণী নামী ভাৰ্য্যার গর্ভে সর্ব্বতেজা নামে  
 এক পুত্র উৎপাদন করেন। ১৪

সেই সর্ব্বতেজার নাম চক্ষু, তিনি আকৃতি  
 নামী পত্নী হইতে (চাক্ষুষ) মনু নামে পুত্রলাভ  
 করেন; ঐ মনুর মহিষী নডুলা পুরু, কৃৎস্ন,  
 স্বাত, দ্যামান, সত্যবান্, ধৃত, ব্রত, অগ্নিকৌম,  
 অতিরাত্র, প্রদ্যাম্ন, শিবি ও উল্লুক নামে ষাটটি  
 শুদ্ধচিত্ত পুত্র প্রসব করেন। ১৫-১৬

তন্মধ্যে উল্লুক স্বীয় ভাৰ্য্যা পুষ্করিণীর গর্ভে  
 অজ, স্তমনা, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও গয় নামে  
 ছয়টি উত্তম পুত্র উৎপাদন করেন। ১৭

বিশ্রুতি—এই চাক্ষুষ মনু বর্তমান বৈবস্বত মনুর পূর্ববর্তী চাক্ষুষ নামক ষষ্ঠ মনুর পুত্র। ১৫



সুনীথাজস্য যা পত্নী সযুবে বেণমুদ্রণম্ । যদৌঃশীল্যাং স রাজধিনির্বিব্ধো নিরগাং পুরাং ॥১৮॥

যমঙ্গ শেপুঃ কুপিতা বাধজ্জা মুনয়ঃ কিল । গতাসোস্তস্য ভূয়ন্তে মমস্ব দুর্দ্ধিগং করম্ ॥১৯॥

অরাজকে তদা লোকে দস্য্যভিঃ গীড়িতাঃ প্রজাঃ ।

জাতো নারায়ণাংশেন পৃথুরাঢ়ঃ ক্ষিতীশ্বরঃ ॥২০॥

শ্রীবিদুর উবাচ ।

তস্য শীলনিধেঃ সাধোত্রাঙ্গ্যস্য মহাত্মনঃ । রাজঃ কথমভূদুষ্টা প্রজা যদ্বিমনা যযৌ ॥২১॥

কিং বাহংহো বেণ উদ্দিশ্য ব্রহ্মদণ্ডমযুযুজন্ । দণ্ডব্রতধরে রাজি মুনয়ো ধর্ম্মকোবিদাঃ ॥২২॥

নাবধ্যোয়ঃ প্রজাপালঃ প্রজাভিরঘবানপি । যদসৌ লোকপালানাং বিভর্ত্তোজঃ স্বতেজসা ॥২৩॥

এতদাখ্যাহি মে ব্রহ্মন্ সুনীথাজ্জচেষ্টিতম্ । শ্রদ্ধদানায় ভক্তায় ত্বং পরাবর্য্যবত্তমঃ ॥২৪॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

অঙ্গোহস্বমেধং রাজধিরাজহার মহাক্রতুম্ । নাজগ্মুর্দেবতাস্তশ্চিন্নাহুতা ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥২৫॥

ত উচুর্বিস্মিতাস্তাত যজমানমর্থহিজঃ । হবীঃষি ভুয়মানানি ন তে গৃহ্ণন্তি দেবতাঃ ॥২৬॥

অজের পত্নী সুনীথা সর্বভূতের ভয়াবহ বেণ করিলেন ? কারণ, প্রজাপালক রাজা পাপ-  
নামক এমন এক পুত্র প্রসব করেন যে, তাহারই বান্ হইলেও প্রজাগণের অবজ্ঞার পাত্র হইতে  
দুঃশীলতা হেতু রাজধি অঙ্গ বিরক্ত হইয়া পুর পারেন না। যেহেতু, তিনি স্বীয় প্রভাবে  
হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। ১৮ ইন্দ্রাদি লোকপালগণের সামর্থ্য ধারণ করিয়া

হে বৎস ! বজ্রের দ্বায়া শক্তিশালী বাক্যসম্পন্ন  
মুনিগণ কুপিত হইয়া ঐ বেণকে অভিশাপ প্রদান  
করায় তাঁহারা তদ্বারা গতাসু বেণের দক্ষিণ হস্ত  
মস্তন করিয়াছিলেন। ১৯

কারণ, বেণের মৃত্যু হেতু অরাজক হওয়ায়  
দস্য্যগণের দ্বারা প্রজাকুল পীড়িত হইতেছিল, ঐজন্ত  
ঐ করমস্থনের ফলে শ্রীভগবান্ নারায়ণের অংশে  
আদিরাজ পৃথু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ২০

শ্রীবিদুর কহিলেন,—সদৃশ্যের আধার সাধু  
ব্রাহ্মণভক্ত মহাত্মা অঙ্গরাজ যাহার জন্ত বিরক্ত  
হইয়া বনগমনে বাধ্য হইয়াছিলেন—তাঁহার ঐরূপ  
কুসন্তান হইবার কারণ কি ? ২১

আর ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণই বা কোন্ অপরাধে  
দণ্ডব্রতধারী রাজা বেণের উপর ব্রহ্মদণ্ড প্রয়োগ

ধাকেন। ২২-২৩

হে ব্রহ্মন্ ! আপনি ভূতভবিষ্যদবেশাগণের  
মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; আপনি এই সুনীথাজ্জের চরিত্র  
বর্ণনা করুন, আমি ভক্তিবৃদ্ধ হইয়া শ্রদ্ধা সহকারে  
উহা শ্রুতিতে শ্রদ্ধা করিতেছি। ২৪

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে বিদুর ! যখন রাজধি  
অঙ্গ অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তখন  
সেই যজ্ঞে মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক আহুত  
হইয়াও দেবতাগণ সেই যজ্ঞে আগমন করেন  
নাই। ২৫

হে বৎস ! ঋষিগণ তাহাতে বিস্মিত হইয়া  
যজমান অঙ্গরাজকে কহিলেন—“রাতন্ ! আমরা  
যে সকল হবি দ্বারা হোম করিতেছি, দেবতাগণ  
তাঁহা গ্রহণ করিতেছেন না। ২৬



রাজন্ হবীংষ্যচ্ছানি শ্রদ্ধাসাদিতানি তে । ছন্দাঃশ্রুতযামানি যোজিতানি ধৃতব্রতৈঃ ॥২৭॥  
ন বিদ্যামেহ দেবানাং হেলনং বয়মগুণি । যন্ন গৃহস্তি ভাগান্ স্বান্ যে দেবাঃ কৰ্মসাক্ষিণঃ ॥২৮॥  
শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

অঙ্গো দ্বিজবচঃ শ্রদ্ধা যজমানঃ স্তুত্মনাঃ । তৎ প্রক্টং ব্যস্জজ্ঞাচং সদশ্রুতমুজ্জয়া ॥২৯॥  
নাগচ্ছন্ত্যাহতা দেবা ন গৃহস্তি এহানিহ । সদসম্পত্যো ক্রত কিমবত্তং ময়া কৃতম্ ॥৩০॥  
শ্রীসদসম্পত্য উচুঃ ।

নরদেবেহ ভবতো নাঘং তাবশ্মনাক্ স্থিতম্ । অন্ত্যেকং প্রাক্তনমঘং যদিহেদৃক্ ত্বমপ্রজঃ ॥৩১॥  
তথা সাধয় ভদ্রং তে আত্মানং সুপ্রজং নৃপ । ইচ্ছন্তে পুত্রকামস্ত পুত্রং দাস্ততি যজ্ঞভুক্ ॥৩২॥  
তথা স্বভাগধেয়ানি এহীষ্যস্তি দিবৌকসঃ । যদ্যজ্ঞপুরুষঃ সাক্ষাদপত্যায় হরিবৃত্তঃ ॥৩৩॥  
তাংস্তান্ কামান্ হরির্দত্তাদ্ যান্ যান্ কাময়তে জনঃ ।

‘আরাধিতো যথৈবৈষ তথা পুংসাং ফলোদয়ঃ ॥৩৪॥

ইতি ব্যবসিতা বিপ্রাশ্রুত রাজ্ঞঃ প্রজাতয়ে । পুরোডাশং নিরবপন্ শিপিবিষ্টায় বিষ্ণবে ॥৩৫॥

“হে রাজন্ ! আপনার শ্রদ্ধা সহকারে সংগৃহীত এই সকল হব্যবস্তু নির্দোষ, পরস্তু ধৃতব্রত হইয়া আমরাও যে সকল বেদমন্ত্র প্রয়োগ করিতেছি, তাহাও তাই নিবর্জিত নহে । কৰ্মসাক্ষী দেবতাগণ যে অপরাধে স্বীয় যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন না, দেবতাগণের প্রতি সেইরূপ অবহেলা বিন্দুমাত্রও করা হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি ।” ২৭-২৮

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন, যজমান ঋত্বিক দ্বিজগণের এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, অনন্তর সদশ্রুতগণকে তৎকারণ জিজ্ঞাসা করিবার জন্ত ঋত্বিকাদির আদেশে এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলেন । ২৯

হে সদশ্রুতগণ ! দেবগণ এই যজ্ঞে আহুত হইয়াও আগমন করিলেন না এবং সোমপাত্রও গ্রহণ করিলেন না, ইহার কারণ কি ? আমি এমন কি গর্হিত কৰ্ম করিয়াছি ? আপনারা আমাকে তাহা বলুন । ৩০

সদশ্রুতায়গণ বলিলেন, হে নরদেব ! এই জন্মে আপনার বিন্দুমাত্রও পাপ নাই । কিন্তু পূর্বজন্মকৃত

একটি পাপ আছে, তাম্রমিত্র এ জন্মে ধার্মিক হইয়াও আপনি নিঃসন্তান আছেন । ৩১

অতএব হে নৃপ । যাহাতে আপনার সুপুত্র লাভ হয়, আপনি তাদৃশ কৰ্মের অনুষ্ঠান করুন । আপনি পুত্রকামনা করিয়া যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞভুক ভগবানের পূজা করিলে তিনি আপনাকে পুত্র প্রদান করিবেন । ৩২

আপনি অপত্যলাভার্থ সাক্ষাৎ যজ্ঞপুরুষ শ্রীহরিকে বরণ করিলে তাঁহার সহিত দেবতার সকলেই আসিয়া নিজ নিজ যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিবেন । লোকে যাহা যাহা কামনা করিয়া থাকে, শ্রীহরি সেই সেই কামনাই পূর্ণ করিয়া থাকেন । ফলতঃ যে যে ভাবে শ্রীহরির আরাধনা করে, তাহার তাদৃশ ফললাভ হইয়া থাকে । ৩৩-৩৪

ঋত্বিকগণ সদশ্রুতায়গণের বাক্যে এইরূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া অজ্ঞ রাজার পুত্রোৎপত্তির জন্ত পশুগণমধ্যে যজ্ঞরূপে প্রবিষ্ট ভগবান্ বিষ্ণুর উদ্দেশে পুরোডাশ নামক যজ্ঞীয় দ্রব্য আহুতি প্রদান করিলেন । ৩৫



তস্মাৎ পুরুষ উত্তমো হেমমালামলাম্বরঃ । হিরণ্যেন পাত্রেণ সিদ্ধমাদায় পায়সম্ ॥৩৬॥  
স বিপ্রানুমতো রাজা গৃহীত্বাঞ্জলিনৌদনম্ । অবত্ৰায় মুদায়ুক্তঃ প্রাদাৎ পত্ন্যা উদারধীঃ ॥৩৭॥

স তৎ পুংসবনং রাজ্ঞী প্রাপ্তা বৈ পত্ন্যাদদধে ।

গৰ্ভং কাল উপারভে কুমারং স্নঘুব্ধেহপ্রজাঃ ॥৩৮॥

স বাল এব পুরুষো মাতামহমবুভ্রতঃ । অধর্মাংশোস্তবং যত্ন্যং তেনাভবদধার্মিকঃ ॥৩৯॥

স শরাসনমুদম্য যুগযুর্বনগোচরঃ । হস্ত্যসাধুযুগান্ দীনান্ বেণেহসাবিত্যরৌজ্জনঃ ॥৪০॥

আক্ৰীড়ে ক্রোড়তো বালান্ বয়স্থানভিদারুণঃ । প্রসহ্য নিরস্তুক্রোশঃ পশুয়ারমমারয়ৎ ॥৪১॥

তং বিচক্ষ্য খলং পুত্রং শাসনৈর্বিবিধৈর্নৃপঃ । যদা ন শাসিতুং কল্লো ভ্রশমাসীৎ স্তদশ্মনাঃ ॥৪২॥

প্রায়োণ্যভ্যর্চিতো দেবো যেহপ্রজা গৃহমেধিনঃ ।

কদপত্যভূতং দুঃখং যে ন বিন্দন্তি দুর্ভরম্ ॥৪৩॥

যতঃ পানীয়সী কীর্তিরধর্মশ্চ মহান্ নৃণাম্ । যতো বিরোধঃ সর্বেষাং যত আধিরনস্তকঃ ॥৪৪॥

কস্তং প্রজাপদেশং বৈ মোহবন্ধনমাত্মনঃ । পণ্ডিতো বহু মন্ত্বেত যদর্থাঃ ক্লেশদা গৃহাঃ ॥৪৫॥

তাহাতে সেই যজ্ঞায় হইতে হিরণ্য পাত্রে  
সুপক পায়স হস্তে সুবর্ণমালাধারী শুভ্রবসনধারী  
পুরুষ বর্গিত হইলেন । ৩৬

উদারবুদ্ধি সেই রাজা ত্রাঙ্গগণের অনুজ্ঞাক্রমে  
অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া ঐ পায়স গ্রহণ করিলেন এবং  
সম্বৃদ্ধিতে স্বয়ং উহার আত্মা গ্রহণ করিয়া  
স্বীয় পত্নী সুনীধাকে প্রদান করিলেন । ৩৭

সেই পুত্রহীন রাজ্ঞী সুনীধা সেই পুত্রজনক  
পায়স সানন্দে ভক্ষণ করিয়া স্বামীর নিকট হইতে  
গর্ভ ধারণ করিলেন এবং যথাকালে একটি কুমার  
প্রসব করিলেন । ৩৮

সেই রাজপুত্র বেণ বাল্যকাল হইতেই অধর্মের  
অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া পাপসহ যত্ন্যর অনুগামী  
হইল, ঐ কারণেই সে অধার্মিক হইয়া উঠিল । ৩৯

সেই অসাধু বেণ যুগয়ার জন্ম বনে গমন  
করিয়া ধনু উভ্যত করিয়া ক্ষীণপ্রাণ যুগসকলকে  
হত্যা করিত । অতএব লোকে তাহাকে দূর  
হইতে দর্শন করিয়াঃ “ঐ বেণ আসিতেছে” বলিয়া  
জয়ে চীৎকার করিত । ৪০

অতি দারুণ নির্দয়চিত্ত সেই বেণ ক্রীড়ান্ধলে  
সমবয়স্ক বালকের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে  
তাহাদিগকে পশুর ছায় বলপূর্বক মারিয়া  
ফেলিত । ৪১

রাজা অজ সেই পুত্র বেণকে এই প্রকার  
খল দেখিয়া বিবিধ প্রকার শাসনের দ্বারা যখন  
শিকাদান করিতে একেবারে অসমর্থ হইলেন,  
তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিতচিত্ত হইলেন । ৪২

যে সমস্ত গৃহস্থ ব্যক্তি নিঃসন্তান, তাঁহার  
পুত্রের জন্ম প্রায়ই শ্রীহরির অর্চনা করিয়া থাকেন ।  
কারণ, কুৎসিত অপত্য হইতে যে কি অসহ  
দুঃখ প্রাপ্ত হইতে হয়, তাহা তাঁহার জানেন  
না । ৪৩

ঐ প্রকার কুসন্তান হইতে মনুষ্যগণের যাবতীয়  
অধ্যাত্তি এবং অধর্ম, সর্বপ্রাণীর সহিত বিরোধ  
এবং অশেষ প্রকার মনঃপীড়া জন্মিয়া থাকে । ৪৪

যাহার জন্ম গৃহ ক্লেশদায়ক হইয়া থাকে, সেই  
পুত্রনামধারী নিজের মোহবন্ধনের কারণস্বরূপকে  
কোন পণ্ডিত ব্যক্তি আদর করিয়া থাকেন ? ৪৫



কদপত্যং বরং মন্ত্রে সদপত্যাচ্ছুতাং পদাৎ ।

নির্বিব্রজেত গৃহান্মর্ত্যো যৎক্লেশনিবহা গৃহাঃ ॥৪৬॥

এবং স নির্বিব্রজ্যনা নৃপো গৃহান্মিশীথ উত্থায় মহোদয়োদয়াৎ ।

অলকনিদ্রোহনুপলক্ষিতো নৃভির্হিহা গতৌ বেগম্ববং প্রস্তুপ্তাম্ ॥৪৭॥

বিজ্ঞায় নির্বিব্রজ্য গতং পতিং প্রজাঃ পুরোহিতামাত্যম্ভদগণাদয়ঃ ।

বিচিক্যুর্ৰব্যামতিশোককাতরা যথা নিগূঢ়ং পুরুষং কুযোগিনঃ ॥৪৮॥

অলক্ষ্যন্তঃ পদবীং প্রজাপতের্হতোদ্রমাঃ প্রভ্যুপসৃত্য তে পুরীম্ ।

ঋষীন্ সমেতানভিবন্দ্য সাক্ষিবো ন্যবেদয়ন্ কৌরব ভর্তৃবিপ্লবম্ ॥৪৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াম্ বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধেঃ প্রভৃত্য

নাম ত্রয়োদশোধ্যায়াঃ ॥ ১৩ ॥

শোকের আত্মদ সুসন্তান অপেক্ষা বরং কুসন্তান জানিয়া প্রজা, পুরোহিত, অমাত্য ও ভূদগণ শুভদায়ক। কারণ, ঐকুণ্ঠ গৃহ দুঃখপ্রদ বোধ অতিশয় শোকবিহ্বল হইলেন এবং কুযোগিগণ হওয়ায় মানবগণের গৃহের প্রতি—গার্হস্থ্যশ্রমের যেরূপে অন্তর্যামী পুরুষের অনুসন্ধান করিয়া থাকে, প্রতি বিরক্তি জন্মিয়া থাকে। ৪৬

এরূপে রাজা অঙ্গের নির্বেদ উপস্থিত হওয়ায় সেইরূপে সমস্ত পৃথিবীতে তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ৪৮

তাঁহার রাত্রিকালে নিদ্রা হইল না, তিনি অর্দ্ধরাত্রে হে পুরুষাংশুদ্ধব নিহুর! তাঁহারা প্রজাপতি অঙ্গের অবস্থিতিস্থান দেখিতে না পাইয়া হতোদ্রম শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া লোকের অজ্ঞাতসারে হইয়া রাজপুরীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সমবেত ঋষিগণকে প্রণাম করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে রাজার গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ৪৭

রাজা বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন অদর্শনের কথা নিবেদন করিলেন। ৪৯

বিস্তৃতি—কুৎসিতপথাবলম্বী যোগিগণ নানাপ্রকার না। কিন্তু শাস্ত্র ও সংস্পর্শদায়-নির্দিষ্ট পথেই তাঁহাকে বাহু সাধনার দ্বারা অন্তর্যামী পরমাত্মাকে লাভ করিবার লাভ করা যায়, অত্র পথে তাঁহাকে লাভ করা জন্ত অনর্থক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে লাভ করিতে পারে যায় না। ৪৮

ইতি চতুর্থস্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়।



## চতুর্দশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

ভূখাদয়ন্তে মুনয়ো লোকানাং ক্ষেমদর্শিনঃ । গোপূর্য্যাসতি বৈ নৃণাং পশ্চান্তঃ পশুসাম্যতাম্ ॥১॥  
বীরমাতরমাহুয় স্থনীথাং ব্রহ্মবাদিনঃ । প্রকৃত্যসম্মতং বেণমভ্যমিঞ্চন্ পাতং ভুবঃ ॥২॥  
শ্রদ্ধা নৃপাসনগতং বেণমুত্থাশ্রাসনম্ । মিলিল্যুদ্রস্রবঃ সত্ত্বঃ সর্পত্রস্তা ইবাধবঃ ॥৩॥  
স আকুটনৃপস্থান উন্নদ্ধোহৃৎবিভূতিভিঃ । অবমেনে মহাভাগান্ স্তব্ধঃ সস্তাবিতঃ স্বতঃ ॥৪॥  
এবং মদাক্ষ উৎসিক্তো নিরঙ্কুশ ইব দ্বিপঃ । পর্য্যটন্ রথমাস্থায় কম্পয়ামিব রোদসী ॥৫॥  
ন যচ্চব্যং ন দাতব্যং ন হোতব্যং দ্বিজাঃ কচিৎ । ইতি শ্রবারয়ক্কর্ম্মং ভেদ্রীঘোষণে সর্ব্বতঃ ॥৬॥  
বেণস্তাবেক্ষ্য মুনয়ো দুর্ব্বৃত্তস্ত বিচেষ্টিতম্ । বিমুগ্ধ লোকবাসনং ক্রপয়োচুঃ স্ম সত্রিণঃ ॥৭॥  
অহো উভয়তঃ প্রাপ্তং লোকেন ব্যসনং মহৎ । দারুণ্যভয়তো দীপ্ত ইব তঙ্করপালয়োঃ ॥৮॥  
অরাজকভয়াদেয ক্রতো রাদাহতদর্শনঃ । ততোহপ্যাসীদুদয়ন্তু কথং স্মৃতিং দেহিনাম্ ॥৯॥

শ্রীমৈত্রেয় বেণের বিনাশ

শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন,—ঋগ্বেদের ধ্যান্যকামো ভূত-  
পতি ব্রহ্মবাদী মুনিগণ রক্ষণের অভাবে জন-  
গণের পশুতুল্য পরস্পরীতে ও পরবিজে ভোগোন্মত্ততা  
র্শন করিয়া বীৰমাতা স্থনীথাকে আহ্বান পূর্ব্বক  
গাহার অনুমতি লইলেন এবং প্রকৃতিপুঞ্জের অসম্মতি  
সঙ্গেও বেণেকে পৃথিবীর অধিপতি পদে অভিষিক্ত  
করিলেন । ১২

অতিশয় উগ্রশাসন বেণ রাজপদে অভিষিক্ত  
হইয়াছেন এই কথা শুনিবামাত্র দহ্মাগণ সর্পভাত  
মুখিকের স্থায় লুকায়িত হইল । ৩

সেই বেণ রাজসিংহাসনে আরুঢ় হইয়া  
অষ্টলোকপালের ঐশ্বর্য্যে ক্রমশঃ বৃদ্ধিশ্রী হইতে  
লাগিলেন এবং স্বভাবতঃই এইরূপ হইতেছে মনে  
করিয়া উদ্ধতভাবে তিনি মহাভাগণের অবমাননা  
করিতে লাগিলেন । ৪

এই প্রকারে সেই মদগর্বিভ বেণ সমস্ত বেদাচার  
পরিভ্যাগ করিয়া রথাবোহণ পূর্ব্বক দু্যলোক ও

ভুলোক কম্পিত করিয়া নিরঙ্কুশ হস্তীর স্থা  
পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । ৫

এবং হে ব্রাহ্মণসকল ! তোমরা বস্ত্র করিও ন  
দান করিও না বা হোম করিও না । এই কথা ভেরী  
নিগোষে সর্বত্র ঘোষণা করিয়া সর্বত্র ধর্ম্মানুষ্ঠা  
বান্দা প্রদান করিতে লাগিলেন । ৬

মুনিগণ দুবাচার বেণের এই প্রকার চরিত্র  
দেখিয়া নরলোকের বিপদ উপস্থিত, ইহা বুঝিতে  
পারিলেন এবং ককণাপরবশ হইয়া সকলে মিলিত  
হইলেন এবং পরস্পর কহিতে লাগিলেন । ৭

অহো কি আশ্চর্য্য ! কাষ্ঠের মূল এবং অগ্র-  
ভাগ এই উভয়দিক্ প্রজ্বলিত হইলে তদ্ব্যবর্তী  
পিপীলিকাদির যেমন উভয় দিক্ হইতে দুঃখ  
উপস্থিত হয়, তদ্রূপ প্রজাগণের একদিকে রাজা ও  
অন্যদিকে দহ্ম্যভস্করসমূহ ব্যসন উপস্থিত । ৮

অবাক্য ভয়ে রাজা হইবার অনুপযুক্ত এই  
বেণকে রাজা করিয়াছি, কিন্তু, এখন তাহা  
হইতে ভয় উপস্থিত হইল । এখন কি প্রকারে  
প্রজাগণের মঙ্গল হইবে ? ৯



অহেরিব পয়ঃপোষঃ পোষকস্থাপ্যনর্থভুং । বেণঃ প্রকৃত্যৈব খলঃ স্থনীধাগর্ভসম্ভবঃ ।

নিরূপিতঃ প্রজাপালঃ স জিঘাংসতি বৈ প্রজাঃ ॥১০॥

তথাপি সাস্তুয়েমাংসুঃ নাস্মাংস্তৎপাতকং স্পৃশেৎ । তদ্বিঘ্নস্তিরসদ্রব্ধো বেণোহস্মাভিঃ কৃতো নৃপঃ ॥১১॥

সান্ত্বিতো যদি নো বাচং ন এহীষ্যত্যধর্মকৃৎ । লোকধিকারসন্দন্ধং দহিষ্যামঃ স্বতেজসা ॥১২॥

এবমধ্যবসায়ৈনং মুনয়ো গৃহমন্তবঃ । উপত্রজ্যাক্রবন্ বেণঃ সাস্তুয়িত্বাণ সামভিঃ ॥১৩॥

শ্রীমুনয় উচুঃ

নৃপবর্ষ্য নিবোধৈতদ্যৎ তে বিজ্ঞাপয়াম ভোঃ । আয়ুঃশ্রীবলকার্ত্তীনাং তব তাত বিবর্ধনম্ ॥১৪॥

ধর্ম আচরিতঃ পুংসাং বাঙ্মনঃকায়াশুদ্ধিভিঃ । লোকান্ বিশোকন্ বিতরত্যাপ্যানন্ত্যমসঙ্গিনাম্ ॥১৫॥

স তে মা বিনশেদ্বীর প্রজানাং ক্ষেমলক্ষণঃ । যস্মিন্ বিনষ্টে নৃপতিরৈশ্বর্যাদবরোহতি ॥১৬॥

রাজমসাধবমাত্যেভ্যশ্চৌরাদিত্যঃ প্রজা নৃপঃ । রক্ষন্ যথা বলিং গৃহ্মহি প্রেত্য চ মোহিতে ॥১৭॥

যস্য রাষ্ট্রে পুরে চৈব ভগবান্ যজ্ঞপুরুষঃ । ইজ্যতে স্মেন ধর্ম্মেণ জনৈর্বর্ণাশ্রমাত্মকৈঃ ॥১৮॥

তস্য রাজ্যো মহারাজ ভগবান্ ভূতভাবনঃ । পরিতুষ্যতি বিশ্বাত্মা তিষ্ঠতো নিজশাসনে ॥১৯॥

দুঃখপুষ্ট কালসর্পবৈরূপ পালকের অনর্থ উৎপাদন করিয়া থাকে, স্থনীধা-গর্ভসম্ভূত বেণও স্বভাবতঃই সেইরূপ খল—আমরা তাহাকে প্রজাপালকরূপে নিযুক্ত করিলাম। আর এখন সেই প্রজাগণকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। ১০

যদিও আমরা এই সকল জানিয়াও ঐ দুরাচার বেণকে রাজা করিয়াছি, তথাপি তাহার পাপ যাহাতে আমাদের গণকে স্পর্শ করিতে না পারে, সেইজন্ত তাহাকে যুক্তি দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। যদি বুঝাইলেও সেই অধার্মিক বেণ আমাদের গণের বাক্য গ্রহণ না কবে, তবে লোকধিকারসন্দন্ধ সেই বেণকে আমরা স্বীয় ভেজের দ্বারা দণ্ড করিয়া ফেলিব। ১১-১২

এইরূপ স্থির করিয়া সেই মুনিগণ ক্রোধ গোপন পূর্বক বেণের নিকট গমন করিয়া প্রিয়বাক্যের দ্বারা তাহাকে বুঝাইয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন। ১৩

মুনিগণ বলিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তোমাকে আমরা যাহা বলিব, তদনুসারে আচরণ করিলে তোমার আয়ু, ঐশ্বর্য, বল ও কীর্ত্তি প্রভৃতি বর্দ্ধিত হইবে, অতএব হে বৎস! তুমি তাহা

মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। কায়মনোবাক্য ও বুদ্ধি দ্বারা অনুষ্ঠিতধর্ম্ম সকাম মনুষ্যদিগকে স্বর্গাদি লোক এবং নিকাম ব্যক্তিগণকে মোক্ষ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকে। ১৪-১৫

সুভরাং হে বীর! প্রজাদিগের মঙ্গলসাধক, সেই ধর্ম্মকে তুমি বিনাশ করিও না, কারণ, উহা বিনাশ করিলে রাজাকে ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। ১৬

হে রাজন্! যে রাজা অসাধু অমাত্যবর্গ হইতে এবং দম্ভাত্মকরা হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষা করেন এবং শাস্ত্রনির্দেশানুযায়ী শুল্ক গ্রহণ করেন, তিনি ইহলোকে সুখভোগ করেন এবং পরলোকেও সুখভাগী হন। ১৭

হে মহারাজ! যে রাজার রাজ্যে ও পুরমধ্যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বী প্রজাগণ স্ব স্ব অধিকারোচিত ধর্ম্মের দ্বারা ভগবান্ যজ্ঞপুরুষের অর্চনা করেন, প্রজাপালনরূপ ভগবদ্ভিলষিতকার্য্যে অবস্থিত সেই রাজার প্রতি ভূতভাবন বিশ্বাত্মা শ্রীভগবান্ পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। ১৮-১৯



তস্মিন্শ্বৰ্গে কিমপ্রাপ্যং জগতামীশ্বরেশ্বরে । লোকাঃ সপালা ছেতস্মৈ হরস্তি বলিমাদৃতাঃ ॥২০॥

তং সৰ্বলোকামরযজ্ঞসংগ্রহং ত্রয়ীময়ং দ্রব্যময়ং তপোময়ম্ ।

যজ্ঞৈর্বিচিত্রৈর্হজতো ভবায় তে রাজন্ স্বদেশাননুরোদ্ধমর্হসি ॥২১॥

যজ্ঞেন যুগ্মদ্বিময়ে দ্বিজাতিভির্বিভাষ্যমানেন সুরাঃ কলা হরেঃ ।

স্বিষ্টাঃ স্তুত্বাঃ প্রদিশন্তি বাঞ্ছিতং তদ্ধেলনং নাইসি বীর চেষ্টিতুম্ ॥২২॥

শ্রীবেণ উবাচ ।

বালিশা বত যুয়ং বা অধস্মৈ ধর্ম্মমানিনঃ । যে ব্রহ্মদং পতিং হিত্বা জারং পতিমুপাসতে ॥২৩॥

অবজানন্ত্যমী মুঢ়া নৃপরূপিণীমীশ্বরম্ । নানুবিন্দন্তি তে ভদ্রমিতং লোকে পরত্র চ ॥২৪॥

কো যজ্ঞপুরুষো নাম গত্র বো ভক্তিরাদৃশী । ভর্তৃস্নেহবিদূরাণাং যথা জারে কুর্ষোষিতাম্ ॥২৫॥

বিষ্ণুবিরিঞ্চো গিরিশ ইন্দ্রো বাণূর্যমো রবিঃ ।

পর্জন্তো ধনদঃ সোমঃ ক্ষিতিরায়িরপাম্পতিঃ ॥২৬॥

এতে চান্তো চ বিবুধাঃ প্রভবো বরশাপযোঃ । দেহে ভবন্তি নৃপতেঃ সর্বদেবময়ো নৃপঃ ॥২৭॥

ব্রহ্মাদি জগদীশ্বরগণেরও ঈশ্বর সেই ভগবান্ প্রসন্ন হইলে সেই রাজার আর কি অপ্রাপ্য থাকে ? যেহেতু লোকপালগণ সহ স্বাভাবিক প্রাণী সাদরে তাঁহার পূজোপহার আহরণ করিয়া থাকেন । ২০

হে রাজন্ ! স্বর্গাদি লোকসমূহ, লোকপালগণ, অমরবৃন্দ এবং যজ্ঞসমূহের নিয়ামক, যজ্ঞাদির বিধায়ক, বেদময়, যজ্ঞীয় দ্রব্যময় ও তপোময় সেই ভগবান্কে তোমার যে সকল স্বদেশবাসী প্রজাগণ তোমারই মঙ্গলার্থ নানারূপ যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞ করিয়া থাকেন, তোমারও তাঁহাদের অনুবর্তন করা উচিত । ২১

হে বীর ! তোমার রাজ্যে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ প্রবর্তন করিতে থাকিলে শ্রীহরির অংশসমুত্ত দেবগণ সম্যকরূপে পূজিত হইয়া প্রসন্ন হইবেন এবং বাঞ্ছিত প্রদান করিবেন ; অতএব হে বীর ! তোমার সেই দেবগণকে কোনও প্রকারে অবহেলা করা উচিত হইতেছে না । ২২

বেণ কহিলেন.—হে মুনিগণ ! আপনারা অধর্ষকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেছেন, অতএব আপনারা নিশ্চয়ই অজ্ঞ, কারণ, আপনারা অন্নাদিপ্রদ প্রকৃতপতি আমাকে ভাগ করিয়া ব্যভিচারিণী স্ত্রী যেমন উপপতির ভজনা করে, সেইরূপ অজ্ঞ পতির উপাসনা করিতেছেন । ২৩

এ মুগ্ধগণ নৃপরূপী ঈশ্বর আমাকে অবজ্ঞা কবিতোছে, অতএব তাঁহাদের ইচ্ছালোকে বা পরলোকে কুত্রাপি মঙ্গল হইবে না । ২৪

স্বামিভক্তিহীন অসতী নারীগণের যেমন উপপতিতে আসক্তি হয়, তদ্রূপ তোমাদের বাহাতে এই প্রকার ভক্তি দেখিতেছি, সেই যজ্ঞপুরুষটি আবার কে ? ২৫

বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, বায়ু, ষম, সূর্য, পর্জন্ত, কুবের, চন্দ্র, পৃথিবী, অগ্নি, বরুণ ইহারা সকলে এবং অজ্ঞাত বর ও শাপপ্রদানে সমর্থ দেবতাগণ রাজার দেহেই অবস্থান করেন, এইজন্মই নৃপতি সর্বদেবময় । ২৬-২৭



তস্মান্মাং কস্মাভবিপ্রা যজ্ঞধ্বং গতমৎসরাঃ । বলিঞ্চ মহং হরত মতোহন্যঃ কোহগ্রভুকৃপুমান্ ॥২৮॥  
শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

ইথং বিপর্যায়মতিঃ পাপীয়াশ্চুৎপথং গতাঃ । অনুনীয়মানস্তদ্ব্যাক্রাং ন চক্রে ভ্রষ্টমঙ্গলঃ ॥২৯॥  
ইতি তেহসংকৃতাস্তেন দ্বিজাঃ পণ্ডিতমানিনা । ভয়ায়াং ভব্যযাক্রায়াং তস্মৈ বিদুর চূক্রধুঃ ॥৩০॥  
হন্যতাং হন্যতামেষ পাপঃ প্রকৃতিদারুণঃ । জীবন্ জগদসাবাশু কুরুতে ভস্মসাদ্ভবম্ ॥৩১॥  
নায়মর্হত্যসদ্বস্তো নরদেববরাসনম্ । যোহধিযজ্ঞপতিঃ বিষ্ণুং বিনিন্দত্যনপত্রপঃ ॥৩২॥  
কো বৈনং পরিচক্ষীত বেণমেকযুতেহশুভম্ । প্রাপ্তু ঈদৃশমৈশ্বর্য্যং যদনুগ্রহভাজনঃ ॥৩৩॥  
ইথং ব্যবসিতা হস্তয়যয়ো রুচমন্তবঃ । নিজস্বহুর্জ্ঞতৈর্বেণং হতমচ্যুতনিন্দয়া ॥৩৪॥  
ঋষিভিঃ স্বাশ্রমপদং গতে পুত্রকলেবরম্ । সুনীথা পালয়ামাস বিজ্ঞানোগেন শোচতী ॥৩৫॥  
একদা মুনয়ন্তে তু সরস্বৎসলিলাপ্লুতাঃ । হ্রদ্যমীন্ সংকথাশ্চক্রুরূপবিষ্টাঃ সরিষ্মতে ॥৩৬॥  
বাক্যোপস্থিতান্ তদোৎপাতানাহলৌকভয়ঙ্করান্ । অপ্যভদ্রমনাথয়া দম্ব্যভ্যো ন ভবেদ্বুবঃ ॥৩৭॥

অতএব হে বিপ্রগণ ! আপনারা মাৎসর্য্য পরি-  
ত্যাগ করিয়া ইচ্ছানুরূপ কস্মের দ্বারা আমার আরা-  
ধনা করুন ; এবং আমাদেব জন্ম পূজোপহার আহরণ  
করুন, যেহেতু আমি ভিন্ন অন্য কোন পুরুষ  
অগ্রভুক বা আরাধ্য হইতে পারি ? ২৮

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,---এই প্রকারে অসং-  
পথগামী, প্রাস্তুমতি, পাণ্ডিত্য নটপুণ্য  
সেই বেণ মুনীগণ কর্তৃক বারংবার অনুরুদ্ধ  
হইয়াও তাঁহাদেব প্রার্থনায় স্বীকৃত হইল  
না । ২৯

হে বিদুর ! বিপ্রগণ এইরূপে তাহার মঙ্গল  
প্রার্থনায় বিফলমনোরথ ও ঐ পণ্ডিতাভিমानी  
বেণ কর্তৃক অপমানিত হওয়ায় তাহার প্রতি অত্যন্ত  
ক্রুদ্ধ হইলেন । ৩০

তাঁহারা এক বাক্যে বলিতে লাগিলেন---এই  
দারুণপ্রকৃতি পাণ্ডাছাকে এখনই সংহার কর,  
সংহার কর । কারণ, এ জীবিত থাকিলে জগৎকে  
ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবে । ৩১

রাজার শ্রেষ্ঠ আসন এই দুরাচারের অধিকার  
করিবার কোনও যোগ্যতা নাই ; এ এমন

নির্লজ্জ যে, সবযজ্ঞাধিপতি বিষ্ণুরই নিন্দা  
করিতেছে । ৩২

গাঁহার অনুগ্রহে সে তাদৃশ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত  
হইল, সেই অমঙ্গলমূর্ত্তি বেণ ভিন্ন অপর কেহও  
বা সেই ভগবানের নিন্দা করিতে পারে ? ৩৩

বেণ অচ্যুতের নিন্দা করিয়া পূর্বেই হত  
হইয়াছিল, এখন ঋষিগণের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইয়া  
উঠায় তাঁহারা হুঙ্কার শব্দের দ্বারা বেণকে  
নিহত করিলেন । ৩৪

ঋষিরা বেণের প্রাণ সংহার করিয়া স্ব স্ব  
আশ্রমে প্রস্থান করিলে বেণজননী সুনীথা  
অতিশয় শোকার্ত্তা হইলেন এবং বিজ্ঞানযোগে পুত্রের  
কলেবর পালন করিতে লাগিলেন । ৩৫

একদা ঐ সকল মুনী সরস্বতীর জলে স্নান-  
হোম সমাপন পূর্ব্বক তটে উপবিষ্ট হইয়া সং-  
কথার আলোচনা করিতেছিলেন । ৩৬

এমন সময়ে কতকগুলি লোক-ভয়ঙ্কর উৎপাত  
নয়নগোচর করিয়া তাঁহারা পরস্পরে কহিতে  
লাগিলেন—পৃথিবী নৃপরহিতা হওয়ায় দম্ব্যগণ হইতে  
ইহার কি কোনও অমঙ্গল ঘটিল ? ৩৭



এবং যশস্ত্বং যযৌ ধাবতাং সর্বতো দিশম্ । পাংশুঃ সমুখিতো ভুরিশৌরাণামভিলুপ্ততাম্ ॥৩৮॥  
 তদুপদ্রবমাজ্জায় লোকস্ত বস্তু লুপ্ততাম্ । তত্ৰ্যুপপাতে তস্মিন্মন্তোত্তমং জিঘাংসতাম্ ॥৩৯॥  
 চৌরপ্রায়ঃ জনপদং হীনসত্ত্বমরাজকম্ । লোকান্ নারায়ন্ শক্তা অপি তদৌষদর্শিনঃ ॥৪০॥  
 ব্রাহ্মণঃ সমদৃক্ শাস্ত্রো দীনানাং সমুপেক্ষকঃ । অবতে ব্রহ্ম তস্মাপি ভিন্নভাণ্ডাং পয়ো যথা ॥৪১॥  
 নাস্তস্য বংশো রাজর্ষেরেষ সংস্হাতুমর্হতি । অমোঘবার্ষ্য হি নৃপা বংশেহস্মিন্ কেশবাশ্রয়াঃ ॥৪২॥  
 বিনিশ্চিত্যৈবমুযো বিপন্নস্ত মহীপতেঃ । মমহুর্জরুং তরসা তত্রাসীদ্বাহকো নরঃ ॥৪৩॥  
 কাককৃষ্ণোহতিব্রহ্মাস্তো ব্রহ্মবাহুর্মহাহুঃ । ব্রহ্মপাশ্বিন্ননাসাগ্রো রক্তাক্তাত্মমূর্জজঃ ॥৪৪॥  
 তস্ত তেহবনতঃ দীনং কিং করোমাতিবাদিনম্ । নিষাদেত্যক্রবংশস্তা হ স নিষাদস্ততোহভবৎ ॥৪৫॥  
 তস্য বংশাস্ত নৈষাদা গিরিকাননগোচরাঃ । যেনাহবজ্জাযমানো বেণকল্মষমুষ্ণম্ ॥৪৬॥

৪৩তঃ শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পাবনহস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চচরিতঃ

নিষাদোৎপাদনাম চতুর্দশোঃখ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

ঋষিরা এইরূপ ভর্তুকি বিতক করিতেছেন, এমন মুনিগণ এই প্রকার স্থিরনিশ্চয় করিয়া যত  
 সময়ে নানাদিক্ হইতে ধাবমান ধনলুণ্ঠনকারী । বেণের উরুদেশে মস্থন করিলেন, তাহাতে থর্কাকৃতি  
 চৌরগণেব দ্বারা প্রভুত ধূলি উড়িত হইল । ৩৮ এক পুরুষের উপস্থিতি হইল ; তাহার বর্ণ কাকের  
 দস্যুগণ রাজার মরণে নির্ভয় হইয়া প্রভাব  
 ধনলুণ্ঠন ও পরস্পরের প্রাণ সংহার করিতে আরম্ভ  
 করিয়াছিল, জনপদকে অরাজক ও হীনসত্ত্ব দেখিয়া  
 সমর্থ ব্যক্তিরাও ঐ সকল দস্যুকে নিবারণ না  
 করিলে দোষ হয়, ইহা জানিয়াও এইরূপ উপদ্রব  
 দমন করিতে চেষ্টা করিত না । ৩৯-৪০

সমদর্শী শাস্ত্র ব্রাহ্মণেরাও যদি অনাথের ক্রোশ-  
 মোচনে উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে ভগ্নভাণ্ড  
 হইতে দুগ্ধক্ষরণের ণায় তাহাদের ব্রহ্মভগ্ন করিত  
 হইয়া যায় । ৪১

রাজর্ষি অঙ্গের এই বংশের একেবারে ‘বংশ’ হইয়া পর্বতে ও বনে বাস করিতেছে । কারণ, ঐ  
 হওয়া উচিত হয় না । কারণ, এই বংশে হবিপবায়ণ নিষাদ পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াই বেণের গুরুতর  
 অনেক অমোঘবায়্য রাজা উৎপন্ন হইয়াছিলেন । ৪৩ পাপ গ্রহণ করিয়াছিল । ৪৬

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে চতুর্দশ অধ্যায় ।



## পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

অথ তস্য পুনর্বিপ্রৈরপুত্রস্য মহীপতেঃ । বাহুভ্যাং মথ্যমানাভ্যাং মিথুনং সমপশ্যত ॥১॥  
তদৃষ্টা মিথুনং জাতম্বযো ব্রহ্মবাদিনঃ । উচুঃ পরমসম্বন্ধা বিদিত্বা ভগবৎকলাম্ ॥২॥

শ্রীশ্বশ্ব উচুঃ ।

এষ বিষোৰ্ভগবতঃ কলা ভুবনপাবনী । ইয়ঞ্চ লক্ষ্ম্যা সন্তাতঃ পুরুষশ্চানপায়িনী ॥৩॥  
অত্র যঃ প্রথমো রাজ্ঞাং পুমান্ প্রথায়িতা যশঃ । পৃথুনাম মহারাজো ভবিষ্যতি পৃথুশ্চবাঃ ॥৪॥  
ইয়ঞ্চ দেবী হৃদতী গুণভূষণভূষণা । অর্চিনাম বরারোহা পৃথুমেবাবরুক্ষতী ॥৫॥  
এষ সাক্ষাক্ষরেরংশো জাতো লোকরিরক্ষয় । ইয়ঞ্চ তৎপরা হি শ্রীরনুজজ্ঞেহনপায়িনী ॥৬॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

প্রশংসন্তি স্য তং বিপ্রা গন্ধর্ব্বপ্রবরা জগুঃ । মুমূচুঃ স্তমনোদারঃ সিদ্ধা নৃত্যন্তি স্বঃস্ত্রিয়ঃ ॥৭॥  
শঙ্খতুর্য্যমৃদঙ্গাণা নেতুর্হৃদভয়ো দিবি । তত্র সর্ব উপাঙ্গগৃর্দেববিপিতৃণাং গণাঃ ॥৮॥

পৃথুর উৎপত্তি ও রাজ্যাভিসেক

শ্রীমৈত্র্যে কহিলেন - অনন্তর গায়ত্রেরা  
অপুত্রক মহীপাল সেই বেণেব বাস্তমগ্নন করিতে  
লাগিলে তাতা হইতে এক পুরুষ ও একটি স্ত্রী  
উৎপন্ন হইলেন । ১

সেই ব্রহ্মবাদী মুনগণ এই পুরুষ ও স্ত্রীকে  
জাত হইতে দেখিয়া ইহাবা ভগবান বিষ্ণুর অংশ,  
হহা জানিয়া তুষ্ট হইয়া বহিতে লাগিলেন । ২

ঋষিগণ কহিলেন—এই পুরুষ ভগবান বিষ্ণুর  
ভুবনপালক অংশ । আর এই স্ত্রীটিও শ্রীভগবানের  
নিত্যযুক্তা লক্ষ্মীর অংশ । ৩

এই পুরুষ সকল রাজার প্রথম হইয়া যশঃ  
বিস্তার করিবেন এবং মহাবীরা পৃথুনামে বিখ্যাত  
হইয়া রাজচক্রবর্তী হইবেন । ৪

আর এই যে চাকদশনা, ভূষণ সকলেরও

ভূষণস্বরূপা বরাদ্বনা দেবী, ইনি অচ্চি নামে বিখ্যাতা  
হইয়া মহাবাজা পৃথুকে ভক্তাক্রমে ভক্তনা কাব-  
বেন । ৫

এই পুরুষ সাক্ষাৎ ভগবানের অংশ, লোক-  
রক্ষাব জন্য এখন জন্মগ্রহণ করিলেন, এবং এই  
অচ্চি স্বয়ং লক্ষ্মী, ইনি ভগবান ব্যগীত কোষাও  
অবস্থান কবেন না ; সুতরাং তিনি পতির পশ্চাৎ  
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । ৬

শ্রীমৈত্র্যে কহিলেন—হে বিদ্র ! অনন্তর  
বাস্কগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, গন্ধর্ব্বেরা  
গান করিতে লাগিলেন, সিদ্ধগণ আকাশ হইতে  
পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল এবং অঙ্গরাসকল নৃত্য  
আরম্ভ করিল । ৭

স্বর্গে শঙ্খ, তুর্য্য, মৃদঙ্গ ও দুন্দুভি প্রভৃতি  
যাত্ৰ হইতে লাগিল এবং দেবর্ষি ও পিতৃগণ সকলেই  
তথায় সমাগত হইলেন । ৮



ব্রহ্মা জগদ্গুরুর্দেবৈঃ সহাস্রতঃ সুরেশ্বরৈঃ । বৈণ্যাস্ত দক্ষিণে হস্তে দক্ষ্য চিহ্নং গদাভূতঃ ॥৯॥  
 পাদয়োঃরবিন্দকং তং বৈ যেনে হরেঃ কলাম্ । যন্তাপ্রতিহতং চক্রমংশঃ স পরমেষ্ঠিনঃ ॥১০॥  
 তস্তাভিষেক আরকো ব্রাহ্মণৈর্ব্রাহ্মবাদিভিঃ । আভিষেচনিকান্তয়া আজহুঃ সর্বতো জনাঃ ॥১১॥  
 সরিৎসমুদ্রা গিরয়ো নাগা গাং খগা যুগাঃ । দ্ব্যোঃ ক্ষিতিঃ সর্বভূতানি সমাঙ্কহুঃ রূপায়নম্ ॥১২॥  
 সোহভিষিক্তো মহারাজঃ স্রবাসাঃ সাধ্বলঙ্কৃতঃ । পদ্ম্যার্চিসালঙ্কৃতয়া বিরজেহগ্নিবিবাপরঃ ॥১৩॥  
 তস্যৈ জহার ধনদো হৈমং বীর বরাসনম্ । বরুণঃ সগিলস্রাবগাতপত্রঃ শশিপ্রভম্ ॥১৪॥  
 বায়ুশ্চ বালব্যভনে ধর্ম্যঃ কীর্ত্তিময়ী স্রজম্ । ইন্দ্রঃ কিবাটমুৎকৃষ্টং দণ্ডং সঙ্গমনং নমঃ ॥১৫॥  
 ব্রহ্মা ব্রহ্মময়ং বর্ষ্য ভারতী হারমুত্তমম্ । হরিঃ সূদর্শনং চক্রং তৎপদ্ম্যাবাহিতাং শ্রিয়ম্ ॥১৬॥  
 দশচন্দ্রমসিং রুদ্রং শতচন্দ্রং তথাম্বিকা । সোমোহয়ুতময়ানশ্চান্ড্রমণী রূপাশ্রয় রথম্ ॥১৭॥  
 অগ্নিরাজগবং চাপং সূর্য্যো রশ্মিগয়ানিঘন । ভূঃ পাতুকে যোগময্যৌ দ্ব্যোঃ পুষ্পাবলিমম্বহম্ ॥১৮॥  
 নাট্যং হ্রগীতং বাদিত্রমস্তূকানকং খেচরাঃ । ঋষযশ্চাশিমঃ সত্যাঃ সমুদঃ শঙ্খমাস্রজম্ ॥১৯॥

জগদ্গুরু ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি লোকপালগণের সহিত  
 ত্রধায় আগমন করিয়া দেখিলেন যে, বেণনন্দনের  
 দক্ষিণহস্তে বিষ্ণুব চক্রবেধা, এবং পাদদ্বয়ে পদ্ম-  
 চিহ্ন পবিবাক্ত রহিয়াছে—সুতরাং তিনি তাঁহাকে  
 শ্রীহরিবই অংশ বলিয়া মনে করিলেন—কাবণ, গাঁহার  
 চক্রবেধা অশ্রু রেখা দ্বারা বিলুপ্ত হয় না, তিনিই  
 পরমেশ্বরের অংশ । ৯-১০

অতঃপর ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মগণ তাঁহার আভিষেক  
 আরম্ভ করিলেন । তখন লোক সকল চতুর্দিক্  
 হইতে তাঁহার আভিষেকযোগ্য দ্রব্যাদি আনয়ন  
 করিয়া তাঁহাকে সমর্পণ করিতে লাগিল । ১১

গিরি, নদী, সমুদ্র, নাগ, গো, খগ, যুগ, দ্যলোক,  
 ভূলোক এবং সকল প্রাণীই নানাবিধ উপহার  
 আনিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিতে লাগিল । ১২

মহারাজ পৃথু সুন্দর বসন পরিধান করিয়া ও  
 সুন্দররূপে অলঙ্কৃত হইয়া যথাবিধি অভিষিক্ত হইলেন  
 এবং সর্বালঙ্কারে বিভূষিতা পত্নী অর্চিত্র সহিত  
 বিভিন্ন অগ্নির দ্বারা দীপ্তি পাইতে লাগিলেন । ১৩

হে বীর ! মহারাজ পৃথুকে কুবের কাঞ্চনময়  
 উত্তম আসন উপহার প্রদান করিলেন এবং বরুণ

চন্দ্রতুল্য শুভ্রবর্ণ ছত্র উপহার দিলেন, উহা হইতে  
 সতত সলিল ক্ষরিত হইতেছিল । ১৪

বায়ু দুইটি চামর, ধর্ম্য কীর্ত্তিময়ী অগ্নানপুষ্পের  
 মালা, ইন্দ্র উৎকৃষ্ট কিবাট এবং ষম শত্রু-বশীকারক  
 দণ্ড প্রদান করিলেন । ১৫

ব্রহ্মা বেদময় বর্ষ্য, সরস্বতী টুকুম তার, নারায়ণ  
 সূদর্শন চক্র, এবং লক্ষ্মী অক্ষয় সম্পদ দান  
 করিলেন । কতদেব দশটি চন্দ্রাকারের বিশ্ববিশিষ্ট  
 কোষ সহিত আস, পার্বতী শতচন্দ্রাকৃতিবিশিষ্ট  
 চন্দ্র, চন্দ্র মরণভ্রাস্ত্রিকোভাদিশূণ্য বহু অশ্ব এবং  
 বিশ্বকর্মা একখানি অতি সুন্দর রথ প্রদান  
 করিলেন । ১৬-১৭

অগ্নি হাণের ও গোর শৃঙ্গে নিখিঁত ধনু,  
 সূর্য্য রশ্মিময় বাণ, পৃথিবী যোগময়ী অর্থাৎ পাদ-  
 স্পর্শমাত্র অভিষ্ট দেশপ্রাপিকা পাতুকা, স্বর্গ  
 প্রতাহ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন । ১৮

বিমানচারী গন্ধর্ব্ব বিজ্ঞাধরাদি সুন্দর সজ্জাত  
 বাহ্য এবং নাট্য অর্থাৎ নাট্যকাহি অভিনয়কৌশল,  
 ঋষিগণ যথার্থ আশীর্ব্বাদ এবং সমুদ্র স্বীয় সলিল-  
 সজ্জত শঙ্খ উপহার দিলেন । ১৯



সিদ্ধবঃ পৰ্ব্বতা নদ্যো রথবীথীৰ্মহাত্মনঃ । সূতোহথ মাগধো বন্দী তং স্তোতুমুপতস্থিরে ॥২০॥  
স্তাবকাস্তানভিপ্রেত্য পৃথুবৈৰ্য্যঃ প্রতাপবান্ । মেঘনির্হৃদয়া বাচা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥২১॥  
শ্রীপৃথুর্বাচ ।

ভোঃ সূত হে মাগধ সৌম্য বন্দিন্ লোকেহধুনাস্পষ্টগুণস্ত মে স্ম্যৎ ।  
কিমাশ্রয়ো মে স্তব এষ যোজ্যতাং মা ময়্যভুবন্ বিতথা গিরো বঃ ॥২২॥  
তস্ম্যৎ পরোক্ষৈহস্মদুপশ্রুতান্মলং করিষ্যথ স্তোত্রমপীব্যবাচঃ ।  
সদ্যুস্তমঃশ্লোক গুণানুবাদে জুগুপ্সিতং ন স্তবয়ন্তি সভ্যঃ ॥২৩॥  
মহদগুণানাত্মনি কৰ্ত্তুমীশঃ কঃ স্তাবকৈঃ স্তাবয়তে সতোহপি ।  
তেহস্মাভবিষ্যন্নিতি বিপ্রলক্কো জনাবহাসং কুৰ্মাতিৰ্ন বেদ ॥২৪॥

প্রভবো হ্যাত্মনঃ স্তোত্রং জুগুপ্সন্ত্যপি বিশ্রুতাঃ ।

হ্রীমন্তঃ পরমোদারাঃ পৌরুষং বা বিগর্হিতম্ ॥২৫॥

দয়স্ববিদিতা লোকে সূতাষ্ট্যপি বরীমভিঃ । কৰ্ম্মভিঃ কথমান্নানং গাপয়িষ্যাম বালবৎ ॥২৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থঃ স্কন্ধে

পৃথুচরিতে পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ॥১৫॥

সমুদ্র, পৰ্ব্বত ও নদী সেই মহাত্মাকে রথমাগধ প্রদান করিল, অনন্তর সূত, মাগধ ও বন্দিগণ তাঁহার স্তব করিবার জন্য উপস্থিত হইল । ২০

মহাপ্রতাপশালী বেণনন্দন পৃথু তাঁহাদিগকে স্তবপাঠে উদ্বৃত্ত জানিয়া হাস্তপূৰ্ব্বক জলদগস্তৌর স্বরে এই কথা বলিলেন । ২১

শ্রীপৃথু কহিলেন—হে সৌম্য সূত, মাগধ ও বন্দিগণ ! আমার গুণ এখনও অপ্রকাশিত—তবে কোন্ গুণ আশ্রয় করিয়া আমার স্তব করিবে ? তোমরা এই স্তব অথ কোন ব্যক্তিতে প্রয়োগ কর, তোমাদের বাক্যাবলী আমাতে প্রযুক্ত হইয়া মিথ্যারূপে প্রতীত না হয় । ২২

হে মধুরভাষী স্তাবকগণ—যখন আমার বশঃ যাক্ত হইবে, তখন উহা লঙ্ঘ্য পরোক্ষে তোমাদের স্তোত্রকে অলঙ্কৃত করিও ; উদ্ভগঃশ্লোক ভগবানের

গুণই কৌৰ্ত্তনীয় হওয়ায় সভ্যগণ আমার স্তায় অপ্রসিদ্ধ গুণবানকে কখনও স্তব করেন না । ২৩

যাঁহাবা মদগুণাবলী আপনাতে সম্পাদন করিতে সমর্থ, তাঁহাদের মধ্যে এমন কে আছেন যে, সেই সকল গুণের আবির্ভাব না হইতে স্তাবকগণ দ্বারা স্তায় স্তব করাওয়া থাকেন ? “শাস্ত্রাভ্যাস করিলে তোমার বিজ্ঞা হইত” এই বলিয়া উপহাসিত হইয়া মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিই সেই উপহাস বুঝিতে পারে না । ২৪

পরমোদার হ্রীমান্ পুরুষগণ বিখ্যাত হইলেও, গুণোপযোগী কার্যে সমর্থ হইলেও নিজের স্তোত্রকে বা অসাধারণ ক্ষমতার কৌৰ্ত্তনকে নিন্দা করিয়া থাকেন । ২৫

হে সূত ! আমরা অত্ৰ্যাপি কোনও বরিত্ত কৰ্ম্ম দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করি নাই । সুতরাং অস্ত্রের স্তায় কি প্রকারে নিজের স্তুতি করাইব ? ২৬

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায় ।



## ষোড়শ অধ্যায়

ত্রিমৈত্রেয় উবাচ ।

ইতি ক্রবাণং নৃপতিং গায়ক। মুনিচোদিতাঃ । ভৃকুবৃক্কটমনসস্তথাগমৃতসেবয়া ॥১॥

নালং বয়ং তে মহিমানুবর্ণনে যো দেববর্ষ্যোহবততার মায়া ।

বেণাসজ্জাতস্ত চ পৌরুষাণি তে বাচস্পতীনামপি বদ্রমুর্ধিয়ঃ ॥২॥

অথাপ্যদারভ্রবসঃপৃথোহিরেঃ কলাবতারস্ত কথামৃতাদৃতাঃ ।

যথোপদেশং মুনিভিঃ প্রচোদিতাঃ শ্লাঘ্যানি কৰ্ম্মাণি বয়ং বিতন্মহি ॥৩॥

এষ ধৰ্ম্মভূতাং শ্রেষ্ঠো লোকং ধৰ্ম্মেহনুবর্তয়ন্ । গোপ্তা চ ধৰ্ম্মসেতুনাং শাস্তা তংপরিপশ্বিনাম্ ॥৪॥

এষ বৈ লোকপালানাং বিভর্তো কস্তনৌ তনুঃ । কালে কালে যথাভাগং লোকয়োরুভয়োহিতম্ ॥৫॥

বহু কাল উপাদত্তে কালে চায়ং বিশ্বকৃতি । সমঃ সর্বেষু ভূতেষু প্রতপন্ সূর্য্যবদ্বিভূঃ ॥৬॥

তিতিক্ষত্যক্রমং বৈশ্য উপর্য্যাক্রামতামপি । ভুতানাং করুণঃ শম্বদার্ত্তানাং ক্ষিতিবৃন্তিমান্ ॥৭॥

দেবেহবর্ষ্যত্যসৌ দেবো নরদেব-বপুর্হরিঃ । কৃচ্ছপ্রাণাঃ প্রজা হেয রক্ষিষ্যত্যঙ্গসেঙ্গবৎ ॥৮॥

### পৃথুর স্তব

ত্রিমৈত্রেয় কহিলেন,—রাজা পৃথু এইরূপ বলিতে থাকিলেও সূতাদি গায়কগণ তাঁহার কথামৃত-সেবনে পরিতৃপ্ত হইয়া মুনিগণের প্রেরণায় তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন । ১

হে মহারাজ ! আপনি সর্বদেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয়শক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক এষ্ট অবতার গ্রহণ করিয়াছেন, আপনার মহিমা-বর্ণনে আমাদের সামর্থ্য নাই, যেহেতু আপনি বেণের অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইলেও আপনার পৌরুষবিষয়ে ব্রহ্মাদিরও বুদ্ধি ভ্রান্ত হইয়া পড়ে । ২

আপনার গুণকীর্ত্তনে সামর্থ্য না থাকিলে ত্রিহরির অংশাবতার ভবদীয় কথামৃতে আমাদের অভ্যস্ত আদর জন্মিয়াছে । অপিচ ঐ সকল ঋষি আমাদের নিয়োগ করিতেছেন, তাঁহারা যোগবলে আমাদের হৃদয়ে যে রূপ প্রকাশ করিয়া দিতেছেন আমরা সেই রূপেই মহাবিশ্বী আপনার শ্লাঘনীয় কৰ্ম্মসমূহের বর্ণনা করিব । ৩

এই পৃথুরাজ ধৰ্ম্মজ্ঞ জনগণের অগ্রগণ্য হইয়া অজ্ঞাত লোকগণকে ধৰ্ম্মেব অনুগামী করিবেন এক বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্মের মর্য্যাদার রক্ষক হইয়া তাহার বিরুদ্ধাচারিগণকে শাসন করিবেন । ৪

ইনি একাকীই স্বশরীরে যথাযোগ্যভাবে ইহ এবং পরকালের হিতসাধনার্থ সময়ে সময়ে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন । ৫

ইনি সর্বপ্রাণীর প্রতি সমদর্শী হইয়া সূর্য্য-সদৃশ স্বপ্রভাপ প্রকটিত করিয়া যথাসময়ে ধন আদান ও প্রদান করিয়া থাকেন । ৬

এই বেণনন্দন পৃথু সর্বসংসহা ধরণীর স্বভাব-বিশিষ্ট, ইনি আর্ন্তব্যক্তিগণের প্রতি সর্বদা করুণা-পরবশ, আপনার উপরে আক্রমণ করিলেও ইনি তাঁহাদের অতিক্রম সহ্য কবিবেন । ৭

ইন্দ্র বারি বর্ষণ না করিলে যদি প্রজাগণ কষ্টে পতিত হয়, তবে এই রাজশরীরধারী হরি স্বয়ংই ইন্দ্রের তুল্য বৃষ্টি করিয়া অনায়াসে প্রজা-দিগের প্রাণ রক্ষা করিবেন । ৮



আপ্যায়মত্যসৌ লোকং বদনামৃতমুর্তিনা । সানুরাগাবলোকেন বিশদম্মিতচারণা ॥৯॥

অব্যক্তবৈশ্বৈষ নিগূঢ়কার্যো গভীরবেধা উপগুপ্তবিত্তঃ ।

অনন্তমাহাত্ম্যগুণৈকধামা পৃথুঃ প্রচেতা ইব সংব্রতান্মা ॥১০॥

ছরাসদো দুর্বিষহ আসম্মোহপি বিদূরবৎ । নৈবাভিভবিতুং শক্যো বেণারণ্যুখিতোহনলঃ ॥১১॥

অস্তর্বহিষ্চ ভূতানাং পশ্যন্ কৰ্ম্মানি চারণৈঃ । উদাসীন ইবাধ্যক্ষো বায়ুরাজ্জ্বৈব দেহিনাম্ ॥১২॥

নাদণ্ড্যং দণ্ডয়ত্যেষ স্ততমাত্মদ্বিষামপি । দণ্ডয়তাত্মজমপি দণ্ড্যং ধৰ্ম্মপথে স্থিতঃ ॥১৩॥

অস্ত্যপ্রতিহতং চক্রং পৃথোরামানসাচলাৎ । বর্ততে ভগবানকৌ যাবৎ তপতি গো-গণৈঃ ॥১৪॥

রঞ্জয়িষ্যতি যল্লোকময়মাত্মবিচেষ্টিতৈঃ । অধামুমাছু রাজানং মনোরঞ্জনকৈঃ প্রজাঃ ॥১৫॥

দৃঢ়ব্রতঃ সত্যসঙ্কো ব্রহ্মণ্যো বৃদ্ধসেবকঃ । শরণ্যঃ সৰ্ব্বভূতানাং মানসো দীনবৎসলঃ ॥১৬॥

মাতৃভক্তিঃ পরস্ত্রীষু পত্ন্যামৰ্দ্ধ ইবাত্মনঃ । প্রজাসু পিতৃবৎ স্নিগ্ধঃ কিঙ্করো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥১৭॥

এই মহারাজ অনুরাগপূর্ণ অবলোকনের দ্বারা এবং বিশদমাহাত্ম্যশোভিত সুন্দরবদনচন্দ্রের দ্বারা প্রজাগণের ভূপ্তি বিধান করিতেছেন । ৯

এই পৃথু সংব্রতমুষ্টি বরুণসদৃশ ; কারণ, ইহার প্রবেশ ও নিগমমার্গ সাধারণের অবিস্মিত, ফল-নিষ্পত্তির পূর্বে ইহার কার্য কেহ জানিতে পারিবে না, ইহার বার্য্য আতগভীরভাবে নির্বাহিত হইবে অর্থাৎ ইহার কোন্ কার্য্য কি অভিপ্রায়ে করা হইতেছে, তাহা কেহ বুঝিতে পারিবে না ; ইহার বিস্তৃত গুণভাবে রক্ষিত হইবে, ইনি অনন্ত-মাহাত্ম্যের এবং অশেষ গুণের নিলয় । ১০

ইনি বেণরূপ অরণি হইতে অনলের স্থায় উৎপন্ন হইয়াছেন, যেহেতু ইনি শত্রুগণের স্পর্শেরও অযোগ্য, ইহার পরাক্রম শত্রুগণের অসহনীয় এবং ইনি নিকটে অবস্থান করিলেও কেহ ইহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ নহে । ১১

ইনি বায়ুর সদৃশ, কারণ, ইনি গুপ্তচরদিগের দ্বারা প্রাণিগণের আন্তরিক ও বাহ্যিক কৰ্ম্মসকল অবলোকন করিয়া দেহধারিগণের অভ্যন্তরস্থ আত্মভূত বায়ুর বা অন্তর্যামীর স্থায় স্বীয় নিন্দা

ও স্তুতিতে উদাসীন হইয়া সাক্ষিরূপে অবস্থিত । ইনি ধর্ম্মরাজ যমের বৃত্তিতে অবস্থিত, কারণ, শত্রুসন্তানও যদি দণ্ডাই না হয়, তাহা হইলে ইনি তাহার দণ্ড বিধান করেন না, পরন্তু পুত্রকেও দণ্ডাই দেখিলে, ইনি তাঁহার দণ্ডবিধান-কর্ত্তা । ১২-১৩

ইহার রথ কোথাও প্রতিহত হইবে না, কারণ, ভগবান্ সূর্য্য বতদূর পর্য্যন্ত কিরণসমূহ দ্বারা উত্তাপ দান করেন, মানসাচল ব্যাপিয়া তত দূর পর্য্যন্ত তাঁহার রথের গতি থাকিবে । ১৪

এই পৃথু স্বকীয় মনোরঞ্জন কৰ্ম্ম দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করিবেন, এই কারণে প্রজারা ইহাকে “রাজা” বলিয়া সম্বোধন করিবে । ১৫

ইনি দৃঢ়ব্রত, সত্যপ্রতিজ্ঞ, ব্রাহ্মণগণের হিতাকাঙ্ক্ষী, বৃদ্ধসেবী, নিখিলপ্রাণীর রক্ষক, সকলের মানদাতা এবং দীনের প্রতি স্নেহ-পরায়ণ । ১৬

ইহার পরদারে মাতৃভূল্য ভক্তি, স্বীয় দ্রোহে অর্দ্ধাঙ্গভূল্য শ্রীতি, ইনি প্রজাগণের প্রতি পিতৃ-বৎ স্নেহবান্ এবং ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণের নিকট কিঙ্করভূল্য বশীভূত । ১৭



দেহিনামাত্মবৎ প্রেষ্ঠঃ স্নহদাং নন্দিবর্জনঃ । মুক্তসঙ্গপ্রসঙ্গোহয়ং দণ্ডপাণিরসাদুযু ॥ ১৮ ॥

অয়ন্ত সাক্ষাঙ্গগবাস্ত্রাধীশঃ কূটস্থ আত্মা কলয়াবতীর্ণঃ ।

যশ্মিন্নবিদ্যারচিতং নিরর্থকং পশুস্তি নানাত্মমপি প্রতীতম্ ॥ ১৯ ॥

অয়ং ভূত্রে মণ্ড মোদয়াদ্রেগৌষ্টৈকবীরো নরদেবনাথঃ ।

আস্থায় জৈত্রং রথমাতচাপঃ পর্যেয্যতে দক্ষিণতো যথার্কঃ ॥ ২০ ॥

অস্মৈ নৃপালাঃ কিল তত্র তত্র বলিং হরিয়াস্তি সলোকপালাঃ ।

মংস্তস্ত এষাং স্ত্রিয় আদিরাজং চক্রায়ুধং তদ্যশ উদ্ধরন্ত্যঃ ॥ ২১ ॥

অয়ং মহীং গাং দুহুহেহধিরাজঃ প্রজাপতিবৃত্তিকরঃ প্রজানাম্ ।

যো লীলয়াদ্রীন্ স্বশরাসকোটাং তিদ্দন্ সমাং গামকরো যথেষ্টঃ ॥ ২২ ॥

বিস্ফুৰ্জয়মাজগবং ধমুঃ স্বয়ং য চরৎ ক্ষামবিষহ আর্জো ।

তদা নিলিলুদিশি দিশ্যসন্তো লাঙ্গলমুদ্যম্য যথা যুগেন্দ্রঃ ॥ ২৩ ॥

এষোহশ্বমেধান শতমাজহার সবস্বতী প্রোতুরভাবি যত্র ।

অতীরষাদঘস্ত হযং পুরন্দরঃ শতক্রতুশ্চরমে বর্তমানে ॥ ২৪ ॥

ইনি দেহধারী প্রাণিমাাত্রেরই আত্মত্বলা প্রিয় এবং স্নহজনগণের আনন্দবর্জনকারী, মুক্তসঙ্গ সাধুগণের সহিত ইনি প্রকৃষ্ট রূপে সঙ্গকারী, পরন্তু যাহারা অসাধু, ইনি তাহাদিগের নিকট দণ্ডপাণি বমসদৃশ। ১৮

ইনি গুণত্রয়ের অধীশ্বর, নির্বিকার পরমাত্মারূপী সাক্ষাৎ ভগবানের অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন; ইঁহাতে অবিচ্ছিন্ন দ্বারা নানাত্মরচিত বলিয়া প্রতীত হইলেও উহা নিতান্তই নিরর্থক। ১৯

এই অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী নরদেব উদয়াদ্রি পর্য্যন্ত অখণ্ড ধরামণ্ডল রক্ষা করিবেন এবং ভিন্নমিত্ত জয়শীল রথে আরোহণ করিয়া শরাসন গ্রহণ-পূর্বক সূর্য্যের দ্বায় সকল স্থল প্রদক্ষিণ করিবেন। ২০

ইনি ঐ প্রকারে যখন তিন ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিবেন, তখন তত্তৎ স্থানের নরপতিসকল লোকপালগণের সহিত উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে উপহার করিবেন এবং এই সমস্ত নরপতির মহিলাগণ চক্রধর এই রাজার যশোগান করিতে

করিতে ইঁহাকে “আদিরাজ” বলিয়া বহুমানন করিবেন। ২১

ইনি রাজাধিরাজ হইয়া প্রজাগণের প্রজাপতির দ্বায় প্রজাগণের বৃত্তিবিধানার্থ গোদপা পৃথিবীর দোহন করিবেন আর ইন্দ্রের তুল্য অবলীলাক্রমে খনুকোটি দ্বারা পর্বত সকলের অগ্রভাগ ভগ্ন করিয়া ভংসমুদায়কে পরস্পর সমান করিয়া দিবেন। ২২

যুগেন্দ্র যেমন লাঙ্গল উচ্চ করিয়া বনে বিচরণ করে, ইনিও সেইরূপ যখন মেঘ ও গোশৃঙ্গ-নির্ম্মিত শরাসনে টঙ্কার দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ভ্রমণ করিবেন, তখন চুফগণ তাঁহার বিক্রম সঙ্ঘ করিতে না পারিয়া নানাদিকে লুকাইয়া হইবে। ২৩

বেহানে সরস্বতী নদী প্রোতুভূতা হইয়াছেন, মহারাজ পৃথু সেইখানে শত অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন, কিন্তু শেষ যজ্ঞটি সমাপ্ত হইতে না হইতে শতযজ্ঞকারী ইন্দ্রদেব ইঁহার যজ্ঞীর অশ্ব অপহরণ করিবেন। ২৪



এষ স্বসন্মোপবনে সমেত্য সনৎকুমারং ভগবন্তুমেকম্ ।

আরাধ্য ভক্ত্যালভতামলং তজ্জ্ঞানং যতো ব্রহ্ম পরং বিদন্তি ॥২৫॥

তত্র তত্র গিরস্তান্তা ইতি বিশ্রুতবিক্রমঃ । শ্রোয়ত্যাশ্রিতা গাথাঃ পৃথুঃ পৃথুপরাক্রমঃ ॥২৬॥

দিশো বিজিত্যপ্রতিরুদ্ধচক্রঃ স্বতেজসোংপাটিলোকশল্যঃ ।

সুরাসুরৈশ্চৈরুপগীয়মানমহানুভাবো ভবিতা পতিভূবঃ ॥২৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে পৃথুতবো

নাম বোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

অতঃপর মহারাজ পৃথু স্বীয় গৃহসমীপস্থ  
উপবনে অনুপম জ্ঞানযুক্ত ভগবান্ সনৎকুমারের সঙ্গ  
করিয়া ভক্তি সহকারে তাঁহার আরাধনা করিবেন,  
এবং যে জ্ঞান দ্বারা পরব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়,  
সেই শুদ্ধ নির্মল জ্ঞান লাভ করিবেন । ২৫

ইনি এই পৃথু (মহৎ) পরাক্রমশালী, ইঁহার  
বিক্রম সর্বত্র বিখ্যাত, নিজের সম্বন্ধে এই প্রকার

নানাবিধ স্তববাক্য এবং গুণগাথা সর্বত্রই শ্রবণ  
করিবেন । ২৬

ইনি দিগ্বিজয়ী হইবেন, ইঁহার আজ্ঞাচক্রে অপ্রতিহত  
হইবে, ইনি আপন তেজঃ দ্বারা লোকাদগের দুঃখ  
রূপ শল্য বিদূরিত করিয়া দিবেন । পৃথুপতি

এই পৃথু সুরাসুরৈশ্চৈরুপগণ কর্তৃক বহমানিত মহানুভব  
হইবেন । ২৭

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে বোড়শ অধ্যায় ।



## সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

এবং স ভগবান্ বৈণ্যঃ খ্যাপিতো গুণকর্ম্মভিঃ । ছন্দয়ামাস তান্ কামৈঃ প্রতিপূজ্যাভিনন্দ্য চ ॥১॥

ব্রাহ্মণপ্রমুখান্ বর্ণান্ ভূত্যাশ্রিত্যপুৰোধসঃ । পৌরান্ জানপদান্ শ্রেণীঃ প্রকৃতীঃ সমপূজয়ৎ ॥২॥

শ্রীবিহুৰ উবাচ ।

কস্মাদ্ধার গোৰূপং ধরিত্রী বহুরূপিণী । যাং ছন্দোহ পৃথুস্তত্র কো বৎসো দোহনঞ্চ কিম্ ॥৩॥

প্রকৃত্যা বিমমা দেবী কৃত্য তেন সমা কথম্ । তস্য মেধ্যং হয়ং দেবঃ কস্য হেতোরপাহরৎ ॥৪॥

সনৎকুমারাস্তগবতো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মবিদুস্তমাং ।

লব্ধ্বা জ্ঞানং সবিজ্ঞানং রাজর্ষিঃ কাং গতিং গতঃ ॥৫॥

যচ্চান্মদপি কৃষ্ণস্য ভবেন্তগবতঃ প্রভোঃ । শ্রবঃ শ্রবসঃ পুণ্যং পূর্বদেহকথাশ্রয়ম্ ॥৬॥

ভক্তায় চানুরক্তায় তব চাধোক্শজস্য চ । বক্তৃমর্হসি যোহুহুহুর্বৈণ্যরূপেণ গামিমাম্ ॥৭॥

শ্রীসূত উবাচ ।

চোদিতো বিহুরেণৈবং বাসুদেবকথাং প্রতি । প্রশস্ত তং শ্রীতমনা মৈত্রেয়ঃ প্রত্যভাষত ॥৮॥

পৃথিবীর বধার্থ পৃথুর উত্তম ও ধরণী

কর্তৃক পৃথুর স্তব

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে কুরুনন্দন বিহুর ! স্বীয় গুণ ও কর্ম্মের ঐ কর্ম্মের ঐ প্রকার স্তুতি শুনিয়া বেণাত্মজ পৃথু পরিতুষ্ট হইলেন এবং স্তোত্রগণকে বাক্য দ্বারা অভিনন্দন পূর্বক কামনামুরূপ বস্তু প্রদানে প্রতিপূজা করিয়া তাঁহা-দিগের সন্তোষ বিধান করিলেন । ১

তদনন্তর তিনি ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকলকে এবং অমাত্য ও পুরোহিতগণকে এবং জনপদবাসী তৈলিক-ভান্ডুলিকাদি সাধারণ সকলকেই যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন । ২

শ্রীবিহুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—মুনে ! মহারাজ পৃথু বাহাকে দোহন করিয়াছিলেন, সেই বহুরূপধারিণী পৃথিবী কি কারণে গো-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন ? সেই দোহনসময়ে কে বৎস হইয়াছিল এবং কে-ই বা দোহনপাত্র হইয়াছিল ? ৩

এই ধরিত্রী দেবী স্বভাবতঃই কোথাও নিম্না,

কোথাও উন্নতা, পৃথু ইহাকে কি প্রকারে সমতল করিলেন ? আর দেবরাজ ইন্দ্রই বা কি কারণে তাঁহার বজ্রীয় অশ্ব অপহরণ করিয়াছিলেন ? ৪

হে ব্রহ্মন্ ! রাজর্ষি পৃথু ব্রহ্মজ্ঞপ্রধান ভগবান্ সনৎকুমারের নিকট হইতে সবিজ্ঞান জ্ঞান লাভ করিয়া কিরূপ গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? ৫

হে দেব ! আমি আপনাকে এই বাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহা এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পৃথুরূপে অবতীর্ণ হওয়ার সম্বন্ধে যে যে পবিত্র বিবরণ আছে, তৎসমুদায় কৃপা করিয়া আমার নিকট বর্ণন করুন । হে ব্রহ্মন্ ! আমি আপনার এবং ভগবান্ অধোক্শজের ভক্ত ও অনুরক্ত শিষ্য ;—ভগবান্ই বেণতনয়রূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবী দোহন করিয়াছিলেন, তাঁহার কথা শুনিয়া আমার বড়ই শ্রদ্ধা হইতেছে । ৬-৭

শ্রীসূত কহিলেন,—বিহুরের ভগবান্ বাসুদেব-কথার প্রতি এতাদৃশ আগ্রহ দর্শনে সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া তাঁহার বাক্যের প্রশংসা করিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন । ৮



শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

যদাভিযুক্তঃ পৃথুরঙ্গ বিপ্রৈরামস্ত্রিতো জনতায়াশ্চ পালঃ ।  
 প্রজা নিরম্মে ক্ষিতিপৃষ্ঠ এত্য ক্লুৎকামদেহাঃ পতিমভ্যবোচন্ ॥৯॥  
 বয়ং রাজন্ জাঠরৈণাভিতপ্তা যথামিনা কোটরশ্চেন স্বক্কাঃ ।  
 ত্বামগ্ন যাভাঃ শরণং শরণ্যং যঃ সাধিতো বৃত্তিকরঃ পতিনঃ ॥১০॥  
 তন্মো ভবানীহতু রাতবেহ্মং ক্লুধাঙ্গিতানাং নরদেবদেব ।  
 যাবন্ন নজ্জ্যামহ উজ্জ্বিতোজ্জা বার্জাপতিস্বং কিল লোকপালঃ ॥১১॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

পৃথুঃ প্রজানাং করুণং নিশম্য পরিদেবিতম্ । দীর্ঘং দধ্যো কুরুশ্রেষ্ঠ নিমিত্তং সোহম্বপদ্যত ॥১২॥  
 ইতি ব্যবাসিতো বুদ্ধ্য। প্রগৃহীতশরাসনঃ । সন্দর্শে বিশিখঃ ভূমেঃ ক্রুদ্ধস্ত্রিপুরহা ॥১৩॥  
 প্রবেপমানা ধরণী নিশাম্যোদায়ুধঞ্চ তম্ । গোঃ সত্যপাদ্রবস্ত্রীতা মৃগীব মৃগযুক্ততা ॥১৪॥  
 তামম্বধাবৎ তদ্বৈধ্যঃ কুপিতোহত্যরুণেক্ষণঃ । শরং ধনুশি সঙ্কায় যত্র যত্র পলায়তে ॥১৫॥  
 সা দিশো বিদিশো দেবী রোদনী চাস্তরং তয়োঃ । ধাবন্তী তত্র তত্রৈনং দদর্শানুগত্যুধম্ ॥১৬॥

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে অঙ্গ ! ব্রাহ্মণেরা পৃথুরাজকে “তুমি প্রজাপালক হইলে” বলিয়া আমন্ত্রণ পূর্বক যখন রাজ্যে অভিযুক্ত করিলেন, তৎকালে ক্ষিততল অন্নহীন হওয়ায় প্রজাবর্গ ক্লুণ্ডায় ক্ষীণকলেবর হইয়া তাঁহার নিকট গমন পূর্বক কহিতে লাগিলেন । ৯

হে রাজন্ । বৃক্ষ সকল যেমন কোটরস্থ অগ্নি দ্বারা তাপিত হয়, আমরাও সেইরূপ জঠরানল দ্বারা সম্ভাপিত হইতেছি; আপনি আমাদের অন্নদাতা পতি বলিয়া সাধুগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছেন; অতএব আপনিই আমাদের শরণ্য, আমরা আপনারই শরণাগত হইলাম । ১০

হে নরদেবশ্রেষ্ঠ ! আমরা অত্যন্ত ক্লুধাতুর হইয়া পড়িয়াছি, যতক্ষণ আমরা অন্নভাবে বিনষ্ট না হই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনি অন্ন প্রদান করিয়া আমাদের রক্ষা করুন । রাজন্ । আপনি অখিল লোকের পালক এবং সকলের অন্নদাতা । ১১

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে কুরুশ্রেষ্ঠ বিহর !

পৃথু প্রজাদিগের এই প্রকার বিলাপ ও দৈগ্ধ শ্রবণ করিয়া বহুক্ষণ চিন্তা করিলেন এবং তখন তিনি প্রজাদিগের ক্রেশের হেতু বুঝিতে পারিলেন । ১২

“পৃথিবী ওমধিবীজ গ্রাস করিয়াছে” ইহা নিজ বুদ্ধিবলে নিশ্চয় করিয়া তিনি ক্রুদ্ধ ত্রিপুরারির আয় শরাসন গ্রহণ পূর্বক পৃথিবীর প্রতি শর সন্ধান করিলেন । ১৩

তাঁহাকে অঙ্গ উত্তত করিতে দেখিয়া ভীতাকম্পমানা ধরণী গোরূপ ধারণ পূর্বক ব্যাধবিতাড়িতা হরিনীর আয় পলায়নপরায়ণা হইলেন । ১৪

বেণনন্দন পৃথুও ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া শরাসনে শর সন্ধান পূর্বক ধরণী দেবা বেধানে বেধানে পলায়ন করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন । ১৫

অনন্তর ধরণী দিক্, বিদিক্, স্বর্গ, মর্ত্য এবং অন্তরীক্ষে যে কোন স্থানেই ধাবিতা হইলেন, সেই সেইখানেই উত্ততান্ন সেই পৃথুকে পশ্চাতে পশ্চাতে দেখিতে পাইলেন । ১৬



লোকে নাবিন্দিত ত্রাণং বৈণ্যামৃত্যোরিব প্রজাঃ। তস্তা তদা নিবরতে হৃদয়েন বিদ্যুতঃ ॥১৭॥  
 উবাচ চ মহাভাগঃ ধর্মজ্ঞাপন্নবৎসল। ত্রাহি মামপি ভূতানাং পালনেহবশিতোভবান্ ॥১৮॥  
 স ত্বং জিঘাংসসে কস্মাদীনাং কৃতকিঞ্চিষাম্। অহনিষ্যৎ কথং যোষাং ধর্মজ্ঞ ইতি যো মতঃ ॥১৯॥  
 প্রহরন্তি ন বৈ ত্রীষু কৃতাগঃ স্বপি জন্তবঃ। কিমুত ত্বদ্বিধা রাজন্ করুণাদোনবৎসলাঃ ॥২০॥  
 মাং বিপাট্যাজরাং নাবং যত্র বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতম্। আত্মানঞ্চ প্রজাশ্চৈমাঃ কথমন্তসি ধাত্মসি ॥২১॥  
 শ্রীপৃথুরুবাচ।

বহুধে ত্বাং বধিম্যামি মচ্ছাসনপরীক্ষুধীম্। ভাগং বর্হিমি যা বৃঙ স্তে ন তনোতি চ নো বহু ॥২২॥  
 যবসং জঙ্ঘানুদিনং নৈব দোক্ষ্যোধসং পয়ঃ। তস্তামেবং হি দুর্কীয়াং দণ্ডো নাত্র ন শাস্ততে ॥২৩॥  
 ত্বং খঙ্খোষধিবীজানি প্রাক্ সৃষ্টানি স্বয়ম্ভুবা। ন মুঞ্চস্তাত্মরুদ্ধানি মামবজ্জায় মন্দধীঃ ॥২৪॥  
 অমুযাং ক্ষুৎপরীতানামার্জীনাং পরিদেবিতম্। শময়িম্যামি মহাগৈভিষ্মায়াস্তব মেদসা ॥২৫॥  
 পুমান্ যোমিহুত ক্লীব আত্মসম্ভাবনোহধমঃ। ভূতেষু নিরনুক্রোশো নৃপাণাং তদ্বদোহবধঃ ॥২৬॥

যে রূপ মুক্ত হইতে প্রজাদের পরিত্রাণ হয় না, সেইরূপ বেণতনয় পৃথু হইতে স্বীয় পরিত্রাণের কোনও উপায় না দেখিতে পাইয়া ভীত ও দুঃখিত চিত্তে পলায়নকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন। ১৭

অনন্তর ভীতা ধরণী মহাভাগ পৃথুকে কহিলেন—হে ধর্মজ্ঞ! হে শরণাগতরক্ষক! আপনি প্রাণীদিগের পালনকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন, অতএব আমাকেও রক্ষা করুন। ১৮

সকলে আপনাকে ধার্মিক বলিয়া জানে, অতএব আপনি এই দানা নিরপরাধাকে কি কারণে হত্যা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? আপনি কি প্রকারে ত্রীহত্যা করিবেন? ১৯

হে রাজন্! আপনার শ্যায় করুণহৃদয় দীনবৎসল ব্যক্তির কথা দূরে থাকুক, স্ত্রীলোক অপরাধ করিলে সাধারণ ব্যক্তিরও তাহাদিগকে প্রহার করে না। ২০

আমাতোই এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত, আমিই ইহার সৃষ্ট নোকাশরূপ, আমাকে বিদীর্ণ করিয়া জল-রাশির উপরে আপনি কি প্রকারে নিজেকে এবং প্রজাবর্গকে ধারণ করিবেন? ২১

পৃথু ইহা শুনিয়া কহিলেন,—বহুধে! যেহেতু তুমি আমার শাসন গ্রাহ্য কর নাই, এই জন্য আমি তোমাকে বধ করিব; কি আশ্চর্য্য! তুমি দেবতারূপে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেছ, অথচ আমাদিগকে ধন-ধাত্মাদি প্রদান করিতেছ না। ২২

যে গাভী প্রতিদিন তৃণ ভক্ষণ করে, অথচ কিছুমাত্র দুগ্ধ দান করে না, সেই দুর্কীর প্রতি দণ্ডবিধান করা কি উচিত নহে? ২৩

স্বস্তু ত্রেক্ষা সৃষ্টির প্রারম্ভে যে সকল ওষধি-বীজ সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎসমুদায়ই তুমি আপনার অভ্যস্তরে অপরূপ করিয়া রাখিয়াছ, মন্দমতি তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া সে সকলকে ত্যাগ করিতেছ না। ২৪

অতএব আমি আমার বাণের দ্বারা তোমায় ভিন্ন করিব এবং তোমার মেদের দ্বারা এই সকল ক্ষুধাতুর আর্ন্ত প্রজাগণের বিলাপ শান্তি করিব। ২৫

যে ব্যক্তি প্রাণিমাতে নির্দয়, আত্মস্তর এবং অধম, সে পুরুষই হউক বা স্ত্রীই হউক বা ক্লীবই হউক, তাহাকে বধ করিলে নৃপতিগণের হত্যার পাতক হয় না। ২৬



হাং স্তকাং দুৰ্ম্মদাং নীহা মায়াগাং তিলশঃ শরৈঃ । আত্মবোঁগবলেনেমা ধারয়িষ্যাম্যহং প্রজাঃ ॥২৭॥  
এবং মন্যুময়ীং মূর্তিঃ কৃতান্তমিব বিভ্রতম্ । প্রণতা প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ মমী সঞ্জাতবেপথুঃ ॥২৮॥  
শ্রীপৃথিব্যবাচ ।

নমঃ পরশ্চৈ পুরুষায় মায়ায়া বিন্যস্তনানাতনবে গুণাত্মনে ।  
নমঃ স্বরূপানুভবেন নির্দুতদ্রব্যক্রিয়াকারকবিভ্রমোৰ্ম্ময়ে ॥২৯॥  
যেনাহমায়াতনং বিনির্ম্মিতা ধাত্রো যতোহয়ং গুণসর্গসংগ্রহঃ ।  
স এব মাং হস্তমুদায়ুধঃ স্বরাড়ুপস্থিতোহন্যং শরণং কমাশ্রয়ে ॥৩০॥  
য এতদাদাবস্জচ্চরাচরং স্বমায়য়াত্মাশ্রয়য়াবিতর্কয়া ।  
তথৈব সোহয়ং কিল গোপ্তুমুদাতঃ কথং নু মাং ধর্ম্মপরো জিহ্বাসতি ॥৩১॥  
নুনং বতেশশ্চ সমীহিতং জনৈস্তন্মায়য়া দুর্জয়য়াহকৃতাত্মভিঃ ।  
ন লক্ষ্যতে যন্তকরোদকারদ্যোহনেক একঃ পরতশ্চ ঐশ্বরঃ ॥৩২॥  
সর্গাদি যোহস্থানুরূপান্নি শক্তিভিদ্ৰব্যক্রিয়াকারকচেতনাত্মভিঃ ।  
তশ্চৈ সমুন্নতনিরুদ্ধশক্তয়ে নমঃ পরশ্চৈ পুরুষায় বেধসে ॥৩৩॥

কপট গোরূপিণী দুৰ্ম্মদা, উদ্ধতস্বভাবা তোমাকে  
বাণ দ্বারা তিল তিল করিয়া খণ্ড বিখণ্ড করিব,  
পরে নিজ বোঁগবলে আমি নিজেই এই সকল প্রজা  
ধারণ করিব । কৃতান্তের জায় মহারাজ পৃথু, এইরূপ  
ক্রোধময় মূর্তি ধারণ করিয়া ঐরূপ কহিলে পৃথিবী  
ভয়ে কম্পমানা হইয়া প্রণতিপূরঃসর বন্ধাঞ্জলি-  
সহকারে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন । ২৭-২৮

শ্রীপৃথিবী কহিলেন—যিনি মায়া দ্বারা নানা  
ভনু রচনা করিয়া গুণময়রূপে প্রতীয়মান হন,  
কিন্তু বস্তৃতঃ যিনি আপনার স্বরূপ অনুভব হেতু দ্রব্য-  
ক্রিয়া-কারক-অহঙ্কার ও তন্নিমিত্ত রাগ ঘেষ হইতে  
যুক্ত, আমি সেই পরম পুরুষকে নমস্কার করি । ২৯

যে বিধাতা আমাকে জীবসবলের বাসস্থান-  
রূপে সৃষ্টি করায় আমি চতুর্দিক জীবাত্মক গুণ-  
ময় সৃষ্টির আধারভূতা হইয়াছি, সেই স্বেচ্ছাময়  
পুরুষই যদি অন্ত উত্তোলন করিয়া এক্ষণে আমাকে  
সংহার করিতে উদ্ভত হন, তবে আমি আর কোন  
রক্ষকের আশ্রয় গ্রহণ করিব ? ৩০

যে ভগবান্ সৃষ্টির আদিতে আপনাতে আশ্রিত  
স্বীয় অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি  
করিয়াছেন, এবং যিনি সেই অচিন্ত্য শক্তির দ্বারাই  
আবার এই পৃথু রূপে স্বসৃষ্ট বিশ্বের রক্ষণে উদ্ভত,  
সেই ধর্ম্মপালক পুরুষ আবার কি প্রকারে আমাকে  
বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ? ৩১

অহো ! এই ঐশ্বরের দুর্জয় মায়া দ্বারা বাহ্যরা  
বিক্ষিপ্তচিত্ত, তাহাদিগের পক্ষে তাঁহার অভিপ্রায় অতি  
দুর্জয়ের । সেই ঐশ্বর স্বতন্ত্র হইয়াও স্বয়ং ব্রহ্মাকে  
উৎপাদন করেন, এবং ব্রহ্মা দ্বারা এই চরাচর জগৎ  
নির্মাণ করান—তিনি স্বরূপতঃ এক হইয়াও তাঁহার  
অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা অনেক হইয়া থাকেন । ৩২

যিনি আপনার শক্তিস্বরূপ ইন্দ্রিয়, দেবতা,  
বুদ্ধি, অহঙ্কার ইত্যাদি মহাভূতের দ্বারা এই বিশ্বের  
সৃজন, পালন ও লয় করিতেছেন, বাঁহার ঐ শক্তি  
সকল নিরন্তর বুদ্ধিশীল ও পরস্পরের বিরোধী,  
আমি সেই পরমপুরুষ বিধাতাকে নমস্কার  
করি । ৩৩

বিশ্বাস্তি—অরাযুজ মহাব্যাধি, অণুজ-পক্ষী প্রভৃতি, যেদজ ক্ষুদ্র কীটাদি, উদ্ভিদ বৃক্ষাদি এই চতুর্দিক গুণময় সৃষ্টি । ৩০



স বৈ ভবানাভ্রবিনির্মিতং জগদ্ভূতেন্দ্রিয়াস্তঃকরণাস্থকং বিভো ।  
 সংস্থাপয়িষ্যম্ভজ মাং, রসাতলাদভ্যুজ্জহারাস্তম আদিশুকরঃ ॥ ৩৪ ॥  
 অপামুপস্বে ময়ি নাব্যবস্থিতাঃ প্রজা ভবানন্ত রিরক্ষিষুঃ কিল ।  
 স বীরমূর্তিঃ সমভূক্তরাধরো যো মাং পয়হ্যগ্রশরো জিবাংসসি ॥ ৩৫ ॥  
 নুনং জনৈরীহিতমীশ্বরীগামস্যদ্বিধৈস্তদুগ্ধসর্গমায়য়া ।  
 ন জায়তে মোহিতচিত্তবদ্র্যভিস্তেভ্যো নমো বীরযশস্করেভ্যঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াম্ বৈরাগিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
 পৃথুচরিতে ধরানিগ্রহো নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

হে বিভো ! হে অজ ! যিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি  
 করিয়াছেন, আপনি সেই পুরুষ, আপনি স্বনির্মিত  
 ভূত, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণস্বরূপ এই চরাচর  
 জগৎকে আমার উপরে সম্যক্রূপে স্থাপন  
 করিবার জন্য আমাকে আদিশূকর রূপ ধারণ করিয়া  
 জলময় রসাতল হইতে উদ্ধার করেন। ৩৪

আপনিই সেই ধরাধর বরাহমূর্তি, দেব !  
 আমি জলের উপরে নৌকাস্বরূপ হইয়া আছি,  
 আমার উপরি অবস্থিত এই সমস্ত প্রজাপালন  
 বাসনায় আপনি সম্প্রতি বীরমূর্তি পৃথুরূপে

অবতীর্ণ হইয়াছেন, হে প্রভো ! আপনি এক্ষণে  
 দুষ্কের নিমিত্ত তীক্ষ্ণ শর দ্বারা আমাকে বধ করিতে  
 উদ্ভূত হইয়াছেন, ইহা বড়ই বিষয়ের বিষয়। ৩৫

হে প্রভো ! ঈশ্বরের গুণময় সৃষ্টিরূপা মায়া  
 দ্বারা অস্মদ্বিধজনের চিত্তবদ্র্য মোহপ্রাপ্ত হইয়াছে,  
 স্মৃতরাং ঈশ্বরের কথা দূরে থাক, আমরা ঈশ্বরানুরক্ত  
 ভক্তগণের কার্য্যও অনুমান করিতে সমর্থ নহি;  
 ভক্তগণ কর্তৃক জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির যশোবৃদ্ধি হইয়া  
 থাকে, অতএব পরমেশ্বরের শ্রায় আমি তাঁহাদিগকেও  
 নমস্কার করি। ৩৬

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায় ।



## অষ্টাদশ অধ্যায়

ত্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

ইথং পৃথুমভিষ্ঠুয় রুধা প্রস্কুরিতাধরম্ । পুনরাহাবনির্ভীতা সংস্তভ্যাত্মানমান্বনা ॥১॥  
 সংনিযচ্ছাভিভো মন্যুং নিবোধ প্রাবিতঞ্চ মে । সর্বতঃ সারমাদন্তে যথা মধুকরো বুধঃ ॥২॥  
 অস্মি'ল্লোকেহথবামুগ্মিন্ মুনিভিস্তদ্বদর্শিভিঃ । দৃষ্টা যোগাঃ প্রযুক্তাশ্চ পুংসাং শ্রেয়ঃপ্রসিদ্ধয়ে ॥৩॥  
 তানাতিষ্ঠতি যঃ সম্যগুপায়ান্ পূর্বদর্শিতান্ । অবরঃ শ্রদ্ধয়োপেত উপেয়ান্ বিন্দতেহঞ্জসা ॥৪॥  
 তাননাদৃত্য যো বিদ্বানর্থানারভতে স্বয়ম্ । তস্য ব্যভিচরস্ত্যর্থী আরদ্ধাশ্চ পুনঃপুনঃ ॥৫॥  
 পুরা সৃষ্টা হোষধয়ো ব্রহ্মণা যা বিশাম্পতে । ভুজ্যমানা ময়া দৃষ্টা অসন্তিরধ্বতত্রৈতৈঃ ॥৬॥  
 অপালিতানাদৃতা চ ভবন্তিলোকপালকৈঃ । চৌরীভূতেহথ লোকেহং যজ্ঞার্থেহগ্রসমোষধীঃ ॥৭॥  
 নুনং তা বীরুধঃ ক্লীণা ময়ি কালেন ভূয়সা । তত্র দৃষ্টেন যোগেন ভবানাদাতুমহীতি ॥৮॥  
 বৎসং কল্পয় মে বীর যেনাহং বৎসলা তব । ধোক্ষ্যে ক্ষীরময়ান্ কামাননুরূপঞ্চ দোহনম্ ॥৯॥  
 দোদ্ধারঞ্চ মহাবাহো ভূতানাং ভূতভাবন্ । অমমীপ্সিতমূর্জ্জ্বলন্তগবান্ বাঞ্ছতে যদি ॥১০॥

ধেনুরূপা অবনীর দোহন

ত্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিহর ! ক্রোধ নিবন্ধন পৃথুর গুণপুট কম্পিত হইতেছিল দেখিয়া ভীতা ধরিত্রী পূর্বোক্ত প্রকারে তাঁহার স্তব করিয়া চিত্তসংযম পূর্বক কহিতে লাগিলেন । ১

হে দেব ! ক্রোধ সম্বরণ করুন । আমাকে অভয় প্রদান করুন । আমার বাক্য শ্রবণ করুন । পণ্ডিত ব্যক্তি মধুকরের জায় সর্ব বস্তু হইতে সার গ্রহণ করিয়া থাকেন । তদ্বদর্শী মুনিগণ ইহ এবং পরলোকে লোকদিগের পুণ্যার্থসিদ্ধির জন্ত নানা উপায়ের নির্ণয় ও প্রয়োগ করিয়া থাকেন । ২-৩

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাশ্রিত হইয়া পূর্বতন মুনিগণের প্রদর্শিত উপায় সম্যক্রূপে অনুষ্ঠান করে, সে অর্বাচীন হইলেও অনায়াসে ফলশান্তে সমর্থ হয় । ৪

কিন্তু সেই সকল উপায়ে অনাদর করিয়া পণ্ডিত ব্যক্তিও যদি কোন বিষয় আরম্ভ করেন, তবে তাঁহারও সে বিষয় সফল হয় না, যতবার আরম্ভ করেন, ততবারই বিফল হয় । ৫

হে মহারাজ ! পূর্বে ব্রহ্মা আমার পৃষ্ঠে যে সকল ত্রীহি-মুখাদি ও ওষধি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আমি দেখিলাম, অত্রাধারী দুষ্ক লোকেই সে সকল ভোগ করিতেছে । ৬

আপনার জায় লোকপালেরা চৌরাদি নিবারণের দ্বারা আমার পালন এবং যজ্ঞাদির দ্বারা আমার আদর করেন নাই ; প্রায় সকল লোকই চৌর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া আমি উত্তরকালে যজ্ঞার্থ সেই সকল ওষধি গ্রাস করিয়াছি । ৭

যে সকল ওষধি দীর্ঘকাল আমার উদর মধ্যে থাকায় নিশ্চয়ই ক্ষণ হইয়াছে, অতএব প্রসিদ্ধ উপায় প্রয়োগ করিয়া আপনার ঐ সকল ওষধি আমার নিকট হইতে গ্রহণ করা উচিত হইতেছে । ৮

হে বীর ! হে মহাবাহো ! হে ভুবনপালক ! আপনি যদি প্রাণীদিগের অতীপ্সিত বলপ্রদ অন্ন বাঞ্ছা করেন, তাহা হইতে গোরূপা আমার অনুরূপ বৎস, দোহনপাত্র ও দোদ্ধা স্থির করুন, তাহাতে আমি বৎসবতী হইয়া আপনার বাসনানুরূপ ক্ষীরময় অন্ন প্রদান করিতে পারিব । ৯-১০



সমাঞ্চ কুরু মাং রাজন্ দেববৃষ্টং যথা পয়ঃ । অপৰ্তাবপি ভদ্রং তে উপাবৰ্তেত মে বিভো ॥১১॥  
 ইতি প্রিয়হিতং বাক্যং ভুব আদায়, ভূপতিঃ । বৎসং কৃত্বা মনুং পাণাবহুহং সকলৌষধীঃ ॥১২॥  
 তথাপরে চ সৰ্বত্র সারমাদদতে বুধাঃ । ততোহন্তে চ যথাকামং দুহুহুঃ পৃথুভাবিতাম্ ॥১৩॥  
 ঋষয়ো দুহুহুর্দেবৌমিত্রিয়েষথ সন্তমাঃ । বৎসং বৃহস্পতিং কৃত্বা পয়শ্চন্দোময়ং শুচি ॥১৪॥  
 কৃত্বা বৎসং সুরগণা ইন্দ্রং সোমমদুহুহুঃ । হিরণ্যয়েন পাত্রেণ বীৰ্য্যমোজো বলং পয়ঃ ॥১৫॥  
 দৈতেয়া দানবা বৎসং প্রহ্লাদমসুরর্ষভম্ । বিধায় দুহুহুঃ ক্ষীরময়ঃপাত্রে সুরাসবম্ ॥১৬॥  
 গন্ধৰ্ব্বাপ্সরসোহধুক্ষন্ পাত্রে পদ্মময়ে পয়ঃ । বৎসং বিশ্বাবস্তং কৃত্বা গন্ধং মধু সৌভগম্ ॥১৭॥  
 বৎসেন পিতরৌহর্য্যাম্না কব্যং ক্ষীরমধুকৃত । আমপাত্রে মহাভাগ শ্রদ্ধয়া শ্রাদ্ধদেবতাঃ ॥১৮॥  
 প্রকল্য বৎসং কপিলং সিদ্ধাঃ সঙ্কল্পনাময়ীম্ । সিদ্ধিং নভসি বিভ্রাঞ্চ যে চ বিভ্রাধরাদয়ঃ ॥১৯॥  
 অন্তে চ মায়িনো মায়ামস্তর্কানাদুতান্ননাম্ । ময়ং প্রকল্য বৎসস্তে দুহুহুর্ধারণাময়ীম্ ॥২০॥  
 যক্ষরক্ষাংসি ভূতানি পিশাচাঃ পিশিতাশনাঃ । ভূতেশবৎসা দুহুহুঃ কপালে ক্ষতজাসবম্ ॥২১॥  
 তথাহয়ো দন্দশূকাঃ সর্পা নাগাশ্চ তক্ষকম্ । বিধায় বৎসং দুহুহুর্বিপপাত্রে বিষং পয়ঃ ॥২২॥

হে বিভো ! হে রাজন্ ! আমাকে একপভাবে সমতল করুন, যাহাতে বর্ষা ঋতু অপগত হইলেও ইন্দ্রদেববনিত জল আমার সর্বত্র সমান ভাবে থাকিতে পারে, তাহা হইলে আপনার মঙ্গল হইবে । ১১

ভূপতি পৃথু পৃথিবীর এই সমস্ত প্রিয় অর্থ হিত বাক্য গ্রহণ পূর্বক স্বায়ত্ত্বব মনুকে বৎস করিয়া পাণিপাত্রে সকল ওষধি দোহন করিলেন । ১২

অগ্ন্যাগ্ন পশুতেরাও সর্বত্র এই সার বাক্য গ্রহণ করিলেন এবং পৃথুর দোহনের পর পৃথুর বশীভূতা পৃথিবীকে ঋষিগণপ্রমুখ অগ্ন্যাগ্ন সকলে স্ব স্ব বাসনানুসার দোহন করিতে লাগিলেন । ১৩

মহাজাগণের শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ ও বৃহস্পতিকৈ বৎস কল্পনা করিয়া ইন্দ্রিয়রূপ পাত্রে পৃথিবী হইতে পবিত্র বেদরূপ দুগ্ধ দোহন করিলেন । ১৪

দেবগণ ইন্দ্রকে বৎস করিয়া হিরণ্য পাত্রে অমৃত মনঃশক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি এবং দেহশক্তিময় দুগ্ধ দোহন করিলেন । দৈত্য ও দানবগণ অসুরশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদকে বৎস করিয়া লৌহপাত্রে সুরা ও আসবরূপ দুগ্ধ দোহন করিলেন । ১৫-১৬

গন্ধর্ব ও অপ্সরাসকল বিশ্বাবস্তকে বৎস করিয়া পদ্মময় পাত্রে মধুময় গন্ধর্ববিভ্রা বা সঙ্গীত এবং সৌন্দর্য্য রূপ দুগ্ধ দোহন করিলেন । ১৭

হে মহাভাগ বিহর ! শ্রাদ্ধদেবতা এবং পিতৃগণও অর্ঘ্যামাকে বৎস করিয়া অপক মৃন্ময় পাত্রে শ্রাদ্ধ-সহকারে কব্য অর্থাৎ পিতৃগণের অন্নরূপ দুগ্ধ দোহন করিলেন । সিদ্ধগণ কপিলদেবকে বৎস করিয়া অগ্নিমাди সিদ্ধি এবং বিভ্রাধরগণ আকাশরূপ পাত্রে খেচরহাদি বিভ্রা দোহন করিলেন । ১৮-১৯

অগ্ন্যাগ্ন কিম্পুরুষাদি মায়াবিগণ “ময়” নামক দানবকে বৎস কল্পনা করিয়া সেই আকাশ রূপ পাত্রে সঙ্কল্পমাত্রপ্রভবা অন্তর্কানশক্তিরূপা মায়াদোহন করিলেন । যক্ষ-রাক্ষস-পিশাচাদি মাংসাশিগণ ভগবান্ রুদ্রকে বৎস করিয়া কপাল পাত্রে রুধিররূপ আসব দোহন করিলেন । ২০-২১

তদনন্তর অহি অর্থাৎ ফণাহীন সর্প, বৃশ্চিকাদি এবং ফণায়ুক্ত সর্পগণ ও নাগগণ তক্ষককে বৎস কল্পনা করিয়া মুথরূপ পাত্রে বিষময় দুগ্ধ দোহন করিলেন । ২২



পশবো যবসং ক্ষীরং বৎসং কৃৎস্না চ গোরুশ্বম্ । অরণ্যপাত্রে চাধুক্শ্চ যুগেদ্রেণ চ দংষ্টিণঃ ॥২৩॥  
 ক্রব্যাদাঃ প্রাণিনঃ ক্রব্যং দুহুহুঃ স্বকলেবরে । স্থপর্ণবৎসা বিহগাশ্চরক্ষাচরমেব চ ॥২৪॥  
 বটবৎসাশ্চ তরবঃ পৃথগ্রসময়ং পয়ঃ । গিরয়ো হিমবদ্বৎসানান ধাতুন্ স্বসানুযু ॥২৫॥  
 সর্বৈ স্বমুখ্যবৎসেন স্বে স্বে পাত্রে পৃথক্ পয়ঃ । সর্বকামদুঘাং পৃথ্বীং দুহুহুঃ পৃথুভাবিতাম্ ॥২৬॥  
 এবং পৃথ্বাদয়ঃ পৃথ্বীমন্মাদাঃ স্বম্মমাত্মনঃ । দোহবৎসাদিভেদেন ক্ষীরভেদং কুরুত্বহ ॥২৭॥  
 ততো মহীপতিঃ প্রীতঃ সর্বকামদুঘাং পৃথুঃ । দুহিত্বৈ চকারেমাং প্রেম্না দুহিত্ববৎসলঃ ॥২৮॥  
 চূর্ণয়ংশ্চ ধনুক্ষোট্যা গিরিকূটানি রাজরাট্ । ভূমণ্ডলমিদং বৈণ্যঃ প্রায়শ্চক্রে সমং বিভুঃ ॥২৯॥  
 অথাস্মিন্ ভগবান্ বৈণ্যঃ প্রজানাং বৃত্তিদং পিতা । নিবাসান্ কল্পয়াঞ্চক্রে তত্র তত্র যথার্থিতঃ ॥৩০॥  
 গ্রামান্ পুরঃ পত্তনানি দুর্গানি বিবিধানি চ । ঘোষান্ ব্রজান্ শশিবিরানাকরান্ খেটখর্বটান্ ॥৩১॥  
 প্রাক্ পৃথোরিহ নৈবৈষা পুরগ্রামাদিকল্পনা । যথাস্থং বসন্তি স্ম তত্র তত্রাকুতোভীরাঃ ॥৩২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
 পৃথ্বীদোহো নামাষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

গো ও অশ্বপ্রমুখ পশুগণ রক্তবাহন  
 বুধভকে বৎস করিয়া অরণ্যরূপ পাত্রে তৃণময়  
 দুগ্ধ দোহন করিল এবং তিন্দ্র দন্তবিশিষ্ট মাংসালী  
 পশুগণ সিংহকে বৎস করিয়া কলেবর রূপ পাত্রে  
 মাংসরূপ দুগ্ধ দোহন করিল এবং পক্ষিকুল  
 গরুড়কে বৎস করিয়া নিজ দেহরূপ পাত্রে কীটাদি  
 ও ফল শস্তাদি রূপ দুগ্ধ দোহন করিল । ২৩-২৪

পাদপকুল বটবৃক্ষকে বৎস করিয়া ভিন্ন ভিন্ন  
 রসময় দুগ্ধ দোহন করিয়া লইল । ভূধরসমূহ  
 হিমালয়কে বৎস করিয়া স্বীয় অনুরূপ পাত্রে  
 বিবিধ ধাতুময় দুগ্ধ দোহন করিল । ২৫

সকলেই স্ব স্ব জাতির প্রধান ব্যক্তিকে বৎস  
 কল্পনা করিয়া পৃথুর বশীভূতা সর্বকামপ্রসবিনী পৃথিবী  
 হইতে স্ব স্ব পাত্রে পৃথক্ পৃথক্ বস্তুরূপ দুগ্ধ দোহন  
 করিয়া লইয়াছিল । এই প্রকারে পৃথুপ্রমুখ অন্নভোজী  
 জীব সকল এই পৃথিবী হইতে বৎস-পাত্রাদিভেদে  
 স্ব স্ব অভীষ্ট অন্ন দোহন করিয়া লইলেন । ২৬-২৭

দোহনকার্য্য সমাধা হইলে পৃথু পৃথিবীর প্রতি  
 সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং দুহিত্ববৎসল্য  
 প্রদর্শন পূর্বক সর্বকামদোক্ষী ঐ পৃথিবীকে  
 স্নেহবশতঃ দুহিত্বরূপে বরণ করিলেন । ২৯

প্রবলপরাক্রম বেণতনয় রাজরাজ পৃথু, স্বীয়  
 ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা পর্বতশৃঙ্গ সকল চূর্ণ করিয়া  
 পৃথিবীকে প্রায় সমতল করিলেন । ২৯

অনন্তর প্রজাবর্গের অন্নপ্রদাতা স্তুতরাং পিতৃ-  
 স্বরূপ বেণনন্দন পৃথু, এই ভূমণ্ডলে যে স্থান বাহার  
 উপযুক্ত, সেই সেই স্থানে তাহার জন্ম যথোপযুক্ত  
 বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন । ৩০

তাহাতে গ্রাম, পুর, পত্তন বিবিধ দুর্গ, ঘোষ-  
 পল্লী, ব্রজ, শিবির, আকর, খেট, খর্বট সকল নির্মিত  
 হইল । পৃথুর পূর্ব্বে এই ধরণীমণ্ডলে এ প্রকার  
 পুর-গ্রামাদির সংস্থান ছিল না । এক্ষণে প্রজা  
 সকল স্ব স্ব স্থানে নির্ভয়ে ও পরম সুখে বাস  
 করিতে লাগিল । ৩১-৩২

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায় ।



## একোনিংশ অধ্যায়

ত্রিমৈত্রেয় উবাচ ।

অথাদীক্ষত রাজর্ষির্হয়মেধশতেন সঃ । ব্রহ্মাবর্তে মনোঃ ক্ষেত্রে যত্র প্রাচী সরস্বতী ॥১॥

তদভিপ্রেত্য ভগবান্ কস্মাতিশয়মাত্মনঃ । শতক্রতূর্ন ময়ুযে পৃথোর্বজ্রমহোৎসবম্ ॥২॥

যত্র যজ্ঞপতিঃ সাক্ষাৎভগবান্ হরিরীশ্বরঃ । অম্বভূয়ত সর্বাত্মা সর্বলোকগুরুঃ প্রভুঃ ॥৩॥

অস্থিতো ব্রহ্মশর্ক্বাভ্যাং লোকপালৈঃ সহানুগৈঃ ।

উপগীয়মানো গন্ধর্ক্বৈর্মুনিভিষ্চাপ্সরোগণৈঃ ॥৪॥

সিদ্ধা বিদ্যাধরা দৈত্য্য দানবা গুহ্যকাদয়ঃ । সুনন্দনন্দপ্রমুখাঃ পার্শ্বদপ্রবরা হরেঃ ॥৫॥

কপিলো নারদো দত্তো যোগেশাঃ সনকাদয়ঃ । তমদ্বায়ুর্ভাগবতা য়ে চ তৎসেবনোৎস্রকাঃ ॥৬॥

যত্র ধর্ম্মদুঘা ভূমিঃ সর্বকামদুঘা সতী । দোন্ধি স্মাভীপ্সিতানর্থান্ যজমানস্য ভারত ॥৭॥

উহঃ সর্ববরগান্ নতঃ ক্ষীরদধ্যায়গোরসান্ । তরবো স্তূরিবর্জাণাঃ প্রাসূয়ন্ত মধুচ্যুতঃ ॥৮॥

সিদ্ধবো রত্ননিকরান্ গিরয়োহম্মং চতুর্বিধম্ । উপায়নরূপাজহুঃ সর্বলোকাঃ সপালকাঃ ॥৯॥

ইতি চাধোক্কেজেশস্য পৃথোস্তৎ পরমোদয়ম্ । অসূয়ন্ ভগবানিন্দ্রঃ প্রতিঘাতমচীকরং ॥১০॥

ব্রহ্মার পৃথুকে ইন্দ্রবধে নিবারণ

ত্রিমৈত্রেয় কহিলেন—হে বিদ্বর ! অনন্তর পৃথু মনুর ক্ষেত্র ব্রহ্মাবর্তদেশে যে স্থানে সরস্বতী নদী পূর্বদিকে প্রবাহিতা হইয়াছেন, সেই স্থলে শত অশ্বমেধের অনুষ্ঠানের জন্য দীক্ষিত হইলেন । ১

ভগবান্ শতক্রতু এই ব্যাপার অবগত হইয়া উহাতে স্বীয় শতাশ্বমেধ যজ্ঞকে অতিক্রম করিবে বুঝিয়া তাহা সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না । ২

সেই যজ্ঞে সর্বাত্মা সর্বলোকগুরু যজ্ঞেশ্বর প্রভু ত্রিহরি সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়াছিলেন । বিরিকি, শিবও তাঁহার সহিত বর্তমান ছিলেন এবং মূনিগণ, গন্ধর্বগণ ও অঙ্গরাসকল স্ব স্ব অমুচরবর্গ ও লোকপালগণের সহিত উপস্থিত হইয়া সেই যজ্ঞে ভগবানের বশোদ্ধীর্ঘন করেন । ৩-৪

সিদ্ধ, বিদ্যাধর, দৈত্য, দানব ও গুহ্যক সুনন্দ-নন্দ প্রভৃতি যোগেশ্বরগণ এবং অশ্বাশ্ব

ত্রিহরির পাদদোত্তমগণ, কপিল, নারদ, দত্তাত্রেয় ও সনকাদি মহাভাগবত এবং বাঁহারা ভগবানের সেবায় সদা সমুৎসুক, তাঁহারা সকলেই ঐ যজ্ঞ-স্থলে আগমন করিলেন । ৫-৬

হে ভারত ! সেই যজ্ঞে সর্বকামদর্শী যজ্ঞভূমি ধেমুরূপা হইয়া যজমান পৃথুকে সর্বপ্রকার অভিনবিত কাম্যবস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন । ৭

তত্রত্য নদীসকল ঃক্ষুদ্রাকাদির সমস্ত রস বহন করিল এবং প্রকাণ্ড মধুস্রাবী পাদপকুল হইতে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, তক্র, এবং বাবকাদি স্নান প্রসূত হইয়াছিল । সিদ্ধসকল রত্নরাজি, পর্বত সকল চর্ক্যা, চূড়, লেহ, পেয় এই চতুর্বিধ খাদ্যসামগ্রী এবং লোকপালগণের সহিত লোক সকল নানাবিধ উপহার প্রদান করিয়াছিলেন । ৮-৯

ভগবান্ অধোক্কেজের সেবক মহারাজা পৃথু এইরূপ অভ্যুদয় দর্শন করিয়া অনুয়ার বশবর্তী হইয়া ভগবান্ ইন্দ্র সেই যজ্ঞে বাধা প্রদান করিলেন । ১০



চরমেণাশ্বমেধেন যজ্ঞমানে যজ্ঞপতিম্ । বৈণ্যে যজ্ঞপশুং স্পর্দ্ধমপোবাহ তিরোহিতঃ ॥১১॥  
 তমত্রিভুগবানৈক্ষৎ ত্বরমাণং বিহায়সা । আনুজ্ঞমিব পাষণ্ডং যৌহধর্ম্যে ধর্ম্যবিভ্রমঃ ॥১২॥  
 অত্রিণা চোদিতো হস্তঃ পৃথুপুঞ্জো মহারথঃ । অশ্বধাবত সংক্রুদ্ধস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাত্রবীৎ ॥১৩॥  
 তং তাদৃশাকৃতিং বীক্ষ্য মেনে ধর্ম্যং শরীরিণম্ । জটিলং ভস্মনাচ্ছন্নং তস্মৈ বাণং ন যুঞ্চতি ॥১৪॥  
 বধাম্নিবৃত্তং তং ভূয়ো হস্তবেহত্রিরচোদয়ৎ । জহি যজ্ঞহনং তাত মহেশ্বরং বিবুধাধমম্ ॥১৫॥  
 এবং বৈণ্যাস্ততঃ প্রোক্তস্ত্বরমাণং বিহায়সা । অশ্বদ্রবদতিক্রুদ্ধো গৃধ্রাডিব রাবণম্ ॥১৬॥  
 সোহশ্বং রূপঞ্চ তদ্ধিত্বা তস্মা অন্তহিতঃ স্বরাট্ । বীরঃ স্বপশুমাদায় পিতৃযজ্ঞমুপেয়িবান্ ॥১৭॥  
 তৎ তস্ম চাত্তুতং কস্ম বিচক্ষ্য পরমর্ষয়ঃ । নামধেয়ং দদুস্তস্মৈ বিজিতাশ্ব ইতি প্রভো ॥১৮॥  
 উপসৃজ্য তমস্তীত্রং জহারাশ্বং পুনর্হরিঃ । চমাল-যুপতশ্ছম্মো হিরণ্যরসনং বিভুঃ ॥১৯॥  
 অত্রিঃ সন্দর্শয়ামাস ত্বরমাণং বিহায়সা । কপালখটাঙ্গধরং বীরো নৈনমধাবত ॥ ২০ ॥

বেণনন্দন পৃথু যখন শেষ অশ্বমেধের দ্বারা যজ্ঞপতি ভগবান বিষ্ণুর অর্চনা করেন, সেই সময় ইন্দ্র ছদ্মবেশে জগ্যাবশতঃ যজ্ঞপশুটি চুরি করিয়া লইয়া গেলেন । ১১

ভগবান অত্রি দেখিতে পাইলেন যে, ইন্দ্র পাষণ্ডবেশের বস্ত্র ধারণ করিয়া লোকের অধর্ম্মে ধর্ম্মভ্রম জন্মাইয়া আকাশপথে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছেন । ১২

অত্রি ঋষি ইহা দেখিয়া মহারথ পৃথু-পুঞ্জকে উৎসাহিত করিলে পৃথুতনয় বিশেষরূপে ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন এবং “ধাক্ ধাক্” এই কথা বলিতে লাগিলেন । ১৩

ইন্দ্রের আকৃতি দেখিয়া রাজকুমার ভাবিলেন, ইনি বুঝি শরীরধারী ধর্ম্ম, কারণ, ইঁহাকে জটীধারী ও ভস্মাচ্ছন্ন দেখিতেছি, সেইজন্য তিনি দেবরাজের প্রতি বাণ পরিত্যাগ না করিয়াই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন । ১৪

অত্রি পৃথুপুঞ্জকে ইন্দ্রবধে নিবৃত্ত দেখিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে শত্রুবিনাশের জন্য উৎসাহিত করিয়া কহিলেন, হে বৎস ! তোমার পিতার

যজ্ঞবিনাশকারী এই দেবধম মহেশ্বরকে বিনাশ কর । ১৫

পক্ষিরাজ জটায়ু যেমন রাবণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ মহর্ষি অত্রির এই বাক্য শুনয়া তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং আকাশপথে পলায়মান ইন্দ্রের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন । ১৬

তখন ইন্দ্র সেই পাষণ্ডবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক যজ্ঞপশুকে রাখিয়া অন্তহিত হইলেন । মহাবীর পৃথুপুঞ্জ স্বীয় পশু অশ্ব গ্রহণপূর্ব্বক পিতার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন । ১৭

হে প্রভো ! মহর্ষিগণ পৃথুপুঞ্জের এইরূপ অদ্ভুত কার্য্য দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে “বিজিতাশ্ব” এই নাম প্রদান করিলেন । ১৮

সেই অশ্ব যুপকাষ্ঠের অগ্রভাগে আবদ্ধ ছিল, সেই পরাক্রান্ত ইন্দ্র ঘোর অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া শৃঙ্খলসহ সেই অশ্বটিকে পুনর্ব্বার হরণ করিয়া লইলেন । ১৯

পুনর্ব্বার অশ্বহরণপুরঃসর আকাশে পলায়মান ইন্দ্রকে অত্রি পৃথুপুঞ্জকে দেখাইয়া দিলেন—বীর পৃথুপুঞ্জ কপাল-খটাঙ্গধর সেই ইন্দ্রের আর অশু-সরণ করিলেন না । ২০



অত্রিণা চোদিতস্ত্যৈ সন্দেহে বিশিখং রুমা ।

সোহং রূপঞ্চ তদ্বিত্বা তস্মা অন্তর্হিতঃ স্বরাট্ ॥২॥

বীরশাশ্বতপাদায় পিতৃষষ্ঠমথাত্রজৎ । তদবগং হরে রূপং জগৎস্বর্গান্নর্কবলাঃ ॥২২॥

যানি রূপাণি জগৃহে ইন্দ্রো হয়জিহীর্ষয়া । তানি পাপস্ত যশানি লিঙ্গং যশুমিহোচ্যতে ॥২৩॥

এবমিন্দ্রে হরত্যখং বৈণ্যযজ্ঞজিঘাংসয়া । তদগৃহীতবিসৃষ্টেষু পানশেষু মতিন্ৰাণাম্ ॥২৪॥

ধর্ম ইতু্যপধর্মেষু নয়রক্তপটাদিষু । প্রায়েণ সজ্জতে ভ্রাস্ত্র্যা পেশলেষু চ বাগ্মিষু ॥২৫॥

তদভিজ্ঞায় ভগবান্ পৃথুঃ পৃথুপরাক্রমঃ । ইন্দ্রায় কুপিতো বাণমাদতোত্তকার্শ্মকঃ ॥২৬॥

তদ্বিজ্ঞঃ শক্রবধাভিসন্ধিতঃ বিচক্ষ্য দুশ্প্রেক্ষ্যমসহরংহসন্ ।

নিবারয়ামাস্তুরহো মহামতে ন যুধ্যতেহত্রানুবধঃ প্রচোদিতাৎ ॥২৭॥

বয়ং মরুত্বন্তুমিহার্থনাশনং ভ্রম্যামহে ত্বচ্চবসা হতদ্বিবন্ ।

অযাতযামোপহবৈরনস্তরং প্রসহ রাজন্ জুহবাম তেহহিতম্ ॥২৮॥

অনস্তর অত্রি কর্তৃক প্রণোদিত হইয়া তিনি ইন্দ্রের প্রতি ঋতর শর নিক্ষেপ করিলেন—তখন আভিলষিত রূপ গ্রহণে সমর্থ ইন্দ্র সেই অশ্ব ও সেই রূপ পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন । ২১

তখন মহাবীর পৃথুনয় অশ্ব গ্রহণ করিয়া পুনরায় পিতার যজ্ঞস্থলে সমাগত হইলেন । মন্দ-বুদ্ধিগণ ইন্দ্রের সেই পরিত্যক্ত নিন্দিত রূপ গ্রহণ করিল । ২২

ইন্দ্র অশ্ব অপহরণ করিবার জন্ত যে সকল কপট বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই সমস্তই পাপের “বণ্ড” বলিয়া বিখ্যাত—এস্থলে “বণ্ড” অর্থে লিঙ্গ বা চিহ্ন বুঝিতে হইবে—অর্থাৎ এই সকল বেশ “পাবণ্ড বেশ” বলিয়া নামে নিন্দিত । ২৩

পৃথুর যজ্ঞে বিঘ্ন জন্মাইবার জন্ত ইন্দ্র অশ্ব অপহরণ করিবার জন্ত যে যে বেশ গ্রহণপূর্বক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সেই রূপে ক্রমে মনুষ্যগণের মতি হইল । ২৪

এ সকল দিগম্বর ও কাব্যবস্ত্রধারী উপধর্ম্মাব-

লম্বিগণের আপাততঃ রমণীয় হেতুবাদে মানব-গণের মতি উহাতে ধর্ম্মভ্রমে আসক্ত হইয়া থাকে । ২৫

এই সকল ব্যাপার যখন নিপুল পরাক্রম মহারাজ পৃথুর গোচর হইল, তখন তিনি ইন্দ্রের প্রতি কুপিত হইলেন এবং ধনু উত্তত করিয়া শর-সন্ধানের উপক্রম করিলেন । ২৬

যজ্ঞস্থলে যে সকল ঋত্বিক যজ্ঞ করিতেছিলেন, তাঁহারা পৃথুকে ইন্দ্রবধার্থ ক্রোধে কম্পমান দেখিয়া নিবারণপূর্বক কহিলেন—মহারাজ ! এ সময় শাস্ত্রবিহিত পশুবধ ভিন্ন অন্য কিছু বধ করা আপনার উচিত নহে । ২৭

হে রাজন্ ! যে ইন্দ্র আপনার যজ্ঞ নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত, আপনার কীৰ্ত্তি দ্বারাই তাহার প্রভাব বিনষ্ট হইয়াছে । আমরা আপনার যজ্ঞবিন্ধকারী ইন্দ্রকে অহতবীৰ্য্য আহ্বানমন্ত্র দ্বারা এই যজ্ঞশালায় আহ্বান করিয়া উহাকে বলপূর্বক অগ্নিতে হোম করিব । ২৮

বিস্তৃতি—টীকাকারগণ এখানে নয় শব্দে দিগম্বরাদি জৈন সম্প্রদায়, রক্তবস্ত্রধারী বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্প্রদায় এবং

আদি শব্দে বিংশ শ্লোকের উদ্ধৃতি নরকপাল ও খট্টাবধারী কাপালিকাদি উপসম্প্রদায় এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ২৯



ইত্যামন্ত্র্য ক্রতুপতিং বিদুরাস্ত্রিজো রুশা । অগ্ন্যস্তান্ জুহ্বতোহভ্যোত্য স্বয়ম্ভুঃ প্রত্যবেধত ॥২৯॥  
ন বধ্যো ভবতামিন্দ্রো যদ্যজ্ঞো ভগবন্তনুঃ । যং জিবাংসথ যজ্ঞেন যন্তেষ্ঠাস্তনবঃ সুরাঃ ॥৩০॥  
তদিদং পশ্যত মহাক্ষম্যাতিকরং দ্বিজাঃ । ইন্দ্রেণানুষ্ঠিতং রাজ্ঞঃ কশ্মৈতদ্বিজিবাংসতা ॥৩১॥

পৃথুকীৰ্ত্তেঃ পৃথোভূয়াং তর্হে'কোনশতক্রতুঃ ।

অনং তে ক্রতুভিঃ স্মিকৈর্ষম্ভবান্ মোক্ষধর্মবিৎ ॥৩২॥

নৈবাত্মনে মহেন্দ্রায় রোষমাহর্তুমহসি । উভাবপি হি ভদ্রং ত উত্তমঃশ্লোকবিগ্রহৌ ॥৩৩॥

মাশ্বিন্ মহারাজ কৃথাঃ স্ম চিন্তাং নিশাময়াস্মদ্বচ আদৃতাত্মা ।

যজ্ঞায়তো দৈবহতং নু কর্তুং মনোহতিরুক্তং বিশতে তমোহঙ্কম্ ॥৩৪॥

ক্রতুবিরমতামেষ দেবেষু দুর্বগ্রহঃ । ধর্মব্যতিকরো যত্র পাষণ্ডৈরিন্দ্রনির্মিতৈঃ ॥৩৫॥

এতিরিন্দ্রোপসংস্রষ্টৈঃ পাষণ্ডৈর্হারিভির্জনম্ । হ্রিয়মাণং বিচক্রে'নং যন্তে যজ্ঞধ্বংসকৃৎ ॥৩৬॥

ভবান্ পরিত্রাতুমিহাবতীর্ণো ধর্মং জনানাং সময়ানুরূপম্ ।

বেণাপচারাদবলুপ্তমগ্ন তদ্দেহতো বিষ্ণুকলাহসি বৈণ্য ॥৩৭॥

হে বিদুর ! পৃথুর ঋত্বিকগণ এই প্রকার মন্ত্রণা করিয়া ক্রোধভরে হোমপাত্র হস্তে ধারণপূর্বক যজ্ঞপতিকে আক্রমণ করিয়া হোম করিতে উদ্যত হইলেই, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা স্বয়ং সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া কহিলেন । ২৯

হে ঋত্বিকগণ ! তোমরা যজ্ঞে আছতি দিয়া তাঁহাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, যজ্ঞ দ্বারা পূজিত সমস্ত দেবতা তাঁহার দেহ, তাঁহার একটি নাম যজ্ঞ, তিনি ভগবানেরই একটি অবতার সূতরাং সেই ইন্দ্রকে বধ করা তোমাদের উচিত নহে । ৩০

হে দ্বিজগণ ! দেখ মহারাজ পৃথুর যজ্ঞ বিনাশ করিবার বাসনায় এই ইন্দ্র কত দূর ধর্মব্যতিকর কার্য্য করিয়াছেন । ৩১

অতএব বিপুলকীর্ত্তি পৃথুর একোনশতটি যজ্ঞই হউক । অতঃপর তিনি মহারাজ পৃথুকে বলিলেন—আপনিও মোক্ষধর্মবিৎ সূতরাং আপনার কাম্য যজ্ঞাদির সমাক্ অনুষ্ঠানে প্রয়োজন কি । ৩২

আপনার আত্মতুল্য মহেন্দ্রের প্রতি ক্রোধ উচিত নহে ; কারণ, আপনি এবং ইন্দ্র উভয়েই

উত্তমঃশ্লোক ভগবানের অবতার, অতএব আপনার মঙ্গল হউক । ৩৩

হে মহারাজ ! অবহিত হইয়া আমার কথা শ্রবণ করুন । এই যজ্ঞবিঘ্ন বিষয়ে আপনি শার চিন্তা করিবেন না । দৈব দ্বারা বিনষ্ট যে ধর্ম, তাহা করিবার নিমিত্ত যে ব্যক্তি চিন্তা করে, তাহার মন অতিশয় রুদ্ধ হইয়া মোহান্বিতাবে নিমজ্জিত হইয়া থাকে । ৩৪

এই যজ্ঞ নিবৃত্ত হউক ; দেবতাগণের মধ্যে ইন্দ্রকে নিবারণ করা চূঃসাধ্য । আপনার যজ্ঞে ইন্দ্র-নির্মিত পাষণ্ডবেশের দ্বারা ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে । ৩৫

দেখুন, আপনার যজ্ঞবিধ্যকারী অশ্বাপহারক ইন্দ্র যে সকল পাষণ্ডবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই পাষণ্ডগণ মনুষ্যগণের চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছেন । ৩৬

বেণের অশ্বাচরণে মনুষ্যগণের কালোপযোগী ধর্ম বিনষ্ট হইয়াছিল, আপনি সেই ধর্মের উদ্ধারের জন্ত অধুনা বিষ্ণুর অংশে বেণের দেহ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন । ৩৭



স ত্বং বিশ্বশাস্তা ভবং প্রজাপতে সঙ্কল্পনং বিশ্বসৃজ্যং পিপীপুহি ।

ঐন্দ্রীক মায়াযুগধর্ম্মমাতরং প্রচণ্ডপামগুপথং প্রভো ভহি ॥৫৮॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

ইথং স লোকগুরুণা সমাদিষ্টো বিশাম্পতিঃ । তথাচ কৃত্বা বাৎসল্যং মমোনাপি চ সন্দধে ॥৫৯॥

কৃতাবভুথস্মানায় পৃথবে ভূরিকর্মাণে । বরান্ দত্ত্বেষ্টে বরদা যে তদ্বহিষি তর্পিতাঃ ॥৬০॥

বিপ্রাঃ সত্যশিষস্তৃতাঃ শ্রদ্ধয়া লব্ধদক্ষিণাঃ । আশিষো যুযুজুঃ কন্তুরাদিরাজায় সংকৃতাঃ ॥৬১॥

ত্বয়াহুতা মহাবাহো সর্ব্ব এব সমাগতাঃ । পূজিতা দানমানাভ্যাং পিতৃদেবর্ষিমানবাঃ ॥৬২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াম্ বৈষ্ণবিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে

পৃথুবিজয়ে একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

হে প্রজাপতে ! এই বিশেষ উপাস্তি বিচার পূজিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে বর প্রদান করিয়া আপনি যে বিশ্বস্রষ্টা ঋষিগণের দ্বারা উপাস্ত করিলেন, ৪০

হইয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্কল্প পূর্ণ করুন। এই যে হে বিদূর ! যে সকল ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ প্রচণ্ড পামগুপথ, ইহা উপধর্ম্মের প্রসূতি ইন্দ্রের অব্যর্থ, তাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত দক্ষিণা প্রাপ্ত হইয়া মায়া—ইহাকে খবিলম্বে নাশ করুন। ৩৮

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—লোকগুরু ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া মহারাজা পৃথু যজ্ঞ পরিচাল্য করিয়া ইন্দ্রের প্রতি বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করায় ইন্দ্রের সহিত তাঁহার বন্ধু হইল। ৩৯

তদনন্তর ভূরিকর্মা পৃথু যজ্ঞান্তস্মান করিলেন, তখন যে সকল দেবতা ও ঋষিগণ তাঁহার যজ্ঞে হইয়াছেন। ৪২

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে একোনবিংশ অধ্যায়ঃ ।



## বিংশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

ভগবানপি বৈকুণ্ঠঃ সাকং মঘবতা বিভুঃ । যজৈর্ঘজ্জপতিস্তুষ্ঠো যজ্ঞভুক্ তমভামত ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

এষ তেহকারনীদৃঙ্গং হয়মেধশতশ্চ হ । ক্ষমাপয়ত আগ্নানমমুষ্য ক্ষন্তুমহিসি ॥ ২ ॥

সুধিয়ঃ সাধবো লোকে নরদেব নরোত্তমাঃ । নাভিভ্রহস্তি ভূতেভ্যো যর্হি নাত্মা কলেবরম্ ॥ ৩ ॥

পুরুষা যদি মুহুস্তি স্বাদৃশা দেবমায়য়া । শ্রম এব পরং জাতো দীর্ঘয়া বৃদ্ধসেবয়া ॥ ৪ ॥

অতঃ কায়মিগং বিদ্বানবিজ্ঞাকামকর্ম্মভিঃ । আরক ইতি নৈবাগ্নিন্ প্রতিবুদ্ধোহনুষজ্জতে ॥ ৫ ॥

অসংসক্তঃ শরীরেহশ্মিন্নমুনোৎপাদিতে গৃহে । অপত্যে দ্রবিণে বাপি কঃ কুর্য্যাম্মমতাং বুধঃ ॥ ৬ ॥

একঃ শুদ্ধঃ স্বয়ংজ্যোতির্নিগুণোহসৌ গুণাশ্রয়ঃ । সর্বগোহনাবৃতঃ সাক্ষী নিরাভ্যাত্মানঃ পরঃ ॥ ৭ ॥

য এবং সন্তুমান্নান্নাত্মস্বং বেদ পুরুষঃ । নাজ্যতে প্রকৃতিস্হোহপি তদগুণৈঃ স ময়ি স্থিতঃ ॥ ৮ ॥

পৃথুকে ভগবান্ বিষ্ণুর উপদেশ দান .

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞভুক্ শ্রীভগবান্ও পৃথুর যজ্ঞে পরিভুক্ত হইয়া ইন্দ্ৰের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন । ১

শ্রীভগবান্ কহিলেন—এই ইন্দ্র তোমার এক শত অশ্বমেধের বিঘ্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে ইনি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব ইহাকে ক্ষমা করা তোমার উচিত । ২.

হে নরদেব । এই জগতে যে সকল ব্যক্তি স্ববুদ্ধি, সাধু ও প্রধান, তাঁহারা প্রাণিহিংসা করেন না, যেহেতু তাঁহারা জানেন যে, এই দেহ আত্মা নহে । ৩

তোমার স্থায় পুরুষেরাও যদি দেবমায়ায় মুগ্ধ

হন, তবে তোমাদের দীর্ঘকাল বৃদ্ধসেবা কেবল শ্রম মাত্র । ৪

বিদ্বান্ ব্যক্তি এই দেহকে অবিজ্ঞা, কাম এবং কর্ম্ম দ্বারা রচিত বলিয়া জানেন, সুতরাং তাঁহাদের এই দেহে আসক্তি হয় না । ৫

যিনি এই দেহে অনাসক্ত, সেই পণ্ডিত ব্যক্তি ইহা দ্বারা সমুৎপন্ন গৃহ, সম্পদ এবং পুজাদিতে মমতা করিবেন কেন ? ৬

এই আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন । আত্মা এক, শুদ্ধ, স্বপ্রকাশ, নিগুণ, গুণের আধার সর্বব্যাপী ও সর্বত্র অনাবৃত, সাক্ষিস্বরূপ ও আগ্নাস্তরহিত কিন্তু দেহ রূপ নহে । ৭

সেই দেহস্থিত আত্মাকে যিনি জানিতে পারেন, তিনি দেহধারী হইলেও দেহের বিকার দ্বারা লিপ্ত হন না ; কারণ, তিনি আমাতেই অবস্থিত । ৮

বিস্তৃতি—এই শ্লোকে পরমাত্মার যে গুণগুলি বলা হইয়াছে, তাহার দ্বারাই পরমাত্মার সহিত জীবের ও দেহের যে নয় প্রকার বৈলক্ষণ্য, তাহা দেখান হইয়াছে । বর্ণা—পরমাত্মা এক, প্রত্যুত জীব ও দেহ অনেক ; পরমাত্মা শুদ্ধ, দেহ অপরিশুদ্ধ, পরমাত্মা স্বপ্রকাশ ; দেহ অন্ধ, পরমাত্মা নিগুণ অর্থাৎ গুণাতীত ; দেহ প্রাকৃত

গুণময়, পরমাত্মা সমস্ত গুণের আধার—দেহ গুণের অধীন, পরমাত্মা সর্বব্যাপী—দেহ পরিচ্ছিন্ন, পরমাত্মা অনাবৃত—দেহ গেহাদি বস্তুর দ্বারা আবৃত, পরমাত্মা দ্রষ্টা কিন্তু দেহ অচেতন, পরমাত্মার সমান বা তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, কিন্তু দেহ পরমাত্মার অধীন । ৭



যঃ স্বধর্মেণ মাং নিত্যং নিরাণীঃ শ্রদ্ধয়াষিতঃ । ভজতে শনৈকৈস্তস্য মনো রাজন্ প্রসীদতি ॥৯॥  
পরিত্যক্তগুণঃ সম্যগদর্শনো বিশদাশয়ঃ । শান্তিঃ মে সমবস্থানং ব্রহ্মকৈবল্যমগ্নুতে ॥১০॥

উদাসীনমিবাধ্যক্ষং দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মনাম্ ।

কূটস্থগিমমাত্মানং ধো বেদাশ্লোতি সৌভবম্ ॥১১॥

ভিন্নস্ত লিঙ্গস্ত গুণপ্রবাহো দ্রব্যক্রিয়াকারকচেতনাত্মনঃ ।

দৃষ্টান্ত সম্পৎস্ত বিপৎস্ত সূর্যো ন বিক্রিয়ন্তে ময়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ ॥১২॥

সমঃ সমানোত্তমমধ্যমাদমঃ স্থখে চ দুঃখে চ জিতেন্দ্রিয়াশয়ঃ ।

ময়োপকৃষ্টাখিললোকসংযুতো বিৎস্ত বীরাখিললোকরক্ষণম্ ॥১৩॥

শ্রেয়ঃ প্রজাপালনমেব রাজ্ঞো যৎ সাম্প্রদায়িকৃত্যং যষ্ঠমংশম্ ।

হতান্তথা হতপুণ্যঃ প্রজানামরক্ষিতা করহারোহিৎগতি ॥১৪॥

এবং দ্বিজাগ্র্যানুমতানুব্রতধর্মপ্রধানোহন্ততমোহবিতান্তাঃ ।

হৃদেন কালেন গৃহোপযাতান্ দ্রষ্টাদি সিদ্ধাননুরক্তলোকঃ ॥১৫॥

যিনি নিকাম ও শ্রদ্ধাযিত হইয়া স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা সর্বদা আমার ভজনা করেন, তাঁহারই মন ক্রমে ক্রমে প্রসন্ন হয় । ৯

মন প্রসন্ন হইলেই গুণ হইতে মুক্ত হইয়া সে ব্যক্তি ভবদর্শী হয় । তখন সে আমার উদাসীন-রূপে অবস্থানরূপ ব্রহ্মকৈবল্য নামধেয় পরম শান্তি অনুভব করিতে থাকে । ১০

আজ্ঞা কূটস্থ অর্থাৎ নির্বিকার, এই আজ্ঞাকে যিনি দেহ, জ্ঞান, কর্ম্ম, ইন্দ্রিয় এবং মনের অধ্যক্ষরূপে অনুভব করেন, তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন । ১১

এসকল জ্ঞানী ব্যক্তির অন্তঃকরণে এইরূপ বোধ উদ্ভিত হয় যে, লিঙ্গশরীর—দ্রব্য, ক্রিয়া, কারক এবং চেতনাময়, ঐ দেহেরই সংসারভোগ হইয়া থাকে ; সম্পদে-বা বিপদে তাঁহাদের কোনও বিকার হয় না ; কারণ, ঐ বিবেচকগণ আমাতে সৌজন্ত বন্ধন করিয়া নিশ্চল হইয়া অবস্থান করেন । ১২

হে রাজন্ । তুমিও জ্ঞানী ; অতএব তুমি স্বখদুঃখকে সমান ও উত্তম, মধ্যম, অধমে সমবুদ্ধি

হইয়া ইন্দ্রিয় ও মন জয়পূর্বক প্রজা পালন কর এবং আমি তোমার জগৎ অমাত্যাদি যে সকল পার্শদ স্থির করিয়া রাখিয়াছি, তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত লোকের রক্ষার ব্যবস্থা কর । ১৩

প্রজাপালনই রাজ্য বা পক্ষে শ্রেয়স্কর, প্রজারা যে সকল পুণ্যানুষ্ঠান করেন, পরলোকে রাজা তাহার যষ্ঠাংশ ভোগ করেন, যিনি রাজা হইয়া প্রজাপালন না করেন, প্রজারা তাঁহার পুণ্য হরণ করিয়া লয় এবং তিনি প্রজাদিগের নিকট হইতে যে কর গ্রহণ করেন, তাহাতে কেবল তাঁহার প্রজাবর্গের প্ৰাণ ভোজন করা হয় । ১৪

তুমি যদি ব্রাহ্মণগণের অনুমোদিত ও পারম্পর্য্য-ক্রমে আগত এই ধর্ম্মকেই প্রধান ও অর্থ-কামকে প্রাসঙ্গিক বোধ কর এবং এই ধর্ম্মে অনুরাগ প্রকাশ পূর্বক অনাসক্তভাবে প্রজাপালন কর, তাহা হইলে প্রজাগণ তোমার প্রতি অনুরক্ত হইবেন এবং অল্প-কালমধ্যেই তুমি সনকাদি সিদ্ধগণকে স্বীয় গৃহে উপস্থিত দেখিতে পাইবে । ১৫



বরঞ্চ মৎ কঞ্চন মানবেন্দ্র বণীষ তেহং গুণশীলযন্তিতঃ ।

নাহং মথৈবৈ স্তলভক্তপোভিষোগেন বা যৎ সমচিন্তবর্তী ॥১৬॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

স ইথং লোকগুরুণা বিষয়েনেন বিশ্বজিৎ । অনুশাসিত আদেশাং শিরসা জগৃহে হরেঃ ॥১৭॥

স্পৃশন্তঃ পাদয়োঃ প্রেন্না ব্রীড়িতং স্নেন কর্মণা । শতক্রতুং পরিষজ্য বিদ্বেষং বিসমর্জ্য হ ॥১৮॥

ভগবানথি বিশ্বাত্মা পৃথুনোপহৃতার্হাঃ । সমুজ্জ্বহানয়া ভক্ত্যা গৃহীত রণাস্বভঃ ॥১৯॥

প্রস্থানান্ভিমুখোহপ্যেনমনুগ্রহবিলম্বিতঃ । পশ্যন্ পদ্মপলাশাকো ন প্রতস্থে স্তূহং সতাম্ ॥২০॥

স আদিরাজো রচিতাঞ্জলিহরিং বিলোকিতুং নাশকদক্ষলোচনঃ ।

ন কিঞ্চনোবাচ স বাস্পবিক্রবো হৃদোপগুহ্যামুমধাদবস্থিতঃ ॥২১॥

অধাবমুজ্যাক্ষকলা বিলোকয়ন্নতৃপ্তদৃগুগোচরমাহ পুরুষম্ ।

পদা স্পৃশন্তঃ ক্ষিতিমংস উন্নতে বিম্বস্তহস্তা গ্রমূরঙ্গবিদ্বিগঃ ॥২২॥

হে মানবেন্দ্র ! আমি তোমার সদৃশ ও সংস্কার দ্বারা বশীভূত হইয়াছি, অতএব তুমি আমার নিকট কোন বর প্রার্থনা কর। যজ্ঞ অথবা তপস্তা কিংবা যোগ দ্বারা আমি সহজপ্রাপ্য নহি, যাঁহাদের চিন্তাবৈষম্যরহিত, আমি তাঁহাদেরই সহজ প্রাপ্য। ১৬

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—বিভূর ! বিশ্ববিজয়ী পৃথু লোকগুরু ভগবান্ শ্রীহরি কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া তাঁহাব আজ্ঞা মস্তক দ্বারা গ্রহণ করিলেন। ১৭

ঐ সময়ে ইন্দ্র স্বীয় কৃত কর্মের জন্ত লজ্জিত হইয়া পৃথুর পাদযুগল স্পর্শ করিলেন। তখন পৃথু মহারাজ প্রেমবশতঃ তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্বক তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিলেন। ১৮

বিশ্বাত্মা ভগবান্ শ্রীহরির পূজা করিবার জন্ত মহারাজ পৃথু বিবিধ উপচার সংগ্রহ করিলেন এবং ক্রমশঃ বর্দ্ধমান ভক্তিযোগে তাঁহার চরণকমল বন্দনা করিলেন। ১৯

এইরূপে গৃহীতচরণ পদ্মপলাশলোচন সজ্জন-সুজং ভগবান্ গমনে উত্তত হইলেও রাজার প্রতি অনুগ্রহ নিবন্ধন শীঘ্র প্রস্থান করিতে পারিলেন না; পরন্তু তাঁহাব দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২০

তখন আদিরাজ পৃথু শ্রীহরিকে স্তব করিবার জন্ত কৃতাজলি হইলেন, কিন্তু আনন্দাশ্রু দ্বারা তাঁহার লোচনদ্বয় পরিপূর্ণ হওয়াতে তিনি তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিলেন না এবং বাস্পোদগম হওয়াতে কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ায় তাঁহার কথা কহিবারও শক্তি রহিল না, সুতরাং তিনি ভূকীভাবে অবস্থিত থাকিয়া হৃদয় দ্বারা শ্রীহরিকে আলিঙ্গন পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২১

অতঃপর তিনি চক্ষুর জল মুছিয়া শ্রীহরির প্রতি অতৃপ্তলোচনে চাহিয়া দেখিতে গাইলেন—শ্রীহরি আপনার চরণ দ্বারা ভূমি স্পর্শ পূর্বক গরুড়ের উন্নত স্বর্গে হস্তাগ্র বিম্বস্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন; তখন তিনি সেই পুরুষকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন। ২২



শ্রীপুরুষাচ ।

বরান্ বিভো ত্বদ্বরদেশ্বরাদবুধঃ কথং বৃণীতে গুণবিক্রিয়াত্মনাম্ ।  
 যে নারকাণামপি সন্তি দেহিনাং তানীশ কৈবল্যপতে বৃণে ন চ ॥২৩॥  
 ন কাম্যো নাথ তদপ্যহং কচিৎ যত্র যুজ্ঞাচ্চরণান্মুজাগবঃ ।  
 মহত্তমাস্তুর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো বিধৎস্ব কর্ণায়ুতমেঘ মে বরঃ ॥২৪॥  
 স উত্তমঃশ্লোক মহান্মুখচ্যুতো ভবৎপদাভ্যোজ্জ্বলাকর্ণানিলঃ ।  
 স্মৃতিং পুনবিস্মৃততত্ত্ববর্ত্তনাং কুমোগিনাং নো বিতরতালং বরৈঃ ॥২৫॥  
 যশঃ শিবং সুশ্রব আর্ধ্যসঙ্গমে যদৃচ্ছয়া চোপশৃণোতি তে স ॥২৬॥  
 কথং গুণভো বিরমোদনা পশুং শ্রীর্ষং প্রবলে গুণসংগ্রহেচ্ছয়া ॥২৬॥  
 অথাভজে ত্রাখিলপুরুষোত্তমং গুণালয়ং পদ্মকবেব লালসঃ ।  
 অপ্যাবনোরেকপাতিস্পৃধোঃ কালার্ন স্মাতং কৃতত্বচ্চরণৈকতানয়োঃ ॥২৭॥  
 জগজ্জনন্যাং জগদীশ বৈশং স্মাদেব যৎকস্মিণি নঃ সগৌহিতম্ ।  
 করোষি ফল্লপ্যুরু দীনবৎসলঃ স এব ধিক্ষ্যাহভিরতস্ত্র কিং তয়া ॥২৮॥

শ্রীপূর্ন কহিলেন হে বিভো ! যে সকল দেবতা বরপ্রদ, আপনি তাঁহাদেবও ঐশ্বর্য, আপনার নিকট হইতে বিবেকী ব্যক্তি কি দেহীর বিলাসভোগ্য বর প্রার্থনা করিতে পারে ? এই সকল ভোগ্য বস্তু নারকদিগেরও আছে, অতএব হে কৈবল্যপতে ! আমার এই সকল বরে প্রয়োজন নাই । ২৩

হে নাথ ! মোক্ষপদেও যদি সাধু পুরুষদিগের বদন মধুকরচ্যুত চবণাস্থজের মধু পাইবার আশা না থাকে, তবে এই কৈবলাপদও আমি কখন প্রার্থনা করি না ; প্রাণ ভবিয়া যাহাতে আপনার যশঃ শ্রবণ করিতে পারি, তজ্জগু আমাকে অশ্রু বর্ষা প্রদান করুন, আমি এই বর প্রার্থনা করি । ২৪

হে উত্তমঃশ্লোক ! আপনার চরণপদ্মের কর্ণামাত্র মধু বহন করিয়া যে বায়ু মহাব্যক্তিগণের মুখ হইতে নির্গত হয়, তাহা কুমোগিগণেরও পুনরায় তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন করিয়া থাকে । অতএব আমার আর অশ্রু বরে প্রয়োজন কি ? ২৫

হে মজ্জলকীর্ত্তে ! যে ব্যক্তি মহাজনগণের সঙ্গে আপনার মজ্জলপ্রদ যশঃ একবারও কোন প্রকারে

শ্রবণ করেন, তিনি যদি পশু না হইয়া গুণজ্ঞ হন, তবে তিনি আর তাহা হইতে বিরত হইতে পারেন না, কারণ, লক্ষ্মীদেবীও সমস্তগুণ সংগ্রহ করিবার ইচ্ছায় আপনার যশঃশ্রবণকেই একান্তরূপে আশ্রয় করিয়াছেন । ২৬

লক্ষ্মীর শ্রায় সমুৎসুক হইয়া আমিও আপনার ভজনা করিব, আপনি পুরুষোত্তম ও সর্বগুণালয়, হে নাথ ! কমলা ও আমি আমরা উভয়ে এক পতি আপনাব কামনা করিব এবং উভয়েই আপনার পদারবিন্দে মনকে একভাবে নিগুহ্ন রাখিব, তাহাতে আমাদের পরস্পরের মধ্যে ত বিরোধ উপস্থিত হইবে না ? ২৭

হে জগদীশ ! জগজ্জননী লক্ষ্মীর কার্যে যখন আমার ঐকান্তিক আগ্রহ হইতেছে, তখন তাঁহার সাহিত আমার বিরোধ হওয়ারই সম্ভাবনা । কিন্তু আপনি দীনবৎসল, আপনি ভক্তগণের কৃত কার্য্য অল্প হইলেও বহু বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন, আর আপনি যখন পরমানন্দরূপ স স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন, সুতরাং লক্ষ্মীকেও আপনার প্রয়োজন কি ? ২৮



ভজন্ত্যথ ত্বামত এব সাধবো ব্যদন্তমায়াগুণবিভ্রমোদয়ম্ ।  
 ভবৎপদানুস্মরণাদৃতে সতাং নিমিত্তমশ্রুতগবন্ ন বিদ্যহে ॥২৯॥  
 মন্যে গিরং তে জগতাং বিমোহিনীং বরং বৃণীষ্যেতি ভজন্তুমাখ যৎ ।  
 বাচা নু তন্ত্রা যদি তে জনোহসিতঃ কথং পুনঃ কৰ্ম্ম করোতি মোহিতঃ ॥৩০॥  
 তন্মায়য়াহ্কা জন ঈশ খণ্ডিতো যদনুদাশাস্ত ঋতাত্মনোহবুধঃ ।  
 যথার্চরেদ্বালহিতং পিতা স্ময়ং তথা ত্বমেবাহঁসি নঃ সমীহিতুম্ ॥৩১॥

শ্রীমৈবেয উবাচ ।

ইত্যাদিরাঞ্জন নুতঃ স বিশ্বদৃক্ তমাহ রাজন্ ময়ি ভক্তিরস্ত তে ।

• দিক্ষ্যেদৃশী ধীর্ময়ি তে কৃতা যয়া মায়াং মদীয়াং ভরতি স্ম দ্বস্তরাম্ ॥৩২॥

তৎ ত্বং কুরু ময়াদিষ্টমপ্রমত্তঃ প্রজাপতে । মদাদেশকরো লোকঃ সর্বত্রাপ্রোতি শোভনম্ ॥৩৩॥  
 ইতি বৈণ্যস্ত রাজর্ষেঃ প্রতিনন্দ্যার্থবদ্বচঃ । পূজিতোহনুগৃহীত্বৈনং গন্তুং চক্রেহচ্যুতোমতিম্ ॥৩৪॥  
 দেবষিপিভৃগন্ধর্ব্ব-সিন্ধুচারণপন্নগাঃ । কিমরাশ্রসো মর্ত্যাঃ খগা ভূতান্মনেকশঃ ॥৩৫॥  
 যজ্ঞেশ্বরধিয়া রাজ্ঞা বাণ্ডিভাঞ্জলিভক্তিতঃ । সভাজিতা যযুঃ সর্বৈ বৈকুণ্ঠানুগতান্ততঃ ॥৩৬॥

হে ভগবন্ ! আপনি দীনবৎসল মায়াগুণের  
 যে সকল কার্য্য, তাহা আপনাকে নাই বলিয়া সাধু  
 ব্যক্তিগণ জ্ঞানোদয়ের পরও আপনার ভজনা  
 করিয়া থাকেন—তাঁহাদের ঐ প্রকার সেবায় আপ-  
 নার চবণকমলের স্মরণ ভিন্ন অশ্রু কোনও প্রকার  
 প্রয়োজন দেখিতে পাই না। আপনি “বর প্রার্থনা  
 কর” —এই যে একটি কথা বলিয়াছেন, তাহা জগতের  
 মোহকারিণী। কারণ, আপনার বাক্যকণ রজ্জু  
 দ্বারা জনগণ বদ্ধ না হইলে হইলে কি ফলপ্রাপ্ত্যশায়  
 মুগ্ধ হইয়া কি পুনঃপুনঃ কৰ্ম্ম করিত ? ২৯-৩০

হে ঈশ ! অজ্ঞ মনুষ্য আপনার মায়াব দ্বারা  
 নিশ্চিৎ এই বিমুগ্ধ ; যেহেতু তাঁহারা পরমার্থ সত্যস্বরূপ  
 আপনা হইতে পৃথক্ করিয়া তাঁহাদের নিমিত্ত পৃথক্  
 জ্ঞাপজ্ঞাদি কামনা করিয়া থাকেন, কিন্তু পিতা যেমন  
 আপনা হইতে পুত্রের হিত কামনা করেন, আপনার  
 সেইকণ স্বয়ং ইহাদের হিতচেষ্টা কবা উচিত। ৩১

শ্রীমৈবেয কহিলেন—বিশ্বজ্ঞা ভগবান্ বিষ্ণু  
 আদিরাজ পৃথ্ব এই স্তব শ্রবণ করিয়া কহিলেন

—“বাজন্ ! আমাব প্রতি তোমাব ভক্তি হউক,  
 তোমার ভাগ্যবলেই তুমি ঈদৃশী সৃষ্টি লাভ করিয়াছ,  
 এইকণ বুদ্ধি দ্বারা ঐ পণ্ডিতেরা মদীয়া স্তুত্বস্তরা মায়া  
 পবিত্র্যাগ কবিয়া থাকেন। ৩২

“হে প্রজাপতে ! আমি যাহা আদেশ কবিলাম,  
 তুমি অবধান হইয়া তাহা প্রতিপালন কর। আমার  
 আজ্ঞাপালনকারী ব্যক্তি সর্বত্রই মঙ্গল লাভ  
 কবিয়া থাকেন।” ৩৩

হে পিতৃব ! ভগবান্ ত্রিহরি এই প্রকার রাজবি  
 বেণনন্দনের সাবদান্ বাবের সমাদর করিয়া তাঁহাকে  
 অনুগ্রহ করিয়া প্রস্থান করিতে ইচ্ছা করিলেন। ৩৪

তৎপরে মহারাজ পৃথু দেবর্ষি, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব,  
 সিন্ধু, চারণ, পন্নগ, কিম্বর, অপ্সরা, মর্ত্যা, খগ  
 ও অন্যান্য বহুবিশ প্রাণী এবং বিষ্ণুর পার্শ্বদগণকে  
 যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু হইতে অভিন্নজ্ঞানে বাক্য, চিত্ত,  
 অঞ্জলি ও ভক্তি দ্বারা তাঁহাদিগের যথোচিত পূজা-  
 বিধান করিলেন। এইরূপে পূজিত হইয়া তাঁহারা  
 সকলেই স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ৩৫-৩৬



ভগবানপি রাজর্ষেঃ সোপাব্যায়শ্চ চাচ্যুতঃ । হরম্ভিব মনোহমুখ্য স্বধাম প্রত্যাপ্যত ॥৩৭॥  
অদৃষ্টায় নমস্কৃত্য নৃপঃ সন্দর্শিত্বান্নে । অব্যক্তায় চ দেবানাং দেবায় স্বপূরং যবৌ ॥৩৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈষ্ণবাসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
পৃথুচরিতে পৃথুত্তনো নাম বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

<p>ভগবান্ শ্রীহবিও ঋষিকৃষ্ণণের সহিত রাজর্ষি পৃথুর মন ভবণ করিয়াই যেন স্বধামে গমন কর- লেন । ৩৭</p> <p>মহারাজ পৃথু—যিনি অবাক্ত চইয়াও প্রকৃৎসন-</p>	<p>সমীপে নিজেকে প্রদর্শন করেন, ভগবান্ নয়নপথ অতিক্রম করিলে সেই সর্বদেবতার আশ্রিতিকে প্রণাম করিয়া স্বীয় নগরে প্রত্যাগমন করিলেন । ৩৮</p>
---	--

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে বিংশ অধ্যায়ঃ ।



## একবিংশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

মৌক্তিকৈঃ কুত্ৰমস্মগ্ভির্হৃকূলৈঃ স্বর্ণতোরণৈঃ । মহাস্বরভিভিধুপৈর্মণ্ডিতং তত্র তত্র বৈ ॥১॥  
চন্দনাগুরুতোয়াদ্-রথ্যাচত্বরমার্গবৎ । পুষ্পাঙ্কফলৈস্তোষ্মৈর্নাজৈরচিভিরচ্চিতম্ ॥২॥  
সরসৈঃ কদলীস্তম্ভৈঃ পৃগপোতৈঃ পরিষ্কৃতম্ । তরুপল্লবমালাভিঃ সর্বতঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥৩॥  
প্রজাশ্চ দীপবলিভিঃ সংভ্রুতশেগমঙ্গলৈঃ । অভয়ুর্মষ্টকন্যাশ্চ মুক্তকুণ্ডলমণ্ডিতাঃ ॥৪॥  
শঙ্খচুন্দুভিষোষণেণ ব্রহ্মধোনেণ চর্বিজাম্ । বিবেশ ভবনং বীরঃ স্তূয়মানো গতশ্ময়ঃ ॥৫॥  
পূজিতঃ পূজ্যগাংস তত্র তত্র মহাগণাঃ । পৌরান্ জানপদাংগাংস্তান্ প্রীতঃ প্রিয়বরপ্রদঃ ॥৬॥  
স এবমাদ্যন্বনবজ্জচেষ্টিতঃ কণ্ঠানি ভূয়াংসি মহান্ মহত্তমঃ ।  
কুর্বন্ শশাংসাবনিমগ্নলং যশঃ স্মৃতিং নিধায়াকুরুহে পরং পদম্ ॥৭॥

শ্রীসূত উবাচ ।

তদাদিরাজস্য যশো বিজৃম্বিতং গুণৈরশেষৈশ্চ গুণবৎ-সভাজিতম্ ।  
ক্ষত্ৰা মহাভাগবতঃ সদম্পতে কোমারবাণ প্রাহ গ্ৰীক্সমর্চয়ন্ ॥৮॥

পৃথুরাজের প্রজাগণকে উপদেশ

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—বৎস বিদর ! পৃথুরাজের নগর প্রবেশকালে সেই রাজপুরী স্থানে স্থানে অসংখ্য মুক্তা, পুষ্প, মালা, দ্রুপ ও স্বর্ণতোরণে স্তূণোভিত এবং স্তূর্গাক্ষ ধূণে বাসিত হইতে লাগিল। পথ ও প্রাঙ্গণসমূহ চন্দন ও অগুরুমিশ্রিত জলে সিক্ত হইল, পুষ্প, ফল, আতপ তণুল, যবাকুর, লাজ এবং দীপ, ফল, পুষ্পফলযুক্ত কদলীস্তম্ভ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুবাকবৃক্ষ এবং বিবিধ তরু পল্লব-মালা দ্বারা চারিদিকে সজ্জিত হইয়া নগরের শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিল। ১-৩

প্রজাসকল এবং স্ত্রীনাথি দ্বারা পরিশুদ্ধ ও সমুজ্জ্বল মণিকুণ্ডলে শোভিতা কন্যাগণ, দীপমালা ও দধি প্রভৃতি বহুবিধ মাসলিক দ্রব্যসহ মহারাজ পৃথুকে সম্বন্ধনা করিবার জন্ত গমন করিয়াছিল। ৪

বীর পৃথু শঙ্খচুন্দুভি-শব্দ এবং ঋষিগণের উচ্চাবিত বেদধ্বনি দ্বারা স্তূয়মান হইয়া বিনীত ভাবে গৃহে প্রবেশ করিলেন। ৫

বিপুলকীর্তি মহারাজ পৃথু স্থানে স্থানে পুরবাসী ও জনপদবাসিগণের দ্বারা পূজিত হইয়া প্রীত হইলেন এবং অভীষ্ট বরপ্রদ পৃথু তাঁহাদিগের প্রতিপূজা করিলেন। ৬

পবিত্রকীর্তি, মহতেরও মহত্তম পৃথুরাজ এই প্রকার যজ্ঞাদি বহুবিধ কর্ম করিয়া ভূমণ্ডল শাসন এবং অবশেষে পৃথিবীতে বিপুলকীর্তি স্থাপন পূর্বক পরমপদে আবোহন করিলেন। ৭

শ্রীসূত কহিলেন,—হে শৌনক ! মৈত্রেয় আদিরাজ অশেষগুণ-বিস্তারিত ও গুণজ্ঞ ব্যক্তিগণের দ্বারা প্রশংসিত যশঃ কীর্তন করিলে, মহাভাগবত বিদুর তাঁহার সৎকার পুরস্কর কহিলেন। ৮



## শ্রীবিদুর উবাচ

সৌহৃতিষিক্তঃ' পৃথুর্বিপ্রৈল' কাশেষম্বরার্বিং ।

বিভ্রং ন বৈষ্ণবং তেজো বাহোবাঁভ্যাং দুদোহ গাম্ ॥৯॥

কো দ্বন্দ্ব কীর্তিং ন শৃণোত্যভিজ্ঞো যদ্বিক্রমোচ্ছিন্নমশেষভূপাঃ ।

লোকাঃ সপালা উপজীবন্তি কামমত্য়পি তন্মে বদ কৰ্ম্ম শুদ্ধন্ ॥১০॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

গঙ্গাযমুনায়োনদোরন্তরাক্ষেত্রমাবসন্ । আরকানেব বুভুজে ভোগান্ পুণ্যজিহাসয়া ॥ ১১ ॥

সর্বত্রাশ্বলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডয়ক্ । অশ্বত্র ত্রাশ্বাকুলাদশ্বত্রাচ্যুতগোবতঃ ॥ ১২ ॥

একদাসীশ্বাসত্রদীক্ষা তত্র দিবোকসান্ । সমাজো ব্রহ্মধীনাঞ্চ বাজধীনাঞ্চ সতম ॥১৩॥

তন্নিম্নহংস সর্বেষু স্বচ্ছিতেষু যথার্থতঃ । উশ্চিতঃ সদসো মধ্যে তাবাণামুদুরাড়িব ॥১৪॥

প্রাংশুঃ পীনাযতভুজো গৌরঃ কঞ্জাকণেকগণঃ ।

সুনাঃ স্মৃখঃ সৌম্যঃ পীনাংসঃ সুদ্বিজস্মিতঃ ॥১৫॥

ব্যূঢ়বক্ষা বৃহচ্ছোণির্বলিবল্লদলোদরঃ । আবর্তনাভিরোজয়ী কাকনোরুদগ্রপাৎ ॥ ১৬ ॥

শ্রীবিদুর কাহিলেন,—ত্রাশ্বগণ নাঁহার অভিষেক করিয়াছিলেন, যিনি দেবগণের নিকট সম্মানিত, যিনি বাহু দ্বারা পৃথিবীকে দোহন এবং নিযুক্তেজ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই পৃথুবাজ আর কি কার্য্য করিয়াছিলেন ? ৯

বাঁহার বিক্রমাদির উচ্ছিন্নরূপ অসীমভোগ প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রাদি লোকপালগণের সহিত নিখিল লোক ও ভূপালগণ অত্য়পি জীবিত রহিয়াছেন, কোন্ গুণগ্রাহী ব্যক্তিই বা সেই পৃথুর কীর্তি শ্রবণ না করিবেন ? তাঁহার বিশুদ্ধ কৰ্ম্ম সকল বলিতে অজ্ঞা হউক । ১০

শ্রীমৈত্রেয় কাহিলেন—“আদিরাজ পৃথু গঙ্গা এবং যমুনা এই নদীমধ্যস্থিত পবিত্র ভূমিতে বাস করিয়া, ভোগ দ্বারা পুণ্যকর্য্য করিবার বাসনায় প্রাক্তন কৰ্ম্মারক বিবিধ ভোগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু জন্মান্তরে ভোগ করিতে হইবে, এ নিমিত্ত কোনও কৰ্ম্ম করিলেন না । ১১

সপ্তদ্বীপमध्ये তিনিই একমাত্র দণ্ডধারী ছিলেন

—তাঁহার আদেশ সর্বত্র অপ্রতিহত ছিল, কেবল ত্রাশ্বাকুলের ও অচ্যুতগোব্রীষের (বৈষ্ণবগণের) প্রতি তিনি কোনও দণ্ডবিধান করিতেন না । ১২

মহারাজ পৃথু একদা আব একটি মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন । সেই যজ্ঞে দেবতা, ব্রহ্মর্ষি এবং বাজর্ষি সকলেরই সমাগম হইল । ১৩

পূজনীয় বাস্ত্রিকগণের যথাযোগ্য পূজা হইলে পৃথু তারাদলবেষ্টিত চন্দ্রের স্থায় সভামধ্যে উশ্চিত হইয়া চতুর্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন । ১৪

তাঁহার শবার উন্নত, বর্ণ গৌর, বাহুবয় শুল, আর দীঘ নয়নযুগল পদ্মভূল্য অরুণবর্ণ, নাসিকা সুন্দর, বদন মনোহর, শ্রেষ্ঠি ধীর, স্বকৃষয় উন্নত, দন্ত এবং হস্ত রমণীয় । ১৫

তাঁহার বক্ষঃস্থল বিশাল, কটি বৃহৎ, উদর অশ্বখপত্র তুল্য, এবং ত্রিবলী দ্বারা শোভিত নাভি-দেশ আবর্তের স্থায় গভীর, উরুদ্বয় সুবর্ণবৎ উজ্জ্বল এবং চরণদ্বয় উন্নতগ্র । ১৬



সূক্ষ্মবক্রাদিতম্নিষ্ক-মূৰ্জজঃ কস্মুকন্ধরঃ । মহাধনে হুকুলাগ্রে পরিধায়োপবীয চ ॥ ১৭ ॥  
 ব্যঞ্জিতাশেষগাত্র শ্রীনিয়মে শ্যন্তভূষণঃ । কৃষ্ণাজিনধরঃ শ্রীমান্ কুশপাণিঃ কৃতোচিতঃ ॥ ১৮ ॥  
 শিশিরম্নিষ্কতারাকঃ সৈমকত সমস্ততঃ । উচিবানিদমুর্বাণঃ সদঃ সংহর্ষয়ন্নিব ॥ ১৯ ॥  
 চারু চিত্রপদং শ্লঙ্কং যুক্তং গুঢ়মবিরূপম্ । সর্বেষামুপকারার্থং তদা অনুবদন্নিব ॥ ২০ ॥  
 শ্রীরাজোবাচ ।

সভ্যাঃ শৃণুত ভদ্রং বঃ সাধবো য ইহাগতাঃ । সংস্থ জিজ্ঞাস্তুভির্ধর্ম্মস্বাভেদ্যং স্বমনীষিতম্ ॥ ২১ ॥  
 অহং দণ্ডধরো রাজা প্রজানামিহ যোজিতঃ । রক্ষিতা বৃত্তিদঃ স্বেষু সেতুযু স্থাপিতা পৃথক্ ॥ ২২ ॥  
 তস্য মে তদনুষ্ঠানাদ্ যানাহত্বৈকবাদিনঃ । লোকাঃ স্যুঃ কামসন্দোহা যস্য তুষ্যতি দিষ্টদৃক্ ॥ ২৩ ॥  
 য উদ্ধরেৎ করং রাজা প্রজা ধর্ম্মেষশিক্ষয়ন্ ।

প্রজানাং শমলং ভুঙক্তে ভগবৎ স্বং জহাতি সঃ ॥ ২৪ ॥

তৎ প্রজা ভর্তৃপিণ্ডার্থং স্বার্থমেবানুসৃতঃ । কুরুতাদোক্ষজয়িস্তর্হি মেহনুগ্রহঃ কৃতঃ ॥ ২৫ ॥  
 যুয়ং তদনুমোদধ্বং পিতৃদেবর্ষয়োহমলাঃ । কর্তৃশাস্ত্রনুজ্ঞাতুস্তল্যং যৎ প্রেত্য তৎফলম্ ॥ ২৬ ॥

তাঁহার মস্তকের কেশ সূক্ষ্ম, কুটিল কৃষ্ণবর্ণ এবং সূক্ষ্ম, গলদেশ কস্মর শ্যায় ত্রিরেখাক্রিত, পরিধান ও উত্তরীয় মহামূল্য পট্টবস্ত্র । ১৭

যজ্ঞের নিয়মানুসারে তাঁহার দেহ ভূষণবর্জিত হইলেও, গাত্রের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতেছিল । তিনি কৃষ্ণাজিনধারী কুশহস্ত হইয়া যজ্ঞের সমস্ত কার্য্য স্বয়ং করিয়াছিলেন । ১৮

অবনীপতি পৃথু সস্তাগহারক ও স্নিগ্ধতারকায়ুক্ত নেত্র দ্বারা চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং সভ্যগণের হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক শ্রবণ-মধুর, মনোহর বিচিত্র-পদ-বিশিষ্ট, প্রশস্ত, শুদ্ধ এবং গভীরার্থযুক্ত বাক্যসমূহ সকলের উপকারের জন্য নিজে অনুভব করিয়াই যেন ব্যাকুলচিত্তে বলিতে লাগিলেন । ১৯-২০

শ্রীপৃথু মহারাজ কহিলেন—হে সভ্যগণ ! সমগ্র সাধু ব্যক্তির এখানে সমাগম হইয়াছে, সকলেই আমার বাক্য শ্রবণ করুন । আপনাদের মঙ্গল হউক, সাধুব্যক্তিগণের নিকট ধর্ম্মজিজ্ঞাসু লোকের স্ব স্ব মনোভাব সুবিচারিতভাবে ব্যক্ত করা উচিত । ২১

জগদীশ্বর আমাকে দণ্ডধর করিয়া প্রজাবর্গের

জীবিকাদান ও পরিপালনের নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহাতে পৃথক্ পৃথক্ বর্ণাশ্রমধর্ম্মে সকলকে স্থাপনা করা আমার কর্তব্য । ২২

হে মহোদয়গণ ! প্রাক্তন কর্ম্মসাক্ষী ঐশ্বর যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, বেদবেদী পণ্ডিতেরা তাঁহার যে সমস্ত লোকপ্রাপ্তির কথা বলিয়া থাকেন, ঐ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমি যেন সেই সর্বকামপূর্ণ লোক লাভ করিতে পারি । যে রাজা প্রজাদিগকে তাহাদের স্ব স্ব ধর্ম্ম শিক্ষা না দিয়া কর গ্রহণ করেন, তিনি প্রজাপুঞ্জের পাপভাগী হইয়া আপন ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকেন । ২৩-২৪

আমি তোমাদের প্রভু, আমার পিণ্ডদানবৎ পরলোকহিতার্থে তোমরা ভগবান্ শ্রীহরির চরণকমলে মতি রাখিয়া কেবল স্বধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে আমার প্রতি তোমাদের কৃপা করা হইবে । ২৫

হে বিবেকশীল পিতৃদেব ও ঋষিগণ ! আপনারা আমার বাক্যের অনুমোদন করুন, যেহেতু কর্তার, শিক্ষাদাতার এবং অনুমোদয়িতার পরলোকে ভূলা ফল লাভ হয় । ২৬



অস্তি যন্তপতির্নাম কেষাকির্দর্শসত্তমাঃ । ইহামুত্র চ লক্ষ্যন্তে জ্যোৎস্নাবত্যঃ কচিদ্রুবঃ ॥২৭॥  
মনোরুস্তানপাদস্তা ধ্রুবস্তাপি মহীপতেঃ । প্রিয়ত্রতস্তা রাজর্ষেরঙ্গস্তাস্মৎপিতুঃ পিতুঃ ॥২৮॥  
ঈদৃশানাংমথান্যেযামজস্তা চ ভবস্তা চ । প্রহ্লাদস্তা বলেশ্চাপি কৃত্যমস্তি গদাভূতা ॥২৯॥  
দৌহিত্রাদীনৃতে মৃত্যোঃ শোচ্যান্ ধর্মবিমোহিতান্ । বর্গস্বর্গাপবর্গাণাং প্রায়ৈগৈকাগ্র্যাহেতুনা ॥৩০॥

যৎপাদসেবাভি কুচিস্তপস্বিনামশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ ।

সত্তাঃ কিণোত্যম্বহমেধতা সত্যে যথা পদানুষ্ঠাবিনিঃসৃত্য সরিং ॥৩১॥

বিনির্দ্ভূতশেষমনোমলঃ পুমানসঙ্গবিজ্ঞানবিশেষবীৰ্য্যবান্ ।

যদজিগ্মুসে কৃতকৈতনঃ পুনর্ন সংসৃতিং ক্লেশবহাং প্রলীঢ়তে ॥৩২॥

তমেব যুয়ং ভজতাশ্চর্য্যভির্মনোবচঃকায়গুণৈঃ স্বকর্ম্মভিঃ ।

অমায়িনঃ কামদুর্ঘাজি পঙ্কজং যথাদিকারাবাসিতার্থগিদ্ধয়ঃ ॥৩৩॥

অসাবিহানেকগুণোহগুণোদ্ধরঃ পৃথগ্বদ্রব্যগুণক্রিয়োক্তিভিঃ ।

সম্পদতেহর্থ্যশরলিঙ্গনামভির্বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনঃ স্বরূপতঃ ॥৩৪॥

হে পূজ্যবরগণ! কাহারও মতে যন্তপতি নানে এক জন পরমেশ্বর আছেন, তাহা না হইলে ইহকালে ও পরকালে সমুজ্জ্বল ভোগভূমি এবং ভোগসাধন শরীরসকলই বা দৃষ্ট হইবে কেন? ২৭

হে সভ্যগণ! রাজর্ষি মনু, উত্তানপাদ, ধ্রুব, প্রিয়ত্রত এবং আমাদের পিতামহ অঙ্গরাজা—এই সকল মহাত্মার এবং তাদৃশ অগ্গাণ ব্যক্তিদিগের এবং অজ, ভব, বলি, প্রহ্লাদ, ইহাদের মতেও কর্ম্ম আছে, অর্থাৎ এই সকল ব্যক্তির মত এই যে, কর্ম্মকলদাতা পরমেশ্বর এক জন অবশ্য আছেন—তিনিই গদাধর নারায়ণ। ২৮-২৯

মৃত্যুর দৌহিত্র বেণ প্রভৃতি কতকগুলি অধার্মিক লোকই উহা স্বীকার করেন নাই; অহো! তাঁহাদের অবস্থা কতদূর শোচনীয়—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, স্বর্গ এবং মোক্ষ এই সমস্তই তৎকুপাধীন। ৩০

বাহার পাদপদ্মের সেবাভিলাষও প্রতিদিন বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহার পদানুষ্ঠাবিনিঃসৃত্য সুরভরসিগীর স্থায়

সংসারতাপে তাপিত জীবগণের অসংখ্য জন্মার্জিত মনোমালিণ্য সত্তা দূর করে এবং বাহার চরণমূল অবলম্বন করিলে পুরুষের অশেষ মানসিক মল দূরাভূত হয় ও সেই পুরুষ বৈরাগ্য সহিত বিজ্ঞান-বিশেষের দ্বারা অর্থাৎ ভগবৎসাক্ষাৎকারের দ্বারা প্রভাব লাভ করিয়া পুনরায় আর ক্লেণাবহ সংসার-গতি প্রাপ্ত হন না। ৩১-৩২

অতএব হে প্রজাগণ! তোমরা কপটতা পরিহার পূর্ব্বক সিদ্ধিলাভ বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া অধিকারানুসারে আত্মবৃত্তি অধ্যাপনাদি এবং মন, বাক্য, ধ্যান, স্তব ও পরিচর্যা রূপ স্বকর্ম্মের দ্বারা নিত্য তাঁহারই সর্ব্বাভীষ্ট প্রদ সেই শ্রীভগবানের পাদপদ্ম ভজনা কর। ৩৩

সেই ভগবান যদিও বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানঘন অর্থাৎ চিদানন্দময় এবং প্রাকৃত গুণরহিত, তথাপি এই কর্ম্মমার্গে পৃথক পৃথক দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, মন্ত্র, অর্থ, আশয়, লিঙ্গ ও নাম এই সকল সজ্জা দ্বারা যজ্ঞরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ৩৪

বিস্তৃতি—সমস্ত কলপ্রাপ্তির মূলেই এক অমর ভগবত্ত্ব ভিন্ন অস্ত্র কাহারও স্বাতন্ত্র্য নাই। ৩০



প্রধানকালশয়ধর্মসংগ্রহে শরীর এষ প্রতিপদ্য চেতনাম্ ।  
 ক্রিয়াফলত্বেন বিভূর্বিভাব্যতে যথানলো দারুণু তদগুণাত্মকঃ ॥৩৫॥  
 অহো মনামী বিতরন্ত্যনুগ্রহং হরিং গুরুং যজ্ঞভূজামধীশ্বরম্ ।  
 স্বধর্মযোগেণ যজন্তি নামকা নিরন্তরং ক্লোণিতলে দৃঢ়ব্রতাঃ ॥৩৬॥  
 না জাতু তেজঃ প্রভবেন্মহর্দ্ধিতস্তিতিক্ষয়া তপসা বিদ্যা চ ।  
 দেদীপ্যামানেহজিতদেবতানাং কুলে স্বয়ং রাজকুলাদ্ধিজানাম্ ॥৩৭॥  
 ব্রহ্মণ্যদেবঃ পুরুষঃ পুরাতনো নিত্যং হরির্যচ্চরণাভিবন্দনাৎ ।  
 অবাপ লক্ষ্মীম্নপারিণীং যশো জগৎপবিত্রঞ্চ মহত্তমাংগীঃ ॥৩৮॥  
 যৎসেবয়াশেষগুহাশয়ঃ স্বরাড়্‌বিপ্রপ্রিয়স্তম্যতি কামমীশ্বরঃ ।  
 তদেব তদ্বর্ষপঠৈবিনীতৈঃ সর্বাত্মনা ব্রহ্মকুলং নিষেব্যতাম্ ॥৩৯॥  
 পুর্নাল্লভেতানতিবেলমাজনঃ প্রসীদতোহত্যন্তশমং স্বতঃ স্বয়ম্ ।  
 যন্নিত্যসম্বন্ধনিষেবয়া ততঃ পরং কিমত্রাস্তি মুখং হবির্ভূজাম্ ॥৪০॥

যে রূপ অগ্নি কাষ্ঠাদিতে দৈর্ঘ্যবক্রাদি তদ্-  
 গুণাত্মক হইয়া প্রকাশ পান, সেইরূপ এই ভগবান  
 পরমানন্দস্বরূপ হইয়াও অব্যক্তা প্রকৃতি, তৎকোভক  
 কাল, বাসনা ও ধর্ম হেতুজাত শরীরসমূহে বিষয়াকারা  
 বুদ্ধি প্রতিপাদন করিয়া তাহার কর্মফলরূপে স্বয়ং  
 প্রকাশিত হন। ৩৫

আমার যে সকল প্রজা, এই ভূমণ্ডলে দৃঢ়ব্রত  
 হইয়া স্বধর্মযোগে নিরন্তর যজ্ঞভূক দেবগণের অধীশ্বর  
 জগদগুরু হরির আরাধনা করিয়া থাকেন, তাঁহার  
 আমার প্রতি কৃপা করিয়া থাকেন। ৩৬

মহাসম্পত্তিশালী কোনও রাজবংশের তেজঃ যে  
 সকল ব্যক্তিদিগের কুল, তিতিক্ষা, তপস্যা ও  
 বিদ্যা দ্বারা দেদীপ্যমান, ঐ সকল ব্রাহ্মণগণের বা  
 শ্রীহরিই বাঁহাদের একমাত্র দেবতা, সেই সকল

বৈষ্ণবগণের কুলে যেন কখনও আপন প্রভাব  
 প্রকাশ না ববে। ৩৭

মহত্তমগণের অগ্রগণ্য সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব  
 শ্রীহরি যে ব্রাহ্মণগণের চরণ নিত্য বন্দনা করিয়া  
 অচলা লক্ষ্মী এবং জগৎপাবন যশঃ লাভ করিয়াছেন,  
 সেই ব্রাহ্মণকুলের সেবায় সর্বাস্তর্গ্যামী স্বপ্রকাশ  
 বিপ্রপ্রিয় পরমেশ্বর অতিশয় তুষ্টিলাভ করেন, তোমরা  
 ভগবদ্বর্ষে তৎপর হইয়া বিনীতভাবে সর্বপ্রকারে  
 সেই ব্রাহ্মণকুলের সেবা কর। ৩৮-৩৯

ব্রাহ্মণকুলের নিত্যসম্বন্ধের সহিত সেবা  
 করিলে অবিলম্বে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং তাহার ফলে  
 পুরুষ স্বভাবতঃই স্বয়ং মোক্ষলাভ করিয়া থাকে ;  
 অতএব ইহলোকে ব্রহ্মকুলের সেবাপেক্ষা হবির্ভোজী  
 দেবতাদিগের আর কি উৎকৃষ্টতর মুখ আছে ? ৪০

বিস্তৃতি—প্রকৃতি, কাল, বাসনা ও ধর্ম বা অদৃষ্ট এই  
 চারি প্রকার ব্যাপারের সাহায্যে জীবের দেহধারণাদি ঘটয়া  
 থাকে। ঐ শরীরধারণের পর ভগবান্‌ই কারিক,  
 বাচিক ও মানসিক ব্যাপারের একমাত্র লক্ষ্য—এইরূপ বুদ্ধি  
 যদি জন্মে, তবে ধর্মোদ্দেশ্যে বা তত্ত্বদ্দেশ্যে ত্রিবিধ কর্ম করিবার

প্রবৃত্তি ঘটে। এই প্রজা ক্রমশঃ পরিণত দশায় নিষ্কার  
 ভক্তিতেও পরিণত হইতে পারে। এইরূপ ভক্তির ফলে  
 ভগবৎসেবায় উৎকৃষ্ট হইলে তিনি কৃপা করিয়া জীবের  
 বুদ্ধিবৃত্তিতে আবিষ্ট হইয়া জীবের নিকট প্রকাশিত  
 হন। ৩৫



অগ্নাত্যনন্তঃ খলু তত্বকোবিদৈঃ শ্রদ্ধাহতং যশ্মুখ ইজ্যানামভিঃ ।  
 ন বৈ তথা চেতনয়া' বহিষ্কৃতে হতাশনে পারমহংস্বপর্যাগুঃ ॥৪১॥  
 বদ্রাক্ষা নিত্যং বিরজং সনাতনং শ্রদ্ধাতপোমঙ্গলমৌনসংযমৈঃ ।  
 সমাধিনা বিভ্রতি হার্ষদৃষ্টে যত্রেদমাদর্শ ইবাবভাসতে ॥৪২॥  
 তেষামহং পাদসরোজরেণুমার্য্য বহেয়াধিকিরীটমাযুঃ ।  
 যং নিত্যদা বিভ্রত আশু পাপং নশ্বত্যাযুং সর্বগুণা ভজন্তি ॥৪৩॥  
 গুণায়নং শীলধনং কৃতজ্ঞং ব্রহ্মাশ্রয়ং সংব্রণতেহনু সম্পদঃ ।  
 প্রসীদতাং ব্রহ্মকুলং গবাঞ্চ জনার্দনং সানুচরশ্চ মহম্ ॥৪৪॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

ইতি ক্রবাণং নৃপতিং পিতৃদেবদ্বিজাতয়ঃ । তুর্ভুবুর্ভূমনসঃ সাধুবাদেন সাধবঃ ॥ ৪৫ ॥  
 পুঞ্জৈর্জয়তে লোকানিতি সত্যবতী শ্রুতঃ । ব্রহ্মদগুহতঃ পাপো যদ্বৈশোহিত্যতরং তমঃ ॥৪৬॥  
 হিরণ্যকশিপুশ্চাপি ভগবন্নিন্দনা তমঃ । বিবিষ্ণুরত্যাগাং সুনোঃ প্রত্নাদস্থানুভাবতঃ ॥৪৭॥  
 বীরবর্ষ্য পিতঃ পৃথ্ব্যাঃ সমাঃ সঞ্জীব শাস্বতীঃ । যশ্চৈদৃশ্যচ্যুতে ভক্তিঃ সর্বলোকৈকভর্ত্তরি ॥৪৮॥

তত্ত্বজ্ঞ বিদ্বান্গণ ইন্দ্রাদির নামোচ্চারণ করিয়া  
 শ্রদ্ধাসহকারে ব্রাহ্মণের মুখে হোম করিলে  
 সর্বাস্তর্ঘ্যামা অনন্তদেব যেরূপে তাহা তৃপ্তিসহকারে  
 ভোজন করেন, অচেতন অগ্নিতে হোম করিলে তেমন  
 ভোজন করেন না । ৪১

যে বেদে দর্পণে প্রতিবিম্বের স্থায় বিগ্ন প্রকাশ  
 পাইয়া থাকে, ব্রাহ্মণগণ শ্রদ্ধা, তপস্বী, মঙ্গল,  
 সৌম্য, ইন্দ্রিয়সংযম ও সমাধির দ্বারা সর্বদা সেই  
 বেদের বিচার করিয়া থাকেন । ৪২

হে আর্য্যগণ! আমি যেন বাবজ্জীবন সেই  
 ব্রাহ্মণগণের পদধূলি আপনার মুকুটোপরি বহন  
 করিতে পারি, যে পুরুষ ব্রাহ্মণদিগের চরণধূলি নিত্য  
 ধারণ করেন, তাঁহার পাপ দূর হইয়া যায়, এবং সমস্ত  
 গুণ স্বয়ং গিয়া তাঁহাকে ভজনা করিয়া থাকে । ৪৩

যিনি সর্বগুণের আশ্রয়, চরিত্রবান্, কৃতজ্ঞ  
 এবং যিনি জ্ঞানবৃদ্ধ গুরুগণের আশ্রয় গ্রহণ  
 করিয়াছেন, সমস্ত সম্পত্তিই তাঁহাকে সম্যকভাবে  
 আশ্রয় করিয়া থাকে ; অতএব ব্রহ্মকুল, গোটকুল

এবং সানুচর জনার্দন যেন আমাব প্রতি প্রসন্ন  
 হন । ৪৪

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—মহারাজা পৃথু এইরূপ  
 বলিলে,—পিতৃগণ, দেবগণ, সাধুগণ ও ব্রাহ্মণগণ  
 তাঁহার প্রতি সম্বন্ধ হইয়াছেন এবং হৃষ্টচিত্তে  
 তাঁহাকে সাধুবাদের দ্বারা এই বলিয়া প্রশংসা করিতে  
 লাগিলেন । ৪৫

“পুঞ্জের দ্বারা সকল লোক জিত হয়” এই শ্রুতি  
 যথার্থ—যেহেতু ব্রহ্মদগুহত পাপিষ্ঠ বেণু পুঞ্জের  
 দ্বারা নরক হইতে ত্রাণ লাভ করিল । ৪৬

হিরণ্যকশিপুও এইরূপে ভগবানের নিন্দা  
 করিয়া নরকে প্রবেশোন্মুখ হইয়াও নিজ পুত্র  
 প্রহ্লাদের প্রভাবে নরক হইতে পরিত্রাণ পাইয়া-  
 ছিল । ৪৭

হে বীরবর, হে পৃথিবীর পিতা! সর্বলোকের  
 একমাত্র ভর্ত্তা অচ্যুতের প্রতি আপনার সত্যই ভক্তি  
 আছে। অতএব আপনি অনন্তকাল সুখে জীবন  
 বাগন করুন । ৪৮



আহো বয়ং হৃদ্য পবিত্রকীর্তে স্বয়ৈব নাথেন মুকুন্দনাথঃ ।

য উত্তমঃশ্লোকতমশ্চ বিষ্ণোত্রাঙ্গণ্যদেবশ্চ কথ্যং ব্যনক্তি ॥৪৯॥

নাভ্যমুত্তমিদং নাথ তবাজীব্যানুশাসনম্ । প্রজামুরাগো মহতাং প্রকৃতিঃ করুণাম্মনাম্ ॥৫০॥

অন্য নস্তমসঃ পারম্বয়োপাসাদিতঃ প্রভো । ভ্রাম্যতাং নষ্টদৃষ্টীনাং কৰ্ম্মভির্দৈবসংজ্ঞিতৈঃ ॥৫১॥

নমো বিশুদ্ধসত্ত্বায় পুরুষায় মহীয়সে । যো ব্রহ্ম কল্পমাবিশ্য বিভর্তীদং স্বতেজসা ॥৫২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে

পৃথ্চরিতে একবিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

হে পবিত্রকীর্তে ! আমরা তোমাকে নাথরূপে প্রাপ্ত হইয়া আজ মুকুন্দকেই স্বামিরূপে প্রাপ্ত হইলাম, যেহেতু তুমি উত্তমঃশ্লোকগণের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাণ্যদেব বিষ্ণুরই কীর্তি প্রকাশ করিতেছ । ৪৯

হে নাথ ! তোমার এই সেবকগণের প্রতি অনুশাসন অভিষয় আশ্চর্য্যজনক নহে । কারণ, প্রজাধিপতির প্রতি অমুরাগ ভবাদৃশ মহৎ ব্যক্তিদিগের গন্ধে স্বাভাবিক । ৫০

হে প্রভো ! আমরা দৈব নামক কৰ্ম্মের দ্বারা

নষ্টদৃষ্টি হইয়া ভ্রমণ করিতেছিলাম, তুমিই আমাদিগকে অতঃ সেই অজ্ঞানান্ধকারের পরশ্বরে উপনীত করিলে । ৫১

যিনি ব্রাহ্মণ জাতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া ক্ষত্রিয়কে এবং ক্ষত্রিয়ে আবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণকে এবং এই উভয়েই অধিষ্ঠিত থাকেন, স্বীয় তেজের দ্বারা এই বিশ্বকে পালন করিয়া থাকেন, আমরা সেই বিশুদ্ধসত্ত্ব মহীয়ান্ পুরুষ-শ্রেষ্ঠকে নমস্কার করি । ৫২

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে একবিংশ অধ্যায় ।



## দ্বাবিংশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

জনেষু প্রগুণৎস্বেবং পৃথুঃ পৃথুলবিক্রমম্ । তত্রোপজগ্মুর্নয়শ্চহারঃ সূর্য্যবর্চসঃ ॥ ১ ॥

তাংস্ত সিক্বেশ্বরান্ রাজা বোম্বোহবতরতোহর্চিষা ।

লোকানপাপান্ কুর্বাণান্ সামুগোহচর্চলক্ষিতান্ ॥ ২ ॥

তদ্বর্শনোদগতান্ প্রাণান্ প্রত্যাদিৎহরিবোধিতঃ । সদদস্থানুগো বৈণ্য ইন্দ্ৰিয়েশো গুণানিব ॥ ৩ ॥

গৌরবাদ্যজিতঃ সত্যঃ প্রজ্ঞানতকঙ্করঃ । বিধিবৎ পূজয়াঞ্চক্রে গৃহীতাধার্হাসনান্ ॥ ৪ ॥

তৎপাদশৌচসলিলৈর্মার্জ্জিতালকবন্ধনঃ । তত্র শীলবতাং বৃদ্ধমাচরণানয়ন্নিব ॥ ৫ ॥

হার্টকাসন আসীনান্ স্বধিক্ষেপ্যশ্বিব পাবকান্ । শ্রদ্ধাসংযমসংযুক্তঃ শ্রীতঃ প্রাহ ভবাগ্রজান্ ॥ ৬ ॥

শ্রীপৃথুরূবাচ ।

অহো আচরিতং কিং মে মঙ্গলং মঙ্গলায়নাঃ । যস্য গো দর্শনং হ্যাসীদুর্দুর্দর্শনাঞ্চ যোগিতিঃ ॥ ৭ ॥

কিং তস্য দুর্লভতরমিহ লোকে পরত্র চ । যস্য বিপ্রাঃ প্রসীদন্তি শিবো বিষ্ণুশ্চ সামুগঃ ॥ ৮ ॥

পৃথুরাজের প্রতি সনৎকুমারের উপদেশ

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—বৎস বিহর ! সভাশ্র ব্যক্তিগণ মহাবলপরাক্রম পৃথুকে ঐ প্রকারে কহিতেছেন, এমন সময়ে সূর্য্যভূল্য ভেজস্বী চারিটি মুন আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ১

ঐ সিন্ধু মহাশ্রাগণ যখন জনগণকে পাপশৃঙ্খ করিয়া আকাশ হইতে অবতারণ হইতেছিলেন, তখন তাঁহাদিগের জ্যোতিঃ দেখিয়া বোধ হইল যে, তাঁহারা সনকাদি ঋষি ; মহারাজ পৃথু অনুচরগণসহিত সাদরে তাঁহাদিগকে অবলোকন করিতে লাগিলেন । ২

ইন্দ্ৰিয়ধারী জীব যেক্রপ স্বভাবতঃই রূপ, রস, গন্ধের প্রতি ধাবিত হয়, সেইরূপ ঋষিগণের দর্শন-মাত্রেরই পৃথুরাজের প্রাণ যেন তাঁহাদিগের সমাগমেচ্ছায় অগ্রেই ধাবিত হইতেছিল । প্রত্যুত্থান করিয়া তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন, এই বিবেচনা করিয়া রাজা সদন্তগণের সহিত উৎখিত হইলেন । ৩

ঋষিগণের মর্য্যাদায় অভিভূত হইয়া পৃথু বিনয়াবনত মস্তকে তাঁহাদিগকে অর্ঘ্য ও আসন প্রদানপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ যথাবিধি পূজা করিলেন । ৪

রাজা তাঁহাদিগের পাদপ্রক্ষালন করিয়া সেই জলে আপনার কেশবন্ধন ধৌত করিয়া লইলেন, রাজা যেন সামুগণের আচার মান্ত করিয়া আপনিও (সেইরূপ আচরণ করিলেন । ৫

ভগবান্ ভবের অগ্রজ সেই ঋষিগণ স্ব স্ব স্বর্ণ-সিংহাসনে অগ্নির ত্রায় উপবিষ্ট হইলে মহারাজা পৃথু তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ও সন্মমের সহিত শ্রীতি প্রকাশ করিয়া কহিলে লাগিলেন । ৬

শ্রীপৃথু কহিলেন—হে মঙ্গলায় ঋষিগণ ! আমি এমন কি শুভকার্য্য করিয়াছিলাম যে, দেবগণেরও দুর্লভ আপনার দর্শন লাভ করিলাম ? ৭

অথবা মীহার প্রতি বিপ্রগণ এবং অনুচরগণের সহিত ভগবান্ শিব ও বিষ্ণু প্রসন্ন হন, তাঁহার ইহলোকে ও পরলোকে কি দুপ্রাপ্য থাকে ? ৮



নৈব লক্ষয়তে লোকে। লোকান্ পর্যটতোহপি যান্ ।

যথা সর্বদৃশং সর্ব আত্মানং যেহস্ত হেতবঃ ॥২॥

অধুনা অপি তে ধন্থাঃ সাধবো গৃহমেধিনঃ । যদগৃহা হুর্হবর্যাস্থ-তৃণভূমীশ্চরাবরাঃ ॥ ১০ ॥  
 ব্যালালয়ক্রমা বৈ তেহপ্যরিক্তাখিলসম্পদঃ । যদগৃহাস্তীর্থপাদীয়-পাদতীর্থবিবর্জিতাঃ ॥ ১১ ॥  
 স্বাগতং বো দ্বিজশ্রেষ্ঠা যদত্রতানি মুমুক্শবঃ । চরন্তি শ্রদ্ধয়া ধীরা বালা এব বৃহন্তি বৈ ॥১২॥  
 কচ্চিন্নঃ কুশলং নাথা ইন্দ্রিয়ার্থার্থবেদিনাম্ । ব্যসনাবাপ এতস্মিন্ পতিতানাং স্বকর্মাভিঃ ॥১৩॥  
 ভবংহ কুশলপ্রশ্ন আত্মারামেষু নেম্যতে । কুশলাকুশলা যত্র ন সন্তি মতিরন্তয়ঃ ॥১৪॥  
 তদহং কৃতবিশ্রম্ভঃ স্নহদো বস্তপশ্বিনাম্ । সংগৃহে ভব এতস্মিন্ ক্ষেমঃ কেনাঙ্গসা ভবেৎ ॥১৫॥  
 ব্যক্তমাত্মবতামাত্মা ভগবানাত্মভাবনঃ । স্বানামনুগ্রহায়েমাং সিদ্ধরূপী চরত্যজঃ ॥ ১৬ ॥  
 শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

পৃথোস্তৎ সূক্তমাকর্ণ্য সারং স্তম্ভং মিতং মধু । শ্রয়মান ইব শ্রীত্যা কুমারঃ প্রত্যুবাচ হ ॥১৭॥

যে রূপ সর্বদর্শী আত্মাকে লোক সকল দেখিতে পায় না, সেইরূপ আপনারা সর্বত্র পর্যটন করিয়া বেড়াইলেও কোনও ব্যক্তি আপনাদিগকে দেখিতে পায় না । ৯

যাঁহাদিগের গৃহে ভবাদৃশ পূজ্যভগণের সেবা-যোগ্য জল, তৃণ, ভূমি, গৃহস্বামী ও ভৃত্যগণের সেবা-সজ্জার বর্তমান থাকে, সেই সকল সাধু গৃহস্থ ধনহীন হইলেও ধন্য । ১০

যে সকল গৃহ সাধু-বৈষ্ণবগণের চরণোদকে বর্জিত, সে সকল আশ্রয় সর্বসম্পদে পরিপূর্ণ হইলেও সর্গগণের আবাসবৃক্ষের তুল্য ভয়ঙ্কর ! ১১

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! আপনাদিগের ত' স্নেহে আগমন হইল ? মুমুকুগণ যে সকল ত্রৈলোক্য আচরণ করিয়া থাকেন, আপনারা বাল্যকালাবধি সেই সকল মহা মহাত্রৈলোক্য আচরণ করিয়া থাকেন, তখন আপনাদের স্নেহে আগমন না হইবার সম্ভাবনা কি ? ১২

হে প্রভুগণ ! আমরা নিজ কৰ্ম্মবশে নানাবিধ বিপদের আকরভূমি এই সংসারে নিপতিত হইয়া

ইন্দ্রিয়ার্থকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া বোধ করি-তেছি, আমাদের কি কোন মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে ? ১৩

আপনারা আত্মারাম, ইহা কুশল অথবা ইহা অকুশল এরূপ ভেদবুদ্ধি আপনাদের নাই, স্নেহাং আপনাদিগকে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে । ১৪

আমার দৃঢ় বিশ্বাস—আপনারা সংসারসমুদ্র জনগণের পরম বন্ধু, অতএব কি' উপায়ে এই সংসারে তাহাদিগের অনায়াসে মঙ্গল হইতে পারে, আমি আপনাদিগকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি । ১৫

ভগবান্ই আত্মদর্শী পুরুষগণের আত্মা সেই শ্রীভগবান্ই তাঁহাদিগের আত্মরূপে প্রকাশমান হইয়া স্বীয় ভক্তজনে অনুগ্রহ বিতরণার্থ সিদ্ধরূপে অবনীমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকেন । ১৬

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—পৃথু মহারাজের ঐ প্রকার অল্লাক্ষর গম্ভীরার্থ শ্রবণমোহন সুসঙ্গত বচন শ্রবণ করিয়া সনৎকুমার প্রসন্ন মুখে যেন যুহু হাস্তসহকারে শ্রীতিপূর্ণভাবে কহিলেন । ১৭



শ্রীসনৎকুমার উবাচ ।

সাধু পৃষ্ঠং মহারাজ সর্বভূতহিতাত্মনা । ভবতা বিদুষা চাপি সাধুনাং মতিরাদৃশী ॥১৮॥

সঙ্গমঃ খলু সাধুনাযুভয়েষাঞ্চ সন্মতঃ । যৎসম্ভাষণংপ্রশ্নঃ সর্বেষাং বিতনোতি শম্ ॥১৯॥

অস্ত্যেব রাজন্ ভবতো মধুদ্বিষঃ পাদারবিন্দস্য গুণানুবাদনে ।

রতিতুঁরাপা বিধুনোতি নৈষ্ঠিকী কামং কষায়ং মলমস্তুরাত্মনঃ ॥২০॥

শাস্ত্রেষ্বিয়ানেব স্থনিশ্চিতো নৃণাং কেমস্য সধ্যম্বিশেষেহেতুঃ ।

অসঙ্গ আত্মব্যতিরিক্ত আত্মনি দৃঢ়া রতিব্রহ্মণি নিষ্ঠুর্গে চ য়া ॥২১॥

স্যা শ্রদ্ধয়া ভগবদ্ব্যর্থচর্যয়া জিজ্ঞাসয়াধ্যাত্মিকযোগনিষ্ঠয়া ।

যোগেশ্বরোপাসনয়া চ নিত্যং পুণ্যশ্রবঃকথয়া পুণ্যয়া চ ॥২২॥

অর্থেন্দ্রিয়ারামসগোষ্ঠ্যতৃষ্ণয়া তৎসম্মতানামপরিগ্রহণ চ ।

বিবিক্তরুচ্যা পরিতোষ আত্মনি বিনা হরেণুগীযুষপানাৎ ॥২৩॥

অহিংসয়া পারমহংসচর্যয়া শ্রুত্যা মুকুন্দচরিতাশ্রয়সীধুনা ।

যমৈরকামৈনিয়মৈশ্চাপ্যনিন্দয়া নিরীহয়া দ্বন্দ্বতিতিক্রিয়া চ ॥২৪॥

শ্রীসনৎকুমার কহিলেন, — হে মহাবাজ ! তুমি সর্বভূতের হিতে রত এবং বিদ্বান্, তুমি উত্তম প্রশ্নই করিয়াছ। তোমার শ্রায় সাধু ব্যক্তিদিগের এই প্রকার বুদ্ধিই হইয়া থাকে । ১৮

সাধুদিগের সঙ্গ—বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই বাঞ্ছনীয়। সীহাদিগের সহিত সম্ভাষণ ও কথোপকথন সকলেরই মঙ্গলদায়ক হইয়া থাকে । ১৯

হে রাজন্ ! মধুসূদন শ্রীহরির পদারবিন্দের গুণ-কীর্তনে তোমার সুদূরভা ঐকান্তিকী রতি বিজ্ঞমান। উহাতে অস্তুরাত্মার কামরূপ মল বিধৌত হয় । ২০

আত্মভিন্ন পদার্থ বৈরাগ্য এবং গুণাতীত ব্রহ্ম-স্বরূপ আত্মার দৃঢ়া রতি—উহাই শাস্ত্রসমূহের সম্যক বিচারে জীবের কল্যাণ লাভের হেতু বলিয়া সুনিশ্চিত আছে । ২১

সেই রতি—শ্রদ্ধা, ভগবদ্ব্যর্থচর্যা, জিজ্ঞাসা,

আধ্যাত্মিক যোগনিষ্ঠা, যোগেশ্বরগণের উপাসনা এবং সর্বদা পবিত্র শ্রীহরিকথা শ্রবণে জন্মিয়া থাকে । ২২

ধনলোলুপ ও ইন্দ্রিয়তর্পণরত ব্যক্তিগণের সঙ্গে বিতৃষ্ণা, তাঁহাদিগের অভিমত অর্থ-কামাদি পরিত্যাগ ও আত্মার পরিতোষ জন্মিলে নির্জন্মবাসে অভিরুচি এই সকলের দ্বারা ঐ রতি দৃঢ় হইয়া থাকে কিন্তু শ্রীহরির গুণামৃত পানের সম্ভাবনা না থাকিলে আত্মবতি ও নির্জন্মবাসও কর্তব্য নহে । ২৩

অহিংসা ( কায়মনোবাক্যে পরপীড়া ত্যাগ ), পারমহংসচর্যা ( উপশমাদি প্রধান বৃত্তির অবলম্বন ), শ্রুতি ( আত্মহিতানুসন্ধান ), মুকুন্দচরিতামৃতের অনু-স্মরণ, ইন্দ্রিয়দমন, ( ভোগবাসনা পরিত্যাগ ), ত্রতাদি নিয়ম, ধর্মাস্তরের অনিন্দা, অপ্রাপ্ত দ্রব্যের প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত দ্রব্য রক্ষণের চেষ্টারাহিত্য, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা । ২৪

বিস্মৃতি—শ্রীহরির নাম, গুণ ও কর্মাদি সকলই নিস্তর্পণ বা গুণাতীত; কিন্তু জীবের প্রতি শ্রীভগবানের করুণা হেতু ঐ সকল কথা গুণময় রূপে প্রতিভাত

হইয়া জীবের হৃদয়কে গুণাতীত শ্রীভগবতেরে লইয়া যায়; এই ভজ নির্জন্মবাস অপেক্ষাও উহা পরম প্রেরকর । ২৩



হরেমু'হন্তংপরকর্ণপূরণাভিধানেন বিজৃম্ভমাণয়া ।

ভক্ত্যা হসঙ্গঃ সদসত্যান্নানি স্মিগুণৈ ব্রহ্মণি চাপ্সমা রতিঃ ॥২৫॥

যদা রতিব্রহ্মণি নৈষ্ঠিকী পুমানাচার্য্যবান্ জ্ঞানবিরাগরংহসা ।

দহত্যবীৰ্য্যং হৃদয়ং জীবকোশং পঞ্চাত্মকং যোনিমিবোস্থিতোহগ্নিঃ ॥২৬॥

দক্ষাশয়ে মুক্তসমস্ততদগুণো নৈবাত্মনো বহিরন্তর্বিচক্ষে ।

পরাত্মনোর্ব্যবধানং পুরস্তাৎ স্বপ্নে যথা পুরুষস্তদ্বিনাশে ॥২৭॥

আত্মানমিন্দ্রিয়ার্থক পরং যদুভয়োরপি । সত্যানশ্চ উপাধৌ বৈ পুমান্ পশ্যতি নান্দদা ॥২৮॥

নিমিত্তে সতি সর্বত্র জলাদাবপি পুরুষঃ । আত্মনশ্চ পরস্তাপি ভিদাং পশ্যতি নান্দদা ॥২৯॥

ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াকৃষ্টৈরাক্ষিপ্তং ধ্যায়তাং মনঃ । চেতনাং হরতে বুদ্ধেঃ স্তম্বস্তোয়মিব হ্রদাৎ ॥৩০॥

ব্রহ্মতানু স্মৃতিশ্চিন্তং জ্ঞানভ্রংশঃ স্মৃতিক্রয়ে । তদ্রোধং কবয়ঃ প্রাহুরাত্মাপহুবমাত্মনঃ ॥৩১॥

নাতঃ পরতরো লোকে পুংসঃ স্বার্থব্যতিক্রমঃ । যদধ্যাত্ম্য প্রেয়স্বমাত্মনঃ স্বব্যতিক্রমাৎ ॥৩২॥

এবং হরিভক্তদিগের কর্ণালঙ্কারস্বরূপ হরিগুণ বারংবার কীর্তনেব দ্বারা কার্য্যকারণরূপ অনান্ন-বস্তুরূপে অনাসক্তি এবং গুণাভীত ব্রহ্মে অনায়াসে রতি উৎপন্ন হয়। যখন পরব্রহ্মে নৈষ্ঠিকী রতি ভঙ্গে, তখন পুরুষ আচার্য্যবান্ হইয়া উঠেন, তখন অগ্নি যেমন নিজ উৎপত্তিস্থান ( কাষ্ঠকে বা অরণিকে, দহ্য করে, সেইরূপ জ্ঞানবৈরাগ্যপ্রভাবে বাদনাশূ পঞ্চাত্মক লিঙ্গদেহকে দহ্য করিয়া থাকে। ২৫-২৬

পূর্বের পরমাত্মার ও জীবাত্মার মধ্যে যে ব্যবধান ছিল, তাহার বিনাশ হইলে জাগ্রতাবস্থায় যেমন স্বপ্ন-দৃষ্ট বিষয়ের দর্শন হয় না, তদ্রূপ লিঙ্গদেহ দহ্য হইলে পুরুষ কর্তৃত্বাদি সমস্ত রহিত হইয়া বাহ্যবিষয় ও অন্তর্বিষয় কিছুই অনুভব করেন না। ২৭

পুরুষ, উপাধি বা লিঙ্গদেহ থাকিলেই দ্রষ্টাকপী আত্মাকে এবং দৃশ্যরূপী ইন্দ্রিয়ার্থকে অনুভব করিয়া থাকে কিন্তু তাহা না থাকিলে পুরুষ এই উভয়ের অভিন্ন যে পরমাত্মা, তাহাই অনুভব করিয়া থাকে। ২৮

ইহলোকেও দেখা যায় যে, জল দর্পণাদি নিমিত্ত

বর্তমান থাকিলে বিশ্ব ও প্রতিবিশ্বের মধ্যে ভেদ প্রতীয়মান হয়, কিন্তু জল দর্পণাদি না থাকিলে তাহা হয় না, সেইরূপ উপাধিরূপ লিঙ্গদেহ থাকিলে জীবও পরমাত্মার ভেদ পরিদৃষ্ট হয় কিন্তু উপাধি বা লিঙ্গদেহের বিনাশে তাহা হয় না। ২৯

তীরস্থিত কুশাদির মূল যেমন হ্রদ হইতে জল আকর্ষণ করিয়া লয়, তদ্রূপ যে সকল পুরুষ বিষয়-চিন্তানিরত তাহাদিগের ইন্দ্রিয় বিষয়াকৃষ্ট হয় এবং তদ্বারা মনও বিষয়াসক্তি প্রাপ্ত হয়, তখন সেই মন বুদ্ধিরবিচারসামর্থ্য হরণ করিয়া থাকে। ৩০

বুদ্ধির বিচারসামর্থ্য অপহৃত হইলে পূর্বাপরাণু-সন্ধানরূপ স্মৃতিশক্তি বিনষ্ট হয়, স্মৃতি নাশ হইলে জ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়, পশুতেরা এই জ্ঞানভ্রংশকেই আত্মা হইতে আত্মবিনাশ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। আত্মাকে অবলম্বন করিয়াই এই সংসারে দেহাদি বস্তু প্রিয় হইয়া থাকে, আত্মার দ্বারা সেই আত্মনাশ অপেক্ষা পুরুষের আর কি গুরুতর সামর্থ্য নাশ হইতে পারে? ৩১-৩২

বিশ্রুতি—“পঞ্চাত্মক” অর্থে কেহ কেহ পঞ্চভূতাত্মক ব্যাখ্যা করিয়াছেন কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে; কারণ, পঞ্চ-ভূতাত্মক লিঙ্গদেহ দহ্য হইলে মৃত্যুও অবগুস্তাবী হইয়া পড়ে।

যাহারা “পঞ্চাত্মক” শব্দে পঞ্চকোশাত্মক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাদের ব্যাখ্যাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। পঞ্চকোশ—অবিভা, অগ্নিতা, বায়ু, জল ও অভিনিবেশ। ২৬



অৰ্ধেন্দ্রিয়ার্থাভিধানং সৰ্বার্থাপহুবো নৃণাম্ ।

ভ্রংশিতো জ্ঞানবিজ্ঞানাদ্ যেনাবিশতি মুখ্যতাম্ ॥৩৩॥

ন কুর্যাৎ কৰ্হিচিৎ সঙ্গং তমন্তী ব্রং তিতীরিষুঃ । ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং যদত্যন্তবিঘাতকম্ ॥৩৪॥

তত্রাপি মোক্ষ এবার্থ আত্যন্তিকতয়েষ্যতে । ত্রৈবর্গ্যোহর্থো যতো নিত্যং কৃতান্তভয়সংযুতঃ ॥৩৫॥

পরেহবরে চ যে ভাবা গুণব্যতিকরাদনু । ন তেষাং বিঘতে ক্ষেমমী শবিক্ষংসিতাশিমাম্ ॥৩৬॥

তৎ স্বং নরেন্দ্র জগতামথ তস্মুমাঞ্চ দেহেন্দ্রিয়াহ্মিষণাণ্ডভিরার্তানাম্ ।

যঃ ক্ষেত্রবিত্তপতয়া হৃদি বিষগাবিঃ প্রত্যক্ চকার্ত্তি ভগবাংস্তমবোহি সোহস্মি ॥৩৭॥

যস্মিন্নিদং সদসদাস্ততয়া বিভাতি মায়া বিবেকবিধুতি অজি বাহুভিবুদ্ধিঃ ।

তং নিত্যমুক্তপরিশুদ্ধবিশুদ্ধতত্ত্বং প্রত্যট্ কৰ্ম্মকলিপ্রকৃতিং প্রপদ্যে ॥৩৮॥

ধন ও ভোগ্য বিষয়াদিব চিন্তাই মনুষ্যগণের সকল পুরুষার্থনাশের মূল, কাবণ, উচার চিন্তার দ্বারা জীব জ্ঞান এবং বিজ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইয়া পুরুষ স্বাবরহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ৩৩

যে ব্যক্তি ঘোর সংসারভ্রম পার হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে যে যে বস্তু, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অত্যন্ত বিঘাতক তাহাতে আসক্ত হওয়া কদাচ উচিত নহে । ৩৪

এই চতুর্বর্গের মধ্যে মোক্ষই আত্যন্তিক পুরুষার্থ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, যেহেতু ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রৈবর্গিক পুরুষার্থে সর্বদা কালভয় বিদ্যমান । ৩৫

ত্রেকাদি হইতে যে সকল শ্রেষ্ঠ ও অপকৃষ্ট পদার্থ, সকলই গুণক্ষোভের পর উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব এই পশ্চাচ্ছাত পদার্থের ধর্মাদি পুরুষার্থ কালশক্তি-প্রভাবে ধ্বংস হয়, অতএব তাহা হইতে মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই । ৩৬

হে নরেন্দ্র ! যে ভগবন ! এই সকল স্বাবর জন্ম, যাহারা দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, বুদ্ধি ও অহঙ্কারে আবৃত তাহাদের হৃদয়ে অন্তর্ধ্যামিরূপে প্রত্যক্ষ স্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, যিনি প্রত্যক্ বা প্রতিলোম-ক্রমে প্রকাশ পান এবং যিনি সর্বব্যাপিরূপে প্রকাশিত, তুমি তাঁহাকে অবগত হও, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে “আমি” অর্থাৎ জীবও তাহা হইতে অভিন্ন । ৩৭

যেমন মালাতে সর্পভ্রম হয়, এবং বিরেকের উদয় হইলে সেই ভ্রান্তি বিদূরিত হয়, সেইরূপ মায়াই এই বিশ্বব্যাপী হইয়া কার্য্যকারণভাবে পরমাত্মায় অবস্থিত জীবের এই যে ভ্রমবুদ্ধি জন্মায়, বিবেকের উদয়ে সে ভ্রম থাকে না, এই জ্ঞাত আমি যিনি নিত্যমুক্ত, সর্বগোভাবে শুদ্ধ, বিশুদ্ধ তত্ত্ব এবং যিনি কৰ্ম্মমলিনা প্রকৃতিকে পরাভব করিয়া বিরাজমান, সেই ভগবানের শরণাগত হইলাম । ৩৮

বিস্তৃতি—“জ্ঞান”—শাস্ত্রাদি আলোচনা দ্বারা যে পরোক্ষ অহুত্ব জন্মে । “বিজ্ঞান”—ভঙ্গ্যাক্ষাৎকাবের দ্বারা যে অপরোক্ষ অহুত্ব ঘটে । ৩৩

সর্বভূতের অন্তর্ধ্যামিরূপে ভগবানের যে রূপ তাহা

অহুত্ব করিতে হইলে প্রতিলোমক্রমে অর্থাৎ মূল হইতে ক্রমশঃ স্ফুটানুশ্রেণীতে অগ্রসর হইয়া অহুত্ব করিতে হয় । সর্বব্যাপী বা বিরাট রূপকে এ স্থলে “বিষক্” শব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে । ৩৭



যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা কৰ্ম্মাণয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ ।

তদ্বন রিক্তমতয়ো যতমোহপি রুদ্ধশ্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাহুদেবম্ ॥৩৯॥

কৃচ্ছো মহানিহ ভবর্ণবমপ্লবেশাং ষড়্‌বর্গনক্রমস্থেন তিতীরবন্তি ।

তৎ তং হরের্ভগবতো ভজনীয়মজ্জিৎ কৃহোড়্‌পং ব্যসনমুত্তর দুস্তরার্ণম্ ॥৪০॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

স এবং ব্রহ্মপুত্রেন কুমারেণাত্মমেধসা । দর্শিতাভ্যগতিঃ সম্যক্ প্রশস্তোবাচ তং নৃপঃ ॥৪১॥

শ্রীরাজোবাচ ।

কৃতো মেহনুগ্রহঃ পূর্ব্বং হরিণাভীকৃষ্ণিনা । তমাপাদয়িতুং ব্রহ্মন্ ভগবন্ যুয়মাগতাঃ ॥৪২॥

নিষ্পাদিতশ্চ কাং স্মোন্ ভগবন্তিহ্মণালুভিঃ । সাধুচ্ছিক্টং হি মে সর্ব্বমাত্মনা সহ কিং দদে ॥৪৩॥

প্রাণা দারাঃ স্ততা ব্রহ্মন্ গৃহাশ্চ সপরিচ্ছদাঃ ।

রাজ্যং বলং মহী কোশ ইতি সর্ব্বং নিবেদিতম্ ॥৪৪॥

সৈন্যপত্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ দণ্ডনেতৃত্বমেব চ । সর্ব্বলোকাধিপত্যঞ্চ বেদশাস্ত্রবিদহীতি ॥ ৪৫ ॥

স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুঙ্কতে স্বং বস্ত্রে স্বং দদাতি চ । তস্মৈবানুগ্রহেণামং ভুঞ্জতে ক্ষত্রিয়াদয়ঃ ॥৪৬॥

যাঁহার পাদপদ্মেব অঙ্গুলিদলেয় কাঙ্ক্ষিতস্বরূপমাত্র সাধুপুরুষেরা যেসকল সহজে কষ্ট দ্বারা গ্রথিত হৃদয়-গ্রন্থি ছেদন করিয়া থাকেন, বিষয়নিলিপ্ত যোগিগণও সেসকল সহজে কষ্টগ্রন্থি ছেদন করিতে সমর্থ হন না ; অতএব তুমি বাহুদেবকে ভজনা কর । ৩৯

ভবসমুদ্রে কামাদি ষড়্‌বর্গ নক্ররূপে বিচ্যমান, যাঁহারা চঃখরূপ যোগাদি দ্বারা ইহা উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের অভ্যন্ত ক্লেশ হইয়া থাকে, অতএব হে রাজন্ ! তুমি ভগবানের চরণকেই ভেলা করিয়া এই দুস্তর সাগররূপ ব্যসন সৰল উত্তীর্ণ হও । ৪০

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মবিদ সনৎ-কুমার এই প্রকারে আত্মতত্ত্ব দান করিলে মহারাজ পৃথু তাঁহার প্রশংসা করিয়া কহিলেন । ৪১

শ্রীপৃথুরাজ কহিলেন—হে ভগবন্ ! আর্ত-বৎসল শ্রীহরি পূর্ব্বই আমাকে যে অনুগ্রহ করিয়া-ছিলেন, তাহা পূর্ণ করিবার জগুই আপনাদের আগমন হইয়াছে । ৪২

আপনারা পরম দয়ালু, যে জগু আগমন করিয়া-ছিলেন, তাহা সম্যক্রূপেই সম্পন্ন করিলেন । এক্ষণে আমি আপনাদিগকে কি গুরুদক্ষিণা দিব ? যোহতু আমার দেহ ও রাজ্যাদি সকলই ভবাদৃশ সাধুগণের প্রদত্ত উচ্ছিষ্টস্বরূপ । ৪৩

হে ব্রহ্মন্ ! তথাপি ভূত্যা যেমন প্রভুকে তাম্বুলাদি সেব্যরূপে প্রদান করে, আমি সেইরূপ আমার প্রাণ, পুত্র, পরিবার, পরিচ্ছদাদি সহ গৃহ, রাজ্য সেনা পৃথিবী ও রাজকোষ—এ সকলই আপনাদিগকে নিবেদন করিতেছি । আপনারা কৃপা করিয়া গ্রহণ করুন । ৪৪

সৈন্যপতিপদ, রাজ্য, দণ্ডদানাদিকার, এবং সর্ব্বলোকাধিপত্য—এ সমুদয়ে বেদশাস্ত্রবিদ ব্রাহ্মণই যোগ্য অধিকারী । ৪৫

অতএব ব্রাহ্মণই নিজের ধনভোগ, আপন বসন পরিধান এবং আপন ধন দান করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরই অনুগ্রহে ক্ষত্রিয়াদি অন্নাদি ভোগ করিয়া থাকে । ৪৬



যৈরীদৃশী ভগবতো গতিরাত্মবাদ একান্ততো নির্গমিতঃ প্রতিপাদিতা ন।

তুহ্যন্তদ্রকরণাঃ স্বকৃতেন নৃত্যং কো নাম তৎ প্রতিকরোতি বিনোদপাত্রম্ ॥৭৭॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ত আত্মযোগপতয় আদিরাজেন পূজিতাঃ। শীলং তদীয়ং শংসন্তঃ খেহভুবন মিত্যং নৃণাম্ ॥৮৮॥

বৈণ্যস্ত ধূর্যো মহতাং সংস্থিত্যহ্মাশিক্ষয়া। আপ্তকামমিবাশ্রানং গেন আশ্রয়বস্থিতঃ ॥৮৯॥

কর্মাণি চ যথাকালং যথাদেশং যথাবলম্। যথোচিতং যথাবিস্তমকমোদ্ ব্রহ্মসাং কৃতম্ ॥৯০॥

বলং ব্রহ্মণি সংযত্ব নির্বিষয়ঃ সম হিতঃ। কর্মাধ্যক্ষক মন্থান আশ্রানং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥৯১॥

গৃহেষু বর্তমানোহপি স সাম্রাজ্যাশ্রিয়াস্থিতঃ। নাসজ্জতেশ্রিয়ার্থেষু নিরহস্যতিরক্বেৎ ॥৯২॥

এবমধ্যাত্মবোগেন কর্মাণ্যনুসমা রন। পুত্রানুৎপাদয়ামাস পঞ্চাচ্চিন্দ্রাত্মসম্য তান।

বিজিতাশ্বঃ ধূম্রকেশঃ হর্যাক্ষঃ দ্রবিণঃ বৃকম্ ॥৯৩॥

সর্বেষাং লোকপালানাং দধারৈকঃ পৃথুর্ভগান্।

গৌপীধাম জগৎসৃষ্টেঃ কালে স্যে স্বেহচ্যুতাত্মকঃ ॥৯৪॥

মনোবাগবর্ত্তিভঃ সৌমৈয়গুণৈঃ সংরঞ্জয়ন্ প্রজাঃ। রাজেত্যধামামধেয়ং সৌমরাজ ইবাপরঃ ॥৯৫॥

যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ অধ্যাত্মবিচার দ্বারা ভগবানের এই গতি নিশ্চয় করিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন—তঁাহাদের দয়ার সীমা নাই। তঁাহারা আপনাদের কর্ম দ্বারা ই সন্তুষ্ট থাকুন, অঞ্জলিবদ্ধন ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি তঁাহাদের প্রভুপকার করিতে সমর্থ হইবে? ৪৭

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—অনন্তর আত্মজ্ঞানের অধীশ্বর সেই চারি জন ঋষি আদিরাজ পৃথু কর্তৃক পূজিত হইয়া তঁাহার গুণের প্রশংসা করিতে করিতে দর্শকগণের সমক্ষেই আকাশপথে উপস্থিত হইলেন। ৪৮

মহাভাগবতের অগ্রগণ্য মহারাজা পৃথুও সেই অধ্যাত্মশিক্ষার দ্বারা একাগ্রতা লাভ করিলেন, এবং আত্মাতেই অবস্থিত হইয়া আপনাকে পূর্ণ-মনোরথ বলিয়া মনে করিলেন। ৪৯

তিনি দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে শক্তি ও সম্পত্তি অনুসারে যথাযোগ্য বিষয় ভগবানে অর্পণ পূর্বক সন্মুদায় কর্ম করিতে লাগিলেন। ৫০

মহারাজ পৃথু ভগবানে কর্মফল অর্পণ করিয়া কর্মাসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক সমাহিতচিত্তে শ্রদ্ধাতির পারগামী পরমাত্মাকে কর্মাধ্যক্ষ জানিয়া কর্তৃদ্বাদি অভিমান দূর করিয়াছিলেন। ৫১

তিনি সাম্রাজ্যলক্ষ্যের সহিত গৃহে বর্তমান থাকিয়াও এবং সূর্যের স্তায় সর্বত্র পর্যটন করিয়াও কদাপি বিষয়ে আসক্ত হন নাই। ৫২

এইরূপে অধ্যাত্মযোগগুরু হইয়া কর্মানুষ্ঠান করিতে করিতে কোন ক্রমে পৃথু ভক্তি নাম্নী শ্রীর গর্ভে আত্মতুল্য পঞ্চ পুত্র উৎপাদন করিলেন। তঁাহাদের নাম বিজিতাশ্ব, ধূম্রকেশ, হর্যাক্ষ, দ্রবিণ ও বৃক। অচ্যুতাত্মক মহারাজ পৃথু জগতের স্থিতিরক্ষার জন্য যথাযোগ্য সময়ে সকল লোকপালের গুণ একাই ধারণ করিলেন। ৫৩-৫৪

তিনি হিতচিন্তাদিরূপ মনোবৃত্তি, প্রিয়ভাষণাদিরূপ বাক্যবৃত্তি ও মনোহর গুণসমূহের দ্বারা প্রজারঞ্জন করিয়া ‘বিতীয় সৌমরাজ’ এই নাম ধারণ করিয়াছিলেন। ৫৫



সূর্য্যবদ্বিস্থজন্ গৃহ্ণন্ প্রতপংশ্চ ভূবো বহু । দুর্জয়ন্তেজসেবামির্মহেন্দ্র ইব দুর্জয়ঃ ॥৫৬॥  
 ত্রিতিক্ষ্মা ধরিত্রীব গৌরিবাভীক্টদো নৃণাম্ । বর্ষতি স্ম যথা কামং পর্জন্ত ইব তর্পয়ন্ ॥৫৭॥  
 সমুদ্রে ইব দুর্বেদ্যঃ সন্তেনাচলরাড়িব । ধর্ম্মরাড়িব শিক্ষায়ামাশ্চর্য্যে হিমবানিব ॥৫৮॥  
 কুবের ইব কোশাঢ্যো গুপ্তার্থো বরুণো যথা । মাতরিশ্বেব সর্ব্বাত্মা বলেন সহসৌজসা ॥৫৯॥  
 অবিসম্ভত্যা দেবো ভগবান্ ভূতরাড়িব । কন্দর্প ইব সৌন্দর্য্যে মনস্বী যুগরাড়িব ॥৬০॥  
 বাৎসল্যে মনুবন্মৃগাং প্রভুত্বে ভগবান্জঃ । বৃহস্পতিত্র্যম্বাদে আত্মবদ্বৈ স্বয়ং হরিঃ ॥৬১॥  
 ভক্ত্যা গোপুরুবিপ্রৈশু বিষম্মেনামুবর্ত্তিষু । হ্রিয়া প্রত্নয়শীলাভ্যামাত্মতুলাঃ পরোত্তমে ॥৬২॥

কীর্ত্ত্যোদ্ধীগীতয়া পুংভিজ্জৈলোক্যে তত্র তত্র হ ।

প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেষু স্ত্রীণাং রামঃ সতামিব ॥৬৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে

পৃথুচরিতে দ্বাবিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

সূর্য্য যেমন রশ্মিযোগে পৃথিবীর রস আকর্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার বর্ষণ দ্বারা তাহা ত্যাগ করিয়া থাকেন, তিনি সেইরূপ প্রজাগণের নিকট কররূপে ধন গ্রহণ করিয়া কালে তাহা প্রত্যর্পণ করিতেন । তিনি অগ্নির আয় দুর্জয় তেজস্বী এবং ইন্দ্রের আয় দুর্জয় বলশালী ছিলেন । ৫৬

তিনি পৃথিবীর আয় সহিষ্ণু, স্বর্গের আয় সর্বলোকের অভীক্টপ্রদ, এবং মেঘ যেমন যথাকালে জলবর্ষণ করিয়া সকলের তৃপ্তি সম্পাদন করে, তিনিও সেইরূপে প্রজাগণের কামনানুসারে অভাব মোচন করিয়া তৃপ্তিবিধান করিতেন । ৫৭

তিনি সমুদ্রের আয় গাভীর্ঘ্য হেতু দুর্বেদ্য, তিনি স্ত্রীমেরুর আয় সৈর্য্যে অটল, শাসনমর্য্যাদা রক্ষায় ধর্ম্মরাজ তুলা এবং বিস্ময়জনকভাবে হিমাচলের সদৃশ ছিলেন । ৫৮

তিনি কুবেরের আয় ধনবান্, গুপ্তধনরক্ষণে

বরুণের আয় এবং বায়ুর তুলা সর্ব্বগামী ও পরাক্রমশালী ছিলেন । ৫৯

তিনি অসম্ভবিক্রমে ভগবান্ রুদ্রের আয়, সৌন্দর্য্যে কামদেব সদৃশ এবং সিংহের আয় নির্ভীক ছিলেন । ৬০

তিনি বাৎসল্যে মনুর আয়, প্রভুত্বে ত্র্যম্বক তুলা, ত্র্যম্বকবিচারে সাক্ষাৎ বৃহস্পতিসদৃশ এবং জিতেন্দ্রিয়হে সাক্ষাৎ শ্রীহরির আয় ছিলেন । ৬১

গো, ব্রাহ্মণ, গুরু এবং বৈষ্ণবের প্রতি ভক্তির দ্বারা, লজ্জা, বিনয় ও স্নেহভার দ্বারা এবং পরকার্যসাধনে তিনি অতুলনীয় ছিলেন । ৬২

ত্রৈলোক্যের সর্ব্বস্থানে সকল পুরুষেই তাঁহার কীর্ত্তিগান করিত—ভগবান্ রামচন্দ্র যেমন সাধুগণের কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, মহীপতি পৃথুও সেইরূপ পুরুষ ও কুলাজনাগণের শ্রবণবিবরে বিরাজ করিতেন । ৬৩

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়



## ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

দৃষ্ট্বাত্মানং প্রবয়সমেকদা বৈণ্য আত্মবান্ । আত্মনা বর্জিতাশেষ স্বানুসর্গঃ প্রজাপতিঃ ॥১॥  
জগতস্তস্মৈচাপি বৃত্তিদো ধর্মভূঃ সতাম্ । নিম্পাদিতেশ্বরাদেশো যদর্থমিহ জজ্ঞিবান্ ॥২॥  
আত্মজেষাত্মজাঃ শাস্ত্র বিরহাদ্রদৌমিব । প্রজাস্ত্র বিমনঃশ্বেকঃ সদারোহগাং তপোবনম্ ॥৩॥  
তত্রোপ্যদাম্যানিয়মো বৈখানসম্ভসম্মতে । আরক উগ্রতপসি যথা স্ববিজয়ে পুরা ॥৪॥  
কন্দমূলফলাহারঃ শুকপর্ণাশনঃ কচিৎ । অভক্ষঃ কতিচিৎ পক্ষান্ বায়ুভক্ষস্ততঃ পরম্ ॥৫॥  
গ্রীষ্মে পঞ্চতপা বীরো বর্ষাশ্বাসারযাণুনিঃ । আকণ্ঠমগ্নঃ শিশিরে উদকে শ্মশ্রুলেশয়ঃ ॥৬॥  
তিতিক্ষুর্যতবাগ্দান্ত উর্দ্ধরেতা জিতানিলঃ । তারিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণমচরৎ তপ উত্তমম্ ॥৭॥  
ভেন ক্রমানুসিদ্ধেন ধ্বস্তকর্ম্মাহমলাশয়ঃ । প্রাণায়ামৈঃ সন্নিকৃদ্ধষড়্গুণশ্চিম্বন্ধনঃ ॥৮॥  
সনৎকুমারো ভগবান্ যদাহাধ্যাত্মিকং পরম্ । যোগং তেনৈব পুরুষমভজৎ পুরুষবর্ষভঃ ॥৯॥

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—আত্মবিৎ প্রজাপতি বেণ  
নন্দন অন্নাদিদান ও পুরগ্রামাদির উৎসর্গ বিশেষ-  
রূপে বর্জনানন্তর একদা আপনাকে বৃদ্ধ দর্শন করিয়া  
ভাবিলেন, “আমি পৃথিবীস্থ স্বাবর-ভ্রমের  
গ্রাসাচ্ছাদন নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি, সাধুদিগের ধর্ম-  
রক্ষকের কার্যের জন্ত ও পরমেশ্বরের প্রজাপালনাদি  
যে আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্ত আমি অবতীর্ণ  
হইয়াছিলাম, তাহাও সম্পাদিত হইয়াছে ।” এইরূপ  
চিন্তা করিয়া পৃথু স্ববিরহে বোরুণমানা স্বীয় কথারূপা  
ধরিত্রীকে পুত্রহন্তে সমর্পণপূর্বক তপস্তার্থ ভার্য্যাসহ  
একাকী তপোবনে গমন করিলেন, প্রজাগণ তাঁহার  
বিরহে ব্যাকুল হইয়া পড়িল । ১-৩

অশুভ্রত পৃথু পূর্বে যেমন পৃথিবী জয় করিতে  
চেষ্টা করিয়াছিলেন, এক্ষণে বনমধ্যে গমন করিয়াও  
সেইরূপ বানপ্রস্থশ্রমিগণের স্তম্ভিত উগ্র তপস্তায়  
প্রবৃত্ত হইলেন । ৪

তিনি কখনও কন্দ, মূল, ও ফলমাত্র আহার  
করিতেন, কখনও বা শুক পত্র ভক্ষণ করিয়া  
থাকিতেন, কখনও বা কেবল জলমাত্র পান করিয়া

কয়েক পক্ষকাল কাটাইতেন, তৎপরে তিনি বায়ু  
মাত্র ভক্ষণ করিয়া থাকিতেন । ৫

নিদাষে চারিদিকে অগ্নি ও উপরে সূর্য্য এই  
পঞ্চবিধ তাপ সহ করিয়া পঞ্চতপা হইয়া থাকিতেন ।  
বর্ষাকালে অনাবৃতস্থানে বারিধারাবর্ষণে সিক্ত হইতেন  
এবং শীতকালে জলমধ্যে কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত মগ্ন হইয়া  
থাকিতেন এবং ভূমিশয়নে অবস্থান করিতেন । ৬

তিনি সহিষু, মৌনী, জিতেন্দ্রিয় উর্দ্ধরেতা ও  
জিতাশ্ব হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনাবাসনায়  
উৎকৃষ্ট তপস্তার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । ৭

উৎকৃষ্ট তপস্তার প্রভাবে তাঁহার কর্ম্মসকল  
ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় তাহার হৃদয় নির্মল  
হইয়া উঠিল এবং প্রাণায়ামপ্রভাবে ষড়্গুণ  
সম্যক্রূপে নিগৃহীত ও সংসারবন্ধন ছিন্ন হইয়া  
গেল । ৮

তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ পৃথু, সনৎকুমার যে পরমোৎকৃষ্ট  
আধ্যাত্মিক যোগের উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা  
অবলম্বন করিয়া পুরুষোত্তম ভগবানের ভজনে প্রবৃত্ত  
হইলেন । ৯



ভগবদ্ধর্শিণঃ সাধোঃ শ্রদ্ধয়া যততঃ সদা । ভক্তিভগবতি ব্রহ্মণ্যনন্তবিষয়াভবৎ ॥ ১০ ॥

তত্শানয়া ভগবতঃ পরিকর্ম্মশুদ্ধসম্মানস্তদনুসংস্ররণানুপূর্ত্যা ।

জ্ঞানং বিরক্তিমদভূমিশিতেন যেন চিচ্ছেদ সংশয়পদং নিজজীবকোশম্ ॥ ১১ ॥

ছিদ্রান্নাধীরধিগতাঙ্গগতিনিরীহস্তং তত্য়জেহচ্ছিনদিদং বয়ুনেন যেন ।

তাবম যোগগতিভির্ঘতিরপ্রমত্তো যাবদাদাগ্রজকথাং রতিং ন কুর্য্যাৎ ॥ ১২ ॥

এবং স বীরপ্রবরঃ সংযোজ্যান্মানমায়নি । ব্রহ্মভূতো দৃঢ়ং কালে তত্য়াজ স্বং কলেবরম্ ॥ ১৩ ॥

সম্পাদ্য পায়ুং পার্শ্বভ্যাং বায়ুযুৎসারয়জ্ঞনৈঃ । নাভ্যাং কোষ্ঠেষবস্থাপ্য হৃদ্রঃকণ্ঠশীর্ষণি ॥ ১৪ ॥

উৎসর্পয়ংস্ত তং যুদ্ধি ক্রমেণাবেশ্য নিঃস্পৃহঃ ।

বায়ুং বায়ৌ ক্ষিতৌ কায়ং তেজস্তেজস্বযুজ্জৎ ॥ ১৫ ॥

খাত্যাকাশে দ্রবং তোয়ে যথাস্থানং বিভাগশঃ । ক্ষিতিমস্তসি তং তেজস্বদো বায়ৌ নভস্তমুম্ ॥ ১৬ ॥

ইন্দ্রিয়েষু মনস্তানি তন্মাত্রেষু যথোদ্ভবম্ । ভূতাদিনামুন্ম্যাংক্ষিপ্য মহত্যান্মনি সন্দধে ॥ ১৭ ॥

পবম ভাগবত সাধু পুঃ শ্রদ্ধা সহকায়ে সবদা  
ঐক্যপ যত্ন কবতে অচিরে পরব্রহ্ম ভগবানে তাঁহাব  
ঐকান্তিকী ভক্তির উদয় হইল । ১০

এই প্রকারে ভগবানেব পরিচর্য্যাব দ্বারা শুদ্ধ-  
চিত্ত হওয়ায় তাঁহাব ভগবানের স্মরণের দ্বারা—  
পরিপুষ্ট ভক্তি দ্বারা তাঁহাব বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান লাভ  
হইল, উহার দ্বারা তিনি সংসারের আশ্রয়ভূত  
হৃদয়গ্রাসি ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন । ১১

দেহান্নবুদ্ধি বিদূরিত হওয়ায় আত্মতত্ত্ব তাঁহার  
অধিগত হইল এবং তিনি সিন্ধি প্রভৃতিতেও নিঃস্পৃহ  
হইয়া যে জ্ঞানে দ্বারা তিনি হৃদয়গ্রাসি ছেদ  
করিয়াছিলেন, তাহাও তিনি পরিত্যাগ করিলেন;  
কারণ, যতদিন পর্য্যন্ত গদাগ্রজ ব্রীকৃষ্ণের কথায়  
রতি না জন্মে, ততদিন পর্য্যন্ত যোগাদির  
দ্বারা প্রাপ্য ফলে কেহ অনাসক্ত হইতে পারেন  
না । ১২

এই প্রকারে বীরশ্রেষ্ঠ পৃথু ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত  
হইয়া দেহত্যাগকালে পরমাত্মা শ্রীভগবানে দৃঢ়রূপে  
জীবাত্মাকে যুক্ত করিয়া স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ  
করিলেন । ১৩

প্রগমে তিনি পদব্রজে দ্বারা গুলফদ্বয়ের গৃহদ্বার  
নিপীড়ন করিয়া মূল্যধাব হইতে ক্রমে বায়ুকে উর্দ্ধে  
উত্তোলন করিয়া নাভদেশস্থ মণিপুরচক্রে স্থাপন  
করিলেন; পরে তথা হইতে হৃদদেশে অনাহত চক্রে,  
তথা হইতে বক্ষঃস্থলের উপবিস্থ বিশুদ্ধ চক্রে, তৎপরে  
কণ্ঠে উপবিস্থ ষাণ্ঠাচক্রে এবং তথা হইতে  
ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থাপন করিলেন । অনন্তর  
নিঃস্পৃহ পৃথু দেহারম্ভক বায়ুকে বায়ুতে, পার্শ্ব  
কঠিন ভাগরূপ শরীরকে পৃথিবীতে এবং শরীরগত  
তেজকে তেজে যোগ করিয়া দিলেন । ১৪-১৫

তদনন্তর শরীরস্থ চিত্তগুলিকে আকাশে, শরীর-  
গত জলাংশকে জলে, এইরূপ যথাযোগ্য বিভাগ  
অনুসারে যোজিত করিলেন, তৎপরে তিনি উৎপত্তির  
ক্রমানুসারে মহাহুতগণকে অর্থাৎ ক্ষিতিতত্ত্বকে  
জলতত্ত্বে, জলকে তেজতত্ত্বে, তেজকে বায়ুতত্ত্বে  
এবং বায়ুকে আকাশতত্ত্বে লয় করিয়া মনকে  
ইন্দ্রিয়গ্রামে এবং ইন্দ্রিয়াদিকে উহার উৎপত্তিস্থল  
তন্মাত্রাে যোজনা করিয়াছিলেন । শেষে তন্মাত্রাকে  
অহঙ্কারে এবং সেই অহঙ্কারকে মহত্ত্বাে যোজনা  
করিলেন । ১৬-১৭



তং সৰ্বগুণবিভাসং জীবে মায়ায়ৈ স্তথাৎ । তৎকানুশয়মাত্মস্বয়মাবশুশয়ী পুমান্ ।

জ্ঞানবৈরাগ্যবীৰ্য্যেণ স্বরূপস্থোহজ্জহাৎ প্রভুঃ ॥১৮॥

অৰ্চিনীম মহারাজী তৎপদ্মানুগতা বনম্ । স্কুমার্যাতদর্হা চ যৎ পদ্মাতঃ স্পর্শনং ভুবঃ ॥১৯॥

অতীব ভর্তৃব্রতধর্মনিষ্ঠয়া শুভ্রাযয়া চারষদেহষাত্রয়া ।

নাবিন্দতাক্তিঃ পরিকর্ষিতাপি সা প্রেয়স্করস্পর্শনমাননির্বৃতিঃ ॥২০॥

দেহং বিপন্নখিলচেতনাদিকং পত্ন্যঃ পৃথিব্যা দয়িতস্ম চাত্মনঃ ।

আলক্ষ্য কিক্ষিচ্চ বিলপ্য সা সত্য চিতামথারোপয়দজিসানুনি ॥২১॥

বিধায় কৃত্যং হুদিনীজলাপ্ততা দত্ত্বোদকং ভর্তৃরুদারকর্মণঃ ।

নত্না দিবিস্থাংত্রিদশাংত্রিঃ পরিত্য বিবেশ বহিঃ ধায়তী ভর্তৃপাদম্ ॥২২॥

বিলোক্যানুগতাং সাধ্বীং পৃথুং বীরবরং পতিম্ । তৃকুবুর্বরদা দেবৈর্দেবপত্ন্যঃ সহশ্রণঃ ॥২৩॥

কুর্ব্বতাঃ কুশ্মাসারং তস্মিন্ মন্দরসানুনি । নদৎস্বমরভূর্যোষ্ গৃণন্তি স্ম পরস্পরম্ ॥২৪॥

ত্রীদেব্য ঈচুঃ ।

আহো ইযং বধর্দন্যা যা চৈবং ভূভুজাং পতিম্ । সর্বাননা পতিং ভেজে যজ্ঞেণং শ্রীর্বধুরিব ॥২৫॥

অতঃপর সর্বগুণাধার ঐ স্বরূপ সেই মহন্তস্বকে অব্যক্ত প্রধানে এবং প্রধানকে জীবোপাধি লিঙ্গ-শরীবে শাস্ত্র কবিলেন—এই অবতার পূর্বে—লিঙ্গশরীরভিমानी জীব ছিলেন, এক্ষণে জ্ঞান-বৈরাগ্য-প্রভাবে স্বরূপস্থ হইয়া সেই আত্মস্থ অনুশয়রূপ জীবোপাধি পরিত্যাগ করিলেন । ১৮

মহারাজ পৃথু ব্রী অর্চি যদিও স্কুমারী ছিলেন, এবং যদিও তাঁহার পদদ্বয় কখনও ভূমিস্পর্শের গোণ্য ছিল না, তথাপি সেই মহারাজী পদব্রজে স্বামীর অনুগমন করিয়াছিলেন । ১৯

তিনি ভর্তার ব্রতে ও ধর্ম নিষ্ঠা হেতু, পতির পরিচর্যা দ্বারা এবং ঋষিগণের যোগ্য দেহষাত্রা অবলম্বনে অত্যন্ত কৃশা হইলেও প্রিয়তম পতির করস্পর্শ ও সৎকারাদির দ্বারা তিনি পরমানন্দ প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার কোন দুঃখই বোধ হইত না । ২০\*

পতিপরায়ণা অর্চি যখন দেখিলেন যে, পৃথিবীর পতি এবং আপুনারও অতি প্রিয়তম ভর্তার দেহে চেতনাদি সমুদয় বিনষ্ট হইল, তখন কিয়ৎকাল

বিলাপ করিয়া গিরিসানুদেশে চিতা রচনা-পর্বক তদপরি স্বামীর কলেবর স্থাপন করিলেন । ২১

অনন্তর অগাধ কৃত্য যপানিধি নির্বাহ করিয়া নদীজলে অবগাহন পূর্বক উদারকন্মা ভর্তার তর্পণ করিলেন এবং তৎপরে অন্তরিক্ষস্থিত দেবগণকে প্রণাম করিয়া তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করণান্তর ভর্তৃচরণ চিন্তা করিতে করিতে চিতানলে প্রবিষ্টা হইলেন । ২২

সেই সাধ্বীকে স্বীয় বীরশ্রেষ্ঠ পতির সহযুতা হইতে দেখিয়া বরদানসমর্থ সহস্র সহস্র দেবতা ও দেবপত্নী স্তব করিতে লাগিলেন । ২৩

দেবগণের চন্দ্রুভি নিনাদিত হইতে থাকিলে দেব-পত্নীগণ মন্দরপর্বতের সানুদেশে পুষ্পবৃষ্টি করিতে করিতে পরস্পর কহিতে লাগিলেন । ২৪

শ্রীদেবাগণ কহিলেন—“এই বধু অর্চি যথা, যেহেতু, যজ্ঞেধর-বনিতা লক্ষ্মীর স্তায় স্বীয় পতি রাজাধিরাজ পৃথুর সৎসংকরণে সেবা করিয়া-ছেন । ২৫



সৈষা নুনং ব্রজভূত্বান্নু বৈণ্যং পতিং সত্যো । পশুতাস্মানতীত্যার্চিহুঁ বিভাব্যে ন কৰ্ম্মণা ॥২৬॥  
 তেষাং দুরাপং কিস্তুশ্চান্নভ্যানাং ভগবৎপদম্ । ভুবি লোলায়ুযো যে বৈ নৈকৰ্ম্ম্যং সাধয়ন্ত্যত ॥২৭॥  
 স বক্ষিতো বতান্নক্ৰকৃচ্ছ্রেণ মহতা ভুবি । লক্ষ্যাপবৰ্গ্যং মানুস্যং বিষয়েষু বিষজ্জতে ॥২৮॥  
 শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

স্তবতীষ্মমরস্ত্রীষু পতিলোকং গতা বধুঃ । যং বা আত্মবিদাংধূর্য্যো বৈণ্যঃ প্রাপাচ্যুতাশ্রয়ঃ ॥২৯॥  
 ইথন্তুতানুভাবোহসৌ পৃথুঃ স ভগবত্তমঃ । কীৰ্ত্তিতং তস্মৈ চরিতমুদামচরিতস্মৈ তে ॥৩০॥  
 য ইদং স্মমহং পুণ্যং শ্রদ্ধয়াহবহিতঃ পঠেৎ । শ্রাবয়েচ্ছৃণুয়াৎপি স পৃথোঃ পদবীৰ্ম্ময়াৎ ॥৩১॥

ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবৰ্চস্বী রাজন্তো জগতীপতিঃ ।

বৈশ্যঃ পঠন্ বিটুপতিঃ শ্রাচ্ছূদ্রঃ সত্তমতামিষাৎ ॥৩২॥

ত্রিকৃৎ ইদমাকৰ্ণ্য নরো নার্য্যধবাদৃতা । অপ্রজঃ সুপ্রজতমো নির্দনো ধীমত্তমঃ ।

অস্পৰ্শকীৰ্ত্তিঃ সূৰ্য্যা যুৰ্ধো ভবতি পণ্ডিতঃ ॥৩৩॥

ইদং স্বস্তায়নং পুংসামমঙ্গলানিবারণম্ । ধনং যশস্ত্রায়াং স্বৰ্গ্যং কলিমলাপহম্ ॥৩৪॥  
 ধৰ্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সম্যক্ সিদ্ধিমভীপ্সাতিঃ । শ্রদ্ধয়ৈতদনুশ্রাব্যং চতুৰ্ণাং কারণং পরম্ ॥৩৫॥

“দেখ দেখ ঐ পতিব্রতা অর্চি দুর্বিভাব স্বকর্ম্ম সাধন করিয়া স্বীয় পতি বেগনন্দন পৃথুর অনুগমনে আমাদিগকেও অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধলোকে গমন করিতেছেন । ২৬

“ভূমণ্ডলে যে সকল ব্যক্তি ক্ষণভঙ্গুর পরমাণু প্রাপ্ত হইয়াও যদ্বারা ভগবানকে লাভ করিতে পারা যায়, এমন জ্ঞান সাধন করে, তাহাদের পক্ষে কি আর দেবাদি পদ দুর্লভ হয় ? অনেক কষ্টের ফলে অপবর্গের সাধক এই মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়ে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই আত্মপ্রোহী, অতএব বক্ষিত ।” ২৭-২৮

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—অমরপত্নীগণ এইরূপে স্তব করিতে থাকিলেন, এদিকে পৃথুপত্নী অর্চিও আত্ম-বিদগণের শ্রেষ্ঠ ভগবন্তকৃত পৃথু যে লোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই পতিলোকে গমন করিলেন । ২৯

সেই অলৌকিক-প্রভাবসম্পন্ন পৃথু এইরূপ ছিলেন । উদারচরিত সেই পৃথুর চরিত্র তোমার নিকট বীৰ্ত্তন করিলাম । ৩০

যিনি স্বয়ং অবহিত হইয়া এই স্মমহং চরিত্র শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করিবেন বা অশ্রুকে শ্রবণ করাইবেন, অথবা স্বয়ং শ্রবণ করিবেন, তিনি পৃথুর গতি লাভ করিবেন । ৩১

ব্রাহ্মণেরা এই চরিত্র পাঠ করিলে ব্রহ্মভেজঃ, ক্ষত্রিয় জগতের আধিপত্য, বৈশ্য পঞ্চাদিশ্বামিহ এবং শূদ্র ইহা শ্রবণ করিয়া সাধু হু লাভ করিবে । ৩২

নর অথবা নারী শ্রদ্ধাসহকারে যদি এই আখ্যান তিন বার শ্রবণ করেন, তবে পুত্রহীন হইলে সৎপুত্র লাভ করিবেন, নিধন হইলে ধনশ্রেষ্ঠ, যশোহীন হইলে বিপুল কীৰ্ত্তিশালী এবং মূর্খ হইলে পণ্ডিত হইবেন । ৩৩

এই আখ্যান পুরুষের মঙ্গলদায়ক, অমঙ্গল-নিবর্তক, যশঃ ও আয়ুর্ভক্ষক, এবং কলিদোষ-নাশক । ৩৪

যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গের সিদ্ধি কামনা করেন, তিনি উহার মূলস্বরূপ এই পৃথুচরিত্র পুনঃ পুনঃ শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিবেন । ৩৫



বিজয়াভিমুখো রাজা শ্রবণৈতদাভিযাতি যান্ । বনিং তস্মৈ হরন্ত্যগ্রে রাজানঃ পৃথবে যথা ॥৩৬॥  
 মুক্তান্ধসঙ্গো ভগবতামলাং ভক্তিমুদ্বহন্ । বৈণ্যাস্ত চরিতং পুণ্যং শৃণুয়াচ্ছাবয়েৎ পঠেৎ ॥৩৭॥  
 বৈচিত্রবীৰ্য্য্যভিহিতং মহিম্বাহাত্যসূচকম্ । অস্মিন্ কৃতমতিমৰ্ত্যঃ পার্থবীং গতিমাপ্ন য়াৎ ॥৩৮॥

অশুদিনমিদমাদরেণ শৃণু পৃথুচরিতং শ্রবয়ন্ বিমুক্তসঙ্গঃ ।

ভগবতি ভবসিদ্ধিপোতপাদে স চ নিপুণাং লভতে রতিং মনুষ্যঃ ॥৩৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
 পৃথুচরিতং নাম ত্রয়োবিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

বিজয়াভিলাষী রাজা যদি এই আখ্যান শ্রবণ  
 রিঃ। অভিযানে নির্গত, হন, তবে রাজগণ পৃথু  
 হারাজকে ঘেরুণ। উপহার প্রদান করিয়াছিলেন,  
 তাঁহাকেও সেই প্রকার উপহার প্রদান করি-  
 বেন। ৩৬

ফলাভিসিক্তিহিত হইয়া ভগবানে নিম্মল ভক্তি  
 পুরঃসর বেণনন্দন পৃথুর উপাখ্যান পাঠ, শ্রবণ করিতে  
 হয় ও অশ্রুকে শ্রবণ করাইতে হয়। ৩৭

হে বিচিত্রবীৰ্য্য্যপুঞ্জ বিহুন। আমি তোমার  
 নিকট ভগবদ্বক্তের মাহা গ্যাসূচক এই যে পৃথুচরিত  
 বর্ণনা করিলাম, ইহাতে যে মানব মতি স্থির করেন,  
 তিনি পৃথুর স্থায় গতি প্রাপ্ত হন। ৩৮

যে ব্যক্তি বিমুক্তসঙ্গ হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে  
 অশুদিন এই পৃথুচরিত শ্রবণ করান বা কীৰ্ত্তন করেন,  
 তিনি এই সংসারসাগরোত্তরণের তরণীস্বরূপ  
 শ্রীভগবৎপাদপদ্মে প্রগাঢ় রতিলাভ করেন। ৩৯

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ঃ ।



## চতুর্বিংশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবা।

বিজিতাশ্বোহধিরাজাসীৎ পৃথুপুত্রঃ পৃথুশ্রবাঃ ।

যবীয়োভ্যোহদদাৎ কাষ্ঠাভ্রাতৃভ্যোভ্রাতৃবৎসলঃ ॥১॥

হর্যাক্ষাদিশং প্রাচীং ধূত্ৰকেশায় দক্ষিণাম্ । প্রতীচীং বৃকসংজ্ঞায় তুর্ঘ্যাং দ্রবিশেসে বিভুঃ ॥২॥  
অন্তর্দ্বানগতিং শক্রান্নকাস্তর্দ্বানসংজ্ঞিতঃ । অপত্যত্রেয়মাধত্ত শিখণ্ডিষ্ঠাং হুমস্মতম্ ॥৩॥  
পাবকঃ পবমানশ্চ শুচিরিত্যয়ঃ পুরা । বসিষ্ঠশাপাদুৎপন্নঃ পুনর্যোগগতিং গতাঃ ॥৪॥  
অন্তর্দ্বানো নভস্বত্যাং হবির্দ্বানমবিন্দত । য ইন্দ্রমথহর্তারং বিদ্বানপি ন জন্মিবান্ ॥৫॥  
রাজ্ঞাং বৃত্তিং করাদান-দণ্ডশুল্কাদিদারুণাম্ । মন্যমানো দৌর্বসত্র-ব্যাজেন বিসসজ্জ হ ॥৬॥  
তত্রাপি হংসং পুরুষং পরমাত্মানমাত্মদৃক্ । যজ্ঞঃসুল্লোকতামাপ কুশলেন সমাধিনা ॥৭॥  
হবির্দ্বানাক্তবির্দ্বানাবিচুরাসূত যট্ হৃতান্ । বহিষদং গয়ং শুরং কৃষ্ণং সত্যং জিতব্রতম্ ॥৮॥  
বহিষৎ হুমহাভাগো হাবির্দ্বানিঃ প্রজাপতিঃ । ক্রিয়াকাণ্ডেষু নিষ্ণাতো যোগেষু চ কুরুদ্বহ ॥৯॥

### রুদ্রগীত বর্ণন

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—বৎস বিদুর ! পৃথুর পুত্র মহাশয় বিজিতাশ্ব পৃথিবীর অধীশ্বর হইলেন ; সেই ভ্রাতৃবৎসল সন্ধ্যাট তাঁহার চারি জন কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে চারিটি দিক্ দান করিলেন । ১

তিনি হর্যাক্ষকে পূর্ব, ধূত্ৰকেশকে দক্ষিণ, বৃককে পশ্চিম এবং দ্রবিশকে উত্তর দিক্ দান করিলেন । ২

পৃথুনন্দন বিজিতাশ্ব ইন্দ্রের নিকট হইতে যে অন্তর্দ্বান বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া ‘অন্তর্দ্বান’ নাম লাভ করিলেন, তিনি শিখণ্ডিনা নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে সর্বজনদাতা তিনটি পুত্র উৎপাদন করিলেন । ৩

তাঁহাদিগের নাম পাবক, পবমান ও শুচি । ইঁহার পূর্বের অগ্নি ছিলেন ; বশিষ্ঠের শাপে এইরূপে উৎপন্ন হইয়া যোগবলে পুনরায় অগ্নিই প্রাপ্ত হন । ৪

অন্তর্দ্বান নভস্বতী নাম্নী অশ্বা পত্নীর গর্ভে

হবির্দ্বান নামক পুত্র উৎপাদন করেন । বিজিতাশ্ব ইন্দ্রকে অশ্বাপহারী জানিয়াও তাঁহাকে বিনাশ করেন নাই বলিয়া ইন্দ্র তাঁহাকে অন্তর্দ্বান বিদ্যা প্রদান করেন । ৫

শুল্কগ্রহণ, দণ্ডবিধান ও করগ্রহণ এই রাজবৃত্তি নিদারুণ পরপীড়াকর এইরূপ মনে করিয়া তিনি দৌর্বকালব্যাপী একটি যজ্ঞের ব্যাপদেশে তাঁহার বিত্ত ব্যয় করিয়া ফেলিলেন । ৬

আত্মদর্শী অন্তর্দ্বান সেই যজ্ঞে ভজ্ঞের ক্রোশ-হারক পরমাত্মা পুরুষোত্তমের অর্চনা করিয়া লমাধিযোগের দ্বারা ভগবন্লোক প্রাপ্ত হইলেন । ৭

হে বিদুর ! হবির্দ্বানের মহিষী হবির্দ্বানী হবির্দ্বান হইতে বহিষদ, গয়, শুর, কৃষ্ণ, সত্য ও জিতব্রত এই ছয়টি পুত্র প্রসব করিলেন । ৮

হে কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর ! হবির্দ্বানপুত্র মহাভাগ্যবান প্রজাপতি বহিষৎ ক্রিয়াকাণ্ডাদিতে, যোগে বিশেষ-রূপে দক্ষ ছিলেন । ৯



যন্তোদং দেবযজনমনুষজ্ঞং বিতম্বতঃ । প্রাচীনাত্রেঃ কুশৈরাসাদাস্তুতঃ বসুধাতলম্ ॥১০॥  
সামুদ্রোঃ দেবদেবোক্তামুপযেমে শতক্রনতিম্ । যাং বাক্য চাকসর্বাঙ্গীঃ কিশোরীঃ বৃষ্টলঙ্কতান্ ।

পরিক্রমস্তীমুদ্বাহে চকমেহমিঃ শুকীমিষ ॥১১॥

বিবুধাশ্রয়গন্ধর্ব-মুনিসিদ্ধনরোরগাঃ । বিজিতাঃ সূর্যয়া দিগ্ধু কণয়ন্ত্যাব নৃপুত্রৈঃ ॥১২॥  
প্রাচীনবহিষঃ পুত্রাঃ শতক্রত্যাং দশাভবন্ । তুল্যানামব্রতাঃ সর্বে ধর্ম্মস্নাতাঃ প্রচেতসঃ ॥১৩॥  
পিত্রাদিষ্ঠাঃ প্রজাসর্গে তপসেহর্বমাবিশন্ । দশবর্ষসহস্রাণি তপসাক্ষংস্তপস্পতিম্ ॥ ১৪ ॥  
যজুস্তং পাখি দৃষ্টেন গিরিশেন প্রসাদতা । তদ্ধায়ন্তা জপস্তশ্চ পুজয়ন্তশ্চ সংযতাঃ ॥১৫॥

শ্রীবিভুব উবাচ ।

প্রচেতসাং গিরিত্রেণ গংখাসাং পখি সঙ্গমঃ । যজুঃ হ হরঃ শ্রীতস্তমো ব্রহ্মন্ বদাধ্ববৎ ॥১৬॥  
সঙ্গমঃ খলু বিপ্রর্ষে শিবেনেহ শরীরিণাম্ । ছন্দো মুনয়ো দধুরসঙ্গাদ্ধমভীপ্সিতম্ ॥১৭॥  
আত্মারামোহপি যজুশ্চ লোককল্মষ রাধসে । শক্ত্যা যুক্তো বিচরতি ঘোরয়া ভগবান্ ভবঃ ॥১৮॥

তিনি যেস্থানে একটি যজ্ঞ করিতেন, তাহার নিকটেই আর একটি যজ্ঞ বিস্তার করিয়া বসুধাতলকে যজ্ঞবেদীময় করিয়াছিলেন এবং উদায় পূর্বাঞ্জে কুশ দ্বারা ধরণীতল আচ্ছন্ন হইয়াছিল; এইজন্যই লোকে তাঁহাকে প্রাচীনবহি বলিত । ১০

প্রাচীনবহি ব্রহ্মার আদেশে সমুদ্রকণ্ঠা শতক্রতিকে বিবাহ করেন; সর্বদ্বন্দ্বমুন্দরী সেই বালা স্বধন সুন্দর অলঙ্কারে ভূষিত। হইয়া বিবাহকালে অগ্নি প্রদর্শন করিতেছিলেন, তখন অগ্নি পূর্বের শুকীর প্রতি বেকপ অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহার প্রতিও সেইকপ অভিলাষ প্রকাশ করেন । ১১

নববিবাহিতা সেই কামিনী নৃপুত্রের ধনি করিয়াই চতুর্দিক্স্থ সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, মুনি, সিদ্ধ, নর ও উরগগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন । ১২

শতক্রতির গর্ভে প্রাচীনবহির তুল্যানামব্রত-ধারী ধর্ম্মপারগ দশটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন,— তাঁহাদের সকলেরই নাম প্রচেতা । ১৩

তাঁহারা পিতৃ কর্তৃক প্রজাসৃষ্টি-কার্য্যে আদিষ্ট

হইয়া তপস্তার্থ সমুদ্রে প্রবেশ করিলেন এবং দশসহস্র বৎসর তপস্তায় প্রবৃত্ত হইয়া ভগবানের অর্চনা করিয়াছিলেন । পঞ্চিমধ্যে শিবের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হওয়াতে শিব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে বাহা উপদেশ করেন, প্রচেতাঙ্গা সংযত হইয়া কেবল তাঁহারই ধ্যান, জপ এবং পূজা করিতে লাগিলেন । ১৪-১৫

শ্রীবিভুব কহিলেন—হে ব্রহ্মন্ । পঞ্চিমধ্যে প্রচেতাঙ্গিগের যে প্রকারে গিরিশের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং তিনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে বাহা বলিয়াছিলেন, আপনি তাহা যথাযথ কীর্ত্তন করুন । ১৬

মুনিগণ সজ পরিত্যাগপূর্ব্বক যে শিবের প্রাপ্তির নিমিত্ত ধ্যান করিয়াও দর্শন লাভ করিতে পারেন না, সেই শিবের সহিত শরীরী পুরুষদিগের সাক্ষাৎ একান্তই দুর্লভ । ১৭

এই শিব আত্মারাম হইয়াও ঘোরাশক্তির সহিত যুক্ত হইয়া এই লোকস্থিতি রক্ষার জন্য বিচরণ করিয়া থাকেন । ১৮



শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

প্রচেতসঃ পিতৃর্বাচ্যঃ শিরসাদায় সাধবঃ । দিশং প্রতীচীং প্রযযুস্তপস্তাদৃতেতসঃ ॥১৯॥  
সমুদ্রমুপ বিস্তীর্ণমপশ্যন্ হুমহৎ সরঃ । মহম্মন ইব স্বচ্ছং প্রসন্নসলিলাশয়ম্ ॥২০॥  
নীলরক্তোৎপলাস্তোজ-কহ্লারেন্দীবরাকরম্ । হংসসারসচক্রাহস-কারণুব-নিকূজিতম্ ॥ ২১ ॥  
মত্তভ্রমরসৌম্যং হৃষ্টরোমলতাজ্জিপম্ । পদ্মকোশরজো দিঙ্কু বিক্ষিপৎপবনোৎসবম্ ॥২২॥  
তত্র গান্ধর্বমাকর্ষ্য দিব্যমার্গমনোহরম্ । বিসিস্ম্য রাজপুত্রাস্তে যুদ্ধঙ্গপণবাণনু ॥২৩॥  
তথ্বেব সরসস্তস্মান্নিক্রামন্তঃ সহানুগম্ । উপগীয়মানমমরপ্রবরং বিবুধানুগৈঃ ॥২৪॥  
তপ্তহেমনিকায়ভং শিতিকণ্ঠং ত্রিলোচনম্ । প্রসাদহুমুখং বীক্ষ্য প্রণেমুজাতকৌতুকাঃ ॥২৫॥  
স তান্ প্রপন্নার্তিহরো ভগবান্ ধর্ম্যবৎসলঃ । ধর্ম্যজ্ঞান্ শীলসম্পন্নান্ প্রীতঃ প্রীতানুবাচ হ ॥২৬॥  
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

যুয়ং বেদিষদঃ পুত্রা বিদিতং বশ্চিকীর্ষিতম্ । অনুগ্রহায় ভদ্রং ব এবং মে দর্শনং কৃতম্ ॥২৭॥  
যঃ পরং রহসঃ সাক্ষাৎ ত্রিগুণার্জ্যবসংজ্ঞিতাৎ । ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিয়ো হি মে ॥২৮॥

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন— হে বিদুব ! সাধু প্রচেতা-  
গণ পিতার বাক্য শিরোধায়্য করিয়া তপস্তার্ঘ্য  
পরমোৎসাহের সহিত পশ্চিমদিকে গমন করি-  
লেন । ১৯

কিয়দূর গমন করিলে পর তাঁহারা একটি  
সুস্বাদু সমুদ্রতুল্য সরোবর দেখিতে পাইলেন ; ঐ  
সরোবরের জল মহতেব মানসতুল্য নিশ্চল এবং  
তাঁহাতে মৎস্যাদি জলজন্তু প্রসন্নভাবে অবস্থান  
করিতেছিল । ২০

বহু নীলোৎপল, রক্তোৎপল, কমল, কহ্লার  
ইত্যাদি জলজ পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহাতে  
মনোহর শোভা পাইতেছিল, এবং হংস, সারস,  
চক্রবাক, কারণুব প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ নিরন্তর  
ক্রীড়াপূর্বক কোলাহল করিতেছিল । ২১

তাঁহার ভীরে বিবিধ বল্লরী ও বিটপী মত্ত মধুকরের  
মধুর স্বরে যেন পুলকিত হইয়া রহিয়াছিল, তথায়  
বায়ু পদ্মপরাগ আকর্ষণ করিয়া দিকে দিকে আনন্দ-  
প্রবাহ বিস্তার করিতেছিল । ২২

সেই রাজপুত্রগণ তথায় যুদ্ধ ও পণবের বাণ ও

তদনুযায়ী মনোহর সুরসমন্বিত দিব্য সঙ্গীত শুনিতে  
পাইয়া বিস্মিত হইলেন । ২৩

সেই সময় তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, তপ্ত  
হেমরাশিসদৃশ কান্তি নীলকণ্ঠ অমরশ্রেষ্ঠ ত্রিলোচন  
অমুচরবর্গের দ্বারা স্তু্যমান হইয়া ভক্তগণের প্রতি  
প্রসাদোন্মুখভাবে সেই সরোবর হইতে উথিত  
হইতেছেন । প্রচেতাগণ তাঁহাকে দেখিয়া  
কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করি-  
লেন । ২৪-২৫

আশ্রিতজনের দুঃখহারী ভক্তবৎসল সেই ভগবান্  
শিব প্রীত হইয়া ধর্ম্যজ্ঞ, সুশীল, হৃষ্টচিত্ত সেই  
প্রচেতাগণকে বলিলেন । ২৬

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—বৎসগণ ! তোমরা বহিষদের  
পুত্র, আমি তোমাদের সংকল্প অবগত আছি, তোমা-  
দের মঙ্গল হউক, তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের  
জন্তু আমি এইরূপে তোমাঙ্গিকে দর্শন প্রদান  
করিলাম । যে ব্যক্তি অতি গুঢ় প্রকৃতি ও পুরুষের  
নিয়ন্তা সাক্ষাৎ ভগবান্ বাসুদেবের আশ্রিত, তিনিই  
আমার প্রিয় । ২৭-২৮



স্বধর্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিক্ততামেতি ততঃ পরং হি মাম্ ।

অব্যাকৃতং ভাগবতোহথ বৈষ্ণবং পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে ॥২৯॥

অথ ভাগবতা যুগং প্রিয়াঃ স্ব ভগবান্ যথা । ন মদ্ভাগবতানাঞ্চ প্রেয়ানন্তোহস্তি কহিচিৎ ॥৩০॥

ইদং বিবিক্তং জগদব্যং পবিত্রং মঙ্গলং পরম্ । নিঃশ্রেয়সকরঞ্চাপি শ্রয়তাং তদ্বদামি বঃ ॥৩১॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

ইত্যনুক্ৰোশহৃদয়ো ভগবানাহ তাঙ্খিবঃ । বদ্ধাজ্ঞানীন্ রাজপুত্রান্ নারায়ণপবো বচঃ ॥৩২॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

জিতং ত আত্মবিকৃর্ত্য-স্বস্তয়ে স্তিত্বিস্ত মে । ভবতা রাধদা দাক্ষং সর্ব্বশ্রী আশ্রমে নমঃ ॥৩৩॥

নমঃ পঞ্চজনাভায় ভূতসূক্ষ্মদ্রিষাশ্রমে । বাহুদেবায় শাস্ত্রায় কৃষ্ণায় স্বরোচিমে ॥৩৪॥

সকর্ষণায় সূক্ষ্মায় দূরন্তায়ান্তকায় চ । নমো বিগ্ৰহবোবায় প্রচ্যাম্যাস্তরাজ্ঞে ॥৩৫॥

নমো নমোহনিরুদ্ধায় হৃদ্যকেশেদ্রিষাশ্রমে । নমঃ পরমহংসায় পূর্ণায় নিভূতায় ॥৩৬॥

স্বধর্মনিষ্ঠ পুরুষের শতজন্মে ত্রাকার পদপ্রাপ্তি হয়, অতঃপর সে আমাকে লাভ করে; কিন্তু এই ব্যক্তি ভাগবত, তিনি দেহান্তে প্রপঞ্চাতীত বৈকুণ্ঠপদ প্রাপ্ত হন, আমি প্রতিক্ষণ প্রকাশবিশেষের দ্বারা তাঁহার সেবা করিয়া থাকি; আধিকারিক ভক্তরূপী দেবগণও স্বীয় স্বীয় অধিকারান্তে লিঙ্গদেহ ভগ্ন হওয়ায় ঐ পদ প্রাপ্ত হইবেন । ২৯

তোমরা পরমভাগবত, এই জগৎ ভগবান্ আমার ষেরূপ প্রিয়, তোমরাও তজ্জপ প্রিয়, ভগবন্তত্ত্বগণেরও কদাচিত্ আমার অপেক্ষা অল্প কোন ব্যক্তি অধিকতর প্রিয় নহে । ৩০

আমি তোমাদিগকে পবিত্র, পরমমঙ্গল ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর যে জপ বলিতেছি, তাহা ষেরূপ অসঙ্কীর্ণভাবে জপ করিতে হইবে, তাহা শ্রবণ কর । ৩১

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—ভগবান্ শিব এই প্রকারে দয়ার্জিহৃদয় হইয়া কৃতাজ্ঞলিপুটে দণ্ডায়মান সেই সকল রাজপুত্রকে নারায়ণ বিষয়ক বাক্য উপদেশ করিলেন । ৩২

শ্রীকৃষ্ণ বহিলেন—ভগবন্ ! আত্মজ্ঞবর ব্যক্তিদিগের স্বানন্দ লাভের জগৎ আপনায় উৎকর্ষ ব্যাপিত হইয়াছে, অতএব আমারও স্বানন্দ লাভ হউক । আপনি নিরন্তর স্বানন্দে অবস্থিত, আপনি সকলের আত্মা, সর্ব্বময়, সর্ব্বস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার । ৩৩

হে ভগবন্ ! লোকপন্থ আপনায় নাভিদেশ হইতে উৎপন্ন, আপনি পঞ্চভূত, তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা; আপনি চিত্তের অধিষ্ঠাতা, শাস্ত্র, নির্বিকার, স্বপ্রকাশস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার । ৩৪

তুমি অহঙ্কারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সর্কর্ষণ এবং অব্যক্ত, অনন্ত ও অন্তক, তোমা হইতে এই বিশ্বের প্রকৃষ্টরূপে বোধ জন্মে, তুমি বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা প্রচ্যাম্য—তোমাকে নমস্কার । ৩৫

তুমিই ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠিত মনের অধিষ্ঠাতা অনিরুদ্ধ, তোমাকে নমস্কার, তুমিই সূর্য্যরূপী তোমাকে নমস্কার করি, তুমিই তেজ দ্বারা এই বিশ্ব-ব্যাপী—তোমার ক্ষয় বা বৃদ্ধি নাই, তোমাকে নমস্কার । ৩৬



স্বর্গাপবর্গবারায় নিত্যং শুচিমনে নমঃ। নমো হিরণ্যবীৰ্য্যায় চাতুর্হোত্রায় তন্তুবে ॥৩৭॥  
 নম উর্জ্জ্ব ইষে ত্রয্যাঃ পতয়ে যজ্ঞরেতসে। তৃপ্তিদায় চ জীবানাং নমঃ সর্বরসাত্মনে ॥৩৮॥  
 সর্বসত্ত্বাত্মদেহায় বিশেষায় শ্ববীয়সে। নমস্ত্রৈলোক্যপালায় সহ ওজোবলায় চ ॥৩৯॥  
 অর্থলিপ্তায় নভসে নমোহস্তর্কবহিরাত্মনে। নমঃ পুণ্যায় লোকায় অমুন্মৈ তুরিবর্চসে ॥৪০॥  
 প্রব্রতায় নিব্রতায় পিতৃদেবায় কর্মণে। নমোহধর্মবিপাকায় যুত্যাং দুঃখদায় চ ॥৪১॥

নমস্ত আশিষামীশ মনবে কারণাত্মনে। নমো ধর্মায় বৃহতে কৃষ্ণায়াকুঠমেধসে।

পুরুষায় পুরাণায় সাংখ্যযোগেশ্বরায় চ ॥৪২॥

শক্তিত্রয় মেতায় মীঢ়ষেহহৃতাশ্রমে। চেতআকুতিরূপায় নমো বাচো বিভ্রতয়ে ॥৪৩॥  
 দর্শনং নো দিদৃক্ষুণাং দেহি ভাগবতাক্ষিতম্। রূপং প্রিয়তমং স্থানাং সর্বৈন্দ্রিয়গুণাজ্ঞানম্ ॥৪৪॥  
 স্নিগ্ধপ্রারুড়্ঘনশ্রামং সর্বসৌন্দর্য্যাসংগ্রহম্। চার্ব্বাণ্যতচতুর্বাহু হর্জাতরুচিরাননম্ ॥৪৫॥

তুমি স্বর্গ ও মোক্ষের দ্বার, তুমি চিরকাল সকলের  
 অন্তর্ধ্যামিরূপে অবস্থান করিতেছ, তুমি চতুর্হোত্র  
 কর্মের সাধক—ঐ কর্মের নিস্তারক, তোমাকে  
 নমস্কার। তুমিই পিতৃলোকের অন্ন, তুমিই দেবতাদের  
 অন্ন, তুমিই ভগবান্ শৌর্য্যকপী, তুমিই সর্বরসাত্মক  
 জলতন্তুরূপী সর্বজীবের তৃপ্তিদাতা, তুমিই সর্ববেদের  
 অধিপতি—শ্রীশ্রী—তোমাকে নমস্কার। ৩৭-৩৮

তুমি সর্বপ্রাণীর শরীরাত্মা অতিস্থূল পৃথিবী-  
 ভবের অধিষ্ঠান বিরাট পুরুষ; তুমি প্রাণরূপী এবং  
 দেহ ইন্দ্রিয় ও মনের বলের উৎপত্তির আদি স্থান,  
 তোমাকে নমস্কার। তুমি শব্দার্থজ্ঞানের আশ্রয়স্বরূপ  
 আকাশতন্তু, তুমিই বাহু এবং অভ্যন্তর ব্যবহারের  
 অবলম্বন, তুমি পুণ্যলোক ও সমধিক কান্তিসম্পন্ন  
 এবং স্বর্গস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। ৩৯-৪০

যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দ্বারা যথাক্রমে পিতৃহ ও  
 দেবহ প্রাপ্তি হয়, তুমি সেই কর্মের স্বরূপ এবং  
 অধর্মের ফলস্বরূপ যে দুঃখদায়ক যুত্যা, তাহাও তুমি,  
 অতএব তোমাকে নমস্কার। ৪১

হে প্রভো! তুমি সর্বকালের ফলদাতা, এবং  
 সর্বজ্ঞ-তোমাকে নমস্কার, তুমি পরম ধর্মাত্মা,  
 তোমার জ্ঞান-শক্তি অলুপ্ত এবং তুমিই পুরাতন  
 পুরুষরূপে সাংখ্য ও যোগের ঈশ্বর, অতএব হে কৃষ্ণ!  
 তোমাকে নমস্কার। ৪২

তুমি অহঙ্কারাত্মা—কর্তা, কর্ম ও করণ এই  
 শক্তিত্রয়সম্পন্ন রুদ্র, তুমি জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপী,  
 তোমা হইতেই বেদলক্ষণা বাণীর প্রকাশ হইয়া  
 থাকে, অতএব তোমাকে নমস্কার। ৪৩

যে রূপ তোমার ভক্তগণের প্রিয়তম ও  
 ভাগবত জনগণের পূজিত, এবং বাহ্য বাবতীয় ইন্দ্রিয়-  
 গণের প্রকাশক, সেই মূর্তি একবার আমাদিগকে  
 প্রদর্শন করাও। ৪৪

তোমার সেই মূর্তি বর্ষাকালীন স্নিগ্ধ মেঘ তুল্য  
 ও সর্বসৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ, তাহা আজামূল্যিত  
 মনোহর চারি বাহুতে বিভূষিত, সেই মূর্তির  
 সমস্ত অবয়ব সুন্দর এবং বদন-কমল অতিশয়  
 মনোহর। ৪৫

বিস্তৃতি—এতদ্বারা শ্রীভগবান্কেই সমস্ত শ্রুতি ও  
 স্মৃতির আশ্রয় ও প্রবর্তকরূপে বর্ণনা করা হইল, সর্বব্যাক্যের  
 আদি প্রাণরূপী ভগবান্ই এইমত উপনিষদাদিতে উপাশ্র-  
 রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। ৪৩



পদ্মকোশপলাশাকুঃ স্মররক্ত সুনাসিকম্ । হৃদ্বিজঃ স্কপোলাশ্চ সমকর্ণবিকৃষণম্ ॥৪৬॥  
 শ্রীতিপ্রহসিতাপাঙ্গমলকৈরুপশোভিতম্ । লসৎপঙ্কজকিঞ্জরকুণ্ডলং যুক্তকুণ্ডলম্ ॥ ৪৭ ॥  
 ক্ষুরংকিরীটবলয়-হারনুপুরমেখলম্ । শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-মালামণ্যুত্তমক্ৰিমৎ ॥ ৪৮ ॥  
 সিংহরক্তদ্বিষো বিভ্রং-সৌভগগ্রীবকৌস্তভম্ । শ্রিয়ানপায়িত্যাক্ষিপ্ত-নিকষাশোরসোল্লসৎ ॥৪৯॥  
 পুররেচকসংবিধ-বলিবজ্জদলোদরম্ । প্রতিসংক্রাময়দ্বিধাঃ নাভ্যাবর্তগভীরয়া ॥৫০॥  
 শ্যামশ্রোণ্যধিরোচিসু-কুণ্ডলস্বর্ণমেখলম্ । সমচার্বজ্জি জজোরু-নিম্নজানুসুদর্শনম্ ॥ ৫১ ॥  
 পলা শরৎপদ্মপলাশরোচিষা নথহ্যভিনৌহস্তরঘং বিধুশ্রতা ।  
 প্রদর্শয় স্বীয়মপাস্তসাধবসং পদং গুরো মার্গগুরুস্তমোজ্যাম্ ॥৫২॥  
 এতদ্রূপমনুদ্যেয়মাত্মশুদ্ধিমভীপ্সতাম্ । যন্তুক্তিমোগোহভয়দঃ স্বধর্ম্মমুতীততাম্ ॥ ৫৩ ॥  
 ভবান্ ভক্তিমত্ৰা লভ্যো দুর্গভঃ সর্বদেহিনাম্ । স্বারাজ্যস্থাপ্যভিমত একাস্তেনাত্মবিদগতিঃ ॥৫৪॥

ঐ মূর্তির লোচনদ্বয় পদ্মপলাশ সদৃশ সুদৃশ, ভ্রু ও নাসিকা অতি সুন্দর, দন্ত সূচর, বদন সুন্দর কপোলদ্বয়ে সুশোভিত এবং কর্ণদ্বয় পরস্পর এমন সমান যে, তাহাই ভূষণরূপে কল্পিত হইয়াছে। ৪৬

ঐ কমল তুল্য মনোহর নয়নযুগলের দুইটি অপাঙ্গে শ্রীতি দান করিয়া যেন হাস্য করিতেছে, সুন্দর কপোলদেশ অলকাজালে অতিশয় সুশোভিত, কটদেশে পদ্মকিঞ্জর তুল্য, পীতবর্ণ পট্টবসন শোভমান এবং কর্ণে স্তম্ভাজিত কুণ্ডল বিরাজিত। ৪৭

কিরীট, বলয়, হার, নুপুর, মেখলা, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, মালা ও মণিসমূহে শোভিত হইয়া তোমার ঐ মূর্তি অতিশয় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ৪৮

সিংহের স্কন্ধদেশে যেমন কেশর থাকে, ঐ মূর্তিতে কৌস্তভমণিও তদ্রূপ সুন্দর কাণ্ডি ধারণ করিয়াছে, অচঞ্চলা লক্ষ্মীরেখা বক্ষঃস্থলে বিরাজিত থাকিয়া স্বর্ণরেখাক্রিত নিকষ পাষণের শোভাকেও যেন ভিন্নস্বাক্ষর করিতেছে। ৪৯

ঐ মূর্তিতে ত্রিবলিরেখা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিবন্ধন কম্পিত হইয়া অশ্বখপত্র সদৃশ সুগঠিত উদরের শোভা বিস্তার করিতেছে, গভীর আবর্তযুক্ত নাভি-প্রদেশ দেখিয়া মনে হয়, যেন এই বিশ্ব উহা হইতে

নিগত হইয়াই আবার উহা দ্বারাই পুনরায় অন্তরে প্রবেশ করিতেছে। ৫০

ঐ মূর্তির শ্যামবর্ণ শ্রোণিভাগে পট্টবসন, এবং তদুপরি স্বর্ণময় মেখলা বিরাজিত থাকিয়া আরও অধিকতর শোভা বিস্তার করিতেছে, চরণ সমান অথচ মনোহর, উরু সুশোভন এবং জানুদ্বয় অমুচ্চ এবং সুদর্শন। ৫১

ভগবন্! তমোগুণাবলম্বী অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পঞ্চপ্রদর্শক গুরুস্বরূপ, অতএব শরৎকালে প্রক্ষুটিত পদ্মপলাশের গ্রায় দীপ্তিশালী তোমার চরণযুগলের নথদীপ্তি দ্বারা আমাদেব অন্তরের অন্ধকার দূর কর। ৫২

বাঁহারা আত্মশুদ্ধিলাভের অভিলাষী, তাঁহারা মাত্র ইঁহার ধ্যান করিতে সমর্থ, কিন্তু তাঁহারাও ঐরূপ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ নহেন, কিন্তু ভক্তিয়োগ বাঁহারা স্বধর্ম্মরূপে অমুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের এই রূপ অভয়প্রদ হইয়া থাকে। ৫৩

বাঁহারা স্বর্গে রাজত্ব করেন সেই ইন্দ্রাদিগণ—তুমি অভীষিত হইলেও বাঁহারা ঐকান্তিকভাবে তোমার আরাধনা করেন, তুমি সেই আত্মবিদগণের গতি; তুমি সর্বদেহীর নিকট দুর্গভ হইলেও ভক্তগণের নিকট সুলভ। ৫৪



তং ছুরাধ্যামাধ্য সতামপি ছুরাপয়া । একান্তভক্ত্যা কো বাঞ্ছেৎ পাদমূলং বিনা বহিঃ ॥৫৫॥

যত্র নির্বিকটমরণং কৃতান্তো নাভিমুখ্যতে । বিশ্বং বিশ্বংসমুদ্রং বীৰ্য্যশৌর্য্যবিস্ফূৰ্জিতক্রবা ॥৫৬॥

ক্ষণার্দ্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বৰ্গং নাপুনৰ্ভবম্ । ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্ত মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥৫৭॥

অথানঘাজ্জ্যেস্তব কীর্তিতার্থয়োরন্তর্বহিঃস্নানবিধূতপাপুনাং ।

ভূতেষুক্রোশস্বস্বলীলিনাং স্মৃৎ সঙ্গমোহনুগ্রহ এষ নস্তব ॥৫৮॥

ন যস্য চিত্তং বহিরর্থবিভ্রমং তমোগুহায়াঞ্চ বিশুদ্ধমাবিশং ।

যদ্ব্যক্তিযোগানুগৃহীতমঞ্জসা মুনির্বিচক্ষে নমু তত্র তে গতিম্ ॥৫৯॥

যত্রেদং ব্যজ্যতে বিশ্বং বিশ্বশ্লিষ্যভাতি যৎ । তত্ত্বং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিরাকাশমিব বিস্তৃতম্ ॥৬০॥

যো মায়যেদং পুরুষপয়াস্বজদ্বিভক্তি ভূয়ঃ ক্ষপয়ত্যবিক্রিয়ঃ ।

যন্তেদবুদ্ধিঃ সদিবাত্মদুঃস্বয়া তমাত্মতত্ত্বং ভগবন্ প্রতীমহি ॥৬১॥

ক্রিয়াকলাপৈরিদমেব যোগিনঃ শ্রদ্ধাষিতাঃ সাধু যজন্তি সিদ্ধয়ে ।

ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণোপলক্ষিতং বেদে চ তন্ত্রে চ ত এব কোবিদাঃ ॥৬২॥

তুমি দুরাবাস্য হইলেও সাধুগণেবও যে দ্রল্লভ ঐকান্তিকী ভক্তি তাহার দ্বারা আপনাকে প্রসন্ন করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা তোমার পাদপদ্ম ব্যতীত স্বর্গাদি বাহ্য বিষয়ের কামনা করিবে ? ৫৫

বীৰ্য্যশৌর্য্য বিস্ফুরিত ক্রকুটির দ্বারা কাল বিশ্ব ধ্বংস করিলেও যে ব্যক্তি তোমার চরণে শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহাকে বশীভূত করিতে সাহসী হন না । ৫৬

ক্ষণাঙ্কের জন্মও যদি ভগবৎসঙ্গীর সঙ্গ ঘটে, তবে তাহার নিকট স্বর্গ বা মোক্ষস্থলোবও তুলনা হয় না । মর্ত্যের স্থলভোগাদি তাহার নিকট কি গণ্য হইতে পারে ? ৫৭

তোমার চরণ সর্বপাপহারী, অভ্যস্তরে তোমার কীর্ত্তিতে এবং বাহিরে তোমার পাদতীর্থ গঙ্গায় স্নান করিয়া বাঁহার পাপরাশি বিধৌত হইয়াছে, এক বাঁহাদের রাগরহিত চিত্ত ও সরলতাদি গুণ বিস্তারিত তুমি এই অনুগ্রহ কর, যেন তাঁহাদের সহিত আমাদের মিলন হয় । ৫৮

যখন সাধুদিগের প্রতি ভক্তি নিবন্ধন পুরুষের চিত্ত অনুগৃহীত ও বিশুদ্ধ হইয়া বাহ্যবিষয় দ্বারা

আকৃষ্ট না হয়, এবং অজ্ঞান গুহাতে লয় না পায়, তখনই সেই পুরুষ তোমার তত্ত্ব জানিতে পারেন । ৫৯

এই বিশ্বের আধারস্বরূপ তোমাতেই চিদচিদান্নক সমগ্র বিশ্ব অবস্থিত ; সেই তত্ত্বই পরমাত্মারূপে সমগ্র জগতে বিস্তৃত ও সেই পরমব্রহ্ম ও পরমজ্যোতিঃ-স্বরূপ আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী তত্ত্বই তুমি । ৬০

হে ঈশ ! যিনি বলকণা মায়া দ্বারা এই বিশ্বকে সৃজন, পালন ও ধ্বংস করিতেছেন, অথচ স্বয়ং বিকারহীন, বাঁহার মায়া অল্প ব্যক্তিদিগের ভেদবুদ্ধি উৎপাদন করে, অথচ তোমাতে সে ক্ষমতা প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, হে ভগবন্ ! তুমিই সেই স্বভাব পুরুষ, আমরা যেন তোমাকে জানিতে পারি । ৬১

যে সকল যোগী শ্রদ্ধাষিত হইয়া ভূত, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের দ্বারা উপলক্ষিত অথচ ইহাদের নিয়ন্তা তোমার এই সাকার রূপকে সম্যক সিদ্ধি-লাভের জন্ম পূজাদি ক্রিয়াকলাপের দ্বারা ভজন করেন, তাঁহারাও বেদে ও শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিয়া গণ্য । ৬২



ত্বমেক আত্মঃ পুরুষঃ সৃষ্টশক্তিস্তয়া রজঃসত্ত্বতমো বিভিগতে ।  
 মহানহং পং মরুদগিবান্ধরাঃ সুরর্যযো ভূতগণা ইদং যতঃ ॥৬৩॥  
 সৃষ্টঃ স্বশক্ত্যেদমনু প্রবিষ্টঃ চতুর্বিধঃ পুরমাত্মাংশকেন ।  
 অথো বিভক্তঃ পুরুষঃ সন্তমস্তভুংক্তে হৃষীকৈর্মধু সারথং যঃ ॥৬৪॥  
 স এষ লোকানতিচণ্ডবেগো বিকর্ষসি হং খলু কানয়ানঃ ।  
 ভূতানি ভূতৈরনুমেষ্যতত্ত্বো ঘনাবলীর্বায়াবাবিষহঃ ॥৬৫॥  
 প্রমত্তগুটৈবিতকৃত্যচিন্তয়া প্ররুদ্ধলোভং বিষয়েষু লালসমু ।  
 ত্বমপ্রমত্তঃ সহসার্ভিপদাসে ক্ষুন্নেহানোহহিরিবাধুমন্তকঃ ॥৬৬॥  
 কপ্তপদাজং বিদ্ধহাতি পাণ্ডতো নস্তেহবমানব্যয়মানদেতনঃ ।  
 বিশক্ষ্যাস্মাদৃণকবর্চতি স্ম দর্দবিমোহপতিঃ মনবশচুদশ ॥৬৭॥

গথ ইমাসি নো ব্রহ্মন্ পরমাত্মন্ বিপশ্চিতাম্ । বিশ্বং কুদ্রভযকশ্তমকুতশ্চিত্তয়া গতিঃ ॥৬৮॥

প্রভো ! তুমি একদাত্ত আত্ম পুরুষ ; মায়াশক্তি তোমাতে সৃষ্ট হওয়া থাকে বটে, কিন্তু পরে তোর ঐ মায়াশক্তিবলেই রজঃ সত্ত্ব ও তমঃ—এই গুণত্রয় পরস্পর বিভিন্ন হয়, পরিশেষে তাহা হইতেই মহত্ত্ব, অহঙ্কারত্ব, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, দেব, ঋষি ভূতগণ ও এই জগৎ সৃষ্ট হইয়া থাকে । ৬৩

এইকপে তুমি স্বীয় শক্তি দ্বারা জরাযুক্ত, অশুভ, শ্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্বিধ শরীর সৃষ্টি করিয়া স্বীয় অংশ দ্বারা ঐ সকলে প্রবিষ্ট হইয়া উহাতে অবস্থান কর, পুর অর্থাৎ শরীরমধ্যে শয়ন হেতু পণ্ডিতেরা তোমাকে পুরুষ কহিয়া থাকেন ; কিন্তু তুমি জীব নহ ; যেমন পুরমধ্যে মধুমক্ষিকারা আপনাদের সৃষ্ট মধু পান করিয়া থাকে, সেইকপে যিনি অবিভায় মুক্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়স্বর্থ ভোগ করেন, তিনিই জীব । ৬৪

হে প্রভো ! যিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে অন্তর্ধ্যামিরূপে প্রবিষ্ট তুমিই সেই পুরুষ, তোমার স্বরূপ অলক্ষ্য এবং বেগ অতি প্রচণ্ড, স্রুতঃসহ বায়ু

যেমন মেঘরাশিকে চতুর্দিকে চিন্ন-ভিন্ন করে, তুমিও সেইকপে ভূত দ্বারা ভূতসমূহকে সংহার করিতেছ । ৬৫

বিষয়াসক্তি নিবন্ধন মনুষ্যের লোভ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, কোন্ কার্য্য কিরূপে করিব ইহাব চিন্তায় সে অতিশয় প্রমত্ত হইয়া উঠে, তুমি প্রমত্ত হইয়া উহাদের অন্তর্য্যকপে ক্ষুধাতুর লোলজিহ্বা সর্প যেকপ মূষিককে আক্রমণ করে, তজ্জপ ও সকল জীবকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া থাকে । ৬৬

তোমার প্রাণ অনাদর দ্বারা মানবদেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অতএব কোন পণ্ডিত তোমার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিবে ? বিনাশভয়ে আমাদের গুরু ব্রহ্মাও তোমার চরণকমল পূজা করিয়া থাকেন, এবং চতুর্দশ মনু ও দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে তোমার চরণকমল অর্চনা করিয়া থাকেন । ৬৭

হে ব্রহ্মন্ ! এই বিশ্ব রুদ্রভয়ে সিংহস্ত হইতেছে, এই সময়ে তুমিই আমাদের গতি, তুমি আমাদের গতি হইলে আমাদের আর কিছু হইতে ভয়ের আশঙ্কা নাই । ৬৮



ইদং জপত ভদ্রং বো বিশ্বক্কা নৃপনন্দনাঃ । স্বধর্মমুত্তিষ্ঠন্তো ভগবত্যাগিতাশয়াঃ ॥৬৯॥  
 তমেবাত্মনামাত্মনং সর্বভূতেশ্ববহিতম্ । পূজয়ধ্বং গৃণন্তুচ ধ্যায়ন্তুচাসকৃদ্ধরিম্ ॥৭০॥  
 যোগাদেশমুপাসাত ধারয়ন্তো মুনিব্রতাঃ । সমাহিতধিয়ঃ সর্ব এতদভ্যাসতাদৃতাঃ ॥৭১॥  
 ইদমাহ পুরান্নাকং ভগবান্ বিশ্বস্বকপতিঃ । ভূখাদীনামাত্মজানাং সিস্কুঃ সংসিস্কতাং ॥৭২॥  
 তে বয়ং নোদিতাঃ সর্বৈ প্রজাসর্গে প্রজেশ্বরঃ । অনেন ধ্বস্ততমসঃ সিস্কো বিবিধাঃ প্রজাঃ ॥৭৩॥  
 অথেনং নিত্যদা যুক্তো জপন্নবহিতঃ পুমান্ । অচিরাচ্ছ্যেয় আপ্নোতি বাহুদেবপরায়ণঃ ॥৭৪॥  
 শ্রেয়সামিহ সর্বৈবাঃ জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সং পরম্ । স্তুতং তরতি দুষ্কারং জ্ঞাননোর্যসনার্গবম্ ॥৭৫॥  
 য ইমং শ্রদ্ধয়া যুক্তো মদগীতং ভগবৎস্তবম্ । অধীয়ানো হুরারাদ্যং হরিমারাদয়ত্যসৌ ॥৭৬॥  
 বিন্দতে পুরুষোহমুদ্রাদ্যদ্যদিচ্ছতস্যত্বরন্ । মদগীতগীতাং স্ত্রীতাচ্ছ্যেসামেকবল্লভাং ॥৭৭॥  
 ইদং যঃ কল্য উথায় প্রাঞ্জলিঃ শ্রদ্ধয়াষিতঃ । শৃণুয়াচ্ছ্রবয়েন্নর্ত্তো মুচ্যতে কর্মবন্ধনৈঃ ॥৭৮॥

গীতং ময়েদং নরদেবনন্দনাঃ পরম্ পুংসঃ পরমাত্মনঃ স্তবম্ ।

জপন্ত একান্তধিয়স্তপো মহচ্চরধ্বমন্তে তত আপ্ন্যথেষ্পিতম্ ॥৭৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে

রুদ্রগীতং নাম চতুর্বিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

হে নৃপনন্দনগণ ! তোমরা বিশ্বকৃতিতে ভগবানে চিন্তাসমর্পণ পূর্বক ভগবন্ত্তি অমুষ্ঠান করিতে করিতে এই স্তোত্র জপ কর, ইহা হইতেই তোমাদের মঙ্গল হইবে। যে আত্মা হরি অন্তর্যামিরূপে সর্বভূতের অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত, তোমরা নিরন্তর তাঁহার গুণ-কীর্তন, স্মরণ করিয়া তাঁহারই আরাধনা কর। ৬৯-৭০

তোমরা আমার নিকট হইতে যোগাদেশ নামক এই স্তোত্র শিক্ষা করিয়া মনোমধ্যে ধারণা কর এবং মুনিব্রত ও সংযতচিত্ত হইয়া আদর পূর্বক ঐ সকল স্তোত্র অভ্যাস কর। প্রজাসৃষ্টির ইচ্ছায় ভগবান্ ত্রকা পূর্বক আমাদিগকে—সৃষ্টিকার্যোন্মুখ ভৃগু প্রভৃতি আয়জদিগকে এই স্তোত্র বলিয়াছিলেন। ৭১-৭২

সেই প্রজাপতিগণ ও আমরা ত্রকা কর্তৃক প্রজা-সৃষ্টি বিষয়ে প্রেরিত হইয়া এই স্তোত্রবলে অজ্ঞান বিনষ্ট করিয়া বিবিধ প্রজাসৃষ্টি করিয়াছি। ৭৩

বাহুদেবপরায়ণ যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্ত হইয়া নিত্য এই স্তোত্র জপ করিবেন, তাঁহার অচিরে মঙ্গল

লাভ হইবে। ইহলোকে সর্বপ্রকার মঙ্গলের মধ্যে জ্ঞানই চরম মঙ্গল, কারণ, যিনি জ্ঞানরূপ তরঙ্গী আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি দুস্তর বাসনপূর্ণ সংসারসাগর সহজে পার হইতে পারেন। ৭৪-৭৫

যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া মদগীত এই স্তোত্র অধ্যয়ন করিবেন, তিনি হুরারাদা শ্রীহরিকেও অনায়াসে এই স্তোত্র দ্বারা প্রসন্ন করিতে পারেন। 'যে পুরুষ স্থি-চিন্তে মদগীত এই স্তোত্রের দ্বারা নিখিল মঙ্গলের এক মাত্র আশ্রয়স্বরূপ শ্রীভগবানকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট ষাণ প্রার্থনা করেন, তাহাই প্রাপ্ত হন। ৭৬-৭৭

যে পুরুষ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ত্রকা-পূর্বক কৃতাজ্জলিপুটে এই স্তোত্র শ্রবণ করিবে অথবা করাইবে, তাহার কর্মবন্ধন মোচন হইবে। ৭৮

হে নরদেবনন্দনগণ ! আমি পরমপুরুষ পরমাত্মার এই যে স্তবটি তোমাদের নিকট কীর্তন করিলাম, ইহা একাগ্রচিত্তে জপ করিতে করিতে তপস্শাচরণ কব, তাহা হইলে আশু অভ্যন্তি লাভ করিতে পারিবে। ৭৯

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে চতুর্বিংশ অধ্যায়ঃ ।



## পঞ্চবিংশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

ইতি সন্দিগ্ধ ভগবান্ বারিষদৈরভিপূজিতঃ । পশুতাং রাজপুত্রাণাং তত্রৈবাস্তদধে হরঃ ॥১॥  
 রুদ্রগীতং ভগবতঃ স্তোত্রং সর্বৈ প্রচেতসঃ । জপস্তন্তে তপস্তেপূর্বধাণামযুতং জলে ॥ ২ ॥  
 প্রাচীনবর্হিষং কৃত্ত্ব কৰ্ম্মস্বাসক্তমানসম্ । নারদোহধ্যাত্ততত্ত্বজ্ঞঃ কৃপালুঃ প্রত্যবোধয়ৎ ॥৩॥  
 শ্রেয়স্বং কতমদ্রাজন্ কৰ্ম্মণাত্মন ঐহসে । দুঃখহানিঃ সুখাপ্রাপ্তিঃ শ্রেয়স্তস্মৈহ চেদ্যতে ॥৪॥  
 শ্রীরাজোবাচ ।

ন জানামি মহাভাগ পরং কৰ্ম্মাপবিদ্ধধীঃ । ক্রুতি মে বিমলং জ্ঞানং দেন হৃদ্যেয় কৰ্ম্মভিঃ ॥৫॥  
 গৃহেষু কুটুম্বেষু , পুত্রদারধনাথধীঃ । ন পরং বিদ্বতে যুতো ভ্রাম্যন্ সংসারবজ্রম্ ॥৬॥  
 শ্রীনারদ উবাচ ।

ভো ভো প্রজাপতে রাজন্ পশুন্ পশু ত্বয়াম্বরে ।

সংস্তাপিতান্ জীবসজ্জান্ নিম্বুগেন সহস্রশঃ ॥৭॥

এতে ভাং সংপ্রতীক্ষন্তে স্রবন্তো বৈশং তব । সম্পরেতময়ঃকুটৈশ্চিন্দস্ত্যথিতমন্যবঃ ॥ ৮ ॥

### পুরঞ্জন উপাখ্যান

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—ভগবান্ কদ্র বর্হিষদপুত্র  
 প্রচেতাদিগকে ৩ প্রকার উপদেশ দিলে তিনি  
 তাঁহাদিগের দ্বারা পূজিত হইয়া সেই রাজপুত্রগণের  
 সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন । ১

প্রচেতাগণ রুদ্রগীত নামক ভগবানের এই স্তোত্র  
 জপ করিতে করিতে দশ সহস্র বৎসরকাল জলমধ্যে  
 অবস্থিত হইয়া তপশ্চা করিতে লাগিলেন । ২

হে বিদ্বর ! এই সময়ে রাজা প্রাচীনবর্হির চিত্ত  
 কৰ্ম্মাসক্ত থাকায় আত্মতত্ত্ববিদ্ দেবর্ষি নারদ কৃপা  
 প্রকাশ করিয়া তৎসন্নিধানে আগমন পূর্বক তাঁহাকে  
 জ্ঞানোপদেশ দান করিয়াছিলেন । ৩

শ্রীনারদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—রাজন্ !  
 তুমি এই কাণ্ড কৰ্ম্ম দ্বারা কোন্ শ্রেয়ঃ কামনা  
 করিতেছ ? দুঃখনিবৃত্তি এবং সুখপ্রাপ্তি—এই  
 দুইটিই ত মঙ্গল, কিন্তু তোমার কৰ্ম্ম দ্বারা ঐ দুইটি ত  
 লভ্য হইবে না । ৪

প্রাচীনবর্হি কহিলেন—হে মহাভাগ ! আমা  
 বুদ্ধি কৰ্ম্মবিদ্ধ হওয়ায় আমি আমার পর  
 মঙ্গলোপায় জানিতে পারি নাই, এক্ষণে যাহা  
 আম এই কৰ্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি,  
 আমাকে একপ নিম্নলি জ্ঞান উপদেশ করুন । ৫

গৃহব্রত ব্যক্তিগণ পুত্রকলত্র ধনকেই পুরুষার্থ  
 বলিয়া জানে, তাহাতে সেই মূঢ় ব্যক্তি কাম্যকৰ্ম্মাদিতে  
 আসক্ত হইয়া সংসারপথে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়,  
 কখনই পরম পদার্থ লাভ করিতে সমর্থ হয়  
 না । ৬

শ্রীনারদ কহিলেন—হে প্রজাপালক ! হে রাজন্ !  
 তুমি নির্দয় হইয়া যজ্ঞে যে সহস্র সহস্র পশুকে  
 হত্যা করিয়াছ, সেই সকল জীবকে ঐ দেখ । ৭

পশুগণ তোমার মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতেছে,  
 তোমাকে মৃত হইতে দেখিলেই তুমি ইহাদের যে  
 পীড়া দিয়াছ—ইহার তাহা স্মরণ পূর্বক ক্রুদ্ধ  
 হইয়া লোহময় শূল দ্বারা তোমাকে ছিন্ন-ভিন্ন  
 করিবে । ৮



অত্র তে কথয়িষ্যেহমুগিতিহাসং পুরাতনম্ । পুরঞ্জনস্ত চরিতং নিবোধ গদতো মম ॥৯॥  
 আসীৎ পুরঞ্জনো নাম রাজা রাজন্ বৃহচ্চুবাঃ । তত্শাবিজ্ঞাতনামাসীৎ সখাহবিজ্ঞাতচেষ্টিতঃ ॥১০॥  
 সোহম্বেষমাণঃ শরণং বভ্রাম পৃথিবীং প্রভুঃ । নানুরূপং যদাবিন্দদভুৎ স বিমনা ইব ॥১১॥

ন সাধু মেনে তাঃ সৰ্বা ভূতলে যাবতাঃ পুরঃ ।

কামান্ কাময়মানোহসৌ তস্ত তস্তোপপত্তয়ে ॥১২॥

স একদা হিমবতো দক্ষিণেষথ সানুয় । দদর্শ নবভির্দ্বার্বিভঃ পুরং লক্ষিতলক্ষণাম্ ॥১৩॥  
 প্রাকারোপবনাটাল-পরিথৈরক্ষতোরণৈঃ । স্বর্ণরৌপ্যায়সৈঃ শৃঙ্গৈঃ সঙ্কুলাং সৰ্ব্বতো গৃহৈঃ ॥১৪॥  
 নোলক্ষ্যটিকবৈদূর্য্য-মুক্তামরকতারুণৈঃ । কিংপুহম্যস্থলীং দৌপ্তাং শ্রিয়া ভোগবতীমিব ॥১৫॥  
 সভাচত্বরথ্যাভিরাঞ্জীড়ায়তনাপণৈঃ । চৈত্যাধ্বজপতাকাভিযুক্তাং বিক্রমবেদিভিঃ ॥১৬॥  
 পূৰ্ণ্যাস্ত বাহোপবনে দিব্যক্রমলতাকুলে । নদদ্বিহঙ্গালিকুল-কোলাহলজলাশয়ে ॥১৭॥

হিমনিৰ্ব্বরবিপ্রস্রুৎ-কুসুমাকরবায়ুনা । চলৎপ্রবালবিটপ-নলিনীতটসম্পাদি ॥১৮॥

আমি তোমার নিকট পুরঞ্জনের পুরাতন ইতিহাস কহিতেছি, তুমি আমার সেই সব কথা মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ কর । ৯

হে রাজন্ ! পুরঞ্জন নামে এক মহাযশসী রাজা ছিলেন, তাহার একমাত্র মিত্র ছিলেন, তাহার নাম বা কশ্ম কাহারও বিদিত ছিল না । ১০

সেই পুরঞ্জন স্বীয় আশ্রয়স্থান অন্বেষণ করিয়া সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কোথাও স্বীয় অভিলাষানুরূপ আবাসস্থান প্রাপ্ত না হইয়া বড়ই বিমনা হইয়া পড়িলেন । ১১

বিষয়ভোগ কামনা করিয়া সেই পুরঞ্জন সেই কামনার সিদ্ধির জন্য পৃথিবীতে নানা পুরীর সন্ধান লইলেন, কিন্তু কোনটাই তাঁহার কামনাসিদ্ধির উপযোগী বলিয়া মনে করিলেন না । ১২

অনন্তর একদা হিমালয়ের দক্ষিণ সানু-প্রদেশস্থ কশ্মক্ষেত্র ভারতভূমিতে নবদ্বারযুক্ত সৰ্ব্বলক্ষণসম্পন্ন একটি পুর তাঁহার নয়নগোচর হইল । ১৩

এ পুর প্রাচীর, উপবন, অট্টালিকা, পরিখা, গবাক্ষ ও বহির্দ্বারে সুশোভিত এবং স্বর্ণ রৌপ্য ও

লৌহময় শিখরযুক্ত গৃহসমূহে সৰ্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত ছিল । ১৪

সেই ঐশ্ব্যস্থলীর অভ্যন্তরভাগ নীলকান্তমণি, স্ফটিক, বৈদূর্য্য, মুক্তা দ্বারা বিরচিত এবং ঐ পুরীটি সৌন্দর্য্যে ভোগবতী সদৃশী হইয়া দৌপ্তি পাইতেছিল । ১৫

সভা, চতুষ্পথ, রাজপথ, ক্রীড়াভূমি, হট্ট, বিশ্রামস্থান, ধ্বজ, পতাকা ও বিক্রমনিশ্চিত বেদী-সমূহের দ্বারা ঐ পুরী শোভা পাইতেছিল । ১৬

এ পুরের বহির্ভাগে একটি মনোহর উপবন ; সেই উদ্ভান—বিবিধ দিব্য পাদপ ও লতায় পরিপূর্ণ ; তত্রস্থ জলাশয়ে জলচর পক্ষিগণ নানাবিধ কোলাহল করিতেছিল, তাহাতে বোধ হইতেছিল যেন জলাশয়ই কোলাহল করিতেছিল । ১৭

এ সকল সরোবরের ভট্টপ্রদেশে যে সকল বৃক্ষ শোভিত ছিল, তাহাদের শাখা ও পল্লব হিম-কণাবাহী বিবিধ কুসুমের গন্ধহারী সমীরণ দ্বারা বিচলিত হইতেছিল । বোধ হইতেছিল যে, তরুরাজির নব পল্লব বিধূনন করিয়া উহাদের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতেছিল । ১৮



নানারণ্যমৃগত্রাতৈরনাবাধে মুনিব্রতৈঃ । আহুতং মন্যতে পাশ্বে যত্র কোকিলকুজিতৈঃ ॥১৯॥  
 যদৃচ্ছাগতাং তত্র দদর্শ প্রমদোত্তমাম্ । ভূতৈর্দর্শভিরায়ান্তীমৈকৈকশতনাথকৈঃ ॥ ২০ ॥  
 পঞ্চশীর্ষাহিনা গুপ্তাং প্রতীহারেণ সর্বতঃ । অশ্বেষমাণামৃষভমপ্রোঢ়াং কামরূপীণীম্ ॥২১॥  
 স্নানসাং স্তদভীং বালাং স্কপোলাং বরাননাম্ । সমবিন্যস্তকর্ণাভ্যাং বিভ্রতীং কুণ্ডলশ্রিয়ম্ ॥২২॥  
 পিশঙ্গনীবাং স্ত্রোণীং শ্যামাং কনকমেখলাম্ । পদ্ম্যাং কণ্ঠ্যাং চলতীং নৃপুটৈর্দেবতামিব ॥২৩॥  
 স্তনৌ বাঞ্জিতকৈশোরৌ সমবর্তৌ নিরন্তরৌ । বস্ত্রাস্তেন নিগূহন্তৌ ত্রীড়য়া গজগামিনীম্ ॥২৪॥  
 তামাহ ললিতং বীরঃ সত্রীড়য়িতশোভনাম্ । স্নিগ্ধেনাগঙ্গপুচ্ছেন স্পৃষ্টঃ প্রেমোদ্ভ্রমদ্রুবা ॥২৫॥  
 কা হং কঙ্কপলাশাক্ষি কস্তানীহ কৃতঃ সতি । ইমামুপপুরীং ভীরু কিং চিকীর্ষসি শংস মে ॥২৬॥

ক এতেহনুপথা যে ত একাদশমহাভটাঃ ।

এতা বা ললনাঃ স্ত্রু কোহিযং তেহহিঃ পুরঃসরঃ ॥২৭॥

ঐ স্থানে নানাবিধ বন্য জন্তুর বাস থাকিলেও তাহাদিগের স্বভাব মুনিগুণের শ্রায় হিংসাবিহীন ছিল, সুতরাং হিংস্র পশুভয়ে বনে প্রবেশে ভয় ছিল না, প্রত্যুত কোকিলকুল ঐ বনে একরূপ কুজন করিতেছিল, যেন তাহারা পঞ্চিকগণকে কানন-প্রবেশে আহ্বান করিতেছিল । ১৯

অতঃপর পুরঞ্জন দেখিতে পাইলেন, একটি কামিনীরত্ন যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই উপবনে আসিয়া প্রবেশ করিতেছেন। সেই প্রেমদার সমভিব্যাহারে দশ জন ভৃত্য ছিল, উহারা প্রত্যেকেই শত শত নায়িকার পতি । ২০

ঐ প্রেমদা নব যুবতী এবং কামরূপিনী, তিনি স্বামীর অশ্বেষণে নিরতা—পঞ্চশীর্ষবিণিষ্ট এক সর্প ষারপালস্বরূপ, তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে । ২১

ঐ নবীনা বালার নাসিকা ও দন্তরাজি অতীব সুন্দর, কপোলদ্বয় মনোহর, বদন অতীব উৎকৃষ্ট তিনি সমান ভাবে বিম্বস্ত কর্ণের দ্বারা কুণ্ডলের শোভা ধারণ করিয়া আছেন । তাঁহার বর্ণ শ্যাম, তাঁহার নীলী পিজলবর্ণ, নিভম্ব সুন্দর এবং কনকময় মেখলায় অলঙ্কৃত, তিনি চকল চরণে নৃপুরুষানি করিয়া দেবাজনার শ্রায় ইভস্তভঃ ভ্রমণ করিতেছেন । ২২-২৩

তাঁহার ঈষদ্রুপত কুচযুগল নবযৌবনের আরম্ভের সূচনা করিতেছে, ঐ যুগ্মকুচকলি একপ সমভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে যে, উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র স্থান নাই । গজগামিনী লজ্জায় বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা বারংবার ঐ দুইটি স্তনকে আচ্ছাদন করিয়া গোপন করিতেছেন । ২৪

ঐ বোড়ণীর স্নিগ্ধ কটাক্ষ নিশিত বাণসদৃশ, কেন না, তাঁহার চক্ষুবর্ষের প্রাস্তভাগ পৃষ্ব বা বাণ-মূলের শ্রায় ; তাঁহার প্রেমভরে ভ্রাম্যমাণ ভ্রলভা ধমুস্থানীয় ছিল ; বীর পুরঞ্জন নেই কামিনীর কটাক্ষশরে বিদ্ধ হইয়া ঈষৎ লজ্জা ও হাস্তবৃত্ত সুললিত বাক্যে সেই সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন । ২৫

অগ্নি পদ্মপলাশলোচনে । তুমি কে ? কাহার কন্যা, কোন্ স্থান হইতে এখানে আসিয়াছ ? হে ভীরু ! তুমি পুরীর সন্নিহিত এই উপবনে কি করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তাহা আমাকে বল । ২৬

হে স্ত্রু ! তোমার অনুবর্তী এই বোদ্ধা-সমূহ এবং এই সর্বাপেক্ষা বলবান্ একাদশ বোদ্ধাটিই বা কে ? তোমার পুরোবর্তী এই সর্পই বা কে ? ২৭



হং দ্বীর্ভবান্শ্রুত্ব বাগ্রমা পতিং বিচিন্ততি কিং মুনিবদ্রহোবনে ।  
 হ্রদজ্জি কামাগুসমস্তকামং ক পদ্মকোশঃ পতিতঃ করাগ্রাৎ ॥২৮॥  
 নাসাং বরোর্বিভূতমা ভুবিম্পৃক্ পুরীমিমাং বীরবরেণ সাক্ষম্ ।  
 অর্হস্তলঙ্কর্তুমদভ্রকর্মণা লোকং পরং শ্রীরিব যজ্ঞপুংসা ॥২৯॥  
 যদেষ মাহপাক্ষবিখণ্ডিতেন্দ্রিয়ঃ সত্রীড়ভাবশ্চিত্তবিভ্রমদ্রুবা ।  
 হ্রয়োপস্থকৌ ভগবান্ মনোভবঃ প্রবাধতেহথানুগৃহাণ শোভনে ॥৩০॥  
 তদাননং সূত্র স্তুতারলোচনং ব্যালম্বিনীলালকবৃন্দসংবৃতম্ ।  
 উন্মীয় মে দর্শয় বস্তুবাচকং যদ্রীড়য়া নাভিমুখং শুচিশ্মিতে ॥৩১॥

শ্রীনারদ উবাচ ।

ইখং পুরঞ্জনং নারী যাচমানমধারবৎ । অভ্যনন্দত তং বীরং হসন্তী বীর মোহিতা ॥৩২॥  
 ন বিদ্যাম বয়ং সম্যক্ কর্তারং পুরুষধ্বজ । আত্মনশ্চ পরশ্চাপি গোত্রং নাম চ যৎকৃতম্ ॥৩৩॥  
 ইহাচ্চ সন্তুমান্যানং বিদ্যাম ন ততঃ পরম্ । যেনেষ্যঃ নির্মিতা বীর পুরী শরামাত্মনঃ ॥৩৪॥

হে সাধবি ! তুমি কি লজ্জা ? না ভবানী ?  
 না সরস্বতী ? না লক্ষ্মী ? মুনিবৎ সংযতা হইয়া  
 এই নির্জনে বনে কি মনোমত প্রাণের পতি অশ্বেষণ  
 করিতেছে ? তোমার চরণযুগলের সেবা দ্বারাই  
 তোমার পতির সমস্ত কামনা পূর্ণ হইতে পারে !  
 তোমার করাগ্র হইতে লীলাকমলটি কোথায় পতিত  
 হইল ? ২৮

অথবা তুমি ইহাদের কেহই নহ, কারণ, তুমি ভূমি-  
 স্পর্শ করিয়া অবস্থান করিতেছ, (দেবতার কখনও  
 ভূমিস্পর্শ করেন না) হে সুন্দরি ! আমি  
 শ্রেষ্ঠ, আমার কন্দর্প অতি মহৎ অতএব লক্ষ্মী যেমন  
 নারায়ণের সহিত মিলিত হইয়া বৈকুণ্ঠপুরী অলঙ্কৃত  
 করেন, তুমিও আমার সহিত তজ্জপ এই পুরী  
 অলঙ্কৃত কর । ২৯

হে শোভনে ! তোমার অপাক্ষবিক্ষেপ আমার  
 মন খণ্ড বিখণ্ড হইতেছে, তাহাতে আবার তোমার  
 সলজ্জ ঈষৎ হাস্তে ভ্রমণকারিণী ক্রলতা দ্বারা  
 প্রেরিত কন্দর্প আমাকে সমধিক পীড়া দিতেছে,  
 অতএব আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ কর । ৩০

তোমার বদনমণ্ডল সুন্দর জ্বলয়ে ও মনোহর  
 তারাদ্বয় সমন্বিত নয়নযুগলভূষিত এবং সুদীর্ঘ  
 নীলবর্ণ অলকাজলে আবৃত, তাহা মনোহর বাক্যাবলী-  
 বিলম্বিত, হে চারুহাসিনি ! লজ্জাহেতু তোমার  
 মুখ আমার অভিমুখীন হইতেছে না, উহা উন্নত  
 করিয়া একবার আমাকে দেখাও । ৩১

শ্রীনারদ কহিলেন—হে বীর ! এই প্রকারে  
 পুরঞ্জন অধীরের জ্বায় সেই রমণীর নিকট এই  
 প্রকারে কাম ভিক্ষা কবিতে লাগিলে সেই ললনাও  
 মোহিতা হইয়া হাস্ত পূর্বক সাদর সম্ভাষণ পুরঃসর  
 তাঁহাকে কহিলেন । ৩২

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমার নিজের এবং অপরের  
 কর্তা কোন্ ব্যক্তি, তাহা আমি সম্যকরূপে জ্ঞাত  
 নহি । যাহা দ্বারা গোত্র ও নামের উৎপত্তি হয়,  
 তাহাও অবগত নহি । ৩৩

এই পুরীই আমার আবাসস্থান, অতঃপরে আমি  
 এখানে আছি তাহা এবং এই পুরী কাহার দ্বারা  
 নির্মিতা হইয়াছে—ইহা বা ইহার পরবর্তী কোনও  
 সংবাদই আমি অবগত নহি । ৩৪



এতে সখ্যঃ সখ্যো মে নরা নার্যশ্চ মানদ ।

মুণ্ডায়াং ময়ি জাগতি নাগোহয়ং পালয়ন্ পুরীম্ ॥৩৫॥

দিষ্ঠ্যাগতোহসি ভদ্রং তে গ্রাম্যান্ কামানভীপ্সসে ।

উদ্বিষ্ট্যামি তাংস্তেহহং স্ববদ্ধুভিররিন্দম ॥৩৬॥

ইমাং ভ্রমধিতিষ্ঠন্ত পুরীং নবমুখীং বিভো । ময়োপনীতান্ গৃহানঃ কামভোগাঙ্কিতং সমাঃ ॥৩৭॥

কং নু ভদ্রং রময়ে হরতিজ্ঞমকোবিদম্ । অসম্পরায়াভিযুখমশ্বস্তনবিদং পশুম্ ॥ ৩৮ ॥

ধর্মো হুত্রার্থকামো চ প্রজানন্দোহয়তং যশঃ ।

লোকা বিশোক্য বিরজা যান্ ন কেবলিনোবিদুঃ ॥৩৯॥

পিতৃদেবর্ষিমর্ত্যানাং ভূতানামানন্দনশ্চ হ । ক্ষেপং বদন্তি শরণং হবেহাগ্নি যদগৃহাশ্রয়ঃ ॥৪০॥

কা নাম বীর বিখ্যাতং বদান্তং প্রিয়দর্শনম্ । ন বর্গীত প্রিয়ং প্রাপ্তং মাদৃশী হাদৃশং পতিম্ ॥৪১॥

কস্তা মনস্তে ভূবি ভোগিভোগয়োঃ স্ত্রিয়া ন সঙ্কল্পদুঃখয়োর্মহাভুজ ।

নোহনাবর্গাখধিমলং য্নোদ্ধর্তাস্মতাবশোকেন চরতাপোহিতুম্ ॥৪২॥

শ্রীনারদ উবাচ ।

ইতি তৌ দম্পতা তত্র সমুত্ত সময়ং মিথঃ । তাং প্রবিশ্য পুরীং রাজন্ মুমুদাতে শতং সমাঃ ॥৪৩॥

আমার সহচর এই নর সকল আমার সখা ও এই নারী সকল আমার সখী—আর এই সর্প এই পুরীর রক্ষাকর্তা, আমি নিদ্রিত হইলেও এই সর্প জাগরিত থাকে । ৩৫

আমার সৌভাগ্যবশেই তুমি এখানে আসিয়াছ, তোমার মঙ্গল হউক, দেখিতেছি তুমি ইন্দ্রিয় সূতের অভিলাষ করিতেছ, আমি আমার সখা ও সখীগণের সাহায্যে উহা সম্পাদন করিব । ৩৬

প্রভো ! আমি তোমাকে যে সমস্ত ভোগ্যবস্তু প্রদান করিতেছি, তুমি তাহা উপভোগ করিয়া শত বৎসর কাল এই নবদ্বারসম্পন্ন পুরীতে অবস্থান কর । ৩৭

তোমা ব্যতীত অনিষিক্ত সুখভোগী পরলোক-চিন্তাশূন্য, কল্য কি করিতে হইবে—তদ্বিষয়ে পশুতুল্য অথ কোন্ ব্যক্তির সহিত আমি বিহার করিব ? ৩৮

এই গৃহাশ্রমে ধর্ম, অর্থ, কাম, পুত্রপৌত্রাদি, যজ্ঞাবশেষ-উপভোগ, যশঃ এবং বিশোক ও নিশ্চল

যে সকল লোক বিত্তমান, কৈবল্যবাদী যতিগণ তাহার নামও জানেন না । ৩৯

শাস্ত্রজ্ঞগণ বলেন যে, এই গৃহাশ্রম—পিতৃদেব, ঋষি, মানব, ভূতগণ ও আত্মার কল্যাণকর আশ্রয়-স্থল । ৪০

হে বীর ! আমার সদৃশী কোন্ কামিনী তোমার তুল্য বিখ্যাত, বদান্ত, সুন্দর ও স্বয়ং উপস্থিত পতিকে বরণ না করে ? ৪১

হে মহাভুজ ! পৃথিবীতে এমন কোন্ রমণী আছে, নাহার মন তোমার সর্পদেহসদৃশ সুগঠিত এই বাহুরে আসক্ত না হয় ? তুমি কৃপাপূর্ণ সহাস্ত অবলোকনের দ্বারা অনাথ জনের মনোব্যথা দূর করিবার জন্যই বেন ভ্রমণ করিতেছ । ৪২

শ্রীনারদ কহিলেন—এই প্রকারে ঐ দম্পতি প্রতিজ্ঞাপূর্বক পরস্পর সেই পুরীতে প্রবেশ করিয়া শত বৎসর কাল আনন্দ-প্রমোদে অভিযুক্ত করিতে লাগিলেন । ৪৩



উপগীয়মানো ললিতঃ তত্র তত্র চ গায়কৈঃ । ক্রীড়ন্ পরিবৃতঃ ক্রীড়িত্ব'দিনীমা'বিশচ্ছূচৌ ॥৪৪॥  
 সপ্তোপরি কৃত্য দ্বারঃ পুরস্তাস্ত্যস্ত ব্বে অধঃ । পৃথগ্ভিময়গত্যর্থং তস্ত্যং যঃ কচ্চনেশ্বরঃ ॥৪৫॥  
 পঞ্চ দ্বারস্ত পৌরস্ত্যা দক্ষিণৈক্য তথোত্তরা । পশ্চিমে ব্বে অমুখ্যং তে নামানি নৃপ বর্ণয়ে ॥৪৬॥

খণ্ডোতাবিস্মৃখী চ প্রাগ্‌দ্বারাবেকত্র নির্মিতে ।

বিভ্রাজিতং জনপদং যাতি তাভ্যাং দ্যুমৎসখঃ ॥৪৭॥

নলিনী নালিনী চ প্রাগ্‌দ্বারাবেকত্র নির্মিতে । অবধূতসখস্তাভ্যাং বিষয়ং যাতি সৌরভম্ ॥৪৮॥  
 মুখ্যা নাম পুরস্তাদ্বাস্ত্যাপণবহুদনৌ । বিষয়ৌ যাতি পুররাড়্রসজ্জবিপণাস্থিতঃ ॥৪৯॥  
 পিতৃহুন্‌প পুর্যা দ্বারদক্ষিণেন পুরঞ্জনঃ । রাষ্ট্রং দক্ষিণপাকালং যাতি শ্রুতধরাস্থিতঃ ॥৫০॥  
 দেবহুর্নাম পুর্যা দ্বারভূত্রেণ পুরঞ্জনঃ । রাষ্ট্রশূভ্রপাকালং যাতি শ্রুতধরাস্থিতঃ ॥৫১॥  
 আশ্বরী নাম পশ্চাদ্বাস্ত্য যাতি পুরঞ্জনঃ । গ্রামকং নাম বিষয়ং দুর্শ্মদেন সমস্থিতঃ ॥৫২॥  
 নিখাতি নাম পশ্চাদ্বাস্ত্য যাতি পুরঞ্জনঃ । বৈশসং নাম বিষয়ং লুককেন সমস্থিতঃ ॥৫৩॥  
 অন্ধাবমাখ্যং পৌরাণং নির্বাকপেশস্ত্যাবুভৌ । অক্ষণ্ডতামধিপতিস্তাভ্যাং যাতি করোতি চ ॥৫৪॥

এ পুরীর স্থানে স্থানে গায়কগণ মনোহর সুরে পুরঞ্জনের যশোগান করিতেছে, তিনি ক্রীড়নে পরিবৃত হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন এবং নিদাঘকালে জলাশয়ে প্রবেশপূর্বক তাহাদের সহিত জলকেলিও প্রবৃত্ত হইলেন । ৪৪

এ পুরীর ষিনি অধীশ্বর হইবেন, তাহার পৃথক পৃথক স্থানে গমনের জন্ত সেই পুরীতে উপরিভাগে সাতটি ও অধোভাগে দুইটি দ্বার আছে । ৪৫

হে রাজন্ ! তন্মধ্যে পূর্ব দিকে পাঁচটি দক্ষিণে একটি, উত্তরে একটি, পশ্চিম দিকে দুইটি । এই সকলের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর । ৪৬

পূর্ব দিকে খণ্ডোতা ও আবিস্মৃখী নামক দুইটি দ্বার, ইহার একত্র নির্মিত, এই দ্বারদ্বয় দিয়া দ্যুমৎ নামক সখার সাহায্যে পুরঞ্জন বিভ্রাজিত নামক জনপদে গমন করেন । ৪৭

পূর্বদিকের আর দুইটি দ্বারের নাম নলিনী ও নালিনী—এই দ্বার দুইটিও একত্র নির্মিত ; এই দ্বারে অবধূত নামক সখার সাহায্যে পুরঞ্জন সৌরভ নামক দেশে গমন করেন । ৪৮

এ পুরীর সম্মুখবর্তী দ্বারের নাম মুখ্যা—পুরঞ্জন এই দ্বারদ্বারে রসজ্ঞ ও বিপণের সহিত বহুদন এবং আপণ নামক প্রদেশে গমন করিয়া থাকেন । ৪৯

হে নৃপ ! এই পুরীর দক্ষিণ দিকে যে দ্বারটি আছে, উহার নাম “পিতৃহু” । পুরঞ্জন এই দ্বারদ্বারে শ্রুতধরের সহিত দক্ষিণ-পাকাল রাজ্যে গমন করিয়া থাকেন । ৫০

এ পুরের উত্তর দিকের দ্বারটির নাম “দেবহু” । পুরঞ্জন এই দ্বারদ্বারে শ্রুতধরের সহিত উত্তর-পাকাল রাজ্যে গমন করিয়া থাকেন । ৫১

এ পুরীর পশ্চিম দিকে আশ্বরী নামে যে দ্বার আছে, পুরঞ্জন এই দ্বারদ্বারে দুর্শ্মদের সহিত গ্রামক নামক দেশে গমন করেন । ৫২

পশ্চিম দিকে আরও একটি দ্বার আছে, উহার নাম নিখাতি ; পুরঞ্জন এই দ্বারদ্বারে লুককের সহযোগে বৈশস নামক জনপদে গমন করিয়া থাকেন । এই সকল পুরদ্বারের মধ্যে নির্বাক ও পেশস্ত্য নামক দ্বার দুইটি অন্ধ ইন্দ্রিয়বান্‌ দ্বারাদির অধিপতি পুরঞ্জন এই দুই দ্বারের দ্বারা গমন ও কল্প করিয়া থাকেন । ৫৩-৫৪



স বহ্যন্তঃ পুরগতো বিযুচীনঃ সমাধিতঃ ।

মোহং প্রসাদং হর্ষং বা যাতি জায়াত্বজোন্তবম্ ॥৫৫॥

এবং কৰ্ম্মহস্ত সংসক্তঃ কামাত্মা বঞ্চিতোহবুধঃ । মহিষী যদযদৌহেত তৎ তদেবাস্ববর্তত ॥৫৬॥

কচিৎ পিবন্ত্যাং পিবতি মদিরাং মদবিহ্বলঃ । অশ্নন্ত্যাং কচিদশ্নাতি জঙ্কত্যাং সহ জঙ্কতি ॥৫৭॥

কচিদগাযতি গায়ন্ত্যাং রুদন্ত্যাং রোদিতি কচিৎ । কচিৎক্লমন্ত্যাং ক্লমতি জল্পন্ত্যামনুজল্পতি ॥৫৮॥

কচিদ্বাণতি ধাবন্ত্যাং তিষ্ঠন্ত্যামনুতিষ্ঠতি । অনুশোভে শয়ানায়ামশোভে কচিদামতি ॥৫৯॥

কচিৎ শৃণোতি শৃণুন্ত্যাং পশ্যন্ত্যামনুপশ্যতি ।

কচিৎ স্পৃশতি জিহ্বন্ত্যাং স্পৃশন্ত্যাং স্পৃশতি কচিৎ ॥৬০॥

কচিচ্চ শোচতাং দ্রাস্তামনুশোচতি দানবৎ । অনুজঘ্রতি জঘ্রন্ত্যাং মাদ্রাসামনুমেদতে ॥৬১॥

বিপ্রলকৌ মহিষৌৎ সৰ্বপ্রকৃষ্ণিবাকুঃ । নেচ্ছমনুকরোত্যজ্ঞঃ ক্রৈবাত্ ক্রীড়ামুগো যথা ॥৬২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসঃ সংহিতায়াং বৈষ্ণবিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে

পুৰঞ্জনোপাখ্যানেন পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

তিনি 'কচিৎ' সমাধিত হইয়া যখন অন্তঃপুরে গমন করেন, তখন পত্নী ও পুত্রগণের দ্বারা সম্বৃত্ত মোহ, প্রসাদ বা হর্ষ প্রাপ্ত হন । ৫৫

এই রূপে কৰ্ম্মাসক্ত পুরঞ্জন মূৰ্ত্তের দ্বায় বঞ্চিত ও মোহিত হইয়া তাঁহার মতিমো বাহা বাহা করেন, তাহারই অনুসরণ করিতে থাকিলেন । ৫৬

ভার্গ্যা মদিরা পান করিলে তিনিও মদিরা পান করিয়া মদবিহ্বল হইয়া পড়েন, কখনও বা মহিষী অম্মাদি ভোজন করিতে থাকিলে তিনিও ভোজন করেন এবং মোদকাদি চৰ্ব্বণ করিতে থাকিলে তিনিও চৰ্ব্বণ করিতে থাকেন । ৫৭

ভার্গ্যা কখনও গান করিতে থাকিলে তিনিও গান করেন, কখনও রোদন করিতে থাকিলে তিনিও রোদন করেন, কখনও হাসিতে থাকিলে তিনিও হাসিতে থাকেন এবং গল্প করিতে থাকিলে গল্প করেন । ৫৮

পত্নী কখনও ধাবিতা হইতে থাকিলে তিনিও

ধাবিত হন, পত্নী অবস্থান করিতে থাকিলে তিনিও অবস্থান করেন, শয়ন করিয়া থাকিলে তিনিও তৎপশ্চাৎ শয়ন করেন এবং উপবেশন করিলে উপবেশন করেন । ৫৯

কখনও পত্নী শ্রবণ করিতে থাকিলে তিনিও শ্রবণ করেন, দর্শন করিতে থাকিলে দর্শন করেন, শ্রাণ গ্রহণ করিলে শ্রাণ করেন এবং স্পর্শ করিলে স্পর্শ করিয়া থাকেন । ৬০

কখনও জায়াকে শোক করিতে দেখিলে তিনিও দীনবৎ অনুশোচনা করেন, জায়া জঙ্কী হইলে তিনিও জঙ্ক হন এবং জায়া আনন্দিতা হইলে তিনিও তৎপশ্চাৎ আনন্দিত হন । ৬১

পুরঞ্জন এই প্রকারে আপনার মাহিষী কর্তৃক প্রভাবিত হইয়া আপনার স্বভাব হইতে বঞ্চিত হইলেন সুতরাং অজ্ঞ ক্রীড়ামুগের দ্বায় পরবশ হইয়া ইচ্ছা না থাকিলেও জ্ঞোর অনুকরণ করিয়া থাকেন । ৬২

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।



## ষড়বিংশ অধ্যায়

শ্রীনারদ উবাচ ।

স একদা মহেশ্বাসো রথং পঞ্চাশ্বমাশুগম্ । দ্বীষং দ্বিচক্রমেকাঙ্কং ত্রিবেণুং পঞ্চবজ্রম্ ॥ ১ ॥  
 একরশ্ম্যেকদমনমেকনাড়ং দ্বিকুবরম্ । পঞ্চপ্রহরণং সপ্ত বরুণং পঞ্চবিজ্রমম্ ॥ ২ ॥  
 হৈমোপস্করমারুহ্য স্বর্ণবর্ণ্যাকয়েষুধিঃ । একাদশচমুনাথঃ পঞ্চপ্রস্থমগাদনম্ ॥ ৩ ॥  
 চচার যুগয়াং তত্র দৃষ্ট আন্তেষুকাম্পূকঃ । বিহায় জায়ামতদর্হাং যুগব্যসনলালসঃ ॥ ৪ ॥  
 আশ্বরীং বৃত্তিমাশ্রিত্য ঘোরাশ্চা নিরনুগ্রহঃ । অহনশ্লিশিতৈর্বানৈর্বনেষু বনগোচরান্ ॥ ৫ ॥  
 তীর্থেষু প্রতিদৃষ্টেষু রাজা মেধ্যান্ পশুন বনে । যাবদর্থমলং লুক্কো হনাদিতি নিয়মিত ॥ ৬ ॥  
 য এবং কশ্ম নিয়তং বিদ্বান্ কুবীত মানবঃ । কশ্মণা তেন রাজেন্দ্র জ্ঞানেন ন স লিপ্যতে ॥ ৭ ॥  
 অন্তথা কশ্ম কুব্বাণো মানারুঢ়ো নিবধ্যতে । গুণপ্রবাহপতিতো নষ্টপ্রজ্ঞো ব্রজত্যাধঃ ॥ ৮ ॥  
 তত্র নির্ভিন্নগাত্রাণাং চিত্রবাঈজৈঃ শিলীমুখৈঃ । বিপ্লবোহভূদুঃখিতানাং দুঃসহঃ করুণাত্মনাম্ ॥ ৯ ॥

### পুরঞ্জনের যুগয়া

শ্রীনারদ কহিলেন—সেই পুরঞ্জন স্বর্ণময় বশ্ম, অক্ষয় তুগীর ও মহাধনু ধারণ করিয়া রথে আরোহণপূর্বক একাদশ সৈন্যদলের অধিপতি সেনাপতি সহ পঞ্চপ্রস্থ নামক বনে গমন করিলেন । তাঁহার রথে পাঁচটি অশ্ব নিয়োজিত ছিল, উহার অতি দ্রুতগামী ও দুইটি দণ্ডে নিবন্ধ, উহার দুইটি চক্র, একটি অক্ষ বা ধুর, তিনটি ধ্বজদণ্ড, পাঁচটি বন্ধন, এক গাছি রজ্জু, এক জন সারথি, একটি মাত্র রথীর উপবেশন স্থান এবং দুইটি যুগবন্ধন স্থান, তাহাতে পাঁচটি বিষয় প্রক্লিপ্ত হয় ; ঐ রথের চন্দ্রময় আবরণ, উহার গতি পাঁচ প্রকার এবং উহার স্বর্ণ-অলঙ্কারে ভূষিত । ১-৩

পুরঞ্জন সেই বনে উপস্থিত হইলেন এবং ত্যাগের অবোপ্যা জায়াকে ত্যাগ করিয়া যুগয়া-ব্যসন-লালসায় ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্বক দস্তভরে তথায় যুগয়া করিতে লাগিলেন । ৪

নির্দয় পুরঞ্জন যুগয়ার্থ আশ্বরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণপূর্বক শাগিত শর দ্বারা বনে যত বনচারী ছিল, তাহাদের সকলকেই সংহার করিলেন । ৫

যদি নিতান্ত মাংসাসক্ত হন, তবে শাস্ত্রোপদিষ্ট ভ্রাক্ষসম্পাদনার্থ রাজা প্রসিদ্ধ তীর্থে পবিত্র পশু-গণকে আবশ্যক মত বধ করিতে পারেন—এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছে । ৬

হে রাজেন্দ্র ! যে মানব যেক্রপ কশ্ম নিয়মিত জানিয়া তাহার অনুষ্ঠান করেন, তিনি তদুৎকর্ষলক জ্ঞানহেতু সেই কশ্মে কদাচ লিপ্ত হন না । ৭

শাস্ত্রজ্ঞান উল্লঙ্ঘনপূর্বক অভিমানপুরুষের যিনি কশ্ম করেন, তিনি সেই কশ্ম দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হন এবং তদনন্তর গুণপ্রবাহে পতিত হইয়া প্রজ্ঞা নষ্ট হওয়ায় নরকে গমন করেন । ৮

সেই বনে পুরঞ্জনের বিচিত্র পঞ্চশালী বাণের দ্বারা ছিন্নদেহ আর্ন্ত যুগকুলের বিনাশ করুণ-হৃদয় সাধুগণের পক্ষে অত্যন্ত দুঃসহ হইয়াছিল । ৯



শশান্ বরাহান্ মহিষান্ গব্যান্ রুক্মশল্যকান্ ।

মেধান্যাত্মাংশ্চ বিবিধান্ বিনিশ্চন্ অমমধ্যগাং ॥১০॥

ততঃ ক্ষুত্ৰট্‌পরিশ্রাস্তো নিবৃত্তো গৃহমেঘিবান্ । কৃতস্নানোচিতাহারঃ সংবিবেশ গতক্রমঃ ॥১১॥

আত্মানমর্হয়াঞ্চক্রে ধূপালেপত্সগাদিভিঃ । সাধ্বলঙ্কৃতসর্বদ্বাঙ্গো মহিষ্যামাদধে মনঃ ॥১২॥

দৃপ্তো হৃষ্টঃ স্তূতপুশ্চ কন্দর্পাকৃষ্টমানসঃ । ন ব্যচক্চ বরারোহাং গৃহিণীং গৃহমেধিনীম্ ॥১৩॥

অন্তঃপুরস্ত্রিয়োহপৃচ্ছদ্বিমনা ইব বেদিষৎ । অপি বঃ কুশলং রামাঃ সেন্সরাণাং যথা পুরা ॥১৪॥

ন তথৈতর্হি রোচস্তে গৃহেষু গৃহসম্পদঃ । যদি ন স্মাদ্‌গৃহে মাতা পত্নী বা পাক্‌দেবতা ।

ব্যঙ্গৈ রথ ইব প্রোজ্ঞঃ কো নামাসীত দীনবৎ ॥১৫॥

ক বর্ততে সা ললনা মজ্জন্তুঃ ব্যসনার্ণবে । যা মাযুদ্ধরতে প্রোজ্ঞাং দীপয়ন্তী পদে পদে ॥১৬॥

রামা উচুঃ ।

নরনাথ ন জানীমস্তুপ্রিয়া যদ্যবশ্রুতি । ভূতলে নিরবস্তারে শয়ানাং পশ্য শত্রুহন ॥১৭॥

শ্রীনারদ উবাচ ।

পুরঞ্জনঃ স্বমাহ্বাং নিরীক্ষ্যাবধূতাং ভুবি । তৎসঙ্গোন্মথিতজ্ঞানো বৈক্রব্যং পরমং যযৌ ॥১৮॥

তিনি সেই বনে শশক, শকব, মহিষ গবয়, রুক্ম, শল্যক ও অন্যান্য বিবিধ পবিত্র পশু বিনষ্ট করিয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন । ১০

অনন্তর ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় পবিত্রাস্ত হইয়া তিনি নিবৃত্ত হইলেন এবং গৃহে আগমন করতঃ স্নান ও যথোচিত আহার দ্বারা শ্রান্তি দূর করিয়া শয়ন করিলেন । ১১

অনন্তর তিনি ধূপ, গন্ধামুলেপন এবং মালাদির দ্বারা নিজের দেহ অলঙ্কৃত করিলেন, এবং সম্যক প্রকারে সজ্জিত হইয়া মহিষীর প্রতি চিন্তনবিশ করিলেন । ১২

হৃষ্টপুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হইলে রাজা কন্দর্প কর্তৃক আকৃষ্টচিত্ত হইয়া আপনার গৃহধর্ম্মনির্বাহিকা সর্বোত্তমা গৃহিণীকে দেখিতে পাইলেন না । ১৩

হে প্রাচীনবর্ধিঃ, তিনি উদ্বিগ্নচিত্তের স্থায় হইয়া অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণকে বলিতে লাগিলেন—  
“হে রামাগণ, তোমাদের এবং তোমাদের অধিকারী কুশল ত? আমার গৃহস্থিত ধনসম্পত্তি

পূর্ব্বে যেমন রুচিকর বোধ হইত, এখন আর তেমন বোধ হইতেছে না, গৃহে যদি মাতা বা পতিব্রতা ভার্যা না থাকেন, তাহা হইলে কোন্ প্রোজ্ঞ ব্যক্তি তাহাতে বাস করিয়া দুঃখ ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন? চক্রবিহীন রথে কোন্ ব্যক্তিই বা স্থিতির হইয়া উপবেশন করিতে পারে? ১৪-১৫

যিনি দুঃখসাগরে মগ্ন হইলে আমাকে প্রতি পদে পদে উদ্ধার করিয়া থাকেন, যিনি আমার প্রজ্ঞাকে সমুজ্জ্বলা করিয়া থাকেন, সেই ললনা কোথায় অবস্থান করিতেছেন? ১৬

রমণীগণ কহিলেন—হে নরনাথ! আপনার প্রেয়সী কি করতে চাহেন, তাহা আমরা অবগত নহি। হে অরিন্দম! ঐ দেখুন, তিনি অনাবৃত ভূমিতলে শয়ন করিয়া আছেন । ১৭

শ্রীনারদ কহিলেন, তখন পুরঞ্জন স্বীয় ভার্য্যাকে দেহের প্রতি অনাদরযুক্ত হইয়া ভূতলে পতিভা দেখিতে পাইলেন এবং পত্নীর সহিত মিলিত হইবার জন্য আত্মহারা ও ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন । ১৮



সাস্ত্রয়ন্ প্ৰকল্পয়া বাচা হৃদয়েন বিদুয়তা । প্রেয়স্যাঃ স্নেহসংরক্ত-লিঙ্গমাত্মনি নাধ্যগাৎ ॥১৯॥  
অনুনিবেহং শনৈকবীরোহনুনয়কোবিদঃ । পম্পর্শ পাদযুগলমাহ চোৎসঙ্গলালিতাম্ ॥২০॥

পুরঞ্জন উবাচ ।

নুনস্বকৃতপুণ্যাস্তে ভৃত্য যেদ্বীশ্বরাঃ শুভে । কৃতাগঃস্বাত্মসাৎ কৃত্বা শিক্ষাদণ্ডং ন যুঞ্জতে ॥২১॥  
পরমোহনুগ্রহো দণ্ডো ভৃত্যেষু প্রভুগার্পিতঃ । বালো ন বেদ তৎ তস্মৈ বন্ধুকৃত্যমমর্ষণঃ ॥২২॥

সা ত্বং মুখং স্মদতি স্তম্ভনুরাগভারত্ৰীড়াবিলম্ববিলসজ্জসিতাবলোকম্ ।

নীলালকালিভিরুপস্কৃতমুগ্ধসং নঃ স্বানাং প্রদর্শয় মনস্বিনি বজ্রবাক্যম্ ॥ ৩॥

তস্মিন্ দধে দমমহং তব বীরপত্নি যোহনুত্র ভূস্বরকূলাৎ কৃতকিস্বিষস্তম্ ।

পশ্যে ন বীতভয়মুন্মুদিতং ত্রিলোক্যামনুত্র বৈ মুররিপোরিতরত্র দাসাৎ ॥২৩॥

বজ্রং ন তে বিতিলকং মলিনং বিহর্যং সংরক্তভীমমবিযুক্তমপেতরাগম্ ।

পশ্যে স্তনাবপি শুচোপহতো স্তজাতৌ বিশ্বাধরং বিগতকুক্কুমপঙ্করাগম্ ॥২৪॥

চুঃখিতরুদয়ে তিনি মনোজ্ঞ স্তম্ভুর বচনে প্রেয়সীকে সাস্ত্রনা করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার প্রণয়কোপেব কোন লক্ষণই বুঝিতে পারিলেন না । ১৯

অনন্তর অনুনয়ে নিপুণ সেই রাজা ভার্য্যাকে ক্রমশঃ নানাকপে অনুনয় করিলেন । তিনি ভার্য্যার পাদযুগল স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া আদর করিতে করিতে বলিলেন । ২০

পুরঞ্জন কহিলেন—হে কল্যাণি ! প্রভুগণ যে সকল অপরাধী ভৃত্যকে আপন ভাবিয়া শিক্ষাদানের জন্য দণ্ডপ্রদান না করেন, ঐ সকল ভৃত্য নিশ্চয়ই স্কৃতিহীন । ২১

হে কৃশাঙ্গি ! প্রভু ভৃত্যের প্রতি যে দণ্ড-বিধান করেন, তাহা পরম অনুগ্রহ, তাহাতে যে ক্রুদ্ধ হয়, সে নিতান্ত অজ্ঞ, সে বন্ধুকৃত্য অবগত নহে । ২২

হে স্তম্ভর্শন ! হে মনস্বিনি । হে স্তম্ভ ! তোমার মুখখানি অনুরাগভরে জ্ঞাত লজ্জায় মন্দ মন্দ হৃদহাস্তপূর্ণ যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে,

তাহাতে এবং নীল অলকাবলীবিভূষিত হওয়ায় অসুন্দর, তাহাতে উন্নত নাসিকার এবং মনোহর বাক্যে তাহার শোভা অতিশয় বন্ধি হইয়াছে, তুমি একবার তাহা এই অধীন জনকে দর্শন করাও । ২৩

হে বীরপত্নি ! যদি কেহ তোমার নিকা অপরাধী হইয়া থাকে, তবে সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকুল-সম্বৃত অথবা যদি শ্রীকৃষ্ণের দাস না হন, তবে তাহাকে আমি তাঁহার দণ্ড বিধান করিব । কিন্তু তোমার নিকট অপরাধ করিয়া স্তম্ভ চিত্তে জীবন ধারণ করিতে পারে, একরূপ নির্ভীক লোক ত্রিভুবনে বা উহার বহির্ভাগেও ত দেখিতে পাইতেছি না । ২৪

ইতঃপূর্বে আমি আর কখনও তোমার এইরূপ তিলকহীন হর্ষবিরহিত কোপভীষণ অনুজ্ঞাল, স্নেহ পরিশূন্য মুখ দেখি নাই, তোমার অতি সুন্দর স্তনযুগল শোকাশ্রুসিক্ত হইতে কখনও দেখি নাই এবং তোমার বিশ্বাধরকেও কুক্কুমপঙ্কতুল্য ভাস্কুলরাগশূন্য দেখি নাই । ২৫



তস্মৈ প্রণীদ সুহৃদঃ কৃতকিঞ্চিৎ সৈরং গতস্ত যুগয়াং ব্যসনাত্তনস্ত ।

কা দেবরং বশগতং কুসুমাজ্জবেগবিভ্রস্তপোঃস্মৃশতী ন ভজেত কৃত্যে ॥২৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে

পূরজনোপাখ্যানে ষড়্বিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

অতএব যদিও স্বেচ্ছাবশে যুগয়াবাসনে আসক্ত  
হইয়া তোমার নিকট অপরাধ করিয়াছি, তথাপি  
সুহৃদ জানে আমার সে অপরাধ ক্ষমা করিয়া  
আমার প্রতি প্রসন্ন হও। অনঙ্গবাণে যে কাস্তের

ধৈর্য্য অপরূপ হইয়াছে, যে কাস্ত প্রিয়তমার অতীত-  
সাধনে উন্মুখ—এমন বশীভূত কাস্তকে রতিপ্রার্থিনী  
বোন কামিনী উপযুক্ত সময়ে ও উপযুক্ত স্থানে  
প্রাপ্ত হইয়াও ভজন না করে? ২৬

বিস্তৃতি—সমগ্র পূরজনোপাখ্যানটি একটি রূপক। শ্রীনাথ প্রাচীনবহিঃ নিকট উনত্রিংশ অধ্যায়ে নিজেই  
এই রূপকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ২৬

ইতি ষষ্ঠ স্কন্ধে ষড়্বিংশ অধ্যায়ঃ ।



## সপ্তবিংশ অধ্যায়

আশাষ ৩৭০।

ইখং পুরঞ্জনং সধাশমনীয় বিভ্রমৈঃ। পুরঞ্জনী মহারাজ রেমে রময়তী পতিম্ ॥১॥

স রাজা মহিষীং রাজন্ স্নানাতাং রুচিরাম্বরাম্। কৃতস্বস্ত্যয়নাং তৃণামভ্যানন্দদুপাগতাম্ ॥২॥

তয়োপগুচঃ পরিরুদ্ধকঙ্করো রহোহনুমজ্জৈরপকৃচ্চচেতনঃ।

ন কালরংহো বুবুধে দুৰত্যয়ং দিবা নিশেতি প্রমদাপরিগ্রহঃ ॥৩॥

শয়ান উন্মদ্রমদো মহামনা মহাইতল্লো মহিষীভুজোপধিঃ।

তামেব বীরো মনুতে পরং যতন্তুমোহভিভূতো ন নিজং পরঞ্চ যৎ ॥৪॥

তয়েবং রমমাগস্ত কামকশ্মলচেতসঃ। ক্ষণাৰ্দ্ধমিব রাজেন্দ্র ব্যতিক্রান্তং ন৭৭ ৭৭০ ॥৫॥

তস্মামজনয়ৎ পুত্রান্ পুরঞ্জন্যাং পুরঞ্জনঃ। শতান্যেকাদশ বিরাড়ায়ুষোহর্দ্ধমথাত্যাগাৎ ॥৬॥

দুহিতৃর্দশোত্তরশতং পিতৃমাতৃযশস্করীঃ। শীলোদার্য্যগুণোপেতাঃ পৌরঞ্জন্যঃ প্রজাপতে ॥৭॥

স পঞ্চালপতিঃ পুত্রান্ পিতৃবংশবিবর্দ্ধনান্। দাটৈঃ সংযোজয়ামাস দুহিতৃঃ সদৃশৈর্বটৈঃ ॥৮॥

### পুরঞ্জনের আত্মবিস্মৃতি

ক্রীনারদ কহিলেন—হে মহারাজ ! এই প্রকারে হাবভাব-বিলাস দ্বারা পতি পুরঞ্জনকে সমাক্ষণীভূত করিয়া পুরঞ্জনী তাঁহার সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। ১

সেই রাজা পুরঞ্জনও স্নানাতা, শোভনবসনা এবং কুঙ্কম-সিন্দূরাদি দ্বারা কৃতমঞ্জলা সেই কামিনীকে ভোজনাদি দ্বারা পরিতৃপ্তা হইয়া স্বসমীপে আসক্ত দেখিয়া তাহাকে অভিনন্দন করিয়া গ্রহণ করিলেন। ২

পুরঞ্জনী কর্তৃক আলিঙ্গিত হইলে পুরঞ্জনও তাহার স্কন্ধদেশে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন এবং সেই তরুণী একান্তে তাঁহার সহিত রহস্ত কথা বলিতে থাকিলে তাঁহার বিবেক অপগত হইল; এইরূপে প্রমদা কর্তৃক পরিগৃহীত হওয়ায় ক্ষণে ক্ষণে বে তাঁহার বুধা পরমায়ু ক্ষয় হইতেছে, রাজা তাহা জানিতে পারিলেন না। ৩

সেই মহামনা রাজার আসক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি মহামূল্য শয্যায় শায়িত হইয়া মহিষীর ভুজলতাকে উপাধান করিয়া সেই বীর সেই ক্রীকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন এবং নিজ স্বরূপ ও পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইলেন। ৪

হে রাজেন্দ্র ! এই প্রকারে কামমোহিতচিত্তে ক্রীসহিত ক্রীড়াপর পুরঞ্জনের নববোধন ক্ষণাৰ্দ্ধের স্থায় তাঁহার অজ্ঞাতসারেই যেন অভিক্রান্ত হইল। ৫

সেই সম্রাট পুরঞ্জন সেই ভাৰ্য্যা পুরঞ্জনীতে একাদশ শত পুত্র উৎপাদন করিলেন; এই প্রকারে তাঁহার পরমায়ুর অর্ধেক অতীত হইল। ৬

হে প্রজাপতে ! তৎপরে রাজার এক শত কন্যা জন্মিল; কন্যাগণ শীল ও উদার্য্যগুণে সুভূষিতা ও পিতামাতার বশোবর্দ্ধিনী হইয়া পৌরঞ্জনী নামে বিখ্যাত হইল। ৭

সেই পঞ্চালপতি পুরঞ্জন পুত্রগণকে উপযুক্ত পত্নীর সহিত বিবাহ দিলেন এবং কন্যাগণকেও উপযুক্ত বরের সহিত বিবাহ দিলেন। ৮



পুত্রাণাঞ্চাতবন্ পুত্রা একৈকশ্চ শতং শতম্ । যৈর্বৈ পৌরঞ্জনো বংশঃ পঞ্চালেন্ সমেধিতঃ ॥৯॥  
তেষু তদ্রিক্ধহাৰেষু গৃহকোশামুজীবিষু । নিরুঢ়েন মমত্বেন বিষয়েষ্বধব্যত ॥ ১০ ॥

ঐজে চ ক্রতুভির্ঘোরৈর্দৌক্ষিতঃ পশুমারকৈঃ ।

দেবান্ পিতৃন্ ভূতপতীন্ নানাকামো যথাভবান্ ॥১১॥

যুক্তেষেবং প্রমত্তস্য কুটুম্বাসক্তচেতসঃ । আসাদ স বৈ কালো যোহপ্রিয়ঃ প্রিয়মোষিতাম্ ॥১২॥  
চণ্ডবেগ ইতি খ্যাতো গন্ধর্ব্বাধিপতিনৃপ । গন্ধর্ব্বাস্তস্য বলিনঃ যক্ষাভরশতদ্রয়ম্ ॥ ১৩ ॥  
গন্ধর্ব্বাস্তাদৃশীশস্য মৈধুশ্চ সিতাসিতাঃ । পরিবৃত্তা বিলুপ্তান্তি সর্ব্বকাণিনির্গ্মিতাম্ ॥১৪॥  
তে চণ্ডবেগামুচরাঃ পুরঞ্জনপুরং যদা । হর্ভুমারেভিরে তত্র প্রত্যবেধং প্রজাগরঃ ॥ ১৫ ॥  
স সপ্তভিঃ শতৈরেকো বিংশত্যা চ শতং সমাঃ । পুরঞ্জনপুরাধ্যক্ষো গন্ধর্ব্বৈষু যুধে বলী ॥ ১৬ ॥  
ক্ষীয়মাণে স্বসন্দন্ধ একস্মিন্ বহুভিযুধা । চিন্তাং পরাং জগামার্কঃ সরাষ্ট্রপুরবান্ধবঃ ॥১৭॥  
স এব পুর্যাং মধুকৃ পঞ্চালেন্ স্বপার্ষদৈঃ । উপনীতং বলিং গৃহ্নন্ ক্রীজিতো নাবিন্দুয়ম্ ॥১৮॥  
কালস্য দুহিত্য কাচিৎ ত্রিলোকীং ববমিচ্ছতাম্ । পর্য্যটন্তো ন বহিষ্মন্ প্রত্যনন্দত কশ্চন ॥১৯॥

পুবজনের ঐ সকল পুত্রের প্রত্যেকের শত শত পুত্র জন্মিল, এইরূপে পঞ্চালদেশে পৌবজনবংশ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল । ৯

পুত্র, পৌত্র, গৃহ, ভাণ্ডাব, ভৃত্যবর্গ এই সকলে পুরঞ্জনের প্রগাঢ় মমতা জন্মিল এবং এই প্রকারে প্রগাঢ় মমতার দ্বারা তিনি বিষয়পাশে আবদ্ধ হইলেন । অবশেষে তিনি আপনার স্থায় পশুমারক নানা ভয়ানক যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া নানা কামনায় দেব, পিতৃ ও ভূতপতিগণের অর্চনা করিতে লাগিলেন । ১০-১১

এইরূপে কুটুম্বাসক্তচিত্ত পুরঞ্জন আত্মহিতে উদাসীন থাকিবার সময় কামিনীপ্রিয় ব্যক্তির অপ্রিয় কাল আসিয়া নিকটবর্তী হইল । ১২

সেই কাল চণ্ডবেগ নামে বিখ্যাত এবং গন্ধর্ব্বগণের অধিপতি, তাহার তিন শত ষাট জন বলবান্ গন্ধর্ব্ব এবং ঐরূপ তিন শত ষাট জন গন্ধর্ব্বাও আছে । ১৩

তাহারা গুরু ও কৃষ্ণবর্ণ এবং তাহারা মিথুনীভূত হইয়া পর্য্যায়ক্রমে ভ্রমণ পূর্ব্বক কামনির্গ্মিত পুরীকে লুণ্ঠন করিয়া থাকে । ১৪

চণ্ডবেগের অনুচর ঐ সকল গন্ধর্ব্বগণ যখন পুবজনপুর লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল, তখন তত্রতা প্রজাগর ভাষাদিগকে নিষেধ করিতে লাগিল । ঐ বলবান্ পুরঞ্জনপুরের অধ্যক্ষ একক হইয়াও শত বৎসর পর্য্যন্ত সেই শত শত বিশ জন গন্ধর্ব্ব ও গন্ধর্ব্বাঙ্গিণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল । ১৫-১৬

বহুজনের সহিত একের যুদ্ধ হওয়ায় সেই পুর-রক্ষক ক্ষীণ হইয়া পড়ায় সেই পুরবাসী, রাষ্ট্রবাসী এবং বান্ধবগণকে দুঃখিত হইয়া চিন্তাকুল হইলেন । ১৭

হে রাজন্ ! পূর্ব্বে তিনি ক্রীবলীভূত এবং ক্ষুদ্র সুখে আসক্ত হইয়া পঞ্চালদেশে ও আপনার পুরীর মধ্যে স্বায় পার্শ্বগণ কর্তৃক আহৃত ভোগ্যবস্ত্র গ্রহণ করিয়া মধুকরের স্থায় বাস করিতেন । এই প্রকারে ভোগবান হইয়া তিনি উত্তরকালে ভয়ের কথা অবগত ছিলেন না । ১৮

হে প্রাচীনবর্হি, কালের একটি কথা আছে, সে আপনার অনুরূপ বর অন্বেষণ করিয়া ত্রিলোক ভ্রমণ করিলেও কেহই তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকার করে নাই । ১৯



দৌর্ভাগ্যেনান্মনো লোকে বিক্রান্তা দুর্ভগেতি সা ।

যা তুষ্ঠী রাজক্বেষয়ে বৃতাদাং পুরবে বরম্ ॥২০॥

কদাচিদটমানা সা ব্রহ্মলোকান্মহীং গতম্ । বত্রে বৃহদ্ব্রতং যাস্তু জানতী কামমোহিতা ॥২১॥

ময়ি সংরভ্য বিপুলমদাচ্ছাপং স্তূহুঃসহম্ । স্মাতুমর্হসি নৈকত্র মদ্ব্যাক্রাবিমুখো যুনে ॥২২॥

ততো বিহতসঙ্কল্পা কণ্ঠকা যবনেশ্বরম্ । ময়োপদিষ্টমাসাত্ত বত্রে নান্মা ভয়ং পতিম্ ॥২৩॥

ঋষভং যবনানাং ত্বাং বৃণে বীরেপ্লিতং পতিম্ । সঙ্কল্পস্তয়ি ভূতানাং কৃতঃ কিল ন রিয্যতি ॥২৪॥

দ্বাবিমাবনুশোচন্তি বালাবসদবগ্রহৌ । যল্লোকশাস্ত্রোপনতং ন রাতি ন তদিচ্ছতি ॥২৫॥

অথো ভজস্ব মাং ভদ্র ভজন্তীং মে দয়াং কুরু ।

এতাবান্ পৌরুষো ধর্মো যদার্তাননুকম্পতে ॥২৬॥

কালকণ্ঠোদিতবচো নিশম্য যবনেশ্বরঃ । চিকীর্ষুর্দেবগুহ্যং স সন্মিতং তামভাষত ॥২৭॥

দ্বীয় দুর্ভাগ্য হেতু ঐ কন্যা লোকে দুর্ভগা বলিয়া খ্যাত হইল। রাজর্ষি পুরু তাহাকে বরণ করায় ঐ রমণী সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর প্রদান করিয়াছিল। ২০

সেই কালকণ্ঠা ভ্রমণ করিতে করিতে একবার আমাকে পৃথিবীতে আগমন করিতে দেখিতে পাইল এবং আমাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী জানিয়াও কাম মোহিতা হইয়া আমাকে বরণ করিল। ২১

অনন্তর আমি প্রত্যাখান করায় সে আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে এই মহান্ স্তূহুঃসহ শাপ প্রদান করিল যে, “হে যুনে! যেহেতু তুমি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলে না, অতএব তুমি কখনও একস্থানে স্থস্থির হইয়া থাকিতে পারিবে না।” ২২

অনন্তর ঐ কামকণ্ঠার সংকল্প পূর্ণ না হওয়ায় সে আমার উপদেশ ক্রমে ভয় নামক যবনেশ্বরের

সমীপে গমন করিয়া তাহাকে পত্নীরূপে প্রার্থনা করিয়া বলিল। ২৩

“হে যবনেশ্বের বীর! আমি তোমাকে আমার অভিলষিত পত্নীরূপে বরণ করিলাম, আমি জানি, জীবগণ তোমাকে আশ্রয় করিয়া যে সংকল্প করে, তাহা বিফল হয় না। ২৪

“লোকে ও শাস্ত্রে যে বস্তু দেয় ও গ্রাহ্য বলিয়া সম্মত, সেই বস্তু প্রার্থনা করিলে যে না দেয় এবং কেহ দিলে যে না গ্রহণ করে, তাহাদিগের উভয়ের জন্তই সজ্জনগণ শোক করিয়া থাকেন। ২৫

“অতএব হে ভদ্র! আমি তোমার ভজন-পরায়ণা, অতএব তুমিও আমাকে ভজনা কর, আর্ত ব্যক্তির প্রতি দয়া প্রকাশ করাই পুরুষের ধর্ম।” ২৬

যবনেশ্বর কামকণ্ঠার কথিত বাক্য শ্রবণ পূর্বক স্মিতহাস্তে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। ২৭

বিশ্লেষিত—মহর্ষি গুক্রের শাপে যবতি জরা-গ্রস্ত হন। পরে গুক্রকে অহুন্নর করার তিনি যবতিকে এই বর দেন যে, কেহ ইচ্ছা করিয়া লইতে চাহিলে তিনি তাহাকে ঐ জরা দিতে পারিবেন।

যবতির কনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার আদেশে জরা গ্রহণ করার যবতি তাহাকেই বীর রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন—এবং অস্ত চারিপুত্রকে রাজ্যচ্যুত করেন। ২০



ময়া নিরূপিতস্তৃত্যং পতিরাক্ষসমাধিনা । নাভিনন্দতি লোকোহয়ং জ্ঞানভ্রামসম্মতাম্ ॥২৮॥

হুমব্যক্তগতিভূক্ত লোকং কৰ্মবিনির্মিতম্ । যা হি মে পুতনামুক্তা প্রজানাশং প্রণেষ্যসি ॥২৯॥

প্রকারোহয়ং মম ভ্রাতা স্বৰ্গ যে ভগিনী ভব ।

চরায়ুভাভ্যাং লোকেহস্মিন্মব্যক্তোত্তীমসৈনিকঃ ॥৩০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে

পুরজনোপাখ্যানে সপ্তবিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

তোমার যিনি পতি হইবেন, আমি আক্সসমাধি | হইয়া যাও, তুমি নিশ্চয়ই প্রজানাশ করিতে সমর্থ  
দ্বারা তাহা পূর্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছি। | হইবে। ২৯

তোমাকে অমঙ্গলরূপা ও অপ্রিয়া বলিয়া কোন | এই প্রজার আমার ভ্রাতা, তুমি আমার ভগিনী  
লোকই অঙ্গীকার করে নাই! ২৮ | হও, তোমাদের উভয়কে সৈনিক করিয়া আমি

তুমি অলঙ্কিতগতি হইয়া কৰ্মবিনির্মিত লোক | সসৈন্তে লোকের ভয় উৎপাদন করিয়া অলঙ্কিত  
ভোগ কর। তুমি আমার সেনার সহিত মিলিত | ভাবে বিচরণ করিব। ৩০

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে সপ্তবিংশ অধ্যায় ।



## অষ্টাদশ অধ্যায়

শ্রীনারদ উবাচ।

সৈনিকা ভয়নাম্নে। যে বহিষ্যন্ দিষ্টকারিণঃ। প্রজ্ঞারকালকল্যাণাং বিচেক্ষরবনীমিমাম্ ॥১॥

ত একদা তু রভসা পুরঞ্জনপুরীং নৃপ। রুরুধুর্ভৌমভোগাঢ্যাং জরৎপন্নগপালিতাম্ ॥২॥

কালকল্যাণি বুভুজে পুরঞ্জনপুরং বলাৎ। যয়াভিভূতঃ পুরুষঃ সতোনিঃসারতামিমাং ॥৩॥

তয়োপভুজ্যমানাং বৈ যবনাঃ সর্বতো দিশম্।

দ্বার্ভিঃ প্রবিষ্টা হৃদ্ষাং প্রাদিগন্ সকলাং পুরীম্ ॥৪॥

তস্তাং প্রপীড্যমানায়ামভিমানী পুরঞ্জনঃ। অবাপোরুবিধাংস্তাপান্ কুটুস্বীমমতাকুলঃ ॥৫॥

কল্যোপগুঢ়ে। নষ্টশ্রীঃ ক্লপণো বিষয়াত্মকঃ। নষ্টপ্রজ্ঞো হৃতৈশ্বর্য্যো গন্ধর্বৈর্যবনৈর্বল্লাৎ ॥৬॥

বিশীর্ণাং স্বপুরীং বীক্ষ্য প্রতিকূলাননাদৃতান্। পুত্রান্ পৌত্রানুগামাত্যান্ জায়াঞ্চ গতসৌহৃদাম্ ॥৭॥

আত্মানং কল্যাণাৎ প্রস্তুং পঞ্চালানরিদৃষিতান্। দুরন্তচিত্তামাপন্নো ন লেভে তৎপ্রতিক্রিয়াম্ ॥৮॥

কামানভিলষন্ দীনো যাতযামাংশ্চ কল্যাণাৎ। বিগতান্নগতিস্নেহঃ পুত্রদারান্শ্চ লালয়ন্ ॥৯॥

পুরঞ্জনের স্ত্রী প্রাপ্তি এবং পরে মুক্তির অভ্যর্থনা

শ্রীনারদ কহিলেন—হে বহিষ্যন্ ! ভয়নাম্না যবনাধিপতির আজ্ঞাকারী যে সকল সেনা তাহার প্রজ্ঞার ও কামকল্যাণের সহিত মিলিত হইয়া ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতে লাগিল। ১

একদা ঐ সকল সেনা পার্থিব ভোগসম্ভারে সমৃদ্ধা ক্ষীণবল সর্প দ্বারা অভিরক্ষিতা ঐ পুরঞ্জন-পুরী বলপূর্বক অবরোধ করিল। ২

সেই কামকল্যাণ কর্তৃক আক্রান্ত হইবামাত্র জীব সমস্ত নিজ্জীবিত প্রাপ্ত হয়, সেই কালনার্দিনীও বলপূর্বক পুরঞ্জনপুরী অধিকার পূর্বক ভোগ করিতে লাগিল। ৩

কামকল্যাণকে পুরী ভোগ করিতে দেখিয়া যবন-গণ দ্বারা সাহায্যে পুরীর সর্বত্র প্রবিষ্ট হইয়া অত্যন্ত পীড়া প্রদান করিতে লাগিল। ৪

স্নেহ-মমতাকুল, পুত্রাদিমান্ অভিমানী পুরঞ্জন সেই পুরী এই প্রকারে প্রপীড়িত হওয়ার নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে লাগিলেন। ৫

কালকল্যাণ আলিঙ্গনে পুরঞ্জনের স্ত্রী নষ্ট হইয়া গেল ; দীন, বিষয়াসক্ত, নষ্টপ্রজ্ঞ পুরঞ্জন গন্ধর্ব ও যবনগণের দ্বারা বলপূর্বক আক্রান্ত হওয়ার সমস্ত ঐশ্বর্য্য হঠাৎ বিচ্যুত হইলেন। ৬

পুরঞ্জন দেখিলেন—আপনার পুরী বিশীর্ণ, পুত্র-পৌত্র, ভৃত্য, মন্ত্রিগণ প্রতিকূল হইয়া উঠিয়াছে এবং তাঁহাকে আব আদর করিতেছে না, পত্নীরও তাঁহার প্রতি আর পূর্ববৎ সৌহৃদ্য নাই। ৭

আপনাকে কালকল্যাণ কর্তৃক অধিকৃত, পঞ্চাল রাজ্যও শত্রু কর্তৃক লুপ্ত হইয়াছে দেখিয়া তিনি ঘোর চিন্তায় মগ্ন হইলেন, কিন্তু তাহার কোনও প্রতিকারের উপায় দেখিতে পাইলেন না। ৮

পুরঞ্জন দেখিলেন, কালকল্যাণ যে সকল ভোগ্য বিষয় ভোগ করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই সকল সারহীন বস্তুই ভোগ করিতে হইতেছে ; আত্মার ঐহিক ও পারত্রিক গতি এবং বন্ধু-বান্ধবের স্নেহ-মমতায় বঞ্চিত হইয়া পুত্র-কলত্রাদিকে লালন করিতে হইতেছে। ৯



গন্ধর্ব্ববনাক্রান্তাঃ কালকন্ধ্যোপমাদতাম্ । হাতুং প্রচক্রবে রাজা তাং পুরীমনিকামতঃ ॥১০॥

ভয়নান্নোহগ্রজো ভ্রাতা প্রজ্বারঃ প্রত্যাগমিতঃ ।

দদাহ তাং পুরীং কুংস্রাং ভ্রাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥১১॥

তস্তাং সন্দহমানায়াং সপোরঃ সপরিচ্ছদঃ । কোটুশ্চিকঃ কুটুশ্চিন্তা উপাতপ্যত স্বাস্থয়ঃ ॥১২॥

যবনোপক্ৰুদ্বায়তনো গ্রস্তায়াং কালকন্ধ্যা । পুর্যাং প্রজ্বারসংসৃক্ভঃ পুরপালোহিব্রতপাত ॥১৩॥

ন শেকে সোহবিতুং তত্র পুরুক্চ্ছোরবেপথুঃ । গন্তুমৈচ্ছৎ ততো বৃক্ককোটাদিব সানলাৎ ॥১৪॥

শিখিলাবয়বো যর্হি গন্ধর্ব্বৈহুঁতপোরুযঃ । যবনৈররিভী রাজম্পুরুক্কো রুরোদ হ ॥১৫॥

ছুহিতুঃ পুত্রপৌত্রাংশ্চ যামিজামাতৃপার্ষদান্ । স্বত্বাবশিক্তং যৎকিঞ্চিদগৃহকোষপরিচ্ছদম্ ॥১৬॥

অহং মমৈতি স্বীকৃত্য গৃহেষু কুমতিগৃহী । দণ্ড্যো প্রমদয়া দীনো বিপ্রয়োগ উপস্থিতে ॥১৭॥

লোকাস্তরং গতবতি ময্যনাথা কুটুশ্চিনী । বর্ত্তিগৃহে কথঙ্ক্বেষা বালকানমুশোচতী ॥১৮॥

ন ময্যনাশিতে ভুঙ্তে নাস্মাতে স্মৃতি মৎপরা ।

ময়ি রুকে সসম্ভ্রুতা ভৎসিতে যতবাগ্ভয়াৎ ॥১৯॥

গন্ধর্ব্ব ও যবনসেনাগণ ঐ পুরী আক্রমণ এবং কালনন্দিনী উহাকে বিধ্বংসিত করিয়াছেন—অতএব ইচ্ছা না থাকিলেও পুরঞ্জনে ঐ পুরী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন । ১০

তখন ভ্রাতার অগ্রজ ভ্রাতা প্রজ্বার প্রত্যাগমিত হইয়া ভ্রাতার প্রিয় কামনায় সেই পুরী সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করিয়া ফেলিল । ১১

ঐ পুরী এই প্রকারে দগ্ধ হইতে থাকিলে পুরঞ্জনপুরের অধিবাসী পোরজন ভৃত্যবর্গ কুটুশ্চ ভাষা ও পুত্র-পৌত্রাদির সহিত অত্যন্ত সন্তপ্ত হইলেন । ১২

কালকন্ধ্যা ঐ পুরী অধিকার করিলে যবন-সৈন্যগণ উহা অপরুদ্ধ করিয়া ফেলিল এবং প্রজ্বার উহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল । পুররক্ষক উহাতে অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হইয়া পড়িল । ১৩

বহুরূপে হেতু তাহার কম্প উপস্থিত হইল ; তখন সে ঐ পুরমধ্যে অবস্থিত হইয়াও সেই পুরী রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না, অগ্নিবৃক্ক বৃক্ক-কোটর হইতে যেমন লোক অন্তর গমনে ইচ্ছুক হয়, তেমনি সে অন্তর বাইতে ইচ্ছুক হইল । ১৪

হে রাজন্ ! যখন গন্ধর্ব্বগণ পুরঞ্জনের পৌরুষ অপহরণ করিয়া তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিখিল করিয়া ফেলিল এবং যবনগণ আসিয়া কণ্ঠদেশ চাপিয়া ধরিল, তখন পুরপালক রোদন করিতে লাগিল । ১৫

কুমতি গৃহব্রতী পুরঞ্জনে স্ত্রীর সহিত বিচ্ছেদ উপস্থিত হওয়ার অভিশয় কাতর হইলেন এবং গৃহাদিতে ‘আমি’ ‘আমার’ বুদ্ধি করিয়া কন্ধ্যা, পুত্র, পৌত্র, বধূ, জামাতা, পার্শ্বদবর্গ, এবং গৃহ-ভাণ্ডারে পরিচ্ছদাদি বাহ্য কিছু স্বত্বমাত্রে অবশিষ্ট ছিল, উহাই এইরূপে চিন্তা করিতে লাগিলেন । ১৬-১৭

“আমি লোকাস্তর গমন করিলে আমার এই পত্নী অনাথা হইয়া এই পুত্র-কন্ধ্যাদিগের দুর্ব্বস্থা দর্শনে শোক করিতে করিতে কিরূপে কালযাপন করিবেন ? ১৮

“মদধীনা এই কামিনী আমি স্নান না করিলে স্নান এবং আমি আহার না করিলে আহার করেন না, আমি ক্রুদ্ধ হইলে ইনি অভিশয় সম্ভ্রুতা হইয়া পড়েন এবং আমি ভিরঙ্কার করিলে ইনি বাক্য-মাত্রও ব্যয় করেন না । ১৯



প্রবোধয়তি বাহবিজ্ঞঃ ব্যাধিতে শোককর্ণিতা । বর্জিতদগ্ধহর্ম্যবীরঃ বীরসূরপি নৈষ্যতি ॥২০॥  
 কথং নু দারকা দীনা দারকীর্বাপরায়ণাঃ । বর্জিত্যন্তে ময়ি গতে ভিন্ননাব ইবোদধৌ ॥২১॥  
 এবং কৃপণয়া বুদ্ধ্যা শোচন্তুমতদর্হণম্ । গ্রহীতুং কৃতধীরেনং ভয়নামাভ্যপদ্যত ॥২২॥  
 পশুবদ্যবনৈরেষ নীয়মানঃ স্বকং ক্ষমম্ । অশ্বদ্রবক্ষুপথাঃ শোচন্তো ভৃশমাতুরাঃ ॥২৩॥  
 পুরীং বিহার্যোপগতঃ উপরুদ্ধো ভুজঙ্গমঃ । যদা তমেবানু পুরী বিলীর্ণা প্রকৃতিং গতী ॥২৪॥  
 বিকৃশ্যমাণঃ প্রসভং যবনেন বলীয়সা । নাবিন্দং তমসাবিষ্টঃ সখায়ং স্নহদং পুরঃ ॥২৫॥

তং যজ্ঞপশবোহনেন সংজ্ঞপ্তা যেহদয়ালুনা ।

কুঠারৈশ্চিচ্ছিচ্ছুঃ ক্রুদ্ধাঃ স্মরন্তোহমীবমশ্চ তং ॥২৬॥

অনন্তপারে তমসি মমৌ নষ্টস্মৃতিঃ সমাঃ । শাস্ত্রতীরমুভূয়াক্তিঃ প্রমদাসঙ্গদূষিতঃ ॥২৭॥  
 তামেব মনসা গৃহ্নন্ বভূব প্রমদোত্তমা । অনন্তরং বিদর্ভস্ত রাজসিংহস্ত বেষানি ॥২৮॥  
 উপযেমে বীৰ্য্যপাণং বৈদর্ভাঃ মলয়ধ্বজঃ । যুধি নিজ্জিত্য রাজ্ঞান্ পাণ্ড্যঃ পরপূরঞ্জয়ঃ ॥২৯॥

“আমার বিবেক নষ্ট হইলে ইনিই জ্ঞান দান করেন, আমি প্রবাসী হইলে ইনি শোকগ্রস্তা হন, যদিও ইনি বীর পুত্র প্রসব করিয়াছেন, তথাপি আমার বিয়োগে কাতর হইয়া আর কি ইনি এই গৃহধর্ম পালন করিতে ইচ্ছা করিবেন ? ২০

“বৈরাগ্য সমুদ্রের মধ্যভাগে নৌকা ভগ্ন হইলে আরোহিণ বিপদগ্রস্ত হয়, সেইরূপ আমার এই পুত্র-কন্যাগণ আমি প্রস্থান করিলে পর কিরূপে পরপ্রত্যঙ্গী হইয়া জীবন ধারণ করিবে ?” ২১

পূরঞ্জন স্বরূপতঃ চৈতন্যরূপ, অতএব এইরূপ শোকাদির অযোগ্য কিন্তু তিনি এইরূপ দীনভাবে শোক করিতে আরম্ভ করিলে পর ভয় তাঁহাকে গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া আশ্রয় করিল। ২২

যবনেরা যখন তাঁহাকে পশুর স্থায় বন্ধন করিয়া স্বস্থানে লইয়া বাইতে চাহিল, তখন তাঁহার অনুচরেরা অভিযয় কাতর হইয়া শোকাবুল চিত্তে তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। ২৩

ঐ পুরীমধ্যে যে পুরপালক সর্প অপরুদ্ধ ছিল, অবশেষে যখন সেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, তখন সেই পুরী বিলীর্ণ হইয়া স্বীয় পূর্ব প্রকৃতি

প্রাপ্ত হইল। প্রবলপরাক্রান্ত যবনদূতগণ যখন পূরঞ্জনকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিতেছিল, তখন অজ্ঞানাক্রম্যে আচ্ছন্ন থাকায় পূরঞ্জন তাঁহার পূর্বের হিতকারী সখাকে স্মরণ করিতে পারিলেন না। ২৪-২৫

রাজা নির্দয় হইয়া যজ্ঞে যে সকল পশুকে বধ করিয়াছিলেন, তিনি পরলোকে উপস্থিত হইলে উহার তাঁহার নির্ভরতা স্মরণপূর্বক কুঠার দ্বারা তাঁহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে চাহিল। ২৬

প্রমদাসঙ্গনিভ দোষে অপার অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া তাঁহার স্বরূপের স্মৃতি নষ্ট হওয়ার তিনি বহুকাল ধরিয়া কষ্ট ভোগ করিলেন। ২৭

ঐ প্রমদাকেই মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে দেহভাগ করিয়াছিলেন, এই জন্য পরজীবনে বিদর্ভ-রাজেন্দ্রের গৃহে উত্তম ললনা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ২৮

তাঁহার বিবাহে পরাক্রমই গণ্যরূপে নির্দিষ্ট হইল, এবং পাণ্ড্যদেশের পরপূরঞ্জরী মলয়ধ্বজ যুদ্ধে কত্রিয়গণকে পরাজিত করিয়া তাহার কর গ্রহণ করিলেন। ২৯



তস্যাং স জনযাক্ষক্রে আত্মজামসিতেক্ষ্যাম্ । যবীয়সঃ সপ্ত স্ততান্ সপ্ত দ্রবিড়ভূভূতঃ ॥৩০॥  
 একৈকস্তাতবৎ তেষাং রাজমৰ্বদুদমৰ্বদুদম্ । ভোক্তাতে যদংশধরৈর্মহী মনস্তরং পরম্ ॥৩১॥  
 অগস্ত্যঃ প্রাগুহুহিতরমুপযেমে ধৃতব্রতাম্ । যস্যাং দৃঢ়চ্যুতো জা ৫ ইধাবাহাঅজো যুনিঃ ॥৩২॥  
 বিভজ্য তনয়েভ্যঃ ক্ষাং রাজষির্মলয়ধ্বজঃ । আরিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণং স জগাম কুলাচলম্ ॥৩৩॥  
 হিঙ্গা গৃহান্ স্ততান্ ভোগান্ বৈদৰ্ভী মদিরেক্ষণা ।

অম্বধাবত পাণ্ডেশঃ জ্যোৎস্নেব রজনীকরম্ ॥৩৪॥

তত্র চন্দ্ররসা নাম তাত্রপর্ণী বটোদকা । তৎপুণ্যসলিলৈর্নিত্যমুভয়ত্নোন্নো যুজন্ ॥৩৫॥  
 কন্দাষ্টিভিমূলফলৈঃ পুষ্পপর্ণৈর্ভূগোদকৈঃ । বর্তমানঃ শনৈর্গাত্রকর্ষণং তপ আহ্বিতঃ ॥৩৬॥  
 শীতোষ্ণবাতবর্ষানি ক্ষুৎপিপাসা প্রিয়াপ্রিয়ে । সুখদুঃখে ইতি বৃন্দান্তজয়ৎ সমদর্শনঃ ॥৩৭॥  
 তপসা বিচয়া পক-কষাৎ নিয়মৈর্মমৈঃ । যুযুজে ব্রহ্মাণ্যাত্মানং বিজিতাক্যানিবাশয়ঃ ॥৩৮॥  
 আস্তে স্থাগুরিবৈকত্র দিব্যং বর্ষশতং স্থিরঃ । বাহুদেবে ভগবতি নাশ্বেদোদ্বহন্ রতিম্ ॥৩৯॥  
 স ব্যাপকভয়াত্মানং ব্যতিরিক্তভয়াত্মনি । বিদ্বান্ স্বপ্ন ইবামর্শ-সাক্ষিণং বিররাম হ ॥৪০॥

ভূপতি তাঁহার গর্ভে এক অসিতলোচনা তনয়া এবং কন্টার কনিষ্ঠ সাতটি পুত্র উৎপাদন করিলেন, এই সপ্ত পুত্র দ্রবিড় দেশের সপ্ত নৃপতিরূপে খ্যাত । ৩০

তাঁহাদিগের প্রত্যেকের এক এক অর্কবৃক্ষ পুত্র জন্মিল, এই সকলের পুত্র-পৌত্রেরাই ষাণ্ডীয় ভূমণ্ডল এই মনস্তরে এবং তাঁহার পরেও ভোগ করিবে । ৩১

অনন্তর অগস্ত্য ধৃতব্রতা সেই প্রথমা দুহিতাকে বিবাহ করিলেন, ইহার অপর নাম ইধাবাহ হওয়ায় এই ইনি ইধাবাহাঅজ নামে প্রসিদ্ধ হন । ৩২

রাজর্ষি মলয়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণ আরাধনার অভিলাষী হইয়া স্বীয় পুত্রগণের মধ্যে পৃথিবীভাগ পুরঃসর তপস্তার্থে কুলাচলে গমন করিলেন । যুবতী বিদৰ্ভ-রাজকন্যা গৃহ, পুত্র এবং অজ্ঞাত ভোগ ভোগ করিয়া জ্যোৎস্না বেরূপ চন্দ্রের অমুগমন করে, সেইরূপ পতি পাণ্ডুরাজের অমুগামিনী হইলেন । ৩৩-৩৪

সেই নৃপতি কুলাচলে উপস্থিত হইয়া ভ্রত্যা চন্দ্ররসা তাত্রপর্ণী ও বটোদকা নারী নদীর পুণ্য-সলিলে নিত্য বহিরভ্যন্তরের মল স্নান ও পানাদির দ্বারা কালনাশের বন্দ, অষ্টি, মূল, কল, পুষ্প, পত্র

ভূপ এবং জলমাত্র ভোজন ও পান করিয়া তপস্তা করিতে লাগিলেন, তপশ্চরণে তাঁহার শরীর কৃশ হইয়া আসিল । ৩৫-৩৬

তিনি শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষা, ক্ষুৎপিপাসা, প্রিয়, অপ্ৰিয় সুখ, দুঃখ ইত্যাদি বৃন্দাধর্ম সকল জয় করিয়া সমদর্শন হইলেন । তপস্তা, উপাসনা, বম ও নিয়মাদির দ্বারা তাঁহার কামাদি বাসনা নষ্ট হইয়া গেল এবং তখন তিনি ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও চিত্ত জয় করিয়া আত্মাকে পরব্রহ্মে যোজনা করিলেন । ৩৭-৪০

এই প্রকারে স্থাগুর শ্যায় স্থির হইয়া তিনি নিত্য একশত বৎসর একস্থানে অতিবাহিত করিলেন এবং ভগবান্ বাহুদেবে নিরত হইয়া ভক্তির অস্ত্র সমস্ত বস্ততেই আসক্তি ত্যাগ করিলেন । ৩৯

তিনি ভগবানে জাতরতি হওয়ায় সর্বত্র তপস্বৎ-স্মৃতি হওয়ায় স্বশরীরে বর্তমান দেহ ব্যক্তিরিক্ত দেহাদির প্রকাশক জড়ী আত্মাকে জানিয়া—স্বপ্নে যেমন শিরশ্চির হইয়াছে, এই প্রতীতিতে আপনাকে দেহ হইতে অতিরিক্ত জান হয়, সেইরূপ জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া সর্ববস্ত হইতে বিরত হইলেন । ৪০



সাক্ষ্যগবতোক্তেন গুরুণা হরিণা নৃপ। বিশুদ্ধজ্ঞানদীপেন ক্ষুরতা বিশ্বতোমুখম্ ॥৪১॥  
 পরে ব্রহ্মণি চাত্মানং পরং ব্রহ্ম তথাত্মনি। ঈশ্বরাণো বিহায়েক্ষ্যমস্মাদুপররাম হ ॥৪২॥  
 পতিং পরমধর্মযজ্ঞং বৈদর্ভী মলয়ধ্বজম্। প্রেম্মা পর্য্যচরক্ৰিহা ভোগান্ সা পতিদেবতা ॥৪৩॥  
 চীরবাসা ব্রতক্ষমা বেণীভূতশিরোরুহা। বভাবুপপতিং শাস্তা শিখা শাস্তমিবানলম্ ॥৪৪॥  
 অজ্ঞানতী প্রিয়তমং যদোপরতমঙ্গলা। হৃদ্বিরাসনমাসাত্ত যথাপূর্ব্বমুপাচরৎ ॥৪৫॥  
 যদা নোপলভেতাঙ্গ্রাবুজ্জাং পত্ন্যরচ্চতী। আসীৎ সংবিগ্নহৃদয়া যুধভ্রষ্টা যুগী যথা ॥৪৬॥  
 আত্মানং শোচতী দীনমবক্ষুং বিক্লবাক্রমিভিঃ। স্তনাবাসিত্য বিপিনে হৃদয়ং প্ররুরোদ সা ॥৪৭॥  
 উত্তীর্ণোত্তীর্ণ রাজর্ষে ইমামুদধিমৈখলাম্। দম্যভ্যঃ কত্রবক্ষুভ্যো বিভ্যতীঃ পাতুমহিসি ॥৪৮॥  
 এবং বিলপতী বালা বিপিনেহমুগতা পতিম্। পতিতা পাদয়োর্ভর্তৃ রুদত্যশ্রণ্যবর্ত্তম্ ॥৪৯॥  
 চিতিং দারুময়ীং চিত্তা তস্তাং পত্ন্যঃ কলেবরম্। আদীপ্য চামুসরণে বিলপন্তী মনো দধে ॥৫০॥  
 তত্র পূর্ব্বতরঃ কশিচৎ সখা ব্রাহ্মণ আত্মবান্। সান্ত্বয়ন্ বস্তুনা সান্না তামাহ রুদতীং প্রভো ॥৫১॥

হে রাজন্! সাক্ষ্যং ভগবান্ গুরুরূপে তাঁহার হৃদয়ে যে বিশুদ্ধ জ্ঞানদীপ প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, সেই বিশুদ্ধ জ্ঞানালোক চতুর্দিকে প্রস্ফুরিত হইয়াছিল। ৪১

নৃপতি তদ্বারা আপনাকে পরব্রহ্ম, এবং পর-ব্রহ্মকে আপনাতে দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে তাদৃশ দর্শন ও পরিভ্যাগ করিয়া সংসার হইতে বিরত হইলেন। ৪২

পতিদেবতা বিদর্ভনন্দিনী যাবতীয় ভোগবিলাস পরিভ্যাগপূর্ব্বক প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে পরম ধর্মযজ্ঞ পতি মলয়ধ্বজের সেবা করিতেছিলেন। ৪৩

তিনি চীরবাস পরিধান করিয়াছিলেন, ব্রতের অনুর্ত্তানে তাঁহার শরীর ক্লীণ হইয়াছে, শিরোদেশে কেশকলাপ বেণীরূপে লম্বমান হইল, তিনি স্বামীর সমীপে নিধূম অনলের শিখার স্থায় শাস্ত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪৪

সেই অঙ্গনা মলয়ধ্বজ যে পরলোকে যাত্রা করিয়াছেন, তাহা জানিতে না পারা পর্য্যন্ত হিরাসনে উপবেশনপূর্ব্বক পূর্ব্বের স্থায় পতিসেবা করিতে লাগিলেন। ৪৫

কিন্তু তিনি পতির চরণার্চনা করিবার সময় তাঁহার পাদদ্বয়ের উষ্ণতা অনুভব না করিয়া যুধ-ভ্রষ্টা যুগীর স্থায় ব্যাকুলচিত্তা হইয়া পড়িলেন। ৪৬

অনন্তর তিনি সেই অরণ্যে বক্ষুগীন দশার নিমিস্ত শোক করিতে করিতে অশ্রুধারায় শ্মীয় স্তনযুগল অভিষিক্ত করিয়া হৃদয়ে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪৭

হে রাজর্ষে! উঠুন, উঠুন, দেখুন—জলধিবেষ্টিতা এই ধরণী অধাশ্রিত দম্য ও কত্রিয়গণের ভয়ে ভীতা হইয়াছেন, ইহাকে রক্ষা করা আপনার কর্তব্য। ৪৮

পতির অনুগতা বিদর্ভদ্রুহিতা বনমধ্যে এই প্রকারে তাঁহার চরণকমলে পতিত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৪৯

অনন্তর তিনি দারুময়ী চিতা রচনা পূর্ব্বক তাহাতে তাঁহার পতির কলেবরে অগ্নিসংযোগ করিয়া আপনিও সহস্ররূপে সঙ্কল্প করিলেন। ৫০

হে রাজন্! তথায় সেই সময় স্ব-স্বরূপে অবস্থিত কোনও পূর্ব্বজন সখা এক ব্রাহ্মণ রোদন-পরায়ণা বৈদর্ভীকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। ৫১



শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ ।

কা ত্বং কস্তাসি কো বায়ং শয়ানো যশ্চ শোচসি ।

জানাসি কিং সখায়ং মাং যেনাঞ্চে বিচচর্থ হ ॥৫২॥

অপি স্মরসি চাত্মানমবিজ্ঞাতসখং সখে । হিহা মাং পদমন্নিচ্ছন্ ভৌমভোগরতো গতঃ ॥৫৩॥  
হংসাবহঞ্চ ত্বৎকার্য্য সখার্যো মানসায়নো । অভূতামন্তরা বৌকঃ সহস্রপরিবৎসরান্ ॥৫৪॥  
স ত্বং বিহায় মাং বন্ধো গতৌ গ্রাম্যমতির্মহীম্ । বিচরন্ পদমদ্রাক্ষীঃ কয়াচিল্লিঙ্গিতং ত্রিযা ॥৫৫॥  
পঞ্চারামং নবদ্বারমেকপালং ত্রিকোষ্ঠকম্ । ষট্ কূলং পঞ্চবিপণং পঞ্চপ্রকৃতি স্ত্রীধবম্ ॥৫৬॥  
পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থা আরামা দ্বারঃ প্রাণা নব প্রভো । তেজোহবমানি কোষ্ঠানি কুর্নগ্নাক্রিয়সংগ্রহঃ ॥৫৭॥  
বিপণস্তু ক্রিয়াশক্তিভূতপ্রকৃতিরব্যয়া । শক্ত্যধীশঃ পুমানত্র প্রবিষ্টো নাববুধ্যতে ॥৫৮॥

তস্মিন্স্থঃ রাময়া স্পৃষ্টো রমমাণোহশ্রুতস্মৃতিঃ ।

তৎসঙ্গাদীদৃশীংপ্রাপ্তো দশাংপাগীয়সীং প্রভো ॥৫৯॥

ন ত্বং বিদর্ভদুহিতা নায়াং নীরঃ স্তহৎ তব । ন পতিস্ত্বং পুরঞ্জনা রুক্কো নবমুখে যয়া ॥৬০॥

শ্রীব্রাহ্মণ কহিলেন—তুমি কে এবং কাহার ?  
তুমি এই যে শায়িত পুরুষের জন্ত শোক করিতেছ,  
ইনিই বা কে ? তুমি কি আমায় চিনিতে পারিতেছ ?  
আমি তোমার সখা, তুমি পূর্বে আমার সহিত সখ্যস্থ  
অনুভব করিয়াছিলে । ৫২

হে সখে ! তোমার কি এমন মনে হয় না যে,  
কোন কালে তোমার অবিজ্ঞাত কোনও সখা  
ছিল ; তুমি পাণ্ডিবে স্থখে রত হইয়া আমাকে  
ত্যাগ করিয়া ভোগস্থান অন্বেষণে আগমন করিয়া-  
ছিলে । ৫৩

হে আৰ্য্য ! তুমি ও আমি—এই দুইটি হংস  
মানসসরোবরে একত্র বাস করিতাম, আমরা  
গৃহ ব্যতীতই সহস্র পরিবৎসর বাস করিয়া-  
ছিলাম । ৫৪

বন্ধো ! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া  
বিষয়স্থ ইচ্ছা করিয়া পৃথিবীতে আগমন করিয়া-  
ছিলে, এবং বিচরণ করিতে করিতে কোনও  
স্ত্রী কর্তৃক বিনির্মিত একটি পুরী দর্শন করিয়া-  
ছিলে । ৫৫

ঐ পুরীর পাঁচটি উপবন, নয়টি দ্বার, একটি  
রুক্ক, তিনটি কোষ্ঠ, ছয়টি কূল, পাঁচটি  
হট্ট, পাঁচটি উপাদান এবং একটি স্ত্রী উহার  
অধীশ্বরী । ৫৬

পাঁচ ইন্দ্রিয়ের বিষয় উহার পাঁচটি উপবন, নয়  
প্রাণ, নয় দ্বার, তেজ অন্ন ও জল এই তিন কোষ্ঠ,  
ছয় ইন্দ্রিয় ছয় কূল । ৫৭

পাঁচ ক্রিয়াশক্তি বা কামেন্দ্রিয় উহার পাঁচ হট্ট,  
প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অবিনাশী পঞ্চমহাত্ম উহার  
উপাদান-কারণ, পুরুষ শক্তির বশীভূত হইয়া এই  
পুরীতে প্রবেশপূর্বক আত্মস্বরূপ জ্ঞানিতে পারেন  
না । ৫৮

হে সখে ! রমণীস্পর্শ পূর্বক ক্রীড়া করিয়া  
ভাহারই সঙ্গ হেতু তোমার ব্রহ্মবিস্মৃতি বশতঃ  
এইরূপ দুর্দশা হইয়াছে । ৫৯

তুমি বিদর্ভরাজের দুহিতা নহ, এই ভূপতিত  
বীর তোমার স্বামী নহেন, আর যে পুরঞ্জনী তোমাকে  
নবদ্বার পুরে নিবন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তুমি তাহারও  
স্বামী নহ । ৬০



মায়া হেমা ময়া সৃষ্টি যৎ পুমাংসং জিয়ং সতীম্ ।  
 যন্তসে নোভয়ং যত্নৈ হংসৌ পশ্চাৎ নৌ গতিম্ ॥৬১॥  
 অহং ভবান্ ন চাত্ত্বং স্বমেবাহং বিচক্ষু ভোঃ ।  
 ন নৌ পশ্যন্তি কবয়শ্চিদ্ৰং জাতু মনাগপি ॥৬২॥

যথা পুরুষ আত্মানমেকমাদর্শচক্ষুষোঃ । দ্বিধাভূতমবেক্ষত তথৈবাস্তরমাবয়োঃ ॥৬৩॥  
 এবং স মানসো হংসো হংসেন প্রতিবোধিতঃ । স্বস্বস্তদ্ব্যভিচারেণ নষ্টোন্মাপ পুনঃ স্মৃতিম্ ॥৬৪॥  
 বহিঃস্নেহতদধ্যাত্মং পারোক্যেণ প্রদর্শিতম্ । যৎ পরোক্যপ্রিয়ো দেবো ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ ॥৬৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে  
 পুরঞ্জনোপাখ্যানেষ্টাবিংশোধ্যায়ঃ ॥২৮॥

তুমি যে আত্মাকে কখনও পুরুষ বলিয়া অভি-  
 পান করিয়াছিলে এবং কখনও সতী স্ত্রী কখনও বা  
 নপুংসক বলিয়া মনে করিতেছ, তাহার কারণ আমার  
 বিরচিত। এই মায়া; বস্তুতঃ আমরা উভয়ই হংস বা  
 শুদ্ধস্বরূপ, অতএব আমাদের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছি  
 উপলব্ধি কর । ৬১

তুমি ও আমি আমরা ভিন্ন নহি, তোমাকেই  
 আমি বলিয়া জান, তদ্বদর্শিগণ তোমাতে ও আমাতে  
 কদাচিৎ বিন্দুমাত্র ভেদ দর্শন করেন না । পুরুষ যেমন  
 মণিময় দর্পণে প্রতিবিম্বিত নিজ দেহকে আপনা

হইতে অভিন্ন হইলেও ভিন্নবৎ দ্বিধাভূত দর্শন করে  
 আমাদের ভেদও সেইরূপ জানিবে । ৬২-৬৩

নারদ কহিলেন, এই প্রকারে মানসসরোবরে  
 অবস্থিত অপর হংসের অর্থাৎ পরমাত্মার দ্বারা  
 প্রতিশোধিত হইয়া সাবধানচিত্ত হইয়া সেই সখার  
 সহিত বিচ্ছেদের ফলে যে স্মৃতি নষ্ট হইয়াছিল, তাহা  
 পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন । ৬৪

হে বহিঃস্নেহ ! আমি উপাখ্যানচ্ছলে এই অধ্যাত্ম-  
 যোগ প্রদর্শন করিলাম । কারণ, বিশ্বভাবন শ্রীহরির  
 পরোক্যকথনই প্রিয় । ৬৫

বিস্তৃতি—জীবের সহিত ঈশ্বরের ভেদও যেমন অচিন্ত্য, অভেদও তেমনি অচিন্ত্য; সুতরাং জীবের সহিত  
 ঈশ্বরের অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ । ৬২

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।



## একোনত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীপ্রাচীনবহির্বাচ ।

ভগবৎস্ত বচোহস্মাভিন সম্যগবগম্যতে । কবয়স্তদ্বিজানন্তি ন বয়ঃ কৰ্ম্মমোহিতাঃ ॥১॥

শ্রীনারদ উবাচ ।

পুরুষঃ পুরঞ্জনঃ বিদ্যা যদ্বানক্ত্যায়নঃ পুরম্ । একবিত্রিচতুষ্পাদং বহুপাদমপাদকম্ ॥ ২ ॥

যোহবিজ্ঞাতাহতস্তস্ত পুরুষস্ত সখেখরঃ । যন্ন বিজ্ঞায়তে পুংভিনামভির্বা ক্রিয়াগুণৈঃ ॥৩॥

যদা জিহ্বকন্ পুরুষঃ কাৎস্ন্যেন প্রকৃতেত্ত্বগান্ । নবদ্বারং দ্বিহস্তাজ্জিঃ তত্রামনুত সাধিবতি ॥৪॥

বুদ্ধিস্ত প্রমদাং বিদ্যাম্মাহমিতি যৎকৃতম্ ।

যামধিষ্ঠায় দেহেহস্মিন্ পুমান্ ভুঙ্কতেহক্ষতিত্ত্বগান্ ॥৫॥

সখায় ইন্দ্রিয়গণা জ্ঞানং কৰ্ম্ম চ যৎকৃতম্ । সখ্যস্তদ্বৃত্তয়ঃ প্রাণঃ পঞ্চবৃতিৰ্যথোরগঃ ॥ ৬ ॥

বৃহদ্বলং মনো বিদ্যাহুভয়েন্দ্রিয়নায়কম্ । পঞ্চালাঃ পঞ্চ বিষয়া যন্মধ্যে নবখং পুরম্ ॥৭॥

অক্ষিণী নাসিকে কর্ণৌ মুখং শিখগুদাবিতি । ছে ছে দ্বারৌ বহির্ঘাতি যন্তদ্বিঙ্গিয়সংযুতঃ ॥৮॥

### পুরঞ্জন-উপাখ্যানের ব্যাখ্যা

শ্রীপ্রাচীনবহি কহিলেন—হে ভগবন্ । আপনার কথার মর্ম্ম সম্যকরূপে বুঝিতে পারিলাম না । উদ্ভদর্শী পণ্ডিতগণই উহা জানেন, আমরা কৰ্ম্মাসক্তচিত্ত, আমাদের উহা বুঝিবার সাধ্য নাই । ১

শ্রীনারদ কহিলেন—আমি যঁহাকে ‘পুরঞ্জন’ কহিলাম, তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া জানিও । যে হেতু, তিনি নিজের এক, দুই, তিন বা চতুষ্পদ, বহুপদ অথবা পাদহীন পুর অর্থাৎ শরীর প্রকাশ করেন । ২

আর আমি যঁহাকে “অবিজ্ঞাত” বলিয়াছি, তিনি পুরুষের সখা ঐশ্বর ; যে হেতু, পুরুষের নাম, ক্রিয়া ও গুণের দ্বারা তিনি বিজ্ঞাত হন না । ৩

পুরুষ যখন প্রকৃতির গুণ সকল সম্যকরূপে উপভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন সেই সমস্ত পুরের বা দেহের মধ্যে দুই হস্ত পদ ও নবদ্বারযুক্ত

যে পুর বা মনুষ্যদেহ তাহাই উপযুক্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন । যে প্রমদার কথা বলা হইয়াছে বুদ্ধিই সেই প্রমদা, উহা দ্বারাই “আমি ও আমার” এই অভিমান হইয়া থাকে, এবং ঐ বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত হইয়া পুরুষ এই দেহে ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা প্রাকৃতিক গুণগ্রাম ভোগ করিয়া থাকেন । ৪-৫

ইন্দ্রিয়সকলই তাঁহার সখা, জ্ঞান ও কৰ্ম্ম তাঁহাদের দ্বারাই উপলব্ধ হয়, উহাদের বৃত্তি সকলই সখীগণ, পঞ্চবৃতি প্রাণই পুরপালক পঞ্চশির সর্প বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । ৬

একাদশ যে নায়ক তিনি মন, তাঁহার বলও মহৎ এবং তিনি উভয় প্রকার ইন্দ্রিয়ের নায়ক ; পঞ্চাল দেশ শব্দাদি পঞ্চ বিষয় ঐ বিষয়ের মধ্যেই নবদ্বার পুর বর্তমান থাকে । ৭

যে দুই দ্বারের কথা বলা হইয়াছে তাহা চক্ষুর্দ্বার, নাসিকাধ্বজ, কর্ণধ্বজ, এবং মুখ পার্শ্ব ও উপন্থ, যে আত্মা ইন্দ্রিয়যুক্ত—তিনি ঐ সকল দ্বার দিয়া বহির্গমন করেন । ৮



অক্ষিণী নাসিকে আশ্রমিতি পঞ্চ পুরঃ কৃতাঃ। দক্ষিণা দক্ষিণঃ কর্ণ উত্তরা চোত্তরঃ স্মৃতঃ ॥৯॥  
পাশ্চিমে ইত্যধোদারৌ গুণং শিশ্নুমিহোচ্যতে। খণ্ডোতাবিশ্ব্বুখী চাত্র নেত্রে একত্র নির্ম্মিতে।

রূপং বিভ্রাজিতং তাভ্যাং বিচক্ষে চক্ষুশ্চক্ষুরঃ ॥১০॥

নলিনী নালিনী নামে গন্ধঃ সৌরভ উচ্যতে।

ভ্রাণেহবধূতো মুখ্যাশ্চ বিপণো বাগ্রসবিদ্রসঃ ॥১১॥

আপণো ব্যবহারোহত্র চিত্রমন্ধো বহুদনম্। পিতৃহুর্দক্ষিণঃ কর্ণ উত্তরো দেবহুঃ স্মৃতঃ ॥১২॥

প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ শাস্ত্রং পঞ্চালসংজ্ঞিতম্। পিতৃযানং দেবযানং শ্রোত্রাচ্ছ্রুতধরাদ্ ভজেৎ ॥১৩॥

আহরী মেট্রমর্কবাগ্ধার্বায়ায়ো গ্রামিণাং রতিঃ। উপশ্নো দুর্ম্মদঃ প্রোক্তো নিখতিগুদ উচ্যতে ॥১৪॥

বৈশসং নরকং পায়ুর্লুক্কোহন্ধো তু মে শৃণু।

হস্তপাদৌ পুমাংস্তাভ্যাং যুক্তো যাতি করোতি চ ॥১৫॥

অস্তঃপুরঞ্চ হৃদয়ং বিষৃচির্মন উচ্যতে। তত্র মোহং প্রসাদং বা হর্ষং প্রাপ্নোতি তদুত্তমৈঃ ॥১৬॥

যথা যথা বিক্রিয়তে গুণাক্তো বিকরোতি বা। তথা তথোপদ্রষ্টা তদ্বর্ত্তীরনুকার্য্যতে ॥১৭॥

দুই চক্ষু, দুই নাসিকা এবং মুখ এই পাঁচটি পূর্বভাগস্থ, আর দক্ষিণ কর্ণ দক্ষিণভাগস্থ, বাম কর্ণ বামভাগস্থ এবং পায়ু ও উপস্থ— এই দুই অধোদার পশ্চিমভাগস্থ বলিয়া কথিত হয়। ৯

একত্র নির্ম্মিত দুই নেত্র খণ্ডোতা ও আবিশ্ব্বুখী ও বিভ্রাজিত জনপদকে রূপ জানিবে। চক্ষুরিস্ত্রিয়ের অধীশ্বর উহাদের দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন। ১০

নলিনী ও নালিনী দুই নাসিকা এবং গন্ধকে সৌরভ বলিয়া জানিবে, অবধূত শব্দে ভ্রাণেন্দ্রিয়, ‘মুখ্যা’ মুখ ও ‘বিপণ’ বাগিস্ত্রিয় ও রসবিৎ শব্দে রসেন্দ্রিয় বুঝাইবে। ১১

আপণের অর্থ ভাষণ এবং বহুদন শব্দের অর্থ নানাবিধ বিচিত্র ‘অন্ন’, পিতৃহু শব্দে দক্ষিণ কর্ণ এবং দেবহু শব্দে বামকর্ণ উক্ত হইয়াছে। ১২

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিবিষয়ক যে শাস্ত্রের কথা বলা গিয়াছে, তাহারই নাম ‘পাতালক’ এই দুই শাস্ত্র যথাক্রমে পিতৃযান ও দেবযান অর্থাৎ শব্দগ্রাহক—ভ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা পুরুষ এই দুই শাস্ত্র গ্রহণ করিয়া

পিতৃলোকপ্রাপক পিতৃযান ও দেবলোকপ্রাপক দেবযান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৩

অধোভাগের যে দ্বারকে ‘আহরী’ কহিয়াছি, উহা মেট্র, গ্রাম্য বিষয়ের অর্থ “গ্রীসজ”, দুর্ম্মদ শব্দে উপস্থ ইন্দ্রিয় এবং নিখতি শব্দে পায়ু ইন্দ্রিয়। ১৪

‘বৈশস’কে নরক এবং লুক্ক শব্দে পায়ু বুঝিতে হইবে। পূর্বে যে দুইটি অর্থ দ্বারের কথা বলা হইয়াছে, উহাদিগকে হস্ত-পদ বলিয়া জানিবে। পুরুষ এই দুই ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া গমন ও কর্ম্ম করিয়া থাকে। ১৫

অস্তঃপুরকে হৃদয় বলিয়া জানিবে এবং বিষৃচি শব্দে মন উক্ত হইয়াছে, মনোমধ্যে পুরুষ এই মনেরই গুণ দ্বারা মোহ, প্রসন্নতা বা হর্ষ প্রাপ্ত হন। ১৬

পূর্বে যে মহিবীর কথা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ বুদ্ধি, এই বুদ্ধি স্বপ্নে যেমন বিবৃত হয়, এবং জাগ্রত দশায় যেমন যেমন বিচার করাইয়া দেয়, বুদ্ধির গুণে আসক্ত হইয়া আত্মা দ্রষ্টা মাত্র হইয়া তাহারই অনুকরণ করেন। ১৭



দেহো রথস্থিত্রিয়াশ্বঃ সংবসররয়োহগতিঃ । দ্বিকর্ষচক্রস্তিগুণধ্বজঃ পঞ্চাশ্ববন্ধুরঃ ॥ ১৮ ॥  
মনোরশ্মির্বুদ্ধিসূতো হুমাড়ো দ্বন্দ্বকুবরঃ । পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থপ্রক্ষেপঃ সপ্তধাতুবরুধকঃ ॥ ১৯ ॥  
আকৃতিবিক্রমো বাহ্যো যুগতৃষ্ণাঃ প্রধাবতি । একাদশেন্দ্রিয়চমুঃ পঞ্চসূনাবিনোদকৃৎ ।

সংবৎসরশচণ্ডবেগঃ কালো যেনোপলক্ষিতঃ ॥ ২০ ॥

তস্তাহানাহ গন্ধর্ব্বা গন্ধর্ব্ব্যো রাত্রয়ঃ স্মৃতাঃ । হরন্ত্যায়ুঃ পরিক্রান্ত্যা যষ্ট্যন্তরশতত্রয়ম্ ॥ ২১ ॥  
কালকন্তা জরা সাক্ষাৎলোকস্তাং নাভিনন্দতি । স্বসারঃ জগৃহে যুত্যাঃ ক্ষয়ায় যবনেশ্বরঃ ॥ ২২ ॥  
আধয়ো ব্যাধয়ন্তস্ত সৈনিকা যবনাশচরাঃ । ভূতাপসর্গাশুরয়ঃ প্রজ্বারো দ্বিবিধো জ্বরঃ ॥ ২৩ ॥  
এবং বহুবিধৈর্দুঃখৈর্দৈবভূতান্নসম্ভবৈঃ । ক্লিষ্টমানঃ শতং বর্ষং দেহে দেহী তমোরতঃ ॥ ২৪ ॥  
প্রাণেন্দ্রিয়মনোধর্মান্নান্নান্নাশ্চ নিগুণঃ । শেতে কামলবান্ধ্যায়ন্মমাহমিতি কশ্মকৃৎ ॥ ২৫ ॥  
যদান্ননমবিজ্ঞায় ভগবন্তং পরং গুরুম্ । পুরুষস্ত বিযজ্জিত গুণেষু প্রকৃতেঃ স্বদৃক্ ॥ ২৬ ॥  
গুণাভিমানী স তদা কশ্মাণি কুরুতেহবশঃ । শুক্লং কৃষ্ণং লোহিতং বা যথা কশ্মাভিজায়তে ॥ ২৭ ॥

‘দেহই’ রথ, ইন্দ্রিয় অশ্ব, সংবৎসরের স্মৃতি তাহার বেগ অব্যাহত কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উহার কোনও গতি নাই, পাপ ও পুণ্যই উহার দুই চক্র, গুণত্রয় উহার ধ্বজদণ্ড, পঞ্চ প্রাণই উহার পাঁচ বন্ধন । ১৮

মন সেই রথের রশ্মি, বুদ্ধি তাহার সারথি, হৃদয় তাহার নীড় বা রথীর উপবেশনস্থান, শোক ও মোহ তাহার দুই যুগন্ধর, ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়ই উহা দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; সপ্ত ধাতুই উহার আবরণ-কবচ । ১৯

পুরুষ ঐ রথে আরুঢ় হইয়া যুগতৃষ্ণারূপ যুগয়ায় গমন করেন, পঞ্চ কশ্মেন্দ্রিয় তাঁহার বিক্রম, একাদশ ইন্দ্রিয়ই সেনা, তন্মধ্যে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তিনি বিষয়সেবা করিয়া থাকেন, চণ্ডবেগ নামে যে কালের কণার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সংবৎসর । ২০

উহারই দ্বিবিধ সকল গন্ধর্ব্ব এবং রাত্রিগণ গন্ধর্ব্বা, ঐ তিনশত ষষ্টি সংখ্যক দিবা ও রাত্রি পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পুরুষের আয়ু হরণ করিতেছে । ২১

কালকন্তাকে জরা বলিয়া জানিবে, লোকে তাহাকে সাক্ষাৎ ভাবে স্বীকার করিতে চাহে না, যবনেশ্বর যুত্যা, লোকবিনাশার্থে তাহাকে ভগিনী

কপে গ্রহণ করিয়াছে। আদি ও ব্যাদি নামক সৈন্যগণ সেই যবনেশ্বরের যবন অনুচর ; পূর্ব্ব যে দুই প্রকার জ্বরের বিষয় বর্ণন করিয়াছি, তাহার মধ্যে যে প্রজ্বার, তাহার বেগ অতি ভয়ানক, তাহা প্রজাগণের মৃত্যুর কারণ । ২২-২৩

দেহী অজ্ঞানে আবৃত হওয়াতে ঐকপ ঐ দেহে বহুবিধ আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখ দ্বারা পরিক্রিষ্ট হইয়া শত বৎসর যাবৎ বর্তমান থাকে । ২৪

তাহার আত্মা নিগুণ তথাচ মোহ বশতঃ প্রাণের ধর্ম্ম যে সকল অশনপিপাসাদি, ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম যে সকল কামাদি এবং মনের ধর্ম্ম যে সকল সঙ্কল্পাদি তাহা ঐ আত্মাতে আরোপ করিয়া বিষয়সুখ ধ্যানপূর্ব্বক “আমি” “আমার” এই বোধে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয় । ২৫

পুরুষ বস্তুতঃ স্বপ্রকাশস্বভাব হইলেও যখন তিনি পরম গুরু ভগবানকে না জানিয়া প্রকৃতির গুণ সকলে আসক্ত হন, তখন তিনি গুণাভিমান হেতু অবশ হইয়া সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্ম্ম করিতে থাকেন এবং তাহার ফলে কর্ম্মানুসারে তদনুরূপ জন্মগ্রহণ করেন । ২৬-২৭



শুক্লাং প্রকাশভূমিষ্ঠান্নোক্তানাংপ্রতি কহিচিৎ ।

দুঃখোদর্কান্ ক্রিয়ায়াসাম্ভবঃশোকোৎকটান্ কচিৎ ॥২৮॥

কচিৎ পুমান্ কচিচ্চ স্ত্রী কচিমৌভয়মন্ধধীঃ । দেবো মনুষ্যস্তিৰ্য্যখা যথাকৰ্ম্মগুণং ভবঃ ॥২৯॥  
ক্ষুৎপরীতো যথা দীনঃ সারমেয়ো গৃহং গৃহম্ । চরন্ বিন্দতি যদিচ্ছং দণ্ডমোদনমেব বা ॥৩০॥  
তথা কামাশয়ো জীব উচ্চাবচপথা ভ্রমন্ । উপর্য্যধো বা মধ্যে বা যাতি দিচ্ছং প্রিয়াপ্রিয়ম্ ॥৩১॥  
দুঃখেষেকতরেণাপি দৈবভূতাত্মহেতুযু । জীবন্ত ন ব্যবচ্ছেদঃ স্রাচ্ছেৎ ততৎপ্রতিক্রিয়া ॥৩২॥  
যথা হি পুরুষো ভারং শিরসা গুরুমুদ্বহন্ । তং স্কন্ধেন স আধতে তথা সৰ্ব্বাঃ প্রতিক্রিয়াঃ ॥৩৩॥  
নৈকান্ততঃ প্রতীকারঃ কৰ্ম্মণাং কৰ্ম্ম কেবলম্ । দ্বয়ং হ্রবিচোপসৃতং স্বপ্নে স্বপ্ন ইবানঘ ॥৩৪॥  
অৰ্থে হ্রবিচ্যমানেষপি সংসৃতির্ন নিবর্ততে । মনসা লিঙ্গরূপেণ স্বপ্নে বিচরতো য ॥৩৫॥  
অথাত্মনোহর্থভূতস্ত যতোহনর্থপরম্পরা । সংসৃতিস্তদ্যবচ্ছেদো ভক্ত্যা পরময়া গুরো ॥৩৬॥

তাঁহার কৰ্ম্ম সাধিক হইলে প্রকাশভূমিষ্ঠ দেবাদিলোক, রাজসিক হইলে দুঃখ যেখানে উত্তর ফল হইবে এবং আয়াসবহুল মনুষ্যাদিলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আর যাঁহারা তামসিক কৰ্ম্ম করেন, তাঁহারা উৎকট শোকমোহাদি প্রধান তিৰ্য্যগাদি লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইরূপে অজ্ঞানাবৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া তিনি কখনও পুরুষ, কখনও স্ত্রী, কখনও ক্রীষ, কখনও দেব, কখনও মনুষ্য, কখনও বা তিৰ্য্যগ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। কৰ্ম্মের গুণানুসারেই ঐরূপ জন্ম হইয়া থাকে। ২৮-২৯

যেমন দীন কুকুর ক্ষুধাতুর হইয়া গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতে করিতে অদৃষ্টবশে কোথাও দণ্ড দ্বারা তাড়িত হয়, কোথাও বা অন্ন পাইয়া থাকে, সেইরূপ কামাশয় জীব ঐ সকল উচ্চ ও নীচ বা মধ্য ধোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে পূর্ব কৰ্ম্মানুসারে কোন স্থানে সুখ, কোথাও বা দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৩০-৩১

যদিও সেই সেই দুঃখের প্রতিকারের উপায় শাস্ত্রাদিতে প্রদর্শিত হইয়াছে, তথাপি ত্রিবিধ দুঃখের কোনও না কোন একটি দুঃখ হইতেও বদ্ধ জীবের নিস্তার নাই। পুরুষ মস্তকে গুরুভর ভার বহন

করিতে অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হইলে, যেমন তাহার প্রতীকারার্থ সেই ভার স্কন্ধে স্থাপন করে, কিন্তু তাহাতে যেমন আত্যন্তিক প্রতীকার হয় না, সমস্ত দুঃখের প্রতীকারও ঐরূপ। ৩২-৩৩

হে অনঘ। জ্ঞানাদিরহিত কৰ্ম্মের দ্বারা কখনও সকাম কৰ্ম্মসকলের ঐকান্তিক প্রতীকার হইতে পারে না। যে হেতু, দুঃখময় কৰ্ম্ম ও তাহার প্রতীকারের উপায় রূপ কৰ্ম্ম উভয়ই অবিভাজনিত, যেমন স্বপ্নে দৃষ্ট স্বপ্নের দ্বারাই প্রতিকার হইতে পারে না পরন্তু জাগরণই তাহার প্রতীকার, সেইরূপ সংসার-নিবৃত্তিই সকল দুঃখের প্রতীকার। ৩৪

উপাধিভূত মন দ্বারা স্বপ্নে বিচরণশীল পুরুষের বেরূপ সর্প-ব্যাঘ্রাদি বস্তুর বর্তমান না থাকিলেও জাগরণের দ্বারা নিদ্রাদোষের অপগম ব্যতীত যেমন ঐ দুঃখের নিবৃত্তি হয় না, তদ্রূপ অবিভার নিবৃত্তি ব্যতীত সংসারের নিবৃত্তি হইতে পারে না। ৩৫

অতএব পুরুষার্থস্বরূপ যে আত্মা তাঁহার জ্ঞান হেতুই অনর্থপরম্পরারূপ সংসার হইয়া থাকে, কিন্তু গুরুরূপ বান্ধুদেবে পরমা ভক্তি হইলেই তাহার বিনাশ হইয়া থাকে। ৩৬



বাহুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ সমাহিতঃ । সধীচীনেন বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ জনয়িষ্যতি ॥৩৭॥  
 সৌচিরাদেব রাজর্ষে স্মাদচ্যুতকথাশ্রয়ঃ । শৃণুতঃ শ্রদ্ধদানশ্চ নিত্যদা স্মাদবীরতঃ ॥৩৮॥  
 যত্র ভাগবতা রাজন্ সাধবো বিশদাশয়াঃ । ভগবদুপাখ্যানকথন-শ্রবণব্যগ্রচেতসঃ ॥ ৩৯ ॥

তস্মিন্ মহানুখরিতা মধুভিচ্চরিত্রপীযুষশেষসরিতঃ পরিতঃ অবন্তি ।

তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈস্তান্ ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড়্ভয়শোকমোহাঃ ॥৪০॥

এতৈরুপদ্রুতো নিত্যং জীবলোকঃ স্বভাবজৈঃ । ন করোতি হরেনৃনং কথামৃতনিধৌ রতিম্ ॥৪১॥  
 প্রজাপতিপতিঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ গিরিশো মনুঃ । দক্ষাদয়ঃ প্রজাধ্যক্ষা নৈষ্ঠিকাঃ সনকাদয়ঃ ॥৪২॥  
 মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ । ভৃগুর্বশিষ্ঠ ইত্যেতে মদস্তা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥৪৩॥  
 অতাপি বাচস্পত্যস্তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ । পশ্যন্ত্যেহপি ন পশ্যন্তি পশ্যন্তঃ পরমেশ্বরম্ ॥৪৪॥  
 শব্দব্রহ্মণি ছম্পারে চরন্ত উরুবিস্তবে । মন্তুলিঙ্গৈর্ব্যবচ্ছিন্নং ভজন্তো ন বিদুঃ পরম্ ॥৪৫॥  
 যদা যমলুগুহ্যতি ভগবান্নানুভাবিতঃ । স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্ ॥৪৬॥

ভগবান্ বাহুদেবে সম্যক্ রূপে প্রযুক্ত হইলে অতি শীঘ্রই জ্ঞান ও বৈরাগ্য জন্মাইয়া থাকে । ৩৭

হে রাজর্ষে ! যে শ্রদ্ধাপূর্বক নিরন্তর ভগবৎ-কথা শ্রবণ ও অধ্যয়ন করে, ভগবান্ অচ্যুতের কথা আশ্রয় করিয়া তাহার সেই ভক্তি অচিরেই উৎপন্ন হইয়া থাকে । ৩৮

মহারাজ ! যে স্থানে বিশদাশয় ভগবন্তক সাধু-গণ ভগবানের গুণসকল কথন ও শ্রবণনিমিত্ত ব্যগ্রচিত্ত হইয়া বর্তমান থাকেন, সেই স্থানে মহদ্ ব্যক্তির ভগবান্ মধুসূদনের পবিত্র চরিত্র প্রায়ই কীর্তন করেন । ৩৯

সেই স্থানে মহাত্মাগণের মুখ হইতে কীর্তিতা ভগবানের চরিত্রাত্মরূপ অমৃতময়ী শ্রোতবতী সর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে, যে সকল ব্যক্তি অহংবুদ্ধি শূন্য হইয়া অভিনিবিষ্ট কর্ণপুটে সেই পীযুষবাহিনী শ্রোতবতীর সেবা করেন, তাঁহাদিগকে ক্ষুধা, পিপাসা, ভয়, শোক, মোহ স্পর্শ করিতে পারে না । ৪০

জীব এই সকল স্বভাবজ ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয়-শোকাদিতে উপদ্রুত হইয়া হরিকথারূপ অমৃত-সিন্ধুতে আসক্তি প্রকাশ করিতে পারে না । ৪১

প্রজাপতিগণের পতি সাক্ষাৎ ব্রহ্মা, ভগবান্ গিরিশ, মনু, দক্ষাদি প্রজাপতিগণ, সনকাদি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, এবং আমার শ্রায় ব্রহ্মবাদী পুরুষ সকল ও বাচস্পতিগণ ভপশ্চা, বিদ্যা, সমাধি প্রভৃতির দ্বারা সতত অবেষণ করিয়াও অতাপি সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে দেখিতে পান নাই । ৪২-৪৪

অপার, অনন্ত বেদমন্ত্রবাহুল্যে বিচরণ করিয়াও এবং বেদের মন্ত্রার্থের অনুসারী বজ্রাদি চিহ্নের দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন দেবগণকে উপাসনা করিয়াও তাঁহারা পরম পুরুষকে বিদিত হইতে পারেন না । ৪৫

যখন ভগবান্ বাহুদেব আত্মাতে ভাবিত হইয়া বাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তখন তাহার লোক-ব্যবহারে ও কর্ম্মমার্গে পরিনিষ্ঠিতা বুদ্ধি দূরীভূত হইয়া যায় । ৪৬



তস্মাৎ কৰ্ম্মহু বহিঃস্বপ্নজ্ঞানাদৰ্শকানিশু । মার্গদৃষ্টিং কৃথাঃ শ্রোত্রস্পর্শিষস্পৃষ্টবস্ত্রহু ॥৪৭॥

সং লোকং ন বিদুস্তে বৈ যত্র দেবো জনার্দনঃ।

আহুর্ধুত্রধিয়ো বেদং সৰ্ম্মকমতদ্বিদঃ ॥৪৮॥

আন্তরীয্য দর্ভেঃ প্রাগৈঃ কাং স্নেন ক্ষিতিমণ্ডলম্ । স্ত্রকো বৃহদ্বাশ্মানী কৰ্ম্ম নাবৈষি যৎ পরম্ ।

তৎ কৰ্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তস্মতিৰ্যয়া ॥৪৯॥

হরির্দেহভূতামাত্মা স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ । তৎপাদমূলং শরণং যতঃ ক্ষেমো নৃণামিহ ॥৫০॥

স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা যতো ন ভয়মণ্ডপি ।

ইতি বেদ স বৈ বিদ্বান্ যো বিদ্বান্ স গুরুইরিঃ ॥৫১॥

শ্রীনারদ উবাচ ।

প্রশ্ন এবং হি সংছিম্মো ভবতঃ পুরুষব্রত । অত্র মে বদতো গুহ্যং নিশাময় স্থনিশ্চিতম্ ॥৫২॥

ক্ষুদ্রকরং স্তম্বনসাং শরণে মিথিত্বা রক্তং ষড়্জিগণনামহু লুক্ককৰ্ম্ম ।

অগ্রে বুকানহুতৃপোহবিগণ্য যাস্তং পৃষ্ঠে যুগং যুগয় লুক্ককবাণভিন্নম্ ॥৫৩॥

হে বহিঃস্বপ্ন ! এই জ্ঞান অজ্ঞানবশতঃ পরমার্থ-  
রূপে প্রতীয়মান শ্রোত্রপ্রিয় বস্ত্রতঃ বাহাতে বর্ণার্থ  
বস্ত্রের সম্পর্ক নাই, সেই কৰ্ম্মসমূহে পরমার্থ বুদ্ধি  
করিও না। ৪৭

যে সকল ব্যক্তির বুদ্ধি মলিন, তাহারা এই বেদকে  
কৰ্ম্মপর বলিয়া থাকে পরন্তু তাহারা বেদের বর্ণার্থ  
তাৎপর্য্য অবগত নহে, কারণ, যেখানে সাক্ষাৎ  
জনার্দন আছেন, সেই স্ব স্বরূপের লোক তাহারা  
অবগত নহে। ৪৮

হে রাজন্ ! পূর্বাগ্র কুশ দ্বারা ক্ষিতিমণ্ডল  
আচ্ছন্নপূর্বক অসংখ্য পশু বধ করিয়া আপনাকে  
মহাবজ্রাব বলিয়া অহঙ্কার করিতেছ অতএব স্ত্রক  
হইয়া কৰ্ম্ম দ্বারা প্রাপ্য যে লোক তাহাই জানিতেছ,  
কিন্তু বাহা পরম বস্ত্র তাহা জানিতে পারিতেছ না।  
বাহাতে ভগবান্ হরির পরিতোষ হয়, সেই কৰ্ম্মই  
কৰ্ম্ম এবং বাহা দ্বারা ভগবানে মতি জন্মে, সেই  
বিদ্যাই বিদ্যা। ৪৯

শ্রীহরিরই সকলের কারণ এবং তিনিই দেহধারী  
জীবগণের আত্মা এবং স্বয়ং ভগবান্, তাহার

পাদমূলই এই সংসারে মনুষ্যগণের একমা  
আশ্রয়, তাহা হইতেই তাহাদের মঙ্গল লাভ হইয়া  
থাকে। ৫০

ভগবান্ হরিরই প্রিয়তম আত্মা, তাহা হইতে  
ভয়ের লেশ মাত্রও নাই, যে ব্যক্তি ইহা জানেন  
তিনিই বিদ্বান্, তিনিই গুরু এবং তিনিই  
হরি। ৫১

শ্রীনারদ কহিলেন—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তুমি  
যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, এই তাহার উত্তর দিলাম।  
একণে তোমাকে আর একটি স্থনিশ্চিত গুহ্য বিষয়  
বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৫২

হে রাজন্ ! পুষ্পোদ্ভানে ঐ যে ভৃগুর হরিণটি  
চরিত্তা বেড়াইতেছে, উহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, ও  
সহচরী হরিণীর সহিত মিলিত হইয়া তাহাতে আসক্ত,  
মধুলুক মধুকরের গানে উহার চিত্ত নিমগ্ন, উহার  
অগ্রভাগে পরপ্রাণহারী ব্যাঘ্র সকলকে সম্মুখে  
দেখিয়াও উহাদের প্রতি দৃকপাত না করিয়া চলিয়া  
বাইতেছে, উহার পশ্চাতে যুগয়ালুক ব্যাধ-উহাকে  
হননে উত্তত। ৫৩



হুম্ননঃসমধর্ম্যাং জ্ঞীণাং শরণ আশ্রমে পুষ্পমধুগন্ধবৎ ক্ষুদ্রতমং কাম্যকর্মবিপাকজং কাম-  
স্থূলবৎ জৈহব্যাপস্থ্যাদি বিচিন্ত্যন্তঃ 'মিথুনীভুয় তদভিনিবেশিতমনসং যড়জিগ্ৰগসামগীতবদতি-  
মনোহরবনিতাদিজনালোপেষতিতরামতিপ্রলোভিতকর্ণমগ্রে বৃকযুথবদাত্তান আয়ুর্হরতোহহোরা-  
ত্রাস্তান্ কাললবিশেষানবিগণ্য গৃহেয় বিহরন্তঃ পৃষ্ঠত এব পরোকমনুপ্রবৃত্তো লুক্ককঃ  
কৃতাস্তোহন্তঃ শরেণ যমিহ পরাবিধ্যতি তমিমমাত্মানমহো রাজন্ ভিন্নহৃদয়ং দ্রষ্টুমর্হসীতি ॥৫৪॥

স ত্বং বিচক্ষ্য যুগচেষ্টিতমাত্মানোহস্তশ্চিত্তং নিযচ্ছ হৃদি কর্ণধুনৌঞ্চ চিত্তে ।

জহঙ্গনাশ্রমমসত্তমযুথগাথং শ্রীণীহি হংসশরণং বিরম ক্রমেণ ॥ ৫৫ ॥

শ্রীরাজোবাচ ।

শ্রুতমস্বীকৃতং ব্রহ্মন্ ভগবান্ যদভাসত । নৈতজ্জানস্ত্যাপাধ্যায়াঃ কিং ন ক্রয়ুর্বিহুর্গদি ॥৫৬॥

সংশয়োহত্র তু মে বিপ্র সংছিন্নন্তৎকৃতো মহান্ । স্নঃসরোহপি হি মুহুস্তি যত্র নেদ্রিয়বৃত্তয়ঃ ॥৫৭॥

কর্মাণ্যারভতে যেন পুমানিহ বিহায় তম্ । অমুক্তোহ্যেন দেহেন জুষ্ঠানি স যদশ্নতে ॥৫৮॥

পুষ্পের স্নায় সমান ধর্মশালিনী (অর্থাৎ পুষ্পের স্নায় পরিণামবিরস) যে সকল কামিনী ভাহাদের আশ্রমে থাকিয়া পুষ্পগন্ধবৎ অতি তুচ্ছ এবং কাম্য কর্মে পরিণামোৎপন্ন কামমুখের বিন্দু তাহাই জিহ্বা ও উপস্থাদি দ্বারা সত্তত অবেষণ করিতেছেন এবং জ্যৌর সহিত সম্মিলিত হইয়া ভাহাতেই মনোনিবেশ পূর্বক ভ্রমর সকলের সঙ্গীত শুণ্য পুত্র-কলত্রাদির অতি মনোহর আলাপ শ্রবণার্থেই উহার কর্ণ প্রলোভিত হইতেছে। অগ্রে বৃকযুথবৎ অহোরাত্রাদি নিয়ত উহার আয়ু হরণ করিতেছে, উনি তাহাদিগের প্রাতি ভ্রক্ষেপ না করিয়া গৃহের মধ্যে বিহার করিতেছেন; ব্যাধসম কৃতান্ত উহার পৃষ্ঠভাগে অর্থাৎ পরোক্ষে থাকিয়া দূর হইতে শরসন্ধান পূর্বক এক্ষণেই বাণবিক্ত করিবে, আর বিলম্ব নাই। অতএব হে রাজন্! তুমি আপনার হৃদয়ে আত্মার যুগতুল্য চেষ্টার বিষয় বিচার কর। ৫৪

হে রাজন্! তুমি যুগের চেষ্টিত বিষয় বিচার করিয়া আত্মাতে চিত্ত সন্নিবেশিত কর, এবং কর্ণের নদীস্বরূপ চিত্তের বহির্বৃত্তিকে চিত্তমধ্যে নিরুদ্ধ

কর এবং রমণীমণ্ডলের যে আশ্রম অতি কামুক ব্যক্তিবর্গের কথাকে পারিপূর্ণ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া জীব সকলের আশ্রয় ঈশ্বরে শ্রীতি স্থাপন পূর্বক সকল কামনা হইতে বিরত হও। ৫৫

রাজা কহিলেন—হে ব্রহ্মন্! আপনি বাহা বলিলেন, তাহা শ্রবণ করিলাম এবং বিচার করিয়াও দেখিলাম, আপনি বাহা বলিলেন, আমার বোধ হয়, আমার উপদেশক উপাধ্যায়গণ একথা জানিভেন না, তাঁহারা বিদিত থাকিলে কি আমাকে বলিভেন না? ৫৬

হে বিপ্রর্থে! আমার যে মহৎ সংশয় ছিল, আপনি তাহার উচ্ছেদ করিয়া দিলেন; ঐ সকল বিষয়ে ইন্দ্রিয়বৃত্তির প্রভাব নাই, হৃদয়ঃ অবিগণ পর্য্যন্ত উহাতে মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৫৭

জীব ইহলোকে যে দেহ দ্বারা কর্ম কর, সেই দেহকে এইখানে পরিত্যাগ করিয়া যার, পরে কর্মানুসারে অন্ত এক দেহ লাভ করিরা তাহা দ্বারা সে কৃত কর্মের ফল ভোগ করিরা থাকে। ৫৮



ইতি বেদবিদাং বাদঃ শ্রুয়তে তত্র তত্র হ ।

কৰ্ম যৎ ক্রিয়তে প্রোক্তং পরোক্তং ন প্রকাশতে ॥৫৯॥

শ্রীনারদ উবাচ ।

যেনৈবারভতে কৰ্ম তেনৈবামৃতং তৎ পুমান্ । ভুঙ্ক্বে হব্যবধানেন লিঙ্গেন মনসা স্বয়ম্ ॥৬০॥

শরানমিমমুৎসৃজ্য খদন্তঃ পুরুষো যথা । কৰ্ম্মাত্মাত্মাহিতং ভুঙ্ক্বে তাদৃশেনেতরেণ বা ॥৬১॥

মৰ্ম্মৈতে মনসা যদ্বদসাবহমিতি ক্রবন্ । গৃহীয়াৎ তৎ পুমান্ রাক্ষঃ কৰ্ম্ম যেন পুনৰ্ভবঃ ॥৬২॥

যথানুস্মীয়তে চিত্তযুভগৈরিন্দ্রিয়েহিতৈঃ । এবং প্রাগ্দেহজং কৰ্ম্ম লক্ষ্যতে চিত্তবৃত্তিভিঃ ॥৬৩॥

নানুভূতং ক চেনেন দেহেনাদৃষ্টমশ্রুতম্ । কদাচিছুপলভ্যেত যজ্ঞপং যাদৃগাত্মনি ॥ ৬৪ ॥

তেনাস্ত তাদৃশং রাজন্ লিঙ্গিনো দেহসম্ভবম্ ।

শ্রদ্ধৎস্বানুভূতোহর্থো ন মনঃ স্পষ্টমুৰ্হতি ॥৬৫॥

মন এব মনুষ্যস্ত পূৰ্ব্বরূপাণি শংসতি । ভবিষ্যতশ্চ ভদ্রং তে তথৈব ন ভবিষ্যতঃ ॥৬৬॥

বেদবেত্তাদিগের এইরূপ বাক্য তত্ত্বৎ প্রসঙ্গে শুনা গিয়া থাকে যে, বেদোক্ত কৰ্ম্ম বাহা করা যায়, তাহা পরক্ৰমেই পরোক্ত অর্থাৎ অনুশ্রু হয়। পরে তাহা আর প্রকাশিত হয় না। ( অতএব নষ্ট হইয়া গেলে পরলোকে তাহার ফলভোগ কিরূপে হইবে ? ) ৫৯

শ্রীনারদ কহিলেন—জীব ইহলোকে যে লিঙ্গ-দেহ দ্বারা ( সংকল্পাদির দ্বারা ) কৰ্ম্ম আরম্ভ করে, পরলোকে কর্তা ভোক্তার বিচ্ছেদ না হইতে হইতেই সেই মনঃ প্রধান লিঙ্গদেহ দ্বারা স্বয়ংই তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে । ৬০

জাগ্রদাবস্থায় এই যে দেহ বর্তমান রহিয়াছে, এতদভিমानी জীব শয়ান হইলে যেমন জাগ্রদদেহ পরিত্যাগ করিয়া মনোমধ্যে স্বপ্নাবস্থায় কৰ্ম্মভোগ করে, সেইরূপ পশ্চাদি দেহ অথবা অস্ত্র কোন দেহ দ্বারা লোকান্তরে বিষয় ভোগ করিয়া থাকে । ৬১

আমি অমুক, এই বলিয়া আমার এই কৰ্ম্ম এই প্রকার মনে ভাবিয়া মনের দ্বারা জীব যে যে কৰ্ম্মকে গ্রহণ করে, সেই সেই কৰ্ম্ম তাহার নিশ্চিত-রূপে সিদ্ধ হয় এবং সে তাহার ফল পাইয়া থাকে ।

সেই সমস্ত কৰ্ম্ম অহঙ্কার-গৃহীত হওয়ার তদ্বারাই পুনর্জন্ম হইয়া থাকে । ৬২

যেমন ইন্দ্রিয় সকলের জ্ঞান ও কৰ্ম্মরূপ দ্বিবিধ প্রবৃত্তি দ্বারা চিত্তের অনুমান করা যায়, সেইরূপ চিত্ত-বৃত্তি দ্বারা পূর্ব-দেহ-জন্ম কৰ্ম্ম সকলের অনুগণন হইয়া থাকে । ৬৩

এ দেহ দ্বারা যে প্রকার বস্তু পূর্বে কখনও অনুভূত হয় নাই, বা বাক্য এ দেহের দ্বারা অনুভূত ও অশ্রুত, সেই বস্তুর যে প্রকার বা বৈকল্পিক, তাহাও কখনও স্বপ্ন-মনোরথাদিতে উদয় হয় । ৬৪

অতএব হে রাজন্ ! কামনাময় লিঙ্গদেহধারী জীবের তাদৃশ অনুভূতি নিশ্চয়ই দেহসম্ভূত অর্থাৎ পূর্ব-দেহজ ; কারণ, বাহ্য পূর্বে কখনও অনুভূত হয় নাই, তেমন কোনও ব্যাপার মনোমধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে না। মনই মনুষ্যের পূর্বরূপ সকল প্রকাশ করিয়া থাকে, এবং ভবিষ্যতেও মনুষ্যের বাহ্য হইবে অর্থাৎ উন্নতি প্রাপ্তি ও নীচতা প্রাপ্তি হইলে যেমন যেমন রূপ হইবে, মনই তাহা ঔদার্য-কার্পণ্যাদির দ্বারা জানাইয়া থাকে, হে রাজন্ ! তোমার মজলই হইবে । ৬৫-৬৬



অদৃষ্টমশ্রুতকাত্ত্ব কচিন্মনসি দৃশ্যতে । যথা তথাশুমন্তব্যং দেশকালক্রিয়াশ্রয়ম্ ॥ ৬৭ ॥  
 সর্বের ক্রমানুরোধেন মনসীন্দ্রিয়গোচরাঃ । আয়াস্তি বহুশো যাস্তি সর্বের সমনসো জনাঃ ॥ ৬৮ ॥  
 সত্বেকনিষ্ঠে মনসি ভগবৎপার্ববর্তিনি । তমশ্চন্দ্রমসীবেদমুপরজ্যাবভাসতে ॥ ৬৯ ॥  
 নাহং মমোতি ভাবোহয়ং পুরুষে ব্যবধীয়তে । যাবদ্বুদ্ধিমনোহকার্থগুব্যুহো হনাদিমান্ ॥ ৭০ ॥  
 হুপ্তিমূর্ছোপতাপেষু প্রাণায়নবিঘাততঃ । নেহতেহহমিতি জ্ঞানং যুহ্যপ্রজ্ঞারয়োরপি ॥ ৭১ ॥  
 গর্ভে বাল্যোহ্যপ্যপৌকল্যাণদেকাদশবিধং তদা । লিঙ্গং ন দৃশ্যতে যুনঃ কুস্মাৎ চন্দ্রমসো যথা ॥ ৭২ ॥  
 অর্থে হাবিভ্যমানেনহপি সংসৃতির্ন নিবর্ততে । ধ্যাগতো বিষয়ানশ্চ স্বপ্নেহনর্থগমো যথা ॥ ৭৩ ॥  
 এবং পঞ্চবিধং লিঙ্গং ত্রিরং ষোড়শবিস্তৃতম্ । এষ চেতনয়া যুক্তো জীব ইত্যভিধীয়তে ॥ ৭৪ ॥  
 অনেন পুরুষো দেহানুপাদত্তে বিমুক্তি । হর্ষ শোকং ভয়ং দুঃখং সুখকানেন বিমুক্তি ॥ ৭৫ ॥

ইহলোকে কখনও কখনও অদৃষ্ট, অশ্রুত বিষয়ও মনোমধ্যে প্রকাশ হইয়া থাকে। সেই সকল অসম্ভব বিষয়ও দেশ, কাল ও ক্রিয়া আশ্রয় করিয়া নিজাদোষে স্বপ্নাবস্থায় প্রতীয়মান হইতে পারে। ৬৭  
 সকল মনুষ্যেরই বহু জন্মের সংস্কারযুক্ত মন আছে, এবং বহু বস্তুই ক্রমানুরোধে মন ও ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যরূপে উপস্থিত হয় আবার চলিয়া যায়—অতএব কোনও পদার্থই একান্ত অনশুভূত নহে। ৬৮

যেমন গ্রহণকালে রাহু চন্দ্রের সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রকাশ পায়, প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান এই বিষয়ও সেইরূপ সত্বেকনিষ্ঠ ভগবদ্জ্ঞানপরায়ণ মনে সংযুক্তবৎ কখনও কখনও প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৬৯

বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, বিষয় ও গুণবাহু ও তাহার পরিণাম নিজ দেহ ষড়দিন বর্তমান থাকে, সে পর্য্যন্ত জীবের ‘আমি’ ও ‘আমার’ এই ভাব অর্থাৎ স্থল দেহের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় না। ৭০

নিজা, মূর্ছা, আভাস্তিক রোশ, মৃত্যু ও প্রবল

দ্বয়েরও জীবের জ্ঞানের বিশেষরূপে বাধা হয় বলিয়া তৎকালে এই “দেহই আমি” এইরূপ জ্ঞান প্রকাশ পায় না। ৭১

হে রাজন্! যুব পুরুষের একাদশ ইন্দ্রিয় দ্বারা লিঙ্গদেহ বা অহঙ্কারজ্ঞান কেবল সুস্পষ্ট হয়, গর্ভ ও বাল্যাবস্থায় অমাবস্তার ক্ষণ চন্দ্রের কলার দ্বায় ইন্দ্রিয় সকল অস্পষ্ট বলিয়া উহা তদ্রূপ পরিলক্ষিত হয় না। ৭২

স্বপ্নে বিষয় অবিভ্যমানেও যেমন অনর্থগম হয়, সেইরূপ বিষয়ধ্যানকারী পুরুষের লিঙ্গদেহের সঙ্কোচাবস্থায় সংসারের নিবৃত্তি ঘটে না। ৭৩

হে রাজন্! পঞ্চতন্ত্রাত্মক ত্রিগুণাত্মক ষোড়শ বিকারে বিস্তৃত লিঙ্গদেহ এই প্রকারে চৈতন্তের সহিত যুক্ত হইলে তাহাকে জীব নামে অভিহিত করা হয়। ৭৪

এই লিঙ্গদেহ দ্বারাই পুরুষ স্থলদেহ গ্রহণ ও ভ্যাগ করিয়া থাকে এবং উহার দ্বারাই হর্ষ, শোক, ভয়, দুঃখ ও সুখ লাভ করিয়া থাকে। ৭৫

ত্রিস্রুতি—নিজাদোষে স্বপ্নে কখনও পর্কতোপরি সমুদ্র এইরূপ দেশসংক্রান্ত, দিবসে নক্ষত্র দর্শন রূপ কাল-সংক্রান্ত এবং আপনার শিরশ্চেনন রূপ ক্রিয়া-সংক্রান্ত ব্যাপার দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহা খাটুবেদ্য হেতুই ঘটয়া থাকে। ৭৬



যথা তৃণজলৌকেয়ং নাপযাত্যপযাতি চ । ন ত্যজেন্ম্রিয়মাণোহপি প্রাদেহাভিমতিং জনঃ ॥৭৬॥  
যাবদশ্যং ন বিদ্যেত ব্যবধানেন কৰ্ম্মণাম্ । মন এব মনুষ্যেন্দ্র ভূতানাং ভবতাবনম্ ॥৭৭॥

যদাকৈশ্চরিতান্ ধ্যায়ন্ কৰ্ম্মাণ্যচিন্মুতেহসক্লং ।

সতি কৰ্ম্মণ্যবিজ্ঞায়াং বন্ধঃ কৰ্ম্মণ্যানাত্মনঃ ॥৭৮॥

অতন্তদপবাদার্থং ভজ সৰ্ব্বাত্মনা হরিম্ । পশ্যাংস্তদাত্মকং বিশ্বং স্থিত্যৎপত্যা পয়া যতঃ ॥৭৯॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

ভাগবতমুখ্যো ভগবান্ নারদো হংসযোগ্যগতিম্ । প্রদশ্য' নৃপমামস্ত্র্য সিদ্ধলোকং ততোহগমৎ ॥৮০॥

প্রাচীনবর্হী রাজর্ষিঃ প্রজাসর্গাভিরক্ষণে । আদিশ্য পুত্রানগমৎ তপসে কপিলাশ্রমম্ ॥৮১॥

তত্রৈকাগ্রমনা বীরো গোবিন্দচরণাম্বুজম্ । বিমুক্তসঙ্গোহনুভজন্ ভক্ত্যা তৎসাম্যতামগাৎ ॥৮২॥

এতদধ্যাত্ব পারোক্যং গীতং দেবর্ষিণানঘ । যঃ শ্রাবয়েদ্যঃ শৃণুয়াৎ স লিঙ্গেন বিমুচ্যতে ॥৮৩॥

এতন্মুকুন্দযশসা ভুবনং পুনানং দেবর্ষিবর্ষ্যমুখনিঃসৃতমাত্মশৌচম্ ।

যঃ কীর্ত্যমানমধিগচ্ছতি পারমেষ্ঠ্যং নান্মিন্ ভবে ভ্রমতি মুক্তসমস্তবন্ধঃ ॥৮৪॥

যেমন তৃণজলৌক্য তৃণাস্তর ধারণ না করিয়া পূর্ব তৃণ একেবারে পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ পুরুষ ত্রিয়মাণ হইলেও যাবৎ পরদেহারম্বক কৰ্ম্ম সকলকে অবলম্বন করিয়া তদ্বৎ দেহ লাভ না করে, তাবৎ পূর্ব দেহাভিমান পরিত্যাগ করে না । হে নরনাথ ! বস্তুতঃ মনই প্রাণিগণের সংসারের কারণ । ৭৬-৭৭

যখন অবিজ্ঞা অবস্থায় দেহাদির শুভাশুভ কৰ্ম্ম ও তজ্জনিত ভোগ হইয়া থাকে, তখন ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা উপভুক্ত বিষয়ের ধ্যান করিয়াই পুরুষ পুনঃ পুনঃ কৰ্ম্ম আরম্ভ করিয়া থাকে ; সেই কৰ্ম্ম হইতেই জীবের বন্ধন হইয়া থাকে । ৭৮

শ্রীভগবান্ হইতেই এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে, অতএব এই বিশ্বকে তাঁহার অধীনরূপে দর্শন করিয়া অবিজ্ঞা দূর করিবার জন্ত সর্বান্তঃকরণে ভগবান্ শ্রীহরির ভজন কর । ৭৯

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—বৎস বিহর ! ভাগবত-

শ্রেষ্ঠ ভগবান্ নারদ এই প্রকার জীব ও ঐশ্বরের স্বরূপ উপদেশ করিয়া রাজাকে আমন্ত্রণপূর্বক সিদ্ধলোকে গমন করিলেন । ৮০

রাজর্ষি প্রাচীনবর্হীও প্রজাসৃষ্টি রক্ষা বিষয়ে পুত্রগণকে আদেশ করিয়া তপস্ব্যার্থে কপিলাশ্রমে গমন করিলেন । ৮১

রাজা সেই আশ্রমে নিঃসঙ্গ ও একাগ্রমনা হইয়া ভগবান্ গোবিন্দের চরণকমল ভজন করিতে করিতে শ্রীভগবৎস্বারূপ্য লাভ করিলেন । ৮২

হে অনঘ ! দেবর্ষি নারদ এইরূপে যে পরোক্ অধ্যাত্মতত্ত্বের বর্ণনা করিয়াছিলেন—তাহা যিনি শ্রবণ করিবেন এবং অপরকে শ্রবণ করাইবেন, তিনি লিঙ্গদেহ হইতে বিমুক্ত হইবেন । ৮৩

দেবর্ষি নারদের মুখনিঃসৃত এই আধ্যাত্ম মুকুন্দের বশে পরিপূর্ণ—অতএব ইহা ভুবনপাশন চিন্তসাধক ও পরমাত্মপদপ্রাপক ; যিনি ইহা কীর্তন করিবেন, তিনি সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন, আর এ সংসারে তাঁহাকে ভ্রমণ করিতে হইবে না । ৮৪



অধ্যাত্ম-পারোক্যমিদং ময়াধিগতমদ্ব্যুতম্ । এবং ত্রিযাত্রীমঃ পুংসশ্চিহ্নমৌহমুত্র চ সংশয়ঃ ॥৮৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাতঃ সংহিতায় বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে

প্রাচীনবর্হিনারদসংবাদো নান্নৈকোনবিশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

এই পরোক অদ্ব্যুত অধ্যাত্মতত্ত্বপূর্ণ উপাখ্যান পরলোকে কি প্রকারে কৰ্ম্মফল ভোগ  
আমি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, ইহা দ্বারা যোষিদ- হয়, তদ্বিবয়ক সংশয়ও নিরস্ত হইয়া  
বুদ্ধিবৃত্ত আত্মার অহঙ্কার ছিন্ন হয় এবং থাকে । ৮৫

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে একোনবিশ অধ্যায় ।



## ত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীবিহুর উবাচ ।

যে দ্বয়াভিহিতা ব্রহ্মান্ন হতাঃ প্রাচীনবর্হিষঃ । তে রুদ্রগীতেন হরিং সিদ্ধিমাণুঃ প্রতোষ্য কাম্ ॥১॥

কিং বার্ব্হস্পত্যেহ পরত্র বাধ কৈবল্যানাথপ্রিয়পার্বর্তিনঃ ।

আসাত্ত দেবঃ গিরিশং যদৃচ্ছয়া প্রাপুঃ পরং নুনমথ প্রচেতসঃ ॥২॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

প্রচেতসোহস্তরুদধৌ পিতুরাদেশকারিণঃ । জপযজ্ঞেন তপসা পুরঞ্জনমতোষয়ন্ ॥ ৩ ॥

দশবর্ষসহস্রাশ্চৈ পুরুষস্ত সনাতনঃ । তেবামাবিরভুং কৃচ্চুং শাস্তেন শময়ন্ রুচা ॥৪॥

স্বপর্ণস্কন্ধমারুচৌ মেরুশৃঙ্গমিবান্মুদঃ । পীতবাসা মণিগ্রীবঃ কুর্বন্ বিতিমিরা পিলাঃ ॥৫॥

কাংশিফুনা কনকবর্ণবিভূষণেন ভ্রাজৎকপোলবদনো বিলসৎকিরীটঃ ।

অষ্টাযুধৈরমুচরৈশ্চ নিভিঃ সুরৈশ্চৈরাসেবিতো গরুড়কিম্বরগীতকীর্তিঃ ॥৬॥

পীনায়তাক্ষভুজমণ্ডলমধ্যলক্ষ্ম্যা স্পর্ধক্সিয়া পরিবৃত্তো বনমালয়াগঃ ।

বহিঃপতঃ পুরুষ আহ হতান্ প্রপন্নান্ পর্জ্জন্মানাদরুতয়া সন্মণাবলোকঃ ॥৭॥

প্রচেতাগণকে শ্রীহরির বরদান

শ্রীবিহুর কহিলেন—হে ব্রহ্মান্ন ! আপনি যে প্রাচীনবর্হির পুত্রগণের কথা বলিয়াছেন, তাঁহার রুদ্রগীতের দ্বারা শ্রীহরিকে প্রকৃষ্ট রূপে ভুজ করিয়া কোন্ ফল লাভ করিয়াছিলেন ? ১

হে বৃহস্পতিশিষ্য ! প্রচেতা যদৃচ্ছাক্রমে দেবাদিদেব গিরিশকে প্রাপ্ত হইয়া কৈবল্যদাতা শ্রীহরির প্রিয়পার্বদ তাঁহার কৃপায় নিশ্চয়ই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তৎ পূর্বে ইহলোকে বা পরলোকে তাঁহার কি ফল প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন ? ২

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—প্রচেতার আশ্রয়লাভের পিতার আদেশ অনুসারে প্রজাসৃষ্টিকামনায় সমুদ্র-গর্ভে জপ, যজ্ঞ ও তপস্যার দ্বারা শ্রীহরিকে ভুজ করিয়াছিলেন । ৩

দশ সহস্র বৎসর অতীত হইলে সনাতন বিষ্ণু সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া শাস্ত অঙ্গকান্তির

দ্বারা তাঁহাদের তপঃক্লেশ প্রশমিত করিয়া-  
ছিলেন । ৪

সুমেরুশিখরাকূট জলধরের দ্বার তিনি গরুড়ের স্বক্কে আরুঢ়, তাঁহার পরিধানে পীতবসন, তাঁহার গলদেশে কৌস্তভমণি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দশদিকের অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছিল । ৫

ভাস্বর স্বর্ণভূষণ দ্বারা তাঁহার কপোল ও মুখ-মণ্ডল নীপ্তি পাইতেছিল এবং শিরোদেশে কিরাট শোভা পাইতেছিল । তাঁহার অক্ষ হস্তে প্রহরণ, অনুচরদ্বন্দ্ব, মুনিগণ ও সুরশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার সেবা করিতেছেন এবং গরুড় স্বয়ং কিম্বরূপে পক্ষধ্বনি দ্বারা তাঁহার কীর্ত্তিগান করিতেছিলেন । ৬

তাঁহার গলে বনমালা বিলম্বিত, তাঁহার শোভা তনীয় পীনায়ত অক্ষভুজের মধ্যভাগে অবস্থিতা কমলার কান্তির সহিত স্পর্ধা প্রকাশ করিতেছিল, এইরূপে বনমালাবিভূষিত সেই আদিপুরুষ সদয়াবলোকন পূর্বক জলদগন্তীর স্বরে প্রাচীনবর্হির পুত্রগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন । ৭



শ্রীভগবানুবাচ ।

বরং বৃগীধ্বং ভদ্রং বো যুয়ং মে নৃপনন্দনাঃ । সৌহার্দেনাপৃথঙ্কস্মাস্ত্রকৌতুহং সৌহৃদেন বঃ ॥৮॥  
যৌহনুস্মরতি সঙ্ক্যায়ং যুস্মাননুদিনং নরঃ । তস্ম্য ভ্রাতৃভ্রাতৃসাম্যং তথা ভূতেষু সৌহৃদম্ ॥৯॥  
যে তু মাং রুদ্রগীতেন সায়ং প্রাতঃ সমাহিতাঃ ।

স্তবস্ত্যহং কামবরান্ দাস্ত্যে প্রজ্ঞাঞ্চ শৌভনাম্ ॥১০॥

যদযুয়ং পিতুরাদেশমগ্রহৌক মুদাম্বিতাঃ । অথো ব উশতী কীৰ্ত্তিলোকাননুভবিষ্যতি ॥১১॥  
ভবিতা বিশ্রুতঃ পুত্রোহনবমো ব্রহ্মণো গুণৈঃ । য এতামাস্তবর্ষণে ত্রিলোকৌ পূরয়িষ্যতি ॥১২॥  
কণ্ঠোঃ প্রমোচয়া লজ্জা কথ্য কামললোচনা । তাকাপবিক্রাং জগৎকুঁহুঁহা নৃপনন্দনাঃ ॥১৩॥  
ক্ষুৎক্ষামায়া যুখে রাজা সোমঃ পীযুষবর্ষিণীম্ । দেশিনীং রোদমানায়া নিদধে স দয়াম্বিতাঃ ॥১৪॥  
প্রজাবিসর্গ আদিষ্ঠাঃ পিত্রা মামনুবর্ততা । তত্র কণ্ঠাং বরারোহাং তামুদ্বহত মা চিরম্ ॥১৫॥  
অপৃথঙ্কস্মীলানাং সর্বেষাং বঃ স্নমধ্যমা । অপৃথঙ্কস্মীলৈয়ং ভূয়াৎ পত্ন্যপিতাশয়া ॥১৬॥  
দিব্যবর্ষসহস্রাণাং সহস্রমহতৌজসঃ । ভৌমান্ ভোক্যথ ভোগান্ বৈ দিব্যাংচ্চানুগ্রহান্মম ॥১৭॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে নৃপনন্দনগণ !  
তোমাদের পরস্পর সৌহার্দ্যহেতু তোমাদের ধর্ম ও  
একই প্রকার । তোমাদের সৌহার্দ্যে আমি সন্তুষ্ট  
হইয়াছি, অতএব তোমরা আমার নিকট বর  
গ্রহণ কর, তোমাদের মঙ্গল হউক । ৮

প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে যে ব্যক্তি তোমাদিগকে  
স্মরণ করিবে, তাহার ভ্রাতৃগণে ও সর্বপ্রাণীতে  
আত্মসমজ্ঞান ও সৌহার্দ্য হইবে । ৯

যাহারা একাগ্রচিত্তে সায়ং ও প্রাতঃকালে রুদ্র-  
গীত দ্বারা আমার স্তব করিবেন, আমি তাঁহাদিগকে  
অভিলষিত বর ও শৌভনা প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি দান করিব ।  
তোমরা সন্তুষ্টচিত্তেই তোমাদের পিতার আদেশ  
গ্রহণ করিয়াছ, এই কারণে তোমাদের এই কমনীয়  
কীৰ্ত্তি লোকমণ্ডলে প্রথিত হইবে । ১০ ১১

তোমাদের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, এই  
পুত্র ব্রহ্মা অপেক্ষা গুণে কম হইবে না, সে পৃথিবীতে  
বিখ্যাত হইবে এবং তাহার সন্তান-সন্ততির দ্বারা  
ত্রিলোক পরিপূর্ণ হইবে । ১২

হে নৃপনন্দনগণ ! প্রমোচা নাম্নী অঙ্গরা

কণ্ঠ শবির সহযোগে একটি কমলনয়না তনয়া লাভ  
করিয়া উহাকে বৃক্ষমধ্যে পরিত্যাগ পূর্বক গমন  
করেন, বৃক্ষগণ এই পরিত্যক্তা কন্যাকে গ্রহণ  
করিয়াছিল । ১৩

এই কন্যা যখন ক্ষুধায় কাতর হইয়া রোদন  
করিতেছিল, তখন বনস্পতিগণের রাজা সোম দয়াম্বিত  
হইয়া স্বীয় অমৃতভ্রাবিণী তর্জিনী যুখে দিয়া এই  
কন্যাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন । ১৪

আমার আজ্ঞার অনুসরণ করিয়া তোমাদের  
পিতা তোমাদিগকে প্রজ্ঞাস্থির জন্ত আদেশ করিয়া-  
ছেন, তোমরা সেই আদেশপালনার্থে অচিরে সেই  
উত্তমা কন্যার পাণিগ্রহণ কর । ১৫

তোমরা সকল ধেরূপ একধর্ম ও শীলসম্পন্ন,  
এই বালাও সেইরূপ ধর্ম ও চরিত্রসম্পন্ন ; সে-ও  
তোমাদের সকলের প্রতি চিত্ত অর্পণ করিয়াছে,  
অতএব এই কন্যা তোমাদের পত্নী হউক । ১৬

তোমরা আমার অনুগ্রহে দিব্যবর্ষসহস্র কাল  
অপ্রতিহত প্রভাবসম্পন্ন হইয়া সহস্র প্রকার পার্থিব  
ও দিব্য ভোগসমূহ ভোগ করিতে থাক । ১৭



অথ মন্যনপায়িতা তন্ত্ৰা পকণ্ডাশয়াঃ । উপযাস্থ মক্কায নিক্ষিপ্ত নিরয়াদতঃ ॥ ১৮ ॥  
 গৃহেহাবিশতাঞ্চাপি পুংসাং কুশলকৰ্ম্মণাম্ । মদ্বাৰ্ত্তীযাতবামানঃ ন বন্ধায় গৃহা মতাঃ ॥ ১৯ ॥  
 নব্যবদ্ধয়ে যজুজ্ঞো ব্রহ্মৈতদব্রহ্মবাদিভিঃ । ন মুহুন্তি ন শোচন্তি ন হব্যন্তি যতো গতাঃ ॥ ২০ ॥  
 শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

এবং ক্রবাণং পুরুষার্থভাজনং জনার্দনং প্রাঞ্জলয়ঃ প্রচেতসঃ ।

তদর্শনধ্বস্ততমোরজোমলা গিরাহৃগ্গন্ গদগদয়া স্তম্ভতমম্ ॥ ২১ ॥

শ্রীপ্রচেতস উচুঃ ।

নমো নমঃ ক্লেশবিনাশনায় নিরুপিতোদারগুণাহ্বয়ায় ।

ননোবচোবেগপুরোজবায় সৰ্ব্বাক্ষমার্গৈরগতাধ্বনে নমঃ ॥ ২২ ॥

শুক্রায় শাস্ত্রায় নমঃ স্বনিষ্ঠয়া মনস্তপার্থং বিলসদ্বয়ায় ।

নমো জগৎস্থানলয়োদয়েষু গৃহীতমায়াগুণবিগ্রহায় ॥ ২৩ ॥

নমো বিলুপ্তসত্ত্বায় হরয়ে হরিমেধনে । বাহুদেবায় কৃষ্ণায় প্রভবে সৰ্ব্বসাহিত্যায় ॥ ২৪ ॥

অনন্তর আমার প্রতি যখন তোমাদের অব্যক্তি-  
 চারিণী ভক্তি জন্মিলে, তখন তোমাদের চিত্তের  
 কামাদি মল নষ্ট হইবে, এবং তোমরা এই ভোগরূপ  
 নরক হইতে নিবৃত্তি লাভ করিয়া আমার নিত্যধামে  
 গমন করিবে । ১৮

গৃহাশ্রমে অবস্থান করিয়াও বাঁহারা কুশল-  
 কৰ্ম্মা অর্থাৎ সৰ্ব্বকৰ্ম্মই যিনি আমার পরিচর্যাভ্যাস  
 বলিয়া জানেন, আমার কথাপ্রসঙ্গে দিন-বামিনী  
 বাপন করেন, সংসার তাঁহাদের বন্ধনের কারণ  
 হইতে পারে না । ১৯

বাঁহারা আমার কথা শ্রবণ করেন, সৰ্ব্বজ্ঞ আমি  
 স্ময়ং তাঁহাদের হৃদয়ে নিত্য নবীনরূপে আবির্ভূত  
 হই । আমার এই স্বরূপকে ব্রহ্মবাদিগণ ব্রহ্ম  
 বলিয়া থাকেন ; কারণ, আমাকে প্রাপ্ত হইলে পুরুষ-  
 সকলকে শোক, মোহ বা হর্ষে অভিভূত হইতে  
 হয় না । ২০

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—পুরুষার্থদাতা স্তম্ভতম  
 ভগবান্ জনার্দন এইরূপ কহিলে, তাঁহার দর্শনে  
 বাঁহাদের রজঃ ও ভ্রমোগুণ নিরস্ত হইয়াছিল, সেই

প্রচেতারা গদগদকণ্ঠে কৃতাজলিপুটে তাঁহাকে  
 স্তব করিতে লাগিলেন । ২১

শ্রীপ্রচেতাগণ কহিলেন—হে ভগবন্ ! তুমি ক্লেশ-  
 হস্তা, তোমাকে নমস্কার করি । বেদ সকল তোমার  
 উদারগুণ ও তোমার মহৎ নামকে সকল বিষয়ের  
 সাধক বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন । তুমি বাহু ও  
 মনের অগোচর, অতএব ইন্দ্রিয়পথে তোমার পথানু-  
 সরণ করা যায় না, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার । ২২

বাঁহাতে একান্ত নিষ্ঠা হইলে মনোমধ্যে প্রকাশিত  
 বৈতপ্রপঞ্চ নিরর্থক বলিয়া প্রতীত হয়, তুমি  
 সেই বিলুপ্তসত্ত্বরূপ ও শাস্ত, তোমাকে নমস্কার ।  
 তুমি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের জন্ত মায়াগুণ  
 দ্বারা ব্রহ্মাদিমূর্ত্তি ধ্যান করিয়া থাক, তোমাকে  
 নমস্কার করি । ২৩

প্রভো ! তুমি বিলুপ্তসত্ত্বরূপ, তোমার  
 জানিলে সংসারবন্ধন বিনষ্ট হইয়া যায় ; অতএব  
 হে হরি, তোমাকে নমস্কার করি, তুমি বাহুদেব,  
 তুমি শ্রীকৃষ্ণ, তুমি ভক্তজনের প্রভু, তোমাকে  
 নমস্কার । ২৪



নমঃ কমলনাভায় নমঃ কমলমালিনে। নমঃ কমলপাদায় নমস্তে কমলেক্ষণ ॥ ২৫ ॥

নমঃ কমলকিঞ্জক-পিঙ্গমলবাসসে। সর্বভূতনিবাসায় নমোহমুণ্ডক্ষ্মহি সান্মিণে ॥ ২৬ ॥

রূপং ভগবতা ত্বেতদশেষক্লেশসংক্ষয়ম্। আবিষ্কৃতং নঃ ক্লিষ্টানাং কিমন্যদনুকম্পিতম্ ॥ ২৭ ॥

এতাবৎ হি বিভূতিভাব্যং দৌনেষু বৎসলৈঃ। যদনুস্মর্য্যতে কালে স্ববুদ্ধ্যাহভ্ররক্ষম ॥ ২৮ ॥

যেনোপশাস্তিভূতানাং ক্ষুল্লকানামপীহতাম্।

অস্তহিতোহস্তহৃদয়ে কস্মিন্নো বেদ নাশিষঃ ॥ ২৯ ॥

অসাবেব বরোহস্মাকমীপ্সিতো জগতঃ পতে। প্রসন্নো ভগবান্ যেষামপবর্গপুঙ্গুগতিঃ ॥ ৩০ ॥

বরং বৃণীমহেহথাপি নাথ ত্বং পরতঃ পরাৎ। ন হস্তো যদিভূতীনাং মোহনস্ত ইতি নীয়সে ॥ ৩১ ॥

পারিজাতোহঞ্জসা লকে সারসোহম্মন্ন সেবতে। তদজ্জিহ্মলমাসাচ্চ সাক্ষাৎ কিং কিং বৃণীমহি ॥ ৩২ ॥

যাবৎ তে মায়া স্পৃষ্ঠা ভ্রমাম ইহ কৰ্ম্মভিঃ। তাবদ্বৎ প্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ স্মারো ভবে ভবে ॥ ৩৩ ॥

তুলয়া লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্। ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্ত মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ৩৪ ॥

তুমি কমলনাভ, তুমি কমলমালী, তুমি কমল-  
লোচন, কমলচরণ ও কমলেক্ষণ, তোমাকে  
নমস্কার। তোমার পরিধান-বসন পদ্মকিঞ্জক ডুল্য  
নির্ম্মল ও পিঙ্গলবর্ণ, তুমি সর্ব ভূতের নিবাস ও  
সর্বলোকের সাক্ষী, তোমাকে নমস্কার করি। ২৫-২৬

হে ভগবন্! অবিজ্ঞাদি ক্লেশে ক্লিষ্ট আমাদের  
ক্লেশবিনাশের জন্য তুমি এই অশেষ ক্লেশনাশক  
মুক্তি প্রকটিত করিয়াছ, ইহার উপর আর কি  
অনুকম্পা হইতে পারে? ২৭

হে অমঙ্গলনাশন! দীন জনের প্রতি ইহার  
আমার লোক, এইরূপ মনে করিলেই যথেষ্ট অনুগ্রহ  
প্রকাশ পায়, কারণ, ঐরূপ দীনবৎসল প্রভুদিগের  
উহাই মাত্র চিস্তনীয়। কারণ, প্রভু যদি ঐরূপ স্মরণ  
করেন, তবে উহা দ্বারাই ঐ সকল প্রাণীর সর্ব-  
ক্লেশের নিবৃত্তি হয়, তুমি অতি তুচ্ছ জীবেরও  
অন্তঃকরণে অন্তর্ধ্যামিরূপে অবস্থিত হইয়া তাহাদের  
প্রার্থিত বিষয় জানিতেছ, তবে আমাদের প্রার্থনীয়  
বিষয়ও বা জানিতে পারিবে না কেন? ২৮-২৯

হে জগন্নাথ! যদিও তুমি ব্রহ্ম-কৈবল্যাদি

হইতেও গুরু, অর্থাৎ মহতী গতি এবং যদিও তুমি  
আমাদিগের উপর প্রসন্ন আছ, তথাপি তোমার  
প্রসন্নতাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয়। ৩০

হে নাথ! তুমি পরাংপর এবং সর্বাত্মী-  
দাতা, তোমার বিভূতির অস্ত নাই, সেই জন্য লোকে  
তোমাকে অনন্ত বলিয়া থাকে। ৩১

পারিজাত পাইলে যেমন মধুমাত্রলোভী ভ্রমর  
অন্য বৃক্ষের সেবা করে না, তদ্রূপ সাক্ষাৎ তোমার  
পাদমূল প্রাপ্ত হইয়া অথ পদার্থ কি আর প্রার্থনা  
করিব? ৩২

আমরা তোমার মায়ামোহিত হইয়া কৰ্ম্মবশতঃ  
এ সংসারে যত কাল ভ্রমণ করিয়া বেড়াইব, তত কাল  
যেন জন্মে জন্মে তোমার ভক্তগণের সহিত আমাদের  
সমাগম হয়, আমরা এই বরই প্রার্থনা করিতেছি। ৩৩

ভগবৎসঙ্গী সাধুগণের অত্যন্ত কাল মাত্র সঙ্গ  
দ্বারা জীবের যে অসীম মঙ্গল সাধিত হয়, তাহার  
সহিত স্বর্গ, এমন কি মোক্ষেরও তুলনা হয় না;  
মরণধর্ম্মশীল মানবের অন্ত্যস্ত বৈষয়িক বিভবের  
কথা আর কি বলিব? ৩৪

বিস্তৃতি—সাধুসঙ্গ সম্বন্ধে কপিলদেবও দেবহৃত্তিকে বলিয়াছেন, সাধুসঙ্গের ফলে ভগবৎকথার প্রবৃত্তি হওয়ার  
দ্বীপ ক্রমে প্রভা, ভক্তি ও রতি লাভ করিয়া থাকে। ৩৫



যত্রেভ্যন্তে কথা যুগ্মান্তকায়াঃ প্রশমো যতঃ। নিৰ্বেৰং যত্র ভূতেষু নোৰোগো যত্র কশ্চন ॥৩৫॥  
যত্র নারায়ণঃ সাক্ষাৎভগবান্ শ্যাদিনাং গতিঃ। প্রস্তুয়তে সংকথাং যুক্তসঙ্গৈঃ পুনঃপুনঃ ॥৩৬॥  
তেষাং বিচরতাং পন্ত্যাং তীর্থানাং পাবনেচ্ছয়া। ভীতস্ত কিং ন রোচেত তাবকানাং সমাগমঃ ॥৩৭॥

বয়স্তু সাক্ষাৎভগবান্ ভবন্ত প্রিয়ন্ত সখ্যঃ কণসঙ্গমেন।

সুদুষ্টিকিংসন্ত ভবন্ত যুতোর্ভিষক্তমং হ্যাত গতিং গতাঃ স্ম ॥৩৮॥

যমঃ স্বধীতং গুরবঃ প্রসাদিতা বিপ্রাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ সদানুরক্তা।

আর্যা নতাঃ সূহৃদো ভ্রাতরশ্চ সৰ্ব্বাণি ভূতান্ননসূয়ৈব ॥৩৯॥

যমঃ স্ততপুং তপ এতদীশ নিরুদ্ধসাং কালমদভ্রম্পু।

সৰ্বং তদেতৎ পুরুষন্ত ভূম্নো বগীমহে তে পরিতোষণায় ॥৪০॥

মনুঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ ভবশ্চ যেহন্তে তপোজ্ঞানবিশুদ্ধসম্বাঃ।

অদৃকপারা অপি যশ্মহিষঃ স্তবস্ত্যথো স্বাস্ত্যসমং গৃণীমঃ ॥৪১॥

নমঃ সমায় শুদ্ধায় পুরুষায় পরায় চ। বাহুদেবায় সত্যায় ভূত্যাং ভগবতে নমঃ ॥৪২॥

তোমার ভক্তগণের সমীপে পবিত্র কথা কীর্তিত  
হইয়া থাকে, সেই সকল কথা শ্রবণে, তৃষ্ণার বা  
ভোগেচ্ছার প্রশমন হইয়া থাকে, তাহাতে সর্বভূতে  
নিৰ্বেৰ হওয়ায় কোনও রূপ ভয়ের সম্ভাবনা  
নাই। ৩৫

সাধুসঙ্গ অর্থাৎ নিরপেক্ষ সাধুসকল সেই স্থানে  
সংকথার প্রসঙ্গে সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণকে পুনঃ  
পুনঃ স্তব করিয়া থাকেন—সেই ভগবান্ নারায়ণই  
সর্বকল্যাণী সাধুগণের একমাত্র গতি। ৩৬

হে ভগবন্! আপনার সেই সকল নিজজন  
তীর্থ সকলকেও পবিত্র করিবার ক্ষমতা পদব্রজে ভ্রমণ  
করিয়া থাকেন, অতএব সংসারভীত কোন ব্যক্তি  
তাঁহাদিগের সমাগমে অভিরুচি প্রকাশ না  
করিবেন? ৩৭

আমরাও তোমার প্রিয় সূহৃৎ ভগবান্ ভবের  
সহিত কণকাল সঙ্গ হওয়াতেই দুষ্টিকিংস  
সংসারের এবং জন্ম-মৃত্যু রোগেরও মুচিকিংসক  
আপনাকে অথ আমাদের পরম আশ্রয়রূপে প্রাপ্ত  
হইয়াছি। ৩৮

প্রভো! আমরা যে মন দিয়া বেদ পাঠ  
করিয়াছি, অনুব্রতি দ্বারা গুরু, বিপ্র ও বৃদ্ধ-  
গণকে প্রসন্ন করিয়াছি, মাণ্ডলোক সূহৃজ্জন ও  
ভ্রাতৃগণকে যে নমস্কার করিয়াছি, অসূয়া-  
বিহীন হইয়া সকল প্রাণীকে যে সন্তুষ্ট করিয়াছি  
এবং অনাহারে বহুকাল পর্যন্ত জলমধ্যে যে  
ঘোরতর তপস্তা করিয়াছি, সেই সমস্ত বর্শে যেন  
পরমপুরুষ তোমার পরিতোষ হয়, ইহাই আমাদের  
প্রার্থনীয় এবং সেই বরই আমরা প্রার্থনা  
করি। ৩৯-৪০

মনু, ব্রহ্মা, ভগবান্ ভব, তপস্তা ও জ্ঞান দ্বারা  
বিশুদ্ধচেতা অস্বাভাৱি যোগিগণ সকলেই তোমার  
মহিমার ইয়ত্তা করিতে না পারিয়া আপন আপন  
সাধ্যানুসারে স্তব করিয়া থাকেন,—অতএব আমরাও  
বধালাধ্য স্তব করিলাম। ৪১

হে প্রভো! তুমি সর্বত্র সমান এবং  
পরিশুদ্ধ পরমপুরুষ, তোমাকে নমস্কার; ভগবন্!  
তুমি বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপী বাহুদেব, তোমাকে  
নমস্কার। ৪২



শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

ইতি প্রচেতোভিরভিক্তো হরিঃ শ্রীতন্তুধেত্যাহ শরণ্যবৎসলঃ ।

অনিচ্ছতাং যানমতৃপ্তচক্ষুযাং যযৌ স্বধামানপবর্গবীৰ্য্যঃ ॥৪৩॥

অথ নির্ধায় সলিলাং প্রচেতস উদম্বতঃ ।

বীক্ষ্যাকুপ্যন্ দ্রুমৈশ্চক্ষমাং গাং গাং রোদ্ধুমিবোচ্ছিতৈঃ ॥৪৪॥

ততোহয়িমারুতো রাজন্নমুঞ্চমুখতো রুধা । মহীং নিব্বীকুধং কর্তুং সংবর্তক ইবাভায়ে ॥৪৫॥

ভস্মসাৎ ক্রিয়মাণাংস্তান্ দ্রুমান্ বীক্ষ্য পিতামহঃ । আগতঃ শময়ামাস পুত্রান্ বহিষ্মতো নয়ৈঃ ॥৪৬॥

তত্রাবশিষ্টা যে রুক্ষা ভীতা হুহিতরং তদা । উজ্জ্বলুস্তে প্রচেতোভ্য উপদিস্তাঃ স্বয়ম্ভুবা ॥৪৭॥

তে চ ব্রহ্মণ আদেশান্মারিষামুপযেমিরে । যন্তাং মহদবজ্ঞানাদজ্ঞানজনবোনিজঃ ॥৪৮॥

চাক্ষুষে হস্তরে প্রাপ্তে প্রাক্সর্গে কালবিক্রতে । গঃ সমস্ক্রজ প্রজা ইষ্ঠাঃ স দক্ষো দৈবচোদিতঃ ॥৪৯॥

যো জায়মানঃ সর্বেষাং তেজস্তেজস্বিনাং রুচা । স্বয়োপাদত্ত দাক্ষ্যাক্ষ কশ্মণাং দক্ষমব্রুবন্ ॥৫০॥

তং প্রজাসর্গরক্ষায়ামনাদিরভিষিচ্য চ । যুযোজ যুযুজেহত্যাশ্চ স বৈ সর্বপ্রজাপতিন্ ॥৫১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে

প্রচেতসাং চরিতে ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥৩০॥

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—প্রাচীনবহির পুত্র প্রচেতার। এইরূপ স্তব করিলে, ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীত হইয়া কহিলেন, “তাহাই হউক”, অনন্তর সেই অকুণ্ঠপ্রভাব নাবায়ণ প্রচেতার। তাঁহাকে দেখিয়া তৃপ্ত হইতে না হইতেই তাঁহাদের সম্মুখে অন্তর্হিত হইলেন । ৪৩

অনন্তর প্রচেতাগণ সমুদ্রগর্ভ হইতে নির্গত হইয়া দেখিলেন, মহীমণ্ডল বিবিধ বৃক্ষে আচ্ছন্ন এবং বৃক্ষমণ্ডল এত উন্নত, যেন স্বর্গরোধে উদ্ভূত, ইচ্ছা দেখিয়া বৃক্ষ সকলের প্রতি তাঁহারা অভিশয় কুপিত হইলেন । ৪৪

হে রাজন্ ! অনন্তর রোষে অবনীভলকে তরুলতাশূন্য করিবার জন্ত প্রলয়কালে রুদ্ধ যেমন নিজ মুখ হইতে কালাগ্নি ত্যাগ করেন, তদ্রূপ তাঁহারাও মুখ হইতে অনল ও অনিল ত্যাগ করিলেন । ৪৫

পৃথিবীস্থ তাবৎ বৃক্ষ ভস্মসাৎ হইতে লাগিল দেখিয়া পিতামহ ব্রহ্মা ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্রচেতা-দিগের নিকট আগমন করিলেন এবং যুক্তিযুক্ত বাক্যের

দ্বারা তাঁহাদের ক্রোধশাস্তি করিলেন । দক্ষাবশিষ্ট বৃক্ষগণ ভীত হইয়া ব্রহ্মার উপদেশে তাঁহাদের সেই কণ্ঠাটি প্রচেতাদিগকে সমর্পণ করিল । ৪৬-৪৭

ব্রহ্মার আদেশে তাঁহারা মারিষা নাম্নী ঐ কণ্ঠাকে পত্নী স্বীকার করিয়া যথাবিধি বিবাহ করিলেন, ব্রহ্মপুত্র দক্ষ মহদবমাননার জন্ত মারিষার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া গর্ভবজ্রণা প্রাপ্ত হইলেন । ৪৮

চাক্ষুষ মন্বন্তরে পূর্ববদেহ কালবশে বিনষ্ট হইলে যিনি ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া ইচ্ছানুরূপ প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইনি সেই দক্ষ । ইনি উৎপন্ন হইয়া আপন প্রজার দ্বারা তেজস্বিগণের তেজ আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন, সকল কর্ম্মেই ইঁহার প্রভূত দক্ষতা, এই নিমিত্ত ইনি দক্ষ নামে অভিহিত । ৪৯-৫০

পিতামহ ব্রহ্মা সেই দক্ষকেই অভিষিক্ত করিয়া প্রজার সৃষ্টি ও রক্ষণাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন —সেই দক্ষ আবার মরীচি প্রভৃতি অন্তান্ত প্রজা-পতিগণকে ঐ ব্যাপারে প্রবৃত্ত করেন । ৫১

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে ত্রিংশ অধ্যায় ।



## একত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

তত উৎপন্নবিজ্ঞানা আশ্বধোক্ষজভাষিতম্ । অরস্তু আত্মজে ভার্য্যাং বিশ্বজ্য প্রাব্রজন্ গৃহাৎ ॥১॥

দীক্ষিতা ব্রহ্মসংগ্রেণ সর্বভূতাত্মমেধসা । প্রতীচ্যাং দিশিবেলায়াং সিদ্ধোহভূদ্যত্র জাজলিঃ ॥২॥

তান্ নির্জিতপ্রাণমনোবচোদৃশো জিতাসনান্ শাস্ত্রসমানবিগ্রহান্ ।

পরেহমলে ব্রহ্মণি যোজিতাত্মনঃ সুরাসুরেভ্যো দদৃশে স্ম নারদঃ ॥৩॥

তমাগতং ত উথায় প্রণিপত্যাভিবাচ চ । পূজয়িত্বা যথাদেশং স্থানানীনমথাক্রবন্ ॥৪॥

শ্রীপ্রচেতস উচুঃ ।

স্বাগতং তে সুরর্ষেহু দিক্ষ্যা নো দর্শনং গতঃ । তব চংক্রমণং ব্রহ্মমভয়ায় যথা রবেঃ ॥৫॥

যদাদিক্ষং ভগবতা শিবেনাধোক্ষজেন চ । তদগৃহেষু প্রসক্তানাং প্রায়শঃ ক্ষপিতং প্রভো ॥৬॥

তমঃ প্রত্যোতয়াধ্যাত্মজ্ঞানং তদ্বার্থদর্শনম্ । যেনাঞ্জসা তরিত্যামো দ্বস্তরং ভবসাগরম্ ॥৭॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

ইতি প্রচেতসাং পৃষ্ঠো ভগবান্ নারদো মুনিঃ । ভগবত্মন্তমঃশ্লোক আবিস্কাত্বাব্রবীন্ পান্ ॥৮॥

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—অনন্তর দিব্য-সহস্র বৎসর পরে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে তখন তাঁহারা শীঘ্রই পুত্র-হস্তে ভার্য্যাপ্রতিপালনের ভার দিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সন্ন্যাসী হইলেন । ১

যে আত্মবিচারে সকল ভূতে আত্মজ্ঞান হয়, পূর্বদিকে সমুদ্রতটের যে স্থানে জাজলি ঋষি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে গমনপূর্বক ব্রহ্মবিচারের বা তপস্যার নিমিত্ত দীক্ষিত হইলেন । ২

প্রচেতারা সমুদ্র-তটে বাইয়া প্রাণ, মন, বাক্য ও দৃষ্টি জয় ও আসন জয় করিয়া বিষয় হইতে উপরত ও ঋজুভাবে উপবিষ্ট হইয়া নিঃশূল পরম-ব্রহ্মে আত্মাকে সংযুক্ত করিয়া বসিয়া আছেন—এমন সময়ে সুরাসুরপূজিত দেবর্ষি নারদ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ৩

দেবর্ষির আগমন মাত্র তাঁহারা আসন হইতে উত্থানপূর্বক যথাবিধি অভিবাদন ও পূজা করিলেন

এবং তিনি স্নেহে উপবেশন করিয়াছেন দেখিয়া বলিতে লাগিলেন । ৪

প্রচেতাগণ বলিলেন—হে ব্রহ্মন্ ! আপনি স্নেহে আসিয়াছেন ত' ? আমরা সৌভাগ্যবশেই আপনার দর্শন পাইলাম । আপনি পৃথিবীকে অভয় দান করিবার জন্ত রবির স্থায় সতত ভ্রমণ করিয়া থাকেন । ৫

হে প্রভো ! ভগবান্ হরি ও হর আমাদেরকে যে যে আদেশ করিয়াছিলেন, আমরা গৃহস্থাত্মমে অতিশয় আসক্ত হওয়ায় তাহা প্রায় বিশ্বৃত হইয়াছি । অতএব বাহ্যতে আমাদের তদ্বার্থদর্শন হয় এবং বাহার দ্বারা আমরা অনায়াসে দ্বস্তর ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারি, আমাদের সেই অধ্যাত্মজ্ঞানের উদ্ধীপন করুন । ৬-৭

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—বিদূর ! ভগবান্ নারদ মুনি প্রচেতাগণের দ্বারা এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্ উত্তমঃশ্লোকে মনঃসমাধান করিয়া সেই নৃপতিগণকে কহিতে লাগিলেন । ৮



শ্রীনারদ উবাচ ।

তজ্জন্ম তানি কৰ্ম্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ । নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ ॥১০॥

কিং জন্মভিস্তিভির্বেহ শৌক্ৰসাবিত্রযাজিকৈঃ ।

কৰ্ম্মভির্বা ত্রয়োপ্রোক্তৈঃ পুংসোহপি বিবুধাযুযা ॥১০॥

শ্রুতেন তপসা বা কিং বচোভিচ্ছিত্তবৃত্তিভিঃ । বুধ্যা বা কিং নিপুণয়া বলেনেক্ষিয়রাধসা ॥১১॥

কিং বা যোগেন সাংখ্যেন জ্ঞানস্বাধ্যায়য়োরপি ।

কিং বা শ্রেয়োভিরষ্টৈশ্চ ন যত্রোজ্ঞপ্রদো হরিঃ ॥১২॥

শ্রেয়সামপি সৰ্ব্বেষামাত্মা হুবধিরর্থতঃ । সৰ্ব্বেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মাত্মদঃ প্রিয়ঃ ॥১৩॥

যথা তরোমূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ ।

প্রাণোপহারাক্ষ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সৰ্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥১৪॥

গর্ভেব সূর্যাং প্রভবন্তি বারঃ পুনশ্চ তস্মিন্ প্রবিশন্তি কালে ।

ভূতানি ভূমৌ স্থিরজঙ্গমানি তথা হরাবেব গুণপ্রবাহঃ ॥১৫॥

শ্রীনারদ কহিলেন—যাহা দ্বারা বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর হরির সেবা করা যায়, মনুষ্যের সেই জন্মই জন্ম, সেই সকল কৰ্ম্মই কৰ্ম্ম, সেই পরমায়ুই পরমায়ু, সেই মনই মন, এবং সেই বাক্যই বাক্য । ১০

মনুষ্যগুণের শৌক্ৰ, সাবিত্র ও যজ্ঞদীক্ষা রূপ যে ত্রিবিধ জন্ম হয়—হরিসেবা ব্যতীত সেই জন্মত্রয়ে ফল কি ? আর হরিসেবা ব্যতীত বেদোক্ত কৰ্ম্ম সকলে এক দেবতাদের দ্বারা দীর্ঘ পরমায়ুতেই বা কি লাভ ? হরিসেবা ব্যতীত বেদপাঠে তপস্তায় শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যারূপ বক্তৃত্তাসামর্থ্যে বা শাস্ত্রাদির ধারণ-সামর্থ্যে, প্রথরা বুদ্ধিতে, বলে বা ইন্দ্রিয়গটুভায়ই বা ফল কি ? ১০-১১

যেখানে শ্রীহরি ভক্তি বলে ভক্তের নিকট ধরা না দেন, সেখানে অষ্টাঙ্গ যোগ, সম্যক জ্ঞান, সম্যাস, বেদাধ্যয়ন বা অষ্টাঙ্গ শ্রেয়ঃসাধক কৰ্ম্মেই বা কি

ফল ? বত প্রকার পিয় বস্ত্র আছে, আত্মাই তাহাদের মধ্যে নিশ্চিত পরমার্থ জ্ঞানে সর্বদাশ্রেষ্ঠ এবং ভগবান্ হরিরই সকলের আত্মা এবং তিনিই জীবগণকে আত্মদান করিয়া সকলেরই প্রিয় হন । ১২-১৩

তবুর মূলে জলসেচন করিলে যেমন তাহার স্কন্ধ, শাখা ও উপশাখা সকলেরই তৃপ্তি হয়, প্রাণে আহার দিলে যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি সম্পাদিত হয়, সেইরূপ এক মাত্র ভগবান্ অচ্যুতের আরাধনা করিলেই দেবতা প্রভৃতি সকলের আরাধনা করা হয় । ১৪

যেমন জল সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার যথা সময়ে তাঁহাতেই প্রবেশ করে, হাবর, জঙ্গম, ভূত সকল যেমন ক্রিতি হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার অন্তে তাহাতেই বিলীন হয়, সেইরূপ এই গুণ-প্রপঞ্চময় প্রবাহ সেই শ্রীহরি হঠতেই উৎপন্ন হইয়া প্রলয়কালে আবার তাঁহাতেই বিলীন হইয়া থাকে । ১৫

বিস্তৃতি—বেদোক্ত বিবাহের দ্বারা পিতার ঠরসে ও মাতার গর্ভে মনুষ্যের যে জন্ম হয়, তাহাকে শৌক্ৰ জন্ম সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয় । অতঃপর উপনয়নের দ্বারা সাবিত্রী বা গায়ত্রীমন্ত্রলাভে যে জন্ম হয়, তাহা সাবিত্র

জন্ম নামে অভিহিত ; অতঃপর বক্তৃদীক্ষার দ্বারা ভগবদারাধনার দীক্ষিত হইলে যে জন্ম হয়, তাহাকে যাজিক বা দৈক্ষ্য জন্ম নামে শাস্ত্রে অভিহিত করা হইয়াছে । ১০



এতৎ পদং তজ্জগদাক্ষনঃ পরং সক্রুৰ্ভিতাতং সবিতুৰ্ব্যথা প্রভা ।

যথাহসবো জাগ্রতি স্তৃপ্তশক্তয়ো দ্রব্যক্রিয়াজ্ঞানভিদাভ্রমাত্যয়ঃ ॥১৬॥

যথা নভস্ত্রভ্রতমঃপ্রকাশা ভবন্তি ভূপা ন ভবন্ত্যানুক্ৰমাৎ ।

এবং পরে ব্রহ্মাণি শক্তয়স্তমু রজস্তমঃসম্বমিতি প্রবাহঃ ॥১৭॥

তেনৈকমাত্মানমশেষদেহিনাং কালঃ প্রধানঃ পুরুষঃ পরেশম্ ।

স্বতেজসা ধ্বস্তগুণপ্রবাহমাত্মৈকভাবেন ভজধ্বমধ্বা ॥ ১৮ ॥

দয়য়া সর্বভূতেষু সন্তুফ্য। যেন কেন বা । সর্বৈশ্বিয়োপশাস্ত্যা চ তুষ্যত্যাশু জনার্দনঃ ॥১৯॥

অপহতসকলৈষণামলাত্মন্যবিরতমৌখিতভাবনোপহৃতঃ ।

নিজজনবশগত্বমাত্মনোহয়ন্ ন সরতি চিদ্রবদক্ষরঃ সতাং হি ॥২০॥

ন ভজতি কুম্ননীষিণাং স ইজ্যাং হরিরধনাত্মধনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ ।

ঋতধনকুলকৰ্ম্মণাং মদৈর্ঘ্যে বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সংস্থ ॥২১॥

শ্রিয়মমুচরতিঃ তদর্শিনশ্চ দ্বিপদপতীন্ বিবুধাংশ্চ যঃ স্বপূর্ণঃ ।

ন ভজতি নিজভূত্যবর্গতন্ত্রঃ কথমমুমুদ্বিসৃজেৎ পুমান্ কৃতজ্ঞঃ ॥২২॥

এই বিশ্বও সেই জগদাত্মা শ্রীহরির পরম পদ হইতে উৎপন্ন বলিয়া সূর্য্যরশ্মি যেমন সূর্য্য হইতে অভিন্ন, সেইরূপ শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন হইলেও কখনও ক্ষুরিত গন্ধর্ব্বনগরের আয় পৃথক্‌রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে । ইন্দ্রিয়গণ যেমন জাগ্রত-বস্থায় নানা কার্য্যে ব্যাপ্ত থাকে, অথচ নিদ্রিতাবস্থায় সেই সকল কার্য্য হইতে বিরত হয়, সেইরূপ বিশ্বও ভগবান্ হইতে পৃথক্ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও সেই শ্রীহরি হইতেই দ্রব্য, ক্রিয়া ও জ্ঞানজনিত ভেদ-রূপ ভ্রমের নিরসন হইয়া থাকে । ১৬

হে নৃপগণ ! যেমন আকাশ, মেঘ, অঙ্ককার ও আলোক পর্য্যায়ক্রমে উদয় ও বিলয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ পরব্রহ্মে রজঃ, তমঃ ও সত্ত্বপ্রবাহের আয় কখনও উদয় ও কখনও বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ১৭

এক মাত্র তিনিই নিখিল দেহীদিগের আত্মা ও এই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ, তিনি আপনার তেজের দ্বারা সমস্ত গুণপ্রবাহ বিধ্বস্ত করিয়া থাকেন ; অতএব তোমরা সকলে অভিন্ন জ্ঞানে

সেই সর্ব কারণের কারণ পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ ভাবে ভজনা কর । সর্বভূতে দয়া, যদৃচ্ছা লাভেই সন্তোষ, এবং সকল ইন্দ্রিয়ের দমনের দ্বারা ভগবান্ জনার্দন শীঘ্রই প্রসন্ন হইয়া থাকেন । ১৮-১৯

সাধুজনের নিকাম অমল হৃদয়ে নিরন্তর ভাবনার দ্বারা সন্নিধাপিত হইয়া শ্রীহরি নিজ ভক্তের বশীভূত হইয়া তত্ত্বত আকাশের আয় কদাচ সে স্থানে ভাগ্য কবিতা অশ্রুত গমন করেন না । ২০

যে সকল ধনহীন ব্যক্তিগণের শ্রীহরিই এক মাত্র ধন, ভক্তিরসজ্ঞ ভগবান্ তাহাদের প্রিয় ; কিন্তু যে সকল কুম্ননীষী বিদ্ভা, ধন, কুল ও কৰ্ম্মের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া অকিঞ্চন সাধুগণের অবমাননা কবে, ভগবান্ তাহাদের পূজাও গ্রহণ করেন না । ২১

যিনি আপনাতেই আপনি পরিপূর্ণ হইলেও স্বীয় ভক্তজনেরই বশীভূত, যিনি সহচরিনী লক্ষ্মীর এবং লক্ষ্মী-কামী নরেশ্বরের এবং দেবতাগণেরও যিনি অনুবর্তন করেন না, ঈদৃশ ভক্তবৎসল ভগবান্‌কে কোন্ কৃতজ্ঞ পুরুষ অল্পকালের জন্তও ভাগ করিতে পারে ? ২২



শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইতি প্রচেতসো রাজমন্ত্ৰাশ্চ ভগবৎকথাঃ। শ্রাবয়িষ্য ব্রহ্মলোকং যযৌ স্বায়ম্ভুনো মুনিঃ ॥২৩॥

তেহপি তন্মুখনিৰ্বাতঃ যশো লোকমলাপহম্।

হরেনিগম্য তৎপাদং ধ্যায়ন্তস্তদগতিং যযুঃ ॥২৪॥

এতৎ তেহভিহিতং ক্তত্বম্মাং ত্বং পরিপৃষ্ঠবাৎ।

প্রচেতসাং নারদস্ত সংবাদং হরিকীর্তনম্ ॥২৫॥

শ্রীশুক উবাচ।

য এষ উত্তানপদো মানবস্তানুবগিতঃ। বংশং প্রিয়ব্রতস্ত্যপি নিবোধ নৃপসত্তম ॥২৬॥

যো নারদাদাস্ত্রবিদ্যামধিগম্য পুনর্গমীম। ভুক্ত্য বিভজ্য পুত্রৈভ্য ঐশ্বর্যং সমগাৎ প'ম্ ॥২৭॥

ইমান্ত কৌষারবিশোপবর্ণিতাং ক্তা নিশম্যাজিতপাদমৎকথাম্।

প্রবৃদ্ধভাবোহশ্রুকলাকুলো মুনের্দ্ধার মুদ্ধা চরাং হৃদা হরেঃ ॥২৮॥

শ্রীবিহুর উবাচ।

সৌহৃদমত্ৰ মহাযোগিন্ ভবতা করুণাশুন। দশিতস্তমসঃ পারো যত্রাকিঞ্চনগো হরিঃ ॥২৯॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যনম্য তমামন্ত্য বিহুরো গজসাহস্রম্। স্বানাং দিদৃক্ষুঃ প্রযযৌ জ্ঞাতীনাং নির্বৃতাশয়ঃ ॥৩০॥

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন হে বিহুর। ব্রহ্মতনয় শ্রীনারদ মুনি এই সকল ও অন্যান্য ভগবৎকথা প্রচেতাদিগকে শ্রবণ করাইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ২৩

প্রচেতারাও তাঁহার মুখনিঃসৃত লোকমল-নাশক শ্রীহরির এই কীর্তিকথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে তাঁহারই গতি প্রাপ্ত হইলেন। ২৪

হে বিহুর। তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই সেই নারদ ও প্রচেতাদিগের হরি-কীর্তন বিষয়ক সংবাদ আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। ২৫

শ্রীশুক কহিলেন—হে নৃপশ্রেষ্ঠ। মনুতনয় উত্তানপাদের বংশ এই বর্ণিত হইল, এক্ষণে প্রিয়-ব্রতের বংশের বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। ২৬

তিনিও নারদের নিকট হইতে আত্মবিজ্ঞা লাভ

করিয়া পুনরায় পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন এবং পরে উহা পুত্রগণের মধ্যে বিভাগপূর্বক পরমেশ্বরের পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২৭

মুনিবর মৈত্রেয়ের বর্ণিত এই সকল ভগবৎকথা শ্রবণ করিয়া বিহুরের ভক্তিতাব উদ্বেলিত হইল, তিনি প্রেমাত্ম-ব্যাকুল হইয়া সেই মুনির চরণ মস্তকের দ্বারা এবং শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। ২৮

শ্রীবিহুর কহিলেন—হে মহাযোগিন্। আপনি করুণাময়, সেট জন্মই আপনি সংসারসমুদ্রের পার্শ্ব—যে স্থানে শ্রীহরি তাঁহার অকিঞ্চন ভক্তগণের সহজ-লভ্য—সেই স্থান দর্শন করাইলেন। ২৯

শ্রীশুকদেব কহিলেন—এই প্রকারে সেই ঋষিকে সন্তোষ ও প্রণাম করিয়া আনন্দপূর্ণ-চিত্ত বিহুর জ্ঞাতিদর্শনবাসনায় হস্তিনাপুর প্রস্থান করিলেন। ৩০



এতদ্যঃ শৃণু রাজান্ রাজাং হর্যাপিতাঙ্গনাম্ ।

আয়ুর্ধনং যশঃ স্বস্তি গতিমৈশ্বর্যমাপ্নুয়াৎ ॥৩১॥

ইতি ঐশ্যভাগবতে মহাপুরাণে পারবহংজাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে

প্রাচেভসোপাখ্যানং নানৈকজিহ্বশাখ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

হে রাজন্ ! হরিতে সমর্পিতচিত্ত প্রচেভাদিগের | ধন, কীর্ত্তি ও শ্রোয়োলাভ করিয়া অন্তে সঙ্গাত  
এই পবিত্রকথা বিনি শ্রবণ করেন, তিনি দীর্ঘকাল | লাভ করেন । ৩১

ইতি চতুর্থ স্কন্ধে একজিহ্ব শাখ্যায় ।

ইতি চতুর্থ স্কন্ধ সমাপ্ত ।